মুখবন্ধ

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা সরকারের একটি বাজেট দলিল হিসেবে প্রতি বছর জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশনে উপস্থাপন করা হয়। মূলত দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি, সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন নীতি ও কৌশল এবং অর্থনৈতিক খাতভিত্তিক অগ্রগতির ওপর ভিত্তি করে সমীক্ষাটি প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। অন্যান্য বছরের ন্যায় 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৭' প্রণয়নেও উপরি-উক্ত তথ্য ও উপাত্তকে ভিত্তি ধরা হয়েছে।

২. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা ঘাত-অভিঘাত মোকাবেলা করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও উচ্চ প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ি গত ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জিডিপির প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৭.১১ শতাংশ। বিবিএস এর সাময়িক হিসাবে চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭.২৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

৩. ২০০৯ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে 'রূপকল্প-২০২১' ঘোষণা করে। এর আলোকে সরকার প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) প্রণয়ন করে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-১৫) বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় গৃহীত কর্মকৌশল ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রথম ধাপ সম্পন্ন করা হয়েছে। এ সময়ে অবকাঠামো নির্মাণ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত, তথ্য প্রযুক্তি, সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণসহ সার্বিক অর্থনৈতিক সূচকে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারি নানা উদ্যোগ বিশেষত জীবনচক্রভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়নের ফলে দারিদ্রের মাত্রা ও বৈষম্য উভয়ই হ্রাস পেয়েছে। ২০১০ সালে যেখানে দারিদ্র্যের হার ছিল ৩১.৫ শতাংশ, ২০১৬ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ২৩.২ শতাংশে। বর্তমানে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২১) বাস্তবায়নের কাজ চলছে। 'রূপকল্প-২০২১' বাস্তবায়নের অন্যান্য লক্ষ্যসমূহ এ মেয়াদে (২০১৬-২০২০) অর্জন করা সম্ভব হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী।

৪. রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাতটি নীতি-নির্ধারণী ভিত্তি বিবেচনায় নিয়ে সরকার আইনগত সংস্কারসহ কর ব্যবস্থাপনায় পরিকল্পিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। মূল্য সংযোজন কর বিষয়ক নতুন বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। আগামী অর্থবছর থেকে অন-লাইন মূল্য সংযোজন কর (মূসক) পরিশোধ পদ্ধতির প্রবর্তন করা হচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রথম আট মাসে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রার ৯২ শতাংশ অর্জিত হয়েছে এবং পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৯.১৯ শতাংশ। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার এ ধারা অব্যাহত থাকলে অর্থবছর শেষে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়। এছাড়া, বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় ব্যবস্থাপনার ক্রমশ মানোন্নয়নের লক্ষ্যে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে আরো সুদৃঢ় করা হয়েছে। বাজেট ঘাটতি ধারণযোগ্য পর্যায়ে রাখতে সরকার সতর্ক রয়েছে।

৫. মূল্যস্ফীতিকে সহনীয় পর্যায়ে রেখে বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে দেশের মুদ্রানীতি পরিচালিত হচ্ছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি ৫.৫ শতাংশে সীমাবদ্ধ রাখার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছে। তাছাড়া, রপ্তানি আয়ের পরিমাণও ক্রমশ বর্ধমান। একইভাবে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও বাড়ছে। ১৯ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে দেশে মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৩২.৪৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

৬. সমীক্ষাটিকে কেবল দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির বিশ্লেষণ এবং অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহের পর্যালোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি। এখানে দারিদ্র্য বিমোচন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, বেসরকারি খাত উন্নয়ন এবং পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়াদির বিস্তারিত বিবরণও দেওয়া হয়েছে। সমীক্ষার প্রদত্ত তথ্য ও উপাত্ত অনুসন্ধিৎসু পাঠক,

গবেষক, শিক্ষাবিদ, শিক্ষার্থী এবং দেশের অর্থনীতির প্রগতি ও অগ্রগতির সাথে জড়িত অন্যান্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রত্যাশিত তথ্যের প্রয়োজন পূরণ করতে পারবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

৭. মূল্যবান তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ করে যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা সহযোগিতা করেছে আমি তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এছাড়া, অর্থ বিভাগের অর্থনৈতিক উপদেষ্টাসহ সমীক্ষাটি প্রণয়ন, সম্পাদনা ও প্রকাশনার সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আন্তরিক অভিবাদন জ্ঞাপন করছি।

আবুল মাল আবদুল মুহিত
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়

অবতরণিকা

দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির সার্বিক চিত্রসম্বলিত ‘বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা’ সরকারের একটি নিয়মিত বার্ষিক প্রকাশনা। সমীক্ষাটি অন্যতম বাজেট দলিল হিসেবে প্রতি বছর জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশনে উপস্থাপন করা হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সর্বশেষ তথ্য ও উপাত্তের সমন্বয়ে ‘বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা - ২০১৭’ প্রণয়ন করা হয়েছে।

২. সমীক্ষাটিতে ১৫টি অধ্যায় রয়েছে। মূলত সামষ্টিক অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি, অর্থনীতির খাতভিত্তিক অগ্রগতি এবং সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়গুলোর হালনাগাদ পরিস্থিতিকে ভিত্তি করে অধ্যায়গুলোকে বিভক্ত করা হয়েছে। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, চলতি অর্থবছরে গৃহীত কতিপয় সংস্কার কর্মসূচি এবং অর্থনীতির স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি সম্ভাবনার বিষয়াদি প্রথম অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধ্যায়ে দেশজ উৎপাদ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ, মূল্য, মজুরি ও কর্মসংস্থান, রাজস্ব নীতি ও ব্যবস্থাপনা, মুদ্রা ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক বাজার পরিস্থিতি এবং বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কিত তথ্যাদি বর্ণিত হয়েছে। অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদনমুখী খাত হিসেবে কৃষি, শিল্প, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি এবং পরিবহণ ও যোগাযোগ সম্পর্কিত খাতভিত্তিক বিশ্লেষণ সপ্তম থেকে একাদশ অধ্যায়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়সমূহ যথা মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম, বেসরকারি খাত ও পরিবেশ উন্নয়ন বিষয়ক সরকারের নানাবিধ উদ্যোগের বিবরণ দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৩. নানাবিধ সীমাবদ্ধতা ও সময়সাপেক্ষ হওয়ায় প্রণীত সমীক্ষাটি একেবারে ত্রুটিহীন এ দাবী করছি না। অনিচ্ছাকৃত এসব ভুল-ভ্রান্তি সংশোধনসহ সমীক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি সুচিন্তিত মতামত/ পরামর্শ প্রদানের আহবান থাকলো। প্রণীত সমীক্ষাটি নীতিনির্ধারক, পরিকল্পনাবিদ,অর্থনীতিবিদ, গবেষক ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষার্থীদের কাজে আসলেই আমাদের প্রচেষ্টা সফল হবে বলে আমি মনে করি।

৪. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ‘বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা - ২০১৭’ প্রকাশ করতে পারায় অর্থনৈতিক উপদেষ্টাসহ এই অনুবিভাগের সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আন্তরিক অভিবাদন জ্ঞাপন করছি। এছাড়া, সমীক্ষাটি প্রণয়নে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সরবরাহসহ সকল ধরনের সহযোগিতার জন্যে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থাকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন, এনডিসি
সিনিয়র সচিব
অর্থ বিভাগ

Uploded By: MyMahbub.Com

All Kinds of books free Download: MyMahbub.Com

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

বৈশ্বিক অর্থনীতি

২০১৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধে বিনিয়োগ, শিল্প উৎপাদন এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গতি ফিরে আসায় বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি বাড়বে বলে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) পূর্বাভাস করেছে। আইএমএফ-এর সর্বশেষ প্রকাশিত World Economic Outlook (WEO), April, 2017-এ ২০১৭ সালে বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ২০১৬ সালের তুলনায় ০.৪ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে ৩.৫ শতাংশে উন্নীত হবে। প্রবৃদ্ধির এ হার ২০১৮ সালে ৩.৬ শতাংশে দাঁড়াবে বলে আইএমএফ পূর্বাভাস দিয়েছে। উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহের অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা, বাণিজ্যিক ও আর্থিক খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহে আস্থা ফিরে আসা, এ প্রবৃদ্ধি অর্জনে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হয়েছে। অন্যদিকে বিনিয়োগ পরিস্থিতির ক্রমোন্নতি, চীনের অবকাঠামো ও আবাসন খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, পণ্যমূল্যের নিম্নগতি অবস্থা থেকে আংশিকভাবে হলেও বেরিয়ে আসা ইত্যাদি বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহের প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বিশ্ব অর্থনীতিতে সম্ভাব্য কতিপয় ঝুঁকিসমূহের মধ্যে রয়েছে উন্নত অর্থনীতির কতিপয় দেশের অন্তর্মুখী সংরক্ষণ নীতি, যা বিশ্ববাণিজ্য এবং আন্তঃসীমান্ত বিনিয়োগে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এছাড়া, আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রণ পুঁজি বিনিয়োগের ঝুঁকি বৃদ্ধি করবে যা সম্ভাব্য অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করতে পারে।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

বাংলাদেশের অর্থনীতি দৃঢ়তার সাথে বৈশ্বিক এবং অভ্যন্তরীণ সঙ্কট মোকাবেলা করে প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৭.২৪ শতাংশ। পূর্ববর্তী অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭.১১ শতাংশ। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় ছিল ১,৪৬৫ মার্কিন ডলারে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় ১৩৭ মার্কিন ডলার বৃদ্ধি পেয়ে ১,৬০২ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। মোট বিনিয়োগ গত অর্থবছরের তুলনায় ০.৬২ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে জিডিপি'র ৩০.২৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে। এ সময়ে রাজস্ব আহরণের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ২,১৮,৫০০ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ১১.১৭ শতাংশ। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর্তৃক কর রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ১,৮৫,০০০ কোটি টাকা, এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব ৬,৫০০ কোটি টাকা এবং কর-বহির্ভূত রাজস্ব ২৭,০০০ কোটি টাকা। অর্থ বিভাগের Integrated Budgeting and Accounting System (*iBAS ++*) ডাটা বেইজ অনুযায়ী সাময়িক হিসাবে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত আহরিত রাজস্বের মধ্যে কর রাজস্বের পরিমাণ ১,০৯,৩০১ কোটি টাকা, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৯.৭০ শতাংশ বেশি। এ সময়ে কর-বহির্ভূত রাজস্ব আহরণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৫,২৮৯ কোটি টাকা, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৮.৩৫ শতাংশ বেশি। সার্বিকভাবে চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০১৭) মোট রাজস্ব আহরিত হয়েছে ১,২৪,৫৯০ কোটি টাকা, যা মোট রাজস্ব আহরণের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার ৫৭.৬১ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী অর্থবছরে একই সময়ের তুলনায় ১৯.৫৪ শতাংশ বেশি।

সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট ব্যয় এর লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৩,১৭,১৭৫ কোটি টাকা যা জিডিপি'র ১৬.২২ শতাংশ। এর মধ্যে অনুন্নয়ন এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় যথাক্রমে ২,০৬,৪৭৫ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১০.৫৬ শতাংশ) এবং ১,১০,৭০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৫.৬৬ শতাংশ)। *iBAS++* এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ১,৩১,৮৫৩ কোটি টাকা যার মধ্যে অনুন্নয়ন ব্যয় হয়েছে ১,০১,৪৭২ কোটি টাকা (অনুন্নয়ন মূলধন ব্যয় ও উন্নয়ন কর্মসূচিসহ) এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় ৩০,৩৮১ কোটি টাকা। পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় অনুন্নয়ন ব্যয় ও এডিপি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ২১.২৪ শতাংশ ও ৩১.৫৪ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ঘাটতির

পরিমাণ প্রাক্কলন করা হয়েছে ৯৮,৬৭৫ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৫.০৪ শতাংশ। ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক উৎস (বৈদেশিক অনুদানসহ) হতে ২৮,৭৭১ কোটি টাকা এবং অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ৬৯৯,০৪ কোটি টাকার সংস্থান করা হবে।

সাম্প্রতিক বছরসমূহে মুদ্রানীতি প্রণয়নে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি উৎপাদনশীল খাতে ঋণ যোগান অব্যাহত রাখতে মুদ্রা ও ঋণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। গত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের শুরু থেকে মুদ্রাস্ফীতির নিম্নমুখী ধারা বজায় থাকায় চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জন্য অনুসৃত মূদ্রানীতি ঘোষণাপত্রে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা (৭.২ শতাংশ) অর্জনের সহায়ক মুদ্রার যোগানের লক্ষ্যে মুদ্রা ও আর্থিক নীতি অনুসরণ করা হয়। অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধে (জানুয়ারি-জুন, ২০১৭) ঘোষিত মুদ্রানীতিতে চলমান অর্থনৈতিক ও আর্থিক খাত পরিস্থিতি এবং বার্ষিক মূল্যস্ফীতিকে ৫.৮ শতাংশের মধ্যে সীমিত রেখে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মুদ্রা ও ঋণ যোগানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রণীত মুদ্রানীতিতে ২০১৬-১৭ অর্থবছর শেষে ব্যাপক মুদ্রার (Broad Money) যোগান ১৫.৫ শতাংশ এবং ব্যক্তিখাতে ঋণ প্রবাহের প্রবৃদ্ধি ১৬.৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ মাস শেষে ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই মাসের তুলনায় ১৩.৩৫ শতাংশ এবং ব্যক্তিখাতের ঋণ প্রবাহে প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১৫.৮৮ শতাংশ। পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে মার্চ, ২০১৭-এ মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ৫.৩৯ শতাংশে। জুলাই-মার্চ, ২০১৭ সময়ে গড় মূল্যস্ফীতির হার ৫.৩৫ শতাংশে, যা সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার (৫.৫ শতাংশ) চেয়েও কম।

বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ঋণ প্রদানের সুদের হার এবং আমানতের সুদের হার ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। ঋণের ভারিত গড় সুদ হার জুন, ২০১৬ শেষে ১.২৮ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট হ্রাস পেয়ে ১০.৩৯ শতাংশে দাঁড়ায়। ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ শেষে তা আরো ০.৬২ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট হ্রাস পেয়ে ৯.৭৭ শতাংশে দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে, আমানতের ভারিত গড় সুদ হার জুন, ২০১৬ শেষে ১.২৮ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট হ্রাস পেয়ে ৫.৪৫ শতাংশে দাঁড়ায়। জুন, ২০১৬ শেষে ঋণ ও আমানতের ভারিত-গড় সুদ হারের ব্যবধান (spread) ৪.৮৫ শতাংশে দাঁড়ায়। আমানতের ভারিত গড় সুদ হার এবং ঋণের ভারিত গড় সুদ হার ক্রমাগতভাবে হ্রাসের ফলে ঋণ ও আমানতের ভারিত-গড় সুদ হারের ব্যবধান ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ শেষে আরো কিছুটা হ্রাস পেয়ে ৪.৬৯ শতাংশে দাঁড়ায়। চলতি অর্থবছরে পুঁজি বাজারের পরিস্থিতি মোটামুটি স্থিতিশীল ছিল। ঢাকা ও চট্রগ্রাম-এই উভয় পুঁজি বাজারের বাজার মূলধন এবং মূল্যসূচক জুন, ২০১৬ এর তুলনায় ফেব্রুয়ারি, ২০১৭-এ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে দেশের মোট রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৩৪,২৫৭.১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা, পূর্ববর্তী অর্থবছরের রপ্তানি আয় অপেক্ষা ৯.৭৭ শতাংশ বেশি। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই-মার্চ, ২০১৭) মোট রপ্তানি আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৫,৯৪৬.০২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৩.৯৭ শতাংশ বেশি। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের আমদানি ব্যয়ের (সিএন্ডএফ) পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৩,০৫০.৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৫.৭৭ শতাংশ বেশি। সাময়িক হিসেবে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০১৭) মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩০,৬৭২.৪৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১০.২৬ শতাংশ বেশি। এ সময়ে ভোগ্যপণ্যের আমদানি বেড়েছে ২৮.৫৫ শতাংশ। মধ্যবর্তী পণ্যের আমদানি প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৩.০৬ শতাংশ এবং মুলধনী যন্ত্রপাতির আমদানি বৃদ্ধি পায় ২২.২৭ শতাংশ।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট রেমিট্যান্স প্রবাহের পরিমাণ ১৫,৩১৬.৯৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে রেমিট্যান্স প্রবাহের পরিমাণ ২.৫২ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১৪,৯৩১.২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি অর্থবছরের শুরু থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি নেতিবাচক ধারায় থাকে এবং জুলাই-মার্চ, ২০১৭ পর্যন্ত রেমিট্যান্স প্রবাহের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯,১৯৪.৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। মূলত মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং জ্বালানি তেলের মূল্যহ্রাস, তেল সমৃদ্ধ এ দেশসমূহের অর্থনীতির ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। ফলে এসব দেশের মজুরির হারও হ্রাস পায়। এছাড়া, মার্কিন ডলারের সাথে পাউন্ড এবং ইউরো-এর অবচিতিও রেমিট্যান্স পরিমাণ হ্রাসের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে। তবে এ সময়ে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০১৭) বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২৫.৭৯ শতাংশ বেশি।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত) সাময়িক হিসাব অনুযায়ী দেশের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৬,০৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৪,১৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আমদানি ব্যয়ের প্রবৃদ্ধির হার বেড়ে যাওয়া এবং রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পাওয়ায় বাণিজ্য ঘাটতি বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া রেমিট্যান্স প্রবাহের পরিমাণ কিছুটা হ্রাস পাওয়ায় চলতি হিসাবে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১,১১৮ মিলিয়ন মাকিন ডলার, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে চলতি হিসাবে উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ২,৯০৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অন্যদিকে, জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ সময়কালে মূলধন ও আর্থিক (Capital and Financial Account) খাতে উদ্বৃত্ত দাঁড়িয়েছে ৩,১০৩ মিলিয়ন মাকিন ডলার, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে উদ্বৃত্ত ছিল ১,১২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (এফডিআই) বাবদ ২,০৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি (এমএলটি) বাবদ ১,৭২৮ মিলিয়ন মাকিন ডলার মূলধন ও আর্থিক খাতে উদ্বৃত্ত বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। ফলে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ঘাটতি থাকলেও লেনদেনের সার্বিক ভারসাম্যে (Overall Balance) উদ্বৃত্ত দাঁড়িয়েছে ২,৪৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বৈদেশিক লেনদেনের সার্বিক ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত থাকায় বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ বৃদ্ধি পেয়ে চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ শেষে বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩২,৫৫৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এসময়ে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান মোটামুটি স্থিতিশীল রয়েছে।

সাম্প্রতিক বৈশ্বিক অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে গৃহীত কর্মসূচি বিবেচনায় এনে মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো, ২০১৮-২০২০ (Medium-Term Macroeconomic Framework-MTMF, 2018-2020) প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত কাঠামোতে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি গড়ে ৭.৬ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়ে আগামী ২০১৯-২০ অর্থবছরের ৮.০ শতাংশে উন্নীত হবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। বিনিয়োগ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জিডিপির ৩০.৩ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জিডিপির ৩১.৯ শতাংশে দাঁড়াবে। বিনিয়োগের এ প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিডিপি'র ৩৪.৫ শতাংশ, যার মধ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ ২৫.৫ শতাংশ এবং সরকারি বিনিয়োগ ৯.০ শতাংশ-এ উন্নীত হবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

অর্থনীতির খাতভিত্তিক পরিস্থিতি

কৃষিখাত

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৬-১৭ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন দাঁড়াবে ৩৯৬.৮৮ লক্ষ মেট্রিক টন। গত ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রকৃত উৎপাদন ছিল ৩৮৮.১৭ লক্ষ মেট্রিক টন। বিবিএস-এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আউশ ২১.৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন, আমন ১৩৫.৩০ লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন হয়েছে এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী এ অর্থবছরে ভুট্টার উৎপাদন হয়েছে ৩৪.৩৯ লক্ষ মেট্রিক টন। বোরো ধান উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ১৯১.৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন ও গম এর উৎপাদন ১৪.৩১ লক্ষ মেট্রিক টন অর্জিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। চলতি অর্থবছরে মোট ১৭,৫৫০ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ১২,১৫৮.৭১ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৬৯ শতাংশ। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় এবং চাষকৃত বদ্ধ জলাশয় থেকে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে যথাক্রমে ৪র্থ ও ৫ম স্থান অধিকার করেছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত গবাদিপ্রাণির জন্য ১.১৫ লক্ষ ও পোল্ট্রির জন্য ১৬.০৮ কোটি ডোজ টিকা উৎপাদিত হয়েছে।

শিল্প

বাংলাদেশের শিল্পায়নের গতিকে বেগবান করতে "শিল্পনীতি ২০১৬" ঘোষণা করা হয়েছে। এ নীতি নারীর উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাসহ নারীদেরকে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় নিয়ে আসা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে ভূমিকা পালন করবে। এ উদ্দেশ্যে যেখানে সম্ভব সেখানে পুঁজিঘন শিল্পের পরিবর্তে শ্রমঘন শিল্প স্থাপনকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে শিল্পনীতিতে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণসহ কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসারের কার্যক্রম গ্রহণ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারে উৎসাহ প্রদানকল্পে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে শিল্পঋণ বিতরণ ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। ফলে শিল্পখাতের ঋণ বিতরণ ও আদায় ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবেশ বান্ধব পাট শিল্পের প্রসারে কিছু পণ্যে পাট জাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার

আইন-২০১০ ও বিধিমালা ২০১৩ বাস্তবায়নের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বাজারে পাট ও পাটজাত পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে শিল্পখাতের দ্রুত বিকাশের জন্য ইপিজেডসমূহ দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণসহ দেশে শিল্পখাত বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ইপিজেডসমূহে বিনিয়োগ ও রপ্তানি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান

গত ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৪৯টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার (অ-আর্থিক) নীট মুনাফা ছিল ১০,৮৮৮.৫৩ কোটি টাকা। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ সকল রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার নীট মুনাফা হয়েছে ৬,৬১৬.৬৮ কোটি টাকা। এসময়ে মুনাফা অর্জনকারী সংস্থাসমূহ লভ্যাংশ হিসেবে ২,৫০৩.৪৮ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করেছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত অ-আর্থিক রাষ্ট্রীয় সংস্থার নিকট মোট ডিএসএল বাবদ পাওনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২,১৯,৭৩,৬২৪.৩৫ লক্ষ টাকা। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের মোট সম্পদের ওপর পরিচালন মুনাফার হার (Return on Asset-ROA) ৩.৪৬ শতাংশ, পরিচালন রাজস্বের ওপর নীট মুনাফার হার ৭.৯৭ শতাংশ এবং ইক্যুইটির ওপর লভ্যাংশের হার ২.৬৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। পূর্ববর্তী অর্থবছরে এ সূচকসমূহের অবস্থান ছিল যথাক্রমে ১.৫৮ শতাংশ, ৩.০৬ শতাংশ এবং ২.৩৯ শতাংশ।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ বিদ্যুৎ (নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ) সুবিধার আওতায় এসেছে। চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত মোট স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৩,১৭৯ মেগাওয়াট এ দাঁড়িয়েছে যার মধ্যে সর্বোচ্চ ৯,০৩৬ মেগাওয়াট উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের নীট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছিল ৫২,১৯৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার যা ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে (ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত) ৩২,৯২৬ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ারে উন্নীত হয়েছে। বিদ্যুতের সঞ্চালন ও বিতরণ সিস্টেম লস ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ২১.২৫ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে (জানুয়ারি, ২০১৭) দাঁড়িয়েছে ১১.৪৩ শতাংশে।

অপরদিকে, প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের প্রায় ৭১ শতাংশ পূরণ করছে। মোট আবিষ্কৃত ২৬টি গ্যাস ক্ষেত্রে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত প্রকৃত গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১৪.৩৮ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং উত্তোলনযোগ্য নীট মজুদের পরিমাণ ১২.৭৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। দেশের জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা প্রায় ১২.২১ লক্ষ মেট্রিক টন। বর্তমানে দেশের দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে জ্বালানি উৎসের বহুমুখীকরণ (fuel diversification) বিশেষ করে প্রাকৃতিক গ্যাসসহ জ্বালানির দক্ষ ও সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহারের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।

পরিবহণ ও যোগাযোগ

আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিবহণ এবং তথ্য ও অন্যান্য যোগাযোগ নেটওয়ার্কের সাথে বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করার উপযোগী উন্নত এবং সুসমন্বিত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা একান্ত জরুরি। তাই পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতে বিভিন্ন প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সড়ক ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/ পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। পাশাপাশি পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ইত্যাদিসহ কয়েকটি বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। পরিবেশবান্ধব, নিরাপদ এবং সুলভে মালামাল পরিবহণের নির্ভরশীল মাধ্যম হিসেবে রেলের ভূমিকা অব্যাহত রাখার জন্য উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। নৌ-পথের নাব্যতা সংরক্ষণ ও নৌ-পথ উদ্ধার, নিরাপদ নৌ-যান চলাচল নিশ্চিতকরণ, অভ্যন্তরীণ নৌ-বন্দরসমূহের উন্নয়ন, অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে কন্টেইনার পণ্য পরিবহণের অবকাঠামো সৃষ্টি ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। রূপকল্প-২০২১, জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সমাজের সকল স্তরে ডিজিটাল লিটারেসি বৃদ্ধির মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগ, তথ্য-প্রযুক্তি ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে জনগণের সেবা নিশ্চিতকরণ এবং ই-গভর্নেন্স ও ই-কমার্স প্রবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক ও উন্নত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার আর্থ-সামাজিক খাতে বাজেটের প্রায় ২৪ শতাংশ হারে

ব্যয় করছে। ২০১৬ সালে প্রকাশিত Human Development Report (HDR), 2015 অনুযায়ী ২০১৫ সালে মানবসম্পদ উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৯তম যা ২০১৪ সালে ছিল ১৪২তম। সরকার শিক্ষার সকল স্তরে ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি ও শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ ও যোগ্য মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১০ প্রণয়নসহ বহুবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতকরা ৬০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বিধি প্রবর্তনের ফলে মহিলা শিক্ষকের হার ১৯৯১ সালের ২১ শতাংশ থেকে বর্তমানে ৬২.৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আলোকে সরকার স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করায় দেশের স্বাস্থ্যখাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। প্রজনন হার ও মৃত্যু হার কমেছে। গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাত শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। অপুষ্টির হারও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। স্বাস্থ্য সেবায় অর্জিত সাফল্য অব্যাহত রেখে এ খাতে আরও উন্নয়নের জন্য ২০১১-২০১৬ মেয়াদে সমন্বিত স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি উন্নয়ন সেক্টর (HPNSDP) কর্মসূচি সফল সমাপ্তির পর ২০১৭-২০২২ মেয়াদে “স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত কর্মসূচি (HPNSP)” শীর্ষক ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, নারীদের শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা এবং জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

দারিদ্র্য বিমোচন

সরকারি, বেসরকারি বহুবিধ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঠিক ও কার্যকর বাস্তবায়নের ফলে ১৯৯১ সালে যেখানে দারিদ্র্যের হার ছিল ৫৬.৭ শতাংশ, ২০১৬ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ২৩.৫ শতাংশে। ২০২০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৮.৬ শতাংশে কমিয়ে আনার প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে সামাজিক নিরাপত্তা খাতের পরিধি ও বরাদ্দ প্রতি বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা খাতের বরাদ্দের সঠিক বাস্তবায়নের জন্যে বাংলাদেশ সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক জীবনচক্র পদ্ধতি অনুসরণ করছে। এ লক্ষ্যে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণীত হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ৪৫,২৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এমডিজি) ক্ষুধা ও দারিদ্র্য সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত সময়ের আগেই অর্জন করেছে। বর্তমানে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) ক্ষুধা ও দারিদ্র্য সংশ্লিষ্ট ১ম ও ২য় লক্ষ্যমাত্রা পূরণে কাজ শুরু করা হয়েছে। দারিদ্র্য হ্রাসকরণে সরকারের গৃহীত নানা কর্মসূচি বাস্তবায়নে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ)সহ বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ব্যাংক এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহ (এনজিও) কাজ করছে। ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ৪টি বাণিজ্যিক ও ২টি বিশেষায়িত ব্যাংক ক্রমপুঞ্জিতভাবে ৩৯,৫৯২.৩৮ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করেছে। একই সময়ে এই ৬টি ব্যাংক ক্রমপুঞ্জিতভাবে ৩৭,৪৮৮.৮৭ কোটি টাকা ঋণ আদায় করেছে। দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র ঋণসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নে অর্থ বিভাগসহ আরও কিছু মন্ত্রণালয় ও সংস্থার কর্মকাণ্ড চলমান আছে।

বেসরকারি খাত উন্নয়ন

উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সার্বিক বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নে সরকার কাজ করছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি অর্থায়নে পৃথকভাবে গৃহীত প্রকল্প ছাড়াও সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (Public Private Partnership) ভিত্তিতে সরকার নানা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১,৬৬২টি বেসরকারি প্রকল্পে মোট বিনিয়োগ প্রস্তাবনা ছিল ১,১০,১৬১.৪০ কোটি টাকা। অন্যদিকে, চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত) ১,১৩৭টি বেসরকারি প্রকল্পে এ প্রস্তাবনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১,৪৪,৮১৬.১০ কোটি টাকা। ব্যক্তিখাতে তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার শিল্পের ক্রমবিকাশ শিল্প খাতকে শক্তিশালী অবস্থানে দাঁড় করিয়েছে এবং দেশে বিনিয়োগ সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে ভূমিকা রাখছে। ২০২১ সালের মধ্যে দেশের সকল নাগরিককে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগের আওতাভুক্ত করার লক্ষ্য পূরণেও বেসরকারি বিনিয়োগ কাজ করে যাচ্ছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে (জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত) মোট ৩২,৯২৬ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৪৭ শতাংশই উৎপাদিত হয়েছে বেসরকারি খাত থেকে। ২০১৬ পঞ্জিকা বর্ষে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ হয়েছে ২,৩৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ পরপর সপ্তম বারের মত Moody’s এবং S&P কর্তৃক

স্থিতিশীল অর্থাৎ Ba3 এবং BB- রেটিং অর্জন করেছে। Fitch Rating- এ বাংলাদেশ পরপর দুবার BB- রেটিং পেয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে। সমাজের সকল স্তরে ডিজিটাল লিটারেসি বৃদ্ধির মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগে সরকারের পক্ষ থেকে নানা কার্যকর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। পাশাপাশি, ই-গভর্নেন্স, ই-কমার্স পদ্ধতি প্রবর্তন করে জ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পে তরুণদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে আধুনিক ও উন্নত বাংলাদেশ গঠনে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে।

পরিবেশ ও উন্নয়ন

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা ও অভিযোজন কর্মসূচি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan, 2009 (BCCSAP, 2009) বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। এ উদ্দেশ্যে সরকার নিজস্ব তহবিল হতে বরাদ্দ দিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল গঠন করে এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত উক্ত ফান্ডে ৩,১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড নীতিমালা প্রণয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড আইন, ২০১০ প্রবর্তন করাসহ দাতা দেশ/সংস্থাসমূহের সহায়তায় Bangladesh Climate Change Resilience Fund (BCCRF) গঠন করেছে।

অর্থ বিভাগ কর্তৃক 'Inclusive Budgeting and Financing for Climate Resilience (IBFCR)' শীর্ষক একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি ইউএনডিপি'র আর্থিক সহায়তায় ১৮.৫২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫ বছর মেয়াদে বাস্তবায়িত হবে। জীববৈচিত্র্য প্রতিবেশ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার এক অমূল্য সম্পদ। এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখেই দেশের মূল্যবান জীবসম্পদ সংরক্ষণে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এর আওতায় বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। National Bio-safety Framework বাস্তবায়ন এবং National Biodiversity Strategy and Action Plan কে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং হালনাগাদ করা হয়েছে। 'বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন- ২০১৭' প্রণয়ন করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

মুখবন্ধ

অবতরণিকা

সারণি তালিকা

লেখচিত্র তালিকা

বক্স তালিকা

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক নির্দেশকসমূহ

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

সামষ্টিক অধ্যায়

১. সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি
২. দেশজ উৎপাদ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ
৩. মূল্য, মজুরি ও কর্মসংস্থান
৪. রাজস্ব নীতি ও ব্যবস্থাপনা
৫. মুদ্রা ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক বাজার উন্নয়ন
৬. বহিঃ খাত

খাতভিত্তিক অধ্যায়

৭. কৃষি
৮. শিল্প
৯. রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থা
১০. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি
১১. পরিবহন ও যোগাযোগ

অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়ভিত্তিক অধ্যায়

১২. মানব সম্পদ উন্নয়ন
১৩. দারিদ্র বিমোচন
১৪. বেসরকারি খাত উন্নয়ন
১৫. পরিবেশ ও উন্নয়ন

পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট

সমীক্ষা প্রণয়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ

প্রথম অধ্যায়

সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৭.২৪ শতাংশ, গত অর্থবছরে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭.১১ শতাংশ। মাথাপিছু জাতীয় আয় গত অর্থবছরের ১,৪৬৫ মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১,৬০২ মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। মূল্যস্ফীতির হার গত ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে নিম্নমুখী ধারা অব্যাহত রেখে জুলাই-মার্চ, ২০১৭-এ দাঁড়িয়েছে ৫.৩৫ শতাংশে। রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতিও সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে এবং চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১৯.৫৪ শতাংশ। রপ্তানি খাতও ইতিবাচক রয়েছে এবং চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে রপ্তানি খাতে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৩.৯৭ শতাংশ। জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ সময়ে আমদানি প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১০.২৬ শতাংশ, তন্মধ্যে মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে ২২.২৭ শতাংশ। এ সময়ে রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেলেও জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে ২৫.৯৭ শতাংশ। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত বৈদেশিক লেনদেনের চলতি হিসাবে (Current Account) ঘাটতি পরিলক্ষিত হলেও মূলধন ও আর্থিক হিসাবে উদ্বৃত্ত থাকায় সার্বিক ভারসাম্যে (Overall Balance) উদ্বৃত্ত দাঁড়িয়েছে ২,৪৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বশেষ ১৯ এপ্রিল, ২০১৭-এ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ৩২,৪৬৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এসময়ে মার্কিন ডলারের সাথে টাকার বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা বজায় রয়েছে। অধিকন্তু, ২০১৩ সাল থেকে ব্যাংক ব্যবস্থায় ঋণ প্রদানের সুদের হার হ্রাস পাচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১৫.৮৮ শতাংশ। মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৭.৪ শতাংশ। সুষ্ঠু ব্যয় ব্যবস্থাপনা, দক্ষ ও কার্যকর মুদ্রানীতির প্রয়োগ এবং সরকারের গৃহীত চলমান বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রমের ফলে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

বৈশ্বিক অর্থনীতি

২০১৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা বেড়েছে। বিশেষ করে বিনিয়োগ, শিল্প উৎপাদন এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গতি ফিরে আসায় বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি বাড়বে বলে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) পূর্বাভাস করেছে। আইএমএফ এর সর্বশেষ প্রকাশিত World Economic Outlook (WEO), April 2017-এ ২০১৭ সালে বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ২০১৬ সালের তুলনায় ০.৪ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে ৩.৫ শতাংশে উন্নীত হবে মর্মে পূর্বাভাস করা হয়েছে। প্রবৃদ্ধির এ হার ২০১৮ সালে ৩.৬ শতাংশে দাঁড়াবে বলে আইএমএফ পূর্বাভাস দিয়েছে।

২০১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ১.৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ সালে ২.৩ শতাংশে দাঁড়াতে পারে এবং এ ধারা অব্যাহত রেখে ২০১৮ সালে ২.৫ শতাংশে উন্নীত হবে বলে পূর্বাভাস করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা, বাণিজ্যিক ও আর্থিক খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহে আস্থা ফিরে আসা এবং ইনভেন্টরি সমন্বয়, এ প্রবৃদ্ধি অর্জনে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হয়েছে।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত (*Brexit*) সত্বেও ২০১৭ সালে যুক্তরাজ্যের অর্থনীতি দৃঢ় থাকবে মূলতঃ অর্থনীতির অন্তর্নিহিত সক্ষমতার কারণে। যুক্তরাজ্যের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ২০১৬ সালে ১.৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ সালে ২.০ শতাংশ এবং ২০১৮ সালে প্রবৃদ্ধির হার ১.৫ শতাংশে দাঁড়াতে পারে বলে পূর্বাভাস করা হয়েছে। রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে ২০১৭ সালে জাপানের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় ইউরো অঞ্চলের কয়েকটি দেশ যেমন জার্মানি, স্পেন প্রভৃতি দেশের প্রবৃদ্ধি জোরালো হবে বলে আইএমএফ-এর পূর্বাভাসে বলা হয়েছে।

অন্যদিকে বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহের প্রবৃদ্ধির মিশ্র অবস্থা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

সার্বিকভাবে ২০১৬ সালে এ অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ৪.১ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ সালে ৪.৫ শতাংশে এবং ২০১৮ সালে ৪.৮ শতাংশে উন্নীত হতে পারে বলে পূর্বাভাস করা হয়েছে। নীতি সহায়তার কারণে ২০১৬ সালে চীনের প্রবৃদ্ধি ৬.৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা কিছুটা হ্রাস পেয়ে ২০১৭ সালে ৬.৬ শতাংশ এবং ২০১৮ সালে ৬.২ শতাংশ হতে পারে। মুদ্রার পরিবর্তনজনিত কারণে ভারতের অর্থনীতি ২০১৭ সালে কিছুটা শ্লথ হতে পারে। ব্রাজিলের অর্থনীতি এখনও মন্দার কবলে রয়েছে। জ্বালানি তেল ও পণ্য রপ্তানিকারক দেশসমূহের অর্থনীতি এখনো দুর্বল অবস্থানে রয়েছে। ভূ-রাজনৈতিক কারণে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে প্রবৃদ্ধিতে বিরূপ প্রভাবের আশঙ্কা রয়েছে।

২০১৫ সালের শেষার্ধে ও ২০১৬ সালের প্রথমে বিনিয়োগ, ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প ও বাণিজ্য খাতে যে দুর্বল অবস্থান ছিল, ২০১৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধে তা শক্তিশালী হয়েছে। এসময়ে টেকসই ভোগ্যপণ্য (consumer durable), মূলধনী পণ্য-উভয়েরই উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। যে উপাদানসমূহ এতে অবদান রেখেছে সেগুলো হলোঃ বিনিয়োগ পরিস্থিতির ক্রমোন্নতি, চীনের অবকাঠামো ও আবাসন খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, পণ্যমূল্যের নিম্নগতি অবস্থা থেকে আংশিকভাবে হলেও বেরিয়ে আসা উল্লেখযোগ্য। আইএমএফ-এর প্রাথমিক পণ্য মূল্যসূচক (Primary Commodities Price Index) আগষ্ট, ২০১৬ থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত সময়ে ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। জ্বালানি তেল উৎপাদনকারি সংস্থা ওপেকসহ অন্যান্য তেল উৎপাদনকারী দেশসমূহের তেলের উৎপাদন কমানোর উদ্যোগে এ সময়ের মধ্যে জ্বালানি তেলের মূল্য ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। মার্চ, ২০১৭ শেষে জ্বালানি তেলের মূল্য ব্যারেল প্রতি প্রায় ৫০ মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে।

পণ্যমূল্য বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে গত আগষ্ট ২০১৬ থেকে বিশ্বব্যাপি মূল্যস্ফীতির হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৈশ্বিক উৎপাদন মূল্যসূচক এবং ভোক্তা মূল্যসূচক উভয়ই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে চীনের উৎপাদন মূল্যসূচক চার বছরে ঋণাত্মক অবস্থান থেকে ফিরে এসেছে, যা কাঁচামালের (raw materials) মূল্য বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে। বিশ্বব্যাপী ভোক্তা মূল্যস্ফীতি কিছুটা বৃদ্ধি পাবে মূলত জ্বালানি তেল ও জ্বালানি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির কারণে। মূল্যস্ফীতির এ প্রবণতা উন্নত বিশ্বের দেশসমূহে জোরালো ভূমিকা রাখবে। উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহে ১২ মাসের গড়ভিত্তিক ভোক্তা মূল্যস্ফীতি ফেব্রুয়ারি, ২০১৭-এ ২ শতাংশের মত বৃদ্ধি পেয়েছে যা বছরভিত্তিতে ২০১৬ সালে ছিল ০.৮ শতাংশ। একই কারণে বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহের মূল্যস্ফীতিও বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি ১.১ঃ বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

[বার্ষিক শতকরা পরিবর্তন (%)]

অর্থনৈতিক অঞ্চল	২০১৫	২০১৬	২০১৭*	২০১৮*
বিশ্ব অর্থনীতি	৩.৪	৩.১	৩.৫	৩.৬
উন্নত বিশ্ব অর্থনীতি	২.১	১.৭	২.০	২.০
যুক্তরাষ্ট্র	২.৬	১.৬	২,৩	২.৫
ইউরো অঞ্চল	২.০	১.৭	১.৭	১.৬
যুক্তরাজ্য	২.২	১.৮	২.০	১.৫
জাপান	১.২	১.০	১.২	০.৬
বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতি	৪.০	৪.১	৪.৫	৪.৮
বিকাশমান ও উন্নয়নশীল এশীয় অর্থনীতি	৬.৭	৬.৪	৬.৪	৬.৪
চীন	৬.৯	৬.৭	৬.৬	৬.২
ভারত	৭.৯	৬.৮	৭.২	৭.৭

উৎসঃ World Economic Outlook, April 2017, IMF,* প্রক্ষেপণ

সারণি ১.২ঃ অর্থনৈতিক অঞ্চলভিত্তিক মূল্যস্ফীতি

[বার্ষিক শতকরা পরিবর্তন (%)]

অর্থনৈতিক অঞ্চল	২০১৫	২০১৬	২০১৭*	২০১৮*
উন্নত বিশ্ব অর্থনীতি	০.৩	০.৮	২.০	১.৯
যুক্তরাষ্ট্র	০.১	১.৩	২.৭	২.৪
ইউরো অঞ্চল	০.০	০.২	১.৭	১.৫
যুক্তরাজ্য	০.১	০.৬	২.৫	২.৬
জাপান	০.৫	১.০	১.৯	২.০
বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতি	৪.৭	৪.৪	৪.৭	৪.৪
বিকাশমান ও উন্নয়নশীল এশীয় অর্থনীতি	২.৭	২.৯	৩.৩	৩.৩
চীন	১.৪	২.০	২.৪	২.৩
ভারত	৪.৯	৪.৯	৪.৮	৫.১

উৎস: World Economic Outlook, April 2017, IMF,* প্রক্ষেপণ

বিশ্ব অর্থনীতি সম্ভাব্য কতিপয় ঝুঁকিসমূহের মধ্যে রয়েছে। উন্নত অর্থনীতির কতিপয় দেশের অর্ন্তমুখী সংরক্ষণ নীতি, যা বিশ্ববাণিজ্য এবং আন্তঃসীমান্ত বিনিয়োগে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যাশার চেয়ে সুদের হারের দ্রুত বৃদ্ধি বিশ্বব্যাপী আর্থিক ব্যবস্থাকে কঠিন করে তুলতে পারে। এতে মার্কিন ডলারের উপচিতি (appreciation) ঘটবে, যা

নাজুক অর্থনীতির দেশসমূহের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। এছাড়া আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রণ পুঁজি বিনিয়োগে ঝুঁকি বৃদ্ধি করবে যা সম্ভাব্য অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করতে পারে।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৭.২৪ শতাংশ। চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী গত অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৭.১১ শতাংশ। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জিডিপিতে বৃহৎ খাতসমূহের মধ্যে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ৩.৪০ শতাংশ, ১০.৫০ শতাংশ ও ৬.৫০ শতাংশ। পূর্ববর্তী অর্থবছরে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ২.৭৯ শতাংশ, ১১.০৯ শতাংশ এবং ৬.২৫ শতাংশ। স্থিরমূল্যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জিডিপিতে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের অবদান ছিল যথাক্রমে ১৫.৩৫ শতাংশ, ৩১.৫৪ শতাংশ এবং ৫৩.১২ শতাংশ। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সাময়িক হিসাবে এ তিনটি বৃহৎ খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১৪.৭৯ শতাংশ, ৩২.৪৮ শতাংশ এবং ৫২.৭৩ শতাংশ।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে বৃহৎ কৃষি খাতের মধ্যে সবগুলো খাত/উপখাতের প্রবৃদ্বির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের প্রবৃদ্ধির হারের তুলনায় বেড়েছে। কৃষি ও বনজ খাতের প্রবৃদ্ধি গত অর্থবছরের ১.৭৯ শতাংশের তুলনায় চলতি অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২.৫১ শতাংশে। এর মধ্যে শস্য ও শাকসব্জি উপ-খাতে প্রবৃদ্ধি ০.৮৮ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১.৭২ শতাংশ। প্রাণি সম্পদ ও বনজ সম্পদ উপ-খাতে প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। মৎস্য সম্পদ খাতের প্রবৃদ্ধি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ৬.১১ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৬.২৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

অন্যদিকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বৃহৎ শিল্প খাতের মধ্যে খনিজ ও খনন খাতে প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৮.০০ শতাংশ, গত অর্থবছরে এ খাতের প্রবৃদ্ধি ছিল ১২.৮৪ শতাংশ। ম্যানুফেকচারিং খাতের প্রবৃদ্ধি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ছিল ১১.৬৯ শতাংশ, যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ১০.৯৬ শতাংশে। এর মধ্যে বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধির হার ১২.২৬ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ১১.৩২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে এ সময়ে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধির হার ৯.০৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৯.২১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ খাতের প্রবৃদ্ধি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১১.৩৩ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১২.৭২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এ খাতের মধ্যে বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ উপ-খাতের প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি অর্থবছরে নির্মাণ খাতের প্রবৃদ্ধি ০.৭৬ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে ৯.৩২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

সেবা খাতের মধ্যে পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য, হোটেল ও রেস্তোঁরা; পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ; রিয়েল এস্টেট ও ভাড়া ইত্যাদি খাতের প্রবৃদ্ধির হার বেড়েছে। অন্যদিকে, আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবাসহ কয়েকটি খাতের প্রবৃদ্ধির হার গত অর্থবছরের তুলনায় কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।

মাথাপিছু জিডিপি এবং মাথাপিছু জাতীয় আয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মাথাপিছু জিডিপি ছিল ১,৩৮৫ মার্কিন ডলার, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১,৫৩৮ মার্কিন ডলার। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় ছিল ১,৪৬৫ মার্কিন ডলার, যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ১,৬০২ মার্কিন ডলার।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দেশজ সঞ্চয় ও জাতীয় সঞ্চয়ের হার যথাক্রমে জিডিপি'র ২৬.০৬ শতাংশ ও ৩০.৩০ শতাংশ, যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে জিডিপি'র ২৪.৯৮ শতাংশ ও ৩০.৭৭ শতাংশ। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জিডিপি'র শতকরা হারে দেশজ সঞ্চয় ১.০৮ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পাওয়ায় জাতীয় সঞ্চয় পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ০.৪৭ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট হ্রাস পেয়েছে।

অন্যদিকে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বেসরকারি বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে জিডিপি'র ২৩.০১ শতাংশে যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় সামান্য বেশি। পক্ষান্তরে, এ সময়ে সরকারি বিনিয়োগ জিডিপি'র ৬.৬৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭.২৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সার্বিক বিনিয়োগ ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জিডিপি'র ২৯.৬৫ শতাংশ থেকে প্রায় ০.৬২ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে জিডিপি'র ৩০.২৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

মূল্যস্ফীতি

২০১৩-১৪ অর্থবছরের শুরু থেকেই মূল্যস্ফীতি হার হ্রাস পেয়েছে। বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতির হার ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৭.৩৫ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৪-১৫ এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরে যথাক্রমে ৬.৪১ শতাংশ এবং ৫.৯২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্যসহ অন্যান্য পণ্যমূল্য হ্রাস পাওয়া এবং অভ্যন্তরীণ উৎপাদন পরিস্থিতি সন্তোষজনক হওয়ায় সার্বিক মূল্যস্ফীতি হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া, দেশের অভ্যন্তরীণ অনুকূল পরিবেশ, স্বল্প বাজেট ঘাটতি এবং সতর্ক মুদ্রানীতি অনুসরণ প্রভৃতি কারণে মূল্যস্ফীতির হার হ্রাস পেয়েছে।

এসময়ে খাদ্য মূল্যস্ফীতির নিম্নমুখী প্রবণতা বজায় থাকে। অনদিকে, খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির উর্ধ্বমুখী প্রবণতা বাড়তে থাকে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ৮.৫৬ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৬.৬৮ শতাংশে দাঁড়ায়, যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৪.৯২ শতাংশে হ্রাস পায়। পক্ষান্তরে, এসময়ে খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির হার ছিল যথাক্রমে ৫.৫৫ শতাংশ, ৫.৯৯ শতাংশ এবং ৭.৪৩ শতাংশ।

সাম্প্রতিক সময়ে উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতির প্রেক্ষিতে এসব দেশে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি, জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতা এবং প্রাথমিক পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে চলতি অর্থবছরের মার্চ, ২০১৭-এ খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার ৬.৮৯ শতাংশ দাঁড়িয়েছে, মার্চ, ২০১৬ -এ হার ছিল ৩.৮৯ শতাংশ। পক্ষান্তরে, খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির হার মার্চ, ২০১৬-এ ৮.৩৬ শতাংশ থেকে উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়ে মার্চ, ২০১৭-এ ৩.১৮ শতাংশে দাঁড়ায়। সার্বিকভাবে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই-মার্চ, ২০১৭) গড় মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়ায় ৫.৩৫ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে একই সময়ে ছিল ৬.০৫ শতাংশ। উল্লেখ্য, চলতি অর্থবছরের মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৫.৫ শতাংশ। মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য চলমান কার্যক্রমসমূহ অব্যাহত রেখে মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে রাখা সম্ভব বলে আশা করা যায়।

রাজস্ব খাত

রাজস্ব আহরণ

চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে। এসময়ে রাজস্ব আহরণের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ২,১৮,৫০০ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ১১.১৭ শতাংশ। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর্তৃক কর রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ১,৮৫,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৯.৪৬ শতাংশ), এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব ৬,৫০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ০.৩৩ শতাংশ) এবং কর-বহির্ভূত রাজস্ব ২৭,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১.৩৮ শতাংশ)। অর্থ বিভাগের *Integrated Budgeting and Accounting System (iBAS ++)* ডাটা বেইজ অনুযায়ী সাময়িক হিসেবে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত আহরিত রাজস্বের মধ্যে কর রাজস্বের পরিমাণ ১,০৯,৩০১ কোটি টাকা, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৯.৭০ শতাংশ বেশি। এ সময়ে কর-বহির্ভূত রাজস্ব আহরণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৫,২৮৯ কোটি টাকা, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৮.৩৫ শতাংশ বেশি। সার্বিকভাবে চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০১৭) মোট রাজস্ব আহরিত হয়েছে ১,২৪,৫৯০ কোটি টাকা, যা মোট রাজস্ব আহরণের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার ৫৭.০২ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী অর্থবছরে একই সময়ের তুলনায় ১৯.৫৪ শতাংশ বেশি।

২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত উৎস থেকে কর রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ১,০৫,৬০৮ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২০.৪১ শতাংশ বেশি। এসময়ে আয় ও মুনাফার উপর কর খাতে প্রবৃদ্ধি: ২০.৫৫ শতাংশ, মূল্য সংযোজন কর: ২১.৪২ শতাংশ, আমদানি শুল্ক: ১৯.৮৩ শতাংশ, সম্পূরক শুল্ক: ১৯.৮৭ শতাংশ এবং অন্যান্য শুল্ক: ৮.৮৯ শতাংশ। একই সময়ে এনবিআর-বহির্ভূত কর রাজস্ব আহরণ ২.৫৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩,৬৯৩ কোটি টাকায়।

এনবিআর নিয়ন্ত্রিত কর রাজস্বের মধ্যে প্রায় সব খাতই সমহারে বেড়েছে। যানবাহন কর খাতে রাজস্ব আহরণ হ্রাস পাওয়ায় সার্বিকভাবে এনবিআর-বহির্ভূত কর রাজস্বের পরিমাণ সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। পক্ষান্তরে, কর-বহির্ভূত রাজস্ব বৃদ্ধিতে সুদ বাবদ প্রাপ্ত রাজস্ব উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে।

সরকারি ব্যয়

সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট ব্যয় এর লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৩,১৭,১৭৫ কোটি টাকা যা জিডিপি'র ১৬.২২ শতাংশ। এর মধ্যে অনুন্নয়ন এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় যথাক্রমে ২,০৬,৪৭৫ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১০.৫৬ শতাংশ) এবং ১,১০,৭০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৫.৬৬ শতাংশ)। *iBAS++* এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ১,৩১,৮৫৩ কোটি টাকা যার মধ্যে অনুন্নয়ন ব্যয় হয়েছে ১,০১,৪৭২ কোটি টাকা (অনুন্নয়ন মূলধন ব্যয় ও উন্নয়ন কর্মসূচিসহ) এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় ৩০,৩৮১ কোটি টাকা। পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় অনুন্নয়ন ব্যয় ও এডিপি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ২১.২৪ শতাংশ ও ৩১.৫৪ শতাংশ।

বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ প্রাক্কলন করা হয়েছে ৯৮,৬৭৫ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৫.০৪ শতাংশ। ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক উৎস (বৈদেশিক অনুদানসহ) হতে ২৮,৭৭১ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১.৪৭ শতাংশ) এবং অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ৬৯,৯০৪ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৩.৫৭ শতাংশ) সংস্থান করা হবে। অভ্যন্তরীণ খাতে ঘাটতি অর্থায়নে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে ২৩,৯০৪ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১.২২ শতাংশ) এবং অবশিষ্ট ৪৬,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ২.৩৫ শতাংশ) ব্যাংক বহির্ভূত খাত হতে নির্বাহের পরিকল্পনা রয়েছে।

মুদ্রা ও আর্থিক খাত

মুদ্রানীতি ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহে মুদ্রানীতি প্রণয়নে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি উৎপাদনশীল খাতে ঋণ যোগান অব্যাহত রাখতে মুদ্রা ও ঋণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। গত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের শুরু থেকে মুদ্রাস্ফীতির নিম্নমুখী ধারা বজায় থাকায় চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথমার্ধের (জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৬)-এর জন্য অনুসৃত মূদ্রানীতিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা (৭.২ শতাংশ) অর্জনের সহায়ক মুদ্রার যোগানের লক্ষ্যে মুদ্রা ও আর্থিক নীতি অনুসরণ করা হয়। মুদ্রানীতির এ ঘোষণাপত্রে ব্যাপক মুদ্রার যোগানের প্রবৃদ্ধি ডিসেম্বর ২০১৬ শেষে ১৪.৮ শতাংশ এবং অর্থবছর শেষে (জুন ২০১৭) ১৫.৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ ঋণ প্রবাহের প্রবৃদ্ধি ডিসেম্বর ২০১৬ শেষে ১৫.৯ শতাংশ এবং অর্থবছর শেষে ১৬.৫ শতাংশ, যার মধ্যে ব্যক্তিখাতে ঋণ প্রবাহের প্রবৃদ্ধি ডিসেম্বর ২০১৬ শেষে ১৬.৬ শতাংশ এবং অর্থবছর শেষে ১৬.৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়।

অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধে (জানুয়ারি-জুন, ২০১৭) ঘোষিত মুদ্রানীতিতে চলমান অর্থনৈতিক ও আর্থিক খাত পরিস্থিতি এবং বার্ষিক মূল্যস্ফীতিকে ৫.৮ শতাংশের মধ্যে সীমিত রেখে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মুদ্রা ও ঋণ যোগানের লক্ষ্যমাত্র নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য প্রণীত মুদ্রানীতিতে অর্থবছর শেষে ব্যাপক মুদ্রার যোগান, অভ্যন্তরীণ ঋণ প্রবাহ এবং ব্যক্তিখাতে ঋণ প্রবাহের প্রবৃদ্ধি প্রথমার্ধের মুদ্রানীতিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

মুদ্রা পরিস্থিতি

২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে বছরভিত্তিতে (year-on-year) ব্যাপক মুদ্রার (Broad Money) প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই মাসের তুলনায় সামান্য বৃদ্ধি পেলেও রিজার্ভ মুদ্রা (Reserve Money) এবং সংকীর্ণ মুদ্রা (Narrow Money) উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ মাস শেষে বছরভিত্তিতে সংকীর্ণ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি ১৮.৭৭ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই মাসে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৬.১৪ শতাংশ। একই সময়ে ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি ১৩.১১ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৩.৩৫ শতাংশ এবং রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি ১৫.৫১ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৮.২৬ শতাংশ।

এসময়ে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০১৭) জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রার (ব্যাংক-বহির্ভূত মুদ্রা) প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যণীয় হারে বৃদ্ধি পেলেও (১৩.৩৩ শতাংশ থেকে ১৯.৫১ শতাংশ) তলবি আমানতের (demand deposit) প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পায় (১৯.৮৯ শতাংশ থেকে ১৭.৮৪ শতাংশ)। অন্যদিকে, মেয়াদি আমানতের (time deposit) প্রবৃদ্ধির হ্রাস সত্বেও (১২.৩৮ শতাংশ থেকে ১২.০০ শতাংশ) সার্বিকভাবে ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি কিছুটা বেড়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদের প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পেলেও নীট

অভ্যন্তরীণ সম্পদের ব্যাপক প্রবৃদ্ধি হওয়ায় রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি বেড়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে বাংলাদেশ বাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদের প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই মাসের ২৬.২০ শতাংশের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে ১৮.৩০ শতাংশ। অন্যদিকে, এসময়ে নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রবৃদ্ধি (-)৩৬৭.৬২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৮.৩০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ফলে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ মাস শেষে ১৫.৫১ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ মাস শেষে ১৮.২৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

অভ্যন্তরীণ ঋণ

২০১৫-১৬ অর্থবছর শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছিল ১৪.২২ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছর শেষে এ বৃদ্ধির হার ছিল ৯.৯৭ শতাংশ। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ ১১.৯৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, পূর্ববতী অর্থবছরের একই সময়ে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১১.০০ শতাংশ। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১৫.৮৮ শতাংশ, পূর্ববতী অর্থবছরে একই সময়ে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৫.১১ শতাংশ। তবে এসময়ে সরকারি খাতে নীট ঋণ হ্রাস পায় ৮.৯৩ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে হ্রাস পেয়েছিল ৭.২৪ শতাংশ। রাজস্ব আয়ের উচ্চ প্রবৃদ্ধি এবং ব্যাংক-বহির্ভূত উৎস (সঞ্চয়পত্র) হতে সরকারের লক্ষ্যমাত্রার অতিরিক্ত অর্থ আহরণের ফলে চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।

সুদের হার

মূল্যস্ফীতির হার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংক, জানুয়ারি, ২০১৬-এ নীতি নির্ধারণী সুদের হার, রিপো ও রিভার্স রিপো উভয় হারই ৫০ বেসিস পয়েন্টস হ্রাস করে যথাক্রমে ৪.৭৫ শতাংশ ও ৬.৭৫ শতাংশে নির্ধারণ করে। চলতি অর্থবছরে নীতি নির্ধারণী এ সুদের হার অপরিবর্তীত রাখা হয়েছে। অন্যদিকে, ট্রেজারী বিল (৯১-দিন, ১৮২-দিন ও ৩৬৪-দিন) এর হার জুলাই ২০১৬ এর তুলনায় ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ এ প্রায় ১.৫-২.০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এসময়ে আন্ত:ব্যাংক কল মানির হার ৩.৫-৩.৭ শতাংশের মধ্যে সীমিত রয়েছে।

অন্যদিকে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ঋণ প্রদানের সুদের হার এবং আমানতের সুদের হার ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। ঋণের ভারিত-গড় সুদ হার জুন, ২০১৫ শেষে ১১.৬৭ শতাংশ ছিল, যা জুন, ২০১৬ শেষে ১.২৮ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট হ্রাস পেয়ে ১০.৩৯ শতাংশে দাঁড়ায়। ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ শেষে তা আরো ০.৬২ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট হ্রাস পেয়ে ৯.৭৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। পক্ষান্তরে, আমানতের ভারিতগড় সুদ হার জুন, ২০১৫ শেষে ৬.৮০ শতাংশ ছিল যা, জুন, ২০১৬ শেষে ১.২৮ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট হ্রাস পেয়ে ৫.৪৫ শতাংশে দাঁড়ায়।

একইভাবে, আমানতের ভারিত গড় সুদ হার ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ শেষে আরও ০.৩৭ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট হ্রাস পেয়ে ৫.০৮ শতাংশে দাঁড়ায়। জুন, ২০১৫ শেষে ঋণ ও আমানতের ভারিতগড় সুদ হারের ব্যবধান (spread) ৪.৮৭ শতাংশ থেকে কিছুটা হ্রাস পেয়ে জুন, ২০১৬ শেষে ৪.৮৫ শতাংশে দাঁড়ায়। আমানতের ভারিত গড় সুদ হার এবং ঋণের ভারিত গড় সুদ হার ক্রমাগতভাবে হ্রাসের ফলে ঋণ ও আমানতের ভারিত গড় সুদ হারের ব্যবধান ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ শেষে আরো কিছুটা হ্রাস পেয়ে ৪.৬৯ শতাংশে দাঁড়ায়।

পুঁজি বাজার

চলতি অর্থবছরে পুঁজি বাজার মোটামুটি স্থিতিশীল ছিল। অর্থবছরের শুরুতে মূল্যসূচক হ্রাস হ্রাস পেলেও অক্টোবর, ২০১৬ থেকে সূচকের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যনীয়। গত ২০১৫-১৬ অর্থবছর শেষে (৩০ জুন, ২০১৬) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসইর) এর বাজার মূলধনের আকার ছিল ৩,১৮,৫৭৫ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৮.৩৮ শতাংশ) যা ১৭.৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ শেষে দাঁড়িয়েছে ৩,৭৩,৯৩০ কোটি টাকায় (জিডিপি'র ১৯.১২ শতাংশ)। ডিএসই'র প্রধান মূল্যসূচক জুন, ২০১৬ এর তুলনায় ২৪.৫২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭-এ ৫,৬১২.৭০ পয়েন্ট-এ দাঁড়ায়।

অনদিকে, ৩০ জুন, ২০১৬ এ চট্রগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) এর মোট বাজার মূলধনের আকার ছিল ২,৪৯,৬৮৫ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৪.৪১ শতাংশ) যা ২২.৭২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ শেষে দাঁড়িয়েছে ৩,০৬৪১৪ কোটি টাকায় (জিডিপি'র ১৫.৬৬ শতাংশ)। সিএসই'র সাধারণ মূল্যসূচক ৩০ জুন, ২০১৬ তারিখে থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ শেষে ২৭.৫৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৭,৩৭৫.৭২।

বৈদেশিক খাত

রপ্তানি

২০১৫-১৬ অর্থবছরে দেশের মোট রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৩৪,২৫৭.১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা, পূর্ববর্তী অর্থবছরের রপ্তানি আয় অপেক্ষা ৯.৭৭ শতাংশ বেশি। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই-মার্চ, ২০১৭) মোট রপ্তানি আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৫,৯৪৬.০২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৩.৯৭ শতাংশ বেশি। এসময়ে প্রধান দু'টি পণ্য- তৈরি পোশাক (ওভেন) এবং নীটওয়্যার রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১০,৭৮৫.২৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ১০,১৪৩.৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রবৃদ্ধির হার যথাক্রমে ০.১৮ শতাংশ ও ৪.৮৫ শতাংশ। অন্যান্য পণ্যের মধ্যে ফার্মাসিউটিক্যাল (৯.৪৪ শতাংশ), চামড়াজাত পণ্য (১২.৩৩ শতাংশ), পাদুকা (১৩.১৩ শতাংশ), কাঁচা পাট (৩৯.৫৯ শতাংশ), পাটজাত পণ্য (১৮.১১ শতাংশ), হস্তশিল্পজাত দ্রব্য (১১.০০ শতাংশ) এবং প্রকৌশল দ্রব্য (২৭.৪৪ শতাংশ) প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে হিমায়িত খাদ্য (১৩.৫৯ শতাংশ), পেট্রোলিয়াম উপজাত দ্রব্য (২০.১৯ শতাংশ) এবং চামড়া (৪.৭৯ শতাংশ) রপ্তানি হ্রাস পেয়েছে।

জুলাই-মার্চ, ২০১৭ সময়ে রপ্তানি পণ্যের মধ্যে সর্বোচ্চ ১৬.৬৫ শতাংশ পণ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করা হয়। এ সময়ে রপ্তানি পণ্যের পরবর্তী গন্তব্যস্থলের মধ্যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশ জার্মানি (১৬.৩৪ শতাংশ), যুক্তরাজ্য (১০.১২ শতাংশ) ও ফ্রান্স (৫.২৫ শতাংশ)। উল্লেখ্য, অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির কারণে যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি প্রভৃতি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উন্নতির পূর্বাভাস করা হয়েছে। এতে দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে আশা করা হচ্ছে।

আমদানি

২০১৫-১৬ অর্থবছরের আমদানি ব্যয়ের (সিএন্ডএফ) পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৩,০৫০.৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৫.৭৭ শতাংশ বেশি। সাময়িক হিসেবে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০১৭) মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩০,৬৭২.৪৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১০.২৬ শতাংশ বেশি। পণ্যভিত্তিক আমদানির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ সময়ে খাদ্যশস্য (চাল ও গম)-এর মধ্যে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় চাল আমদানি হ্রাস পেয়েছে ৬৯.২৬ শতাংশ, অন্যদিকে গম-এর আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে ৩০.৪১ শতাংশ। এ সময়ে ভোগ্যপণ্যের আমদানি বেড়েছে ২৮.৫৫ শতাংশ। মধ্যবর্তী পণ্যের আমদানি প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৩.০৬ শতাংশ। মধ্যবর্তী পণ্যের মধ্যে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ক্লিংকার (৭.৮০ শতাংশ), অপরিশোধিত তেল (৮.৮৩ শতাংশ), প্রেট্রোলিয়াম জাতীয় পণ্য (২৯.০৪ শতাংশ) এবং ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্ট (১১.৮২ শতাংশ) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ সময়ে মূলধনী যন্ত্রপাতির আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে ২২.২৭ শতাংশ, যা বিনিয়োগ বৃদ্ধি নির্দেশ করে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিট্যান্স

২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট রেমিট্যান্স প্রবাহের পরিমাণ ১৫,৩১৬.৯৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে রেমিট্যান্স প্রবাহের পরিমাণ ২.৫২ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১৪,৯৩১.২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি অর্থবছরের শুরু থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি নেতিবাচক ধারায় থাকে এবং জুলাই-মার্চ, ২০১৭ পর্যন্ত রেমিট্যান্স প্রবাহের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯,১৯৪.৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। মূলত: মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং জ্বলানি তেলের মূল্যহ্রাস, তেল সমৃদ্ধ এ দেশসমূহের অর্থনীতির ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। ফলে এসব দেশের মজুরির হারও হ্রাস পায়। এছাড়া, মার্কিন ডলারের সাথে ব্রিটিশ পাউন্ড এবং ইউরো-এর অবচিতিও রেমিট্যান্স পরিমাণ হ্রাসের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন নতুন শ্রমবাজার সম্প্রসারণে ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, ও ব্রাজিলসহ মোট ৫০টি নতুন শ্রম বাজার সম্পর্কে সমীক্ষা সম্পন্নসহ সরকার ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এছাড়াও বৈধ চ্যানেলে রেমিটেন্স প্রেরণ উৎসাহিত করা ও দ্রুততম সময়ে তা প্রাপকের নিকট পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে সরকার প্রকল্প গ্রহণসহ বিদেশগামী কর্মীদের অভিবাসন ও সম্মানজনক চাকুরি নিশ্চিতকরণের জন্য নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০১৭) মোট ৫.৫১ লক্ষ জন বৈদেশিক কর্মস্থানের জন্য বিদেশে যায়, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় এ সংখ্যা ২৫.৯৭ শতাংশ বেশি। ফলে

আগামী মাসসমূহে রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য

২০১৬-১৭ অর্থবছরে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত) সাময়িক হিসাব অনুযায়ী দেশের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৬,০৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৪,১৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আমদানি ব্যয়ের প্রবৃদ্ধির হার বেড়ে যাওয়া এবং রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পাওয়ায় বাণিজ্য ঘাটতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

এ সময়ে সেবা খাতে প্রাপ্তি ২,১৮৯.৭ মিলিয়ন ডলার এবং পরিশোধ করা হয় ৪,৫৫০.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। প্রাথমিক আয় (Primary income) হিসাবে প্রাপ্তি ২৪.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং পরিশোধ করা হয় ১,৩৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। তন্মধ্যে, বিনিয়োগ আয় বাবদ ৯৮০.৮ মিলিয়ন, সরাসরি বিনিয়োগ হিসেবে ৬১৫.০ মিলিয়ন, বৈদেশিক ঋণের সুদ পরিশোধ বাবদ ২৫২.১ মিলিয়ন এবং পূণঃবিনিয়োগ বাবদ ৪০২.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উল্লেখযোগ্য।

একই সময়ে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০১৭) মাধ্যমিক আয় (Secondary income) হিসাবে রেমিট্যান্স খাতে প্রবৃদ্ধি হ্রাস পাওয়ায় এ খাতের উদ্বৃত্ত দাঁড়ায় ৮,৪৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, পূর্ববর্তী অর্থবছরে এ খাতের উদ্বৃত্ত ছিল ১০,০৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ফলে চলতি হিসাবে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১,১১৮ মিলিয়ন মাকিন ডলার, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে চলতি হিসাবে উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ২,৯০৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

অন্যদিকে, জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ সময়কালে মূলধন ও আর্থিক (Capital and Financial Account) খাতে উদ্বৃত্ত দাঁড়িয়েছে ৩,১০৩ মিলিয়ন মাকিন ডলার, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে উদ্বৃত্ত ছিল ১,১২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ সময়ে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (এফডিআই) ১৬.৯১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২,০৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে। এছাড়া, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি (এমএলটি) বাবদ ১,৭২৮ মিলিয়ন মাকিন ডলার মূলধন ও আর্থিক খাতে উদ্বৃত্ত বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। ফলে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ঘাটতি থাকলেও লেনদেনের সার্বিক ভারসাম্যে (Overall Balance) উদ্বৃত্ত দাঁড়িয়েছে ২,৪৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

বৈদেশিক লেনদেনের সার্বিক ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত থাকায় বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ শেষে বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩২,৫৫৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। গত অর্থবছর শেষে (জুন, ২০১৬) রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৩০,১৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আমদানির মাস হিসেবে বর্তমান রিজার্ভ দিয়ে ৯.৩ মাসের আমদানি ব্যয় মোটানো যাবে।

বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার

২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান মোটামুটি স্থিতিশীল রয়েছে। অধিকন্তু, ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের তুলনায় টাকার গড় বিনিময় হারের যথাক্রমে ২.৭৬ শতাংশ ও ০.০৬ শতাংশ উপচিতি ঘটে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হার ০.৭২ শতাংশ অবচিতি ঘটে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জুলাই মাসে মার্কিন ডলারের সাথে টাকার ভারিতগড় মূল্যমান ছিল প্রতি মার্কিন ডলারে ৭৭.৪০ টাকা, মার্চ, ২০১৭ এ বিনিময় হার ০.৬৮ শতাংশ অবচিতি ঘটে দাঁড়িয়েছে ৭৯.৬৯ টাকা।

চলতি অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০১৭) সময়ে ভারতীয় রুপি, ইউরো এবং ব্রিটিশ পাউন্ডের সাথে টাকার বিনিময় হারের উপচিতি ঘটে যথাক্রমে ২.০৪ শতাংশ, ০.২৮ শতাংশ এবং ১৫.৯০ শতাংশ।

বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ ১০ টি দেশের মুদ্রা নিয়ে নির্মিত প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার সূচক (Real Effective Exchange Rate Index-REER) ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১৩০.৬২ থেকে ৫.৮২ শতাংশ উপচিতি ঘটে ১৩৮.২২ এ উপনীত হয়েছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়ে সূচক ১৪৯.৯৯-এ দাঁড়িয়েছে। এক্ষেত্রে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের তুলনায় জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০১৭-এ REER সূচকের ৮.৮২ শতাংশ উপচিতি ঘটে।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় সংস্কার কর্মসূচি

সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে চলতি অর্থবছরে যে সকল সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতিপয় পদক্ষেপ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

কর রাজস্ব আহরণ

- মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ প্রনীত হয়েছে এবং জুলাই ২০১৭ থেকে তা বাস্তবায়ন শুরু হবে।
- মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) অনলাইন ব্যবস্থার কোর সিস্টেম, Integrated VAT Administrative System *(iVAS)* চালু করা হয়েছে।
- কাস্টমস বিভাগের Automated System for Customs Data (ASYCUDA) World পদ্ধতির পাশাপাশি National Single Window (NSW) স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- World Trade Organisation (WTO**)** এর অন্যতম সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ Trade Facilitation Agreement (TFA) স্বাক্ষর করেছে। TFA বাস্তবায়িত হলে ব্যবসায়ীদের আমদানি-রপ্তানিতে ব্যয় ও সময় উভয়ই কমে আসবে। ব্যবস্থাটির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে আমদানি রপ্তানি পণ্য ছাড়ের ক্ষেত্রে ঘোষণা দাখিল হতে শুরু করে শুল্ক কর পরিশোধ পর্যন্ত সকল প্রক্রিয়া দ্রুততম সময়ে অন-লাইনে সম্পাদন করা সম্ভব হবে।
- প্রত্যক্ষ কর আইন যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে, যা এনবিআর এর ওয়েব সাইটে দেয়া হয়েছে। আইনটি জুলাই, ২০১৮ সালে পাশ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

কর-বহির্ভূত রাজস্ব আহরণ

- কর-বহির্ভূত রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজস্বের হারসমূহের যৌক্তিকীকরণ অব্যাহত রয়েছে এবং কর প্রদানকে আরো সহজতর করার লক্ষ্যে e–payment কার্যক্রম স্বল্প পরিসরে চালু করা হয়েছে।

বাজেট ব্যবস্থাপনা

- সম্পদ বন্টন প্রক্রিয়াকে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহের কর্মকৃতি (Key Performance) মূল্যায়নের প্রক্রিয়া চলমান। বাজেট বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বাড়াতে প্রশিক্ষণ ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং মূল্যায়নসহ বিভিন্ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
- বাজেট প্রণয়ন ও বাজেট ব্যবস্থাপনাকে অধিকতর শক্তিশালী করার লক্ষ্যে হিসাবায়ন পদ্ধতি (Integrated, Budgeting and Accounting System (*iBAS*)) উন্নত করে *iBAS++* এ রূপান্তর করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেট প্রণীত হয়েছে *iBAS++* ব্যবহার করে।
- আন্তর্জাতিক রীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাজেট শ্রেণীবিন্যাস কাঠামো সংশোধনের কাজ চূড়ান্ত করা হয়েছে। সরকারের সকল আর্থিক লেনদেন, বাজেট বরাদ্দ ও নিয়ন্ত্রণ এবং সুষ্ট আর্থিক ব্যবস্থাপনা এ শ্রেণীবিন্যাস (Coding System) অধিকতর শক্তিশালী ভূমিকা রাখবে।
- সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক মানদন্ডে দেশের অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়ার উদ্দেশ্যে Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) 2015-মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে, যার ভিত্তিতে সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা কৌশল, ২০১৬-২০২১ চূড়ান্ত করা হয়েছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

- উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন প্রক্রিয়া দ্রুততর ও সহজীকরণ এর লক্ষ্যে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণের বিদ্যমান পদ্ধতি পুনরায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক সংশোধিত পরিপত্র জারি করা হয়েছে।
- অন লাইন-এ প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদনসহ অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদনের জন্য Digital ECNEC প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

- সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া অন-লাইনে সম্পাদন করাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করার লক্ষ্যে ইলেক্ট্রনিক গভর্ণমেন্ট প্রকিউরমেন্ট বা ই-জিপি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। এতে সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে।

মুদ্রা ও আর্থিক বাজার সংস্কার

- ব্যাংকগুলোর তারল্য ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে বাসেল-৩ এর আলোকে প্রবর্তিত তারল্য পর্যাপ্ততার দু'টি নতুন পরিমাপক Liquidity Coverage Ratio (LCR) ও Net Stable Funding Ratio (NSFR)-এর মাধ্যমে ব্যাংকগুলোর তারল্য ব্যবস্থা নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে।
- ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী ও সময়োপযোগীকরণের জন্য প্রণীত Comprehensive Risk Management Reporting (CRMR)-এর আলোকে ব্যাংকগুলোর Risk Management মনিটরিং করা হচ্ছে। এছাড়া পরিবর্তিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রাখার জন্য Risk Management Guidelines for Banks রিভিউ করার কাজ চলছে।
- বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের অংশ হিসেবে Self Assessment of Antifraud Internal Control (SF)-এর আলোকে Fraud/Forgery নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে।
- মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিপালনের জন্য বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংকের জন্য বিভিন্ন আইনগত সংশোধন ও আন্তর্জাতিক মানদন্ডের পরিবর্তনের আলোকে Uniform Account Opening Form ও KYC Profile Form হালনাগাদকরণপূর্বক জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখে জারি করা হয়েছে।

পুঁজিবাজার

- Bangladesh Securities and Exchange Commission (Exchange Traded Fund) Rules, 2016 প্রণয়ন করা হয়েছে।
- Bangladesh Securities and Exchange Commission (Qualified Investor Offer by Small Capital Companies) Rules, 2016 প্রণয়ন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিনিয়োগ শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ) বিধিমালা, ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ডিপজিটরি (ব্যবহারিক) প্রবিধানমালা, ২০০৩ সংশোধন করা হয়েছে।

অর্থনীতির স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি সম্ভাবনা

সাম্প্রতিক বৈশ্বিক অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে গৃহীত কর্মসূচি বিবেচনায় এনে মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো, ২০১৮-২০২০ (Medium-Term Macroeconomic Framework-MTMF, 2018-2020) প্রণয়ন করা হয়েছে। কাঠামোতে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি গড়ে ৭.৬ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়ে আগামী ২০১৯-২০ অর্থবছরের ৮.০ শতাংশে উন্নীত হবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। বিনিয়োগ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জিডিপির ৩০.৩ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জিডিপির ৩১.৯ শতাংশে দাঁড়াবে। বিনিয়োগের এ প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিডিপি'র ৩৪.৫ শতাংশ, যার মধ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ ২৫.৫ শতাংশ এবং সরকারি বিনিয়োগ ৯.০ শতাংশ-এ উন্নীত হবে।

এমটিএমএফ এ জিডিপি প্রবৃদ্ধির নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সরকারের কতিপয় খাতের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের উপর নির্ভর করে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে গুরত্ব প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি এবং বিদ্যুৎ ও যোগাযোগসহ অন্যান্য অবকাঠামো খাতে সুসমন্বিত উন্নয়ন এক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে। সার্বিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং অবকাঠামোগত ঘাটতি দূর করে বেসরকারি খাতকে এগিয়ে নেয়ার পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে।

প্রবৃদ্ধি অর্জনে তিনটি খাত-যথা, কৃষি, শিল্প ও সেবা খাত সমভাবে অবদান রাখবে। তবে জিডিপিতে শিল্পখাতের অংশ

ক্রমান্বেয়ে বৃদ্ধি পাবে। কৃষি খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও শ্রম মজুরি শিল্পখাতের চেয়ে কম হওয়ায় সার্বিকভাবে জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান বাড়বে।

কৃষিখাতে লক্ষ্যাভিমুখী ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি সমুন্নত রাখা, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কৃষিখাতে ঋণের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন, প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, কৃষি উপকরণ সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখা, শস্য বহুমুখীকরণ, রবি মৌসুমের প্রধান প্রধান ফসলের পাশাপাশি অন্যান্য ফসলের আবাদ বৃদ্ধি, উচ্চ ফলনশীল ধান ও পাটের জাত উদ্ভাবন ও প্রতিকূল আবহাওয়া সহিষ্ণু বীজ উদ্ভাবন ও পাশাপাশি নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন কৃষি ক্ষেত্রে অব্যাহত প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সক্ষম হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

জ্বালানি ও অবকাঠামো ঘাটতি দূরীকরণে সরকার ব্যাপক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাকে ২৪ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। এলএনজি আমদানি প্রক্রিয়া শুরু করার পাশাপাশি নতুন গাসক্ষেত্র সন্ধানেরও পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। অবকাঠামো ঘাটতির প্রতিবন্ধকতা অপসারণে, সড়ক, রেলপথ এবং সেতুসহ ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে সরকার অগ্রাধিকার দিচ্ছে। শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সহায়তার লক্ষ্যে সরকার সম্ভাবনাময় বিভিন্ন স্থানে আগামী ১৫ বৎসরের মধ্যে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করবে। জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত মোট ৭৬টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৫৬টি সরকারিভাবে এবং অবশিষ্ট ২০টি বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠা করা হবে। পদ্মাসেতুসহ প্রবৃদ্ধি সঞ্চারী (Transformational Project) বৃহৎ অবকাঠামো প্রকল্পসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। আশা করা যায় যে, এ প্রকল্পসমূহ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

এমটিএমএফ-এ আগামী ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জন্য প্রাক্কলিত রাজস্ব আহরণ জিডিপি'র ১৩.০ শতাংশ যা চলতি অর্থবছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ১.৮ পার্সেন্টেজ পয়েন্টস বেশি। পরবর্তী দুই অর্থবছরে রাজস্ব আহরণ যথাক্রমে জিডিপি'র ১৩.৫ শতাংশ এবং ১৪.১ শতাংশে উন্নীত হবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য রাজস্ব খাতে বিদ্যমান আইন, পদ্ধতি ও কাঠামোগত সংস্কার কার্যক্রমসমূহ অব্যাহত রাখার পাশাপাশি মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ বাস্তবায়ন, সকল কাস্টমস হাউজকে অটোমেশনের আওতায় আনা, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাজস্ব খাতে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে মর্মে পূর্বাভাস করা হয়েছে।

চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাজেটে সংশোধিত ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা জিডিপি'র ১৬.২ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যমাত্রা আগামী অর্থবছরে জিডিপি'র ১৮.০ শতাংশে এবং ক্রমান্বয়ে তা ২০১৯-২০ অর্থবছর নাগাদ জিডিপি'র ১৯.১ শতাংশে উন্নীত হওয়ার প্রত্যাশা করা হয়েছে। এর মধ্যে চলতি অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সংশোধিত ব্যয় জিডিপি'র ৫.৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জিডিপি'র ৬.৯ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে। মূলত বৃহৎ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত অর্থ যোগান দেয়ার ফলে এডিপি ব্যয় বাড়বে। এডিপি বরাদ্দ পরবর্তী ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৭.০ শতাংশে এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিডিপি'র ৭.১ শতাংশে নেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

সার্বিকভাবে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র ৫.০ শতাংশ থাকবে। পরবর্তী বছরসমূহেও বাজেট ঘাটতি ৫.০ শতাংশের কাছাকাছি থাকবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে জিডিপি’র ৩.৬ শতাংশ এবং বৈদেশিক উৎস থেকে ১.৫ শতাংশ নির্বাহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ অর্থায়নের মধ্যে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণ গ্রহণ জিডিপি’র ১.২ শতাংশ এবং ব্যাংক বহির্ভূত খাত থেকে ২.৪ শতাংশ নির্বাহ করা হবে, যা মূলত সঞ্চয়পত্র থেকে প্রাপ্ত। ব্যাংক বহির্ভূত খাত থেকে বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন কমিয়ে আনার প্রচেষ্টা নেয়া হবে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ব্যাংক থেকে জিডিপি’র ১.২ শতাংশ এবং ব্যাংক বহির্ভূত খাত থেকে জিডিপি’র ১.৫ শতাংশের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। পরবর্তী দুই অর্থবছরে ব্যাংক বহির্ভূত খাত অর্থায়ন যথাক্রমে জিডিপি'র ১.১ শতাংশ ০.৯ শতাংশের মধ্যে থাকবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। সার্বিকভাবে মধ্যমেয়াদে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ঘাটতি অর্থায়ন জিডিপি’র ২.৭ থেকে ৩.৪ শতাংশের মধ্যে এবং বৈদেশিক উৎস হতে ঘাটতি অর্থায়ন জিডিপি'র ১.৫ হতে ২.৫ শতাংশের মধ্যে

রাখার প্রচেষ্টা নেয়া হবে। সঞ্চয়পত্রের সুদের হার তুলনামূলভাবে বেশি হওয়ায় এ খাত থেকে অতিরিক্ত অর্থ সংগৃহীত হয়েছে। ফলে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঘাটতি অর্থায়নের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। তবে সুদের হার যৌক্তিকীকরণসহ সাধারণ বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। ফলে এমটিএমএফ-এ অর্থায়নের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ঘাটতি অর্থায়ন সম্ভব হবে বলে আশা করা হয়েছে।

চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির হার ৫.৫ শতাংশে দাঁড়াবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। পরবর্তী তিন অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির ৫.৫ শতাংশের মধ্যে থাকবে বলে আশা করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্যের উৎপাদন ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি করা, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি বাজার ব্যবস্থা মনিটরিং এবং পর্যাপ্ত খাদ্য মজুত বৃদ্ধি ইত্যাদি প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার মাধ্যমে খাদ্য মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

মধ্যমেয়াদে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা বিবেচনায় রেখে এ সময়ে ব্যাপক মুদ্রার সরবরাহ ১৫-১৬ শতাংশের মধ্যে থাকবে বলে এমটিএমএফ-এ পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে। বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ ১৬.৫ শতাংশে রাখার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ঋণ প্রবাহের এরূপ গতিধারা বজায় রেখে জিডিপির প্রবৃদ্ধি অর্জন প্রত্যাশা করা যায়।

সাম্প্রতিক সময়ে রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়েছে এবং রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধিও ঋণাত্মক। চলতি অর্থবছরে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ৭.০ শতাংশে প্রাক্কলন করা হয়েছে। মধ্যমেয়াদে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ১১ শতাংশ থেকে ১২ শতাংশের মধ্যে থাকবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে রেমিট্যান্স প্রবাহ ৫.০ শতাংশ সংকুচিত হবে এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি ৫.০ শতাংশ ও পরবর্তী দুই অর্থবছরে ১১.০ শতাংশ হারে বৃদ্ধির প্রত্যাশা করা হয়েছে। রপ্তানি ও রেমিট্যান্স খাত দৃঢ় অবস্থানে ফিরে আসার সম্ভাবনাকে মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে বিবেচনা করা হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অভ্যন্তরীণ চাহিদা (domestic demand) রয়েছে। ফলে স্বল্পমেয়াদে এ দুটি সূচকের নিম্নমুখী প্রবণতা থাকলেও অভ্যন্তরীণ চাহিদা থাকায় অর্থনীতির গতি ব্যাহত হবে না মর্মে আশা করা হয়েছে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে মধ্যপ্রাচ্যসহ অন্যান্য অঞ্চলে সম্ভাব্য নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধানের লক্ষ্যে কার্যকর কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রাখা, দক্ষ জনশক্তি তৈরি লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ সরকারের নানামুখী উদ্যোগ জনশক্তি রপ্তানি ও রেমিট্যান্স আয় বৃদ্ধির ধারা বজায় রাখতে অবদান রাখবে বলে প্রত্যাশা করা হয়।

চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আমদানি ব্যয়ও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের আমদানির ৭০-৭৫ শতাংশ হলো অত্যাবশ্যকীয় পণ্য (শিল্পের কাঁচামাল, মুলধনী যন্ত্রপাতি ও জ্বালানি তেল প্রভৃতি)। মধ্যমেয়াদে আমদানি ব্যয়ের প্রবৃদ্ধি ১২ শতাংশের মধ্যে থাকবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

মধ্যমেয়াদে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ঘাটতি পরিলক্ষিত হবে ২০১৯-২০ অর্থবছর নাগাদ তা জিডিপির ০.৮ শতাংশে দাঁড়াতে পারে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির ফলে মূলধন ও আর্থিক হিসাবে উদ্বৃত্ত থাকবে। ফলে সার্বিক লেনদেনের ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত থাকবে যা মুদ্রার বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সন্তোষজনক অবস্থায় রাখবে বলে আশা করা হয়েছে।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে অর্থনীতির ভিত আরো দৃঢ় করার জন্য বিচক্ষণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, দক্ষ ও কার্যকর মুদ্রানীতির প্রয়োগ, সুষ্ঠু ব্যয় ব্যবস্থাপনা এবং ইতোমধ্যে গৃহীত বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রমসহ নতুন কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্ভব বলে আশা করা যায়। সারণি ১.৩-এ মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর কতিপয় সূচকের প্রক্ষেপণ দেখানো হলো:

সারণি ১.৩ঃ মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকসমূহ

সূচক	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
	প্রকৃত				বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রক্ষেপণ		
প্রকৃত খাত									
জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	৬.০	৬.১	৬.৬	৭.১	৭.২	৭.২	৭.৪	৭.৬	৮.০
মূল্যস্ফীতি (%)	৬.৮	৭.৪	৬.৪	৫.৯	৫.৮	৫.৫	৫.৫	৫.৫	৫.৪
বিনিয়োগ (% জিডিপি)	২৮.৪	২৮.৬	২৮.৯	২৯.৭	৩১.০	৩০.৩	৩১.৯	৩২.৮	৩৪.৫
বেসরকারি	২১.৮	২২.০	২২.১	২৩.০	২৩.৪	২৩.০	২৩.২	২৩.৯	২৫.৪
সরকারি	৬.৬	৬.৬	৬.৮	৬.৭	৭.৬	৭.৩	৮.৭	৮.৯	৯.০
রাজস্ব খাত (% জিডিপি)									
মোট রাজস্ব আয়	১০.৭	১০.৫	৯.৬	১০.০	১২.৪	১১.২	১৩.০	১৩.৫	১৪.১
কর রাজস্ব	৯.০	৮.৬	৮.৫	৮.৮	১০.৭	৯.৮	১১.৫	১২.২	১২.৮
তন্মধ্যে এনবিআর কর রাজস্ব	৮.৬	৮.৩	৮.২	৮.৪	১০.৪	৯.৫	১১.২	১১.৭	১২.১
কর বহির্ভুত রাজস্ব	১.৭	১.৮	১.১	১.২	১.৭	১.৪	১.৫	১.৩	১.৩
সরকারি ব্যয়	১৪.৬	১৪.০	১৩.৫	১৩.৫	১৭.৪	১৬.২	১৮.০	১৮.৪	১৯.১
তন্মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৪.১	৪.১	৪.০	৪.৪	৫.৭	৫.৭	৬.৯	৭.০	৭.১
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য	**-৩.৯**	**-৩.৬**	**-৩.৮**	**-৩.৬**	**-৫.০**	**-৫.০**	**-৫.০**	**-৫.০**	**-৫.০**
অর্থায়ন	৩.৯	৩.৬	৩.৮	৩.৬	৫.০	৫.০	৫.০	৫.০	৫.০
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	২.৮	২.৮	৩.৪	২.৯	৩.১	৩.৬	২.৭	৩.৪	৩.৪
বৈদেশিক অর্থায়ন (নীট)	১.১	০.৭	০.৫	০.৭	১.৭	১.৫	২.৪	১.৫	১.৬
মুদ্রা ও ঋণ (% পরিবর্তন, বছর শেষে)									
অভ্যন্তরীণ ঋণ	১১.০	১১.৬	১০.০	১৪.২	১৫.০	১৬.৪	১৬.৫	১৭.২	১৭.৪
বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ	১০.৯	১২.৩	১৩.২	১৬.৮	১৫.০	১৬.৫	১৬.৫	১৬.৮	১৭.০
ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ	১৬.৭	১৬.১	১২.৪	১৬.৪	১৫.৪	১৫.৫	১৫.৬	১৫.৮	১৬.১
বৈদেশিক খাত									
রপ্তানি আয়, এফওবি (%)	১০.৮	১২.১	৩.১	৮.৯	১০.০	৭.০	১১.০	১২.০	১২.০
আমদানি ব্যয়, এফওবি (%)	০.৮	৮.৯	৩.০	৫.৫	১১.০	১০.৬	১২.০	১২.০	১২.০
রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধি (%)	১১.৬	-১.৬	৮.৫	-২.৫	১০.০	-৫.০	৫.০	১১.০	১১.০
চলতি হিসাবে ভারসাম্য (% জিডিপি)	১.৬	০.৮	১.৫	১.৭	-০.২	-১.৫	-২.১	-২.১	-২.০
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	১৫.৩	২১.৫	২৫.৮	৩০.৪	৩২.০	৩২.০	৩৩.২	৩৩.৮	৩৫.১
আমদানির মাস হিসেবে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	৪.৬	৫.৯	৭.০	৭.৯	৬.৯	৬.৫	৬.০	৫.৫	৫.১
মেমোরেন্ডাম আইটেম									
চলতি হিসাবে জিডিপি (বিলিয়ন টাকা)	১১৯৮৯	১৩৪৩৭	১৫১৫৮	১৭৩২৯	১৯৬১০	১৯৫৬১	২২১৭৩	২৫১৫৪	২৮৫৮৯

উৎস: অর্থ বিভাগ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দেশজ উৎপাদ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

বাংলাদেশে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দীর্ঘ এক দশক ধরে ৬ শতাংশের উপরে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এ প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশের উপরে তথা ৭.১১ শতাংশ অর্জিত হয়েছে এবং সাময়িক হিসাবে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ প্রবৃদ্ধি ৭.২৪ শতাংশে উন্নীত হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। সাময়িক হিসাবে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বৃহৎ ৩টি খাতের মধ্যে কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩.৪০ শতাংশে, যা গত ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ছিল ২.৭৯ শতাংশ। বৃহৎ কৃষি খাতের মধ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কৃষি ও বনজ খাতে প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়ে ২.৫১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। পাশাপাশি বৃহৎ কৃষি খাতের মধ্যে মৎস্য সম্পদ খাতেও প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়েছে। সাময়িক হিসাবে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বৃহৎ শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি কিছুটা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১০.৫০ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ১১.০৯ শতাংশ। বৃহৎ সেবা খাতের প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের ৬.২৫ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ৬.৫০ শতাংশে। সাময়িক হিসাবে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বৃহৎ কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১৪.৭৯ শতাংশ, ৩২.৪৮ শতাংশ ও ৫২.৭৩ শতাংশ, যেগুলি পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ১৫.৩৫ শতাংশ, ৩১.৫৪ শতাংশ ও ৫৩.১২ শতাংশ। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভোগব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে জিডিপি'র ৭৩.৯৪ শতাংশ। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে স্থূল অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় পূর্ববর্তী অর্থবছরের জিডিপি'র ২৪.৯৮ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২৬.০৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। তবে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে স্থূল জাতীয় সঞ্চয় গত অর্থবছরের জিডিপি'র ৩০.৭৭ শতাংশ থেকে কিছুটা হ্রাস পেয়ে ৩০.৩০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বিনিয়োগ পূর্ববর্তী অর্থবছরের জিডিপি'র ২৯.৬৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩০.২৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং গত এক দশক ধরে ৬ শতাংশের উপরে প্রবৃদ্ধি হচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর হিসাব অনুযায়ী বিগত ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ৬.০৬ শতাংশ ও ৬.৫৫ শতাংশ। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এ প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশের উপরে তথা ৭.১১ শতাংশ অর্জিত হয়েছে এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে তা ৭.২৪ শতাংশ হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে।

চলতি বাজার মূল্যে স্থূল দেশজ উৎপাদ (জিডিপি)

বিবিএস এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি পূর্ববর্তী ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ১৭,৩২,৮৬৪ কোটি টাকা হতে ১২.৮৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৯,৫৬,০৫৬ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। এছাড়া, গত অর্থবছরের মাথাপিছু জিডিপি ১,০৮,৩৭৮ টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ১,২০,৯৩১ টাকা। অপরপক্ষে, গত অর্থবছরের মাথাপিছু জাতীয় আয় ১,১৪,৬২১ টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১,২৫,৯৯৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে। মার্কিন ডলার হিসেবে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় দাঁড়িয়েছে ১,৬০২ মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ১,৪৬৫ মার্কিন ডলার। অন্যদিকে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মাথাপিছু জিডিপি পূর্ববর্তী অর্থবছরের মাথাপিছু জিডিপি ১,৩৮৫ মার্কিন ডলার হতে বৃদ্ধি পেয়ে ১,৫৩৮ মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। উল্লেখ্য, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) এর মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন, ২০১৬ অনুযায়ী ক্রয় ক্ষমতা তথা পার্চেজিং পাওয়ার প্যারিটি (পিপিপি) এর ভিত্তিতে ২০১৫ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় ৩,৩৪১ মার্কিন ডলার দাঁড়িয়েছে। ২০০৯-১০ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত চলতি বাজার মূল্যে মোট এবং মাথাপিছু জিডিপি ও স্থূল জাতীয় আয় (জিএনআই) সারণি ২.১ -এ এবং ২০০৯-১০ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত চলতি বাজার মূল্যে খাতভিত্তিক স্থূল দেশজ উৎপাদ সারণি ২.২ -এ উপস্থাপন করা হয়েছে:

সারণি ২.১ঃ চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি, জিএনআই, মাথাপিছু জিডিপি ও মাথাপিছু জিএনআই (ভিত্তি বছরঃ ২০০৫-০৬)

সূচক	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭*
জিডিপি (কোটি টাকায়)	৭৯৭৫৩৯	৯১৫৮২৯	১০৫৫২০৪	১১৯৮৯২৩	১৩৪৩৬৭৪	১৫১৫৮০২	১৭৩২৮৬৪	১৯৫৬০৫৬
জিএনআই (কোটি টাকায়)	৮৬২১৪২	৯৮৮৩৪২	১১৪৪৫০৬	১২৯৫৩৫২	১৪৩৩২২৪	১৬১৪২০৪	১৮৩২৬৭৫	২০৩৮০৪১
জনসংখ্যা (কোটিতে)	১৪.৭৮	১৪.৯৭	১৫.১৬	১৫.৩৭	১৫.৫৮	১৫.৭৯	১৫.৯৯	১৬.১৭
মাথাপিছু জিডিপি (টাকায়)	৫৩৯৬১	৬১১৯৮	৬৯৬১৪	৭৮০০৯	৮৬২৬৬	৯৬০০৪	১০৮৩৭৮	১২০৯৩১
মাথাপিছু জিএনআই (টাকায়)	৫৮৩৩২	৬৬০৪৪	৭৫৫০৫	৮৪২৮৩	৯২০১৫	১০২২৩৬	১১৪৬২১	১২৫৯৯৯
মাথাপিছু জিডিপি (মার্কিন ডলারে)	৭৮০	৮৬০	৮৮০	৯৭৬	১১১০	১২৩৬	১৩৮৫	১৫৩৮
মাথাপিছু জিএনআই (মার্কিন ডলারে)	৮৪৩	৯২৮	৯৫৫	১,০৫৪	১১৮৪	১৩১৬	১৪৬৫	১৬০২

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। * সাময়িক।

সারণি ২.২ঃ চলতি বাজার মূল্যে স্থুল দেশজ উৎপাদ (জিডিপি)

(কোটি টাকায়)

খাত/উপখাত	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭*
১। কৃষি ও বনজ	**১১০৯৯০**	**১২৫৪৬৯**	**১৩৮৮৭৯**	**১৪৮৭৫৮**	**১৬৩৯৬৮**	**১৭৬৫০০**	**১৯০৩১৪**	**২০৮৮৩০**
ক) শস্য ও শাকসব্জি	৮১৪০৫	৯১৯০৩	১০০৮৯৯	১০৬৭৯৪	১১৭৯০৩	১২৬১২১	১৩৪৩২২	১৪৩৭০৪
খ) প্রাণি সম্পদ	১৭৫২৭	২০১৭১	২২৯৯৯	২৫৩৫৯	২৭৬৬৭	২৯৮৮৫	৩৩১৬৫	৩৫৫৭৬
গ) বনজ সম্পদ	১২০৫৮	১৩৩৯৫	১৪৯৮১	১৬৬০৫	১৮৩৯৮	২০৪৯৪	২২৮২৭	২৫৫৫০
২। মৎস্য সম্পদ	**২৪৬০১**	**২৮৪৮২**	**৩১৮২৭**	**৩৬৯৯৫**	**৪২৩০৮**	**৪৭৫৮১**	**৫৩০৭৬**	**৫৯৬৪৬**
৩। খনিজ ও খনন	**১২৬৪৫**	**১৪২০৮**	**১৬৬৫০**	**১৯৪৬১**	**২১০৮০**	**২৩৮৭৬**	**২৮৫৭৮**	**৩৪৪২১**
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তৈল	৬৮০৩	৬৮৪৬	৭৩৬৬	৭৯৫৩	৮১৫৬	৯১৮৮	১০৭০৬	১২৫৬৪
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন	৫৮৪২	৭৩৬৩	৯২৮৪	১১৫০৮	১২৯২৪	১৪৬৮৮	১৭৮৭২	২১৮৫৭
৪। শিল্প (ম্যানুঃ)	**১২৮৫৭৩**	**১৪৬৫০৩**	**১৬৭৯২৭**	**১৯৭১২৭**	**২২৩২২১**	**২৫৪৪৮৩**	**২৯৫১১১**	**৩৩৭২৬১**
ক) বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প	১০১৬১৯	১১৬৪৫৩	১৩৪৩৯৭	১৫৮৪৪৮	১৮০৩৮২	২০৫৯৯২	২৪০১৬৪	২৭৪৯২৭
খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	২৬৯৫৪	৩০০৪৯	৩৩৫৩০	৩৮৬৭৯	৪২৮৩৯	৪৮৪৯১	৫৪৯৪৭	৬২৩৩৪
৫। বিদ্যুৎ, গ্যাস, ও পানি সম্পদ	**৮৩৪৬**	**১১৫৮৯**	**১৪১৮৯**	**১৬৩৮১**	**১৮৪০১**	**১৯৮৬৮**	**২৩৮২৯**	**২৫৬৬৩**
ক) বিদ্যুৎ	৬০০৩	৮৬৪৬	১০১৮৯	১২১৬৮	১৩৮৩৪	১৫০৬১	১৮৪৪৭	১৯৯৫১
খ) গ্যাস	১৮০৯	২৩৩৯	৩৩০০	৩৪৪৮	৩৬৭৬	৩৭৮৭	৪২৭৯	৪৪৮৩
গ) পানি	৫৩৩	৬০৫	৭০১	৭৬৬	৮৯১	১০২০	১১০৩	১২২৯
৬। নির্মাণ	**৪৯৪৭৪**	**৫৭০৭২**	**৬৮৩০৪**	**৮২৪৩২**	**৯০৮৩৪**	**১০৮৪৮৪**	**১২৬৩৫৩**	**১৪৬৫৫৮**
৭। পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য	**১০৬৬০৬**	**১২১৩৩২**	**১৩৭৩৯৬**	**১৫৪৫৭৯**	**১৭২৫৭৫**	**১৯২৫৮৫**	**২১৪২৫৭**	**২৩৭৭৫৬**
৮। হোটেল ও রেস্তোরাঁ	**৭০২৮**	**৮২২৮**	**৯৭৫৫**	**১১২৬৩**	**১৩০৩৫**	**১৪৯২৮**	**১৭০৫৮**	**১৯৩৬৯**
৯। পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	**৮০৪৫৪**	**৯৪৫৭১**	**১১২৭০২**	**১২৪২৮১**	**১৩৪৩১৭**	**১৫০০২৫**	**১৬৯১৬৫**	**১৮৬৯৭৭**
ক) স্থল পথ পরিবহণ	৫৭৫৭৪	৬৮৭১৭	৮৩৩৪৫	৯২১৮৩	৯৯৩১১	১১২০৯৬	১২৭৮৯৫	১৪২৮৪৪
খ) পানি পথ পরিবহণ	৬৩৮৬	৬৯৩৪	৭০৮৯	৭৬৪৯	৮০৬৪	৮৯৬৭	১০২০৬	১০৯৯৬
গ) আকাশ পথ পরিবহণ	৮১১	৯৫৭	১০২২	১০৪৭	১১১৬	১২৬৯	১৩৫২	১৩৮৭
ঘ) সহযোগী পরিবহণ সেবা ও সংরক্ষণ	৩৮২৬	৪৪১০	৫৩৯১	৬০০১	৬৬৭২	৭৪২৭	৮০৩১	৮৬৪৮
ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ	১১৮৫৮	১৩৫৫৩	১৫৮৫৪	১৭৪০০	১৯১৫৪	২০২৬৭	২১৬৮১	২৩১০২
১০। আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক সেবা	**২৩৪৪৮**	**২৭৫৪৫**	**৩৬৩১৬**	**৪২২৩৭**	**৪৮৫৬৩**	**৫৫৭৬১**	**৬৩৬০১**	**৭২৩৩৪**
ক) ব্যাংক	১৭৫০৮	২১৫২২	২৯৩৫১	৩৪৭২৭	৪০৩৯০	৪৬৬৪৪	৫৩৭৮৯	৬১৫০৫
খ) বীমা	৩৩৫৬	৩৭৮৬	৪৫৮৪	৪৯২০	৫৩৬৪	৫৯৩৮	৬৩২৭	৬৮২১
গ) অন্যান্য	২৫৮৩	২২৩৭	২৩৮১	২৫৯০	২৮১০	৩১৮০	৩৪৮৫	৪০০৮
১১। রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা	**৫৪৪৩২**	**৬০১১৯**	**৬৮৭১৫**	**৭৮৮২০**	**৯১২২৯**	**১০৬০৬১**	**১২৩৭৪০**	**১৪৪৫১৩**
১২। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	**২৫৪২৬**	**৩০২৮২**	**৩৩৪৯৯**	**৩৭৬৭৮**	**৪৪৭২৮**	**৫০৬৭৪**	**৬৬৭১১**	**৮০৭৩৫**
১৩। শিক্ষা	**১৮২৫৮**	**২১৩৯২**	**২৫০৪৮**	**২৮৪২৯**	**৩২৭৬৭**	**৩৭৬২৪**	**৪৬৫১২**	**৫৬৬৪১**
১৪। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	**১৫৩২৬**	**১৭৭৩১**	**২০১৩৩**	**২৩৮৬৮**	**২৬৯২৪**	**৩০১৩৫**	**৩৪৭৫৮**	**৩৯১৫১**
১৫। কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	**৯৫৬৯২**	**১০৪৬০৮**	**১১৭২৯৩**	**১৩৮৯৫২**	**১৫৬৫৫২**	**১৭৬৪০২**	**১৯৪২৪৮**	**২১৩৭৭৩**
ভর্তুকি ব্যাতিরেকে শুল্ক	**৩৬২৪১**	**৪৬৬৯৮**	**৫৬৫৬৯**	**৫৭৬৬২**	**৬৩১৭৪**	**৭০৮১৫**	**৮৫৫৫২**	**৯৬৪২৯**
চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি	**৭৯৭৫৩৯**	**৯১৫৮২৯**	**১০৫৫২০৪**	**১১৯৮৯২৩**	**১৩৪৩৬৭৪**	**১৫১৫৮০২**	**১৭৩২৮৬৩**	**১৯৫৬০৫৬**
চলতি বাজার মূল্যে প্রবৃদ্ধি হার	**১৩.১১**	**১৪.৮৩**	**১৫.২২**	**১৩.৬২**	**১২.০৭**	**১২.৮১**	**১৪.৩২**	**১২.৮৮**

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, * সামায়ক।

স্থির মূল্যে খাতভিত্তিক জিডিপি প্রবৃদ্ধি

উৎপাদন এর ভিত্তিতে খাতভিত্তিক জিডিপি'কে ৩টি বৃহৎ খাত তথা: কৃষি, শিল্প ও সেবায় বিভক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, সার্বিকভাবে জিডিপি ১৫টি খাত নিয়ে গঠিত। এ ১৫ টি খাতের মধ্যে ৬টি খাত আবার উপখাতে বিভক্ত। কৃষি ও বনজ এবং মৎস্য -এ দুটি খাত সমন্বয়ে বৃহৎ কৃষি খাত গঠিত। আবার, খনিজ ও খনন; ম্যানুফ্যাকচারিং; বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং নির্মাণ খাত নিয়ে বৃহৎ শিল্প খাত গঠিত। এছাড়া, পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য; হোটেল ও রেস্তোরাঁ; পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ; আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা; রিয়েল এস্টেট; ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা; লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা; শিক্ষা; স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা এবং কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা খাতসমূহ নিয়ে বৃহৎ সেবা খাত গঠিত। ২০০৯-১০ হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত ভিত্তি মূল্যে জিডিপির খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার সারণি ২.৩ এবং লেখচিত্র ২.১ -এ দেখানো হলো:

সারণি ২.৩ঃ ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে জিডিপির খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার

(শতকরা হার)

খাত/উপখাত	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭*
১। কৃষি ও বনজ	**৬.৫৫**	**৩.৮৯**	**২.৪১**	**১.৪৭**	**৩.৮১**	**২.৪৫**	**১.৭৯**	**২.৫১**
ক) শস্য ও শাকসব্জি	৭.৫৭	৩.৮৫	১.৭৫	০.৫৯	৩.৭৮	১.৮৩	০.৮৮	১.৭২
খ) প্রাণি সম্পদ	২.৫১	২.৫৯	২.৬৮	২.৭৪	২.৮৩	৩.০৮	৩.১৯	৩.৩২
গ) বনজ সম্পদ	৫.৩৪	৫.৫৬	৫.৯৬	৫.০৪	৫.০১	৫.০৮	৫.১২	৫.৬০
২। মৎস্য সম্পদ	**৪.৬০**	**৬.৬৯**	**৫.৩২**	**৬.১৮**	**৬.৩৬**	**৬.৩৮**	**৬.১১**	**৬.২৬**
৩। খনিজ ও খনন	**৮.১৫**	**৩.৬২**	**৬.৯৩**	**৯.৩৫**	**৪.৬৮**	**৯.৬০**	**১২.৮৪**	**৮.০০**
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তৈল	৮.৫২	০.৬৮	৩.৭৮	৭.৫৫	২.৪৭	৮.৭৩	১১.৭৭	৩.৪১
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন	৭.৪৩	৯.৩৪	১২.৫৮	১২.৩৪	৮.২০	১০.৯০	১৪.৪২	১৪.৬০
৪। শিল্প (ম্যানুঃ)	**৬.৬৫**	**১০.০১**	**৯.৯৬**	**১০.৩১**	**৮.৭৭**	**১০.৩১**	**১১.৬৯**	**১০.৯৬**
ক) বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প	৬.২৭	১১.১১	১০.৭৬	১০.৬৫	৯.৩২	১০.৭০	১২.২৬	১১.৩২
খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	৮.১৭	৫.৬৭	৬.৫৮	৮.৮১	৬.৩৩	৮.৫৪	৯.০৬	৯.২১
৫। বিদ্যুৎ, গ্যাস, ও পানি সম্পদ	**৯.৯৭**	**১৩.৩৬**	**১০.৫৮**	**৮.৯৯**	**৪.৫৪**	**৬.২২**	**১৩.৩৩**	**১২.৭২**
ক) বিদ্যুৎ	১০.৫০	১৫.৮২	১০.৯৭	৯.৬৯	৪.৪৫	৬.০৯	১৪.২০	১৪.২৫
খ) গ্যাস	৮.৭৮	০.০৭	৭.৪৫	৫.৯১	১.৬৯	৫.১৬	৯.৯১	২.৭৩
গ) পানি	৫.৭৯	৮.২৩	১০.৯১	৪.৭৫	১০.৯৩	৯.৬২	৭.৪০	৭.৬১
৬। নির্মাণ	**৭.২১**	**৬.৯৫**	**৮.৪২**	**৮.০৪**	**৮.০৮**	**৮.৬০**	**৮.৫৬**	**৯.৩২**
৭। পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য	**৫.৮৫**	**৬.৬৯**	**৬.৭০**	**৬.১৮**	**৬.৭৩**	**৬.৩৫**	**৬.৫০**	**৬.৮৮**
৮। হোটেল ও রেস্তোরাঁ	**৬.০১**	**৬.২০**	**৬.৩৯**	**৬.৪৯**	**৬.৭০**	**৬.৮৩**	**৬.৯৮**	**৭.১৪**
৯। পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	**৭.৫৫**	**৮.৪৪**	**৯.১৫**	**৬.২৭**	**৬.০৫**	**৫.৯৬**	**৬.০৮**	**৬.৬৮**
ক) স্থল পথ পরিবহণ	৭.৩১	৭.১৮	৬.৮৩	৫.৯১	৫.৫৬	৬.১৮	৬.২৮	৭.০৯
খ) পানি পথ পরিবহণ	৩.১৯	২.৯২	৩.১০	৩.২১	৩.১৫	৩.৬২	৩.২০	৪.১২
গ) আকাশ পথ পরিবহণ	১৮.১৯	১৫.২৩	৫.৭৬	-১.৬৪	০.৬১	৮.৭১	১.৪৮	১.৭৬
ঘ) সহযোগী পরিবহণ সেবা ও সংরক্ষণ	১০.৩৩	১১.৯৭	১৭.৬০	৩.৩৬	২.৫৯	৫.৩৭	৫.১৯	৬.২০
ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ	৯.০২	১৩.৭৭	১৬.৯২	৯.৬৭	৯.৫৬	৬.১১	৬.৮১	৬.৬৩
১০। আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক সেবা	**৬.২৫**	**১০.৪৪**	**১৪.৭৬**	**৯.১১**	**৭.২৭**	**৭.৭৮**	**৭.৭৪**	**৭.৬৭**
ক) ব্যাংক	৩.১৫	১২.৯৮	১৭.৬১	১০.৮৭	৮.৩৩	৮.৪৯	৮.৮৫	৮.২৩
খ) বীমা	১৯.০৮	৩.৬৯	৪.৪১	০.৬১	১.৫৫	৩.৯৫	০.৫৪	১.৭৮
গ) অন্যান্য	১৭.৭১	-২.৫৪	২.৩৩	৩.১৪	৩.৬৩	৪.৬৮	৪.৫৪	৯.৯৭
১১। রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা	**৩.৮৫**	**৩.৮৮**	**৩.৯২**	**৪.০৪**	**৪.২৫**	**৪.৪০**	**৪.৪৭**	**৪.৭৮**
১২। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	**৮.২৩**	**৮.৮৪**	**৭.৫৩**	**৬.৫৩**	**৬.৮৯**	**৯.৮২**	**১১.৪৩**	**৯.৮৫**
১৩। শিক্ষা	**৫.১৮**	**৫.৬৩**	**৭.৭৫**	**৬.৩০**	**৭.২৬**	**৮.০১**	**১১.৭১**	**১১.৫১**
১৪। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	**৬.৮৩**	**৬.৩৪**	**৩.৮১**	**৪.৭৬**	**৫.০৬**	**৫.১৮**	**৭.৫৪**	**৭.৫০**
১৫। কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	**৩.২১**	**৩.২৩**	**৩.২৫**	**৩.২৫**	**৩.২৭**	**৩.২৮**	**৩.৩০**	**৩.৬২**
স্থির মূল্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার	**৫.৫৭**	**৬.৪৬**	**৬.৫২**	**৬.০১**	**৬.০৬**	**৬.৫৫**	**৭.১১**	**৭.২৪**

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, * সাময়িক।

লেখচিত্র ২.১: স্থিরমূল্যে বৃহৎ খাতভিত্তিক জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (%)

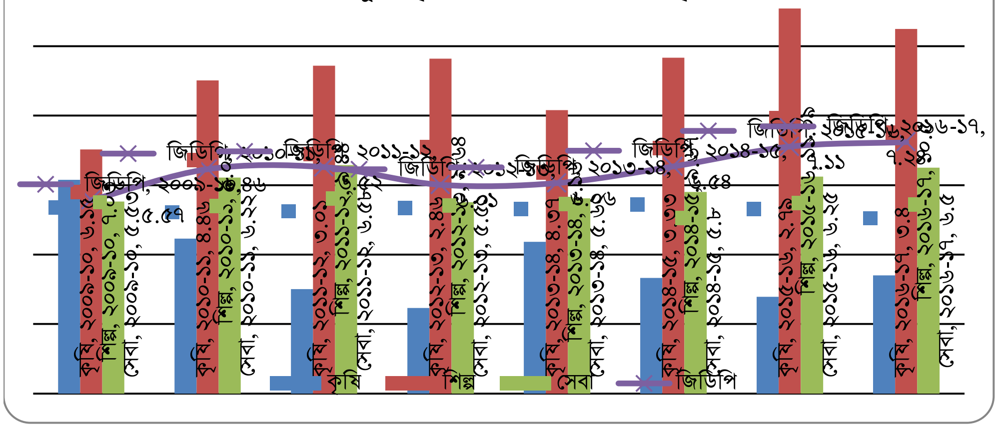

কৃষি খাত

সাময়িক হিসাব অনুযায়ী চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বৃহৎ কৃষি (broad agriculture) খাতের মধ্যে কৃষি ও বনজ খাতে স্থির মূল্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ২.৫১ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ছিল ১.৭৯ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে এ খাতের তিনটি উপখাত তথা শস্য ও শাকসব্জি, প্রাণিসম্পদ এবং বনজ সম্পদ উপখাতের প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে শস্য ও শাকসব্জি, প্রাণিসম্পদ এবং বনজ সম্পদ উপখাতের প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১.৭২ শতাংশ, ৩.৩২ শতাংশ এবং ৫.৬০ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ০.৮৮ শতাংশ, ৩.১৯ শতাংশ এবং ৫.১২ শতাংশ।

চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অর্থবছরে মোট খাদ্যশস্য) চাল , গম ও ভুট্টা (উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে ৩৯৬.৮৮ লক্ষ মেট্রিক টন ,যা গত অর্থবছরের মোট খাদ্যশস্য উৎপাদন ৩৮৮.১৭ লক্ষ মেট্রিক টন হতে ৮.৭১ লক্ষ মেট্রিক টন বেশি। চলতি অর্থবছরে আউশ) প্রকৃত উৎপাদন ২১.৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন(, আমন) ১৩৫.৩০ লক্ষ মেট্রিক টন (ও বোরোর) ১৯১.৫৩ লক্ষ মেট্রিক টন (মোট উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৩৪৮.১৮ লক্ষ মেট্রিক টন। পূর্ববর্তী অর্থবছরে প্রকৃত উৎপাদন ছিল ৩৪৭.১০ লক্ষ মেট্রিক টন। গম উৎপাদন গত অর্থবছরের ১৩.৪৮ লক্ষ মেট্রিক টন হতে বৃদ্ধি পেয়ে চলতি অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা ১৪.৩১ লক্ষ মেট্রিক টন নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া, ভুট্টা উৎপাদন গত অর্থবছরের ২৭.৫৯ লক্ষ মেট্রিক টন হতে বেড়ে চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে ৩৪.৩৯ লক্ষ মেট্রিক টন। মৎস্য অধিদপ্তরের হিসাবে অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক উৎস হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের মোট মৎস্য উৎপাদন বেড়ে ৪০.৫০ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৩৮.৭৮ লক্ষ মেট্রিক টন।

শিল্প খাত

সাময়িক হিসাবে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বৃহৎ শিল্প (broad industry) খাতের ৪টি খাতের মধ্যে ৩টির (খনিজ ও খনন, ম্যানুফ্যাকচারিং এবং বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সম্পদ খাত) প্রবৃদ্ধির হার কিছুটা হ্রাস পেলেও ১টির (নির্মাণ খাত) প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেয়েছে। সাময়িক হিসাবে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে খনিজ ও খনন খাতের অন্তর্গত প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম উপখাতে প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩.৪১ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ১১.৭৭ শতাংশ। তবে অন্যান্য খনিজ ও কয়লা উপখাতে প্রবৃদ্ধির হার কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৪.৬০ শতাংশ, যা গত অর্থবছরে ছিল ১৪.৪২ শতাংশ। একইভাবে, চলতি অর্থবছরে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প খাতের অন্তর্গত বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প উপখাতের প্রবৃদ্ধির হার কিছুটা হ্রাস পেয়ে ১১.৩২ শতাংশে দাঁড়ালেও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প উপখাতে প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেয়ে ৯.২১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া, চলতি অর্থবছরে বিদ্যুৎ, গ্যাস, ও পানি সম্পদ খাতের অন্তর্গত বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি

সম্পদ এ ৩টি উপখাতে প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১৪.২৫ শতাংশ, ২.৭৩ শতাংশ এবং ৭.৬১ শতাংশ; যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ১৪.২০ শতাংশ, ৯.৯১ শতাংশ এবং ৭.৪০ শতাংশ। অন্যদিকে, বৃহৎ শিল্প খাতের অন্তর্গত অন্যান্য খাতে প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পেলেও নির্মাণ শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধির হার চলতি অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৯.৩২ শতাংশ, যা গত অর্থবছরে ছিল ৮.৫৬ শতাংশ।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রণীত Quantum Index of Industrial Production (QIIP) (ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬) অনুসারে চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে গড়ে (জুলাই-নভেম্বর'২০১৬) বৃহৎ ও মাঝারি ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প উপখাতে সাধারণ শিল্প উৎপাদন সূচক গত অর্থবছরের একই সময়ের উৎপাদন সূচক ২৪৭.৬৬ এর তুলনায় ৯.০২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৬৯.৯৯ শাতাংশে। এর মধ্যে, তৈরি পোশাক (৭.১৩%), টেক্সটাইল (১১.৭৪%), কেমিক্যাল ও কেমিক্যাল দ্রব্যাদি (১১.৬০%), ফার্মাসিটিক্যালস্ ও মেডিসিনাল কেমিক্যাল (১৮.১৯%), অ-ধাতব খনিজ দ্রব্য (২৯.৬৫%), ফেব্রিকেটেড ধাতব দ্রব্য (১৮.১৫%), চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য (৩৮.৮১%) ইত্যাদি শিল্প খাতে উৎপাদন সূচক বৃদ্ধি পেলেও খাদ্য দ্রব্য (-৬.৭২%) এবং বেসিক ধাতব দ্রব্য (-৫.৬০%) শিল্পে উৎপাদন সূচক হ্রাস পেয়েছে।

সেবা খাত

সাময়িক হিসাবে চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বৃহৎ সেবা (broad service) খাতের প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বৃহৎ এ খাতের অন্তর্গত পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য; হোটেল ও রেস্তোরাঁ এবং পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ খাতে প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৬.৮৮ শতাংশ, ৭.১৪ শতাংশ এবং ৬.৬৮ শতাংশ; যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ৬.৫০ শতাংশ, ৬.৯৮ শতাংশ এবং ৬.০৮ শতাংশ। পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ খাতের অন্তর্ভুক্ত ৪টি উপখাত তথা স্থলপথ পরিবহণ, পানিপথ পরিবহণ, বিমান পরিবহন এবং সহযোগী পরিবহণ সেবা ও সংরক্ষণ উপখাতে প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৭.০৯ শতাংশ, ৪.১২ শতাংশ, ১.৭৬ শতাংশ এবং ৬.২০ শতাংশ; যা গত অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ৬.২৮ শতাংশ, ৩.২০ শতাংশ, ১.৪৮ শতাংশ এবং ৫.১৯ শতাংশ। তবে, চলতি অর্থবছরে ডাক ও তার যোগাযোগ উপখাতে প্রবৃদ্ধির হার কিছুটা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৬.৬৩ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৬.৮১ শতাংশ। সার্বিক সেবাখাতের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য খাতের মধ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে রিয়েল এস্টেট এবং সমাজকর্ম ও কমিউনিটি খাতে প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৪.৭৮ শতাংশ এবং ৩.৬২ শতাংশ। তবে, আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সেবা; লোকপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা; শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ও সমাজকর্ম সেবা খাতে প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৭.৬৭ শতাংশ, ৯.৮৫ শতাংশ, ১১.৫১ শতাংশ এবং ৭.৫০ শতাংশ।

স্থির মূল্যে জিডিপিতে খাতসমূহের অবদান

সারণি ২.৪-এ ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে জিডিপিতে খাতওয়ারি অবদানের হার উপস্থাপন করা হয়েছে। সাময়িক হিসাবে চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে স্থির মূল্যে জিডিপিতে কৃষি ও বনজ খাতের অবদান ছিল ১১.১৮ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ১১.৭০ শতাংশ। পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় চলতি অর্থবছরে জিডিপিতে কৃষি ও বনজ খাতের অন্তর্ভুক্ত ৩টি উপখাতেরই অবদান কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া, জিডিপি'তে মৎস্য খাতের অবদানও একই সময় ব্যবধানে ৩.৬৫ শতাংশ থেকে কিছুটা হ্রাস পেয়ে ৩.৬১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। বৃহৎ খাত হিসেবে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জিডিপি'তে কৃষি খাতের অবদান ছিল ১৪.৭৯ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ১৫.৩৫ শতাংশ।

চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে স্থির মূল্যে বৃহৎ শিল্প খাতের মধ্যে খনিজ ও খনন খাতের জিডিপি'তে অবদান পূববর্তী অর্থবছরের ১.৭৭ শতাংশ থেকে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ১.৭৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। একইভাবে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প খাত; বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানিসম্পদ খাত এবং নির্মাণ খাতের অবদান বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ২১.৭৩ শতাংশ, ১.৫৮ শতাংশ এবং ৭.৩৯ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছরের যেগুলি ছিল যথাক্রমে ২১.০১ শতাংশ, ১.৫০ শতাংশ এবং ৭.২৬ শতাংশ। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে স্থির মূল্যের জিডিপিতে বৃহৎ শিল্প খাতের অবদান বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩২.৪৮ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৩১.৫৪ শতাংশ।

সাময়িক হিসাবে চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জিডিপি'তে বৃহৎ সেবা খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে ৫২.৭৩ শতাংশ, যা পূববর্তী অর্থবছরে ছিল ৫৩.১২ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে সার্বিক সেবা খাতের অন্তর্ভুক্ত পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য খাতের অবদান ছিল সর্বোচ্চ (১৩.৯৪ শতাংশ)। এছাড়া, চলতি অর্থবছরে সার্বিক সেবা খাতের অন্তর্ভুক্ত পরিবহণ, সংরক্ষণ ও

যোগাযোগ খাতের অবদান দ্বিতীয় সর্বোচ্চ (১১.২৫%)। পরবর্তী অবস্থানসমূহে রয়েছে কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা (৮.৮৬%); রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা (৬.৪৮%); লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা (৩.৭২%); আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক সেবা (৩.৪১%); শিক্ষা (২.৪৮%); স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা (১.৮৪%) এবং হোটেল ও রেস্তোরাঁ (০.৭৫%)।

সারণি ২.৪ঃ ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের ভিত্তি মূল্যে জিডিপিতে খাতওয়ারি অবদানের হার

(শতকরা হার)

খাত/উপখাত	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭*
১। কৃষি ও বনজ	**১৪.৬৫**	**১৪.২৭**	**১৩.৭০**	**১৩.০৯**	**১২.৮১**	**১২.৩২**	**১১.৭০**	**১১.১৮**
ক) শস্য ও শাকসজি	১০.৭৯	১০.৫০	১০.০১	৯.৪৯	৯.২৮	৮.৮৭	৮.৩৫	৭.৯২
খ) প্রাণি সম্পদ	২.০৬	১.৯৮	১.৯০	১.৮৪	১.৭৮	১.৭৩	১.৬৬	১.৬০
গ) বনজ সম্পদ	১.৮১	১.৭৯	১.৭৮	১.৭৬	১.৭৪	১.৭২	১.৬৯	১.৬৬
২। মৎস্য সম্পদ	**৩.৭৩**	**৩.৭৩**	**৩.৬৮**	**৩.৬৮**	**৩.৬৯**	**৩.৬৯**	**৩.৬৫**	**৩.৬১**
৩। খনিজ ও খনন	**১.৬৫**	**১.৬০**	**১.৬১**	**১.৬৫**	**১.৬৩**	**১.৬৮**	**১.৭৭**	**১.৭৮**
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তৈল	১.০৯	১.০৩	১.০০	১.০১	০.৯৮	১.০০	১.০৪	১.০০
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন	০.৫৬	০.৫৭	০.৬১	০.৬৪	০.৬৫	০.৬৮	০.৭৩	০.৭৭
৪। শিল্প (ম্যানুঃ)	**১৭.২০**	**১৭.৭৫**	**১৮.২৮**	**১৯.০০**	**১৯.৪৭**	**২০.১৬**	**২১.০১**	**২১.৭৩**
ক) বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প	১৩.৭৪	১৪.৩২	১৪.৮৬	১৫.৪৯	১৫.৯৫	১৬.৫৮	১৭.৩৭	১৮.০২
খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	৩.৪৬	৩.৪৩	৩.৪২	৩.৫১	৩.৫১	৩.৫৮	৩.৬৪	৩.৭১
৫। বিদ্যুৎ, গ্যাস, ও পানি সম্পদ	**১.২৮**	**১.৩৬**	**১.৪১**	**১.৪৫**	**১.৪২**	**১.৪২**	**১.৫০**	**১.৫৮**
ক) বিদ্যুৎ	১.০৪	১.১৩	১.১৭	১.২১	১.১৯	১.১৯	১.২৬	১.৩৫
খ) গ্যাস	০.১৬	০.১৫	০.১৫	০.১৫	০.১৫	০.১৪	০.১৫	০.১৪
গ) পানি	০.০৮	০.০৮	০.০৯	০.০৮	০.০৯	০.০৯	০.০৯	০.০৯
৬। নির্মাণ	**৬.৬৫**	**৬.৬৭**	**৬.৭৮**	**৬.৯০**	**৭.০৩**	**৭.১৬**	**৭.২৬**	**৭.৩৯**
৭। পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য	**১৪.০২**	**১৪.০২**	**১৪.০২**	**১৪.০৩**	**১৪.১০**	**১৪.০৮**	**১৩.৯৯**	**১৩.৯৪**
৮। হোটেল ও রেস্তোরাঁ	**০.৭৫**	**০.৭৫**	**০.৭৪**	**০.৭৫**	**০.৭৫**	**০.৭৫**	**০.৭৫**	**০.৭৫**
৯। পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	**১১.০৫**	**১১.২৩**	**১১.৪৯**	**১১.৫০**	**১১.৪৯**	**১১.৪৩**	**১১.৩১**	**১১.২৫**
ক) স্থল পথ পরিবহণ	৭.২৮	৭.৩১	৭.৩২	৭.৩১	৭.২৭	৭.২৪	৭.১৮	৭.১৭
খ) পানি পথ পরিবহণ	০.৯২	০.৮৯	০.৮৬	০.৮৪	০.৮১	০.৭৯	০.৭৬	০.৭৪
গ) আকাশ পথ পরিবহণ	০.১৩	০.১৪	০.১৪	০.১৩	০.১২	০.১২	০.১২	০.১১
ঘ) সহযোগী পরিবহণ সেবা ও সংরক্ষণ	০.৬০	০.৬৩	০.৬৯	০.৬৭	০.৬৫	০.৬৪	০.৬৩	০.৬৩
ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ	২.১২	২.২৬	২.৪৮	২.৫৬	২.৬৪	২.৬৩	২.৬২	২.৬১
১০। আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক সেবা	**২.৮৮**	**২.৯৯**	**৩.২১**	**৩.৩০**	**৩.৩৪**	**৩.৩৮**	**৩.৩৯**	**৩.৪১**
ক) ব্যাংক	২.২৪	২.৩৭	২.৬২	২.৭৩	২.৭৯	২.৮৪	২.৮৮	২.৯১
খ) বীমা	০.৪৩	০.৪২	০.৪১	০.৩৯	০.৩৭	০.৩৬	০.৩৪	০.৩২
গ) অন্যান্য	০.২১	০.২০	০.১৯	০.১৮	০.১৮	০.১৮	০.১৭	০.১৮
১১। রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা	**৭.৬১**	**৭.৪১**	**৭.২২**	**৭.০৭**	**৬.৯৫**	**৬.৮১**	**৬.৬৪**	**৬.৪৮**
১২। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	**৩.২৬**	**৩.৩৩**	**৩.৩৫**	**৩.৩৬**	**৩.৩৯**	**৩.৪৯**	**৩.৬৩**	**৩.৭২**
১৩। শিক্ষা	**২.২৩**	**২.২১**	**২.২৩**	**২.২৪**	**২.২৬**	**২.২৯**	**২.৩৯**	**২.৪৮**
১৪। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	**১.৯৬**	**১.৯৫**	**১.৯০**	**১.৮৮**	**১.৮৬**	**১.৮৩**	**১.৮৪**	**১.৮৪**
১৫। কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	**১১.০৮**	**১০.৭২**	**১০.৩৮**	**১০.০৯**	**৯.৮২**	**৯.৫২**	**৯.১৮**	**৮.৮৬**
মোট	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০**

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। * সাময়িক।

জিডিপিতে সার্বিক খাতসমূহের অবদানের কাঠামোগত পরিবর্তন সারণি ২.৫ ও লেখচিত্র ২.২ -এ দেখানো হয়েছে। সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, জিডিপিতে কৃষি থেকে শিল্প খাতের অবদানের কাঠামোগত পরিবর্তনের ধারা ২০১৬-১৭ অর্থবছরেও অব্যাহত আছে।

সারণি ২.৫ঃ স্থির মূল্যে দেশজ উৎপাদ সার্বিক খাতসমূহের অবদানের কাঠামোগত পরিবর্তন ও প্রবৃদ্ধির ধারা

অবদান (শতকরা হার)										
খাত	১৯৮০-৮১	১৯৮৫-৮৬	১৯৯০-৯১	১৯৯৫-৯৬	২০০০-০১	২০০৫-০৬	২০১০-১১	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭*
কৃষি	৩৩.০৭	৩১.১৫	২৯.২৩	২৫.৬৮	২৫.০৩	১৯.০১	১৮.০১	১৬.০০	১৫.৩৫	১৪.৭৯
শিল্প	১৭.৩১	১৯.১৩	২১.০৪	২৪.৮৭	২৬.২০	২৫.৪০	২৭.৩৮	৩০.৪২	৩১.৫৪	৩২.৪৮
সেবা	৪৯.৬২	৪৯.৭৩	৪৯.৭৩	৪৯.৪৫	৪৮.৭৭	৫৫.৫৯	৫৪.৬১	৫৩.৫৮	৫৩.১২	৫২.৭৩
মোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
প্রবৃদ্ধি (শতকরা হার)										
কৃষি	৩.৩১	৩.৩১	২.২৩	৩.১০	৩.১৪	৫.৫০	৪.৪৬	৩.৩৩	২.৭৯	৩.৪০
শিল্প	৫.১৩	৬.৭২	৪.৫৭	৬.৯৮	৭.৪৫	৯.৮০	৯.০২	৯.৬৭	১১.০৯	১০.৫০
সেবা	৩.৫৫	৪.১০	৩.২৮	৩.৯৬	৫.৫৩	৬.৬০	৬.২২	৫.৮০	৬.২৫	৬.৫০
সার্বিক জিডিপি (উৎপাদন মূল্যে)	৩.৭৪	৩.৩৪	৩.২৪	৪.৪৭	৫.৪১	৭.১৮	৬.৬৪	৬.৫৪	৭.১১	৭.২৪

উৎস :বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। নোটঃ ২০০০-০১ অর্থবছর পর্যন্ত উপাত্তসমূহ ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরের এবং পরবর্তী অর্থবছরসমূহ ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ভিত্তিমূল্যে নিরূপিত। * সাময়িক।

লেখচিত্র ২.২ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ২০০৫-০৬ অর্থবছরের পূর্বে সেবা খাতের অবদান ছিল জিডিপি'র প্রায় ৫০ শতাংশ। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে এ হার ৫৫.৫৯ শতাংশে উন্নীত হয়। সাম্প্রতিক সময়ে সেবা খাতের অবদান ৫২-৫৪ শতাংশের কাছাকাছি রয়েছে।

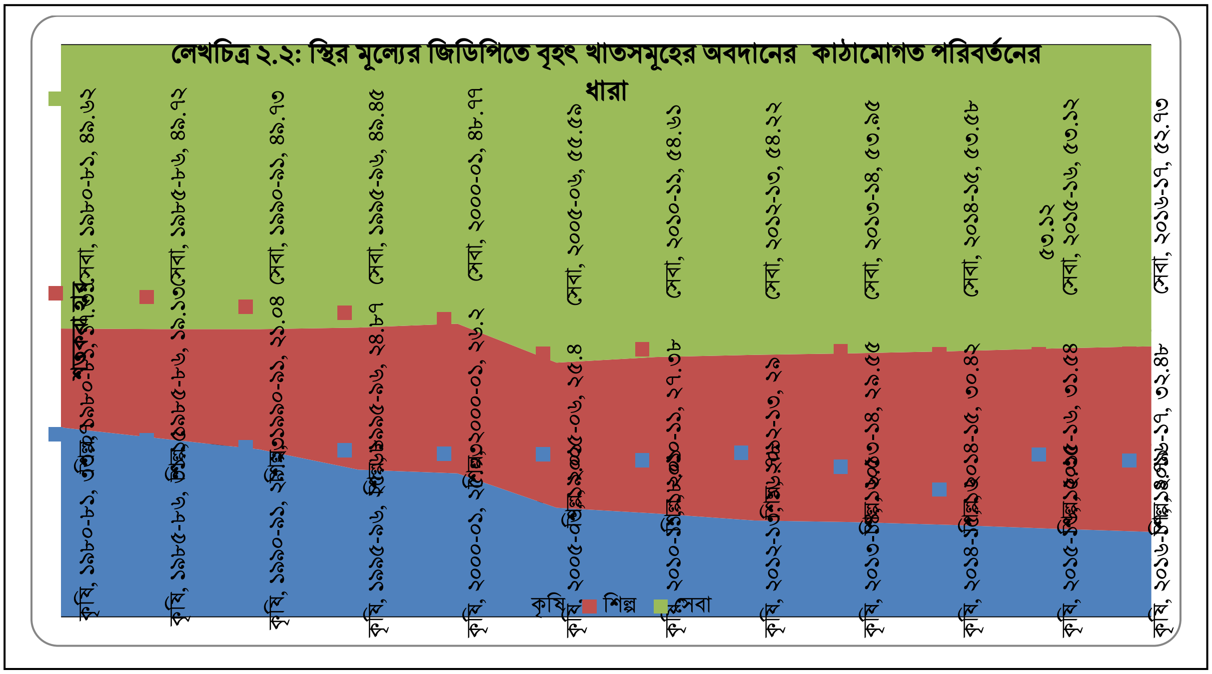

ব্যয়ভিত্তিক জিডিপি

সারণি ২.৬ -এ ব্যয়ভিত্তিতে নিরূপিত জিডিপি ও সারণি ২.৭ -এ জিডিপি'র শতকরা হারে ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে। সাময়িক হিসাবে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভোগব্যয়ের পরিমাণ জিডিপি'র শতকরা হারে পূর্ববর্তী অর্থবছরের ৭৫.০২ শতাংশ হতে ১.০৮ পার্সেন্টেজ পয়েন্টস হ্রাস পেয়ে ৭৩.৯৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অপরপক্ষে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দেশজ সঞ্চয়ের হার বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে জিডিপি'র ২৬.০৬ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ২৪.৯৮ শতাংশ। তবে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাতীয় সঞ্চয় কিছুটা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩০.৩০ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৩০.৭৭ শতাংশ।

সারণি ২.৬ঃ চলতি বাজারমূল্যে ব্যয়ভিত্তিক জিডিপি

(কোটি টাকায়)

খাত	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭*
১. অভ্যন্তরীণ চাহিদা [(২)+(৩)]	৮৪০৮৯৮	৯৭৮০৯৫	১১২৯৪৭৫	১২৭৫০৯৭	১৪৩০৮৫১	১৬১৭৭৮৯	১৮১৩৮৭২	২০৩৮৪৫৯
২. ভোগ	৬৩১৫৭১	৭২৬৯৬৬	৮৩১২৫০	৯৩৪৭২৭	১০৪৬৮৫৮	১১৭৯৯২৪	১৩০০০৩৪	১৪৪৬৩৮৫
সরকারি	৪০৪৭৮	৪৬৬৮৪	৫৩১৭৫	৬১৩৩৯	৭১৭১৯	৮১৯১৮	১০২১০৯	১২৫০৭৪
বেসরকারি	৫৯১০৯৩	৬৮০২৮২	৭৭৮০৭৫	৮৭৩৩৮৯	৯৭৫১৩৯	১০৯৮০০৬	১১৯৭৯২৫	১৩২১৩১১
৩. বিনিয়োগ	২০৯৩২৭	২৫১১২৯	২৯৮২২৫	৩৪০৩৭০	৩৮৩৯৯৪	৪৩৭৮৬৫	৫১৩৮৩৯	৫৯২০৭৪
সরকারি	৩৭২৭৬	৪৮১৫০	৬০৮০২	৭৯৬২১	৮৭৯৯১	১০৩৩৯৩	১১৫৪৯২	১৪২০০২
বেসরকারি	১৭২০৫১	২০২৯৭৯	২৩৭৪২৩	২৬০৭৪৯	২৯৬০০৩	৩৩৪৪৭২	৩৯৮৩৪৭	৪৫০০৭৩
৪. নীট রপ্তানি	-৪৫৮৯৫	-৬৯৩৯০	-৮২১৭৭	-৮৬৫৭০	-৮৭৮০৬	-১১২৩৬১	-৮০৬৬৩	-১০২৬০২
৫. স্থূল দেশজ ব্যয়	৭৯৫০০৩	৯০৮৭০৫	১০৪৭২৯৯	১১৮৮৫২৭	১৩৪৩০৪৫	১৫০৫৪২৮	১৭৩৩২১০	১৯৩৫৮৫৭
৬. মোট দেশজ উৎপাদ	৭৯৭৫৩৯	৯১৫৮২৯	১০৫৫২০৪	১১৯৮৯২৩	১৩৪৩৬৭৪	১৫১৫৮০২	১৭৩২৮৬৪	১৯৫৬০৫৬
৭. পরিসংখ্যানিক ভ্রান্তি	৩০৮৩	৮০১৭	৭৯০৫	১০৩৯৬	৬২৯	১০৩৭৫	-৩৪৬	২০১৯৯

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। * সাময়িক।

সামায়িক হিসাবে চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জিডিপি’র শতকরা হারে মোট বিনিয়োগ পূর্ববর্তী অর্থবছর হতে বৃদ্ধি পেয়েছে। একইভাবে ,সরকারি ও বেসরকারি উভয় বিনিয়োগ জিডিপি’র শতকরা হারে পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে জিডিপি'র ৩০.২৭ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছরে যা ছিল জিডিপি'র ২৯.৬৫ শতাংশ। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সরকারি এবং বেসরকারি উভয় বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে জিডিপি'র ৭.২৬ শতাংশ এবং জিডিপি'র ২৩.০১ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে জিডিপি'র ৬.৬৬ শতাংশ এবং জিডিপি’র ২২.৯৯ শতাংশ। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জিডিপি'র শতকরা হারে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির সাথে সাথে বিনিয়োগের পরিমাণও পূর্ববর্তী অর্থবছরের ৫,১৩,৮৩৯ কোটি টাকা হতে ১৫.২৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৫,৯২,০৭৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

সারণি ২.৭ঃ ভোগ ,সঞ্চয় ও বিনিয়োগ (জিডিপি'র শতকরা হারে)

খাত	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭*
১. ভোগ	৭৯.১৪	৭৯.৩০	৭৮.৭৮	৭৭.৯৬	৭৭.৯১	৭৭.৮৪	৭৫.০২	৭৩.৯৪
সরকারি	৫.০৭	৫.০৯	৫.০৪	৫.১২	৫.৩৪	৫.৪০	৫.৮৯	৬.৩৯
বেসরকারি	৭৪.০৬	৭৪.২১	৭৩.৭৪	৭২.৮৫	৭২.৫৭	৭২.৪৪	৬৯.১৩	৬৭.৫৫
২. বিনিয়োগ	২৬.২৩	২৭.৩৯	২৮.২৬	২৮.৩৯	২৮.৫৮	২৮.৮৯	২৯.৬৫	৩০.২৭
সরকারি	৪.৬৭	৫.২৫	৫.৭৬	৬.৬৪	৬.৫৫	৬.৮২	৬.৬৬	৭.২৬
বেসরকারি	২১.৫৬	২২.১৪	২২.৫০	২১.৭৫	২২.০৩	২২.০৭	২২.৯৯	২৩.০১
৩. দেশজ সঞ্চয়	২০.৮৬	২০.৭০	২১.২২	২২.০৪	২২.০৯	২২.১৬	২৪.৯৮	২৬.০৬
৪. জাতীয় সঞ্চয়	২৯.৪৯	২৮.৯৫	২৯.৮৬	৩০.৫৩	২৯.২৩	২৯.০২	৩০.৭৭	৩০.৩০

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো । * সাময়িক।

লেখচিত্র ২.৩: জিডিপির শতকরা হারে বিনিয়োগ, দেশজ সঞ্চয় ও জাতীয় সঞ্চয়

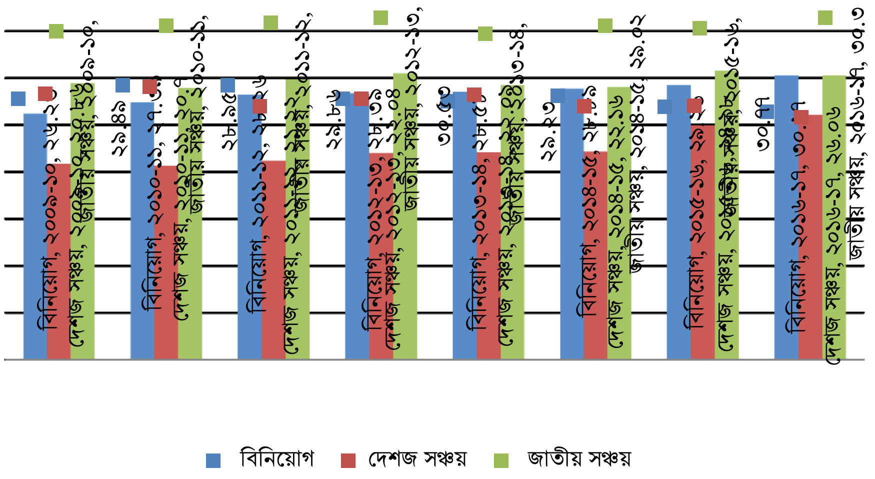

সরকার বাংলাদেশে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ প্রসারের লক্ষ্যে বিনিয়োগ-বান্ধব নীতিমালা প্রণয়ন, আইন ও বিধিগত সংস্কার তথা সার্বিক বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে বেসরকারি বিনিয়োগ সহায়ক পরিবেশ আরও জোরদারের লক্ষ্যে বিনিয়োগ বোর্ড ও প্রাইভেটাইজেশন কমিশন একীভূত করা হয়েছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আগামী ১৫ বছরে সারাদেশে মোট ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ১ কোটি লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে (জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত) ৭৬টি (সরকারি ৫৬টি এবং বেসরকারি ২০টি) অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এছাড়া, বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, দ্রুত বিদ্যুতায়নের প্রচেষ্টা বাস্তবায়ন, জ্বালানির বহুমুখীকরণ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সর্বোপরি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারসহ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও পিপিপির আওতায় অবকাঠামো খাতে সরকার যে ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়েছে তা বাস্তবায়নের ফলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

তৃতীয় অধ্যায়

মূল্য, মজুরি ও কর্মসংস্থান

সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার পাশাপাশি উচ্চতর জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনে মূল্য, মজুরি ও কর্মসংস্থান এই তিনটি সূচক যে কোন দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। ভোক্তা মূল্যসূচক দ্বারা বিভিন্ন সময়ে চূড়ান্ত পণ্য ও সেবার গড় মূল্যস্তরকে ব্যাখ্যা করা হয়। ভোক্তা মূল্যসূচক অনুসারে ২০০৫-০৬ সালকে ভিত্তি বছর ধরে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জাতীয় পর্যায়ে মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়ায় ৫.৯২ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৬.৪১ শতাংশ। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত গড় মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ৫.৩৫ শতাংশে। এ সময়ে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় গড় মূল্যস্ফীতি ০.৭০ পার্সেন্টেজ পয়েন্টস হ্রাস পেয়েছে। মূলত সন্তোষজনক কৃষি উৎপাদন, বিশ্ব বাজারে জ্বালানি তেলসহ পণ্যমূল্য হ্রাস, সামষ্টিক অর্থনৈতিক দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সতর্ক মুদ্রানীতি গ্রহণ করার ফলে মূল্যস্ফীতি হ্রাস পেয়েছে। বিবিএস কর্তৃক পরিচালিত সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপ, ২০১৩ অনুযায়ী ১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে অর্থনৈতিকভাবে কর্মক্ষম শ্রমশক্তি ৬.০৭ কোটি। এ শ্রমশক্তির মধ্যে ৫.৮০ কোটি (পুরুষ ৪.১২ কোটি এবং মহিলা ১.৬৮ কোটি) বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। পূর্ববর্তী শ্রমশক্তি জরিপ, ২০১০ এর তুলনায় সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপ, ২০১৩-এ কৃষি খাতে নিয়োজিত মোট শ্রমশক্তি ২.২ পার্সেন্টেজ পয়েন্টস্ হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪৫.১ শতাংশে। বাংলাদেশের মজুরি হার সূচক (ভিত্তি বছর ২০১০-১১) অনুসারে নামিক (Nominal) মজুরি হার সূচক ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ দেশের ক্রমবর্ধমান কর্মসৃজনের পাশাপাশি বেকারত্ব হ্রাস, দারিদ্র্য বিমোচন, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছে। গত ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট ৬.৮৫ লক্ষ লোক কর্মসংস্থান নিয়ে বিদেশ গমন করেছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে ৫.৫১ লক্ষ কর্মী বিদেশ গমন করেছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রবাসী কর্মীরা মোট ১৪,৯৩১.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিটেন্স দেশে পাঠিয়েছেন। উল্লেখ্য, চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে ৯,১৯৪.৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিটেন্স দেশে প্রেরিত হয়েছে যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৬.৮২ শতাংশ কম। বিদেশে কর্মরত মোট শ্রমিকের ৭০ শতাংশেরও বেশি মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত। সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও শ্রমিকের চাহিদা হ্রাস পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে প্রচলিত শ্রমবাজার ছাড়াও বর্তমানে নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জনশক্তি রপ্তানি নির্বিঘ্ন করার প্রয়াসে অভিবাসন ব্যবস্থা ডিজিটাইজেশনসহ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা হয়েছে। রেমিটেন্স প্রবাহকে নির্বিঘ্ন রাখার জন্য প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক স্থাপন, জি-টু-জি পর্যায়ে কর্মী প্রেরণ, বেসরকারি রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে বাংলাদেশি কর্মী প্রেরণের বিষয়ে জি টু জি প্লাস চুক্তি স্বাক্ষর, বহির্গমন প্রক্রিয়ার আধুনিকায়ন, বিদেশে শ্রম উইং এর সংখ্যা বৃদ্ধি, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর আওতায় ওয়েজ আনার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড গঠন ছাড়াও বৈধ পথে রেমিটেন্স প্রেরণকে উৎসাহিত করার জন্য নানামূখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

ভোক্তা মূল্যসূচক ও মূল্যস্ফীতি

দেশের জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক (CPI) প্রণয়ন করে থাকে। উক্ত CPI ভোক্তার দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় ব্যবহৃত খাদ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত পণ্য ও সেবা সামগ্রীকে অন্তর্ভুক্ত করে গঠিত হয়। ২০০৫-০৬ অর্থবছরকে ভিত্তি বছর ধরে বর্তমান জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক প্রকাশ করা হচ্ছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে পরিচালিত খানা আয়-ব্যয় জরিপ (Household Income and Expenditure Survey, 2005-06) হতে এ মূল্যসূচকে ব্যবহৃত সূচক-ঝুড়ির (Index basket) পণ্য ও ভার (Weight) নেয়া হয়েছে। জরিপে প্রাপ্ত জাতীয় পর্যায়ে ভোগ্যপণ্যের তালিকা, গ্রামীণ অধিবাসীদের ভোগ্যপণ্যের তালিকা ও নগর এলাকার অধিবাসীদের ভোগ্যপণ্যের তালিকা ব্যবহার করে যথাক্রমে জাতীয় (National) মূল্যসূচক, গ্রামীণ (Rural) মূল্যসূচক এবং নগর (Urban) মূল্যসূচক নির্ণয় করা হয়। গ্রামীণ মূল্যসূচক ঝুড়িতে মোট ৪২২টি পণ্য এবং নগর মূল্যসূচক ঝুড়িতে মোট ৩১৮টি পণ্য অর্ন্তভুক্ত। জাতীয় পর্যায়ে ভোক্তার মূল্যসূচক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে গ্রামীণ ও নগর এলাকার ভোগ-ব্যয়ের ভিত্তিতে নিরুপিত ভারিত গড় (Weighted average) পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় । সকল মূল্যসূচক খাদ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত এ দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যা আরও কতিপয় উপভাগে বিভক্ত। বাংলাদেশে ভোক্তা মূল্যসূচক

থেকে মূল্যস্ফীতি নিরূপণ করা হয়। সারণি ৩.১ ও লেখচিত্র ৩.১ -এ ২০০৭-০৮ অর্থবছর থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক ও মূল্যস্ফীতির গতিধারা দেখানো হলোঃ

সারণি ৩.১ঃ জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক ও মূল্যস্ফীতি

(ভিত্তি বছর ২০০৫-২০০৬=১০০)

	২০০৭-০৮	**২০০৮-০৯**	**২০০৯-১০**	**২০১০-১১**	**২০১১-১২**	**২০১২-১৩**	**২০১৩-১৪**	**২০১৪-১৫**	**২০১৫-১৬**
সাধারণ সূচক (মূল্যস্ফীতি)	১২২.৮৪ (১২.৩০)	১৩২.১৭ (৭.৬০)	১৪১.১৮ (৬.৮২)	১৫৬.৫৯ (১০.৯১)	১৭০.১৯ (৮.৬৯)	১৮১.৭৩ (৬.৭৮)	১৯৫.০৮ (৭.৩৫)	২০৭.৫৮ (৬.৪১)	২১৯.৮৬ (৫.৯২)
খাদ্য সূচক (মূল্যস্ফীতি)	১৩০.৩০ (১৬.৭২)	১৪০.৬১ (৭.৯১)	১৪৯.৪০ (৬.২৫)	১৭০.৪৮ (১৪.১১)	১৮৩.৬৫ (৭.৭২)	১৯৩.২৪ (৫.২২)	২০৯.৭৯ (৮.৫৬)	২২৩.৮০ (৬.৬৮)	২৩৪.৭৭ (৪.৯০)
খাদ্য-বহির্ভূত সূচক (মূল্যস্ফীতি)	১১৩.২৭ (৬.৩৫)	১২৭.৩৬ (৭.১৪)	১৩০.৬৬ (৭.৬৬)	১৩৮.৭৭ (৬.২১)	১৫২.৯৪ (১০.২১)	১৬৬.৯৭ (৯.১৭)	১৭৬.২৩ (৫.৫৫)	১৮৬.৭৯ (৫.৯৯)	২০০.৬৬ (৭.৪৩)

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

লেখচিত্র ৩.১ঃ জাতীয় পর্যায়ে মূল্যস্ফীতি

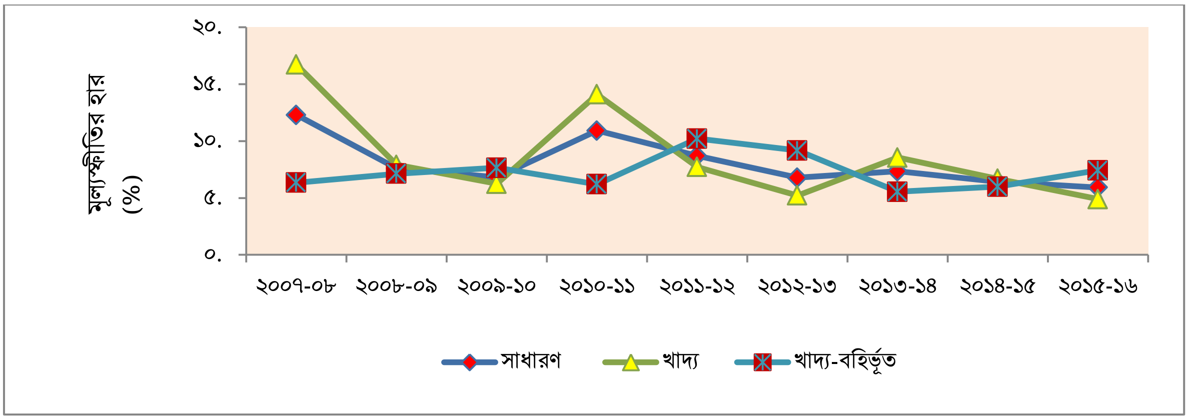

ভোক্তা মূল্যসূচক অনুসারে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জাতীয় পর্যায়ে মূল্যস্ফীতির হার ৫.৯২ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৬.৪১ শতাংশ। উক্ত সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ২০০৭-০৮ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির হার সর্বোচ্চ ১২.৩০ শতাংশে পৌঁছায় যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে হ্রাস পেয়ে সর্বনিম্ন অর্থাৎ ৫.৯২ শতাংশে দাঁড়ায়। এ সময়ে খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির চেয়ে বেশ কম ছিল। উল্লেখ্য, ভোক্তা মূল্যসূচকে শহর এবং গ্রামীণ এলাকার জন্য খাদ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত অংশের পৃথক পৃথক ভার (Weight) ব্যবহার করা হয়েছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জুলাই মাসে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৫.৪০ শতাংশ। বর্তমান সরকার মূল্যস্ফিতির চাপ প্রশমণের লক্ষ্যে চাল, ডাল, তেলসহ নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্য জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ প্রেক্ষাপটে প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সহায়ক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং পরিবেশ ও বিনিয়োগবান্ধব-সতর্ক মুদ্রানীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এ মুদ্রানীতির উদ্দেশ্য হল মূল্যস্ফীতিকে সহনীয় পর্যায়ে স্থিতিশীল রাখা অর্থাৎ গড় ভোক্তা মূল্যস্ফীতি ৫.৮ শতাংশে নামিয়ে আনা এবং অর্থায়নের মাধ্যমে সরকার ঘোষিত কাঙ্খিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সহায়তা করা। এরই ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্য চলতি বছরের জুলাই মাসের তুলনায় পরবর্তী ৯ মাসে বেশ কিছুটা নেমে আসে। মার্চ, ২০১৭-এ মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ৫.৩৯ শতাংশে। এ সময়ের ব্যবধানে খাদ্য মূল্যস্ফীতি জুলাই ২০১৬ এর ৪.৩৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ, ২০১৭-এ দাঁড়িয়েছে ৬.৮৯ শতাংশে। কিন্তু একই সময়ে খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি হ্রাস পেয়ে মার্চ, ২০১৭-এ দাঁড়িয়েছে ৩.১৮ শতাংশে যা জুলাই, ২০১৬-এ ছিল ৬.৯৮ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত গড় মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ৫.৩৫ শতাংশে। মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (এমটিএমএফ)-তে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের মূল্যস্ফীতি ৫.৮ শতাংশ হতে পারে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের মাসভিত্তিক মূল্যস্ফীতির ধারা সারণি ৩.২ -এ দেয়া হলোঃ

সারণি ৩.২ঃ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের মাসভিত্তিক মূল্যস্ফীতির (Point to point) ধারা

(ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬=১০০)

পর্যায়	মূল্যস্ফীতির ধরণ	২০১৫-১৬	জুলাই'১৬	আগস্ট'১৬	সেপ্টে.'১৬	অক্টো.'১৬	নভে.'১৬	ডিসে.'১৬	জানু.'১৭	ফেব্রু.'১৭	মার্চ'১৭	গড় মূল্যস্ফীতি (জুলাই-মার্চ'১৭)
জাতীয়	সাধারণ	৫.৯২	৫.৪০	৫.৩৭	৫.৫৩	৫.৫৭	৫.৩৮	৫.০৩	৫.১৫	৫.৩১	৫.৩৯	৫.৩৫
	খাদ্য	৪.৯০	৪.৩৫	৪.৩০	৫.১০	৫.৫৬	৫.৪১	৫.৩৮	৬.৫৩	৬.৮৪	৬.৮৯	৫.৬০
	খাদ্য-বহির্ভূত	৭.৪৩	৬.৯৮	৭.০০	৬.১৯	৫.৫৮	৫.৩৩	৪.৪৯	৩.১০	৩.০৭	৩.১৮	৪.৯৯
গ্রাম	সাধারণ	৫.২৬	৪.৫৪	৪.৪১	৪.৬৩	৪.৮৭	৪.৭৫	৪.৪৬	৪.৯২	৫.১৪	৫.১৯	৪.৭৭
	খাদ্য	৪.২০	৩.৫৯	৩.৪০	৪.২৭	৪.৮৯	৪.৮৩	৪.৭৮	৬.২৮	৬.৬৬	৬.৭২	৫.০৫
	খাদ্য-বহির্ভূত	৭.২২	৬.২৬	৬.২৮	৫.৩১	৪.৮৩	৪.৬০	৩.৮৮	২.৫২	২.৪৬	২.৪৯	৪.২৯
শহর	সাধারণ	৭.১১	৭.০০	৭.১৫	৭.২১	৬.৮৭	৬.৫৬	৬.০৭	৫.৫৭	৫.৬২	৫.৭৬	৬.৪২
	খাদ্য	৬.৫৫	৬.১১	৬.৩৯	৭.০৩	৭.০৯	৬.৭৪	৬.৭৪	৭.১১	৭.২২	৭.২৮	৬.৮৬
	খাদ্য-বহির্ভূত	৭.৭২	৭.৯৮	৭.৯৯	৭.৪২	৬.৬৩	৬.৩৫	৫.৩৫	৩.৯১	৩.৯১	৪.১৪	৫.৯৬

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

মজুরি হার সূচক

১৯৭৪ সাল হতে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ১৯৬৯-৭০ অর্থবছরকে ভিত্তি বছর ধরে মজুরি হার সূচক (Wage Rate Index) নির্ণয় করে আসছে। ইতোমধ্যেই ২০১০-১১ অর্থবছরকে ভিত্তি বছর ধরে মজুরি হার সূচক (Wage Rate Index) নির্ণয়ের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। সারণি ৩.৩- এ পরিবর্তিত ভিত্তি বছর অনুযায়ী ২০১১-১২ অর্থবছর হতে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত মজুরি হার সূচক ও শ্রমিকদের মজুরি প্রবৃদ্ধির হার (পয়েন্ট টু পয়েন্ট) দেয়া হলোঃ

সারণি ৩.৩ঃ মজুরি হার সূচক ও প্রবৃদ্ধির হার

(ভিত্তি বছরঃ ২০১০-১১=১০০)

বছর	নামিক মজুরি হার সূচক				প্রবৃদ্ধির হার (পয়েন্ট টু পয়েন্ট)			
	সাধারণ	কৃষি	শিল্প	সেবা	সাধারণ	কৃষি	শিল্প	সেবা
২০১০-১১	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	-	-	-	-
২০১১-১২	১০৬.২৪	১০৫.৯৬	১০৬.৯২	১০৬.২৩	৬.২৪	৫.৯৬	৬.৯২	৬.২৩
২০১২-১৩	১১২.৬২	১১২.০৮	১১৩.৪৩	১১৩.৬৩	৬.০১	৫.৭৮	৬.০৮	৬.৯৬
২০১৩-১৪	১১৮.৮২	১১৮.৪৪	১১৯.০৭	১২০.১৬	৫.৫০	৫.৬৮	৪.৯৭	৫.৭৫
২০১৪-১৫	১২৪.৬৯	১২৪.৫১	১২৪.৩৮	১২৬.১৫	৪.৯৪	৫.১২	৪.৪৭	৪.৯৮
২০১৫-১৬	১৩২.৮১	১৩২.৪৮	১৩২.০২	১৩৬.০৩	৬.৫২	৬.৪১	৬.১৬	৭.৮৬

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সারণি থেকে দেখা যায় যে, ২০১১-১২ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত নামিক (Nominal) মজুরি হার সূচক ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। সারণি হতে আরও লক্ষ্য করা যায় যে, উক্ত সূচক প্রতি অর্থবছরে গড়ে প্রায় ৬ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট হিসেবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের এ সূচক সর্বোচ্চ পার্সেন্টেজ পয়েন্টে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৬.৫২ শতাংশে যেখানে গত ২০১৪-১৫ অর্থবছরে তা সর্বনিম্ন পার্সেন্টেজ পয়েন্টে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪.৯৪ শতাংশে। খাতভিত্তিক মজুরির প্রবৃদ্ধির হার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে যে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের মজুরি সূচক বেশ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৬.৪১, ৬.১৬ এবং ৭.৮৬ শতাংশ।

শ্রমশক্তি ও কর্মসংস্থান

দেশের শ্রমশক্তির সার্বিক চিত্র নিরূপণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) শ্রমশক্তি জরিপ (Labour Force Survey) পরিচালনা করে থাকে। বিবিএস কর্তৃক প্রকাশিত সর্বশেষ জরিপ "Labour Force Survey – 2013" অনুযায়ী ১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে অর্থনৈতিকভাবে কর্মক্ষম শ্রমশক্তি ৬.০৭ কোটি। এ শ্রমশক্তির ৫.৮০ কোটি (পুরুষ ৪.১২ কোটি এবং মহিলা ১.৬৮ কোটি) বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। মোট শ্রমশক্তিতে কৃষিজীবীর অংশ পূর্বের তুলনায় কমলেও এখনও সর্বাধিক সংখ্যক

শ্রমিক কৃষিখাতে নিয়োজিত (৪৫.১০ শতাংশ) । উল্লেখ্য, "Labour Force Survey- 2010" অনুযায়ী ১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে মোট ৫.৬৭ কোটি শ্রমশক্তির ৫.৪১ কোটি (পুরুষ ৩.৭৯ কোটি এবং মহিলা ১.৬২ কোটি) বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ছিল, যার মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক শ্রমিক নিয়োজিত ছিল কৃষিখাতে (৪৭.৩০ শতাংশ)। এ দুটো জরিপকালে কৃষিতে শ্রমশক্তির হার ২.২ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট হ্রাস পেয়েছে। শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৩ অনুযায়ী ৪০.৬২ শতাংশ (কৃষিতে ২৫.৫২ শতাংশ ও অকৃষিতে ১৫.১০ শতাংশ) শ্রমশক্তি আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত, যা ২০১০ সালের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী ছিল ৪০.৬৭ শতাংশ। লক্ষ্যণীয় যে, এ দুটো জরিপকালে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিতদের অবদান প্রায় ০.০৫ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কমেছে। শ্রমশক্তি জরিপ, ২০১৩ অনুযায়ী দিনমজুর ও বিনা মজুরিতে পারিবারিক শ্রমে নিয়োজিতের হার যথাক্রমে ১৫.৫০ শতাংশ ও ১৮.২৪ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী জরিপ অনুযায়ী ছিল যথাক্রমে ১৯.৫৯ শতাংশ ও ২১.৮১ শতাংশ। তবে সর্বশেষ পরিচালিত জরিপে নিয়মিত কর্মসংস্থানে নিয়োজিত কর্মীর হার ৫.৮৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৩.২৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ১৯৯৫-৯৬, ১৯৯৯-০০, ২০০২-০৩, ২০০৫-০৬, ২০১০ ও ২০১৩ অর্থবছরের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী বিভিন্ন খাতওয়ারি শ্রমিকের (১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে) অংশ সারণি ৩.৪-এ দেখানো হলো:

সারণি ৩.৪ :শিল্পভিত্তিক খাতওয়ারি শ্রমিকের অংশ

(১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে)

খাত	এলএফএস ১৯৯৫-৯৬	এলএফএস ১৯৯৯-০০	এলএফএস ২০০২-০৩	এলএফএস ২০০৫-০৬	এলএফএস ২০১০	এলএফএস ২০১৩
কৃষি, বনজ ও মৎস	৪৮.৮৫	৫০.৭৭	৫১.৬৯	৪৮.১০	৪৭.৩০	৪৫.১০
খনিজ ও খনন	-	০.৫১	০.২৩	০.২১	০.১৮	০.৪০
ম্যানুফ্যাকচারিং	১০.০৬	৯.৪৯	৯.৭১	১০.৯৭	১২.৩৪	১৬.৪০
বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি	০.২৯	০.২৬	০.২৩	০.২১	০.১৮	০.২০
নির্মাণ	২.৮৭	২.৮২	৩.৩৯	৩.১৬	৪.৭৯	৩.৭০
বাণিজ্য, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট	১৭.২৪	১৫.৬৪	১৫.৩৪	১৬.৪৫	১৫.৪৭	১৪.৫০
পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৬.৩২	৬.৪১	৬.৭৭	৮.৪৪	৭.৩৭	৬.৪০
অর্থ, ব্যবসা ও সেবাসমূহ	০.৫৭	১.০৩	০.৬৮	১.৪৮	১.৮৪	১.৩০
পণ্য ও ব্যক্তিগত সেবাসমূহ	১৩.৮০	১৩.০৭	৫.৬৪	৫.৪৯	৬.২৬	৬.২০
স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জনপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	-	-	৬.৩২	৫.৪৯	৪.২৪	৫.৮০
মোট	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**

উৎসঃ বিবিএস, লেবার ফোর্স সার্ভে, ১৯৯৫-৯৬, ১৯৯৯-০০, ২০০২-০৩, ২০০৫-০৬ ও ২০১০ ও ২০১৩।

শ্রম উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে গৃহীত কতিপয় পদক্ষেপ

'রুপকল্প -২০২১' এর আলোকে আগামী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম একটি দ্রুত বিকাশশীল অর্থনীতির ভিত্তি রচনায় সহায়তাকরণ, শ্রমজীবী মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ, Sustainable Development Goals (SDG) এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী স্বল্প সময়ের মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, যুব সমাজের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জাতীয় শ্রমনীতি পুনঃমূল্যায়ন ও সংশোধন, ন্যূনতম মজুরি পুনঃনির্ধারণ, শিশুশ্রম নিরসন ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করে তা সমাধানের কর্মকৌশল হিসেবে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত উদ্যোগ বা পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

(ক) গার্মেন্টস সেক্টরে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রেখে উৎপাদন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা ও কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ

- গার্মেন্টস সেক্টরের নিরাপত্তা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রেখে উৎপাদন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা ও কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কোর কমিটি গঠন;
- তৈরি পোশাক শিল্পে নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ ও কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সোসাল কমপ্লায়েন্স ফোরাম ফর আরএমজি নামক আরও একটি কমিটি গঠন;
- ঢাকা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে ২৩টি টিমের মাধ্যমে (ঢাকায় ২০টি এবং চট্টগ্রামে ৩টি) স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন, পুলিশ, র‍্যাব ও বিভিন্ন

গোয়েন্দা সংস্থা, বিজিএমইএ, বিকেএমইএসহ শ্রমিক প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে সার্বিক তদারকির মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ;

- তৈরি পোশাক শিল্পসহ সকল শিল্প সেক্টরে নিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং শ্রমিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়েছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ঢাকায় ১৭টি, চট্রগামে ৯টি, গাজীপুরে ১৩টি, এবং নারায়ণগঞ্জে ১০টিসহ সর্বমোট ৪৯টি পরিদর্শন টীম গঠন করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রায় ২,৪০০ গার্মেন্টস কারখানা পরিদর্শন করা হয়েছে এবং আইন অমান্য করায় শ্রম আদালতে ৫৮৪টি মামলা রুজু করা হয়েছে।
- বিভিন্ন শ্রেণি-পেশায় নিয়োজিত শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়া সিবিএ'র মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক- ভাবে উত্থাপিত হওয়াকেই শ্রম আইনে শিল্প বিরোধ বা শ্রম বিরোধ নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। সাধারণত, শ্রমিকের চাকুরির শর্তাবলী ও কর্মস্থলে সহযোগিতা ইত্যাদি বিষয়কে সামনে রেখে শ্রম বিরোধ উত্থাপিত হয়ে থাকে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সালিশ কার্যক্রমের মাধ্যমে সর্বমোট শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তি হয়েছে ৯০টি ।
- শ্রম পরিদপ্তরাধীন ২৯টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের বিনা মূল্যে স্বাস্থ্য সেবা, পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও বিনোদনমূলক সেবা প্রদান করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মোট ৩৯,৭২৮ জন শ্রমিক ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে এবং ২৭,৬০৭ জন শ্রমিক ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, একই অর্থ বছরে সর্বমোট ৭০,০০১ জন শ্রমিক ও তাঁর পরিবারের সদস্যগণকে সেবা প্রদান করা হয়েছে।
- বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশের আওতায় শ্রম পরিদপ্তরের ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন সংক্রান্ত অন-লাইন কার্যক্রম চালু করণ।
- ILO এর সহায়তায় শ্রমিক, মালিক ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের যৌথ স্বাক্ষরে তৈরি পোশাক শিল্পে অগ্নি-নিরাপত্তা সংক্রান্ত একটি ত্রিপক্ষীয় জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। তৈরি পোশাক শিল্পে ভবন নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উক্ত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী National Tripartite Plan of Action on Fire Safety and Structural Integrity in the Ready-Made Garment Sector in Bangladesh গৃহীত হয়েছে। উপরোক্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ILO এর অর্থায়নে ২৪.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের Improving Working Conditions in the Ready-Made Garment Sector in Bangladesh শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত প্রকল্পের অধীনে সরকার, BUET, ACCORD ও ALLIANCE এর মাধ্যমে সর্বমোট ২,৭৮৩টি গার্মেন্টস কারখানা সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়েছে।

(খ) দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ

- আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য দেশের বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মানব সম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতোমধ্যোই ২৬টি জেলায় ৩২৫.৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪টি প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলাদের জন্য ৬টি সহ ২৬টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে । এছাড়া মোট ৮২৫.৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে "বিভিন্ন জেলায় ৩০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন জেলায় আরও ৩০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কাজও আগামী ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে সমাপ্ত হবে;
- সরকার দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নের বাস্তবমুখি কার্যক্রম, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং অর্থায়ন করছে। এসব প্রকল্পের মাধ্যমে শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নে দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি সার্টিফিকেট কোর্স এবং ডিপ্লোমা কোর্সের কারিকুলাম যুগপোযোগীকরণ, হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ, ল্যাবের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, যোগ্যতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন, এ্যাসেসর তৈরি, প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ, পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি এবং শিক্ষানবিশী'র মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিল্পের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে সেক্টর ভিত্তিক শিল্প দক্ষতা পরিষদ গঠনসহ দক্ষতা উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বাংলাদেশের

জন্য একটি নতুন National Technical and Vocational Qualifications Framework (NTVQF) ইতোমধ্যে প্রণীত হয়েছে। সারা দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে NTVQF চালু করার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে এনএসডিসি সচিবালয়ের নির্দেশনায় বিটিইবি বিভিন্ন প্রস্তুতমূলক কর্মকান্ড হাতে নিয়েছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিলের ৩য় সভায় "এ্যাকশন প্ল্যান" এবং "ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজি ফর প্রমোশন অব জেন্ডার ইকুয়ালিটি ইন টিভিইটি ইন বাংলাদেশ" অনুমোদন করা হয়েছে।

- কর্মক্ষেত্রে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি ও দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকা-চট্টগ্রাম-রাজশাহী-খুলনায় স্থাপিত ৪টি শিল্প-সম্পর্ক শিক্ষায়তন এর মাধ্যমে শ্রমিক-মালিক পক্ষের প্রতিনিধি এবং শ্রম প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে দেশে মানব সম্পদের দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যাবতীয় কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ৩৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি 'জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ' গঠন এবং এ কাউন্সিলকে সহায়তা প্রদানের জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল সচিবালয় স্থাপন করা হয়েছে।

- জুলাই, ২০১৪ - ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত মেয়াদে ২,১০৭.৯৩ কোটি টাকা (১ম সংশোধিত) প্রাক্কলিত ব্যয়ে অর্থ বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন 'স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ট্রেডে ১ লক্ষ ১৯ হাজার ৮৯৩ জনকে প্রশিক্ষণের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এর মধ্যে ৮৭ হাজার ৮৫৬ জন প্রশিক্ষণার্থী কোর্স সম্পন্ন করে সনদ পেয়েছেন এবং ৫৭ হাজার ৩৪০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে চাকুরী প্রদান করা হয়েছে।

(গ) শিশু শ্রম নিরসন

শিশুশ্রম নিরসন বর্তমান বিশ্বে একটি স্পর্শকাতর বিষয় হওয়ায় দেশে বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্প কারখানা হতে শিশু শ্রম নিরসনের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ

- জাতীয় শিশু শ্রম নিরসন নীতি, ২০১০ অনুমোদিত এবং এ সংক্রান্ত জাতীয় শিশু শ্রম নিরসন কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এ নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে ।

- দেশে শিশুশ্রম নিরসন সংকান্ত সকল নীতি ও কার্যক্রম পরিকল্পিত ও সমন্বিতভাবে সম্পাদনের জন্য রাজস্ব খাত হতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে নারী ও শিশুশ্রম শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ।

- আইএলও কনভেনশন ১৮২ অনুসমর্থনের ধারাবহিকতায় শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক বিকাশের অন্তরায় এমন ৩৮টি কাজের তালিকা চূড়ান্তকরণ করা হয়েছে ।

- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন/কারিগরি প্রশিক্ষণ ও অভিভাবকদের আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়নের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধমে বাংলাদেশ থেকে নিকৃষ্ট ধরণের শিশুশ্রম নিরসনের জন্য 'Urban Informal Economy' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে ।

(ঘ) নারী উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ

দেশের নারী সমাজের উন্নয়ন এবং ব্যাপক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ

- দেশে ৩০টি সেবা কল্যাণ কেন্দ্র এবং ৪টি শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনার মাধ্যমে নারী শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, সমাজকল্যাণ এবং বিনোদন সুবিধা প্রদানের কাজ অব্যাহত আছে;

- ৩২৬.২৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫ বছর মেয়াদী 'নর্দান এরিয়াস রিডাকশন অব পোভার্টি ইনিশিয়েটিভ' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের অবহেলিত ৫টি জেলার (লালমনিরহাট, রংপুর, কুড়িগ্রাম,নীলফামারী এবং গাইবান্ধা) মোট ১০,৮০০ জন দরিদ্র মহিলাকে গার্মেন্টস সেক্টরে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে ।

- নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বৈষম্যমূলক আইনসমূহ সংশোধন,কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা বিধান,

নারী-বান্ধব কর্ম পরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে।

(ঙ) শ্রমিকের কল্যাণে গৃহীত বিভিন্ন সংস্কারমূলক কার্যক্রম

শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও তাঁদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধির সাথে সাথে শ্রমিকদের সংখ্যা ও সমস্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাঁদের কল্যাণার্থে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- শ্রমিকদের মানসম্মত জীবন-যাপন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ইতোমধ্যে ৪২টি শিল্পসেক্টরের মধ্যে ৩৭টি শিল্প সেক্টরে ন্যুনতম মজুরি ঘোষণা করেছে। অবশিষ্ট ৫টি সেক্টরে ন্যূনতম মজুরি ঘোষণার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- সরকার কর্তৃক জাতীয় বেতন কাঠামো, ২০১৫ ঘোষণার পর শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মজুরি কাঠামো নির্ধারণের জন্য ১৮ সদস্য বিশিষ্ট 'জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন ২০১৫' গঠন করা হয়েছে।
- তৈরি পোশাক খাতে ন্যূনতম মজুরি ১,৬৬২ টাকা থেকে ক্রমান্বয়ে ৫,৩০০ টাকায় উন্নীতকরণ এবং এতে শ্রমিকদের গড় মজুরি পূর্বের তুলনায় প্রায় ৩১.৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- 'ন্যাশনাল অকুপেশনাল হেলথ এন্ড সেফটি পলিসি-২০১৩' জারি করা হয়েছে।
- বর্তমান সরকারের 'জাতীয় শ্রমিক নীতি ২০১২' অনুমোদন করা হয়েছে।
- শ্রমিকদের চাকুরির অবসর গ্রহণের বয়সসীমা ৫৭ হতে ৬০ বছরে উন্নীত করা হয়েছে।
- কর্মজীবী নারীদের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটি ৪ মাস থেকে ৬ মাসে উন্নীত করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ আইন, ২০০৬ সংশোধন ও যুগোপযোগী করে 'বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ (সংশোধন) আইন, ২০১৩ ' জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন (সংশোধন) আইন, ২০১৩ জাতীয় সংসদে পাশ এবং এ ফান্ডে বর্তমানে ৭০ কোটি টাকা আদায়কৃত ও তা শ্রমিক কল্যাণে ব্যয় করা হচ্ছে । এ ছাড়া এ তহবিলের অর্থ থেকে শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদী গোষ্ঠী বীমা স্কিম গ্রহণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ২,৪০৫ জন শ্রমিককে গোষ্ঠী বীমা স্কিমের আওতাভুক্ত করা হয়েছে।
- গার্মেন্টসসহ অন্যান্য শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের আবাসন সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে চাষাড়া, তেজগাঁও, টঙ্গীতে একটি করে ১০ তলা বিশিষ্ট হোস্টেল ভবন নির্মাণের জন্য ১টি প্রকল্প গ্রহণ; এছাড়া পোশাক শিল্পে নিয়াজিত শ্রমিকের নিরাপত্তা ও আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য ২ শতাংশ সার্ভিস চার্জে ডরমিটরী নির্মাণ কার্যক্রমের আওতায় গার্মেন্টস সেক্টরে কর্মরত নারী শ্রমিকদের আবাসন সমস্যা নিরসনের জন্য চট্টগ্রামের বালুরঘাটে ও নারায়ণগঞ্জের বন্দরে ২টি ২,০০০ শয্যা বিশিষ্ট ডরমিটরী নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।
- শ্রমিকদের পেশাগত রোগের চিকিৎসার জন্য অর্থনৈতিক বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদনক্রমে পিপিপি এর আওতায় নারায়ণগঞ্জ ও টংগীতে ২টি বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- গত ২১ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে "গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫" নামে গৃহকর্মীদের জন্য একটি নীতি অনুমোদন করা হয়েছে।
- শ্রমিক অসন্তোষ নিরসনে ও শিল্পের নিরাপত্তার জন্য শিল্প পুলিশ গঠন করা হয়েছে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিটেন্স

বৈদেশিক কর্মসংস্থান তথা জনবল রপ্তানি এবং তাঁদের প্রেরিত অর্থ দেশে ক্রমবর্ধমান কর্মসংস্থানের পাশাপাশি বেকার সমস্যা দূরীকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শ্রমশক্তি রপ্তানির হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের জনবল রপ্তানির পরিমাণ ছিল **৬.৮৫** লাখ। বৈদেশিক কর্মসংস্থান তথা জনবল রপ্তানিতে আর্থিক সহায়তা প্রদান ও প্রবাসী বাংলাদেশীদের দেশে বিনিয়োগ সুবিধা সম্প্রসারণসহ প্রবাসীদের কল্যাণার্থে সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক' তাদের কার্যক্রম জোরদার করেছে। আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে

সঙ্গতিপূর্ণ ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য National Skill Development Council কে আরও কার্যকর করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তবে জ্বালানী তেলের মূল্য নিম্ন পর্যায়ে থাকাসহ নানা কারণে প্রবাসীদের রেমিট্যান্সের অন্তপ্রবাহ নিম্নগামী থাকায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়কালে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা প্রায় ১৬.৮২ ভাগ কমে ৯১৯৪.৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। সারণি ৩.৫ ও লেখচিত্র ৩.২-এ প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মজীবীদের সংখ্যা এবং তাদের প্রেরিত অর্থ প্রবাহের গতিধারা দেখানো হলোঃ

সারণি ৩.৫ ঃ প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মজীবীর সংখ্যা এবং প্রেরিত অর্থের পরিমাণ

অর্থবছর	কর্মজীবীর সংখ্যা (হাজার)	প্রেরিত অর্থের পরিমাণ			জিডিপি'র শতকরা হার
		কোটি টাকা	মিলিয়ন ডলার	প্রবৃদ্ধি (%)	
২০০৬-০৭	৮৩৩	৪১২৯৮.৫৪	৫৯৭৮.৪৭	২৪.৫০	৭.৫
২০০৭-০৮	৮৭৫	৫৪২৯৫.১৪	৭৯১৪.৭৮	৩২.৩৯	৮.৬
২০০৮-০৯	৪৭৫	৬৬৬৭৫.৫১	৯৬৮৯.১৬	২২.৪২	৯.৫
২০০৯-১০	৪২৭	৭৬০১৩.৯১	১০৯৮৭.৪	১৩.৪০	৯.৫
২০১০-১১	৪৩৯	৮৩০০৪.৬২	১১৬৫০.৩২	৬.০৩	৯.১
২০১১-১২	৬৯১	১০১৮৮২.৭৮	১২৮৪৩.৪	১০.২৪	৯.৬
২০১২-১৩	৪৪১	১১৫৬৪৬.১৬	১৪৪৬১.১৫	১২.৬০	৯.৬
২০১৩-১৪	৪০৯	১১০৫৮২.৩৭	১৪২২৮.৩	-১.৬১	৮.২
২০১৪-১৫	৪৬১	১১৮৯৯৩.১০	১৫৩১৬.৯১	৭.৭০	৭.৯
২০১৫-১৬	৬৮৫	১১৬৯০৯.৭৩	১৪৯৩১.০০	-২.৫২	৬.৮
২০১৬-১৭*	৫৫১**	৭২১৭৬.৯০	৯১৯৪.৫১	-	-

উৎসঃ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক। **নোট:** * মার্চ, ২০১৭ পর্যন্ত, ** ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

লেখচিত্র ৩.২ঃ জনশক্তি রপ্তানি ও রেমিট্যান্স প্রবাহের গতিধারা

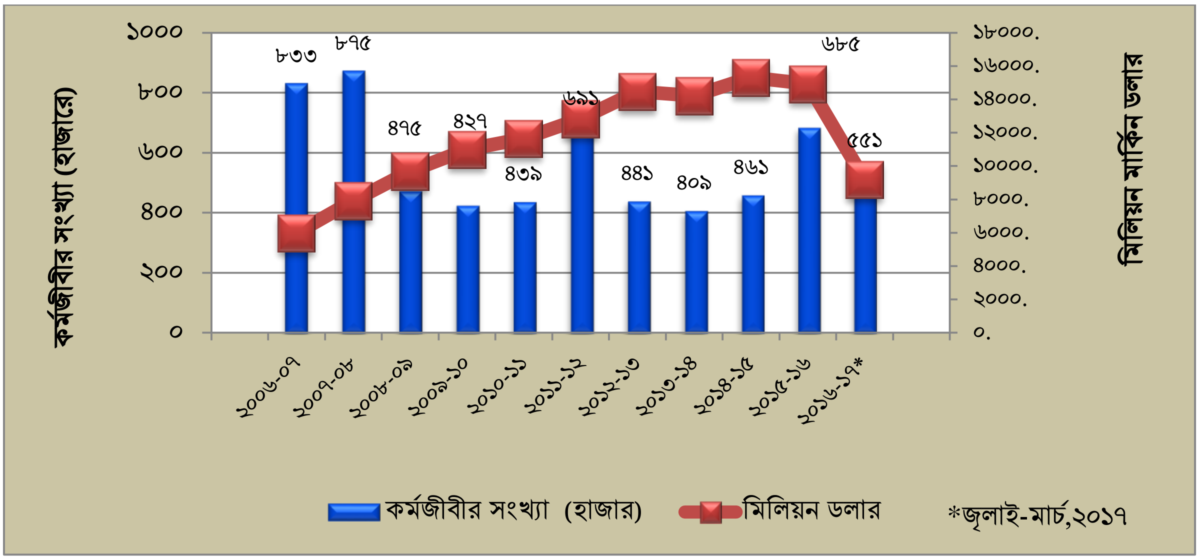

সারণি ৩.৫ ও লেখচিত্র ৩.২ হতে প্রতীয়মান হয় যে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জনশক্তি রপ্তানির ধারা বৃদ্ধি পেলেও রেমিটেন্স প্রবাহ কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। উল্লেখ্য, বিগত ২০১৫-১৬ অর্থবছরে পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় তা ২.৫২ শতাংশ হ্রাস পায়। অধিকন্তু, চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৬.৮২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। তবে রেমিটেন্স প্রবাহ ২০০৬-০৭ অর্থবছর থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছর পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেলেও ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে তা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রেমিটেন্স জিডিপি ও রপ্তানি'র শতকরা হারে হ্রাস পেয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় রেমিটেন্স জিডিপি ও পণ্য রপ্তানি আয়ের শতকরা হারে হ্রাস পায়। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে জিডিপি ও মোট পণ্য রপ্তানির শতকরা হারে রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭.৫১ শতাংশ ও ৪৯.০৯ শতাংশ। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে রেমিটেন্সের পরিমাণ

জিডিপি'র প্রায় ৬.৭৬ শতাংশে এবং মোট পণ্য রপ্তানির ৪৩.৫৮ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। সারণি ৩.৬ এবং লেখচিত্র ৩.৩ -এ জিডিপি ও পণ্য রপ্তানি আয়ের শতকরা হারে রেমিটেন্স দেখানো হলোঃ

সারণি ৩.৬ ঃ জিডিপি ও পণ্য রপ্তানি আয়ের শতকরা হারে রেমিটেন্স

অর্থবছর	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
জিডিপির শতকরা হার	৭.৫১	৮.৬৪	৯.৪৪	৯.৫২	৯.০৫	৯.৬৩	৯.৬৪	৮.২৩	৭.৮৬	৬.৭৬
রপ্তানির শতকরা হার	৪৯.০৯	৫৬.০৯	৬২.২৫	৬৩.৪৮	৫০.৮২	৫২.৯২	৫৩.৫২	৪৭.১৫	৪৯.৭৮	৪৩.৫৮

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক।

লেখচিত্র ৩.৩: জিডিপি ও পণ্য রপ্তানি আয়ের শতরা হারে রেমিটেন্স

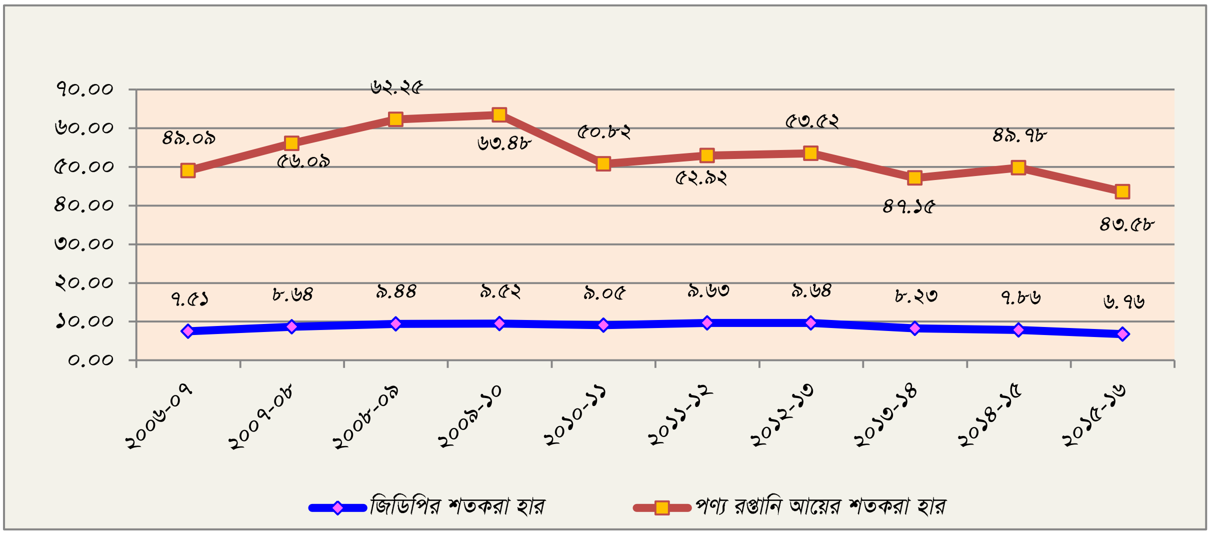

শ্রেণিভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানি

জনশক্তি রপ্তানির ধরন অর্থাৎ পেশাগত দিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিগত ১০ বছরে স্বল্পদক্ষ জনশক্তি রপ্তানির গড় হার মোট জনশক্তি রপ্তানির প্রায় ৫৩ শতাংশ। সারণি ৩.৭ -এ শ্রেণি ভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানির পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো। উক্ত সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সাম্প্রতিককালে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি পেশাজীবী জনশক্তি রপ্তানির হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে স্বল্পদক্ষ ও আধা দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির হার তুলনামূলকভাবে কমেছে।

সারণি ৩.৭ঃ শ্রেণিভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশীর সংখ্যা

সাল	পেশাজীবী	দক্ষ	আধা-দক্ষ	স্বল্পদক্ষ	মোট
২০০৭	৬৭৬	১৬৫৩৩৮	১৮৩৬৭৩	৪৮২৯২২	৮৩২৬০৯
২০০৮	১৮৬৪	২৯২৩৬৪	১৩২৮২৫	৪৪৮০০২	৮৭৫০৫৫
২০০৯	১৪২৬	১৩৪২৬৫	৭৪৬০৪	২৫৫০৭০	৪৭৫২৭৮
২০১০	৩৮৭	৯০৬২১	১২৪৬৯	২৮৭২২৫	৩৯০৭০২
২০১১	১১৯২	২২৯১৪৯	২৮৭২৯	৩০৮৯৯২	৫৬৮০৬২
২০১২	৮১২	২০৯৩৬৮	২০৪৯৮	৩৭৭১২০	৬০৭৭৯৮
২০১৩	৬৮৯	১৩৩৭৫৪	৬২৫২৮	২১২২৮২	৪০৯২৫৩
২০১৪	১৭৩০	১৪৮৭৬৬	৭০০৯৫	১৯৩৪০৩	৪২৫৬৮৪
২০১৫	১৮২৮	২১৪৩২৮	৯১০৯৯	২৪৮৬২৬	৫৫৫৮৮১
২০১৬	৪৬৩৮	৩১৮৮৫১	১১৯৯৪৬	৩১৪২৯৬	৭৫৭৭৩১

উৎসঃ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

২০০৭ সালে শ্রেণিভিত্তিক পেশাজীবী জনশক্তি রপ্তানি ছিল মোট জনশক্তির প্রায় ০.০৮ শতাংশ, যা ২০১৬ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ০.৬১ শতাংশে। পক্ষান্তরে, একই সময়ের ব্যবধানে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির হার ২২ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে ২০১৬ সালে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় স্বল্পদক্ষ ও আধা দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির হার যথাক্রমে ১৭

পার্সেন্টেজ পয়েন্ট ও ৬ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট হ্রাস পেয়েছে। ২০০৭ সালে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি ছিল মোট জনশক্তি রপ্তানির প্রায় ২০ শতাংশ, যা ২০১৬ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪১ শতাংশে। একইভাবে স্বল্পদক্ষ জনশক্তি রপ্তানির হার ৫৮ শতাংশ থেকে উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪১ শতাংশ এবং আধা দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির হার ২২ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৬ শতাংশে।

লেখচিত্র ৩.৪ (ক) : ২০০৭ সালে শ্রেণিভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশীর সংখ্যা

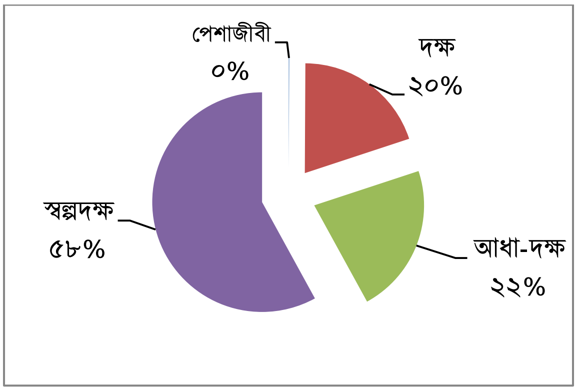

লেখচিত্র ৩.৪ (খ): ২০১৬ সালে শ্রেণিভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশীর সংখ্যা

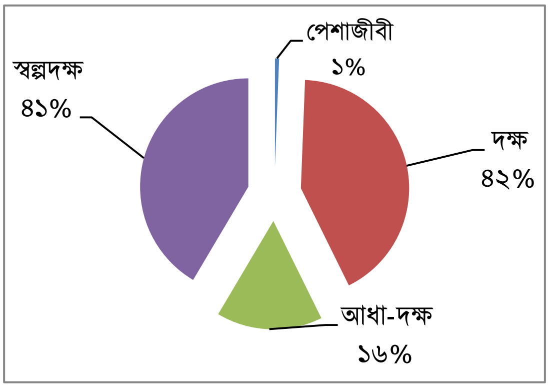

বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মান ও সুযোগ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। একইসঙ্গে নানা প্রশিক্ষণ ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর আওতায় ৬টি ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি এবং বিদ্যমান ৬৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০১৬ সালে ৪৮টি ট্রেডে প্রায় ৫.৬৮ লক্ষ প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে উপজেলা পর্যায়ে ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। আরও ৫০টি টিটিসি নির্মাণের প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিএমইটির আওতায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মান আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণসহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

দেশভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানি ও রেমিটেন্স

বাংলাদেশের প্রবাসী জনশক্তির অধিকাংশই ওমান, সৌদি আরব, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, মালয়েশিয়া ও সিংগাপুরে কর্মরত। এছাড়া বাহরাইন, জর্ডান, লেবানন, দক্ষিণ কোরিয়া, ব্রুনাই, মরিসাস, যুক্তরাজ্য, আয়ারল্যান্ড ও ইতালিসহ অন্যান্য দেশেও বাংলাদেশী জনশক্তি কর্মরত রয়েছে। ২০০৭ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত মোট জনশক্তি রপ্তানি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, গড়ে ৭০ শতাংশেরও বেশি জনশক্তি রপ্তানি হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে। সারণি ৩.৮ এবং লেখচিত্র ৩.৫ (ক) ও ৩.৫ (খ)-এ ২০০৭ সাল থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশী জনশক্তি রপ্তানির পরিসংখ্যান দেখানো হলোঃ

সারণি ৩.৮ঃ দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশী জনশক্তির সংখ্যা

সাল	সৌদি আরব	কুয়েত	ইউএই	বাহরাইন	ওমান	মালয়েশিয়া	সিংগাপুর	কাতার	লেবানন	জর্ডান	অন্যান্য	সর্বমোট
২০০৭	২০৪১১২	৪২১২	২২৬৩৯২	১৬৪৩৩	১৭৪৭৮	২৭৩২০১	৩৮৩২৪	১৫১৩০	৩৫৪১	৪৯৪	৩৩২৯২	৮৩২৬০৯
২০০৮	১৩২১২৪	৩১৯	৪১৯৩৫৫	১৩১৮২	৫২৮৯৬	১৩১৭৬২	৫৬৫৮১	২৫৫৪৮	৮৪৪৪	৬৮২	৩৪১৬২	৮৭৫০৫৫
২০০৯	১৪৬৬৬	১০	২৫৮৩৪৮	২৮৪২৬	৪১৭০৪	১২৪০২	৩৯৫৮১	১১৬৭২	১৩৯৪১	১৬৯১	৫২৮৩৭	৪৭৫২৭৮
২০১০	৭০৬৯	৪৮	২০৩৩০৮	২১৮২৪	৪২৬৪১	৯১৯	৩৯০৫৩	১২০৮৫	১৭২০৮	২২৩৫	৪৪৩১২	৩৯০৭০২
২০১১	১৫০৩০	২৯	২৮২৭৩৪	১৩৯২৮	১৩৫২৬০	৭৪২	৪৮৬৬৬	১৩১৬৮	১৯১৬৬	৪৩৮৭	৩৪৯৫২	৫৬৮০৬২
২০১২	২১২৩২	২	২১৫৪৫২	২১৭৭৭	১৭০৩২৬	৮০৪	৫৮৬৫৭	২৮৮০১	১৪৮৬৪	১১৭২৬	৬১৮৩৬	৬০৫৪৭৭
২০১৩	১২৬৫৪	৬	১৪২৪১	২৫১৫৫	১৩৪০২৮	৩৮৫৩	৬০০৫৭	৫৭৫৮৪	১৫০৯৮	২১৩৮৩	৬৫১৯৪	৪০৯২৫৩
২০১৪	১০৬৫৭	৩০৯৪	২৪২৩২	২৩৩৭৮	১০৫৭৪৮	৫১৩৪	৫৪৭৫০	৮৭৫৭৫	১৬৬৪০	২০৩৩৮	৭৪০০১	৪২৫৫৪৭
২০১৫	৫৮২৭০	১৭৪৭২	২৫২৭১	২০৭২০	১২৯৮৫৯	৩০৪৮৩	৫৫৫২৩	১২৩৯৬৫	১৯১১৩	২২০৯৩	৫৩১৩২	৫৫৫৯০১
২০১৬	**১৪৩৯১৩**	**৩৯১৮৮**	**৮১৩১**	**৭২১৬৭**	**১৮৮২৪৭**	**৪০১২৬**	**৫৪৭৩০**	**১২০৩৮২**	**১৫০৯৫**	**২৩০১৭**	**৫২৭৩৫**	**৭৫৭৭৩১**

উৎসঃ জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

চলতি দশকে দেশভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানি পরিস্থিতিরও ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। ২০০৭ সালে মোট জনশক্তি রপ্তানির প্রায় ২৫ শতাংশ হয়েছে সৌদি আরবে এবং এ হার ২০১৬ -তে হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৯ শতাংশে। পক্ষান্তরে, ২০০৭ সালে ওমানে প্রায় ২ শতাংশ কর্মী গমন করে এবং এ হার ২০১৬ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২৫ শতাংশে। ২০০৭ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতে জনশক্তি রপ্তানি প্রায় ২৭ গুণ হ্রাস পেয়েছে। ২০০৭ সালে অন্যান্য দেশসমূহে মোট জনশক্তি রপ্তানি হয়েছে যেখানে ৪ শতাংশ, সেখানে ২০১৬ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৭ শতাংশে পৌঁছেছে। এ থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, বাংলাদেশের বৈদেশিক শ্রমবাজার ক্রমান্বয়ে প্রসারিত হচ্ছে।

লেখচিত্র ৩.৫ (ক) ঃ ২০০৭ সালে দেশভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানির হার

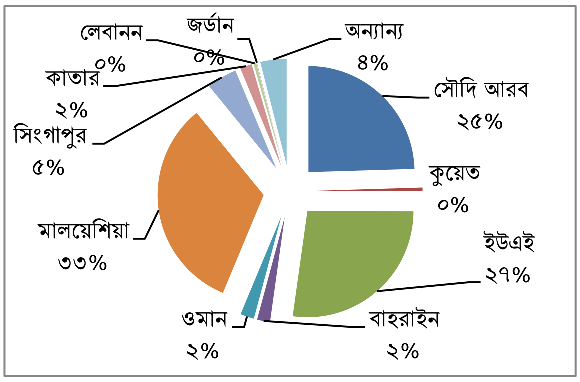

লেখচিত্র ৩.৫ (খ) ঃ ২০১৬ সালে দেশভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানির হার

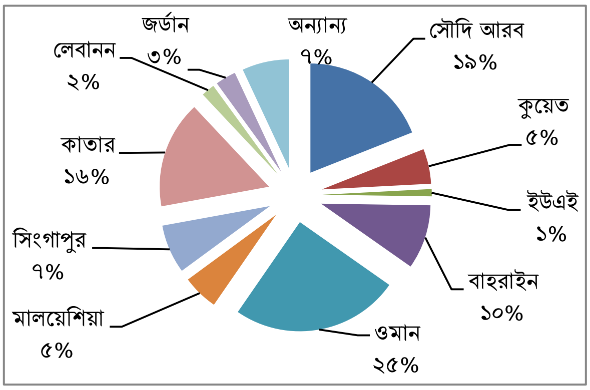

প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের সিংহভাগই আসে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ হতে। তবে এক্ষেত্রে গত কয়েক বছর থেকে এককভাবে সৌদি আরবের পরেই সংযুক্ত আরব আমিরাত ও যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান। সারণি ৩.৯-এ ২০০৬-০৭ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মজীবীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ এবং লেখচিত্র ৩.৬ -এ একই সময়ে দেশভিত্তিক রেমিট্যান্স আয়ে শতকরা হারের তুলনামূলক চিত্র দেখানো হলোঃ

সারণি ৩.৯ ঃ দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মজীবীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	সৌদি আরব	সংযুক্ত আরব আমিরাত	কাতার	ওমান	কুয়েত	বাহরাইন	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	যুক্তরাজ্য	মালয়েশিয়া	সিঙ্গাপুর	অন্যান্য	সর্বমোট
২০০৬-০৭	১৭৩৪.৭	৮০৪.৮	২৩৩.২	১৯৬.৫	৬৮০.৭	৮০.০	৯৩০.৩	৮৮৬.৯	১১.৮	৮০.২	৩৩৯.৩	৫৯৭৮.৫
২০০৭-০৮	২৩২৪.২	১১৩৫.১	২৮৯.৮	২২০.৬	৮৬৩.৭	১৩৮.২	১৩৮০.১	৮৯৬.১	৯২.৪	১৩০.১	৪৪৪.৩	৭৯১৪.৮
২০০৮-০৯	২৮৫৯.১	১৭৫৪.৯	৩৪৩.৪	২৯০.১	৯৭০.৮	১৫৭.৫	১৫৭৫.২	৭৮৯.৭	২৮২.২	১৬৫.১	৫০১.৪	৯৬৮৯.৩
২০০৯-১০	৩৪২৭.১	১৪৫১.৯	৩৬০.১	৩৪৯.১	১০১৯.২	১৬.৫	১৮৯০.৩	৮২৭.৫	৫৮৭.১	১৯৩.৫	৮৬৫.২	১০৯৮৭.৪
২০১০-১১	৩২৯০.০	২০০২.৬	৩১৯.৪	৩৩৪.৩	১০৭৫.৮	১৮৫.৯	১৮৪৮.৫	৮৮৯.৬	৭০৩.৭	২০২.৩	৭৯৮.২	১১৬৫০.৩
২০১১-১২	৩৬৮৪.৪	২৪০৪.৮	৩৩৫.৩	৪০০.৯	১১৯০.১	২৯৮.৫	১৪৯৮.৫	৯৮৭.৫	৮৪৭.৫	৩১১.৫	৮৮৪.৫	১২৮৪৩.৪
২০১২-১৩	৩৮৩১.৯	২৮২৯.৪	২৮৬.৯	৬১০.১	১১৮৬.৯	৩৬১.৭	১৮৫৯.৮	৯৯১.৬	৯৯৭.৪	৪৯৮.৮	১০০৬.৭	১৪৪৬১.২
২০১৩-১৪	৩১১৯.৬	২৬৮৪.৯	২৫৭.৫	৭০১.১	১১০৬.৯	৪৫৯.৪	২৩২৩.৩	৯০১.২	১০৬৪.৭	৪২৯.১	১১৮০.৩	১৪২২৮.০
২০১৪-১৫	৩৩৪৫.২	২৮২৩.৮	৩১০.২	৯১৫.৩	১০৭৭.৮	৫৫৪.৩	২৩৮০.২	৮১২.৩	১৩৮১.৫	৪৪৩.৪	১২৭২.৯	১৫৩১৬.৯
২০১৫-১৬	২৯৫৫.৬	২৭১১.৭	৪৩৫.৬	৯০৯.৭	১০৪০.০	৪৯০.০	২৪২৪.৩	৮৬৩.৩	১৩৩৭.১	৩৮৭.২	১৩৭৬.৫	১৪৯৩১.০
২০১৫-১৬	১৯৭৬.৮	১৭৬০.০	২৬১.৯	৫৯২.৯	৬৭৮.৫	৩৩৪.৫	১৬৩৯.৫	৫৪৮.৮	৮৪৯.৩	২৪৮.৩	৮৮৩.৪	৯৭৭৪.১
২০১৬-১৭	১৪৭৮.৪	১৩২৮.৭	৩৫৯.৭	৫৬৮.২	৬৬৪.৩	২৫৫.৬	১০৬১.১	৪৭২.০	৭৪৪.৫	২০৪.৬	৯৭৫.৪	৮১১২.৫

উৎসঃ * ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত। জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক।

লেখচিত্র ৩.৬ (ক): ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে দেশভিত্তিক রেমিটেন্স আয়ের শতকরা হার

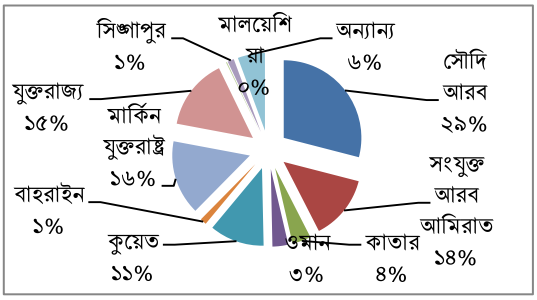

লেখচিত্র ৩.৬ (খ): ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে দেশভিত্তিক রেমিটেন্স আয়ের শতকরা হার

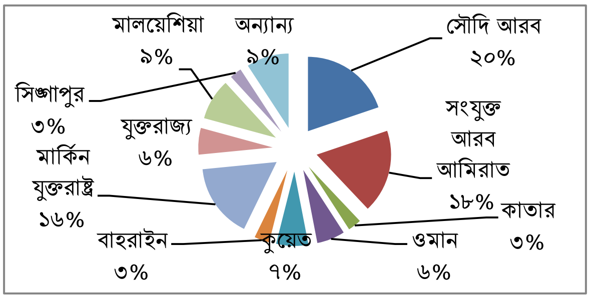

মোট রেমিটেন্স আয়ের একক অংশ হিসেবে সৌদি আরব এখনও শীর্ষে অবস্থান করলেও পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ হার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে সৌদি আরব থেকে মোট রেমিট্যান্স এসেছে ২৯ শতাংশ, যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এসে দাঁড়ায় ২০ শতাংশে। পক্ষান্তরে, আলোচ্য সময়ে দ্বিতীয় স্থানে অবস্থানকারী সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে রেমিট্যান্স আয় ১৪ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৮ শতাংশে উপনীত হয়েছে। একই সময়ে মালয়েশিয়া, ওমান, সিঙ্গাপুর থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি পেলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে রেমিটেন্স প্রবাহ অপরিবর্তিত রয়েছে এবং কাতার, কুয়েত ও যুক্তরাজ্য থেকে রেমিটেন্স প্রবাহ হ্রাস পেয়েছে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিটেন্স বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ

বৈদেশিক কর্মসংস্থান, দক্ষ কর্মী তৈরি এ রেমিটেন্স বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

(ক) শ্রম বাজার সম্প্রসারণ

জনশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্য বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান ও বিশাল শ্রমবাজার। বর্তমানে এ অঞ্চলে চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা ও শ্রমিকদের চাহিদা হ্রাস পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এ অঞ্চলে শ্রমশক্তি রপ্তানিতে বাংলাদেশকে বেশ কিছুটা সমস্যার মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে বিশ্বের অন্যান্য দেশে নতুন নতুন শ্রমবাজার সম্প্রসারণে ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, ও ব্রাজিলসহ মোট ৫০টি নতুন শ্রম বাজার সম্পর্কে সমীক্ষা সম্পন্নসহ সরকার ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মালয়েশিয়ার সাথে সরকারি ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি বেসরকারি রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে বাংলাদেশি কর্মী প্রেরণের বিষয়ে জি টু জি প্লাস চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং জি টু জি প্লাস প্রক্রিয়ায় এ পর্যন্ত প্রায় ১০ হাজার কর্মী মালয়েশিয়ায় গমন করেছে। সম্প্রতি সৌদি সরকার বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে বাংলাদেশের শ্রমশক্তি রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করায় গৃহকর্মীর পাশাপাশি অধিক সংখ্যক পুরুষ কর্মীও সৌদি আরবে গমন করছে। শ্রমবাজার সম্প্রসারণের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে ইতোমধ্যেই একটি আলাদা শ্রমবাজার গবেষণা সেল গঠন করা হয়েছে। এরই ফলশ্রুতিতে হংকং,জাপান, জর্ডান, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, রাশিয়া, কানাডা, সুইডেন, দক্ষিণ আফ্রিকা, এ্যাঙ্গোলাসহ মোট ৬৩টি দেশে নতুন শ্রমবাজার সম্প্রসারিত হয়েছে। উল্লেখ্য জনশক্তি রপ্তানি নির্বিঘ্ন করার প্রয়াসে বোয়েসলকে শক্তিশালী করা হয়েছে। অধিকন্তু, শ্রমবাজার সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে বর্তমানে বিভিন্ন দেশে ১২টি শ্রম উইং সৃজনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়াও বৈধ চ্যানেলে রেমিটেন্স প্রেরণ উৎসাহিত করা ও দ্রুততম সময়ে তা প্রাপকের নিকট পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে সরকার প্রকল্প গ্রহণসহ বিদেশগামী কর্মীদের অভিবাসন ও সম্মানজনক চাকুরি নিশ্চিতকরণের জন্য নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে ।

(খ) জি-টু-জি পর্যায়ে কর্মী প্রেরণ

মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশী কর্মীদের কর্মসংস্থানের জন্য বর্তমান সরকার নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করেছেঃ

- হংকং, সিংগাপুরসহ, সৌদি আরব ও মালয়েশিয়া সহ অন্যান্য দেশে জি-টু-জি প্রক্রিয়ায় কর্মী প্রেরণের বিষয়ে চুক্তি/সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে অথবা তা স্বাক্ষরের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
- বিনা খরচে জর্ডানে গৃহকর্মী পাঠানোর পাশাপাশি গার্মেন্টস খাতে ন্যূনতম ব্যয়ে নারী কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে।
- জি টু জি চুক্তির ভিত্তিতে স্বল্প খরচে বিএমইটি এবং বোয়েসেলের মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়া, জর্ডান, হংকং, সিঙ্গাপুরসহ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে নারী কর্মী প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

(গ) প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক স্থাপন

প্রবাসী কলাণ ব্যাংক আইন, ২০১০ এর মাধ্যমে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশেষায়িত ব্যাংক হিসেবে এটি বিদেশ গমনেচ্ছু ও বিদেশ হতে প্রত্যাগত কর্মীদের পুনঃকর্মসংস্থানে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিলের অর্থায়নে উক্ত সহায়তা প্রদান করা হয়। বৈদেশিক কর্মসংস্থানকে অধিকতর উৎসাহিত করার প্রয়াসে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক হতে প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিদেশগামী কর্মীকে অভিবাসন ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের প্রথম আট মাসে ৪,৪৪৯ জন বিদেশ গমনেচ্ছু ব্যক্তিকে ৫১.৯৩ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

(ঘ) অভিবাসী কর্মীদের জন্য কল্যাণমূলক কার্যক্রম

জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর আওতাধীন স্থাপিত কল্যাণ শাখা প্রবাসে কর্মরত অবস্থায় মৃত বাংলাদেশী কর্মীদের মৃতদেহ দেশে আনয়ন, মৃতের লাশ পরিবহণ ও দাফন বাবদ ৩৫ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান, প্রবাসে কর্মরত অবস্থায় মৃত কর্মী বিদেশ হতে মৃত্যুজনিত কারণে কোন ক্ষতিপূরণ না পেলে উক্ত মৃতের পরিবারকে ৩ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান, নিয়োগকর্তার নিকট হতে প্রাপ্য মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ আদায়, ইন্স্যুরেন্স ও বকেয়া বেতনের অর্থ আদায়, বিদেশগামী কর্মীদের ব্রিফিং প্রদান, বিদেশে আটকা পড়া কর্মীদের দেশে ফেরত আনয়ন, বিমান বন্দরের প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের মাধ্যমে বিদেশগামী কর্মীদের নিরাপদে বিদেশ গমন এবং প্রত্যাবর্তনে সহায়তা প্রদানের মত বিভিন্ন কল্যাণমুখী কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে। পাশাপাশি অভিবাসী কর্মীদের কল্যাণার্থে চিকিৎসা সহায়তা বাবত সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা প্রদান, অভিবাসী কর্মীর সন্তানদেরকে বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান, তাঁদের সন্তানদের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ০.৫ শতাংশ আসন সংরক্ষণ, সৌদি আরবসহ বিভিন্ন দেশে সেইফ হোম স্থাপন ও পরিচালনাসহ নানামুখী কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়াও বিদেশে বসবাসকারী বাংলাদেশী কর্মীদের কল্যাণে বিদেশস্থ বাংলাদেশী দূতাবাসের পাশাপাশি ২৯টি শ্রম উইং কাজ করছে। এ শ্রম উইংগুলো বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শ্রম বাজার সম্প্রসারণ ও অভিবাসী কর্মীদের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

(ঙ) ডিজিটাইশেনের মাধ্যমে বহির্গমন প্রক্রিয়া আধুনিকায়ন

রিক্রুটিং এজেন্সি এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য হ্রাস ও প্রতারণা রোধে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ফিংগার প্রিন্টসহ বিদেশগামী কর্মীর যাবতীয় তথ্য ডাটাবেজে নিবন্ধন করা হচ্ছে। বর্তমান ডাটাবেইজে প্রায় ২১ লক্ষ বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত ডাটাবেজ নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে স্মার্ট কার্ডের সাহায্যে বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদান করা হচ্ছে। স্মাট কার্ডে রেকর্ড থাকার কারণে বিমানবন্দরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কর্মীর এমবারকেশন কার্ড প্রিন্ট হওয়ার ফলে বিমান বন্দরে কর্মীদের হয়রানি অনেকাংশে বন্ধ হয়েছে। এছাড়া, ২৫টি জেলায় বিদেশ গমনেচ্ছূ কর্মীদের সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে প্রি-ডিপারচার ও ফিঙ্গার প্রিন্ট প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে।

(চ) অভিবাসী ব্যয় নিয়ন্ত্রনে নতুন আইন প্রণয়ন

অভিবাসী ব্যয় কমানো এবং বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সি সমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিকরণে 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩' নামে একটি নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত আইনে উচ্চ অভিবাসন ব্যয় গ্রহণকারী বা অসাধু রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে কারাদন্ড ও অর্থদন্ডের বিধান রাখা হয়েছে। ইতোমধ্যেই "প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতিমালা-২০১৬" অনুমোদন করা হয়েছে।

(ছ) বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রেরণ উৎসাহিতকরণ

বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রেরণ উৎসাহিতকরণে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- গ্রাহকের নিকট রেমিট্যান্স সরাসরি পৌঁছানোর লক্ষ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সাথে বিদেশি এক্সচেঞ্জ হাউজের ড্রয়িং ব্যবস্থা স্থাপন উৎসাহিত করা হচ্ছে। বর্তমানে ১,১২৮টি ড্রয়িং ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে এবং সেগুলো রেমিট্যান্স আহরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।
- বিদেশস্থ এক্সচেঞ্জ হাউজের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের ড্রয়িং ব্যবস্থাপনাকে সহজতর করার লক্ষ্যে Electronic Fund Transfer (EFT) পদ্ধতিতে ড্রয়িং ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য ব্যাংক গ্যারান্টি/ ক্যাশ ডিপোজিট ২৫,০০০ মার্কিন ডলার এর স্থলে ১০,০০০ মার্কিন ডলার এবং প্রতিষ্ঠানের এনআরটি হিসাবে ন্যূনতম স্থিতি ৫ লক্ষ টাকার স্থলে ২ লক্ষ টাকায় পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। এর ফলে আরো নতুন নতুন ড্রয়িং ব্যবস্থা স্থাপিত হবে যা বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।
- ট্রান্সফার ফি ও এক্সচেঞ্জ রেট মার্জিন কমানোর লক্ষ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের

মধ্যে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির জন্য বহুজাতিক মানি ট্রান্সফার কোম্পানির সাথে বাংলাদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর স্বাক্ষরিত চুক্তিতে Pay Cash Exclusivity Clause বা অনুরূপ শর্ত যা বাজারে Monopoly সৃষ্টি করতে পারে তা অন্তর্ভুক্ত না করার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

- বাংলাদেশী ব্যাংকগুলোর বিদেশে এক্সচেঞ্জ হাউজ প্রতিষ্ঠায় একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে যার ভিত্তিতে বাংলাদেশী বিভিন্ন ব্যাংকের ২৯টি নিজস্ব এক্সচেঞ্জ হাউজ বিভিন্ন দেশে (ইউকে, ইউএসএ, অষ্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, গ্রীস, ইতালী, কানাডা, ওমান ও মালদ্বীপ) কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অতি সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকায় দেশীয় একটি ব্যাংকের মালিকানায় এক্সচেঞ্জ হাউস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং আরেকটি প্রতিষ্ঠার কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- ব্যাংক শাখার পাশাপাশি ২৬টি Micro Finance Institutions (MFIs) এর শাখা অফিস ও বাংলাদেশ পোস্ট অফিসের শাখা অফিসসমূহকে ও 'সিঙ্গার বাংলাদেশ' - এর আউটলেটগুলোকে রেমিট্যান্স বিতরণের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহারের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠান প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত তাদের শাখাসমূহের মাধ্যমে দ্রুত রেমিট্যান্স বিতরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। সম্প্রতি সিঙ্গার বাংলাদেশ এর বিক্রয় আউটলেটসমূহের মাধ্যমেও রেমিট্যান্সের অর্থ বিতরণ শুরু করা হয়েছে।
- রেমিট্যান্স বিতরণের নেটওয়ার্ক আরও সম্প্রসারণের উদ্যোগ হিসেবে সম্প্রতি বাংলাদেশী ২৪টি ব্যাংককে রেমিট্যান্সের অর্থ Mobile Operator দের মাধ্যমে বিতরণের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। ১৮টি ব্যাংক ইতোমধ্যে তাদের মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করেছে।
- রেমিট্যান্স প্রবাহে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ড্রয়িং ব্যবস্থার আওতায় রেমিট্যান্সের অর্থ বেনিফিসিয়ারী পর্যায়ে বিতরণের সর্বোচ্চ সময়সীমা ৭২ ঘন্টা হতে কমিয়ে ২ কার্যদিবস পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রার অন্তর্মুখী প্রবাহ বৃদ্ধি তথা অধিক রেমিট্যান্স প্রেরণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে অনিবাসী/প্রবাসী বাংলাদেশী ওয়েজ আর্নারদের জন্য সরকার কর্তৃক বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (অনিবাসী বাংলাদেশী)/CIP (Non Resident Bangladeshi) এবং বিশেষ নাগরিক সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা অব্যাহত রয়েছে।
- প্রবাসী বাংলাদেশী বা এদেশীয় উপকারভোগী কর্তৃক রেমিট্যান্স বিষয়ক কোন অভিযোগ থাকলে তা সরাসরি বাংলাদেশ ব্যাংকে জানানোর জন্য 'গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্র' স্থাপন করা হয়েছে।
- প্রবাসীদের বিনিয়োগে তিনটি এনআরবি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার লাইসেন্স দেয়া হয়েছে এবং ব্যাংকগুলো বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে।

চতুর্থ অধ্যায়

রাজস্ব নীতি ও ব্যবস্থাপনা

রাজস্ব নীতি সরকারের সামগ্রিক আয়-ব্যয় ব্যবস্থাপনার কৌশলগত নির্দেশনা। রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম জোরদার ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রাজস্ব খাতের পরিসর বৃদ্ধির প্রচেষ্টাই রাজস্ব নীতির লক্ষ্য। দারিদ্র্য নিরসন ও জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার কর্ম-সংস্থানমুখী, উৎপাদনশীল, বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি, বেকারত্বের হার হ্রাস ও আয়-ব্যায়ের ভারসাম্য বজায় রাখার মাধ্যমে সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা রক্ষায় প্রয়োজনীয় সম্পদ সঞ্চালন অব্যাহত রেখেছে। রাজস্ব ব্যবস্থাপনাকে যুগোপযোগী করতে কতিপয় তাৎপর্যপূর্ণ সংস্কার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সে লক্ষ্যে সরকার চলতি অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার ব্যাপারে সতর্ক রয়েছে। রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি সত্বেও এখনও রাজস্ব জিডিপি অনুপাত-বৃদ্ধির হার মন্থর। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ২০১৫-১৬ অর্থবছরে আহরিত রাজস্বের পরিমাণ প্রায় ১,৫৫,৫১৮.৭২ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রা (১,৫০,০০০ কোটি টাকা) অপেক্ষা ৩.৬৮ শতাংশ বেশি। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ১,০৯,৩০১ কোটি টাকা যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৯.৫৭ শতাংশ বেশি। জিডিপির শতকরা হারে সরকারি ব্যয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে; ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ১৫.৩০ শতাংশ হতে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৬.২২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও সরকারি বিনিয়োগ ক্রমবর্ধমান। বাজেটের বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং প্রকল্প সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বিগত বছরগুলোতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এডিপি ব্যয় হয়েছে সংশোধিত বরাদ্দের ৯২.৭২ শতাংশ এবং চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে এডিপি বাস্তবায়ন হার প্রায় ৩৭ শতাংশ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এডিপি ব্যয়ের সিংহভাগ পরিচালিত হচ্ছে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সংগৃহীত সম্পদ দ্বারা। বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত সম্পদের দ্রুত ও দক্ষ ব্যবহারের উপর জোর দেয়ায় বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত সাহায্যের নীট প্রবাহ ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কিছুটা বেড়েছে।

রাজস্ব নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে সরকার মূলত সরকারি আয়-ব্যয় কার্যক্রমের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার পাশাপাশি উচ্চতর হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক পরিবেশ তৈরির প্রচেষ্টা চালায় যাতে করে কর্মসংস্থানের অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি এবং দ্রুত দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে জনগণের জীবনমান উন্নত করা সম্ভব হয়। রাজস্ব ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে কতিপয় তাৎপর্যপূর্ণ সংস্কার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সরবরাহ বৃদ্ধি, মানব সম্পদ উন্নয়ন, খাদ্য ঘাটতি পূরণ, সবার জন্য স্বাস্থ্য সেবা ও শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, অপরাধ দমন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন, স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানি সরবরাহ, মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা ব্যবস্থার (প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বৃত্তিমূলক) উন্নয়ন ডিজিটাল তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক কর্মসূচির প্রসার ও উন্নয়নে রাজস্ব নীতির নিরন্তর সংস্কার কার্যক্রমের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে।

সরকারি আয়

সরকারি আয়ের প্রধান উৎস হলো কর রাজস্ব। আর অবশিষ্ট রাজস্ব আসে কর বহির্ভূত উৎস হতে যেমনঃ ফি, মাসুল,টোল ইত্যাদি খাত হতে। বিগত সাত বছরের রাজস্ব আয় এবং রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত সারণি ৪.১ -এ দেখানো হলো:

সারণি ৪.১ রাজস্ব প্রাপ্তি

(কোটি টাকায়)

	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
মোট রাজস্ব	৯৫১৮৮	১১৪৮৮৫	১৩৯৬৭০	১৫৬৬৭১	১৬৩৩৭১	১৭৭৪০০	২১৮৫০০
কর রাজস্ব	৭৯০৫২	৯৪৭৫৪	১১৬৮২৪	১৩০১৭৮	১৪০৬৭৬	১৫৫৪০০	১৯১৫০০
কর বহির্ভূত রাজস্ব	১৬১৩৫	২২২৭৯	২২৮৪৬	২৬৪৯৩	২২৬৯৫	২২০০০	২৭০০০
	স্থুল দেশজ উৎপাদ (জিডিপি) এর শতকরা হিসেবে (ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬						
মোট রাজস্ব	১০.৩৯	১০.৮৯	১১.৬৫	১১.৬৬	১০.৭৮	১০.২৬	১১.১৭
কর রাজস্ব	৮.৬৩	৮.৯৮	৯.৭৪	৯.৬৯	৯.২৮	৮.৯৮	৯.৭৯
কর বহির্ভূত রাজস্ব	১.৭৬	২.১১	১.৯১	১.৯৭	১.৫০	১.২৭	১.৩৮

উৎসঃ বাজেটের সংক্ষিপ্ত-সার, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। নোট: উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেট ভিত্তিক।

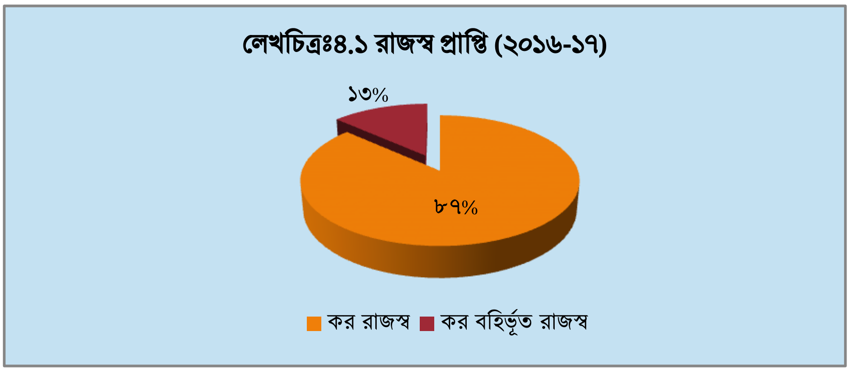

উৎসঃ বাজেটের সংক্ষিপ্তসার, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

বিভিন্ন দেশের উন্নয়নের স্তর/পরিস্থিতির তুলনামূলক অবস্থান নির্ণয়ে রাজস্ব সংগ্রহের হার একটি অন্যতম স্বীকৃত নির্ণায়ক। নতুন ভিত্তিবছর ২০০৫-০৬ এর ভিত্তিতে মোট রাজস্ব-দেশজ উৎপাদ (জিডিপি) অনুপাত ২০১০-১১ অর্থবছরের ১০.৩৯ শতাংশ থেকে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১১.৬৬ শতাংশে উন্নীত হয়। তবে ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এ ধারা কমে দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০.৭৮ এবং ১০.২৬ শতাংশে। সারণি ৪.১-এর রাজস্ব আদায়ের ধারা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ অর্থবছরে হ্রাস পেলেও ২০১৬-১৭ অর্থবছর হতে তা আবার বৃদ্ধি পাচ্ছে। সারণি হতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, রাজস্ব আয়ের সিংহভাগ (৮৭ শতাংশের ওপর) আসে কর রাজস্ব হতে যা প্রধানত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ এই দুই ধরনের করের সমন্বয়ে গঠিত হয়। অবশিষ্ট রাজস্ব সংগৃহীত হয় কর-বহির্ভূত বিভিন্ন খাত হতে।

কর ব্যবস্থাপনা

সরকারের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বাংলাদেশে কর নীতি নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্যসমূহ স্বল্পতম সময়ে অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে যেসব উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা বক্স ৪.১ -এ দেয়া হলো:

বক্স ৪.১: ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কর ব্যবস্থায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

- ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে প্রথমবারের মতো সাতটি নীতি-নির্ধারণী ভিত্তি বিবেচনায় নিয়ে আয়করের আইনী সংস্কার করা হয়েছে-
  (১) রাজস্ব যোগান;
  (২) সমতা ও ন্যায্যতা বিধান;
  (৩) প্রবৃদ্ধি ও ব্যবসায়ে সহায়তা;
  (৪) সামাজিক দায়িত্ব পালন;
  (৫) কর পরিপালন বৃদ্ধি ও কর ফাঁকি রোধ;
  (৬) কর ব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম চর্চার প্রবর্তন;
  (৭) কর ব্যবস্থার সহজীকরণ ও কর আইনের প্রায়োগিক কার্যকারিতা বৃদ্ধি।

প্রতিটি নীতি-নির্ধারণী ভিত্তির আলোকে যে সকল আইনী পরিবর্তন আনা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

- **রাজস্ব যোগান:**
  - করঘাত (tax burden) এ সমতা আনার লক্ষ্যে আয়করের প্রগতিশীল নীতির আওতায় কর রেয়াতের হার পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে;
  - বিভিন্ন খাতের উৎস করের হার যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে;
  - করনেট সম্প্রসারণের মাধ্যমে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ কর বছর থেকে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রেও আয়কর রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছেঃ
    - ১৬,০০০/- টাকা বা তদূর্ধ্ব পরিমাণ মূল বেতন উত্তোলনকারী কোন সরকারি প্রতিষ্ঠান, কোন কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন, সংস্থা বা তদধীন কোনো ইউনিটের সকল কর্মচারি;
    - কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার পরিচালক বা শেয়ারহোল্ডার কর্মচারি;
    - কোম্পানি বা গ্রুপ অব কোম্পানিজের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য;
    - ফার্মের সকল অংশীদার;
    - সকল সমবায় সমিতি; এবং
    - কর অব্যাহতি প্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত কর হারের সুবিধা ভোগকারী করদাতা;

- নতুন করদাতাদের করনেটভুক্ত করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত করদাতাদের জন্যও টিআইএন গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে:
    - চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ অনুযায়ী ঘোষিত জাতীয় পে স্কেল, ২০১৫ এ দশম গ্রেড বা তদুর্ধ্ব পর্যায়ে কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান, কোন কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন, সংস্থা বা তদধীন কোনো ইউনিটে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী;
    - এমপিও এর মাধ্যমে সরকারি উৎস থেকে মাসিক ১৬,০০০/- টাকা বা তদুর্ধ্বে বেতন ভাতা-প্রকৃতির অর্থ গ্রহণকারী; এবং
    - কোন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক পদে বা উৎপাদনের সুপারভাইজরি পদে নিয়োজিত সকল employee
- জনস্বাস্থ্য বিবেচনায় তামাকের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে সিগারেটের মত বিড়ি, জর্দ্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য উৎপাদন ব্যবসার করহারও ৪৫ শতাংশ করা হয়েছে;

➢ **সমতা ও ন্যায্যতা বিধান:**

- আয় ও সম্পদের বৈষম্য নিরসনে ব্যক্তি শ্রেণির করদাতার জন্য সারচার্জের হার পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে;
- প্রথাগত ব্যবসায়ীদের সাথে প্রতিযোগিতার সমতল ক্ষেত্র (level playing field) নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অনলাইন শপিং বা ই-কমার্স (e-Commerce) কে করারোপণের আওতায় আনা হয়েছে;
- সুপার অ্যানুয়েশন ফান্ড, পেনশন ফান্ড, গ্রাচ্যুইটি ফান্ড, স্বীকৃত প্রভিডেন্ট ফান্ড ও ওয়ার্কার্স পার্টিসিপেশন ফান্ডসহ যে কোন ফান্ড কর্তৃক ক্রয়কৃত সঞ্চয়পত্রের সুদের উপর এবং স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আমানতের সুদের উপর ৫% হারে উৎসে কর কর্তন এবং তা চূড়ান্ত করদায়ের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ন্যূনতম করদায় হিসেবে গণ্য করার বিধান সংযোজন করা হয়েছে;

➢ **প্রবৃদ্ধি ও ব্যবসায়ে সহায়তা**

- দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানে তৈরি পোশাক খাতের গুরুত্ব বিবেচনা করে তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকের আয়ের উপর হ্রাসকৃত হারে করারোপন করা হয়েছে;
- পাট শিল্পের বিকাশের জন্য উক্ত শিল্প হতে অর্জিত আয়ের উপর প্রদেয় করের সর্বোচ্চ হার ১০% এ নির্ধারণ করা হয়েছে;
- পুঁজিবাজারে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মার্জিন ঋণ ও সুদ মওকুফকে করমুক্ত সুবিধা প্রদান করা হয়েছে;
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (SME) এর কর অব্যাহতির সীমা বার্ষিক টার্নওভার ৩০ লক্ষ টাকা হতে ৩৬ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে;
- ব্যবসায় বা পেশা আয় নিরূপণে পারকুইজিট অনুমোদনের সীমা বিদ্যমান ৪.৫০ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪.৭৫ লক্ষ টাকা করা হয়েছে;
- ব্যবসায়ের প্রয়োজনে বিদেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রে খরচের অনুমোদনযোগ্য সীমা প্রদর্শিত টার্নওভারের ১% থেকে বাড়িয়ে ১.২৫% পর্যন্ত করা হয়েছে;
- বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি (ADR) এর আওতা সম্প্রসারণ করা হয়েছে;
- দেশের জনসংখ্যার তুলনায় ভূমির স্বল্পতা বিবেচনায় পরিকল্পিত ও স্বল্প আয়তনের আবাসনের বিষয়ে সামাজিক চাহিদা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় খাতের উৎস করহারের পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে;

➢ **সামাজিক দায়িত্ব পালন**

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির লালন-পালনে অতিরিক্ত ব্যয়ভারের প্রয়োজন হয় বিধায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতামাতার জন্য করমুক্ত সীমা আরো ২৫ হাজার টাকা বেশি করা হয়েছে;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বিশেষ শারীরিক ও মানসিক যত্নের প্রয়োজন বিধায় কর্মস্থলে এ সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষেত্রে পারকুইজিট অনুমোদনের সীমা ৪.৭৫ লক্ষ টাকার স্থলে ২৫ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে;
- কোন employee প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হলে তার বেতন আয় নিরূপণে চিকিৎসা ভাতার সর্বোচ্চ করমুক্ত সীমা ১০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে;
- চাকুরিজীবীর হার্ট, কিডনি, চক্ষু, লিভার ও ক্যান্সার সংক্রান্ত সার্জারির খরচ নিয়োগকর্তা থেকে প্রাপ্ত হলে তা করমুক্ত রাখা হয়েছে;

➢ **কর পরিপালন বৃদ্ধি ও কর ফাঁকি রোধ**

- রিটার্ন দাখিলের একটি অপরিবর্তনীয় তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে, যা করদিবস বা "Tax Day" নামে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে;
- Tax day এর মধ্যে রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থতায় মাসিক ২% হারে বিলম্ব সুদ (সর্বোচ্চ ১২ মাস সময়ের জন্য) আরোপের বিধান সংযোজন করা হয়েছে;
- সকল কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত হারে করযোগ্য সত্তার জন্য (কেবল দাতব্য উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়- এরূপ প্রতিষ্ঠান ব্যতীত) রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করা এবং রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থতার কারণে সংশ্লিষ্ট কর বছরে কর অব্যাহতি সুবিধা না দেয়ার বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে;
- কর নিবন্ধন বাধ্যতামূলক অথচ ১২-ডিজিটের টিআইএন গ্রহণ করেননি এমন employee কে প্রদত্ত বেতনভাতা অনুমোদনযোগ্য খরচ হিসেবে বিবেচিত হবে না মর্মে বিধান সংযোজন করা হয়েছে;

- উৎস কর রিটার্ন অডিট করার বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে;
- উৎস কর ব্যবস্থাপনা আরও কার্যকর করার জন্য একটি নতুন উৎস কর ইউনিট স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;
- ইলেক্ট্রনিক উৎস কর ব্যবস্থা প্রচলন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;
- কর ফাঁকি রোধে অনলাইনভিত্তিক স্বয়ংক্রিয় তথ্য সংগ্রহ ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে একটি আধুনিক ও প্রযুক্তিমুখী কর তথ্য ইউনিট গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;
- আন্তঃসীমানা কর ফাঁকি রোধকল্পে ট্রান্সফার প্রাইসিং সেলকে আরও শক্তিশালী করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;
- আন্তর্জাতিক কর ফাঁকি রোধ এবং বিদেশে পাচারকৃত অর্থ ও তার উপর প্রযোজ্য কর পুনরুদ্ধারে আন্তর্জাতিক করের উপযুক্ত ও কার্যকর একটি প্রশাসনিক কাঠামো সৃজন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

➢ **কর ব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম চর্চার প্রবর্তন**

- ন্যূনতম কর, চূড়ান্ত কর, কর অব্যাহতি ও হ্রাসকৃত করহার সংক্রান্ত বিধানসমূহের সমন্বয়, আন্তসংগতি বিধান ও পরিমার্জন করে আন্তর্জাতিকভাবে প্রচলিত একটি সুসংগঠিত ন্যূনতম কর কাঠামো প্রবর্তন করা হয়েছে;
- ইলেকট্রনিক বা মেশিন রিডেবল রিটার্ন, ফরম ও সার্টিফিকেট ইস্যুর বিধান সংযোজন করা হয়েছে;

➢ **কর ব্যবস্থার সহজীকরণ ও কর আইনের প্রায়োগিক কার্যকারিতা বৃদ্ধি**

- প্রান্তিক করদাতার রিটার্ন দাখিল সহজ করার জন্য ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত গ্রস সম্পদ রয়েছে এরূপ করদাতার জন্য সম্পদ বিবরণী দাখিল ঐচ্ছিক করা হয়েছে;
- উৎস করের রিটার্ন দাখিল ত্রৈমাসিকের পরিবর্তে ষান্মাসিক করা হয়েছে;
- বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে অনলাইন রিটার্ন দাখিল করা যাবে বিধান সংযোজন করা হয়েছে;
- বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কর কমিশনার (আপীল) এবং কর আপীলাত ট্রাইবুনালের নিকট অনলাইনে আবেদন দাখিল করা যাবে মর্মে বিধান সংযোজন করা হয়েছে;

বক্স ৪.২: ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভ্যাট ব্যবস্থায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

➢ **ভ্যাট আইন ও বিধিমালার সংস্কারঃ**

(ক) নতুন মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে;
(খ) মূল্য ঘোষণা অনুমোদন প্রথা বিলুপ্ত করা হয়েছে;
(গ) ভ্যাট ব্যবস্থায় বিদ্যমান মামলাজট হ্রাসকল্পে ADR ব্যবস্থা সহজীকরণ করা হয়েছে;

➢ **স্থানীয়ভাবে যে সকল পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাট অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছেঃ**

(ক)Non-alloy pig iron containing by weight 0.5% or less of phosphorus (আমদানি পর্যায়ে);
(খ)Non-alloy pig iron containing by weight more than 0.5% of phosphorus (আমদানি পর্যায়ে);
(গ) Alloy pig iron; spiegeleisen (আমদানি পর্যায়ে);
(ঘ) হুইট ক্রাশারের যন্ত্রাংশ (উৎপাদন পর্যায়ে);
(ঙ) কঠিন শিলা (মধ্যপাড়া কঠিন শিলা প্রকল্প হতে উত্তোলনের ক্ষেত্রে);
(চ) পাটজাত পণ্যের যোগানদার (সেবা পর্যায়ে);
(ছ) অন্যান্য বিবিধ সেবা (শুধুমাত্র গ্রে ফেব্রিক্স এর স্পিনিং, উইভিং, ডাইং ও ফিনিশিং সেবা কার্যক্রম) (সেবা পর্যায়ে);

➢ **স্থানীয়ভাবে যে সকল পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাট অব্যাহতি প্রত্যাহার করা হয়েছেঃ**

(ক) বিলেট (আমদানি পর্যায়ে);
(খ) ১০০ (একশত) টাকা পর্যন্ত (প্রতি কেজি) পাউরুটি, বানরুটি ও এই ধরনের রুটি এবং ১০০ টাকা পর্যন্ত (প্রতি কেজি) মূল্য মানের হাতে তৈরি কেক এবং বিস্কুট (উৎপাদন পর্যায়ে);
(গ) হার্ডবোর্ড (উৎপাদন পর্যায়ে);
(ঘ) পাওয়ার লুম হতে তৈরি ফেব্রিক্স (উৎপাদন পর্যায়ে);
(ঙ) প্লাস্টিক ও রাবারের তৈরি হাওয়াই চপ্পল এবং প্লাস্টিকের পাদুকা (১২০ টাকা পর্যন্ত) (উৎপাদন পর্যায়ে);
(চ) বৈদ্যুতিক জেনারেটর (উৎপাদন পর্যায়ে);
(ছ) পত্রিকায় প্রকাশিত ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন (মৃত্যু সংবাদ ব্যতীত) (সেবা পর্যায়ে);
(জ) ট্রাভেল এজেন্সি (সেবা পর্যায়ে);
(ঝ) কাঁচা রাবার শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিলামে ক্রয় (সেবা পর্যায়ে);
(ঞ) মেডিটেশন সেবা(সেবা পর্যায়ে);

- **কতিপয় পণ্য ও সেবার বিদ্যমান সম্পূরক শুল্ক পরিবর্তন/ বৃদ্ধি করা হয়েছেঃ**

পণ্যের বিবরণ	সম্পূরক শুল্কের বিদ্যমান হার	সম্পূরক শুল্কের পরিবর্তিত হার
জর্দা ও গুল	৬০%	১০০%
শুধুমাত্র মোবাইল ফোনের সিম/রিম কার্ড ব্যবহারের মাধ্যমে প্রদত্ত সেবা	৩%	৫%
বিদেশি শিল্পী সহযোগে বিনোদনমূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজক (দ্বিপক্ষীয় সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচির আওতায় আগত বিদেশি শিল্পী ও মূল ধারার বিদেশি শিল্পী সহযোগে আয়োজিত অনুষ্ঠান ব্যতীত)	০%	১০%

- **জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে তামাকজাত পণ্যের মূল্য ও শুল্ক হার বৃদ্ধি করা হয়েছেঃ**

(ক) সিগারেটঃ

পূর্বের মূল্যস্তর (১০ শলাকার জন্য) টাকা	পূর্বের করভার	বিদ্যমান মূল্যস্তর (১০ শলাকার জন্য) টাকা	বিদ্যমান করভার (সম্পূরক শুল্ক হার)
১৮.০০ টাকা	৪৮%	২৩.০০ টাকা	৫০%
২১.০০ টাকা হতে ৪২.০০ টাকা পর্যন্ত	৬০%		
৪৪.০০ টাকা হতে ৬৯.০০ টাকা পর্যন্ত	৬১%	৪৫.০০ টাকা ও তদূর্ধ্ব	৬৩%
৭০.০০ টাকা ও তদূর্ধ্ব	৬৩%	৭০.০০ টাকা ও তদূর্ধ্ব	৬৫%

(খ) বিড়ির ক্ষেত্রে ট্যারিফ মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছেঃ

পণ্যের বিবরণ	পূর্বের ট্যারিফ মূল্য ও একক	বিদ্যমান ট্যারিফ মূল্য	সম্পূরক শুল্ক হার
যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিত হাতে তৈরি বিড়ি (ফিল্টার বিযুক্ত)	টাকা ১.৫৮ (৮ শলাকা প্রতি প্যাকেট)	টাকা ২.২৫	৩০
	টাকা ২.৩৬ (১২ শলাকা প্রতি প্যাকেট)	টাকা ৩.৪০	৩০
	টাকা ৪.৯১ (২৫ শলাকা প্রতি প্যাকেট)	টাকা ৭.১০	৩০
যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিত হাতে তৈরি বিড়ি (ফিল্টার সংযুক্ত)	টাকা ২.৬৯ (১০ শলাকা প্রতি প্যাকেট)	টাকা ৩.৮৫	৩৫
	টাকা ৫.৩৪ (২০ শলাকা প্রতি প্যাকেট)	টাকা ৭.৭৫	৩৫

- **পাইকারী, খুচরা ব্যবসায়ি ও দোকানদার এর উপর এলাকাভেদে নিম্নবর্ণিতভাবে ভ্যাট এর হার পরিবর্তন করা হয়েছেঃ**

এলাকা	পূর্বের (টাকা)	বিদ্যমান (টাকা)
ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকা	১৪,০০০/-	২৮,০০০/-
অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকা	১০,০০০/-	২০,০০০/-
জেলা শহরের পৌর এলাকা	৭,২০০/-	১৪,০০০/-
দেশের অন্যান্য এলাকা	৩,৬০০/-	৭,০০০/-

- **অন্যান্য যেসব ক্ষেত্রে পরিবর্তন/সংশোধনী আনা হয়েছে:**

(ক) "অনলাইনে পণ্য বিক্রয়" সেবাটির সংজ্ঞা যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে;
(খ) মৌসুমী ইটভাটা মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ২০০৪ সংশোধন করা হয়েছে;
(গ) ইটভাটার উপর বিদ্যমান ট্যারিফ মূল্য সংশোধন করা হয়েছে;
(ঘ) দেশীয় ভারী প্রযুক্তিগত শিল্পের বিকাশ ও প্রতিযোগীতামূলক রপ্তানি বাণিজ্যের লক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত রেফ্রিজারেটর, ফ্রিজার ও এয়ারকন্ডিশনার এর ভ্যাট অব্যাহতি সুবিধা ৩০ জুন, ২০১৭খ্রিঃ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে;
(ঙ) ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাধ্যতামূলকভাবে ভ্যাটের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে টার্নওভার নির্বিশেষে ভ্যাটের আওতায় তালিকাভুক্তি সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপনের সংশোধনীমূলক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

বক্স ৪.৩: ২০১৬-১৭ অর্থবছরে শুল্ক ব্যবস্থায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

- বিদ্যমান আমদানি শুল্ক যৌক্তিকীকরণ করে ০%, ১%, ৫%, ১০%, ১৫% ও ২৫% করা হয়েছে।
- বিদ্যমান ১১ স্তরের সম্পূরক শুল্ক অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।
- বাণিজ্য উদারীকরণের অংশ হিসেবে বিদ্যমান ৪% রেগুলেটরি ডিউটি ৩% করা হয়েছে।
- নিত্য ব্যবহার্য ও ভোগ্য পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক এবং মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে তেল, চিনি, ডাল, পিঁয়াজ, রসুন-ইত্যাদির শুল্ক অব্যাহতি বা রেয়াতি সুবিধা অব্যাহত রাখা হয়েছে।
- ধান চালের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে চাউল আমদানির উপর বিদ্যমান ১০% আমদানি শুল্ক ও ১০% রেগুলেটরি ডিউটি এর স্থলে ২৫% আমদানি শুল্ক নির্ধারণ করা হয়েছে।
- দেশিয় চা উৎপাদনকারীদের প্রতিরক্ষণের স্বার্থে চা এর ট্যারিফ মূল্য প্রতি কেজি ১.৬ মার্কিন ডলার. নির্ধারণ করা হয়েছে।
- কৃষি খাতের যন্ত্রপাতি দেশে প্রস্তুতের লক্ষ্যে এর যন্ত্রাংশ আমদানিতে ১% শুল্ক ধার্য করা হয়েছে।
- শতভাগ রপ্তানিমূখী শিল্প কর্তৃক আমদানিয় অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রপাতি, প্রি-ফেব্রিকেটেড বিল্ডিং তৈরির উপকরণ আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- দেশিয় শিল্পের প্রতিরক্ষণের স্বার্থে বিলেট আমদানিতে ট্যারিফ মূল্য ৩৮০ মার্কিন ডলার নির্ধারণ করে ২০% রেগুলেটরি ডিউটি ও ১৫% মূসক নির্ধারণ করা হয়েছে।
- সকল প্রকার কয়লার আমদানি শুল্ক শূন্য করা হয়েছে।
- ঔষধ শিল্পে ব্যবহৃত Special type refrigerator এবং Humidity chamber কে মূলধনী যন্ত্রপাতির সুবিধা দেয়া হয়েছে।
- হাইব্রিড গাড়ির ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সিসিভিত্তিক রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- Human Hauler এর ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- দেশে মোটর সাইকেল শিল্পের বিকাশের স্বার্থে প্রগতিশীল উৎপাদন পরিকল্পনার আওতায় আমদানিয় যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণে শর্তসাপেক্ষে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- SIM card, smart card তৈরির কাঁচামাল scratch off label এবং co-polymer coated aluminium tape এর শুল্ক ২৫% হতে ১৫% করা হয়েছে।

রাজস্ব আদায় কার্যক্রম

২০১৫-১৬ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর আওতায় ২,০৩,১৫২.০০ কোটি টাকা কর-রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়ে রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ১,০৯,২৬৬.৯৯ কোটি টাকা (লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৯২.১৫ শতাংশ)। এ সময়ে এনবিআর কর্তৃক কর রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৯.৫৯ শতাংশ। খাতভিত্তিক রাজস্ব আদায় কার্যক্রম বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত রাজস্ব আদায়ের দিক থেকে সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে মূল্য সংযোজন কর (স্থানীয় ও আমদানি পর্যায়সহ)। মোট রাজস্ব সংগ্রহে আয়করও বর্ধিত অবদান রাখছে, রাজস্ব ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এটি একটি ইতিবাচক প্রবণতা। অর্থবছরের অবশিষ্ট সময়ে এ দুটি খাতে আরো গতি সঞ্চার হবে মর্মে আশা করা যায়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ১,৫০,০০০ কোটি টাকার বিপরীতে লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে ১,৫৫,৫১৮.৭২ (৩.৬৮ শতাংশ) কোটি টাকা অর্জিত হয়েছে। সারণি ৪.২ -এ ২০১০-১১ অর্থবছর হতে চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ের খাতভিত্তিক রাজস্ব আদায়ের বিবরণ তুলে ধরা হলো:

সারণি ৪.২ঃ খাতভিত্তিক রাজস্ব আদায়

(কোটি টাকায়)

রাজস্ব আদায়ের খাতসমূহ	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭*
আমদানি শুল্ক	১১৫৬৬.০৫	১৩২৬৮.০৭	১৩২২৭.৫৫	১৩৫৪০.৮২	১৫৩৪৩.৩৮	১৮০১৬.৫৮	১৩৪৮৮.২৯
মূল্য সংযোজন কর (আমদানি পর্যায়ে)	১২৩৭৫.৮১	১৩৭৬৯.৬৪	১৪৮৪৬.৪৮	১৫৩১৮.৯০	১৭৬৯২.১২	২০৫৮৩.৮৬	১৬৩২১.৫৮
সম্পূরক শুল্ক (আমদানি পর্যায়ে)	৩৯৯৮.৭১	৪৩৬৮.৯০	৪২০৫.০১	৪৩৪৪.৪৩	৫২৫৭.৪০	৬৫৬০.২	৪৭৯০.২৫
রপ্তানি শুল্ক	২৮.৭১	৩৮.৯৫	৩৩.৪৭	২৬.৪৬	৩৯.৫৮	৩২.৭৫	১৭.২৫
উপ মোট	**২৭৯৫৯.২৮**	**৩১৪৪৫.৫৬**	**৩২৩১২.৫১**	**৩৩২৩০.৬১**	**৩৮৩৩২.৪৮**	**৪৫১৯৩.৩৯**	**৩৪৬১৭.৩৭**
আবগারী শুল্ক	৪৮৬.১৮	৬৬০.৩৬	৭৭২.৫৩	৮২২.৩৯	৯৫৪.৭১	১৫৮২.০৩	১৪৮০.৫৩
মূল্য সংযোজন কর (স্থানীয় পর্যায়ে)	১৭৮৩২.৯৮	২১৯৮৮.৭২	২৬৩৬৭.২৬	২৯২৫২.১১	৩২২৭৬.৯০	৩৪৮৬২.৮২	২৫১৮২.৭৬
সম্পূরক শুল্ক (স্থানীয় পর্যায়ে)	৯৭০১.১৯	১১৯২০.১৯	১১৯৮৫.২৯	১৩৬৪৭.১৯	১৫৭৬২.০৩	১৯৬৩০.৯৬	১৫০২৬.৪৮

রাজস্ব আদায়ের খাতসমূহ	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭*
টার্ণ ওভার ট্যাক্স	৩.৬৩	৩.৪৫	৩.৬৮	৪.৭২	৪.৭৫	৪.৮৫	১.৭৯
উপ মোট	**২৮০২৩.৯৮**	**৩৪৫৭২.৭২**	**৩৯১২৮.৭৬**	**৪৩৭২৬.৪১**	**৪৮৯৯৮.৩৯**	**৫৬০৮০.৬৬**	**৪১৬৯১.৫৬**
মোট পরোক্ষ কর	**৫৫৯৮৩.২৬**	**৬৬০১৮.২৮**	**৭১৪৪১.২৭**	**৭৬৯৫৭.০২**	**৮৭৩৩০.৮৭**	**১০১২৭৪.০৫**	**৭৬৩০৮.৯০**
আয়কর	২৩০০৭.৫৩	২৮২৬১.৮৭	৩৭১২০.৬৫	৪২৯১৫.৫০	৪৮৫২৫.০০	৫৩৩২৫.৯৬	৩২২৩২.৬৬
অন্যান্য কর ও শুল্ক	৪১২.০৪	৪৭৩.৯৬	৫৮৯.৮১	৬৪০.৩১	৬৬৮.১১	৯১৮.৭১	৭২৫.৪০
মোট প্রত্যক্ষ কর	**২৩৪১৯.৫৭**	**২৮৭৩৫.৮৩**	**৩৭৭১০.৪৬**	**৪৩৫৫৫.৮১**	**৪৯১৯৩.১১**	**৫৪২৪৪.৬৭**	**৩২৯৫৮.০৬**
সর্বমোট	**৭৯৪০২.৮৩**	**৯৪৭৫৪.১১**	**১০৯১৫১.৭৩**	**১২০৫১২.৮৩**	**১৩৬৭২৩.৯৮**	**১৫৫৫১৮.৭২**	**১০৯২৬৬.৯৯**
এনবিআর রাজস্বে পরোক্ষ কর (%)	**৭০.৫১**	**৬৯.৬৭**	**৬৫.৪৫**	**৬৩.৮৬**	**৬৩.৮৭**	**৬৫.১২**	**৬৯.৮৩**
এনবিআর রাজস্বে প্রত্যক্ষ কর (%)	**২৯.৪৯**	**৩০.৩৩**	**৩৪.৫৫**	**৩৬.১৪**	**৩৬.১৩**	**৩৪.৮৮**	**৩০.১৭**

উৎসঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। * ফেব্রুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত।

লেখচিত্র ৪.২: খাতভিত্তিক এনবিআর রাজস্ব আহরণের তুলনামূলক চিত্র (%)

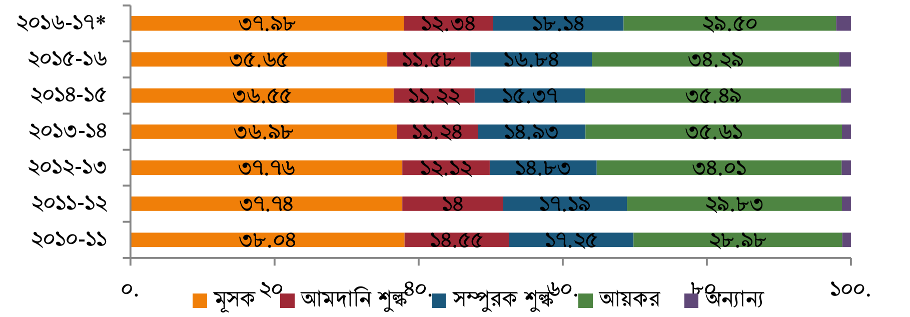

উৎসঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। * ফেব্রুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত।

সারণি ৪.২ ও লেখচিত্র ৪.২ হতে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে, আয়কর এবং মূল্য সংযোজন কর (মূসক) রাজস্ব আদায়ে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। বরাবরের মতো মূল্য সংযোজন কর শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে এবং চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসের উপাত্ত অনুসারে এনবিআর রাজস্বের ৩৭.৯৮ শতাংশ এ উৎস হতে আহরিত হয়েছে। বিগত কয়েক বছরে এনবিআর রাজস্বে এ খাতের অবদান ৩৬-৩৮ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। রাজস্ব আয়ে আয়করের অবদান দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। আয়কর খাত হতে রাজস্ব আয়ের হার ২০১০-১১ অর্থবছরের ২৮.৯৮ শতাংশ হতে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৩৫.৫৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। তবে চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম আট মাসের উপাত্ত অনুসারে এ হার হ্রাস পেয়ে ২৯.৫০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। আয়কর আহরণের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি স্বত্বেও বিগত কয়েক বছরে ৬৪-৭১ শতাংশ রাজস্ব আহরিত হচ্ছে পরোক্ষ উৎস হতে।

সরকারি ব্যয়

সরকারের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা এবং অন্যান্য জনগুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সম্পদ ব্যবহার তথা অর্থ ব্যয় অপরিহার্য। চলতি অর্থবছর এবং বিগত অর্থবছরসমূহে সরকারের অনুন্নয়নমূলক ব্যয়, উন্নয়নমূলক ব্যয় ও অন্যান্য ব্যয় এবং জিডিপি-র শতকরা হিসেবে তাদের অনুপাত সারণি ৪.৩ -এ দেখানো হলো:

লেখচিত্র ৪.৩:সরকারি ব্যয় (২০১৬-১৭)

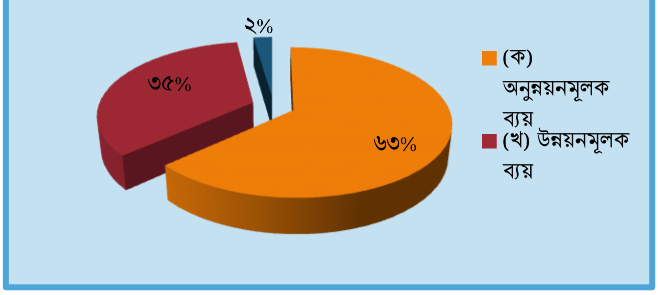

উৎসঃ বাজেটের সংক্ষিপ্তসার, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। *২০৬-১৭ মূল বাজেটভিত্তিক।

সারণি ৪.৩ঃ সরকারি ব্যয়

(কোটি টাকায়)

	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭*
সরকারি ব্যয় (ক+খ+গ)	১৩০০১১	১৬১২১৩	১৮৯৩২৬	২১৬৬২২	২৩৯৬৬৮	২৬৪৫৬৪	৩১৭১৭৫
(ক) অনুন্নয়নমূলক ব্যয়	৮৩১৭৭	১০০৯৮৬	১১০৬২৭	১৩৪৯০৭	১৪৯৩৯৯	১৬৩৬৬২	১৯৮২২৩
(খ) উন্নয়নমূলক ব্যয়	৩৯৬১৫	৪৫৬৫০	৫৭৭৫১	৬৫১৪৫	৮০৪৭৬	৯৫৮৯৭	১১০৭০০
(গ) অন্যান্য ব্যয়	৭২১৯	১৪৫৭৭	২০৯৪৮	১৬১৭০	৯৭৯৩	৫০০৫	৮২৫২
	জিডিপি'র শতকরা হিসেবে (ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬)						
সরকারি ব্যয় (ক+খ+গ)	১৪.২০	১৫.২৮	১৫.৭৯	১৬.১২	১৫.৮১	১৫.৩০	১৬.২২
(ক) অনুন্নয়নমূলক ব্যয়	৯.০৮	৯.৫৭	৯.২৩	১০.০৪	৯.৮৬	৯.৪৬	১০.১৩
(খ) উন্নয়নমূলক ব্যয়	৪.৩৩	৪.৩৩	৪.৮২	৪.৮৫	৫.৩১	৫.৫৪	৫.৬৬
(গ) অন্যান্য ব্যয়	০.৭৯	১.৩৮	১.৭৫	১.২০	০.৬৫	০.২৯	০.৪২

উৎসঃ বাজেটের সংক্ষিপ্তসার, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

নোটঃ উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক। উন্নয়নমূলক ব্যয়ের মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, এডিপি বহির্ভূত কাবিখা, এডিপি বহির্ভূত প্রকল্প ও রাজস্ব বাজেটের আওতায় উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য ব্যয়ের মধ্যে নীট খাদ্য হিসাব, ঋণ ও অগ্রিম হিসাব অন্তর্ভুক্ত।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) বরাদ্দ ও ব্যয়

দারিদ্র্য নিরসন ও জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার প্রতিবছর স্বল্পমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা অর্থাৎ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) প্রণয়ন করে থাকে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি'র আকার সর্বমোট ১,১৯,২৯৫.৯৭ কোটি টাকা (সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নসহ) যার মধ্যে স্থানীয় মুদ্রা ৮,৩৪৯৯.২৭ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ৩৫,৭৯৬.৭০ কোটি টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দসহ সর্বমোট ১,৫৮১টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যার মধ্যে বিনিয়োগ প্রকল্প ১,২৫৫টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ১৫৪টি, জেডিসিএফ অর্থায়িত প্রকল্প ৬টি এবং স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে ১৬৬টি প্রকল্প। সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়ন বাদে মোট প্রকল্প সংখ্যা ১,৪১৫টি। সারণি-৪.৪ থেকে দেখা যায় যে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের যেখানে প্রকল্প সংখ্যা ছিল ১,৩১৫টি সেখানে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপিতে মোট প্রকল্প সংখ্যা হলো ১,৫৮১টি।

সারণি ৪.৪ঃ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মূল ও সংশোধিত বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	প্রকল্প সংখ্যা	এডিপি বরাদ্দ			প্রকল্প সংখ্যা	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			ব্যয় (সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের ব্যয় %)		
		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	মোট (%)	টাকা (%)	প্রঃ সাঃ (%)
২০১৬-১৭*	১১২৩	১১০৭০০	৭০৭০০	৪০০০০	১৫৮১	১১০৭০০	৭৭৭০০	৩৩০০০	…	…	…
২০১৫-১৬	৯৯৯	৯৭০০০	৬২৫০০	৩৪৫০০	১৩১৫	৯১০০০	৬১৮৪০	২৯১৬০	৩৩২০৯ (৩৬%)	২২৮৫৪ (৩৭%)	১০৩৫৫ (৩৫%)
২০১৪-১৫	১১৮৭	৮০৩১৫	৫২৬১৫	২৭৭৭০	১২০৪	৭৫০০০	৫০১০০	২৪৯০০	৬৮৫২৪ (৯১%)	৪৬০৮০ (৯২%)	২২৪৪৪ (৯০%)
২০১৩-১৪	১০৪৬	৬৫৮৭০	৪১৩০৭	২৪৫৬৩	১২৫৪	৬০০০০	৩৮৮০০	২১২০০	৫৬৭৪৭(৯৫%)	৩৮০৫১ (৯৮%)	১৮৬৯৬ (৮৮%)
২০১২-১৩	১০৩৭	৫৫০০০	৩৩৫০০	২১৫০০	১২০৫	৫৭১২০	৩৮৬২০	১৮৫০০	৫০০৩৫ (৯৬%)	৩৩৬৩৯ (৯৯%)	১৬৩৯৬ (৮৯%)
২০১১-১২	১০৩৯	৪৬০০০	২৭৩১৫	১৮৬৮৫	১২৩১	৪১০৮০	২৬০০০	১৫০০০	৩৮০২৩ (৯৩%)	২৫৪৪৮ (৯৮%)	১২৫৭৫(৮৪%)
২০১০-১১	৯১৬	৩৮৫০০	২৩২০০	১৫৩০০	১১৮৫	৩৫৮৮০	২৩৯৫০	১১৯৩০	৩২৮৫৫ (৯২%)	২৩০৪৫ (৯৭%)	৯৮১০ (৮২%)

উৎসঃ কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি। **নোট:** এডিপির হিসাব সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়ন ব্যতীত * ব্যয় ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

সারণি-৪.৪ থেকে দেখা যায় যে, ২০১০-১১ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সংশোধিত বরাদ্দ ছিল ৩৫,৮৮০ কোটি টাকা যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে তিনগুণের বেশি উন্নীত হয়ে ১,১০,৭০০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। এ সময়কালে প্রকল্প সংখ্যাও আকার বৃদ্ধি পেয়েছে, একই সাথে বাস্তবায়ন হারেও বেশ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি'র বাস্তবায়নের হার ৯২.৭২ শতাংশ উন্নীত হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত সংশোধিত বরাদ্দের বিপরীতে বাস্তবায়ন হার ৩৬.৯১ শতাংশ।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি বরাদ্দের গঠনবিন্যাস

খাতভিত্তিক এডিপি বরাদ্দের তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, বিদ্যুৎ, জ্বালানি, পরিবহণ খাতে বর্ধিত বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদন সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণ করে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ তৈরির প্রয়াস অব্যাহত রাখা হয়েছে। একইভাবে আর্থ-সামাজিক ও ভৌত অবকাঠামো খাতে এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয় ক্রমশঃ বৃদ্ধির প্রবণতা সরকার কর্তৃক অনুসৃত নীতি ও কৌশলের সাথে সংগতিপূর্ণ। নিচের সারণি ৪.৫-এ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি সংশোধিত বরাদ্দের গঠন বিন্যাস দেখানো হলো:

সারণি ৪.৫ঃ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারী বিভাজনের তুলনামূলক চিত্র

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	২০১১-২০১২		২০১২-২০১৩		২০১৩-২০১৪		২০১৪-২০১৫		২০১৫-২০১৬		২০১৬-১৭	
সেক্টর	বরাদ্দ	%	বরাদ্দ	%	বরাদ্দ	%	বরাদ্দ	%	বরাদ্দ	%	বরাদ্দ	%
১. কৃষি	২৫৪১.৩৪	৬.১৯	২৯০৫.৭৬	৫.০৯	৩৫২৭.৫৩	৫.৫৪	৪১৬৮.১৯	৫.৩৫	৪৯৯১.৮৫	৫.১৫	৫৭৪১.৬০	৫.১৯
২. পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান	৫০৫৭.৬১	১২.৩১	৬৭১২.৪৭	১১.৭৫	৬৯৭৭.১৫	১০.৯৫	৭৮৪০.০৯	১০.০৭	৮৬৭৭.০২	৮.৯৫	১০৭৬১.৪৩	৯.৭২
৩. পানি সম্পদ	১৪২০.৪৬	৩.৪৬	১৫৯৩.২৫	২.৭৯	১৮৮৯.৩৮	২.৯৭	২০৩৫.৯২	২.৬২	২৯১০.৪৬	৩.০০	৩৩৪২.১১	৩.০২
৪. শিল্প	৯৬৯.০৫	২.৩৬	১৯২৪.১৮	৩.৩৭	৩১৪৪.৮২	৪.৯৪	২১৭৮.৩২	২.৬১	১৪৭৭.১৫	১.৫২	৯৭৪.১২	০.৮৮
৫. বিদ্যুৎ	৭২০৮.১০	১৭.৫৫	৮৫৬৯.০৪	১৫.০০	৮০৬৬.১১	১২.৬৬	৮২২৩.৭১	১০.৫৬	১৬৪৮৫.১৭	১৭.০০	১৩৪৪৭.৫৭	১২.১৫
৬. তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ	৭৩৮.৮২	১.৮০	৩৩৯১.৯৩	৫.৯৪	৩৭৭৫.০৭	৫.৯৩	২২০৯.৩৩	২.৮৪	১৯৯৩.৯৭	২.০৬	১০৬৭.৮৭	০.৯৬
৭. পরিবহণ	৬২৪৩.২৪	১৫.২০	৮৮৭৮.৩২	১৫.৫৪	১০৭৫৭.২৮	১৬.৮৯	১৭৬৩২.৩০	২২.৬৫	২১৭৭৫.৯১	২২.৪৫	২৭৩৬০.২৩	২৪.৭২
৮. যোগাযোগ	৮৭৭.৯৬	২.১৪	৯৩৭.৬০	১.৬৪	৮০৮.৭৬	১.২৭	১০২৩.১৬	১.৩১	১৮৫৬.৩১	১.৯১	১৯১৫.৭৯	১.৭৩
৯. ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ	৪১৯৬.০৯	১০.২১	৭০০৪.২২	১২.২৬	৬২১৮.৭১	৯.৭৬	৮৩৪৭.৫৭	১০.৭২	১১১৬৮.৮৯	১১.৫১	১৪৩৯১.১৭	১৩.০০
১০. শিক্ষা ও ধর্ম	৪৮২৯.০৬	১১.৭৬	৬৬২৮.৬৫	১১.৬০	৮০৬৪.৯৯	১২.৬৬	৯০৯১.৪০	১১.৬৮	১০৩৩৯.০৩	১০.৬৬	১২৮৪৫.৯৭	১১.৬০
১১. ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	১৫২.৪২	০.৩৭	১৭৭.৫২	০.৩১	২৬৫.৯২	০.৪২	১৬৬.৯২	০.২১	৩১০.৮৩	০.৩২	৩১৪.১৯	০.২৮
১২. স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবারকল্যাণ	৩৩৮৫.১৫	৮.২৪	৪০২৭.৩১	৭.০৫	৪২১৯.৭৯	৬.৬২	৫০৪১.৬১	৬.৪৮	৬০৮৩.১৮	৬.২৭	৫৬৫৫.৩৩	৫.১১
১৩. গণসংযোগ	৮৬.২৫	০.২১	৫২.০৪	০.০৯	১১১.৯	০.১৮	১০৯.৯৫	০.১৪	১২৫.৫১	০.১৩	১৭৬.০০	০.১৬
১৪. সমাজকল্যাণ, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন	৩২৫.০৭	০.৭৯	৪০৯.১১	০.৭২	৪৫১.৩১	০.৭১	৪০৯.০৪	০.৫৩	৪৯০.৬৯	০.৫১	৩৪৭.১৯	০.৩১
১৫. জন প্রশাসন	৯৮২.৪৪	২.৩৯	১০৩৭.২০	১.৮২	১৩৯০.৭৯	২.১৮	১৭১৮.৪৫	২.২১	২৮৬৮.৮৫	২.৯৬	২৩৪৪.৫৫	২.১২
১৬. বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	১৩৯.৭৪	০.৩৪	২৯৯.২০	০.৫২	১৫৫৯.০৩	২.৪৫	৪৬২৮.৮২	৫.৯৫	২৪১৮.৬০	২.৪৯	৫৪৭২.০৪	৪.৯৪
১৭. শ্রম ও কর্মসংস্থান	১৩০.৯৭	০.৩২	২৮২.৭৫	০.৫০	৩৫৪.৪	০.৫৬	৫১১.১০	০.৬৬	৪৬৫.৮০	০.৪৮	৪৫০.৭৭	০.৪১
থোক/বরাদ্দ	**১৭৯৬.২৩**		**২২৮৯.৪৫**		**২১২২.২৯**		**২৬৫০.৪৩**		**২৫৬০.৭৮**	**২.৬৪**	**৪০৯২.০৭**	**৩.৭০**
সর্বমোট বরাদ্দ	**৪১০৮০.০০**		**৫৭১২০.০০**		**৬৩৭০৫.২৩**		**৭৭৮৪১.৬৯**		**৯৭০০০.০০**	**১০০**	**১১০৭০০.০০**	**১০০**

উৎস: কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন। **নোট:** উপাত্তসমূহ সংশোধিত এডিপি ভিত্তিক।

লেখচিত্রঃ ৪.৪ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারী বিভাজনের তুলনামূলক চিত্র

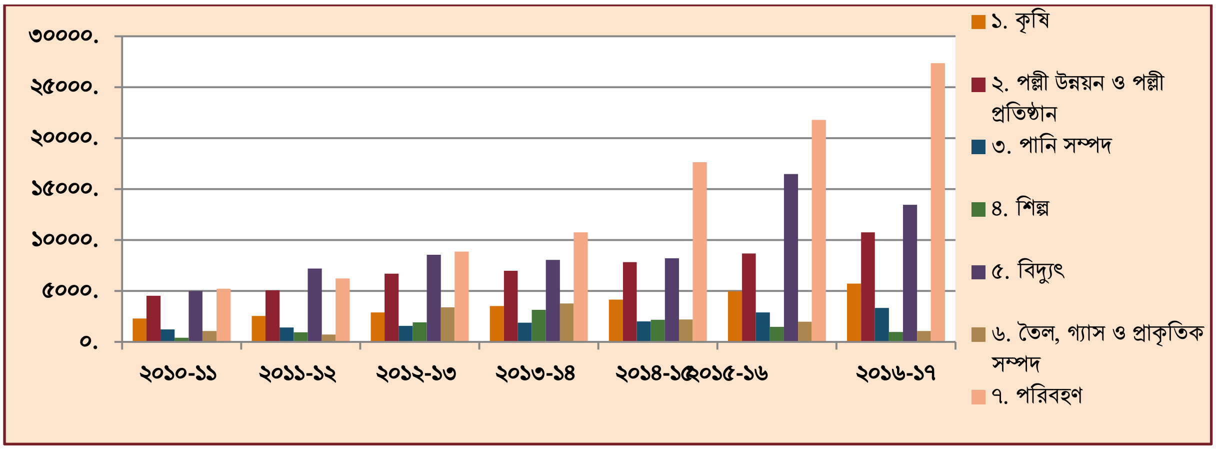

উৎস: কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।

সারণি ৪ ৫.পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ২০১০-১১ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত এডিপিতে সেক্টর ভিত্তিক সংশোধিত বরাদ্দের ধারায় এডিপি'র ১৭টি সেক্টরের মধ্যে পরিবহণ, বিদ্যুৎ, শিক্ষা ও ধর্ম, ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন সেক্টর, পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান সেক্টর, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ সেক্টর এবং কৃষি সেক্টরকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। বিগত ৪টি অর্থবছরের আরএডিপিতে পরিবহণ সেক্টরে ক্রমান্বয়ে সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে। বিশেষ করে পদ্মা বহুমূখী সেতু নির্মাণ কাজকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ প্রকল্পের অনুকূলে ৭৪০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করায় পরিবহণ সেক্টরে সর্বোচ্চ বরাদ্দ রাখা হয়, যা ঐ অর্থবছরে মোট এডিপি বরাদ্দের ২২.৪৫ শতাংশ। বিদ্যুৎ সেক্টরেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বরাদ্দ প্রদানের ধারা অব্যাহত রাখায় গত ৫টি অর্থবছরের মোট উন্নয়ন বরাদ্দের যথাক্রমে ১৭.৫৫ শতাংশ, ১৫.০০ শতাংশ ও ১২.৬৬ শতাংশ, ১০.৫৬ শতাংশ ও ১৭ শতাংশ। বিদ্যুৎ সেক্টরে গুরুত্বপূর্ণ মেগা প্রকল্প - 'মাতারবারি আল্ট্রাসুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রকল্প' সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ সেক্টরে বরাদ্দ বৃদ্ধি পায় ১৬,৮৮৫.১৭ কোটি টাকায়, যা' মূল এডিপি'র ১৭.০০ শতাংশ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতায় রুপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের এডিপিতে ১,০২৮.৯২ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করায় এ সেক্টরে মোট ২,৪১৮.৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়, যা মোট এডিপি বরাদ্দের ২.৪৯ শতাংশ। সরকার এ সময়ে পরিবহণ ও বিদ্যুৎ সেক্টরের পাশাপাশি মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট ছিল। শিক্ষা ও ধর্ম সেক্টরে উন্নয়ন বরাদ্দ মোট এডিপির ১৪.৩৯ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ১০.৬৬ শতাংশ হলেও পরিমাণের দিক থেকে দ্বিগুণেরও বেশি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। একই ভাবে গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়ন ও অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান সেক্টরে ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দের হার বৃদ্ধি না পেলেও আকারের দিক থেকে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ

বিগত সাত বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে গড়ে প্রায় ৬৫ শতাংশের বেশি সম্পদ যোগান দেয়া হয়েছে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে। এডিপিতে অভ্যন্তরীণ সম্পদ যোগানের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়াকে ইতিবাচক অগ্রগতি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। সারণি ৪.৬ -এ বিগত কয়েক বছরের এডিপি অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ তুলে ধরা হলো:

সারণি ৪.৬ঃ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ (সংশোধিত বরাদ্দ অনুযায়ী)

(কোটি টাকায়)

	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
এডিপি	৩৫,৫৮৮	৪১,০০০	৫২,৩৩৬	৬০,০০০	৭৫,০০০	৯১,০০০	১,১০,৭০০
মোট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	২০,৮৫০	২৪,৭৯৪	৩৮,৬২০	৩৮,৮০০	৫০,১০০	৬১,৮৪১	৭০,৭০০
এডিপি'র শতকরা হিসেবে মোট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	৫৮.৫৯	৬০.৪৭	৭৩.৭৯	৬৪.৬৭	৬৬.৮০	৬৭.৯৬	৬৩.৮৬

উৎসঃ বাজেটের সংক্ষিপ্তসার, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। **নোটঃ** উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক।

২০১০-১১ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সম্পদ যোগান ৫৮.৫৯ শতাংশ থেকে পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১২-১৩ অর্থবছরে তা ৭৩.৭৯ শতাংশে উপনীত হয় যা এ যাবৎ কালের মধ্যে সর্বোচ্চ বরাদ্দ। অপরদিকে এই ক্রমাগত বৃদ্ধির ধারার পরিবর্তন আসে ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে যেখানে ৬৪.৬৭ শতাংশ বরাদ্দ দেয়া হয় অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের উক্ত একই উৎস হতে সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ দেয়া হয় ৬৩.৮৬ শতাংশ। উল্লেখ্য সাম্প্রতিক পাঁচ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার পূর্বের বছরসমূহের তুলনায় ধারাবাহিকভাবে উল্লেখযোগ্য আকারে বড় হওয়া স্বত্বেও এডিপিতে অভ্যন্তরীণ সম্পদ যোগানের পরিমাণ গড়ে ৬৭.৪১ শতাংশের ওপর যা তৎপূর্ববর্তী বছরসমূহের তুলনায় উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বেশি।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য গৃহীত ব্যবস্থা

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা এবং সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দক্ষতা নিশ্চিত কল্পে সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনাকে আইনী কাঠামোয় পরিচালনার জন্য বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) আওতাধীন সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ) এপ্রিল, ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সিপিটিইউ প্রতিষ্ঠার পর প্রাথমিক পর্যায়ে ক্রয় কার্যক্রম পরিচালনায় পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রেগুলেশন (পিপিআর)-২০০৩ জারি করা হয়। অতঃপর অধিকরতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং অবাধ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন (পিপিএ)-২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা (পিপিআর)-২০০৮ জারি করা হয়। পিপিআর-২০০৮ এর আওতায় ক্রয় প্রক্রিয়ায় ব্যবহারের জন্য স্ট্যান্ডার্ড টেন্ডারডকুমেন্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। আইএমইডি'র অধীনে সিপিটিইউ এর তত্ত্বাবধানে পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ এর উপর ভিত্তি করে সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং দ্রুততম সময়ে ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদনের বিষয়টিকে অন-লাইনে সম্পাদন করার প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করার লক্ষ্যে ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট বা ই-জিপি ব্যবস্থা ২ জুন, ২০১১ সালে প্রবর্তন করা হয়েছে। ই-জিপি প্রবর্তনের জন্য বাংলাদেশ ই-টেন্ডারিং কার্যক্রম কেন্দ্রীভূত করার লক্ষ্যে ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে এবং উচ্চতর গতি সম্পন্ন নতুন ডাটা সেন্টার স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ই-জিপি সেবা সার্বক্ষণিক চালু রাখার নিমিত্ত ২৪/৭ হেল্প ডেস্ক চালু রাখা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রায় ১,২৩৩টি সরকারি ক্রয়কারী সংস্থার মধ্যে মার্চ ১৯, ২০১৭ পর্যন্ত ১,০৩৭ টি ক্রয়কারী সংস্থা ই-জিপি সিস্টেমে নিবন্ধিত হয়েছে। নিবন্ধিত সংস্থাসমুহের কর্মকর্তা ও দরদাতাদের প্রশিক্ষণ অব্যাহত রয়েছে। নিবন্ধিত সংস্থাসমূহের ২,৬৫৫ জন কর্মকর্তাকে ই-জিপি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যা চলমান রয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে চারটি সরকারি সংস্থা/দপ্তরে (স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড) সরকারি ক্রয়ে পাইলট ভিত্তিতে ই-জিপি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। ১৯ মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত মোট ৪৫টি মন্ত্রণালয়/ বিভাগ এর ১,০৩৭ টি সংস্থার ৪,১৩৭ টি ক্রয় এজেন্সি ই-জিপি ব্যবস্থার আওতায় এসেছে। একই সঙ্গে ৩,০৪৪৬ টি দরদাতা/ প্রতিষ্ঠান ই-জিপি'তে নিবন্ধিত হয়েছে এবং ই-জিপি সিস্টেমে ৮৬,৫২৯ টি দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।

বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

'বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৯'-এ বার্ষিক বাজেট ঘাটতি ধারণযোগ্য পর্যায়ে রাখার জন্য কার্যকর সকল ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা রয়েছে। সে লক্ষ্যে সরকার বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার ব্যাপারে সতর্ক ও সংযত রয়েছে। সারণি ৪.৭ -এ বিগত কয়েক বছরের বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়নের উপাত্ত উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ৪.৭: জিডিপির শতকরা হারে বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য (বৈদেশিক অনুদান ব্যতীত)	-৩.৮০	-৪.৩৯	-৪.১৪	-৪.৪৩	-৫.০০	-৫.০০	-৫.০৪
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য (বৈদেশিক অনুদান সহ)	-৩.৩৪	-৩.৯৭	-৩.৭০	-৩.৯৯	-৪.৬০	-৪.৭০	-৪.৮০
নীট অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	২.৭১	৩.২৭	২.৭১	৩.০৫	৩.৬১	৩.৫৯	৩.৫৭
নীট বৈদেশিক অর্থায়ন (অনুদান ব্যতীত)	০.৬৩	০.৭০	০.৯৯	০.৯৪	১.০৫	১.৫৬	১.৪৭
নীট বৈদেশিক অর্থায়ন (অনুদানসহ)	১.০৯	১.১২	১.৪৩	১.৩৮	১.৪২	১.৮৫	২.২৪

উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বিবিএস ও বাংলাদেশ ব্যাংক। **নোট:** উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক; জিডিপির ভিত্তিবছর ২০০৫-০৬।

লেখচিত্রঃ ৪.৫ জিডিপির শতকরা হারে বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

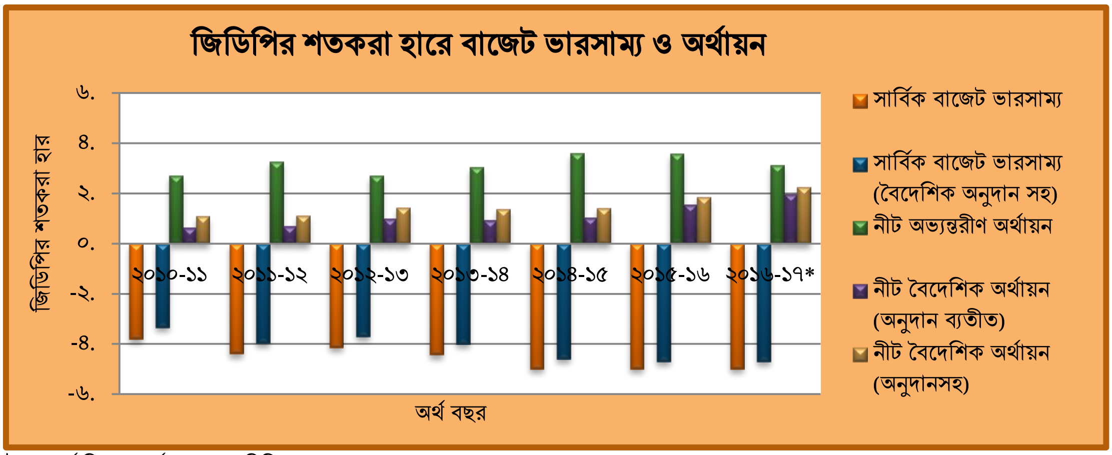

উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বিবিএস ও বাংলাদেশ ব্যাংক।

নোট: উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক। জিডিপির ভিত্তিবছর ২০০৫-০৬।

উপরের সারণি হতে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে ২০০৭-০৮ অর্থবছর ছাড়া অন্যান্য অর্থবছরসমূহে বৈদেশিক অনুদান ব্যতীত সার্বিক বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৫ শতাংশ বা তার নিচে রয়েছে। বৈদেশিক অনুদানকে প্রাপ্তি হিসেবে বিবেচনা করলে এ হার ২০০৮-০৯ অর্থবছর হতে ২০১৩-১৪ পর্যন্ত ৪ শতাংশের নীচে রয়েছে তবে ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে তা বেড়ে ৪ শতাংশের উপরে দাঁড়িয়েছে।

সরকারি ঋণ

সামাজিক কল্যাণে ব্যয় নির্বাহ, অপ্রত্যাশিত জরুরি ব্যয় মোকাবেলা, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যয় নির্বাহ ইত্যাদি কারণে সৃষ্ট বাজেট ঘাটতি পূরণকল্পে সরকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সরকারের গৃহীত ঋণের পরিমাণ (নীট) দাঁড়ায় ৩৫,২২২.৭ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ২.০ শতাংশ। এ সময়ে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণের (নীট) পরিমাণ ছিল ২,৮১৪.৮ কোটি টাকা এবং ব্যাংক-বহির্ভূত উৎস থেকে ঋণের পরিমাণ (সঞ্চয় অধিদপ্তরের স্কীমসহ) ৩৪,২০৬.০ কোটি টাকা ছিল। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৬-১৭ শেষে নীট ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১১,৮৫৩.২ কোটি টাকা। ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন উৎস থেকে সরকার গৃহীত ঋণের গতিধারা লেখচিত্র ৪.৬ এবং সারণি-৪.৮ -এ দেখানো হলো:

সারণি ৪.৮: অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে গৃহীত সরকারি ঋণের (নীট) গতিধারা

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ঋণ (নীট)			ব্যাংক-বহির্ভূত উৎস থেকে গৃহীত সরকারের ঋণ	সরকারের মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ	জিডিপি'র শতকরা অংশ
	বাংলাদেশ ব্যাংক	তফসিলি ব্যাংক	মোট ঋণ			
২০০৮-০৯	২৯৫৮.২	৮৩১৭.৯	১১২৭৬.১	৫৬৪৩.১	১৬৯১৯.২	২.৪
২০০৯-১০	-৬৬৩৪.৯	২৮৪২.০	-৩৭৯২.৯	১২৪১৯.৪	৮৬২৬.৫	১.১
২০১০-১১	৯৭২৯.২	৯১৫১.৫	১৮৮৮০.৭	২০৮৮.১	২০৯৬৮.৮	২.৩
২০১১-১২	৫৯৬৩.৯	১৩৩৪০.৯	১৯৩০৪.৮	২১৬০.৪	২১৪৬৫.২	২.০
২০১২-১৩	-৬৭৭৬.৬	২৩৪৪৩.২	১৬৬৬৬.৬	৭৬৩৪.৮	২৪৩০১.৪	২.০
২০১৩-১৪	-১৭৪৯৭.৭	২৪৭০৪.৯	৭২০৭.২	১৫৩৪৪.৩	২২৫৫১.৫	১.৭
২০১৪-১৫	-১৮২১.৯	৬৮৩৯.৪	-৮৬৬১.৩	৩৪৬৮০.৩	২৬০১৯.০	১.৭
২০১৫-১৬	১২৫৪৮.৭	-৯৭৩৩.৯	২৮১৪.৮	৩৪২০৬.০	৩৫২২২.৭	
২০১৬-২০১৭*	-১৩৮৪৫.৭	-৮৩১৮.৪	-২২১৬৪.০	৩৪০১৭.০	১১৮৫৩.২	

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক; * জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

লেখচিত্র ৪.৬: অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সরকারের গৃহীত ঋণ

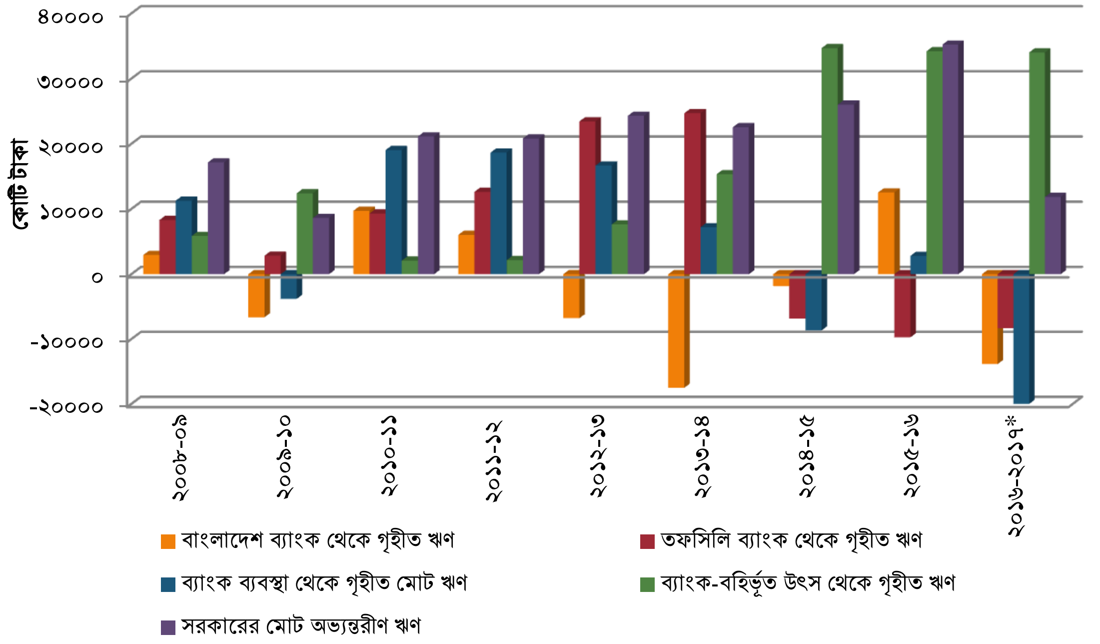

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক; * জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত সম্পদ

সাম্প্রতিক বছরসমূহের বাজেটে বৈদেশিক সহায়তার ওপর নির্ভরতা ক্রমহ্রাসমান। এ সময়কালে বিভিন্ন অর্থবছরে ঋণ ও অনুদানের পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটছে। তবে বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত ঋণের আসল ও সুদ পরিশোধ প্রতি বছর ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। এতে করে বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত নীট সম্পদের প্রবাহের বৃদ্ধির গতিও শ্লথ, এমনকি মাঝে-মধ্যে হ্রাসও পাচ্ছে। বাংলাদেশ কর্তৃক বৈদেশিক ঋণের সুদ ও আসল পরিশোধের বিবরণ সারণি ৪.৯ -এ সন্নিবেশ করা হলো:

সারণি ৪.৯ঃ বৈদেশিক উৎস থেকে গৃহীত সরকারের ঋণ ও অনুদান গ্রহণ এবং আসল ও সুদ পরিশোধ পরিস্থিতি

(মিলিয়ন ইউএস ডলার)

অর্থবছর	ঋণ ও অনুদান গ্রহণ			আসল ও সুদ পরিশোধ			নীট বৈদেশিক প্রবাহ	
	অনুদান	ঋণ	মোট	সুদ	আসল	মোট	আসল পরিশোধ পরবর্তী	আসল ও সুদ পরিশোধ পরবর্তী
১	২	৩	৪(=২+৩)	৫	৬	৭(=৫+৬)	৮(=৪-৬)	৯(=৪-৭)
২০১০-১১	৭৪৫	১০৩২	১৭৭৭	২০০	৭২৯	৯২৯	১০৪৮	৮৪৮
২০১১-১২	৫৮৮	১৫৩৮	২১২৬	১৯৭	৭৭০	৯৫৭	১৩৫৭	১১৬০
২০১২-১৩	৭২৬	২০৮৫	২৮১১	১৯৬	৮৯৫	১০৯১	১৯৯৫	১৭১৯
২০১৩-১৪	৬৮১	২৪০৪	৩০৮৫	২০৬	১০৮৮	১২৯৪	১৯৯৭	১৭৯১
২০১৪-১৫	৫৫৭	২৪৭২	৩০২৯	১৮৮	৯০৯	১০৯৭	২১২০	১৯৩২
২০১৫-১৬	৫৩১	৩০৩৩	৩৫৬৪	২০২	৮৪৮	১০৫০	২৭১৬	২৫১৪
২০১৬-১৭*	২২৪	১৭২৪	১৯৪৮	১৪৩	৫৬৫	৭০৮	১৩৮৩	১২৪০

উৎসঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। * ফেব্রুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত।

বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত সম্পদের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বৈদেশিক সহায়তার পরিমাণ ৩,৫৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের প্রাপ্তি ৩,০২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে ১৭.৬৬ শতাংশ বেশি। এ সময়ে দায় পরিশোধ ছিল ১,০৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের দায় পরিশোধ হতে ৪.২৮ শতাংশ কম। ফলে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বৈদেশিক সহায়তার নীট প্রবাহ পূর্ববর্তী অর্থবছর হতে ৩০.১২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত যে পরিমাণ বৈদেশিক সহায়তা পাওয়া গেছে সে বিবেচনায় অর্থবছরের শেষে বৈদেশিক সম্পদের নীট প্রবাহ বাড়তে পারে।

লেখচিত্রঃ ৪.৭ বৈদেশিক সাহায্যের গতিধারা

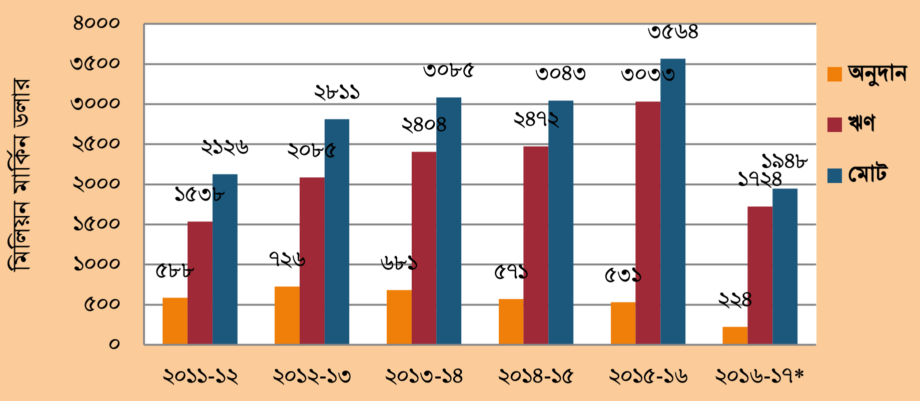

উৎসঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। * জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

সারণি ৪.১০: এক নজরে বাজেট

(অংকসমূহ কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০১৬-১৭	প্রকৃত ২০১৫-১৬
রাজস্ব প্রাপ্তি (বিবরণী-১)	**২৪২৭৫২**	**১৪৫৯৬৬**
করসমূহ	২১০৪০২	১২৮৭৯৮
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রণাধীন করসমূহ	২০৩১৫২	১২৩৯৭৭
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত করসমূহ	৭২৫০	৪৮২১
কর ব্যতীত প্রাপ্তি	৩২৩৫০	১৭১৬৭
বৈদেশিক অনুদান	**৫৫১৬**	**২৩২৪**
মোট প্রাপ্তি	**২৪৮২৬৮**	**১৪৮২৯০**
অনুন্নয়নমূলক ব্যয়	২১৫৭৪৪	১২৯৫২৬
অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়	১৮৮৯৬৬	১১৮৯৯৪
অভ্যন্তরীণ ঋণের সুদ	৩৮২৪০	২৯৪৩৬
বৈদেশিক ঋণের সুদ	১৭১১	১৫৩৭
অনুন্নয়ন মূলধন ব্যয়/২	২৬৭৭৮	১০৫৩৩
খাদ্য হিসাব/৩	**- ৫৯৪**	**২১৩১**
ঋণ ও অগ্রিম (নীট)/৪	**৮৪২৮**	**৯০৪৭**
উন্নয়নমূলক ব্যয়	**১১০৭০০**	**৭০৬৭৫**
রাজস্ব বাজেট হতে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচি/৫	৩৫৪	৫৭৭
এডিপি বহির্ভূত প্রকল্প	৪১৪৭	২৩৪৬
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/৬	১১০৭০০	৬০৩৭৭
কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি (এডিপি বহির্ভূত) ও স্থানান্তর/৭	১৮২৬	৩৭৭
মোট-ব্যয়	**৩৪০৬০৫**	**২০৪৩৮০**
সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদানসহ)	- ৯২৩৩৭	-৬৫২৪৫
(জিডিপির শতকরা হার)	- ৪.৭	-৪.৩
সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত)	-৯৭৮৫৩	-৫৮,৪১৪
(জিডিপির শতকরা হার)	- ৫.০	- ৩.৯
বৈদেশিক ঋণ-নীট	**৩০৭৮৯**	**৪,৯০৯**
বৈদেশিক ঋণ	৩৮,৯৪৭	১১৯৯০
বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ	- ৮১৫৮	-৭০৮২
অভ্যন্তরীণ ঋণ	**৬১৫৪৮**	**৫১১৬৯**
ব্যাংকিং ব্যবস্থা হতে অর্থায়ন (নীট)	৩৮৯৩৮	৫১৪
দীর্ঘমেয়াদি ঋণ (নীট)	২৮৯১০	১১,৮৯৮
স্বল্পমেয়াদি ঋণ (নীট)	১০০২৮	-১১,৩৮৪
ব্যাংক বহির্ভূত ঋণ (নীট)	২২,৬১০	৫০৬৫৬
জাতীয় সঞ্চয় কার্যক্রম (নীট)	১৯৬১০	২৮৭০৫
অন্যান্য	৩০০০	২১৯৫০
মোট অর্থসংস্থান	**৯২৩৩৭**	**৫৬০৭৭**
মেমোরেন্ডাম আইটেমঃ জিডিপি:	**১৯৬১০১৭**	**১৫১৩৬০০**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ । **নোট:** জিডিপির ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬।

পঞ্চম অধ্যায়

মুদ্রা ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক বাজার উন্নয়ন

মূল্যস্ফীতিকে সহনীয় পর্যায়ে স্থিতিশীল রাখা এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে মুদ্রানীতি অনুসৃত হচ্ছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের মুদ্রানীতিতে মূল্যস্ফীতির হারকে ৫.৮ শতাংশে সীমিত রাখার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। মূল্যস্ফীতির হার কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জন্য ব্যাপক মুদ্রা ও রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ১৫.৫ শতাংশ ও ১৪.০ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি,২০১৭ শেষে বার্ষিক ভিত্তিতে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধির হার ১৩.৩৫ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ১৩.১১ শতাংশ। ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ শেষে বার্ষিক ভিত্তিতে অভ্যন্তরীণ ঋণ ও বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি হয় যথাক্রমে ১১.৯৩ শতাংশ ও ১৫.৮৮ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল যথাক্রমে ১১.০০ শতাংশ ও ১৫.১১ শতাংশ। অন্যদিকে, আমানতের ভারিত গড় সুদ হার এবং ঋণের ভারিত গড় সুদ হার ক্রমাগতভাবে হ্রাসের ফলে ঋণ ও আমানতের ভারিত গড় সুদ হারের ব্যবধান (spread) ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ শেষে ৪.৮১ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ফেব্রুয়ারি,২০১৭ শেষে ৪.৬৯ শতাংশে দাঁড়ায়। ব্যাপক মুদ্রার পরিমাণ জিডিপি'র অনুপাতে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে যা গত ২০১৫-১৬ অর্থবছর শেষে ৫২.৯৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এছাড়াও,আর্থিক সেবা বঞ্চিত ও তৃণমূল পর্যায়ের বিশাল জনসাধারণকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির (financial inclusion) আওতায় নিয়ে আসার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে উভয় পুঁজিবাজারের (ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ) মূল্যসূচক ও বাজার মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পুঁজিবাজারে সাধারণ বিনিয়োগকারিদের আস্থা ফিরিয়ে এনে স্থিতিশীল ও যথাযথভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্কারমূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রয়েছে।

মুদ্রানীতি ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনা

মুদ্রানীতির মূল লক্ষ্য হলো মূল্যস্ফীতিকে সহনীয় পর্যায়ে রেখে প্রয়োজনীয় অর্থায়নের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সহায়তা করা। বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি ৫.৮ শতাংশে সীমিত রাখা এবং ৭.২ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছর এর মুদ্রানীতি কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আলোকে ব্যাপক মুদ্রা এবং রিজার্ভ মুদ্রা বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে অর্থবছর শেষে (জুন,২০১৭) যথাক্রমে ১৫.৫ শতাংশ এবং ১৪.০ শতাংশ। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ সময়ে ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৪.৫৩ শতাংশ, যেখানে বিগত অর্থবছরের একই সময়ে ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি ছিল ৭.২৯ শতাংশ। মূলত নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ এবং নীট বৈদেশিক সম্পদের মন্থর প্রবৃদ্ধির ফলে আলোচ্য সময়ে ব্যাপক মুদ্রার সরবরাহের প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়েছে। উল্লেখ্য, আমদানি প্রবৃদ্ধিতে গতিশীলতা বৃদ্ধি, রপ্তানি প্রবৃদ্ধির শ্লথগতি এবং রেমিট্যান্সের আন্তঃপ্রবাহ হ্রাসের কারণে জুলাই-ফেব্রুয়ারি,২০১৭ সময়ে নীট বৈদেশিক সম্পদের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৮.৩১ শতাংশ, যেখানে গত অর্থবছরের একই সময়ে নীট বৈদেশিক সম্পদের প্রবৃদ্ধি ছিল ১৩.৪৫ শতাংশ।

রাজস্ব আয়ের উচ্চ প্রবৃদ্ধি এবং ব্যাংক-বহির্ভূত উৎস (সঞ্চয়পত্র) হতে সরকারের লক্ষ্যমাত্রার অতিরিক্ত অর্থ আহরণের ফলে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথমার্ধে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পায়, যা সরকারি খাতে নীট ঋণ এবং নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রবৃদ্ধি হ্রাসে প্রভাব ফেলে। অন্যদিকে, জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ সময়ে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় কিছুটা মন্থর হলেও ফেব্রুয়ারি,২০১৭ শেষে বার্ষিক ভিত্তিতে তা ১৫.৮৮ শতাংশে দাঁড়ায়, যেখানে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ শেষে বার্ষিক ভিত্তিতে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ছিল ১৫.১১ শতাংশ। উল্লেখ্য, ২০১৬-১৭ অর্থবছর শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপন ছিল ১৬.৫ শতাংশ। মূলত কৃষি উৎপাদনের অনুকূল পরিস্থিতি, আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্যের স্থিতিশীলতা, প্রাজ্ঞ রাজস্ব নীতি এবং সতর্ক মুদ্রানীতি ভঙ্গি অনুসরণের কারণে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথমার্ধ শেষে মূল্যস্ফীতির নিম্নমুখী ধারা পরিলক্ষিত হয় এবং ডিসেম্বর ২০১৬ শেষে গড় বার্ষিক মূল্যস্ফীতি মুদ্রানীতিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ৫.৮ শতাংশের চেয়েও নিচে (৫.৫ শতাংশে) নেমে আসে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের মুদ্রানীতিতে দেশে বিনিয়োগ

ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বাজারভিত্তিক সুদহারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে রেপো এবং রিভার্স রেপোর সুদ হার ৫০ বেসিস পয়েন্ট কমানো হলেও ব্যাংক ব্যবস্থায় বিদ্যমান পর্যাপ্ত তারল্য এবং মূল্যস্ফীতির নিম্নগামিতার প্রেক্ষিতে রেপো ও রিভার্স রেপোর হার এ বছর অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। তবে, ব্যাংক ব্যবস্থায় বিরাজমান তারল্য, মূল্যস্ফীতির নিম্নমুখী ধারা এবং ব্যাংকগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে জুলাই-ফেব্রুয়ারি,২০১৭ সময়কালে ব্যাংক ঋণের সুদ হারে নিম্নমুখী ধারা পরিলক্ষিত হয়।

লেখচিত্র ৫.১: ব্যাপক মুদ্রার উপাদানসমূহের গতিধারা (বছরভিত্তিতে শতকরা পরিবর্তন)

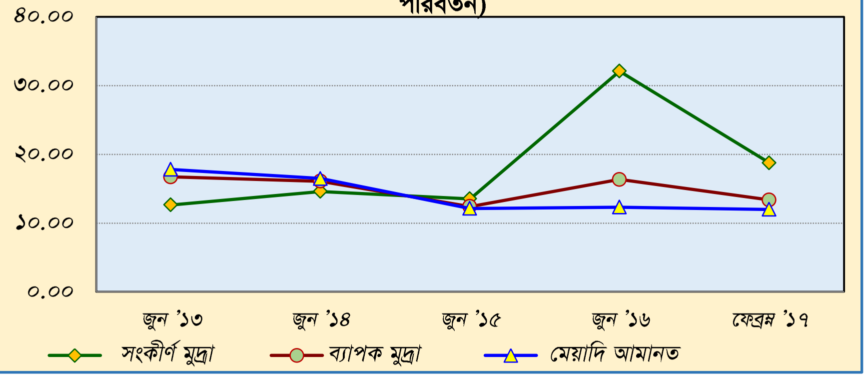

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

মুদ্রার সূচকসমূহের গতিধারা

২০১৬-১৭ অর্থবছর এর ফেব্রুয়ারি,২০১৭ শেষে বছরভিত্তিতে (year-on-year) রিজার্ভ মুদ্রা (Reserve Money), ব্যাপক মুদ্রা (Broad Money) এবং সংকীর্ণ মুদ্রার (Narrow Money) প্রবৃদ্ধি পেয়েছে। আলোচ্য সময়ে সরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেলেও বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির ফলে ব্যাপক মুদ্রা প্রবৃদ্ধি হয়েছে। উল্লেখ্য, অর্থবছর ২০১৫-১৬ শেষে জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি ও মুদ্রার ব্যাপক প্রবৃদ্ধির (৩৮.৮১ শতাংশ) ফলে সংকীর্ণ মুদ্রার উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। সারণি ৫.১-এ মুদ্রার সূচকসমূহের গতিধারা দেখানো হলো:

সারণি ৫.১: মুদ্রার সূচকসমূহের গতিধারা

(মেয়াদ শেষে বছরভিত্তিতে শতকরা পরিবর্তন)

সূচক	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	ফেব্রুয়ারি,১৬	ফেব্রুয়ারি,১৭
সংকীর্ণ মুদ্রা	১৭.১৮	৬.৪২	১২.৬৫	১৪.৬০	১৩.৫৩	৩২.১০	১৬.১৪	১৮.৭৭
ব্যাপক মুদ্রা	২১.৩৪	১৭.৩৯	১৬.৭১	১৬.০৯	১২.৪২	১৬.৩৫	১৩.১১	১৩.৩৫
রিজার্ভ মুদ্রা	২১.০৩	৮.৯৯	১৫.০২	১৫.৪৬	১৪.৩৩	৩০.১২	১৫.৫১	১৮.২৬

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

সংকীর্ণ মুদ্রা (এম১)

২০১৫-১৬ অর্থবছর শেষে সংকীর্ণ মুদ্রা ৩২.১০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, ২০১৪-১৫ অর্থবছর শেষে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১৩.৫৩ শতাংশ। ২০১৬-১৭ অর্থবছর এর ফেব্রুয়ারি শেষে সংকীর্ণ মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৮.৭৭ শতাংশ যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ১৬.১৪ শতাংশ। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি,২০১৭ শেষে সংকীর্ণ মুদ্রার উপাদানের মধ্যে জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা (ব্যাংক-বহির্ভূত মুদ্রা) ১৯.৫১ শতাংশ ও তলবি আমানত ১৭.৮৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববতী অর্থবছরের একই সময়ে জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা (ব্যাংক-বহির্ভূত মুদ্রা) ১৩.৩৩ শতাংশ এবং তলবি আমানত ১৯.৮৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল ।

ব্যাপক মুদ্রা (এম ২)

ব্যাপক মুদ্রার (এম২) স্থিতি জুন ২০১৬ শেষে ৯,১৬,৩৭৭.৯ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, যা জুন ২০১৫ শেষে ৭,৮৭,৬১৩.৭ কোটি টাকা ছিল। ২০১৬-১৭ অর্থবছর এর ফেব্রুয়ারি,২০১৭ শেষে ব্যাপক মুদ্রা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৩.৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৯,৫৭,৮৮৬.৫ কোটি টাকায়

দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১৩.১১ শতাংশ। ব্যাপক মুদ্রার উপাদান হলো সংকীর্ণ মুদ্রা ও মেয়াদি আমানত। আলোচ্য অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি,২০১৭ শেষে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় মেয়াদি আমানত ১২.০০ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা ফেব্রুয়ারি,২০১৬ শেষে ১২.৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

সারণি- ৫.২-এ ব্যাপক মুদ্রার (এম২) উপাদানগুলোর তুলনামূলক অবস্থা এবং লেখচিত্র ৫.১ ও ৫.২ এ যথাক্রমে ব্যাপক মুদ্রা (এম২) পরিবর্তনের কারণসূচক উপাদানগুলোর গতিধারা ও উপাদানভিত্তিক শতকরা বিভাজন উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ৫.২: মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

সূচক	জুন, ২০১৩	জুন, ২০১৪	জুন, ২০১৫	জুন, ২০১৬	ফেব্রুয়ারি১৬	ফেব্রুয়ারি১৭
মেয়াদ শেষে স্থিতি (কোটি টাকা)						
১. নীট বৈদেশিক সম্পদ	১১৩২৫০.১	১৬০০৫৬.৬	১৮৯২২৮.৮	২৩৩১৩৫.৬	২১৪৬৭০.৬	২৫২৪৯৮.৩
২. নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	৪৯০২৫৫.৩	৫৪০৫৬৬.৯	৫৯৮৩৮৪.৯	৬৮৩২৪২.৩	৬৩০৩৬৫.৪	৭০৫৩৮৮.২
ক) অভ্যন্তরীণ ঋণ[১/]	৫৭১৭৩৭.১	৬৩৭৯০৬.২	৭০১৫২৬.৫	৮০১২৮০.১	৭৪৭৬৭২.৬	৮৩৬৮৮০.২
১) সরকারি খাত (নীট)	১১০১২৪.৬	১১৭৫২৯.৪	১১০২৫৭.৩	১১৪২১৯.৬	১০২৬৯২.২	৯৩৫২৫.৬
২) রাষ্ট্রায়ত্ত খাত	৯৪৫৫.৩	১২৭৩৬.৯	১৬৬৬৯.৮	১৬০৫১.১	১৭০১৯.৯	১৫৬৫৩.৬
৩) বেসরকারি খাত	৪৫২১৫৭.২	৫০৭৬৩৯.৯	৫৭৪৫৯৯.৪	৬৭১০০৯.৪	৬২৭৯৬০.৫	৭২৭৭০১.০
(খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-৮১৪৮১.৮	-৯৭৩৩৯.৩	-১০৩১৪১.৬	-১১৮০৩৭.৮	-১১৭৩০৭.২	-১৩১৪৯২.০
৩. সংকীর্ণ মুদ্রা (এম১)	১২৩৬০৩.১	১৪১৬৪৫.১	১৬০৮১৩.৮	২১২৪৩০.৭	১৬৮৯৯৭.৪	২০০৭১১.৩
ক) জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা	৬৭৫৫২.৯	৭৬৯০৮.৪	৮৭৯৪০.৮	১২২০৭৪.৫	৯৪১৩৭.৪	১১২৪৯৯.৭
খ) তলবি আমানত[২/]	৫৬০৫০.২	৬৪৭৩৬.৭	৭২৮৭৩.০	৯০৩৫৬.২	৭৪৮৬০.০	৮৮২১১.৬
৪. মেয়াদি আমানত	৪৭৯৯০২.৩	৫৫৮৯৭৮.৪	৬২৬৭৯৯.৯	৭০৩৯৪৭.২	৬৭৬০৩৮.৬	৭৫৭১৭৫.২
৫. ব্যাপক মুদ্রা (এম২){(১)+(২) অথবা (৩)+(৪)}	৬০৩৫০৫.৪	৭০০৬২৩.৫	৭৮৭৬১৩.৭	৯১৬৩৭৭.৯	৮৪৫০৩৬.০	৯৫৭৮৮৬.৫
শতকরা পরিবর্তন (%)						
১. নীট বৈদেশিক সম্পদ	৪৩.৬৮	৪১.৩৩	১৮.২৩	২৩.২০	২৫.১০	১৭.৬২
২. নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	১১.৮৬	১০.২৬	১০.৭০	১৪.১৮	৯.৫৩	১১.৯০
ক) অভ্যন্তরীণ ঋণ	১১.০২	১১.৫৭	৯.৯৭	১৪.২২	১১.০০	১১.৯৩
১) সরকারি খাত (নীট)	২০.০৫	৬.৭২	-৬.১৯	৩.৫৯	-৭.২৪	-৮.৯৩
২) রাষ্ট্রায়ত্ত খাত	-৩৮.৩৭	৩৪.৭১	৩০.৮৮	-৩.৭১	-১.৮৫	-৮.০৩
৩) বেসরকারি খাত	১০.৮৫	১২.২৭	১৩.১৯	১৬.৭৮	১৫.১১	১৫.৮৮
(খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	৬.২৬	১৯.৪৬	৫.৯৬	১৪.৪৪	১৯.৬০	১২.০৯
৩. সংকীর্ণ মুদ্রা (এম১)	১২.৬৫	১৪.৬০	১৩.৫৩	৩২.১০	১৬.১৪	১৮.৭৭
ক) জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা	১৫.৬৪	১৩.৮৫	১৪.৩৪	৩৮.৮১	১৩.৩৩	১৯.৫১
খ) তলবি আমানত	৯.২৫	১৫.৫০	১২.৫৭	২৩.৯৯	১৯.৮৯	১৭.৮৪
৪. মেয়াদি আমানত	১৭.৮০	১৬.৪৮	১২.১৩	১২.৩১	১২.৩৮	১২.০০
৫. ব্যাপক মুদ্রা (এম২) {(১)+(২) অথবা (৩)+(৪)}	১৬.৭১	১৬.০৯	১২.৪২	১৬.৩৫	১৩.১১	১৩.৩৫

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক, নোট: ১/ পুঞ্জিভুত সুদ অন্তর্ভুক্ত, ২/ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারি এজেন্সিগুলোর আমানত অন্তর্ভুক্ত

লেখচিত্রঃ ৫.২ ব্যাপক মুদ্রার উৎপাদনভিত্তিক বিভাজন

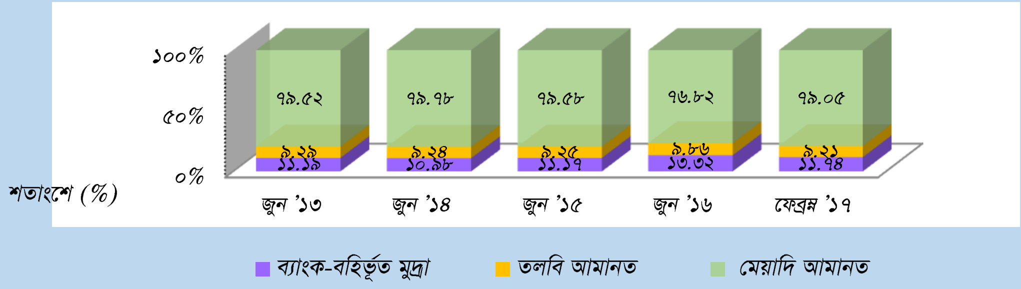

অভ্যন্তরীণ ঋণ

২০১৫-১৬ অর্থবছর শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছিল ১৪.২২ শতাংশ, পূর্ববতী অর্থবছরে এ বৃদ্ধির হার ছিল ৯.৯৭ শতাংশ। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি,২০১৭ শেষে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ ১১.৯৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, পূর্ববতী অর্থবছরের একই সময়ে বৃদ্ধির হার ছিল ১১.০০ শতাংশ। ২০১৬-১৭ অর্থবছর এর ফেব্রুয়ারি,২০১৭ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১৫.৮৮ শতাংশ, পূর্ববতী অর্থবছরের একই সময়ে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৫.১১ শতাংশ। আলোচ্য সময়ে সরকারি খাতে নীট ঋণ হ্রাস পায় ৮.৯৩ শতাংশ যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে তা ৭.২৪ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি,২০১৭ শেষে সরকারি খাতের নীট ঋণের পরিমাণ মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রায় ১১.১৮ শতাংশ। বেসরকারি খাতে ঋণের পরিমাণ মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রায় ৮৬.৯৫ শতাংশ, যা জুন ২০১৬ শেষে ৮৩.৭৪ শতাংশ ছিল।

রিজার্ভ মুদ্রা

২০১৫-১৬ অর্থবছর শেষে রিজার্ভ মুদ্রার স্থিতি ১,৯৩,২০১.০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, যা ২০১৪-১৫ অর্থবছর শেষে ১,৪৮,৪৮২.০ কোটি টাকা ছিল। জুন ২০১৫ এর তুলনায় জুন ২০১৬ শেষে রিজার্ভ মুদ্রা ৩০.১২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল, পূর্ববর্তী অর্থবছরে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১৪.৩৩ শতাংশ। ২০১৫-১৬ অর্থবছর শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ ২৩.৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের শেষে ২০.২৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২০১৬-১৭ অর্থবছর এর ফেব্রুয়ারি,২০১৭ শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ ১৮.৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়; ফেব্রুয়ারি,২০১৬ শেষে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ২৬.২০ শতাংশ। ফেব্রুয়ারি,২০১৭ শেষে রিজার্ভ মুদ্রা ১৮.২৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একইসময়ে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১৫.৫১ শতাংশ। উপাদানভিত্তিক রিজার্ভ মুদ্রার বিস্তারিত বিবরণ সারণি ৫.৩-এ এবং উৎসভিত্তিক রিজার্ভ মুদ্রা পরিস্থিতি সারণি ৫.৪ -এ উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ৫.৩: রিজার্ভ মুদ্রার উপাদানসমূহ

রিজার্ভ মুদ্রার উপাদান	জুন,২০১৩	জুন, ২০১৪	জুন, ২০১৫	জুন, ২০১৬	ফেব্রুয়ারি,১৬	ফেব্রুয়ারি,১৭
মেয়াদ শেষে স্থিতি (কোটি টাকা)						
১. ইস্যুকৃত মুদ্রা/নোট	৭৫৩৭২.৩	৮৫৪৮৫.২	৯৮১৫৩.৯	১৩২৩০৪.৯	১০৩৭৬৪.৮	১২৩৫০৭.৮
২. তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি	৩৬৮০৩.৪	৪৩৯৯৭.৭	৪৯৮৩৮.৯	৬০২৯৯	৫৭৩৯৪.৯	৬৭১০৫.২
৩. অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি	৩১৩.৭	৩৯২.৪	৪৮৯.২	৫৯৭.১	৫৬৩.৩	৬৩৯.৯
৪. রিজার্ভ মুদ্রা (১+২+৩)	**১১২৪৮৯.৪**	**১২৯৮৭৫.৩**	**১৪৮৪৮২.০**	**১৯৩২০১.০**	**১৬১৭২৩.০**	**১৯১২৫২.৯**
শতকরা পরিবর্তন (%)						
১. ইস্যুকৃত মুদ্রা/নোট	১৬.১৪	১৩.৪২	১৪.৮২	৩৪.৭৯	১২.২২	১৯.০৩
২. তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি	১২.৬৮	১৯.৫৫	১৩.২৮	২০.৯৯	২১.৮৮	১৬.৯২
৩. অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি	২৮.৬২	২৫.০৯	২৪.৬৭	২২.০৬	২৩.১৩	১৩.৬০
৪. রিজার্ভ মুদ্রা	**১৫.০২**	১৫.৪৬	১৪.৩৩	৩০.১২	১৫.৫১	১৮.২৬

সারণি ৫.৪: রিজার্ভ মুদ্রার উৎস

রিজার্ভ মুদ্রার উৎস	জুন, ২০১৩	জুন, ২০১৪	জুন, ২০১৫	জুন, ২০১৬	ফেব্রুয়ারি,১৬	ফেব্রুয়ারি,১৭
মেয়াদ শেষে স্থিতি (কোটি টাকা)						
১. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ	১০৩২৪৬.০	১৪৭৪৯৬.৬	১৭৭৩৯৩.৭	২১৮৯০৪.১	২০৩০৩২.৪	২৪০১৯১.৫
২. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	৯২৪৩.৪	-১৭৬২১.৩	-২৮৯১১.২	-২৫৭০২.৮	-৪১৩০৯.৪	-৪৮৯৩৮.৬
ক. বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবি	৪২৮২২.৭	১৫৫৯৫.২	১৩২৭৬.১	২৬৩৮০.৫	১৩৯৬২.২	১১৩৩৮.৫
ক.১. সরকারের নিকট	২৭০৬৯.০	৩৮৪০.৬	৮১০.৫	১৩৩৭৩.৭	১১০০.৯	-৪৭০.৩
ক.২. অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের নিকট	১৩৫৪.৫	১২০২.৭	২১৬০.৮	২০১৫.৫	২০৮১.৪	১৮৭১.৩
ক.৩. তফসিলি ব্যাংকগুলোর নিকট	১০২১৯.০	৬২৭৯.২	৫৬৫৯.২	৬০২৪.৪	৫৯৫৬.৫	৫০৯৭.৫
ক.৪.অ-ব্যাংক আমানতগ্রহণকারী সংস্থার নিকট	৪১৮০.২	৪২৭২.৭	৪৬৮৫.৬	৪৯৬৬.৯	৪৮২৩.৪	৪৮৪০.০
খ. অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-৩৩৫৭৯.৩	-৩৩২১৬.৫	-৪২১৮৭.৩	-৫২০৮৩.৩	-৫৫২৭১.৬	-৬০২৭৭.১

রিজার্ভ মুদ্রার উৎস	জুন, ২০১৩	জুন, ২০১৪	জুন, ২০১৫	জুন, ২০১৬	ফেব্রুয়ারি,১৬	ফেব্রুয়ারি,১৭
৩. রিজার্ভ মুদ্রা (১+২)	**১১২৪৮৯.৪**	**১২৯৮৭৫.৩**	**১৪৮৪৮২.৫**	১৯৩২০১.৩	**১৬১৭২৩.০**	**১৯১২৫২.৯**
শতকরা পরিবর্তন (%)						
১. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ	৪৯.৭৮	৪২.৮৬	২০.২৭	২৩.৪০	২৬.২০	১৮.৩০
২. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	-৬৭.৯৯	-২৯০.৬৪	৬৪.০৭	-১১.১০	-৩৬৭.৬২	১৮.৪৭
ক. বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবি	-৩৪.৩৮	-৬৩.৫৮	-১৪.৮৭	৯৮.৭১	-৭৩.৭৯	-১৮.৭৯
ক.১. সরকারের নিকট	-২৮.৪৯	-৮৫.৮১	-৭৮.৯০	১৫৫০.০৬	-১১৬.৮৮	-১৪২.৭২
ক.২. অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের নিকট	১৪.৬০	-১১.২১	৭৯.৬৬	-৬.৭২	০.৫২	-১০.০৯
ক.৩. তফসিলি ব্যাংকগুলোর নিকট	-৫৪.৮৪	-৩৮.৫৫	-৯.৮৭	৬.৪৫	-২১.০০	-১৪.৪২
ক.৪.অ-ব্যাংক আমানতগ্রহণকারী সংস্থার নিকট	১৬.১৬	২.২১	৮.৭৩	৬.৯২	৫.৩৪	০.৩৪
খ. অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-৭.৭২	-১.০৮	২৭.০১	২৩.৪৬	৪৬.০৮	৯.০৬
৩. রিজার্ভ মুদ্রা	**১৫.০২**	**১৫.৪৬**	**১৪.৩৩**	৩০.১২	১৫.৫১	১৮.২৬

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৫.৪ হতে দেখা যাচ্ছে যে, ২০১৫-১৬ অর্থবছর শেষে সরকারের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবি ১২,৫৬৩.২ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়, যা ২০১৪-১৫ অর্থবছর শেষে ৩,০৩০.১ কোটি টাকা হ্রাস পেয়েছিল। এ সময়ে তফসিলি ব্যাংকসমূহের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবি ৬.৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা ২০১৪-১৫ অর্থবছর এ ৯.৮৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। ২০১৬-১৭ অর্থবছর এর ফেব্রুয়ারি,২০১৭ শেষে সরকারের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবি ১৪২.৭২ শতাংশ হ্রাস পায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ১১৬.৮৮ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। এ সময়ে তফসিলি ব্যাংকসমূহের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবি ১৪.৪২ শতাংশ হ্রাস পায়, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ২১.০০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। একই সময়ে অন্যান্য রাষ্ট্রীয় খাতের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবি ১০.০৯ শতাংশ হ্রাস পায়, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ০.৫২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

মুদ্রার গুণক (Money Multiplier)

অর্থবছর ২০১৫-১৬ এ রিজার্ভ মুদ্রার তুলনায় ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি কম হওয়ায় ব্যাপক মুদ্রা গুণক জুন ২০১৫ শেষের ৫.৩০৪ থেকে হ্রাস পেয়ে জুন ২০১৬ শেষে ৪.৭৪৩ এ দাঁড়ায়। ২০১৬-১৭ অর্থবছর এর ফেব্রুয়ারি মাস শেষে মুদ্রা গুণক ৫.০০৮ এ দাঁড়ায়। ফেব্রুয়ারি,২০১৭ শেষে রিজার্ভ-আমানত অনুপাত ০.০৯৪ এবং মুদ্রা-আমানত অনুপাত ০.১৩৩ হয়।

মুদ্রার আয় গতি (Income Velocity of Money)

মুদ্রার আয় গতি ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে ২০১৫-১৬ অর্থবছর শেষে ১.৮৯ শতাংশে দাঁড়ায় যা অর্থনীতিতে ক্রমবর্ধমান মুদ্রায়ন (monetisation) নির্দেশ করে। সারণি ৫.৫ এবং লেখচিত্র ৫.৩-এ জিডিপি'র শতকরা হারে ব্যাপক মুদ্রার গতিধারা দেখানো হলো:

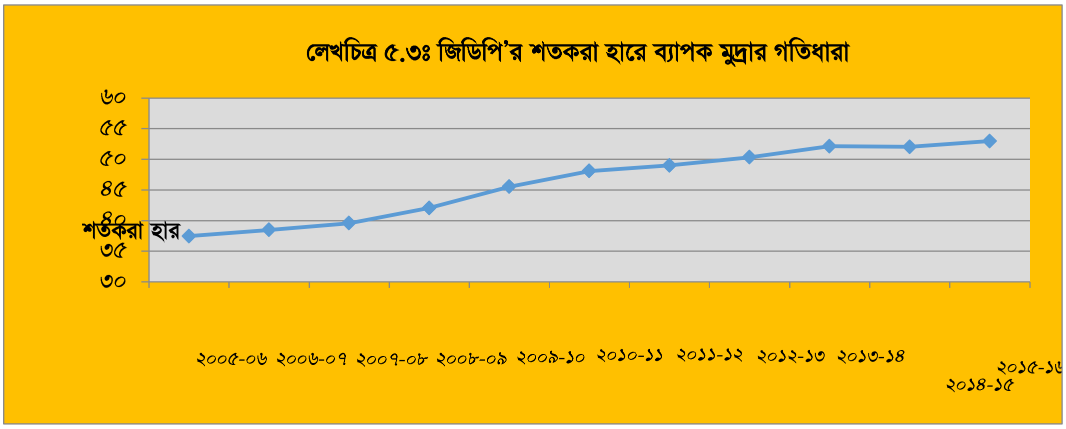

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৫.৫:মুদ্রার আয় গতিধারা

(বিলিয়ন টাকায়)

অর্থবছর	চলতি বাজার মূল্যে মোট দেশজ উৎপাদন (GDP)	ব্যাপক মুদ্রা (M2)	মুদ্রার আয় গতি (GDP/M2)	ব্যাপক মুদ্রার (জিডিপি'র শতকরা হার)
২০১০-১১	৯১৫৮.৩	৪৪০৫.২	২.০৮	৪৮.১০
২০১১-১২	১০৫৫২.০	৫১৭১.১	২.০৪	৪৯.০১
২০১২-১৩	১১৯৮৯.২	৬০৩৫.১	১.৯৯	৫০.৩৪
২০১৩-১৪	১৩৪৩৬.৭	৭০০৬.২	১.৯২	৫২.১৪
২০১৪-১৫	১৫১৫৮.০২	৭৮৭৬.১	১.৯২	৫২.০৪
২০১৫-১৬ সা	১৭২৯৫.৭	৯১৬৩.৭৮	১.৮৯	৫২.৯৮
২০১৬-১৭(ফেব্রুয়ারি) সা	-	৯৫৭৮.৮৭	-	-

সা=সামায়িক, ফে = ফেব্রুয়ারি ২০১৬।

সারণি ৫.৫ হতে দেখা যাচ্ছে যে মুদ্রার আয় গতি ২০১০-১১ অর্থবছর শেষের ২.০৮ অর্থবছর থেকে ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে ২০১৫-১৬ শেষে ১.৮৯-এ দাঁড়িয়েছে, যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ছিল ১.৯২। মূলত ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধির হার চলতি বাজার মূল্যের জিডিপির প্রবৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি হচ্ছে বলে মুদ্রার আয় গতি ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে এবং এ কারণেই জিডিপির শতকরা হারে ব্যাপক মুদ্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সুদের হার পরিস্থিতি

ব্যাংকগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে সুদের হার যৌক্তিকীকরণে বাংলাদেশ ব্যাংকের সময়োপযোগী নির্দেশনা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া, উচ্চতর ঝুঁকিবাহী ভোক্তা ঋণ (ক্রেডিট কার্ড ঋণসহ) ও এসএমই ঋণ ছাড়া অন্যান্য খাতে এবং আমানতের ভারিত গড় সুদ হারের ব্যবধান বা intermediation spread নিম্নতর এক অংক (lower single digit) অর্থাৎ ৫ শতাংশ পর্যায়ে সীমিত রাখার জন্য ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে ঋণ প্রদানের সুদের হার এবং আমানতের সুদের হার ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে। ঋণের ভারিত গড় সুদ হার ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ শেষে ১২.২৩ শতাংশ ছিল, যা কিছুটা হ্রাস পেয়ে ফেব্রুয়ারি,২০১৬ শেষে ১০.৯১ শতাংশে দাঁড়ায়। ফেব্রুয়ারি,২০১৭ শেষে তা আরো হ্রাস পেয়ে ৯.৭৭ শতাংশে দাঁড়ায়। একইভাবে, আমানতের ভারিত গড় সুদ হার ফেব্রুয়ারি ২০১৫ শেষে ৭.১৯ শতাংশ ছিল যা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ শেষে হ্রাস পেয়ে ৬.১০ শতাংশে দাঁড়ায় এবং আমানতের ভারিত গড় সুদ হার ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ শেষে আরও হ্রাস পেয়ে ৫.০৮ শতাংশে দাঁড়ায়। ফেব্রুয়ারি ২০১৫ শেষের ঋণ ও আমানতের ভারিত গড় সুদ হারের ব্যবধান (spread) ৫.০৪ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ শেষে ৪.৮১ শতাংশে দাঁড়ায়। আমানতের ভারিত গড় সুদ হার এবং ঋণের ভারিত গড় সুদ হার ক্রমাগতভাবে হ্রাসের ফলে ঋণ ও আমানতের ভারিত গড় সুদ হারের ব্যবধান (spread) ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ শেষের ৪.৮১ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ শেষে ৪.৬৯ শতাংশে দাঁড়ায়। ফেব্রুয়ারি ২০১৫ থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত মাসভিত্তিক ঋণের ভারিত গড় সুদ হার, আমানতের ভারিত গড় সুদ হার এবং ঋণ ও আমানতের ভারিত গড় সুদ হারের ব্যাবধান লেখচিত্র- ৫.৪-এ দেখানো হলোঃ

লেখচিত্র ঃ ৫.৪: ভারিত গড় ঋণ ও আমানত সুদ হারের গতিধারা

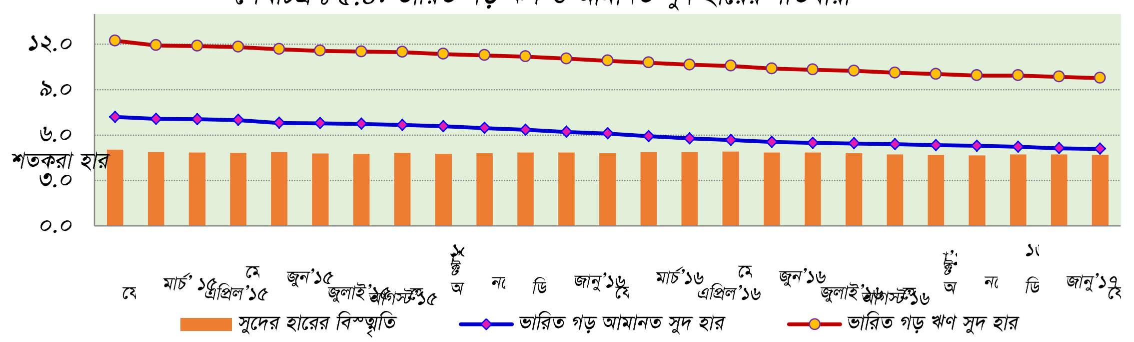

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

আর্থিক বাজার ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের আর্থিক বাজার মূলত ব্যাংক ও ব্যাংক-বহির্ভূত অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং পুঁজিবাজার নিয়ে গঠিত, যার মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক (SOCBs), বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক (PCBs), বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক (FCBs), সরকারি মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক (SBs), ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান (NBFIs), ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (ICB), হাউজ বিল্ডিং ফিন্যান্স কর্পোরেশন (HBFC) এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কর্পোরেশন (BSEC)।

ব্যাংকিং খাত

ফেব্রুয়ারি,২০১৭ এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট ৫৬টি তফসিলি ব্যাংক রয়েছে, যার মধ্যে ৬টি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, ২টি বিশেষায়িত ব্যাংক, ৩৯টি স্থানীয় বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং ৯টি বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক। তফসিলভুক্ত নয় এমন ৬টি ব্যাংকও কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে; সে ব্যাংকগুলো হলো- বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড, আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক, জুবিলী ব্যাংক এবং প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক। ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ শেষে ব্যাংকের ধরণ অনুযায়ী বাংলাদেশের ব্যাংক কাঠামো এবং ডিসেম্বর ২০১৬ শেষে মোট আমানত ও সম্পদের শতকরা অংশ সারণি-৫.৬ এ সন্নিবেশিত হলোঃ

সারণি: ৫.৬: বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা কাঠামো

ব্যাংকের ধরন	ব্যাংকের সংখ্যা	শাখার সংখ্যা *			মোট সম্পদের শতকরা অংশ **	মোট আমানতের শতকরা অংশ **
		শহরাঞ্চলে	গ্রামাঞ্চলে	মোট		
১। রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক	৬	১৩৭১ (৩৬.৯৫%)	২৩৩৯ (৬৩.০৫%)	৩৭১০ (১০০%)	২৭.৬	২৭.৮৫
২। বিশেষায়িত ব্যাংক	২	১১০ (৭.৮২%)	১২৯৭ (৯২.১৮%)	১৪০৭ (১০০%)	২.৫৮	২.৭৫
৩। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক	৩৯	২৬৪৩ (৫৯.০১%)	১৮৩৬ (৪৪.৯৯%)	৪৪৭৯ (১০০%)	৬৫.০২	৬৫.১৫
৪। বিদেশি ব্যাংক	৯	৭১ (১০০%)	০ (০.০%)	৭১ (১০০%)	৪.৮০	৪.২৫
মোট	**৫৬**	৪১৯৫ (৪৩.৪%)	৫৪৭২ (৫৬.৬১%)	**৯৬৬৭** (১০০%)	১০০	১০০

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক। * ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।, ** ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত।

সারণি ৫.৬ হতে দেখা যাচ্ছে যে, ফেব্রুয়ারি,২০১৭ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট ৫৬টি তফসিলি ব্যাংক ৯,৬৬৭টি শাখার মাধ্যমে গ্রাম ও শহরে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মোট সম্পদের ৬৫.০২ শতাংশ এবং মোট আমানতের ৬৫.১৫ শতাংশ বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্তর্গত। একই সময় পর্যন্ত মোট সম্পদের ২৭.৬ শতাংশ এবং মোট আমানতের ২৭.৮৫ শতাংশ রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্তর্গত।

ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের শিল্প, বাণিজ্য, গৃহায়ন, পরিবহণ ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতে অর্থায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত দেশে কার্যরত মোট আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩৩টি। এসব প্রতিষ্ঠানের মোট ২২৫টি শাখা দেশের বিভিন্ন স্থানে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ১০,৬৭৬.৫৫ কোটি টাকা; তন্মধ্যে পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৭,১৭৭.৫৫ কোটি টাকা এবং মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৮,৩৬৯.৮৫ কোটি টাকা। শিল্প, বাণিজ্য, গৃহায়ণ, ছাড়াও দেশের পুঁজিবাজারে এসব প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগ করে থাকে। ডিসেম্বর, ২০১৬ শেষে পুঁজিবাজারে প্রতিষ্ঠানগুলোর মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ১,৮৯২.৯৯ কোটি টাকা। ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত বিভিন্ন খাতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মোট বকেয়ার পরিমাণ দাঁড়ায় ৫,৩৭২.৩৮ কোটি টাকা। ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিবিধ পণ্য ও সেবার অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্যতা দূরীকরণের লক্ষ্যে এবং প্রতিষ্ঠানসমূহকে দক্ষতার সাথে নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য Guidelines on Products and Services of Financial Institutions in Bangladesh

জারি করা হয়। তাছাড়া, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সেবার মূল্য নির্ধারণে স্বচ্ছতা আনয়ন এবং সুস্থ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য Guidelines on the Base Rate System for Non-Bank Financial Institutions জারি করা হয়। উক্ত গাইডলাইনের আলোকে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তহবিল ব্যয় সূচক (Cost of Fund Index) মাসিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করা হচ্ছে। এছাড়াও দুর্বল ও সমস্যাগ্রস্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে সনাক্ত করার মাধ্যমে তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য সঠিক দিকনির্দেশনা ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য Guidelines on Early Warning System for Weak and Problem Financial Institutions প্রণয়ন করা হয়। তাছাড়াও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ও ঝুঁকিসমূহ সুষ্ঠুভাবে তদারকির জন্য বাৎসরিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীর উপর ভিত্তি করে Diagnostic Review Report (DRR) প্রস্তুত করা হচ্ছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কলমানি বাজার থেকে ঋণ গ্রহণের ভিত্তি 'নেট সম্পদ' থেকে পরিবর্তন করে 'ইক্যুইটি' করার নির্দেশনা সংক্রান্ত সার্কুলার সম্প্রতি জারি করা হয়েছে। কমার্শিয়াল পেপার ইস্যু, বিনিয়োগ, Guarantor এবং Issuing and Paying Agent হিসেবে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা এবং প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিপালনীয় বিষয় নির্ধারণের লক্ষ্যে Guidelines on Commercial Paper for Financial Institutions জারি করা হয়েছে।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি

সহজ উপায়ে মূলধারার আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সুবিধা-বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর নিকট আর্থিক পণ্য ও সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির (financial inclusion) আওতায় নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

- সমাজের সুবিধা বঞ্চিত এবং আর্থিক সেবা বহির্ভূত গোষ্ঠিকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় নিয়ে আসার জন্য বিভিন্ন সময়ে সার্কুলার জারি করে ন্যূনতম ১০ টাকা জমাকরণের মাধ্যমে ব্যাংকে হিসাব খোলার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর,২০১৬ পর্যন্ত এ খাতে প্রায় ১,৬৭,৫৫,২৫৮ টি হিসাব খোলা হয়েছে।
- সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ক্ষুদ্র/প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষক, ব্যবসায়ী, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, যারা প্রথাগত ব্যাংকিং সেবাবঞ্চিত, তাদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত ২০০ কোটি টাকার রিফাইন্যান্স স্কীমের আওতায় জানুয়ারি' ২০১৭ পর্যন্ত গ্রাহক পর্যায়ে প্রায় ৩৪ কোটি টাকার ঋণসুবিধা প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ৩৫ টি ব্যাংক এই স্কীমের আওতায় ঋণ প্রদান করছে।

স্কুল ব্যাংকিং

আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ প্রক্রিয়ার পরিধি বিস্তৃতকরণে এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চয়ের মানসিকতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ২০১০ সালে স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রম প্রচলনের জন্য সকল তফসিলি ব্যাংকে নির্দেশনা প্রদান করা হয় এবং স্কুল ব্যাংকিং বিষয়ে বিস্তারিত নীতিমালা জারি করে।

মুদ্রা ও ঋণ নীতির ক্ষেত্রে গৃহীত সংস্কারমূলক পদক্ষেপ

বাংলাদেশ ব্যাংক-এর সংস্কার

বাংলাদেশের আর্থিক খাতকে অধিকতর সুসংহত করে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আর্থিক বাজারের শক্তিশালী অবকাঠামো উন্নয়ন, বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান ক্ষমতার উন্নয়ন এবং উৎপাদনশীল খাতে দীর্ঘ মেয়াদি অর্থায়ন সুবিধা প্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (আইডিএ)-এর সহযোগীতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্ট-এফএসএসপি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির মোট ব্যয় ২,৭৫১.০০ কোটি টাকা (৩৫০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) যার মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব অর্থায়ন ৩৯৩.০০ কোটি টাকা (৫০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) এবং প্রকল্প সাহায্য ২,৩৫৮.০০ কোটি টাকা (৩০০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। প্রকল্পটির মেয়াদকাল ১ জুলাই ২০১৫ হতে ৩১ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত। এফএসএসপি'র আওতায় নিম্নোক্ত ৩টি প্রধান কম্পোনেন্টের অধীনে নানাবিধ উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হবে-

১. আর্থিক বাজারের অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ

এ কম্পোনেন্টের লক্ষ্য হলো বাংলাদেশের আর্থিক তথ্য-প্রযুক্তি খাত আরো জোরদারকরণ, বিশেষত (ক) পেমেন্ট ও সেটেলমেন্ট ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের ইলেকট্রনিক পরিশোধ ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ; (খ) ঋণ তথ্য ব্যুরোর সরবরাহকৃত তথ্যের মান বৃদ্ধি এবং ক্ষুদ্রঋণ তথ্য অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে ঋণ তথ্য ব্যুরোর আওতা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়ন; (গ) বাংলাদেশ ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের কাঠামো শক্তিশালীকরণ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে আন্তঃসংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে দেশের আর্থিক সিস্টেমের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং (ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে উন্নততর

আর্থিক বাজারের জন্য স্থিতিশীল এবং নিরাপদ প্ল্যাটফর্ম নিশ্চিতকরণ।

২. **প্রবিধি ও তত্ত্বাবধান সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ**

আর্থিক বাজার রেগুলেশনগুলোকে আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম রীতি-পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্য বিধানসহ ব্যাসেল-৩ কাঠামো নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুতিমূলক নানাবিধ উদ্যোগ, ব্যাংকিং খাতে দক্ষতার সাথে ঝুঁকি মোকাবিলার লক্ষ্যে ব্যাংকগুলোর নিজস্ব ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ ব্যাংক প্রচলিত তত্ত্বাবধান পদ্ধতির পরিবর্তে ঝুঁকিভিত্তিক তত্ত্বাবধান পদ্ধতি প্রবর্তন এবং এ সংক্রান্ত কর্মকান্ড কার্যকরভাবে সম্পন্নের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রস্তুত ও নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে।

৩. **উৎপাদনশীল খাতে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন সুবিধা প্রদান**

উৎপাদনশীল খাতে প্রযুক্তি এবং উৎপাদনগত উৎকর্ষতা সাধন এবং আন্তর্জাতিক মানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সামাজিক ও পরিবেশগত মান চর্চার মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির হার বজায় রাখার জন্য দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের চাহিদা রয়েছে। এ উদ্দেশ্যে প্রকল্পের এই কম্পোনেন্টের আওতায় অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের (Participating Financial Institutions- পিএফআই) মাধ্যমে নির্ধারিত মানদন্ডের উপর ভিত্তি করে উৎপাদনশীল খাতে উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করা হবে। উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানগুলোর নতুন ব্যবসা স্থাপন, সম্প্রসারণ এবং/অথবা আধুনিকায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ক্রয়সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য এ সুবিধা পাওয়া যাবে। পিএফআইসমূহ এবং ঋণগ্রহীতাদের প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তাও প্রদান করা হবে। ইতোমধ্যে ৩১টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের পিএফআই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় ১০০.১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমাণ ২২টি ঋণ আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে।

আইনগত সংস্কার

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ আদায় সম্পর্কিত যাবতীয় মামলা দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তির স্বার্থে অর্থ ঋণ আদালত আইন অনুযায়ী বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির (ADR) মাধ্যমে ঋণ আদায় প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার বিষয়ে ইতঃপূর্বে ব্যাংকসমূহকে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। ADR এর মাধ্যমে মামলা আরো দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহকে সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ/নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে। ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ (২০১৩ পর্যন্ত সংশোধিত) এর ৩৮, ৩৯, ৩৯ (ক), ৩৯ (খ) এবং ৪০ ধারার বিধানের আলোকে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি খসড়া গাইডলাইন্স (Guidelines on External Audit of Banks) প্রণয়ন করা হয়েছে যা চূড়ান্তকরণের কাজ বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংস্কার

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে (বিডিবিএল ব্যতীত) পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় সমঝোতা স্মারকের (MOU) আওতায় তদারকি করা হচ্ছে। সোনালী, জনতা, অগ্রণী এবং রূপালী ব্যাংকের ঋণ ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়ন এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদারকরণের লক্ষ্যে স্ব স্ব ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত ''ইন্টারনাল কন্ট্রোল এন্ড কমপ্লায়েন্স পলিসি'' পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত পলিসি বাস্তবায়নে ব্যাংকগুলোর অবস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক হতে মনিটরিং করা হচ্ছে। অন্যদিকে, বিশেষায়িত দুইটি ব্যাংককে (বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক) ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সমঝোতা স্মারকের (MOU) আওতায় তদারকি অব্যাহত রয়েছে।

মুদ্রা ও আর্থিক বাজার সংস্কার

- দেশের বিদ্যমান ব্যাংকগুলোকে প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিকমানে উন্নীত করার লক্ষ্যে ও দেশের সামগ্রিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার ভিত্তি আরও মজবুত ও শক্তিশালী করার জন্য মুদ্রা ও আর্থিক বাজার সংস্কারসহ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ২০১৫-১৬ অর্থবছরে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় অর্থবছর ২০১৬-১৭-তেও (জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে) নিম্নবর্ণিত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হয়েছেঃ ব্যাংকগুলোর তারল্য ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে ব্যাসেল-৩ এর আলোকে প্রবর্তিত তারল্য পর্যাপ্ততার দু'টি নতুন পরিমাপক Liquidity Coverage Ratio (LCR) ও Net Stable Funding Ratio (NSFR)-এর মাধ্যমে ব্যাংকগুলোর তারল্য ব্যবস্থা নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে।
- ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যাবস্থাপনা শক্তিশালী ও সময়োপযোগী করণের জন্য প্রণীত Comprehensive Risk Management Reporting (CRMR)-এর আলোকে ব্যাংকগুলোর Risk Management মনিটরিং করা হচ্ছে। এছাড়া পরিবর্তিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রাখার জন্য Risk

Management Guidelines for Banks রিভিউ করার কাজ চলছে।

- বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের অংশ হিসেবে Self Assessment of Antifraud Internal Control (SF)-এর আলোকে Fraud/Forgery নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। তাছাড়া, SF রিভিউএর কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

বক্স ৫.১: ব্যাসেল-৩ বাস্তবায়ন

বাংলাদেশ ব্যাংক ডিসেম্বর, ২০১৪ সালে ব্যাসেল কাঠামো বাস্তবায়নে রোডম্যাপ সহ মূলধন পর্যাপ্ততার সংশোধিত গাইডলাইন্স "Guidelines on Risk Based Capital Adequacy (Revised Regulatory Capital Framework for banks in line with Basel III)" জারি করে। উক্ত গাইডলাইন্স এর নীতিমালাসমূহ ১ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে জানুয়ারি ২০২০ সময় পর্যন্ত পর্যায়ক্রমিকভাবে বাস্তবায়নে বিশদ কার্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যাসেল-৩ নীতিমালায় ব্যাংকসমূহকে তাদের যাবতীয় বস্তুগত ঝুঁকির বিপরীতে পর্যাপ্ত মূলধন সংরক্ষণ ও তার কৌশল নির্ধারণসহ ভবিষ্যতে অনাকাঙ্ক্ষিত ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য পরিমিত তারল্য সংরক্ষণ করতে হয়। এই নীতিমালার মূল উদ্দেশ্য হলো ব্যাংক খাতকে অধিকতর স্থিতিশীলতা প্রদানের পাশাপাশি এর ঝুঁকি সহনশীলতা বাড়ানো এবং ব্যাংকসমূহকে একক ও সামগ্রিকভাবে ভবিষ্যত ব্যাংকিং খাতে উদ্ভূত আর্থিক বা অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় প্রস্তুত করা। এর আওতায় এখন থেকে ব্যাংকগুলোকে পর্যাপ্ত মূলধনের সাথে বিভিন্ন ঝুঁকিরোধক মূলধন তহবিল (capital buffer) সংরক্ষণ করতে হবে। ব্যাসেল-৩ নীতিমালায় মূলধনের গুণগতমান বাড়ানোর পাশাপাশি ব্যাংকসমূহের জন্য আবশ্যিকভাবে সংরক্ষণীয় মূলধনের পরিমাণও বাড়ানো হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের জারিকৃত ব্যাসেল-৩ সংক্রান্ত নীতিমালায় শতকরা ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের তুলনায় ন্যূনতম মূলধন হার ১০ শতাংশ এবং এর অতিরিক্ত হিসেবে ২.৫ শতাংশ এর সমপরিমাণ আপৎকালীন সুরক্ষা/বাফার(capital conservation buffer) রাখতে হবে যা Common Equity tier-1 (CET1) মূলধন হিসেবে সংরক্ষিত হবে। এই বাফার সংরক্ষণ ২০১৬ সাল হতে ০.৬২৫ হারে শুরু হয়েছে এবং ২০১৯ সাল নাগাদ তা ২.৫ ভাগ হবে। সংকটকালীন সময়ে ব্যাংকসমূহকে সুরক্ষা দেয়ার পাশাপাশি শেয়ার পুনঃক্রয় বা লভ্যাংশ প্রদান বা বিবেচনামূলক বোনাস প্রদানের বিধিনিষেধ পরিপালনের জন্য ব্যাংকসমূহকে আবশ্যিকভাবে আপৎকালীন বাফার সংরক্ষণ করতে হবে। উদাহরনস্বরূপ,কোন ব্যাংকের CET1 অনুপাত ৫.১২৫ হতে ৫.৭৫ এর মধ্যে থাকলে সেই ব্যাংককে পরবর্তী আর্থিক বছরে তার আয়ের ৮০ ভাগ সংরক্ষণ করতে হবে অর্থাৎ ব্যাংকটি তার কর পরবর্তি আয়ের শতকরা ২০ ভাগের বেশি বোনাস বা লভ্যাংশ বিতরণ করতে পারবে না। এছাড়াও ব্যাসেল-৩ এর আওতায় নতুন মূলধন পর্যাপ্ততার অনুপাতসমূহ নিম্ন বর্ণিত হারে সংরক্ষণ করতে হবেঃ

১. *tier-1 মূলধন হবে মোট ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের কমপক্ষে ৬ শতাংশ এবং tier-2 মূলধন মোট ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের সর্বোচ্চ ৪ শতাংশ বা CET1 মূলধনের ৮৮.৮৯ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারবে।*
২. *CET1 মূলধন হবে মোট ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের কমপক্ষে ৪.৫ শতাংশ। ব্যাসেল-৩ নীতিমালা অনুযায়ী ব্যাংকের CET1 Capital হিসাবায়নের ক্ষেত্রে শ্রেণিকৃত ঋণের বিপরীতে রক্ষিত Specific Provision এর ফলে সৃষ্ট Defferred tax Assets (DTA) এর সর্বোচ্চ ৫% CET1 মূলধন হিসেবে স্বীকৃতিযোগ্য হবে। তবে, অন্য যেকোন খাত হতে সৃষ্ট DTA পূর্বের ন্যায় CET1 Capital এর সাথে সমন্বয় করতে হবে।*
৩. *ব্যাংকের অশ্রেণিকৃত ঋণের বিপরীতে বিধি মোতাবেক রক্ষিত General Provision এর সম্পূর্ণ অংশ ব্যাংকের টিয়ার-২ মূলধন হিসেবে স্বীকৃত হবে।*

তফসিলি ব্যাংকসমূহ ৩১ মার্চ, ২০১৫ তারিখ হতে মূলধন পর্যাপ্ততার বিবরণী ব্যাসেল-৩ এর আলোকে প্রস্তুত করছে। সে অনুযায়ী ৩১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে ব্যাংকিং খাতে ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের তুলনায় গড় মূলধন হার (CRAR) ১০.৩১ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় কিছুটা কমেছে (১০.৮৪ শতাংশ, ডিসেম্বর'১৫)।

পেমেন্ট সিস্টেমস্-এর অগ্রগতি

আধুনিক পেমেন্ট সিস্টেমস্ প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক পেমেন্ট সিস্টেমস এর কৌশলপত্র প্রণয়ন; অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউস স্থাপন ও এর সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালন; মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস এর অনুমোদন প্রদান ও যথাযথ পরিবীক্ষণ; ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ এর উন্নয়ন এবং ই-পেমেন্ট সিস্টেমস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ; পেমেন্ট সিস্টেম সংক্রান্ত আইন ও প্রবিধিগত অবকাঠামো প্রণয়ন; ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার কার্যক্রম চালু, রেমিট্যান্স প্রবাহ তরান্বিত করছে।

Alternative Payment Channels হিসাবে ব্যাংকিং খাতে মোবাইল প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে ২৯টি ব্যাংককে মোবাইল প্রযুক্তি ভিত্তিক আর্থিক সেবা প্রদানের অনুমোদন দেয়া হয়েছে যার মধ্যে ১৭টি ব্যাংক ইনওয়ার্ড রেমিটেন্স এর অর্থ বিতরণ, এজেন্ট/ব্যাংক শাখা/এটিএম/মোবাইল অপারেটর আউটলেট এর মাধ্যমে অর্থ আদান প্রদান/ লেনদেন, ব্যক্তি কর্তৃক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের অর্থ পরিশোধ (যেমনঃ ইউটিলিটি বিল), বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যক্তির অর্থ পরিশোধ (যেমনঃ কর্পোরেট/শিল্প কারখানা/অফিস সমূহের বেতন বিতরণ),

সরকার কর্তৃক ব্যক্তির অর্থ পরিশোধ (যেমনঃ বয়স্ক ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ইত্যাদি), ব্যক্তি কর্তৃক সরকারের অর্থ পরিশোধ (যেমন কর পরিশোধ), ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির লেনদেনসমূহ (একজনের নিবন্ধনকৃত মোবাইল একাউন্ট থেকে আরেকজনের নিবন্ধনকৃত মোবাইল একাউন্টে) এবং অন্যান্য লেনদেনসমূহ যেমন মাইক্রোফাইন্যান্স, ওভারড্রন সুবিধা (উত্তোলিত সুবিধা), ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম, ইত্যাদি কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস- এর আওতায় ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত মোট এজেন্ট সংখ্যা ছিল ৬,৯৬,৭২২ এবং নিবন্ধিত গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৪৯৮.৫৪ লক্ষ যার মধ্যে সক্রিয় একাউন্টের সংখ্যা প্রায় ২৩৯.০৬ লক্ষ; ফেব্রুয়ারি,২০১৭ তে মোট ১,৩৪,০৩৩,৯১১ টি লেনদেনের মাধ্যমে ২২,৩২৭.১৪ কোটি টাকা লেনদেন হয় এবং গড়ে প্রতিদিন প্রায় ৭৯৭.৪০ কোটি টাকা লেনদেন হয়।

মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহঃ

- বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থা মূল্যায়নের লক্ষ্যে Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) কর্তৃক পরিচালিত ৩য় পর্বের মিউচ্যুয়াল ইভ্যালুয়েশন প্রক্রিয়ার সমাপ্তি শেষে বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থার উপরে প্রণীত চূড়ান্ত প্রতিবেদন ৭ আগস্ট, ২০১৬ তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার স্যান ডিয়েগোতে এপিজি'র ১৯তম বার্ষিক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। এতে বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম এপিজি ও এর ৪১ টি সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক আন্তর্জাতিক মানের হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন পরিপালনের ক্ষেত্রে একটি "কমপ্লায়েন্ট কান্ট্রি" হিসেবে বিবেচিত হয়েছে যা মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে এশিয়া অঞ্চলের অন্যতম শক্তিশালী দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টিলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) উক্ত মিউচ্যুয়াল ইভ্যালুয়েশন প্রক্রিয়ার প্রধান সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে।
- মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক তথ্য আদান প্রদানের প্রয়োজনে বিএফআইইউ এ পর্যন্ত সর্বমোট ৪৮টি দেশের এফআইইউ-এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। যার মধ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৫টি দেশের এফআইইউ-এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। দেশগুলো হচ্ছে- সুরিনাম, কানাডা, সাইপ্রাস, পর্তুগাল ও ফিনল্যান্ড।
- সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অর্থ সঞ্চালন বন্ধে অর্থাৎ কোন সন্ত্রাসী যাতে কোন ব্যাংকের মাধ্যমে কোন ধরণের লেনদেন না করতে পারে সে বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিএফআইইউ কর্তৃক বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংককে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। বিএফআইইউ এর উক্ত নির্দেশনা মোতাবেক সকল ব্যাংকের পরিপালন কার্যক্রম নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিদর্শন পরিচালনা করা হচ্ছে।
- মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম সুচারুরূপে পরিপালনার্থে বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংকের জন্য বিভিন্ন আইনগত সংশোধন ও আন্তর্জাতিক মানদন্ডের পরিবর্তনের আলোকে Uniform Account Opening Form ও KYC Profile Form হালনাগাদকরণপূর্বক গত ১৬ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখে জারি করা হয়েছে।

পুঁজিবাজার

পুঁজিবাজার উন্নয়ন ও সংস্কার কার্যক্রম

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট আইনের খসড়া ও বিধি প্রণয়ন এবং ইস্যুয়ার কোম্পানি, স্টক এক্সচেঞ্জ ও পুঁজিবাজারের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক উক্ত আইন ও বিধিবিধান বাস্তবায়ন এবং এর যথাযথ পরিপালন নিশ্চিত করে থাকে। সাম্প্রতিক সময়ে বিএসইসি কর্তৃক গৃহীত কতিপয় সংস্কারমূলক কার্যক্রম নিম্নে দেয়া হলোঃ

প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন

- Bangladesh Securit ies and Exchange Commission (Exchange Traded Fund) Rules, 2016 প্রণয়ন;
- Bangladesh Securities and Exchange Commission (Qualified Investor Offer by Small Capital Companies) Rules, 2016 প্রণয়ন;
- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিনিয়োগ শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ) বিধিমালা,২০১৬ প্রণয়ন;

- ডিপোজিটরি (ব্যবহারিক) প্রবিধানমালা, ২০০৩ এর সংশোধন;

সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য সংস্কার

স্থিতিশীল পুঁজিবাজারের স্বার্থে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আস্থা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শেয়ারের সরবরাহ বৃদ্ধি, প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীর সংখ্যা বৃদ্ধিসহ পুঁজিবাজার সংশিষ্ট সকল পক্ষের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সাম্প্রতিক সময়ে পুঁজিবাজারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার পাশাপশি পুঁজিবাজারে দীর্ঘ মেয়াদে স্থিতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপঃ

- কমিশনের নিজস্ব ভবনে ফেব্রুয়ারি-২০১৭ মাস থেকে দাপ্তরিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে;
- মূল্য সংবেদনশীল তথ্য প্রকাশ সম্পর্কে একটি আদেশ জারি, যা ১৫ ফেব্রুয়ারি,২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে
- পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ কোম্পানিকে, মূলধন উত্তোলনের ক্ষেত্রে কমিশনের অনুমোদন গ্রহণ, পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি এবং তালিকাভুক্ত কোম্পানি হওয়ার বাধ্যবাধকতা হতে অব্যাহতি প্রদানের প্রজ্ঞাপন জারি, যা ২৪ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে;
- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড সেটেলমেন্ট কোম্পানি গঠনের লক্ষে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন Small and Medium Enterprise (SME) এর জন্য পুঁজিবাজার থেকে মূলধন উত্তোলন এবং স্টক এক্সচেঞ্জ লেনদেনের জন্য পৃথক Small Cap Platform প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে। এ লক্ষে Bangladesh Securities and Exchange Commission (Qualified Investor Offer by Small Capital Companies) Rules, 2016 প্রণয়ন, যা ২৭ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে;
- ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণে বিশেষ প্রণোদনা স্কীম এর আওতায় গঠিত তহবিল থেকে মার্চ,২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ৬৪২.০৯ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে এবং উক্ত সময়ে ৫১১.৭৯ কোটি টাকা আদায় হয়েছে;
- ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি এর জন্য TVC, ব্রুশিয়ার, বুকলেট ও ওয়েবসাইটসহ বিভিন্ন প্রচারণায় অংশ গ্রহণ করা এবং পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের জন্য ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি কার্যক্রম শুরু হয়েছ;

বাজার পরিস্থিতি

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ২০১৬ সালের জুন মাসের ৫৫৯ টি থেকে বেড়ে ২০১৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে ৫৬২ টিতে দাঁড়ায়। ২০১৫-১৬ অর্থবছর শেষে তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধন বৃদ্ধি পেয়ে ১,১২,৭৪০.৯৯ কোটি টাকা থেকে ১,১৪,৫৩০.০১ কোটি টাকায় উন্নিত হয় যা পূর্বের তুলনায় ১.৯২ শতাংশ বেশি। ৩০ শে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর সকল সিকিউরিটিজের বাজার মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩১৮,৫৭৪.৯৩ কোটি টাকা, যা ১৭.৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখে ট্রেডিং শেষে দাঁড়ায় ৩,৭৩,৯৩০.৩৬ কোটি টাকা। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) ২০১৬ সালের জুন শেষে ছিল ৪,৫০৭.৫৮ পয়েন্ট যা ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ এ ২৪.৫২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫,৬১২.৭০ পয়েন্ট। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে সিকিউরিটিজ লেনদেনের বিবরণী সারণি ৫.৭ ও লেখচিত্র ৫.৫ এ সন্নিবেশিত হলো:

সারণি ৫.৭: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে সিকিউরিটিজ লেনদেনের বিবরণী

বছর/ মাস শেষে	তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা (মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং ডিবেঞ্চার সহ)	আইপিও	ইস্যুকৃত মূলধন (কোটি টাকায়)	বাজার মূলধন (কোটি টাকায়)	সিকিউরিটিজ লেনদেনের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	ডিএসই সাধারণ মূল্যসূচক**	ডিএসই ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স)***
২০০৫-০৬	৩০৩	১৮	৮,৫৭২.২৬	২১,৫৪২.১৯	৪,৬০০.৮২	১৩৩৯.৫৩	-
২০০৬-০৭	৩২৫	১০	১৬,৪২৭.৯৩	৪৭,৫৮৫.৫৪	১৬,৪৬৭.১৬	২১৪৯.৩২	-
২০০৭-০৮	৩৭৮	১৩	২৮,৪৩৭.৯৭	৯৩,১০২.৫২	৫৪,৩২৮.৬০	৩০০০.৫০	-
২০০৮-০৯	৪৪৩	১৭	৪৫,৭৯৪.৪০	১২৪,১৩৩.৯০	৮৯,৩৭৮.৯২	৩০১০.২৬	-
২০০৯-১০	৪৫০	২৩	৬০,৭২৬.২৯	২৭০,০৭৪.৪৬	২৫৬,৩৪৯.৮৬	৬১৫৩.৬৮	-
২০১০-১১	৪৯০	১৯	৮০,৬৮৩.৯১	২৮৫,৩৮৯.২২	৩২৫,৯১৫.২৬	৬১১৭.২৩	-
২০১১-১২	৫১১	১৫	৯৩,৩৬২.৯৬	২৪৯,১৬১.২৯	১১৭,১৪৫.১৪	৪৫৭২.৮৮	-
২০১২-১৩	৫২৫	১৫	৯৮,৩৫৮.৯৭	২৫৩,০২৪.৬০	৮৫,৭০৮.৯৭	-	৪১০৪.৬৫
২০১৩-১৪	৫৩৬	১৩	১০৩,২০৭.৬৪	২৯৪,৩২০.২৩	১১২,৫৩৯.৮৪	-	৪৪৮০.৫২
২০১৪-১৫	৫৫৫	১৬	১০৯,১৯৫.৩৫	৩২৪,৭৩০.৬৩	১১২,৩৫১.৯৫	-	৪৫৮৩.১১
২০১৫-১৬	৫৫৯	১১	১১২৭৪১.০০	৩১৮৫৭৪.৯৩	১০৭২৪৬.০৭	-	৪৫০৭.৫৮
২০১৬-১৭*	৫৬২	৬	১১৪৯১০.০৮	৩৭৩৯৩০.৩৬	১২১০১৯.৬৯		৫৬১২.৭০

উৎস: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড

নোট: * ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত। ** ০১ আগস্ট, ২০১৩ ডিএসই এর ওয়েবসাইট থেকে ডিএসই সাধারণ মূল্যসূচক প্রদর্শন বন্ধ করা হয়। *** এস অ্যান্ড পি প্রদত্ত পদ্ধতি "ডিএসই বাংলাদেশ ইন্ডেক্স মেথডলজি" অনুযায়ী ২৮ জানুয়ারি, ২০১৩ তারিখে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড নতুন বেঞ্চমার্ক ইনডেক্স ডিএসই ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) চালু করে।

লেখচিত্র ৫.৫: ডিএসই'র বাজার মূলধন, সাধারণ মূল্যসূচক ও ডিএসই ব্রড ইনডেক্সের গতিধারা

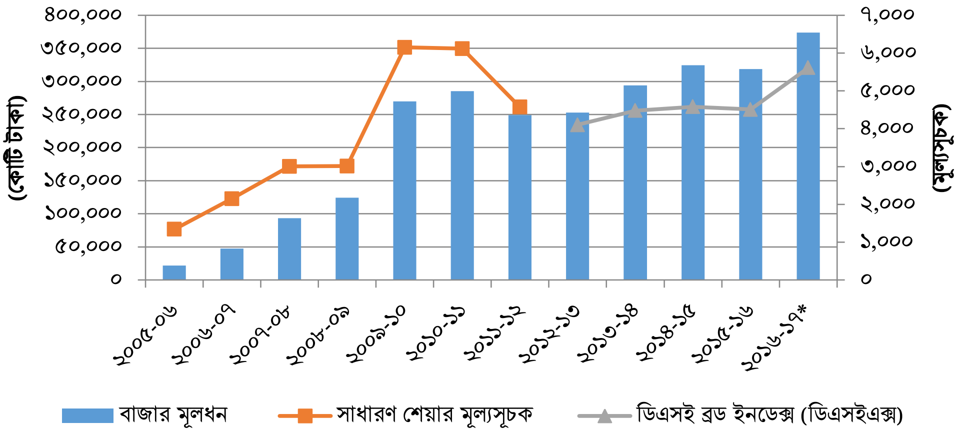

উৎস: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড। * ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই)

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ২০১৬ সালের জুন মাসের ২৯৮ টি থেকে বেড়ে ২০১৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি, তারিখে ৩০২ টিতে দাঁড়ায়। ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখে সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৮,৭০৯.৩৭ কোটি টাকা, যা ৩০ জুন, ২০১৬ এর ৫৬,৬০৭.৬০ কোটি টাকার তুলনায় ৩.৭১ শতাংশ বেশি। ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর সকল সিকিউরিটিজের বাজার মূলধনের পরিমাণ ছিল ২,৪৯,৬৮৪.৮৯ কোটি টাকা, যা ২২.৭২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৮ ফেব্রুয়ারি,২০১৭ তারিখে ট্রেডিং শেষে দাঁড়ায় ৩,০৬,৪১৩.৫৬ কোটি টাকা। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর সার্বিক মূল্য সূচক ২০১৬ সালের জুন শেষে ছিল ১৩,৬২৩.০৭ পয়েন্ট যা ২৮ ফেব্রুয়ারি,২০১৭ এ ২৭.৫৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৭,৩৭৫.৭২ পয়েন্ট। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এ সিকিউরিটিজ লেনদেনের বিবরণী সারণি ৫.৮ ও লেখচিত্র ৫.৬ এ সন্নিবেশিত হলো:

সারণি ৫.৮: চট্রগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এ সিকিউরিটিজ লেনদেনের বিবরণী

বছর/ মাস শেষে	তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা (মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং ডিবেঞ্চার সহ)	আইপিও	ইস্যুকৃত মূলধন (কোটি টাকায়)	বাজার মূলধন (কোটি টাকায়)	সিকিউরিটিজ লেনদেনের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সিএসই সার্বিক মূল্যসূচক
২০০৫-০৬	২১৩	১৯	৬৩৭৫.০২	১৯৫৫৫.১৭	১১৪৩.৯১	২৮৭৯.১৯
২০০৬-০৭	২১৯	১০	৮২২৫.১৭	৩৯৯২৬.৮২	৩৪৩৭.৭৪	৫১৯৪.৭৬
২০০৭-০৮	২৩১	১৪	১০৩১৪.০৮	৭৭৭৭৪.২৮	৮০১৬.২১	৯০৫০.৫৬
২০০৮-০৯	২৪৬	১৮	১৪২৪৬.৫৫	৯৭৪৯৪.৮২	১২৫১৮.২৫	১০৪৭৭.৬৭
২০০৯-১০	২৩২	২৩	২০৬৭৭.৩৯	২২৪১৭৬.৭৮	২১৭১১.২৩	১৮১১৬.০৫
২০১০-১১	২২০	১৯	৩০১৫৫.৩৩	২২৫৯৭৭.৭৮	৩২১৬৮.২৩	১৭০৫৯.৫৩
২০১১-১২	২৫১	১৫	৩৭৫২৭.৪৯	১৮৭৮১৭.১৪	১৩৪৮৫.৪৯	১৩৭৩৬.৪২
২০১২-১৩	২৬৬	১৫	৪২৩৩৮.০৯	১৯১৯০৭.০৩	১০১৯৮.৫২	১২৭৩৮.২৩
২০১৩-১৪	২৭৬	১৩	৪৭০৮৩.৯৭	২২৯৭৭২.৮২	১০২১৮.২৭	১৩৭৬৬.২৩
২০১৪-১৫	২৯২	২০	৫০১৩০.৬৩	২৫৭১৪৬.৪০	৯৬৪৮.০০	১৪০৯৭.১৭
২০১৫-১৬	২৯৮	১১	৫৬৬০৭.৬০	২৪৯৬৮৪.৮৯	৭৭৪৭.১৬	১৩৬২৩.০৭
২০১৬-১৭*	৩০২	৭	৫৮৭০৯.৩৭	৩০৬৪১৩.৫৬	৭৩৬১.৮০	১৭৩৭৫.৭২

উৎস: চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড * ফেব্রুয়ারি,২০১৭ পর্যন্ত

নোট: ৯ ডিসেম্বর, ২০০৩ হতে ভারিত গড় (weigh:ed average) সূচক প্রত্যাহার করে সার্বিক ভাবে সাধারণ শেয়ার মুল্যসুচক পদ্ধতিতে (Z- গ্রুপ বাদ দিয়ে) গণনা করা হচ্ছে। ২০০০ সাল থেকে সিএসইতে সূচকের ভিত্তি ১০০০।

লেখচিত্র ৫.৬: সিএসই'র বাজার মূলধন ও সাধারণ মূল্যসূচকের গতিধারা

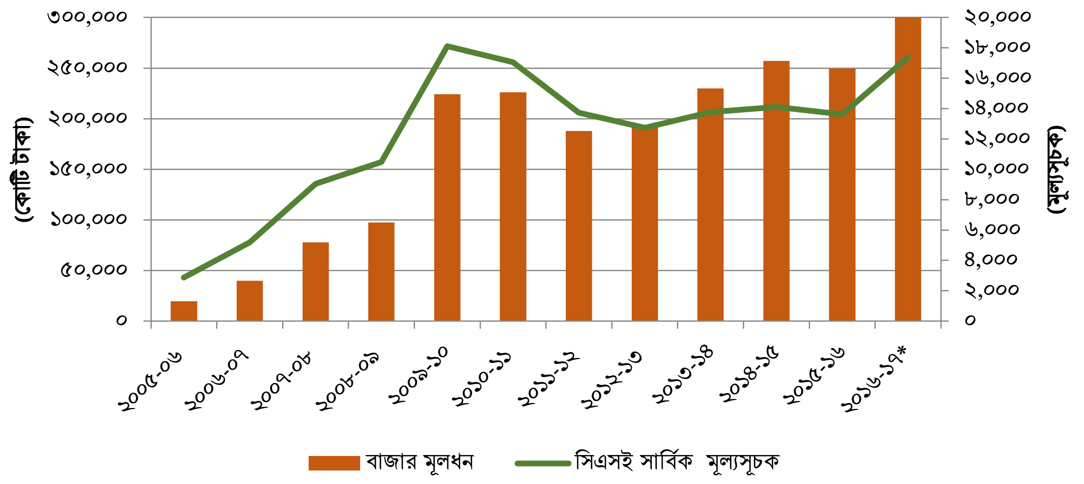

উৎস: চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড * ফেব্রুয়ারি,২০১৭ পর্যন্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বহিঃখাত

মন্দা পরবর্তী বিশ্ব অর্থনীতির পুনরুদ্ধারের প্রেক্ষাপটে দেশের রপ্তানি খাতের দৃঢ়তা ও অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে স্থিতিশীলতা থাকায় দেশের অর্থনীতি সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এ ক্ষেত্রে দেশের তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার রপ্তানি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে রপ্তানি আয় ও আমদানি ব্যয় উভয়ই যথাক্রমে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় বৃদ্ধি পায়। রপ্তানি আয় ও আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত প্রবৃদ্ধি সহায়ক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং পরিবেশ ও বিনিয়োগবান্ধব-সতর্ক মুদ্রানীতি বাস্তবায়নের কারণে ২০১৬-১৭ অর্থবছরেও মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান মোটামুটি স্থিতিশীল রয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত) রপ্তানি ৩.২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২২,৮৩৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। পক্ষান্তরে, একই অর্থবছরের প্রথম আট মাসে আমদানি ১০.২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩০,৬৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত চলতি হিসাবের ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১১,১১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে। ১৯ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৩২.৪৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বিশ্ব বাণিজ্য পরিস্থিতি

বিশ্বব্যাপী নিম্ন উৎপাদনশীলতা ও উচ্চ আয় বৈষম্যের মত কাঠামোগত সমস্যা অবিরাম অব্যাহত থাকলেও বিনিয়োগ, উৎপাদন ও বাণিজ্যসহ সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পুনরুদ্ধারের প্রেক্ষাপটে বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবছরও মধ্যম পর্যায়ে বিদ্যমান রয়েছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের World Economic Outlook, April, 2017 অনুযায়ী ২০১৬ সালে বিশ্ববাণিজ্যের প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৩.১ শতাংশ যা ২০১৫ সালে ছিল ৩.৪ শতাংশ। Outlook-এর পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০১৭ সালে বিশ্ববাণিজ্যের প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেয়ে ৩.৫ শতাংশ হতে পারে। ২০১৮ সাল নাগাদ বিশ্ববাণিজ্য পরিস্থিতির আরও উন্নতি হতে পারে। এ সময় প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৩.৬ শতাংশ। অন্যদিকে, Outlook, April, 2017 অনুযায়ী ২০১৬ সালে উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহের আমদানি প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২.৪ শতাংশ এবং রপ্তানি প্রবৃদ্ধি কিছুটা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২.১ শতাংশে। উল্লেখ্য পূর্ববর্তী বছরে অর্থাৎ ২০১৫ সালে উক্ত আমদানি ৪.৪ শতাংশ অর্জিত হলেও রপ্তানি দাঁড়ায় ৩.৭ শতাংশে। বিকাশমান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহের আমদানি প্রবৃদ্ধি ২০১৫ সালে ছিল ঋণাত্নক অর্থাৎ -০.৮ শতাংশ যা ২০১৬ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১.৯ শতাংশে এবং রপ্তানির প্রবৃদ্ধিও ২০১৫ সালে ছিল ১.৪ শতাংশ যা ২০১৬ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র ২.৫ শতাংশে। একই পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০১৭ সাল নাগাদ উন্নত দেশসমূহের আমদানি ও রপ্তানির প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ৪.০ শতাংশ ও ৩.৫ শতাংশে দাঁড়াবে। পক্ষান্তরে, বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের আমদানি ও রপ্তানি উভয়টিরই প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৪.৫ ও ৩.৬ শতাংশে দাঁড়াবে। অন্যদিকে Outlook এর পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০১৮ সালে উন্নত দেশের আমদানি প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় ৪.০ শতাংশে অপরিবর্তিত থাকবে এবং রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়ে ৩.২ শতাংশে দাঁড়াবে। তবে ২০১৮ সালে বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির আমদানি প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়ে ৪.৩ শতাংশে দাঁড়াবে এবং রপ্তানি প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে ৪.৩ শতাংশে দাঁড়াবে। এ পর্যায়ে Outlook এর পূর্বাভাস অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী নিম্ন উৎপাদনশীলতা ও উচ্চ আয় বৈষম্যের মত কাঠামোগত সমস্যার অবিরাম অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও উন্নত দেশের তুলনায় বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে। বিশ্ববাণিজ্যের প্রবৃদ্ধির ধারা সারণি ৬.১-এ তুলে ধরা হলোঃ

সারণি ৬.১: বিশ্ববাণিজ্যের প্রবৃদ্ধির গতিধারা

(শতকরা হারে)

	প্রকৃত		প্রক্ষেপণ	
	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮
বিশ্ববাণিজ্য (পণ্য ও সেবা)	৩.৪	৩.১	৩.৫	৩.৬
আমদানি				
উন্নত অর্থনীতি	৪.৪	২.৪	৪.০	৪.০
বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতি	-০.৮	১.৯	৪.৫	৪.৩
রপ্তানি				
উন্নত অর্থনীতি	৩.৭	২.১	৩.৫	৩.২
বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতি	১.৪	২.৫	৩.৬	৪.৩

উৎসঃ World Economic Outlook, April, 2017, IMF.

বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য পরিস্থিতি

বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য

২০১১-১২ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত রপ্তানি আয়ের ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি সত্ত্বেও রেমিট্যান্স প্রবাহ হ্রাস পাওয়ায় চলতি হিসাবের ভারসাম্যের ঋণাত্মক প্রভাবের কারণে চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম ৮ মাসে দেশের বাণিজ্য ঘাটতি কিছুটা বৃদ্ধি পায়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়কালে দেশের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়কালের ৪,১৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ৪৫.৩৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৬,০৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। প্রাথমিক আয় হিসাবে ঘাটতি ১৬.৩১ শতাংশ বৃদ্ধি পায় এবং মাধ্যমিক আয় প্রবাহ খাতে উদ্বৃত্ত ১৫.৬১ শতাংশ হ্রাস পায়। অপরদিকে, সেবা খাতেও ঘাটতি পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ২০.৪১ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ফলে, চলতি হিসাবে উদ্বৃত্তের পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে ২,৯০৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে হ্রাস পেয়ে চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের একই সময়ে (-) ১,১১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়ায় ২,৪৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ৩,১৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাণিজ্য ভারসাম্য ও চলতি হিসাবের ভারসাম্য পরিস্থিতি ২০১১-১২ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত বছরভিত্তিক এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত লেখচিত্র ৬.১-এ দেখানো হলো। এছাড়া, ২০১১-১২ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দেশের সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যের গতিধারা সারণি ৬.২-এ দেখানো হলোঃ

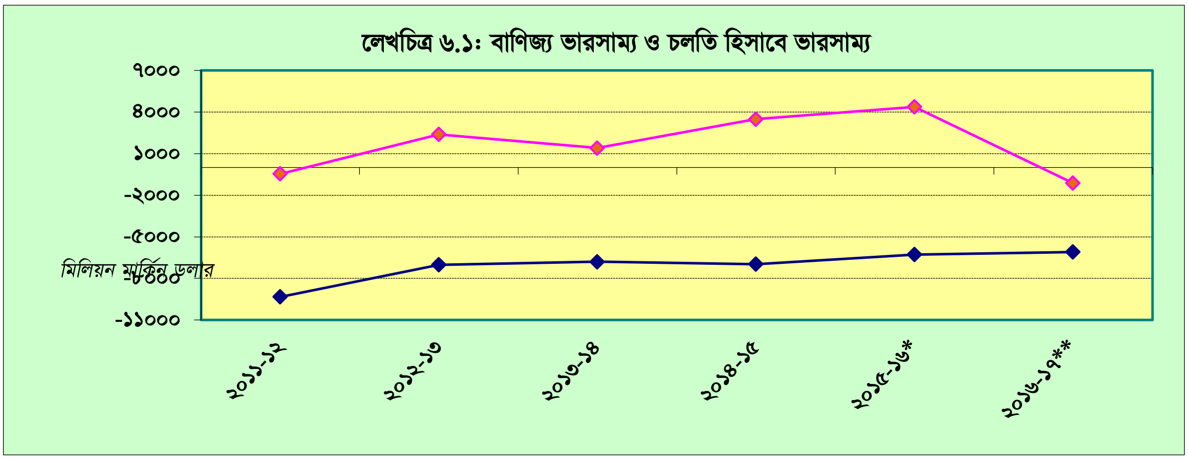

* সংশোধিত।** জুলাই-ফেব্রুয়ারি,২০১৬-১৭।

সারণি ৬.২ঃ বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

খাতসমূহ	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫*	২০১৫-১৬**	২০১৫-১৬***	২০১৬-১৭***
বাণিজ্য ভারসাম্য	**-৯৩২০**	**-৭০০৯**	**-৬৭৯৪**	**-৬৯৬৫**	**-৬২৭৪**	**-৪১৮৮**	**-৬০৮৯**
রপ্তানি এফওবি (ইপিজেডসহ)	২৩৯৮৯	২৬৫৬৭	২৯৭৭৭	৩০৬৯৭	৩৩৪৪১	২১৫৭৬	২২২৯১
আমদানি এফওবি (ইপিজেডসহ)	-৩৩৩০৯	-৩৩৫৭৬	-৩৬৫৭১	-৩৭৬৬২	-৩৯৭১৫	২৫৭৬৪	-২৮৩৮০
সেবা	**-৩০০১**	**-৩১৬২**	**-৪০৯৬**	**-৩১৮৬**	**-২৭৯৩**	**-১৮১৮**	**-২১৮৯**
প্রাথমিক আয়	**-১৫৪৯**	**-২৩৬৯**	**-২৬৩৫**	**-২২৫২**	**-১৯০৬**	**-১১৩৪**	**-১৩১৯**
মাধ্যমিক আয়	**১৩৪২৩**	**১৪৯২৮**	**১৪৯৩৪**	**১৫৮৯৫**	**১৫৩৫৫**	**১০০৪৮**	**৮৪৭৯**
তন্মধ্যে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থ	*১২৭৩৪*	*১৪৩৩৮*	*১৪১১৬*	*১৫১৭০*	*১৪৭১৭*	*৮৫০৫*	*৭০৭১*
চলতি হিসাবের ভারসাম্য	**-৪৪৭**	**২৩৮৮**	**১৪০৯**	**৩৪৯২**	**৪৩৮২**	**২৯০৮**	**-১১১৮**
মূলধনী ও আর্থিক হিসাব	**১৯১৮**	**৩৪৯২**	**৩৪৫৩**	**১৭৬৩**	**১৩৭২**	**১১২২**	**৩১০৩**
মূলধনী হিসাব	**৪৮২**	**৬২৯**	**৫৯৮**	**৪৯৬**	**৪৭৮**	**২৯৮**	**১৯৬**
আর্থিক হিসাব	**১৪৩৬**	**২৮৬৩**	**২৮৫৫**	**১২৬৭**	**৮৯৪**	**৮২৪**	**২৯০৭**
সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ(নীট)/১	১১৯১	১৭২৬	১৪৭৪	১১৭২	১২৮৫	৯৯৭	১১৭০
ভুল ভ্রান্তি	**-৯৭৭**	**-৭৫২**	**৬২১**	**-৮৮২**	**-৭১৮**	**-৮৮১**	**৪৬৪**
সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য	**৪৯৪**	**৫১২৮**	**৫৪৮৩**	**৪৩৭৩**	**৫০৩৬**	**৩১৪৯**	**২৪৪৯**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক * সাময়িক **সংশোধিত *** জুলাই-ফেব্রুয়ারি (সাময়িক)**নোটঃ** বিওপি'র বিস্তারিত সারণি পরিশিষ্ট-৫৫ তে দ্রষ্টব্য।

রপ্তানি পরিস্থিতি ও রপ্তানি পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস

২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়কালে মোট রপ্তানি আয় পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়কালের তুলনায় শতকরা ৩.২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২২,৮৩৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। দেশের মোট রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে তৈরি পোশাক এবং নিটওয়্যার দ্রব্যাদির উল্লেখযোগ্য অবদান ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অব্যাহত থাকে। এ সময়ে রপ্তানি পণ্যের শ্রেণীবিন্যাসভিত্তিক প্রবৃদ্ধি পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, চা (শতকরা ১০২.৮ ভাগ), হস্তশিল্পজাত দ্রব্য (শতকরা ৫০.৫ ভাগ), কাঁচাপাট (শতকরা ৪৩.১ ভাগ), প্লাস্টিক দ্রব্য (শতকরা ৩৯.৯ ভাগ) এবং রাসায়নিক দ্রব্য (শতকরা ১৩.৮ ভাগ) খাতসহ অন্যান্য আরো কিছু খাতে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে পেট্রোলিয়াম উপজাত দ্রব্য (শতকরা ৩১.৪ ভাগ), প্রকৌশল সামগ্রী (শতকরা ৯.৮ ভাগ) এবং কৃষিজাত পণ্য (শতকরা ৭.৭ ভাগ), সহ অন্যান্য আরো কিছু খাতে রপ্তানি আয় হ্রাস পায়। ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বছরভিত্তিক রপ্তানি আয় পরিস্থিতি সারণি ৬.৩-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ৬.৩: রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ও রপ্তানি পণ্যের শ্রেণীবিন্যাস

	রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)				মোট রপ্তানির শতকরা হার			রপ্তানি প্রবৃদ্ধি (%)		
গ্রুপ-ভিত্তিক পণ্য	**২০১৪-১৫**	**২০১৫-১৬**	**২০১৫-১৬***	**২০১৬-১৭***	**২০১৪-১৫**	**২০১৫-১৬**	**২০১৬-১৭***	**২০১৪-১৫**	**২০১৫-১৬**	**২০১৬-১৭***
১। প্রাথমিক পণ্য	**১২৬৬**	**১৩০৫**	**৮১৫**	**৮৪১**	**৪.১**	**৩.৮**	**৩.৭**	**-৮.২**	**৩.১**	**৩.৩**
ক) হিমায়িত খাদ্য	**৫৬৮**	**৫৩৬**	**৩৭২**	**৩৫৮**	**১.৮**	**১.৬**	**১.৬**	**-১১.০**	**-৫.৭**	**-৩.৯**
খ) চা	**৩**	**২**	**১**	**৩**	**০.০**	**০.০**	**০.০**	**-১৯.১**	**-৩৯.০**	**১০২.৮**
গ) কৃষিজাত পণ্য	**৩৩৯**	**৩০৯**	**১৮৬**	**১৭২**	**১.১**	**০.৯**	**০.৮**	**-১৫.৭**	**-৮.৮**	**-৭.৭**
ঘ) কাঁচাপাট	**১১২**	**১৭৩**	**৯১**	**১৩১**	**০.৪**	**০.৫**	**০.৬**	**-১১.৪**	**৫৪.৬**	**৪৩.১**
ঙ) অন্যান্য	**২৪৪**	**২৮৫**	**১৬৩**	**১৭৮**	**০.৮**	**০.৮**	**০.৮**	**১৬.৫**	**১৬.৭**	**৯.১**
২। শিল্পজাত পণ্য	**২৯৯২২**	**৩২৯৭৪**	**২১৩১৮**	**২২০০৯**	**৯৫.৯**	**৯৬.৩**	**৯৬.৪**	**৩.৯**	**১০.২**	**৩.২**
ক) তৈরি পোশাক	**১৩০৬৫**	**১৪৭৮৪**	**৯৪৮৪**	**৯৫৬৩**	**৪১.৯**	**৪৩.২**	**৪১.৯**	**৫.০**	**১৩.২**	**০.৮**
খ) নীটওয়ার	**১২৪২৭**	**১৩৩৫৫**	**৮৬৪৩**	**৯০৭৬**	**৩৯.৮**	**৩৯.০**	**৩৯.৭**	**৩.১**	**৭.৫**	**৫.০**
গ) স্পেশালাইজড টেক্সটাইল	**১০৭**	**১০৯**	**৭০**	**৬৮**	**০.৩**	**০.৩**	**০.৩**	**-১.৬**	**১.৬**	**-৩.১**
ঘ) হোম টেক্সটাইল	**৮০৪**	**৭৫৩**	**৪৮৫**	**৫০০**	**২.৬**	**২.২**	**২.২**	**১.৫**	**-৬.৪**	**৩.২**

গ্রুপ-ভিত্তিক পণ্য	রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)				মোট রপ্তানির শতকরা হার			রপ্তানি প্রবৃদ্ধি (%)		
	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৫-১৬*	২০১৬-১৭*	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭*	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭*
ঙ) কটন এবং কটন দ্রব্য	১০৭	১০৩	৬৯	৬৮	০.৩	০.৩	০.৩	-৭.৪	-৪.০	-০.৪
চ) চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য	১১৩১	১১৬১	৭৫৩	৮২৮	৩.৬	৩.৪	৩.৬	-০.৩	২.৬	১০.০
ছ) পাটজাত পণ্য	৭৫৭	৭৪৬	৪৭০	৫১৬	২.৪	২.২	২.৩	৮.৪	-১.৪	৯.৯
জ) সার ও রাসায়নিক দ্রব্য	১১২	১২৪	৮২	৯৩	০.৪	০.৪	০.৪	২০.২	১০.৪	১৩.৮
ঝ) পাদুকা	১৯০	২১৯	১৪৯	১৫৮	০.৬	০.৬	০.৭	১০.৭	১৫.৪	৫.৯
ঞ) প্রকৌশল সামগ্রী	৪৪৭	৫১০	৩৬৬	৩৩০	১.৪	১.৫	১.৪	২১.৯	১৪.১	-৯.৮
ট) পেট্রোলিয়াম উপজাত	৭৮	২৯৭	২৩০	১৫৮	০.২	০.৯	০.৭	-৫২.০	২৮০.৮	-৩১.৪
ঠ) প্লাস্টিক দ্রব্য	১০১	৮৯	৫৯	৮২	০.৩	০.৩	০.৪	১৭.৯	-১১.৯	৩৯.৯
ণ) সিরামিক দ্রব্য	৪৩	৩৮	২৬	২৫	০.১	০.১	০.১	-৯.৬	-১২.৩	-৩.০
ত) হস্তশিল্পজাত দ্রব্য	৯	১০	৬	১০	০.০	০.০	০.০	২০.০	১১.২	৫০.৫
থ) অন্যান্য	৫৪৪	৬৭৬	৪২৫	৫৩৩	১.৭	২.০	২.৩	২.০	২৪.৩	২৫.৩
মোট রপ্তানি	৩১২০৯	৩৪২৫৭	২২১২৪	২২৮৩৬	১০০.০	১০০.০	১০০.০	৩.৪	৯.৮	৩.২

উৎস: রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, *জুলাই-ফেব্রুয়ারি।

দেশভিত্তিক রপ্তানি

দেশভিত্তিক রপ্তানি কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্র আমাদের রপ্তানি পণ্যের বৃহৎ বাজার। সারণি-৬.৪ এর তথ্য অনুযায়ী চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে বাংলাদেশী পণ্যের প্রধান আমদানিকারক দেশ হিসেবে শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। আলোচ্য সময়ে ৩,৮৪০.৮৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে, যা দেশের মোট রপ্তানির ১৮.৫ শতাংশ। যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানিকৃত প্রধান প্রধান পণ্যসমূহ হলোঃ তৈরি পোশাক, নিটওয়্যার, হিমায়িত চিংড়ি, ক্যাপ, হোম টেক্সটাইল ইত্যাদি। বাংলাদেশী পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের পরে রয়েছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশ যথাক্রমে জার্মানি (১৪.৫ শতাংশ), যুক্তরাজ্য (১১.১ শতাংশ) ও ফ্রান্স (৫.২ শতাংশ)। ২০০৬-০৭ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দেশভিত্তিক রপ্তানি আয়ের তুলনামূলক চিত্র সারণি-৬.৪-এ দেখানো হলঃ

সারণি ৬.৪: দেশভিত্তিক রপ্তানি আয়

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	যুক্তরাষ্ট্র	জার্মানি	যুক্তরাজ্য	ফ্রান্স	বেলজিয়াম	ইতালি	নেদারল্যান্ড	কানাডা	জাপান	অন্যান্য	মোট
২০০৬-০৭	৩৪৪১.০	১৯৫৫.৪	১১৭৪.০	৭৩১.৮	৪৩৫.৮	৫১৫.৭	৪৫৯.০	৪৫৭.২	১৪৭.৫	২৮৬০.৬	১২১৭৭.৯
২০০৭-০৮	৩৫৯০.৬	২১৭৪.৭	১৩৭৪.০	৯৫৩.১	৪৮৮.৪	৫৭৯.২	৬৫৩.৯	৫৬৪.৪	১৭২.৬	৩৫৫৯.৯	১৪১১০.৮
২০০৮-০৯	৪০৫২.০	১৫০১.২	২২৬৯.৭	১০৩১.১	৪০৯.৮	৬১৫.৫	৯৭০.৮	৬৬৩.২	২০২.৬	৩৮৪৯.৩	১৫৫৬৫.২
২০০৯-১০	৩৯৫০.৫	২১৮৭.৪	১৫০৮.৫	১০২৫.৯	৩৯০.৫	৬২৩.৯	১০১৬.৯	৬৪৮.২	৩৩০.৬	৪৫২২.৩	১৬২০৪.৭
২০১০-১১	৫১০৭.৫	৩৪৩৮.৭	২০৬৫.৪	১৫৩৮.০	৬৬৬.২	৮৬৬.৪	১১০৭.১	৯৪৪.৭	৪৩৪.১	৬৭৬০.১	২২৯২৮.২
২০১১-১২	৫১০০.৯	৩৬৮৯.০	২৪৪৪.৬	১৩৮০.৪	৭৪২.০	৯৭৭.৪	৬৯১.৩	৯৯৩.৭	৬০০.৫	৭৬৮২.২	২৪৩০১.৯
২০১২-১৩	৫৪১৯.৬	৩৯৬২.৬	২৭৬৪.৯	১৫১৩.৯	৭৩০.৮	১০৩৬.৬	৭১২.৫	১০৯০.০	৭৫০.৩	৯০৪৬.২	২৭০২৭.৪
২০১৩-১৪	৫৫৮৩.৬	৪৭২০.৫	২৯১৭.৭	১৬৭৭.৭	৯৭০.৫	১৩৩২.৪	৮৫৮.১	১০৯৯.৬	৮৬২.১	১০১৫৪.৬	৩০১৭৬.৮
২০১৪-১৫	৫৭৮৩.৪৩	৪৭০৫.৩৬	৩২০৫.৪৫	১৭৪৩.৫৪	৯৭৫.১৩	১৩৮২.৩৫	৮৪০.৩৪	১০২৯.১৩	৯১৫.২২	১০৬২৮.৯৯	৩১২০৮.৯৪
২০১৫-১৬*	৬২২০.৩	৪৯৮৮.১	৩৮০৯.৭	১৮৫২.২	১০১৫.৩	১৩৮৫.৭	৮৪৫.৯	১১১২.৯	১০৭৯.৬	১১৯৪৭.৬	৩৪২৫৭.২
২০১৫-১৬**	৪১০০.৮	৩২১৪.৪	২৪৬৪.৬	১১৫৬.০	৬৫০.৩	৯০৪.৬	৫৫৪.৬	৭১২.৫	৭১১.৫	৭৬৫৪.৫	২২১২৩.৮
২০১৬-১৭**	৩৮৪০.৯	৩৭৮৪.৪	২২৯৩.২	১২৩৫.৩	৬১৪.৮	৯৫৭.৮	৬৬১.৩	৬৭৮.৬	৭০৩.৩	৮০৬৬.৮	২২৮৩৬.৩
শতকরা হার	১৮.৫৪	১৪.৫৩	১১.১৪	৫.২৩	২.৯৪	৪.০৯	২.৫১	৩.২২	৩.২২	৩৪.৬০	১০০.০

উৎসঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো * সাময়িক **জুলাই- ফেব্রুয়ারি ।

আমদানি পরিস্থিতি ও আমদানিকৃত পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস

২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩০,৬৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা ১০.২ ভাগ বেশি। উল্লেখ্য, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ (সিআইএফ) দাঁড়িয়েছিল ৪২,৯২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৫.৪ শতাংশ বেশি। সারণি ৬.৫-এ পণ্যভিত্তিক আমদানি ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র দেখানো হলোঃ

সারণি ৬.৫ঃ পণ্যভিত্তিক আমদানি ব্যয়ের তুলনামূলক পরিস্থিতি

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

দ্রব্যসমূহ	**২০১৩-১৪**	**২০১৪-১৫**	২০১৫-১৬*	২০১৫-১৬**	২০১৬-১৭**
ক) প্রধান প্রাথমিক দ্রব্যসমূহ	৫৩২৭	৪০৩২	৩৯৩২	২৭৬৪	২৭৬৬
চাল	৩৪৭	৫০৮	১১২	১০০	৩১
গম	১১১৮	৯৮৩	৯৪৫	৬২১	৮১০
তৈলবীজ	৫০৮	৩৭৪	৫৩২	৩৬৬	১৭৭
অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	৯২৯	৩১৬	৩৮৪	২৯১	৩১৬
তুলা	২৪২৫	১৮৫১	১৯৫৯	১৩৮৬	১৪৩২
খ) প্রধান শিল্পজাত পণ্যসমূহ	৯৪৭৫	৭৯০৬	৮৫০৬	৫৬৫৭	৫৭৭০
ভোজ্য তৈল	১৭৬১	৯২৪	১৪৩৬	৮৯৮	১০২৯
পেট্রোলিয়াজাত পণ্যসামগ্রী	৪০৭০	২০৭৬	২২৫৬	১৪৫৫	১৮৭৮
সার	১০২৬	১৩৩৯	১১১২	১০১৫	৫৮৮
ক্লিংকার	৬১৯	৬৩৮	৫৭১	৩৫৬	৩৮৪
স্টেপল ফাইবার	৪৯৩	১০৭৮	১১৭২	৬৮১	৬৬৬
সূতা	১৫০৬	১৮৫১	১৯৫৯	১২৫২	১২২৫
গ) মূলধনী যন্ত্রসামগ্রী	২৩৩২	৩৩২১	৩৩৯৯	২০৮২	২৫৮১
ঘ) অন্যান্য পণ্য (ইপিজেডসহ)	২৩৫৯৮	২৫৪৪৫	২৭০৮৪	১৭৩৪১	১৯৫৫৫
সর্বমোট (সিআইএফ)	**৪০৭৩২**	**৪০৭০৪**	**৪২৯২১**	**২৭৮৪৪**	**৩০৬৭২**
শতকরা পরিবর্তন	১৯.৫	-০.১	৫.৪	-	১০.২

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক *সাময়িক **জুলাই-ফেব্রুয়ারি।

দেশভিত্তিক আমদানি ব্যয়

দেশভিত্তিক আমদানি পণ্যের পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ২০০৬-০৭ অর্থবছর থেকে দেশের আমদানির ক্ষেত্রে চীনের অবস্থান শীর্ষে থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। আলোচ্য সময়ে মোট আমদানি ব্যয়ের শতকরা ২৯.২ ভাগ চীন থেকে আমদানি করা হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে ভারত (শতকরা ১২.৮ ভাগ) ও জাপান (শতকরা ৪.৬ ভাগ)। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) দেশের আমদানি বাবদ মোট ৩০,৬৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় হয়েছে। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ২৭,৮৪৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। সারণি ৬.৬-এ দেশভিত্তিক আমদানি ব্যয় পরিস্থিতি দেখানো হলোঃ

সারণি ৬.৬: দেশভিত্তিক আমদানি ব্যয়

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	ভারত	চীন	সিঙ্গাপুর	জাপান	হংকং	তাইওয়ান	দক্ষিণ কোরিয়া	যুক্তরাষ্ট্র	মালয়েশিয়া	অন্যান্য	মোট
২০০৬-০৭	২২৬৮	২৫৭১	১০৩৫	৬৯০	৭৪৭	৪৭৩	৫৫৩	৩৮০	৩৩৪	৮১০৬	১৭১৫৭
২০০৭-০৮	৩৩৯৩	৩১৩৭	১২৭৩	৮৩২	৮২১	৪৭৮	৬২০	৪৯০	৪৫১	১০১৩৪	২১৬২৯
২০০৮-০৯	২৮৬৮	৩৪৫২	১৭৬৮	১০১৫	৮৫১	৪৯৮	৮৬৪	৪৬১	৭০৩	১০০২৭	২২৫০৭
২০০৯-১০	৩৮১৯	৩২১৪	১৫৫০	১২৩২	১০৪৬	৮৩৯	৭৮৮	৫৪২	৪৬৯	১০২৩৯	২৩৭৩৮
২০১০-১১	৪৫৬৯	৫৯১৮	১২৯৪	১৩০৮	৭৭৭	৭৩১	১১২৪	৬৭৭	১৭৬০	১৫৫০০	৩৩৬৫৮
২০১১-১২	৪৭৪৩	৬৪৪০	১৭১০	১৪৫৫	৭০৩	৭৯২	১৫৪৪	৭০৯	১৪০৬	১৬০১৪	৩৫৫১৬
২০১২-১৩	৪৭৭৭	৬৩২৮	১৪২২	১১৮০	৬১২	৭৩৩	১২৯৬	৫৩৮	১৯০৩	১৫২৯৫	৩৪০৮৪
২০১৩-১৪	৬০৩৬	৭৫৪১	২২৯০	১২৮৪	৭৫৯	৯১৯	১১৯৯	৮৩৬	২০৪২	১৭৮২৬	৪০৭৩২
২০১৪-১৫	৫৮২৮	৮২৩২	২১৯৯	১৫২৪	৮৫২	৮১৮	১২২৩	৬৯১	১৩০০	১৮০৩৭	৪০৭০৪
২০১৫-১৬*	৫৭২২	১২৫৮২	১২০৩	২০৭৫	৮২৭	১০০৪	১৪১৭	১১৩৪	১১৮৪	১৫৭৭৩	৪২৯২১
২০১৫-১৬**	৩৬৮৫	৮১৫৭	৭৭৮	১২৩৮	৫৬৮	৬৪৫	৮৭৮	৭৫৫	৭২৯	১০৪১১	২৭৮৪৪
২০১৬-১৭**	৩৯৩৫	৮৯৬৭	১৩৯৮	১৩৫১	৪৮৩	৬৫১	৯৮৮	৭৩৬	৬৮৮	১১৪৭৫	৩০৬৭২
শতকরা হার	১২.৮	২৯.২	৪.৬	৪.৪	১.৬	২.১	৩.২	২.৪	২.২	৩৭.৪	১০০

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক *সাময়িক **জুলাই-ফেব্রুয়ারি।

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার

বাংলাদেশে বাজারভিত্তিক ভাসমান বিনিময় হার ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর থেকে (৩১ মে, ২০০৩ হতে) বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার এর চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়ে আসছে। তবে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক স্থানীয় আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে মাঝে মাঝে অংশগ্রহণ করে ডলার ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংক বাজার থেকে মোট ১.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় করেছে এবং ৩০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করেছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আন্তঃব্যাংক টাকা ডলারের বিনিময় হারের ক্ষেত্রে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। বিগত ৩০শে জুন, ২০১৬ তারিখে টাকার গড়ভারিত মূল্যমান ছিল প্রতি মার্কিন ডলারে ৭৮.২ যা ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত শতকরা ০.৫১ ভাগ অবমূল্যায়িত হয়ে ৭৮.৬ এ দাঁড়ায়। উল্লেখ্য, অর্থবছর ২০১৫-১৬ শেষে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় টাকার মান ০.৭৭ ভাগ অবমূল্যায়িত হয়।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে এর পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় রেমিট্যান্স প্রবাহ হ্রাস পেলেও রপ্তানি আয় ও আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩০,৬৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১০.২ শতাংশ বেশি। একইভাবে রপ্তানী আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ২২,৮৩৬.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৩.২ শতাংশ বেশি। পাশাপাশি, চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮,১১২.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা ১৭.০ শতাংশ কম। ২০০৬-০৭ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়কালে ভারিত গড় বিনিময় হার সারণি ৬.৭ এবং লেখচিত্র ৬.২-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ৬.৭ ঃ মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার গড় বিনিময় হার

অর্থবছর	টাকা-ডলার গড় ভারিত বিনিময় হার
২০০৬-০৭	৬৯.০৩
২০০৭-০৮	৬৮.৬০
২০০৮-০৯	৬৮.৮০
২০০৯-১০	৬৯.১৮
২০১০-১১	৭১.১৭
২০১১-১২	৭৯.১০
২০১২-১৩	৭৯.৯৩
২০১৩-১৪	৭৭.৭২
২০১৪-১৫	৭৭.৬৭
২০১৫-১৬	৭৮.২৬
২০১৬-১৭*	৭৮.৬২

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক *জুলাই-ফেব্রুয়ারি।

লেখচিত্র ৬.২: মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার গড় বিনিময় হার

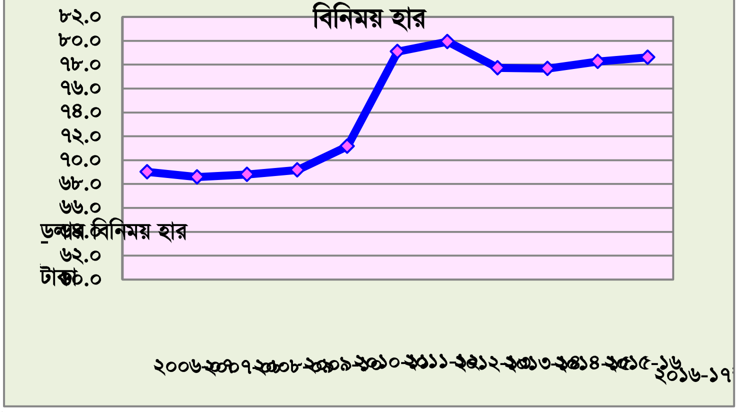

উৎসঃ ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, জুলাই- ফেব্রুয়ারি।

বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি

২০১৫-১৬ অর্থবছরের তুলনায় রেমিট্যান্সের ঋণাত্বক প্রবৃদ্ধি এবং আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও রপ্তানি আয়ের উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধির ফলে বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতির পরিমাণ ৩০ জুন, ২০১৫ তারিখে ২৫,০২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৩০ জুন, ২০১৬ তারিখে দাঁড়ায় ৩০,১৭৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের শুরু থেকে বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি ও প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স হ্রাসের তুলনায় রপ্তানি আয়ের পরিমাণ কম বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বৈদেশিক মুদ্রার আন্তঃপ্রবাহ তুলনামূলক কম হয়। বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি জুন, ২০১৬ শেষে পূর্বের রেকর্ড ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করে। ৩০ জুন, ২০০৭ থেকে ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত বছরভিত্তিতে এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের স্থিতির পরিসংখ্যান ও গতিধারা যথাক্রমে সারণি ৬.৮-এ এবং লেখচিত্র ৬.৩- এ দেখানো হলোঃ

সারণি ৬.৮ঃ বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি

তারিখ	বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
৩০.০৬.২০০৭	৫০৭৭
৩০.০৬.২০০৮	৬১৪৯
৩০.০৩.২০০৯	৭৪৭১
৩০.০৬.২০১০	১০৭৫০
৩০.০৬.২০১১	১০৯১২
৩০.০৬.২০১২	১০৩৬৪
৩০.০৬.২০১৩	১৫৩১৫
৩০.০৬.২০১৪	২১৫৫৮
৩০.০৬.২০১৫	২৫০২৫
৩০.০৬.২০১৬	৩০১৭৬
*১৯.০৪.২০১৭	৩২৪৬৬

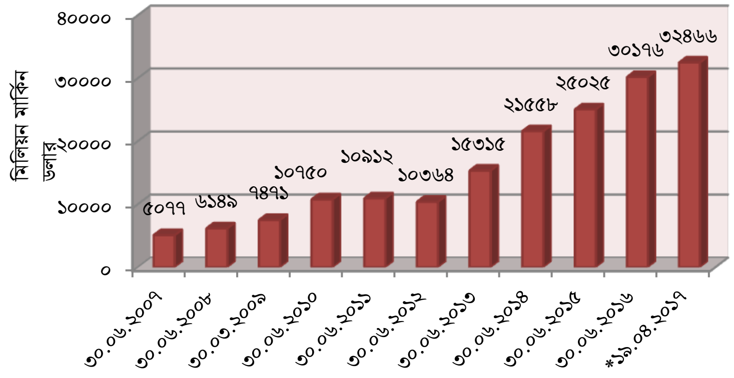

লেখচিত্র ৬.৩: বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি

উৎসঃবাংলাদেশ ব্যাংক।

ট্যারিফ ব্যবস্থা (Tariff Regime)

সরকারের আমদানি নীতির সুষম বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টির নিমিত্ত ২০০০-০১ অর্থবছর থেকে বাংলাদেশ মোস্ট ফেভারড নেশন (এম.এফ.এন) ট্যারিফ হার অনুসরণ করে আসছে। সারণি ৬.৯-এ ২০০০-০১ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত ট্যারিফ কাঠামো উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ৬.৯ : ২০০০-০১ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত ট্যারিফ কাঠামো

অর্থবছর	অপারেটিভ' ট্যারিফ (%) এর সংখ্যা	সর্বোচ্চ শুল্কহার	'অপারেটিভ' ট্যারিফ ধাপ
২০০০-০১	০, ৫, ১৫, ২৫, ৩৭.৫	৩৭.৫	৫
২০০১-০২	০,৫,১৫,২৫,৩৭.৫	৩৭.৫	৫
২০০২-০৩	০,৭.৫, ১৫, ২২.৫, ৩২.৫	৩২.৫	৫
২০০৩-০৪	০,৭.৫,১৫,২২.৫,৩০	৩০	৫
২০০৪-০৫	০,৭.৫,১৫,২৫	২৫	৪
২০০৫-০৬	০,৭.৫,১৫,২৫	২৫	৪
২০০৬-০৭	০,৫,১২,২৫	২৫	৪
২০০৭-০৮	০,১০,১৫,২৫	২৫	৪
২০০৮-০৯	০,৩,৭,১২,২৫	২৫	৫
২০০৯-১০	০,৩.৫.১২.২৫	২৫	৫
২০১০-১১	০,৩.৫.১২.২৫	২৫	৫
২০১১-১২	০,৩.৫.১২.২৫	২৫	৫
২০১২-১৩	০,৩.৫.১২.২৫	২৫	৫
২০১৩-১৪	০,২.৫.১০.২৫	২৫	৫
২০১৪-১৫	০,২.৫.১০.২৫	২৫	৪
২০১৫-১৬	০,৫,১০,২৫	২৫	৪
২০১৬-১৭	০,১,৫,১০,১৫,২৫	২৫	৬

উৎস: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

শুল্ক আইনের সিডিউলে বর্ণিত এম.এফ.এন. শুল্ক হারের পাশাপাশি বিভিন্ন সময় গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে পৃথকভাবে শুল্ক আইনের ২০ ধারা অনুসারে প্রয়োগকৃত এম.এফ.এন হারের উপর শুল্ক সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। বর্তমানে এম.এফ.এন ট্যারিফ হারের উপর ৩ প্রকার রেয়াতি শুল্কহার কার্যকর রয়েছে, যথাঃ (১) বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক/আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তির আওতায় আমদানি, (২)

রপ্তানিমুখী শিল্পসহ নিবন্ধনকৃত শিল্পের জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি এবং (৩) নির্দিষ্ট কাজের জন্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, যেমন: গবাদিপ্রাণী ও হাঁসমুরগি, ঔষধ, চামড়া ও বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচামাল আমদানি। বর্তমানে এম.এফ.এন. শুল্ক হারের পাশাপাশি নিম্নলিখিত পণ্যসমূহের ক্ষেত্রে শুল্ক রেয়াত সুবিধা প্রদান করা হচ্ছেঃ

- রপ্তানিকারক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রাংশ;
- নিবন্ধিত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রাংশ;
- ঔষধ শিল্প কর্তৃক আমদানিকৃত কাঁচামাল;
- টেক্সটাইল শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল;
- কৃষিখাতে ব্যবহৃত উপকরণ;
- কম্পিউটার এবং কম্পিউটারের আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি;
- চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও চিকিৎসা উপকরণ;
- সংবাদপত্র ও সাময়িকী প্রকাশকগণ কর্তৃক আমদানিকৃত নিউজ প্রিন্ট;
- কৃষি কাজে ব্যবহার্য কীটনাশক প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবহৃত কাঁচামাল; এবং
- হাঁস-মুরগি খামার কর্তৃক আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও উপকরণ।

ট্যারিফ হ্রাসকরণ

দেশীয় শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং বিশ্বব্যাপী আমদানি শুল্ক হ্রাসের প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশের আমদানি শুল্কহার হ্রাস করার যে প্রক্রিয়া ১৯৯১-৯২ অর্থ বছরে শুরু করা হয়েছিল তা ২০১৬-১৭ সালেও অব্যাহত রাখা হয়েছে। আমদানি শুল্কের অভাড়িত গড় ছিল ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে ৫৭.২২ শতাংশ, যা ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ১৪.৬১ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে ৯৯.৫৭ শতাংশ ট্যারিফ লাইনের উপর মূল্যভিত্তিক (advalorem) শুল্ক আরোপ করা হয়। ০.৪৩ শতাংশ ট্যারিফ লাইনের বিপরীতে কিছু সংখ্যক পণ্য যেমন: সিমেন্ট ক্লিংকার, বিটুমিন, সোনা, স্টিল প্রডাক্ট এবং পুরাতন জাহাজের উপর বিভিন্ন হারে স্পেসিফিক শুল্ক বলবৎ রয়েছে। আমদানি শুল্কের পাশাপাশি আমদানিতব্য পণ্যের উপরে মূল্য সংযোজন কর, রেগুলেটরী ডিউটি, সম্পূরক শুল্ক, অগ্রিম আয়কর, অগ্রিম মুল্য সংযোজন কর আরোপিত রয়েছে। নিম্নের সারণিতে ২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সম্পূরক শুল্কের পর্যায়গুলো দেখানো হলোঃ

সারণি ৬.১০: সম্পূরক শুল্কের বিদ্যমান পর্যায়সমূহ

অর্থ বছর	সম্পূরক শুল্ক (%)
২০১৩-১৪	০,১০,২০,৩০,৪৫,৬০,১০০,১৫০,২৫০,৩৫০ ও ৫০০
২০১৪-১৫	০,১০,২০,৩০,৪৫,৬০,১০০,১৫০,২০০,২৫০,৩৫০ ও ৫০০
২০১৫-১৬	০,১০,২০,৩০,৪৫,৬০,১০০,১৫০,২০০,২৫০,৩৫০ ও ৫০০
২০১৬-১৭	০,১০,২০,৩০,৪৫,৬০,১০০,১৫০,২০০,২৫০,৩৫০, ৫০০ ও ২০০০

উৎস : জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

সারণি ৬.১১ তে ২০০৩-০৪ অর্থবছর হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের এম.এফ.এন অভারিত গড় আমদানি শুল্ক হারের উপর সংস্কারের প্রভাব দেখানো হলোঃ

সারণি ৬.১১: এম.এফ.এন গড় আমদানি শুল্ক হারের উপর সংস্কারের প্রভাব

অর্থবছর	এম.এফ.এন. অভারিত গড় ট্যারিফ (%)
২০০৩-০৪	১৮.৮৫
২০০৪-০৫	১৬.৫৩
২০০৫-০৬	১৬.৩৯
২০০৬-০৭	১৪.৮৭
২০০৭-০৮	১৭.২৬
২০০৮-০৯	১৫.১২
২০০৯-১০	১৪.৯৭
২০১০-১১	১৪.৮৫
২০১১-১২	১৪.৮৩
২০১২-১৩	১৫.১০
২০১৩-১৪	১৪.৪৪
২০১৪-১৫	১৪.৪৪
২০১৫-১৬	১৪.৩৭
২০১৬-১৭	১৪.৬১

উৎস : জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

ডব্লিউটিও ও বাংলাদেশ

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন গঠিত ডব্লিউটিও সেল বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) সংক্রান্ত সকল প্রকার কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ কার্যক্রমে মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ডব্লিউটিও'র বিধি-বিধান প্রতিপালনে সহায়তা করা, ডব্লিউটিওসংক্রান্ত বিষয়ে সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় দেশের স্বার্থ

সংরক্ষণ করাসহ অধিকতর বাজার সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করা, বিভিন্ন ইস্যুতে দেশের অবস্থান নির্ধারণ করে নেগোশিয়েসনে অংশগ্রহণ করা, ষ্টেকহোল্ডারদের সাথে বিভিন্ন ইস্যু-তে নিয়মিত মত-বিনিময় করা অন্যতম। ডব্লিউটিও সেল কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

- ডব্লিউটিও একটি বৈষম্যহীন রুল-বেইজড সংস্থা। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট এগ্রিমেন্ট ও বিধি- বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে, যাতে সহজে ও সুষ্ঠুভাবে দ্রুততম সময়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পন্ন করা সম্ভব হয় । এ সকল বিধি- বিধান একদিকে প্রচুর সুযোগ সৃষ্টি করেছে, অন্যদিকে প্রতিটি সদস্য দেশের জন্য দায়-দায়িত্বও তৈরি করেছে। এ সকল বিষয়ের সঙ্গে সরকারি ও বেসরকারিখাতের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা জড়িত। তাদেরকে ডব্লিউটিও সিস্টেমের সুযোগ-সুবিধা ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করা, বিভিন্ন ইস্যুতে মতামত প্রদান করা এবং সচেতন করা ডব্লিউটিও সেলের একটি চলমান কার্যক্রম এবং অব্যাহত ভাবে এ জাতীয় কার্যাদি করা হচ্ছে ।
- ডব্লিউটিওর বিভিন্ন বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডব্লিউটিও'র টেকনিক্যাল এসিসট্যান্স প্রোগ্রামের আওতায় ডব্লিউটিও সেল প্রতি বছর এক বা একাধিক ওর্য়াকশপ/প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করে থাকে। ইতোমধ্যে ট্রিপস, এসপিএস, নোটিফিকেশন, ট্রেড ইন সার্ভিসেস, নন-এগ্রিকালচার মার্কেট একসেস (নামা) বিষয়ে ওয়ার্কশপ/ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। ডব্লিউটিও'র ১০ম মিনিস্টারিয়েল কনফারেন্সের ফলাফল অবহিত করার জন্য গত ২৫ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখ 'Outcome of 10th WTO Ministerial Conference and LDCs' Services Waiver' শীর্ষক ০২ (দুই) দিনব্যাপী একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় সরকারি ও বেসরকারিখাতের ৪০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করে।
- স্বল্পোন্নত দেশসমূহের বাণিজ্যিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৬টি আন্তর্জাতিক সংস্থার (ডব্লিউটিও, আংকটাড, আইটিসি, ইউএনডিপি, বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ) যৌথ উদ্যোগে সৃষ্ট ডব্লিউটিও'র Enhanced Integrated Framework (EIF) কর্মসূচির আওতায় Diagnostic Trade Integration Study (DTIS) সম্পন্ন করা হয় । এ স্ট্যাডির মাধ্যমে দেশের বাণিজ্য ব্যবস্থায় বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করে একটি অগ্রাধিকার ভিত্তিক এ্যাকশন মেট্রিক্স প্রণয়ন করা হয়। বর্তমানে চিহ্নিত প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের লক্ষ্যে Aid for Trade এর আওতায় বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণের কার্যক্রম চলমান আছে। অধিকন্তু EIF এর Tier-1 আওতায় 'Strengthening Institutional Capacity and Human Resource Development for Trade Promotion' ৯ লক্ষ মার্কিন ডলার মূল্যমানের একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় 'Export Potentiality of Trade in Services of Bangladesh: Identifying opportunities and challenges' এবং 'Identification of Non-tariff Barriers Faced by Bangladeshi Products in Major Export Markets' শিরোনামে দু'টি স্টাডির কার্যক্রম চলমান আছে। তা'ছাড়া, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্ত দপ্তরসমূহের কর্মকর্তাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। বিভিন্ন ট্রেড এগ্রিমেন্ট ও ডকুমেন্টের সমন্বয়ে একটি ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হবে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে কর্মকর্তাদের নেগোসিয়েশন দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে, সেবাখাতের রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে, সম্ভাবনাময় রপ্তানি বাজারে বিদ্যমান অ-শুল্ক (নন-ট্যারিফ) প্রতিবন্ধকতা দূর করে রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণ করা সম্ভব হবে।
- বাংলাদেশ চতুর্থ বারের মত গত ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ হতে ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত এলডিসি গ্রুপ কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। LDC Coordinatorship-এর দায়িত্ব গ্রহণের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এলডিসি গ্রুপ এর কো-অর্ডিনেটর হিসেবে বাংলাদেশ ডব্লিউটিও'র ১০ম মিনিস্টারিয়েল কনফারেন্সে ঔষধ শিল্পের ক্ষেত্রে অব্যাহতির মেয়াদ বৃদ্ধি, রুলস অব অরিজিন সংক্রান্ত একটি গাইড লাইন প্রণয়ন এবং সার্ভিস ওয়েভারে মেয়াদ বৃদ্ধিসহ স্বল্পোন্নত দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে নেগোসিয়েশনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।
- গত ৩-৬ ডিসেম্বর, ২০১৩ সময়ে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও)-এর ৯ম মিনিষ্টিরিয়াল কনফারেন্সে আন্তর্জাতিক

বাণিজ্যে বিদ্যমান পদ্ধতি সহজীকরণের বিষয়ে ‘Agreement on Trade Facilitation' শীর্ষক একটি নতুন ডব্লিউটিও এগ্রিমেন্ট চূড়ান্ত করা হয়। এ এগ্রিমেন্টটিকে ডব্লিউটিও’র মূল এগ্রিমেন্ট WTO Agreement-এ অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে একটি সংশোধনী প্রটোকল' Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization' প্রণয়ন করা হয়।

- উল্লিখিত Agreement on Trade Facilitation এবং সংশ্লিষ্ট Protocol গত ১৩ জুন, ২০১৬ তারিখে মন্ত্রিসভা বৈঠকে অনুমোদিত হয়। অনুসমর্থন সংক্রান্ত 'Instrument of Acceptance' মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী কর্তৃক স্বাক্ষরের পর জেনেভাস্থ বাংলাদেশ মিশনে প্রেরণ করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে জেনেভাস্থ বাংলাদেশ মিশনের রাষ্ট্রদূত ট্রেড ফেসিলিটেশন চুক্তির জন্য প্রণীত বাংলাদেশের অনুসমর্থন পত্র বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মহাপরিচালক জনাব রবার্তো এ্যাজোভেডো এর নিকট হস্তান্তর করেন। বাংলাদেশ ৯৪ তম দেশ হিসেবে TFA চুক্তিটি অনুসমর্থন করেছে।
- উল্লেখ্য, ডব্লিউটিও’র বিধান অনুযায়ী দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য কর্তৃক অনুসমর্থন হওয়ায় গত ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখে ট্রেড ফেসিলিটেশন এগ্রিমেন্টটি কার্যকর হয়ে যা ডব্লিউটিও’র মূল এগ্রিমেন্ট WTO Agreement -এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে কোন সদস্য দেশ অনুসমর্থন না করলেও ডব্লিউটিও সদস্য হিসেবে তার উপর চুক্তিটি কার্যকর হবে।
- এগ্রিমেন্টের মূল উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছেঃ (১) আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের প্রবাহ ও চলাচল আরও ত্বরান্বিত করা; (২) উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশসমূহের বিশেষ প্রয়োজন বিবেচনায় নিয়ে ট্রেড ফেসিলিটেশনের ক্ষেত্রে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সহায়তা বৃদ্ধি করা; (৩) বিভিন্ন দেশের শুল্ক কর্তৃপক্ষের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
- এগ্রিমেন্টটি বাস্তবায়নে বাংলাদেশের আমদানি বাণিজ্য যেমন সহজতর হবে, তেমনি বিভিন্ন দেশ কর্তৃক ট্রেড ফেসিলিটেশন পদ্ধতি উন্নত করা হলে আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যও লাভবান হবে।
- এগ্রিমেন্টে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা ও ‘ফ্লেক্সিবিলিটি’সহ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা প্রাপ্তির বিধান রাখা হয়েছে।
- এগ্রিমেন্ট এর বিভিন্ন বিধান বাস্তবায়নের বিষয়ে বাংলাদেশ ভবিষ্যতে কোন আন্তর্জাতিক চাপের সম্মুখীন হবে না। কারণ, চুক্তির সকল কার্যক্রম (Measures) কে নিজের ইচ্ছানুযায়ী তিনটি ক্যাটেগরিতে (এ, বি, সি) চিহ্নিত করার বিষয়ে স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। সংশ্লিষ্ট ষ্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে ক্যাটেগরি চিহ্নিত করা হবে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।
- তাছাড়া, কোন কার্যক্রম (Measures) এর ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশের সক্ষমতার অভাব থাকলে সক্ষমতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে না। এ সকল কারণে ট্রেড ফেসিলিটেশন এগ্রিমেন্ট অত্যন্ত সহজ ও শিথিল (Flexible) একটি এগ্রিমেন্ট। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ডব্লিউটিও’র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হওয়ার পাশাপাশি মোট চার বার এলডিসি কো-অর্ডিনেটরের দায়িত্ব পালন করেছে। এছাড়াও বাংলাদেশ সব সময়ই এলডিসি গ্রুপে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করে আসছে। এমনকি ট্রেড ফেসিলিটেশন এগ্রিমেন্ট নেগোসিয়েশনেও বাংলাদেশ এলডিসি গ্রুপের পক্ষে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।
- গত ১৫-১৮ ডিসেম্বর, ২০১৫ সময়কালে কেনিয়ার নাইরোবিতে ডব্লিউটিও’র ১০ম মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশের পক্ষে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে ২৪ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে। উল্লেখ্য, মিনিষ্টিরিয়াল কনফারেন্স ডব্লিউটিও’র সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ। ডব্লিউটিও’র বিধান অনুযায়ী প্রতি দুই বছর অন্তর এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯৫ সালে ডব্লিউটিও প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত দশ বার এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ ডব্লিউটিও’র দশম মিনিস্টেরিয়েলে এলডিসি কো-অর্ডিনেটর হিসেবে কাজ করেছে।
- উক্ত সম্মেলনে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের অনুকূলে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

(ক) এ সম্মেলনে সহজ ও স্বচ্ছ Rules of Origin প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ

সিদ্ধান্তের ফলে শতকরা ৭৫ ভাগ কাঁচামাল Outsourcing করে পণ্য প্রস্তুতপূর্বক প্রদত্ত সুবিধার আওতায় রপ্তানি করা সম্ভব হবে। তাছাড়া, গার্মেন্টস, কেমিক্যালস এবং প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে simple transformation এর সুবিধা পাওয়া যাবে। শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত বাজার সুবিধা কার্যকরভাবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে Rules of Origin অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। Rules of Origin এর শর্তাদি কঠিন হলে অনেক ভাল স্কীম থেকেও কোন সুবিধা ভোগ করা যায় না। এ সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তের ফলে শুল্ক-মুক্ত ও কোটা-মুক্ত সুবিধার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

(খ) সেবাখাতে স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা (Preferential Market Access) প্রদানের ক্ষেত্রে প্রদত্ত Waiver এর মেয়াদ ২০৩০ সাল পর্যন্ত বর্ধিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(গ) ঔষধের মেধাসত্ব সংক্রান্ত অব্যাহতির মেয়াদ ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর শেষ হবার কথা ছিল। এতে বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশসমূহ বিশেষ অসুবিধার মুখোমুখি হচ্ছিল। ঔষধের ক্ষেত্রে মেধাসত্ব সংক্রান্ত অব্যাহতির মেয়াদ ২০৩৩ সাল পর্যন্ত বর্ধিত করা সংক্রান্ত WTO TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) Council এবং General Council এর সিদ্ধান্ত মিনিষ্টিরিয়াল কনফারেন্সে সর্বসম্মতিক্রমে স্বাগত জানানো হয়। এতে বাংলাদেশের ঔষধ শিল্পের বিকাশ অব্যাহত থাকবে এবং ঔষধ রপ্তানিতে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। পাশাপাশি দরিদ্র জনগণের জন্য সূলভ মূল্যে ঔষধ প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে। তাছাড়া, স্বল্পোন্নত দেশের কৃষি পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বাজার সম্প্রসারণ, পণ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিবহনে ২০৩০ সাল পর্যন্ত ভর্তুকী প্রদান অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

(ঘ) এছাড়াও, চার দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত মিনিষ্টিরিয়াল কনফারেন্সে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসহ একটি আনুষ্ঠানিক ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়। মিনিস্টিরিয়ালে বড় দেশগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মতানৈক্য স্বত্বেও বাংলাদেশের নেতৃত্বে স্বল্পোন্নত দেশসমূহ কতিপয় ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সুবিধা আদায়ে সমর্থ হয়। ঘোষণাপত্রে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর ৰ কার্যকর বাজার সুবিধাসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইন বাধ্যবাধকতার (Commercially meaningful and legally binding) অঙ্গীকার করা হয়। তাছাড়া, বড় বড় আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তিসমূহ যাতে ডব্লিউটিও’র মূল নীতি ও দর্শনের ব্যত্যয় না ঘটায় এবং অন্যান্য দেশ, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের ক্ষতির কারণ না হয়ে দাঁড়ায়, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টিও সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

আঞ্চলিক বাণিজ্য

- **দক্ষিণ এশিয়া মুক্ত বাণিজ্য এলাকা চুক্তি (সাফটা)ঃ** সাফটাভুক্ত সদস্য দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ৪-৬ জানুয়ারি, ২০০৪ খ্রিঃ তারিখে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত দ্বাদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে সার্কভুক্ত ৭টি দেশের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়া মুক্ত বাণিজ্য এলাকা (সাফটা) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীতে, ২০০৭ সালে ১৪তম সার্ক সামিটে আফগানিস্তানকে সাফটা চুক্তিতে নতুন সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। চুক্তিটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সেনসিটিভ লিস্ট, রুলস অব অরিজিন, স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য কারিগরি সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং শুল্ক হ্রাসের ফলে স্বল্পোন্নত দেশমূহের রাজস্ব ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা চূড়ান্তকরণের পর সদস্য দেশসমূহের অনুসমর্থনের মাধ্যমে চুক্তিটি ১ জুলাই, ২০০৬ সাল হতে কার্যকর হয়েছে এবং চুক্তির ট্রেড লিবারালাইজেশন প্রোগ্রাম (টিএলপি) প্রক্রিয়াও ১লা জুলাই, ২০০৬ থেকে কার্যকর হয়। সর্বশেষ সদস্যদেশসমূহ তাদের সেনসিটিভ লিস্ট দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০ শতাংশ হ্রাস করেছে, যা ০১ জানুয়ারি, ২০১২ থেকে কার্যকর হয়েছে। এছাড়া, ভারত বাংলাদেশসহ সার্কভুক্ত স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে ২৫টি পণ্য ছাড়া বাকি সব পণ্যে শুল্কমুক্ত প্রবেশের সুবিধা প্রদান করেছে। ফলে ভারতসহ সার্কভুক্ত দেশসমূহে বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধিসহ বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস পাবে। উল্লেখ্য, বর্তমানে বাংলাদেশের সেনসিটিভ লিস্টে ডব্লিউসিও (World Custom Organization) -এর এইচএসকোড-২০১২ অনুসারে পণ্যের সংখ্যা স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য ১,০২২টি এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য ১,০৩১টি। গত ৪ জুলাই, ২০১৫ তে পাকিস্তানের ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত সাফটার কমিটি অব এক্সপার্ট (সিওই) এর বিশেষ সভায় ২০২০ সালের মধ্যে

সেনসিটিভ লিস্ট এ পণ্য সংখ্যা ১০০টিতে নামিয়ে আনার জন্য পাকিস্তান, ভারত, ভূটান ও মালদ্বীপের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আফগানিস্তান পণ্য সংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে ২৩৫টি-এ নামিয়ে আনার প্রস্তাব করেছে। এ প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ, নেপাল এবং শ্রীলংকা পণ্য সংখ্যা কমানোর ব্যাপারে তাদের সিদ্ধান্ত অবহিত করবে বলে জানিয়েছে। সাফটার আওতায় গত ৬ জুলাই, ২০১৫ তে পাকিস্তানের ইসলামবাদে অনুষ্ঠিত সভায় সেনসিটিভ লিস্টের পণ্য সংখ্যা কমিয়ে আনার ব্যাপারে সার্কভুক্ত দেশসমূহ ঐকমত্য পোষণ করে। বর্তমানে ট্রেড লিবারেলাইজেশন প্রোগ্রাম ফেজ-৩ এর আওতায় উল্লেখ্যযোগ্য হারে পণ্য সংখ্যা হ্রাস করার কার্যক্রম সদস্য দেশসমূহের নিকট প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উল্লেখ্য, সাফটার আওতায় বাণিজ্যে ভারতের পরে বাংলাদেশ দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানিকারক দেশের অবস্থানে রয়েছে। সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে প্যারা-ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ ব্যারিয়ার্স বা অশুল্ক বাধাসমূহ দূরীকরণের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক দেশ নোটিফিকেশন প্রদান করেছে। এতদসংক্রান্ত কমিটি অব এক্সপার্ট এসব বাধাসমূহ ক্রমশঃ হ্রাস/দূরিকরণের উদ্দেশ্যে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।

- **সার্ক এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ইন সার্ভিসেস (সাটিস) :** ২৯ এপ্রিল, ২০১০ তারিখে থিম্পুতে অনুষ্ঠিত ১৬তম সার্ক সামিটে সার্ক সদস্য দেশসমূহ কর্তৃক সার্ক এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ইন সার্ভিসেস (সাটিস) স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশসহ সদস্য দেশসমূহ এ চুক্তির আওতায় ইতোমধ্যে প্রাথমিক অফার লিস্ট ও রিকোয়েস্ট লিস্ট বিনিময় করেছে। বাংলাদেশ সাটিস এর সদস্য দেশসমূহের ১০টি সার্ভিস সেক্টর উন্মুক্ত করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে । এছাড়া টেলিকম ও ট্যুরিজম শীর্ষক ২টি সার্ভিস সেক্টরে অফার দিয়েছে এবং এ সংক্রান্ত সিডিউল অব কমিটমেন্টস্ ইতোমধ্যে দাখিল করেছে। উল্লেখ্য, এ পর্যায়ে সদস্য দেশসমূহের সিডিউল অব কমিটমেন্টস চুড়ান্ত করার লক্ষ্যে নেগোসিয়েশন অব্যাহত আছে। এখানে উল্লেখ্য যে, চুক্তিটি বাস্তবায়িত হলে অদূর ভবিষ্যতে সে খাতে বাংলাদেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধিসহ এতদসং খাতে বাংলাদেশের বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে। সর্বশেষ ৫ জুলাই, ২০১৬ তে পাকিস্তানের ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত সাটিস-এর ১১তম এক্সপার্ট গ্রুপ এর সভার তথ্যানুসারে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও ভুটান তাদের প্রাথমিক অফারের তালিকা প্রণয়ন করেছে।

- **এশিয়া প্যাসিফিক ট্রেড এগ্রিমেন্ট (আপটা)ঃ** এসকাপ-এর উদ্যোগে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের সাতটি দেশ, যথাঃ- বাংলাদেশ, ভারত, লাওস, দক্ষিণ কোরিয়া, শ্রীলংকা, ফিলিপাইনস্ এবং থাইল্যান্ড মিলিত হয়ে ১৯৭৫ সালে ব্যাংকক এগ্রিমেন্ট প্রতিষ্ঠা করে। এসকাপভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক শুল্ক সুবিধা বিনিময়ের মাধ্যমে আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্য সম্প্রসারণই এ চুক্তির মূল উদ্দেশ্য। উল্লিখিত সাতটি দেশের মধ্যে ফিলিপাইনস্ এবং থাইল্যান্ড অদ্যাবধি চুক্তিটি অনুসর্মথন করেনি। ২০০১ সালে চীন এই চুক্তি স্বাক্ষর করার ফলে চুক্তিটি নতুন গতি লাভ করে। চীন যোগদান করার পর তৃতীয় দফা নেগোসিয়েশন শুরু হয় এবং চুক্তির নাম পরিবর্তন করে এশিয়া-প্যাসিফিক ট্রেড এগ্রিমেন্ট (আপটা) নামকরণ করা হয়। এই সব ট্রেড নেগোসিয়েশনে সদস্য দেশসমূহ উল্লেখযোগ্যসংখ্যক পণ্যের উপর শুল্ক সুবিধা বিনিময় করেছে। নভেম্বর, ২০০৫ -এ অনুষ্ঠিত আপটার প্রথম মন্ত্রী পর্যায়ের সভায় চুক্তিটি একটি নতুন চুক্তিরূপে স্বাক্ষরিত হয়। ২৬ অক্টোবর, ২০০৭ খ্রিঃ তারিখে ভারতের গোয়াতে দ্বিতীয় মন্ত্রী পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভার সিদ্বান্তক্রমে আপটা সদস্য দেশসমূহের ৪র্থ দফা নেগোসিয়েশন শুরু হয়। এ নেগোসিয়েশনে শুল্ক সুবিধা গভীরতর ও বিস্তৃততর করার সাথে সাথে অন্যান্য বিষয়ও অর্ন্তভুক্ত করা হয়, যারমধ্যে অশুল্ক বাধা, বাণিজ্য সহজীকরণ, সেবা খাত এবং বিনিয়োগ অন্যতম। ১৫ ডিসেম্বর, ২০০৯ তারিখে Framework Agreement on Trade Facilitation এবং Framework Agreement on Investment স্বাক্ষরিত হয়। এছাড়া ২৪ আগষ্ট, ২০১১ তারিখে Framework Agreement on the Promotion and Liberalization of Trade in Services স্বাক্ষরিত হয়। গত ১৩ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখে ব্যাংককে অনুষ্ঠিত মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে মঙ্গোলিয়াকে সদস্য হিসেবে যুক্ত করা হয় । এতে বাংলাদেশ কর্তৃক সাধারণত আপটা দেশগুলোকে ৫৯৮টি পণ্যে ১০ থেকে ৭০ শতাংশ

পর্যন্ত শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদান করা হয় এবং অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে আরো ৪টি পণ্যে ২০ থেকে ৫০ শতাংশ ছাড় দেয়া হয়। তাছাড়া, সদস্যভুক্ত দেশ ন্যূনতম ৩৩ শতাংশ ট্যারিফ কনসেশন প্রদান করবে এ মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উপরন্তু, ১ জুলাই, ২০১৭ এর মধ্যে সদস্যভুক্ত দেশ রুলস অব অরিজিন প্রক্রিয়ার কাজ সম্পন্ন করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। উল্লেখ্য, অক্টোবর, ২০০৭ সালে চতুর্থ রাউন্ড চালুর পর জানুয়ারি, ২০১৭ সালে এর নেগোশিয়েশন সমাপ্ত হয়। এই রাউন্ডে শুল্ক সুবিধা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে যা বাংলাদেশের বাণিজ্যে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

- **টিপিএস-ওআইসিঃ** ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের সংগঠন ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (OIC) সদস্যভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে অগ্রাধিকারভিত্তিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৯৯১ সালে একটি ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট সম্পন্ন হয়। নভেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত বাংলাদেশসহ ৪০টি সদস্য দেশ এই ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট-এ স্বাক্ষর এবং ৩০টি দেশ অনুসমর্থন করেছে। ২০০২ সালে ১০টি ওআইসিভুক্ত দেশ অনুসমর্থন করার পর এই ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট কার্যকর হয়। TPS-OIC এর আওতায় গঠিত ট্রেড নেগোশিয়েশন কমিটি (টিএনসি) ইতোমধ্যে প্রথম দফা বাণিজ্য আলোচনা সম্পন্ন করেছে। প্রথম দফা আলোচনায় সদস্য দেশসমূহ 'Protocol on the Preferential Tariff Scheme for the TPS-OIC' (PRETAS) চূড়ান্ত করেছে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশসহ ১৭টি দেশ Protocol-এ অনুসমর্থন করেছে। ওআইসি সদস্যভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত Framework Agreement on Preferential System among the Member States of the OIC (TPS-OIC) এর আওতায় বাংলাদেশ ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১১ তারিখ এ সংক্রান্ত রুলস অব অরিজিন স্বাক্ষর করে এবং ২৩ জুন, ২০১১ তারিখ তা অনুসমর্থন করে । বাংলাদেশ ফেব্রুয়ারি, ২০১১ মাসে ৪৭৬টি পণ্যের অফার লিস্ট প্রেরণ করেছে। বর্ত অফার লিস্টটি WCO -এর এইচএসকোড-২ সাল অনুসারে প্রণীত ৪৭৬টি পণ্যের লিষ্টটি এইচএসকোড-২০১২ তে রুপান্তর করায় পণ্য সংখ্যা দাড়িয়েছে ৪৪০টি। এ চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে স্বল্পোন্নত দেশ হিসাবে রুলস অব অরিজিনের (৩০ শতাংশ মূল্য সংযোজন) সুবিধা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ অন্যান্য সদস্য দেশে রপ্তানি বৃদ্ধিতে সমর্থ হবে। উল্লেখ্য, ৫ ফেব্রুয়ারী, ২০১১ থেকে PRETAS কার্যকর হওয়ার শুল্ক হ্রাস কর্মসূচি শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হিসাবে প্রথম তিন বছর গ্রেস পিরিয়ড লাভ করেছে বিধায় উল্লিখিত তারিখ হতে শুল্ক হ্রাস কর্মসূচি শুরু করার বাধ্যবাধকতা নেই।

- **ডি-৮ (ডেভেলপিং-৮)ঃ** ১৯৯৭ সালের ১৫ই জুন তারিখে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে ওআইসিভুক্ত আটটি উন্নয়নশীল দেশ মিলিত হয়ে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি জোট গঠন করে। বাংলাদেশ, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান এবং তুরস্কের সমন্বয়ে জোটটি গঠিত হয় যা সংক্ষেপে ডি-৮ নামে পরিচিত। ডি-৮ গ্রুপের আওতায় প্রিফারেন্সিয়াল ট্রেড এগ্রিমেন্ট (পিটিএ) চালু হয় এবং ২০১১ সালে তা কার্যকর হয়। তবে রুলস অব অরিজিনের ক্ষেত্রে ভিন্ন মত থাকার কারণে বাংলাদেশ ডি-৮ পিটিএ অনুসমর্থন করেনি বিধায় শুল্ক সুবিধা বিনিময় বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হচ্ছে না। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের পক্ষ থেকে মূল্য সংযোজন ৩০ শতাংশ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করলেও অদ্যাবধি অন্যান্য সদস্য দেশসমূহ এতে রাজি হয়নি। বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রী উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন দেয়ার অনুরোধ জানিয়ে ডি-এইটভুক্ত ৭টি সদস্য দেশের বাণিজ্য মন্ত্রীগণকে চিঠি দিয়েছেন। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পাকিস্তানের ইসলামাবাদে চতুর্থ সুপারভাইজার কমিটি সভায় স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের রুলস অব অরিজিন এ মূল্য সংযোজনের শর্ত হিসেবে ৩০ শতাংশে কমিয়ে আনার প্রস্তাবটি পুনরায় উপস্থাপন করা হয়। চতুর্থ সুপারভাইজার কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে ১ জুলাই,২০১৬ হতে ডি-৮ আওতাভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে মিশর ও বাংলাদেশ ব্যতীত অন্যান্য দেশে শুল্ক সুবিধা বিনিময় কার্যকর হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। মে,২০১৬-এর সভায় বিশদ আলোচনা শেষে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে মূল্য সংযোজন ৩০ শতাংশ নির্ধারণ করার বিষয়ে

পুনরায় পরবর্তী সুপারভাইজার কমিটিতে আলোচনা হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

- **দি বে অব বেঙ্গল ইনিসিয়েটিভ ফর মাল্টি-সেক্টরাল টেকনিক্যাল এন্ড ইকনোমিক কো-অপারেশন (বিমসকেটক)ঃ** বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, নেপাল এবং ভুটানের সমন্বয়ে ১৯৯৭ সালে The Bay of Bengal Initiative for Multi-sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট গঠিত হয়। এ জোটের আওতায় বিমসটেক এফটিএ গঠনের লক্ষ্যে বিগত ফেব্রুয়ারি ২০০৪-এ একটি ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরিত হয়। এ ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তিতে (১) পণ্য বাণিজ্য, (২) সেবাখাতের বাণিজ্য এবং (৩) বিনিয়োগ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পণ্য বাণিজ্য চুক্তিটি প্রায় চূড়ান্ত হলেও সেবাখাতে বাণিজ্য এবং বিনিয়োগের উপর বর্তমানে আলোচনা চলছে। চুক্তিতে ১৩টি সেক্টর/সাব-সেক্টর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে: (১) ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট, (২) টেকনোলজি, (৩) এনার্জি, (৪) ট্রান্সপোর্ট এন্ড কমিউনিকেশন, (৫) ট্যুরিজম, (৬) ফিশারি, (৭) এগ্রিকালচার, (৮) কালচারাল অপারেশন, (৯) এনভায়রনমেন্ট এন্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, (১০) পাবলিক হেলথ, (১১) পিপল টু পিপল কন্ট্যাক্ট, (১২) পোভার্টি অ্যালিভিয়েশন এবং (১৩) কাউন্টার টেররিজম এবং ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম। এই চুক্তির অধীনে (১) Agreement on Trade in Goods, (২) Agreement on Trade in Services, (৩) Agreement on Trade in Investment, (৪) Agreement on Cooperation and Mutual Assistance in Customs Matters, (৫) Protocol to Amend the Framework Agreement on the BIMSTEC Free Trade Area (৬) Agreement on Dispute Settlement Procedures and Mechanism ইত্যাদি

চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে ট্রেড নেগোসিয়েটিং কমিটি (টিএনসি) গঠন করা হয়। ১১তম ও ১৮তম বিমসটেক টিএনসি সভায় (১) Agreement Trade in Goods, (২) Agreement on Cooperation and Mutual Assistance in Customs Matters, (৩) Agreement on Dispute Settlement Procedures and Mechanism চূড়ান্ত করা হয়েছে। সর্বশেষ ২০তম টিএনসি সভা ৭-৯ সেপ্টেম্বর,২০১৫ তারিখে থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হয়। টিএনসি'র এ সভায় কাস্টমস বিষয়ে প্রটোকল এর খসড়া প্রণয়ন করার জন্য ভারতকে দায়িত্ব দেয়া হয় এবং বিষয়টি পরবর্তী টিএনসি'র সভায় উত্থাপন করার সিদ্বান্ত নেয়া হয়। সেবাখাত ও বিনিয়োগ-এর উপর নেগোসিয়েশন অব্যাহত রয়েছে। তাছাড়া, এ সভায় নেপালকে ভুমিকম্প পরবর্তী পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার জন্য শুল্ক হ্রাস প্রক্রিয়া শুরু ও সমাপ্ত করার জন্য অতিরিক্ত এক বছর প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এ সভায় ১ জুলাই, ২০১৬ হতে শুল্ক হ্রাস প্রক্রিয়া শুরু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও তা অদ্যাবধি বাস্তবায়িত হয়নি।

- **ফ্রি ট্রেড এরিয়া (এফটিএ)ঃ** বাংলাদেশের সাথে বর্তমানে কোন দেশের দ্বিপাক্ষিক এফটিএ নেই। বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক এফটিএ গঠনের নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষার লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক এফটিএ পলিসি গাইডলাইনস-২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত পলিসি গাইডলাইনস এর ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের সাথে এফটিএ গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাই করার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ইতোমধ্যে তুরস্ক, শ্রীলংকা, মালয়েশিয়ার সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) গঠনের লক্ষ্যে প্রাথমিক আলোচনা শুরু হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার মেসিডোনিয়া, ও মধ্য-প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের সাথে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ)/মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তাছাড়া, চীন ও ভুটান এর সাথে বাংলাদেশের পিটিএ/এফটিএ গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হচ্ছে।

- **দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য**

বাংলাদেশ ভারত সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাসরত জনসাধারণযাদের নিকটবর্তী কোন , তাদের নিকট নিত্যপ্রয়োজনীয় ,বাজার নেই-হাট

পণ্য সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে বর্ডার হাট স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই উদ্দেশ্যে২২ অক্টোবর, ২০১০ তারিখে স্বাক্ষরিত বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে বর্ডার হাটস্থাপন সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারকস্ (ইউ.ও.এম) বাক্ষরিত হয়। এর আওতায় ১৮ জুলাই, ২০১১ তারিখ কুড়িগ্রাম সীমান্তে বালিয়ামারিতে প্রথম এবং ১ মে, ২০১২ তারিখে সুনামগঞ্জের ডলারোতে দ্বিতীয় ১৩ , জানুয়ারি, ২০১৫ তারিখে ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া উপজেলার পূর্ব মধুগ্রাম ও ছয়ঘড়িয়ার মধ্যবর্তী স্থানের সীমান্তে তৃতীয় এবং ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার কসবা উপজেলার তারাপুর সীমান্তে চতুর্থ বর্ডার হাট চালু করা হয়েছে। এর ফলে দুই দেশের সীমান্ত এলাকার লোকজন তাদের পণ্য সহজে বেচাকেনা করতে পারছে-এবং এতে ইনফরমাল বাণিজ্য অনেকাংশে হ্রাস পাবে। এছাড়া বাংলাদেশ ত্রিপুরা সীমান্তে আরও-৪টি এবং মৌলভীবাজার জেলার জুড়ি উপজেলা ও কমলগঞ্জ উপজেলায় ২টি বর্ডার হাট স্থাপন প্রক্রিয়াধীন আছে।

এছাড়াও বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২৮ মার্চ ১৯৭২ তারিখ স্বাক্ষরিত বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তিটি তৃতীয় দেশে পণ্য পরিবহনের সুবিধা রেখে গত ৬ জুন, ২০১৫ তারিখ পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য নবায়ন করা হয়েছে। শ্রীলংকার সাথে ১৯৭৭ সালে স্বাক্ষরিত বাণিজ্য চুক্তিটি এখনও বলবৎ রয়েছে। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) সম্পাদনের সম্ভাবনা যাচাই করা হয়েছে।

২০০৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভুটান সফরকালে বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে ৫ বছর মেয়াদি বাণিজ্য চুক্তি ও এতদসংক্রান্ত প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তি ও প্রটোকল বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ ও ভুটানের পণ্য পারস্পরিক শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে বুড়িমারি ও তামাবিল ছাড়াও নকুগাঁও ও হালুয়াঘাট স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশ-ভুটান বাণিজ্য চলছে। এছাড়া বাংলাদেশ প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-ভূটান ফ্রেমওয়ার্ক ট্রানজিট এগ্রিমেন্টের খসড়া চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে যুগ্ম-সচিব পর্যায়ে একটি টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ মিয়ানমার জয়েন্ট ট্রেড কমিশনের ৭টি ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। সর্বশেষ গত ১৪-১৫ ডিসে ২০১৩ তারিখে মিয়ানমারে ৭ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাসমূহে ব্যাংকিং চ্যানেল ও এশিয়া ক্লিয়ারিং ইউনিয়নকে (ACU) ব্যবহার করে বাণিজ্য সম্পাদন, একক চালানে পণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধি, বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্তে বর্ডার হাট চালু, মায়ানমারের বিশাল আবাদি জমি চাষ করে ফসল আমদানি, বাংলাদেশ-মায়ানমারের মধ্যে সরাসরি বিমান যোগাযোগ, মায়ানমার থেকে জল-বিদ্যুৎ আমদানি, তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ সেক্টরে দু'দেশের মধ্যে সহযোগিতা ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এ ছাড়া দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে পিটিএ গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ-মায়ানমার নৌ-প্রটোকল চুক্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

বাংলাদেশের সাথে ভারত, নেপাল, ভুটান ও শ্রীলংকার বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিরাজমান শুল্ক ও অশুল্ক বাধা দূরীকরণে নিয়মিতভাবে বাণিজ্য সচিব পর্যায়ের ও ওয়ার্কিং গ্রুপ পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়।

- **ট্রেড এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট কো-অপারেশন ফোরাম (টিকফা)**

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনাইটেড স্টেটস ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভ (ইউএসটিআর)-এ গত ২৫ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে 'ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কো-অপারেশন ফোরাম এগ্রিমেন্ট (টিকফা) স্বাক্ষরিত হয়। উভয় দেশের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া শেষে গত ৩০ জানুয়ারি, ২০১৪ হতে চুক্তিটি কার্যকর হয়। টিকফা চুক্তির ফলে উভয় দেশের মধ্যে নিয়মিত আলোচনার একটি ফোরাম প্রস্তুত হয়েছে। বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কো-অপারেশন ফোরাম এগ্রিমেন্ট (টিকফা) এর প্রথম দ্বিপাক্ষিক সভা গত ২৮ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়। টিকফা ফোরামের দ্বিতীয় সভা গত ২৩-২৪ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিপাক্ষিক সভায় 'GSP Action Plan' পর্যালোচনাসহ বাংলাদেশের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য, বাংলাদেশে মার্কিন বিনিয়োগ ও টেকনোলজি ট্রান্সফার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশী পণ্য ও সেবার বাজার সম্প্রসারণ, বালি প্যাকেজ বাস্তবায়ন এবং ইস্তাম্বুল প্ল্যান অব এ্যাকশন বিষয়ে বাংলাদেশের পক্ষে আলোকপাত করা হয়। অন্যদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক Tariffs on Fire, Electrical and Structural Safety Equipment, Public Tender Specifications, Double Fumigation-cotton, Diabetes Drugs, rrency Issues, Delayed Payment, Intellectual operty Rights (IPR), Regional Economic Development, TICFA Labour Affairs Committee TICFA Women's এবং Economic

Empowerment Committee গঠনের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। উক্ত ফোরামে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাণিজ্যিক ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত ইস্যুতে তাদের নিজ নিজ অবস্থান তুলে ধরে এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদি বিনিময় করে। এতে করে উভয় দেশের বাণিজ্যিক ও বিনিয়োগ সম্পর্ক অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে মর্মে আশা করা যায়।

- **বাণিজ্য প্রতিবিধান সংক্রান্ত মেজার্স**

বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের উপর আরোপিত বিভিন্ন মেজার্স (যেমন-এন্টি ডাম্পিং ডিউটি, কাউন্টার ভেইলিং ডিউটি ও সেইফগার্ড ডিউটি) সম্পর্কে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। পাকিস্তান ও ভারত বাংলাদেশের রপ্তানিকৃত পণ্যের উপর এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করলে কমিশন বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

সপ্তম অধ্যায়

কৃষি

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে সার্বিক কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, এসডিজিও জাতীয় কৃষি নীতি সামনে রেখে কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়নে সরকার দায়বদ্ধ। গত কয়েক বছর ধরে খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থায় অব্যাহতভাবে একটি উর্ধ্বমুখী প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৬-১৭ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন হবে ৩৯৬.৮৮ লক্ষ মেট্রিক টন যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ছিল ৩৮৮.১৭ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ২০.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত দেশে সরকারি ব্যবস্থাপনায় খাদ্যশস্য (গম) আমদানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১.৯১ লক্ষ মেট্রিক টন। তবে বেসরকারি খাতে মোট ৪০.০০ লক্ষ মেট্রিক টন চাল ০.৪২ লক্ষ মেট্রিক টন ও গম ৩৯.৫৮ লক্ষ মেট্রিক টন) খাদ্যশস্য আমদানি হয়েছে । চলতি অর্থবছরে মোট ১৭,৫৫০.০০ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ১২,১৫৮.৭১ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৬৯ শতাংশ। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি উপকরণে ভর্তুকি বৃদ্ধি, কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করা ও কৃষি ঋণের আওতা বৃদ্ধি এবং প্রাপ্তির পদ্ধতি সহজতর করা হয়েছে। দেশজ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কৃষকদের সহায়তা প্রদানের জন্য সার ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমের ভর্তুকি বাবদ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে ৯,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় এবং চাষকৃত বদ্ধ জলাশয় থেকে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে যথাক্রমে ৪র্থ ও ৫ম স্থান অধিকার করেছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত গবাদিপ্রাণির জন্য ১.১৫ লক্ষ ও পোল্ট্রির জন্য ১৬.০৮ কোটি ডোজ টিকা উৎপাদিত হয়েছে।

কৃষি বাংলাদেশের অন্যতম অর্থনৈতিক খাত। বর্তমানে (২০১৬-১৭ অর্থবছরে) দেশের জিডিপিতে কৃষি খাত (ফসল, বন, প্রাণিসম্পদ এবং মৎস্য) এর অবদান ১৪.৭৯ শতাংশ, শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৩ অনুয়ায়ী শ্রমশক্তির প্রায় ৪৫ শতাংশ এখাতের সাথে জড়িত। সেবা খাতের প্রবৃদ্ধিতে এখাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

কৃষি ব্যবস্থাপনা

দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করতে বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা সরকারের প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্য পূরণে দেশজ খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়নকে সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। এ লক্ষ্যে ক্ষুদ্রসেচ সম্প্রসারণ, জলাবদ্ধতা নিরসন, উন্নতমানের ও উচ্চফলনশীল বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পরমাণু ও জৈব প্রযুক্তি ব্যবহার করে লবণাক্ততা সহিষ্ণু এবং স্বল্প-সময়ের শস্যের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। লবণাক্ততা সহিষ্ণু ফসলের জাত উদ্ভাবন দেশের দক্ষিণাঞ্চলের বিশাল উপকূলীয় এলাকা ধান চাষের আওতায় আনার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। স্বল্প-সময়ে উৎপাদিত শস্যের জাত চাষের ফলে দেশের উত্তরাঞ্চলে খাদ্যাভাব দূর করে মঙ্গার অভিঘাত হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে।

সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ ও সেচ যন্ত্রপাতির সহজলভ্যতা বৃদ্ধি, লক্ষ্যভিত্তিক কৃষি সম্প্রসারণ, ন্যায্যমূল্যে কৃষি উপকরণ সহজলভ্যকরণ ও এর সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, কৃষি উপকরণে পর্যাপ্ত ভর্তুকি প্রদান, কৃষিজাত পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ, ফসল সংরক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণসহ সকল কৃষিজাত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও হাওর এলাকায় পরিকল্পিত পানি নিষ্কাশনের মাধ্যমে কৃষি জমির আওতা সম্প্রসারণ ও একাধিক ফসল উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। একইসাথে কৃষক পর্যায়ে কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্যও বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

খাদ্যশস্য উৎপাদন

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী ২০১৫-১৬ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন হয়েছিল ৩৮৮.১৭ লক্ষ মেট্রিক টন। তন্মধ্যে, আউশ ২২.৮৯ লক্ষ মেট্রিক টন, আমন ১৩৪.৮৩ লক্ষ মেট্রিক টন, বোরো ১৮৯.৩৮ লক্ষ মেট্রিক টন, গম ১৩.৪৮ লক্ষ মেট্রিক টন ও ভূট্টা ২৭.৫৯ লক্ষ মেট্রিক টন। বিবিএস এর সাময়িক হিসাব

অনুযায়ী ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আউশ ২১.৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন, উৎপাদন হয়েছে এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী এ অর্থবছরে ভুট্টার উৎপাদন হয়েছে ৩৪.৩৯ লক্ষ মেট্রিক টন। চলতি অর্থবছরে আমন, বোরো ও গমের লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ১৩৫.৩০ লক্ষ, ১৯১.৫৩ লক্ষ ও ১৪.৩১ লক্ষ মেট্রিক টন ধরা হয়েছে, যা অর্জিত হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। সারণি ৭.১ -এ ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিসংখ্যান দেখানো হলোঃ

সারণি ৭.১ঃ খাদ্যশস্য উৎপাদন

(লক্ষ মেট্রিক টন)

খাদ্যশস্য	**২০০৯-১০**	**২০১০-১১**	**২০১১-১২**	**২০১২-১৩**	**২০১৩-১৪**	**২০১৪-১৫**	**২০১৫-১৬**	**২০১৬-১৭ (লক্ষ্যমাত্রা)**
আউশ	**২২.১৮**	২১.৩৩	২৩.৩৩	২১.৫৮	২৩.২৬	২৩.২৮	২২.৮৯	২১.৩৫(প্রকৃত)
আমন	১২৬.৬০	১২৭.৯১	১২৭.৯৮	১২৮.৯৭	১৩০.২৩	১৩১.৯০	১৩৪.৮৩	১৩৫.৩০
বোরো	১৮৫.২৫	১৮৬.১৭	১৮৭.৫৯	১৮৭.৭৮	১৯০.০৭	১৯১.৯২	১৮৯.৩৮	১৯১.৫৩
মোট চাল	**৩৩৪.০৩**	**৩৩৫.৪১**	**৩৩৮.৯০**	**৩৩৮.৩৩**	**৩৪৩.৫৬**	**৩৪৭.১০**	**৩৪৭.১০**	**৩৪৮.১৮**
গম	১০.৩৯	৯.৭২	৯.৯৫	১২.৫৫	১৩.০২	১৩.৪৮	১৩.৪৮	১৪.৩১
ভুট্টা*	১৩.৭০	১৫.৫২	১৯.৫৪	২১.৭৮	২৫.১৬	২৩.৬১	২৭.৫৯	৩৪.৩৯
মোট	**৩৫৮.১২**	**৩৬০.৬৫**	৩৬৮.৩৯	**৩৭২.৬৬**	**৩৮১.৭৪**	**৩৮৪.১৯**	**৩৮৮.১৭**	**৩৯৬.৮৮**

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো,*কৃষি মন্ত্রণালয়

খাদ্য ব্যবস্থাপনা

অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ

২০১৫-১৬ অর্থবছরে সরকারিভাবে মোট খাদ্যশস্য সংগ্রহের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৬.৩২ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ১৪.৩২ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ২.০০ লক্ষ মেট্রিক টন)। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে শুধুমাত্র বোরো ও আমন ফসল থেকে চাল সংগৃহীত হয়েছিল ১০.৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন, গম সংগৃহীত হয়েছিল ২.০০ লক্ষ মেট্রিক টন অর্থাৎ মোট ১২.৩৩ লক্ষ মে. টন খাদ্যশস্য সংগৃহীত হয়েছিল। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ২০.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ১৮.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ২.০০ লক্ষ মেট্রিক টন)। তন্মধ্যে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত বোরো এবং আমন ফসল থেকে ৭.৫৭ লক্ষ মেট্রিক টন চাল সংগৃহীত হয়েছে।

খাদ্যশস্য আমদানি

চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত) সার্বিকভাবে সরকারি ব্যবস্থাপনায় দেশে খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১.৯১ লক্ষ মেট্রিক টন, যা সম্পূর্ণ গম। সরকারি পর্যায়ে এ বছর কোন চাল আমদানি করা হয়নি। তবে এ সময়ে বেসরকারি খাতে ০.৪২ লক্ষ মে. টন চাল ও ৩৯.৫৮ লক্ষ মে. টন গমসহ মোট ৪০.০০ লক্ষ মে. টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়েছে।

সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ

সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার বিভিন্ন চ্যানেলে নির্ধারিত আয়ের সরকারি কর্মচারি ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য সরকার খাদ্য সহায়তা দিয়ে থাকে। এর আওতায় নগদ সহায়তা (monetised) আকারে যেমন-ওপেন মার্কেট সেল (ওএমএস), ফেয়ার প্রাইজ কার্ড, ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারি, মুক্তিযোদ্ধা, গার্মেন্টস শ্রমিক ও অন্যান্য এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বা সরাসরি খাদ্য সহায়তা (non-monetised) হিসেবে যেমন-কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা), টেস্ট রিলিফ(TR), ভারনারেবল গ্রুপ ফিডিং (VGF), ভারনারেবল গ্রুপ উন্নয়ন (VGD), গ্রাটিসাস রিলিফ (GR) ও অন্যান্য খাদ্যশস্য বিতরণের সংস্থান রাখা হয়।

গত ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেটে সরকারিভাবে ২২.১৬ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২০.৬৪ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয় (নগদ সহায়তা খাতে ৮.৬৩ লক্ষ মেট্রিক টন এবং সরাসরি খাদ্য সহায়তা হিসেবে ১২.০১ লক্ষ মেট্রিক টন)। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে ২৩.৬৫ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণের সংস্থান রাখা হয়েছে। এর বিপরীতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত নগদ সহায়তা খাতে যেমন-এসেনসিয়াল প্রায়োরিটি (ইপি), আদারস প্রায়োরিটি (ওপি), বৃহৎ জনবল (এল.ই), ওএমএস, ফেয়ার প্রাইজ কার্ড, ৪র্থ শ্রেণি কর্মচারী, মুক্তিযোদ্ধা, গার্মেন্টস শ্রমিক) ৮.৬৪ লক্ষ মেট্রিক টন এবং সরাসরি খাদ্য সহায়তা হিসেবে (কাবিখা, টিআর, ভিজিএফ, ভিজিডি, জিআর ও অন্যান্য) ৪.০৯ লক্ষ মেট্রিক টন অর্থাৎ সর্বমোট ১২.৭৩ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে।

খাদ্যশস্য ধারণ ক্ষমতা

চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত দেশে খাদ্য গুদামসমূহের মোট ধারণক্ষমতা দাঁড়িয়েছে ২০.২৩

লক্ষ মেট্রিক টন যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে একই সময়ে ছিল ২০.০৯ লক্ষ মেট্রিক টন।

নিরাপদ খাদ্য

জনসাধারণের জন্য ভেজালমুক্ত ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ গত ১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ থেকে কার্যকর করা হয়েছে এবং ২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ থেকে 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আইনটি কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে জনসচেনতা তৈরি, আইনটির মৌলিক বিষয়সমূহের উপর সম্যক ধারণা ও সঠিক প্রয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ' নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সমন্বয় করবে। সমগ্র দেশে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সকল খাদ্য ও খাদ্য উপাদান উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, প্রস্তুতকরণ ও বিপণন ইত্যাদি কার্যক্রম পরিবীক্ষণ এবং উৎকৃষ্ট পদ্ধতির অনুশীলন ও তা অনুশীলনে উপাত্ত বিশ্লেষণ, সমাধান প্রভৃতি কার্যক্রম 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ' এর দায়িত্বের মধ্যে থাকবে। নিরাপদ খাদ্য আইনের সুষ্ঠ বাস্তবায়নে আইন সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় দলিলাদি প্রণয়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নেতৃত্বে সমন্বিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে একটি পাঁচসালা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে 'নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কাউন্সিল' এর অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

বীজ উৎপাদন ও বিতরণ

ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য উন্নতমানের বীজ একটি অন্যতম প্রধান ও মৌলিক কৃষি উপকরণ। ভাল বীজ এককভাবে ফসলের ফলন ১৫-২০ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে সক্ষম। বর্তমানে বিভিন্ন ফসলের জন্য চাহিদামাফিক মানসম্মত বীজের উল্লেখযোগ্য অংশ সরকারি খাত থেকে সরবরাহ করা হয়। কিছু সংখ্যক বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এবং এনজিও ভাল বীজ, মূলতঃ হাইব্রীড ধান, ভূট্টা এবং শাক-সবজির বীজ সরবরাহের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। মানসম্পন্ন বীজের কিছু অংশ ব্যক্তি ব্যবস্থাপনায়, বিশেষ করে কৃষক পর্যায়ে উৎপাদন, সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) সারা দেশে ২৪টি দানা শস্য বীজ উৎপাদন খামার, ২টি পাট বীজ উৎপাদন খামার, ২টি আলু বীজ উৎপাদন খামার, ৩টি ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদন খামার, ২টি সবজি বীজ উৎপাদন খামার ও ৭৫টি চুক্তিবদ্ধ চাষি জোনের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করে । এছাড়া, এ সংস্থা ৯টি উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র ও ১৪টি এগ্রো-সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে উৎপাদিত বিভিন্ন ফসলের চারা, কলম, গুটি ইত্যাদি উৎপাদন ও চাষি পর্যায়ে বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সারাদেশে ৭৫টি চুক্তিবদ্ধ চাষি জোনের আওতায় চাষি সংখ্যা ৭৪,৩২৭ থেকে বৃদ্ধি করে ৯১,৪৮৭ জনে উন্নীত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে জরিপকৃত জমির পরিমাণ ১,৯৫,৮৪৭ হেক্টর।

বাংলাদেশে বীজের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে চলতি ২০১৬-১৭ মৌসুমে বিএডিসি মোট ১.৩০ লক্ষ মেট্রিক টন বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিএডিসি কর্তৃক জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত মোট ১.০৮ লক্ষ মেট্রিক টন বিভিন্ন ফসলের মানসম্পন্ন বীজ কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে। বিএডিসির নিজস্ব খামার ও চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রকৃত উৎপাদন ও বিতরণ এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরের উৎপাদন ও বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা সারণি ৭.২-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ৭.২ঃ বিএডিসির বীজ উৎপাদন ও বিতরণ কার্যক্রম

(মেট্রিক টন)

বীজের নাম	২০১৪-১৫		২০১৫-১৬		২০১৬-১৭	
	উৎপাদন	বিতরণ	উৎপাদন	বিতরণ	উৎপাদন(লক্ষ্যমাত্রা)	বিতরণ (লক্ষ্যমাত্রা)
ধান বীজ	৮২৪২৩	৮৪৯০১	৮০৫৪৬	৭৪৬০৭	৮০১৪০	৮০৮২৮
গম বীজ	২৮১৭৭	২৭২০৮	১৬৫৩২	২০৮৬৬	১৮১৯৯	১৬৫৩২
ভুট্টাবীজ	২১৩	২৩৮	৫	৫৬	১৬	৫
আলু বীজ	২৫১৭৯	২২৫৬৮	২৬৪৫৩	২৫১৩৪	৩২৯০১	২৬৪৫৩
ডাল বীজ	১৭২৬	২৩৫৩	১৬৯৯	১৩১৪	২১৫০	১৬৯৯
তৈল বীজ	১৪২১	১৭৮২	৩২৬৬	১১৮৮	১৫১০	৩২৬৬
পাট বীজ	১০৪৪	১০৪৪	৮৮০	৭২৫	৯৫০	৯৫০
সবজি বীজ	১২৩	১১৫	৮৩	৭৬	৮৫	৮৩
মসলা জাতীয় বীজ	১০৯	১০৮	১০৪	৪৭	১১৮	১০৪
সর্বমোট	১৪০৪১৪	১৪০৩১৭	১২৯৫৬৮	১২৪০৩৩	১৩৬০৬৯	১২৯৯২০

উৎসঃ কৃষি মন্ত্রণালয়, ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

সার

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটাতে উচ্চ ফলনশীল জাত ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিবিড় চাষাবাদের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। এসব উচ্চ ফলনশীল ফসলের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টির ঘাটতি মেটাতে মাটিতে জৈবসারের পাশাপাশি রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হয়। খাদ্যের চাহিদা বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে ফসল উৎপাদনের জন্য রাসায়নিক সারের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এককভাবে ইউরিয়া সারের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট সার ব্যবহার করা হয়েছে ৪৭.৩৮ লক্ষ মেট্রিক টন যার মধ্যে ইউরিয়া ২২.৯১ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০০৯-১০ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত বছরভিত্তিক সার ব্যবহারের পরিমাণ সারণি ৭.৩-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ৭.৩ঃ কৃষিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক সার

(‘০০০’ মেট্রিক টন)

অর্থবছর	সারের নাম										মোট
	ইউরিয়া	টিএসপি	ডিএপি	এসএসপি	এনপিকেএস	এমওপি	এএসপি	জিপসাম	জিংক	অন্যান্য	
২০০৯-১০	২৪০৯	৪২০	১৩৬	-	৫০	২৬৩	৫	২০	১০	-	৩৩১৩
২০১০-১১	২৬৫২	৫৬৪	৩০৫	-	৪০	৪৮২	৫	২৫	১২	-	৪০৮৫
২০১১-১২	২২৯৬	৬৭৮	৪০৯	-	২০	৬১৩	৬	১৫	১২	-	৪০৪৯
২০১২-১৩	২২৪৭	৬৫৪	৪৩৪	-	২৫	৫৭১	৯	৪০	২৪	১৯	৪০২৩
২০১৩-১৪	২৪৬২	৬৮৫	৫৪৩	-	২৭	৫৭৭	৩	১২৬	৪২	০.৪০	৪৪৬৫
২০১৪-১৫	২৬৩৮	৭২২	৫৯৭	-	২৭	৬৪০	৬	১২২	৩৯	-	৪৭৯১
২০১৫-১৬	২২৯১	৭৩০	৬৫৮		৪০	৭২৭	১০	২২৯	৫৩	-	৪৭৩৮

উৎসঃ কৃষি মন্ত্রণালয় ।

সেচ ব্যবস্থাপনা

জলবায়ু পরিবর্তন এবং অপরিকল্পিতভাবে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের কারণে দেশের ব্যাপক এলাকা শুকনো মৌসুমে সেচের পানি পাচ্ছে না। ফসলের নিবিড়তা ও ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি সু-পরিকল্পিত সেচ ব্যবস্থা গ্রহণ অন্যতম জরুরি। ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার বৃদ্ধি করে ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার কমানোর মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা এবং সেচ ব্যয় হ্রাসের ওপর সরকার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছে। ক্ষুদ্র সেচের বিরাট অংশ বেসরকারি মালিকানাধীন হলেও দক্ষ সেচ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার দায়িত্ব সরকারের যাতে স্বল্প খরচে টেকসই সেচ সুবিধা প্রদান সম্প্রসারিত হয়। দক্ষ ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সরকার নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারকল্পে সম্ভাবনাময় এলাকার ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে রাবার ড্যাম প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, খাল পুনঃখনন, ভূপরিস্থ সেচনালা নির্মাণ, ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ, বেড়িবাঁধ নির্মাণ, সেচ অবকাঠামো নির্মান, শক্তিচালিত পাম্প স্থাপন, গভীর নলকূপ স্থাপন, গভীর নলকূপ পুনর্বাসন, পাহাড়ি এলাকায় ঝিঁরিবাঁধ নির্মাণ ও কূপ খনন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিএডিসি কর্তৃক স্থাপিত স্বয়ংক্রিয় ২০১টি অটো ওয়াটার লেভেল রেকর্ডারের মাধ্যমে প্রতি মুহূর্তের ডাটা সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং ডিজিটাল ডাটা ব্যাংক প্রস্তুত করার মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানির তথ্য/উপাত্ত পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব হচ্ছে। এ তথ্য ব্যবহার করে ইতোমধ্যে Groundwater Zoning Map তৈরি করা হয়েছে এবং সময়ে সময়ে তা হালনাগাদ করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে দেশের কোথায় কোন ধরণের সেচযন্ত্র ব্যবহার করা যাবে তা সহজেই নিরূপণ করা সম্ভব হবে। এছাড়া, স্মার্ট কার্ড/প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের ফলে সেচচার্জ আদায় সহজতর হয়েছে এবং কৃষক সঠিক সময়ে ও পরিমাণ মতো ফসলে সেচ দিতে সমর্থ হচ্ছে। সেচ কাজের জন্য নবায়নযোগ্য জ্বালানি তথা সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্প স্থাপন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন জেলায় ১১টি সৌর চালিত সেচ পাম্প স্থাপন করা হয়েছে। অন্যান্য জেলায়ও সৌর বিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্প স্থাপনের পরিকল্পনা বিবেচনাধীন আছে। গত ২০১৫-১৬ অর্থ বছর পর্যন্ত বিএডিসি কর্তৃক ৬,৮১৪ কি.মি. খাল, ৭,৭০০ কি.মি. ভূগর্ভস্থ সেচনালা, ৬টি রাবার ড্যাম, ৬,৩৮০টি সেচ অবকাঠামো নির্মাণ ও প্রায় ১৮,৮০৭টি সেচযন্ত্র ক্ষেত্রয়ানের মাধ্যমে ৪,৯৭,১৮৮ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বিএডিসি’র মাধ্যমে ১২টি সেচ প্রকল্প ও ৮টি সেচ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ সকল সেচ প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে ৩৩৪.৩৬ কি.মি. খাল পুনঃখনন, ২৮৬টি সেচ অবকাঠামো, ৫২৪.৫৫ কি.মি. ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা, ২৮.৩ কি.মি. ভূ-পরিস্থ সেচনালা, ১৫৮টি গভীর নলকূপ, ৫৪৫টি শক্তিচালিত পাম্প, ২৯টি গভীর নলকূপ পুনর্বাসন, ৬১৩টি সেচযন্ত্রে বিদ্যুতায়ন, ২৯১টি স্মার্ট কার্ড প্রিপেইড মিটার স্থাপন, ১৪টি সোলার পাম্প স্থাপন, ৮,০০০ মিটার ফিতা পাইপ সরবরাহ করার সংস্থান রয়েছে যা জুন, ২০১৭ সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে।

সারণি ৭.৪ এ ২০০৯-১০ সাল থেকে বছর ভিত্তিক সেচকৃত জমির পরিমাণ দেখানো হলোঃ

সারণি ৭.৪ঃ সেচকৃত জমির আয়তন

(লক্ষ হেক্টরে)

সেচ পদ্ধতি	২০০৯-১০*	২০১০-১১*	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭ (লক্ষ্যমাত্রা)
এলএল পিওঅন্যান্য	১১.০৭	১০.৩৯	১১.৪৫	১১.৯৬	১২.৪৬	১২.৫১	১৩.৪২	১২.৮৬
গভীর নলকুপ	৭.৭৩	৭.১৯	৭.৫৯	৯.৩৪	৮.৭৮	৯.৬২	১১.৯৪	৯.০৮
অগভীর নলকুপ (সারফেস/ডিপ/ভেরি-ডিপসেট)	৩৩.৩৭	৩৫.০৫	৩৪.১৮	৩২.৪২	৩২.৭৮	৩২.৩৫	২৯.৫৪	৩৩.১৮
মোট সেচ	**৫২.১৭**	**৫২.৬৩**	**৫৩.২২**	**৫৩.৭২**	**৫৪.০২**	**৫৪.৪৮**	**৫৪.৯০**	**৫৫.১২**

উৎসঃ বিবিএস,* ডিএই,কৃষি মন্ত্রণালয়।

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের সবগুলো জেলাতে সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করেছে। ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত সর্বমোট ১৫,১৭৫টি গভীর নলকূপ ব্যবহার করে আউশ, আমন ও বোরো মৌসুমে সর্বমোট প্রায় ৬.৬৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা হয়েছে। ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এ যাবৎ ৩,০৬৭টি পুকুর, ৬টি দীঘি ও ১,৭৪১ কিঃমিঃ খাস খাল/খাঁড়ি পুনঃখনন এবং উক্ত খালে ৭১৫টি পানি সংরক্ষণ কাঠামো (ক্রসড্যাম) নির্মাণ করা হয়েছে। যার মাধ্যমে প্রায় ৯০ হাজার হেক্টরেরও অধিক আয়তনের জমিতে সম্পূরক সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে এবং প্রায় ১.১৩ লক্ষ কৃষক উপকার ভোগ করেছেন। সেচকাজে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে গোদাগাড়ী, পুঠিয়া ও চারঘাট উপজেলায় পদ্মানদী হতে পানি উত্তোলন করে খালে স্থানান্তর করে এবং সর্বমোট ১৬৫টি Low Lift Pump (LLP) স্থাপন করে পার্শ্ববর্তী প্রায় ৫,৫০০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া বরেন্দ্র অঞ্চলের যে সকল এলাকায় কোন সেচযন্ত্র কার্যকর নয় এবং সেচ কাজ পরিচালনার কোন ব্যবস্থা ছিল না, সে সকল এলাকায় মোট ১১০টি পাতকূয়া খনন করে এলাকার জনসাধারণের খাবার পানির চাহিদা পূরণ করা সহ কম পানি প্রয়োজন হয় এমন ফসল চাষ করা হয়েছে। বর্তমানে খননকৃত ১০টি পাতকূয়ায় মাটির স্তরের চুয়ানো পানি ধারণ করাসহ বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য কূয়ার উপর ফানেল আকৃতির সোলার প্যানেল স্থাপন করে সৌরশক্তি দ্বারা সেগুলো পরিচালনা করা হচ্ছে। ফলে উৎপাদিত বিদ্যুতের ব্যবহার সাশ্রয় করে প্রায় ৬৬ বিঘা জমিতে স্বল্প সেচ লাগে এমন ফসল আবাদ এবং খাবার ও গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়াও সেচকাজে Renewable Energy কাজে লাগিয়ে খাল/পুকুরের পানি ব্যবহারের জন্য সৌরশক্তি ব্যবহার করে সেচের পাম্প পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সেচের আওতাধীন এলাকা ক্রম বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে সেচের আওতাধীন এলাকা ছিল ৫৩.২২ লক্ষ হেক্টর, যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৫৪.৯০ লক্ষ হেক্টর হয়েছে।

পাট ফসলের উৎপাদন

বর্তমানে বিশ্বে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে কৃত্রিম তন্তুর ক্ষতিকর প্রভাব হতে পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য প্রাকৃতিক তন্তু হিসাবে পাটের দিকে বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের মনোযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশে পলিথিন শপিং ব্যাগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ২০১০ সালে ‘পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন ২০১০’ প্রবর্তন করা হয়েছে এবং উক্ত আইনবলে ‘পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা ২০১৩’ প্রবর্তন করা হয়েছে। উক্ত বিধিমালা অনুযায়ী বর্তমানে ১৭টি পণ্যে মোড়কীকরণে পাটজাত মোড়ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। উক্ত আইন এবং বিধিমালা কার্যকরের জন্য বহুমূখী পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে দেশে এবং বিদেশে পাটের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পাটের জমি এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৭ সালে ৮.১৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে পাট চাষ করে ৯১.৭২ লক্ষ বেল পাট আঁশ উৎপাদিত হয়েছে, যা স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে পাটের আবাদি জমি ও উৎপাদনের সর্বোচ্চ রেকর্ড।

এছাড়া পাট ফসল মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনবরতঃ ধান চাষের ফলে মাটির উপরের অংশে (Top Soil) খাদ্য উপাদান যে ঘাটতি দেখা দেয় পাটের প্রধান মূল মাটির গভীর থেকে খাদ্য উপাদান উপরে নিয়ে আসে। ফলে জমির উৎপাদনশীলতা তথা খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যই শস্যক্রমে পাট অন্তর্ভুক্তি আবশ্যক।

বাংলাদেশের জলবায়ু পাট চাষের জন্য এতই উপযোগী যে, পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম মানের পাট বাংলাদেশে উৎপন্ন হয়।

কৃষি ঋণ

বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসহ বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলী ব্যাংককে কৃষি ঋণ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি কৃষি ঋণ বিতরণ সহজতর করে এবং নতুন নতুন বিষয় সন্নিবেশ করে বিগত অর্থবছর সমূহের ন্যায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বর্ধিত কলেবরে কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মধ্যে কৃষি ও পল্লী ঋণের আওতা বৃদ্ধি, পল্লী এলাকায় ব্যাংকিং কর্মকান্ড সম্প্রসারণে কৌশলগত পদ্ধতি গ্রহণ, কৃষকদের অধিক হারে ব্যাংকমুখী করা তথা আর্থিক সেবায় অন্তর্ভুক্তিকরণ, আমদানি বিকল্প ফসল চাষে বাড়তি উৎসাহ প্রদান করতে হবে।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক, বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে মোট ১৬,৪০০.০০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৭,৬৪৬.৩৯ কোটি টাকা (লক্ষ্যমাত্রার ১০৭.৬০ শতাংশ) কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট ১৭,৫৫০.০০ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয় এবং জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত তফসিলী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক মোট ১২,১৫৮.৭১ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার ৬৯.২৮ শতাংশ। ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জানুয়ারি, ২০১৭ মাস পর্যন্ত কৃষি ঋণ বিষয়ক উপাত্ত সারণি ৭.৫ এ দেয়া হলোঃ

সারণি ৭.৫ঃ বছরওয়ারি কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি

(কোটি টাকা)

অর্থবছর	বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা	বিতরণ	ঋণ আদায়	বকেয়া
২০০৯-১০	১১৫১২.৩০	১১১১৬.৮৮	১০১১২.৭৫	২২৫৮৮.৫৮
২০১০-১১	১২৬১৭.৪০	১২১৮৪.৩২	১২১৪৮.৬১	২৫৪৯২.১৩
২০১১-১২	১৩৮০০.০০	১৩১৩২.১৫	১২৩৫৯.০০	২৫৯৭৪.৯৭
২০১২-১৩	১৪১৩০.০০	১৪৬৬৭.৪৯	১৪৩৬২.২৯	৩১০৫৭.৬৯
২০১৩-১৪	১৪৫৯৫.০০	১৬০৩৬.৮১	১৭০৪৬.০২	৩৪৬৩২.৮১
২০১৪-১৫	১৫৫৫০.০০	১৫৯৭৮.৪৬	১৫৪০৬.৯৬	৩২৯৩৬.৮০
২০১৫-১৬	১৬৪০০.০০	১৭৬৪৬.৩৯	১৭০৫৬.৪৩	৩৪৪৭৭.৩৭
২০১৬-১৭*	১৭৫৫০.০০	১২১৫৮.৭১	১০৮১৫.০৫	৩৬৩৮৮.৯৭

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। *জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

কৃষিখাতের সংস্কার

দেশের জনসাধারণের দীর্ঘমেয়াদি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় বিভিন্ন খাত ও উপ খাত যেমন: কৃষি গবেষণা ও শিক্ষা কার্যক্রম; সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ; কৃষি পণ্যের বিপণন; কৃষি সহায়তা ও পুনর্বাসন;

কৃষি উপকরণ ও যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন, সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা; বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ, সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও সেচ কার্যক্রম; শস্য সংরক্ষণসহ সামগ্রিক কৃষি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বহুমুখী উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। এ লক্ষ্যে বেশ কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমনঃ

- হাওর অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ;
- দেশের জনগণের পুষ্টি চাহিদা পুরণে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) এর মাধ্যমে পুষ্টি বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন, জনসচেতনতা সৃষ্টি ও প্রশিক্ষণ প্রদান;

বছরব্যাপী ফল উৎপাদন প্রাপ্তি ও ব্যবহারের মাধ্যমে পুষ্টি নিশ্চিতকরণ;

- ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর চাপ হ্রাস ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচ প্রকল্প গ্রহণ এবং রির্চাজ ওয়েলের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানি সমৃদ্ধকরণ;
- ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বরেন্দ্র এলাকায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সেচ প্রকল্প গ্রহণএবং সৌরশক্তিতে পরিচালিত পাতকূয়ার মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ সুবিধা সম্প্রসারণ;
- কৃষি জমির যথাযথ ব্যবহার ও সারসহ অন্যান্য কৃষি-উপকরণের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে কৃষির সাথে সম্পৃক্ত সকলকে সচেতনকরণ;

- জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া মোকাবেলায় বন্যা, খরা, লবণাক্ত ও অধিক তাপমাত্রা সহিষ্ণু ফসলের জাত উদ্ভাবন;
- ক্রপ জোনিং এর মাধ্যমে কোন্ ফসলের জন্য ৫ এলাকাটি উপযুক্ত তা নির্ধারণ;
- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
- আধুনিক চাষাবাদের কলাকৌশল কৃষক পর্যায়ে পৌঁছে দেয়ার জন্য সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদারকরণ;
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে রাবার ড্যাম স্থাপনের মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি;
- কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে বাজারজাতকরণ ও গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রকল্প গ্রহণ;
- কৃষি খাতে মৌসুমী শ্রমিকের ঘাটতি মোকাবেলায় কৃষি আধুনিকায়নের লক্ষ্যে খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ;
- বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) এর উপকেন্দ্র স্থাপন;
- খামার যান্ত্রিকীকরণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে কৃষকদের কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ে ভর্তুকি প্রদান;
- বীজের সংকট দুর করে নির্দিষ্ট সময়ে কৃষকের হাতে উন্নত বীজ সরবরাহ করে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বীজ হিমাগার স্থাপন;
- দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় এলাকায় মানসম্পন্ন বীজের ঘাটতি মোকাবেলায় পটুয়াখালীর দশমিনায় বীজ বর্ধন খামার ও নোয়াখালীর সুবর্ণ চরে ডাল ও তৈল বীজ বর্ধন খামার এবং বীজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপন;
- কৃষক পর্যায়ে মান সম্পন্ন বীজ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ;
- সেচ এলাকা বর্ধিতকরণের মাধ্যমে পতিত জমিকে আবাদি জমিতে রূপান্তরিত করার কার্যক্রম গ্রহণ;
- ডিজিটাল কৃষি বাস্তবায়নে কৃষি তথ্য সেবা ও কমিউনিটি রেডিও কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য কমিউনিটি রুরাল রেডিও স্টেশন স্থাপন;
- বিভিন্ন মোবাইল কোম্পানির কল সেন্টারসমূহে যোগাযোগের মাধ্যমে কৃষি এবং কৃষি ভিত্তিক সেবার ব্যবস্থা গ্রহণ;

ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (Agriculture Information & Communication Centre(AICC) স্থাপন;

- কৃষি এবং কৃষি ভিত্তিক সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে অনলাইন ভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের ই-কৃষি সেবার উন্নয়ন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য Online Fertilizer Recommendation Software, Bangladesh Rice Knowledge Bank ইত্যাদি;
- কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রধান কার্যালয়ে ১টি কৃষি কল সেন্টার স্থাপন;
- আমদানীকৃত বীজের রোগ-বালাই পরীক্ষার জন্য Post-Entry Quarantine Centre স্থাপনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ;
- শস্য সংগ্রহোত্তর ফসলের ক্ষতি কমানোর কার্যক্রম (Post Harvest Management) সম্প্রসারণ;
- ক্ষতিকর রাসায়নিক ও বালাইমুক্ত ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে সবজি ও ফলে জৈবিক বালাই ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জনপ্রিয় করণ এবং মানসম্মত সবজি ও ফল উৎপাদনের জন্য জৈব কৃষি কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য প্রকল্প গ্রহণ;
- কৃষিখাতে মহিলাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- সেচ কার্যক্রম দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বারিড পাইপ/ ফিতা পাইপের প্রচলন এবং সেচ কাজে প্রি-পেইড মিটার ও এনার্জি মেজারিং পদ্ধতি স্থাপন;
- পাটের জেনম সিকোয়েন্সিং এর উপর প্রায়োগিক গবেষণা, পাট চাষের এলাকা চিহ্নিতকরণ ও রিবন রেটিং প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, পাট ও পাট জাতীয় ফসলের লবণাক্ততা এবং অন্যান্য প্রতিকূলতা সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন এবং বহুমুখী পাটপণ্য উদ্ভাবন সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ;
- আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থাপনা সৃষ্টি করে ভূ-পরিস্থ পানির যথাযথ ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

- তুলার উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদারকরণ;
- জেলা পর্যায়ে বিপণন অফিসগুলোকে ইন্টারনেট সংযোগের আওতাভুক্তকরণ এবং হাট বাজারের বাজারদর ও তথ্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট www.dam.gov.bd-তে প্রচার এবং পরিবীক্ষণ জোরদারকরণ।

মৎস্য সম্পদ

মৎস্য উৎপাদন

কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে মৎস্য খাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় অর্থনীতিতে এ সম্ভাবনাময় সেক্টরের ভূমিকা ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে। মোট দেশজ উৎপাদনের প্রায় ৩.৬৫ শতাংশ মৎস্য খাতের অবদান। দেশের মোট কৃষিজ আয়ের ২৩.৮১ শতাংশ মৎস্য খাত থেকে আসে। দেশের রপ্তানি আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আসে মৎস্য খাত থেকে। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৬০ শতাংশ যোগান দেয় মাছ।মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষ সরবরাহ বৃদ্ধি করা এ খাতের একটি অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হচ্ছে-সমাজভিত্তিক মৎস্য চাষ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ, খাস জলাশয়ে মৎসজীবীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ, বিল নার্সারি কার্যক্রম গ্রহণ ও মুক্ত জলাশয়ে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ, মৎস্য অভয়াশ্রম সৃষ্টি, ঘের ও খাঁচায় মাছ চাষ কার্যক্রম সম্প্রসারণ, ভরাট হয়ে যাওয়া নদী পুনঃখনন করে মাছের আবাসস্থল পুনরুদ্ধার এবং গবেষণার মাধ্যমে উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ। মৎস্য অধিদপ্তর মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য/চিংড়ি চাষি ও মৎস্যজীবীদের নিয়মিতভাবে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। এছাড়াও মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের দরিদ্র্য মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন করছে। উল্লেখ্য, অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় এবং চাষকৃত বদ্ধ জলাশয় থেকে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে যথাক্রমে ৪র্থ ও ৫ম স্থান অধিকার করেছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দেশে মোট মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৮.৭৮ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৪০.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন। সারণি ৭.৬-এ ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত বিভিন্ন উৎসে মৎস্য উৎপাদন পরিসংখ্যান দেখানো হলোঃ

সারণি ৭.৬: মৎস্য খাতের বিভিন্ন উৎস হতে মাছের উৎপাদন

(লক্ষ মেট্রিক টন)

খাত	আয়তন (লক্ষ হেক্টর)	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭ (লক্ষ্যমাত্রা)
১. অভ্যন্তরীণঃ									
(ক) মুক্ত জলাশয়									
নদী ও মোহনা	৮.৫৪	১.৮২	১.৪৫	১.৪৬	১.৪৭	১.৬৭	১.৭৫	১.৭৮	১.৮২
সুন্দরবন	১.৭৮	০.০৮	০.২২	০.২২	০.২২	০.১৭	০.১৮	০.১৭	০.১৭
বিল	১.১৪	১.২৭	০.৮২	০.৮৫	০.৮৯	০.৮৯	০.৯৩	০.৯৩	০.৯৭
কাপ্তাই হ্রদ	০.৬৯	০.০৭	০.০৯	০.০৮	০.০৯	০.০৮	০.০৮	০.০৮	০.১০
প্লাবনভূমি	২৮.১০	৭.০৫	৭.৯৭	৬.৯৬	৬.৮৬	৭.১৪	৭.৩০	৭.৪৫	৭.৬৮
উপ-মোট (মুক্ত জলাশয়)	**৪০.২৫**	**১০.৭৫**	**১০.৫৫**	**৯.৫৭**	**৯.৬১**	**৯.৯৫**	**১০.২৪**	**১০.৪৬**	**১০.৭৬**
(খ) চাষকৃত									
পুকুর	৩.৭২	১১.৩৯	১২.২০	১৩.৯২	১৪.৭৯	১৫.২৭	১৬.১৩	১৭.৩২	১৮.৩৩
বাওড়	০.০৬	০.০৯	০.৫১	০.০৫২	০.০৬	১.৯৩	০.০৭	০.০৮	০.০৮
অর্ধ আবদ্ধ	১.৩৩	০.৪৬	০.০৫	১.৩২	১.৩৯	০.০৭	২.০১	২.০৪	২.১৬
চিংড়ি খামার	২.৭৬	১.৫৬	১.৮৫	১.৯৬	২.০৪	২.১৬	২.২৩	২.৩৪	২.৪৭
পেন কালচার	০.০৮	-	-	-	-	০.১৩	০.১৬	০.১৩	০.১৩
কেজ কালচার	০.০০১	-	-	-	-	০.০১	০.০২	০.০২	০.০২
কাকড়া								০.১৩	০.১৩
উপ-মোট (চাষকৃত)	**৭.৯৫১**	**১৪.২৬**	**১৪.৬০**	**১৭.২৬**	**১৮.৬০**	**১৯.৫৬**	**২০.৬১**	**২২.০৬**	**২৩.৩৪**
মোট (অভ্যন্তরীণ)	**৪৭.০৩**	**২৪.০২**	**২৫.১৫**	**২৬.৮৩**	**২৮.৮১**	**২৯.৫১**	**৩০.৮৫**	**৩২.৫২**	**৩২.৪৯**
২. সামুদ্রিকঃ									
(ক) ইন্ডাস্ট্রিয়াল		০.৩৪	০.৪১	০.৭৩	০.৭৩	০.৭৭	০.৮৪	১.০৫	১.০৮
(খ) আর্টিসেন্যাল		৪.৮৩	৫.০৫	৫.০৫	৫.১৬	৫.১৯	৫.৫১	৫.২১	৫.৩১
মোট (সামুদ্রিক)	**-**	**৫.১৭**	**৫.৪৬**	**৫.৭৮**	**৫.৮৯**	**৫.৯৬**	**৫.৯৯**	**৬.২৭**	**৬.৩৯**

সর্বমোট	**-**	**২৮.৯৯**	**৩০.৬২**	**৩২.৬২**	**৩৪.১০**	**৩৫.৪৭**	**৩৬.৮৪**	**৩৮.৭৮**	**৪০.৫০**

উৎসঃ মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

মাছের রেনু ও পোনা উৎপাদন

মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান শর্তই হচ্ছে গুণগত মানসম্পন্ন পোনার সহজলভ্যতা। পরিবেশ ও মনুষ্যসৃষ্ট বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা যেমন অপরিকল্পিতভাবে নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, শস্য ক্ষেতে কীটনাশকের অপরিমিত ও অবাধ ব্যবহার, পানি দূষণ ইত্যাদি নানাবিধ কারণে প্রাকৃতিক উৎসে রেনু উৎপাদনসহ পোনা উৎপাদন ও আহরণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। বিভিন্ন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্রসমূহ পুনরুদ্ধারের জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে হ্যাচারিগুলোতে রেনু উৎপাদনে অন্তঃপ্রজনন সমস্যা নিরসনে মৎস্য অধিদপ্তর ৩২ টি সরকারি খামারের মোগত উন্নয়ন এবং প্রাকৃতিক উৎস হতে পোনা সংগ্রহের পর তা যথাযথভাবে পালন করে গুণগতমান সম্পন্ন ব্রুড মাছ উৎপাদন করছে। এতে পোনার গুণগত মান নিশ্চিত হচ্ছে। এ মানসম্পন্ন ব্রুড মাছগুলো স্বল্প মূল্যে অন্যান্য বেসরকারি হ্যাচারি মালিকদের কাছে বিতরণ করা হচ্ছে। বর্ধিত পোনার চাহিদা পূরণের জন্য বর্তমানে দেশে ১৩৮টি সরকারি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগে ৯০৭ টি হ্যাচারি পরিচালিত হচ্ছে। সারণি ৭.৭-এ গত কয়েক বছরের সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মৎস্য হ্যাচারি'তে উৎপাদিত রেণু/পোনা উৎপাদন পরিসংখ্যান দেয়া হলোঃ

সারণি ৭.৭ঃ মৎস্য হ্যাচারি'তে রেণু/পোনার উৎপাদন

সাল	হ্যাচারির সংখ্যা		রেণু (মেট্রিক টন)			উৎপাদিত পোনার সংখ্যা (কোটি)		
	সরকারি	বেসরকারি	সরকারি	বেসরকারি	মোট	সরকারি	বেসরকারি	মোট
২০০৯	১১৫	৮৮০	৪.৫২	৪৫৮.১৮	৪৬২.৭০	১.৬৬	৯৬০.০১	৯৬১.৬৭
২০১০	১২০	৮৬২	৫.৫৯	৪৬০.২০	৪৬৫.৭৯	২.১১	৯৮৩.৮৭	৯৮৫.৯৮
২০১১	১২৫	৮৪৫	৬.৮৪	৬১৭.৬৪	৬২৪.৪৮	২.১২	৮১৮.২১	৮২০.৩৩
২০১২	১২৫	৯০২	৯.০৭	৬২৬.৫২	৬৩৫.৫৯	২.১৪	৮২২.৬২	৮২৪.৭৬
২০১৩	১৩৪	৮৮৭	৯.০৪	৪৭৭.৩৪	৪৫৯.১১	১.৩৫	৯০০.১৫	৯০১.৫০
২০১৪	১৩৬	৮৯৩	৯.৮৭	৪৯২.৪৭	৫০২.৩৪	২.৩৪	১০২৮.৩৩	১০৩২.৬১
২০১৫	১৩৬	৮৫৭	১০.৪৬	৭০৫.১৯	৭১৫.৬৫	২.৫৯	৮২৮.০২	৮৩০.৬১
২০১৬	১৩৭	৮৯৯	১১.১৮	৬৬৮.২০	৬৭৯.৩৮	২.৭৮	৮২৮.৪৭	৮৩১.২৫

উৎসঃ মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

জাটকা সংরক্ষণ কর্মসূচি

ইলিশ সম্পদের স্থায়িত্বশীল উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা নিশ্চিত করতে সরকার নানা প্রকার সময়োপযোগী এবং বাস্তব কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ সকল কার্যক্রমসমূহ সমন্বিতভ বাস্তবায়নের ফলে বিগত আট বছর ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে। সরকার ইলিশ সম্পদ রক্ষা ও উন্নয়নে যে কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়ন করছে সেগুলো হলো-

১. জাটকা রক্ষায় নভেম্বর থেকে জুন পর্যন্ত জাটকা আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে জেলেরা যাতে ক্ষুধায় কষ্ট না পায় সেজন্য ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদান

২. জাটকা আহরণে বিরত অতি দরিদ্র্য জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান কার্যক্রমের জন্য উপকরণ সহায়তা বিতরণ

৩. নির্বিচারে জাটকা নিধন বন্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি এবং নভেম্বর হতে জুন মাস পর্যন্ত মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন

৪. মা ইলিশ রক্ষায় প্রধান প্রজনন মৌসুমে মোট ২২ দিন প্রজনন এলাকাসহ সমগ্র দেশব্যাপী ইলিশ আহরণ, বিপণন ও পরিবহন বন্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং আইন বাস্তবায়ন

৫.প্রতি বছর জাটকা রক্ষায় সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টির লক্ষ্যে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদযাপন হলো অন্যতম।

জাটকা আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে চিহ্নিত ৫টি ইলিশ অভয়াশ্রমে ইলিশসহ অন্যান্য মাছ ধরা বন্ধে বিভিন্ন গণমাধ্যমে যথাযথ প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ করে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়াও মৎস্য সংরক্ষণ আইনের আওতায় প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ সংরক্ষণ, অবাধ প্রজনন নিশ্চিতকরণ ও নির্বিচারে জাটকা আহরণ বন্ধে জেলা প্রশাসন , বাংলাদেশ পুলিশ , বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ কোষ্টগার্ড, র‌্যাব, বিজিবি এবং বিএফআরআই- এর সমন্বিত যৌথ অভিযান ও মোবাইল কোর্ট বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ সকল পদক্ষেপ গ্রহণ ছাড়াও জাটকা আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় দেশের উপকূলীয় এলাকার জেলেদের জন্য ভিজিএফ খাদ্য সহায়তার পরিমাণ

ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করেছে। এর আওতায় গত আট বছরে ২,৩৬,১৭৬টি পরিবারকে (২০০৯ হতে ২০১৬ পর্যন্ত) মোট ১,৯৬,৫৬৯ মে.টন ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মা ইলিশ ধরা বন্ধের সময়েও ভিজিএফ চাল দেওয়া হয়েছে। এর আওতায় চলতি বছরে ৩.৫৭ লক্ষ পরিবারকে ২০ কেজি হারে মোট ৭,১৩৪ মে.টন ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। জাটকা সংরক্ষণ, অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা এবং ইলিশ প্রজনন সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রায় ৩.৯৪ লক্ষ মে.টন ইলিশ উৎপাদিত হয়, যা ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে ছিল ২.৯৯ লক্ষ মে.টন।

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা

সরকার সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের গুরুত্ব বিবেচনা করে এর পরিবেশ তথা জীব-বৈচিত্র্য সুষম রাখার উদ্দেশ্যে সেন্টমার্টিন দ্বীপকে অভয়াশ্রম হিসেবে ঘোষণার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তাছাড়া, বৃহত্তর খুলনার দক্ষিণে ৬,০১৭ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে অবস্থিত পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ ফরেষ্ট সুন্দরবনের অধিকতর উন্নয়ন, মৎস্যসম্পদ বৃদ্ধি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য বর্তমান সরকার সমগ্র সুন্দরবন অঞ্চলকে মৎস্য অভয়াশ্রম ঘোষণা করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের কাঙ্খিত উন্নয়নের লক্ষ্যে বঙ্গোপসাগরে গবেষণা ও জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রজাতির মৎস্যসম্পদের মজুদ নির্ণয়, সর্বোচ্চ সহনশীল আহরণমাত্রা নির্ধারণ, মৎস্য আহরণক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ ইত্যাদি উদ্দেশ্যে আর ভি মীন সন্ধানী নামক গবেষণা ও জরিপ জাহাজ সংগ্রহ করা হয়েছে। এ জাহাজ দ্বারা ইতোমধ্যে চিংড়ি মাছের বর্তমান অবস্থা জানার জন্য ক্রুজ পরিচালনা করা হয়েছে এবং তলদেশীয় মাছের মজুদ নির্ণয়ের জন্য ক্রুজ পরিচালনা করা হবে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে ভাসমান ও তলদেশীয় মৎস্য সম্পদের পূর্ণাঙ্গ জরিপ সম্পন্ন হবে। এছাড়া, জরিপ কাজ পরিচালনা ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় মৎস্য অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এফএও এর কারিগরি সহায়তায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং তা অব্যাহত থাকবে। এছাড়া, সরকার সমুদ্র সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বঙ্গোপসাগরের মিডল গ্রাউন্ড ও সাউথ প্যাচেস-এর নিকটবর্তী ৬৯৮ বর্গ কিলোমিটার এলাকাকে সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেছে। আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সীমানা নির্ধারিত হওয়ায় ১,১৮,৮১৩ বর্গ কি.মি এলাকায় মৎস্য আহরণে আইনগত ও ন্যায়সংগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এতে করে নতুন নতুন মৎস্য আহরণক্ষেত্র চিহ্নিত করে তলদেশীয় ও ভাসমান মৎস্য আহরণের এক দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। এ সম্পদ প্রত্যক্ষ জরিপের মাধ্যমে ভবিষ্যতে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য ফিশিং গ্রাউন্ড চিহ্নিতকরণ, মৎস্যসম্পদের প্রজাতিভিত্তিক মজুদ নিরূপণ এবং সর্বোচ্চ সহনশীল মৎস্য আহরণ মাত্রা নির্ণয় করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তাছাড়াও বর্তমান সরকারের সময়ে দেশের উপকূলীয় জেলেদের মাঝে পরীক্ষামূলকভাবে জীবন রক্ষাকারী সামগ্রী ও মাছ ধরার সরঞ্জামসহ মোট ১১৮টি Fiber Re-enforced Plastic (FRP) নৌকা বিতরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক এলাকায় ২০০ মিটার গভীরতার বাইরে এবং আন্তর্জাতিক জলসীমায় টুনা ও টুনা জাতীয় মৎস্য আহরণের জন্য ইতোমধ্যে বাংলাদেশী উদ্যোক্তাগণের নিকট হতে মোট পাঁচটি লং লাইনার প্রকৃতির মৎস্য নৌযানের ট্রলারে লাইসেন্সের আবেদন পাওয়া গেছে যা বর্তমানে মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মৎস্য খাত ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশ থেকে গুণগত মানসম্পন্ন হিমায়িত চিংড়ি ও মৎস্যজাত পণ্য যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, ফ্রান্স, হংকং, সিংগাপুর, সৌদি আরব, সুদানসহ অন্যান্য উন্নত দেশে রপ্তানি হয়। Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে গুণগত মানসম্পন্ন চিংড়ি রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ায় এখাতে আশাতীত সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ইউরোপিয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের নির্ধারিত মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের আওতায় চিংড়ি উৎপাদন থেকে ভোক্তা পর্যায়ে সকল স্তরে মৎস্যজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য HACCP এবং ট্রেসেবিলিটি (Traceability) ব্যবস্থাপনা কার্যকর করার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ০.৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ৪,২৮২.৮২ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে। এছাড়া, চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে (জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত) ০.৪৩ লক্ষ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ২,৬৪৫.৭০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে।

প্রাণিসম্পদ

স্থিরমূল্যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ উপখাতের অবদান প্রাক্কলন করা হয়েছে ১.৬৬ শতাংশ। সার্বিক কৃষি খাতের জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ উপখাতের অবদান ১৪.২১ শতাংশ। দৈনন্দিন খাদ্যে মানব দেহের অত্যাবশ্যকীয় প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, চাষাবাদ, চামড়া এবং চামড়াজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন ও রপ্তানিতে এবং বিশেষ করে খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এ

উপখাতের ভূমিকা অপরিসীম। গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির টিকা উৎপাদন ও সম্প্রসারণ, স্বল্পমূল্যে হাঁস-মুরগির বাচ্চা সরবরাহ, জাত উন্নয়নের জন্য উৎপাদিত তরল ও হিমায়িত সিমেন দ্বারা কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম, এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ প্রভৃতি প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত দেশে গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় যথাক্রমে ৫.৪৮ কোটি এবং ৩২.৬৩ কোটি । সারণি ৭.৮-এ দেশে প্রাণি ও পাখির পরিসংখ্যান দেয়া হলোঃ

সারণি ৭.৮ঃ প্রাণি ও পাখির সংখ্যা

(লক্ষ)

প্রাণি/পাখি	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৩-১৪	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭ (ফেব্রুয়ারি'১৭)
গরু	২৩০.৫১	২৩১.২১	২৩১.৯৫	২৩৩.৪১	২৩৪.৮৮	২৩৬.৩৬	২৩৭.৩৫	২৩৮.৮৫
মহিষ	১৩.৪৯	১৩.৯৪	১৪.৪৩	১৪.৫০	১৪.৫৭	১৪.৬৪	১৪.৭১	১৪.৭৬
ছাগল	২৩২.৭৫	২৪১.৪৯	২৫১.১৬	২৫২.৭৬	২৫৪.৩৯	২৫৬.০২	২৫৭.৬৬	২৬০.৪৮
ভেড়া	২৯.৭৭	৩০.০২	৩০.৮২	৩১.৪৩	৩২.০৬	৩২.৭০	৩৩.৩৫	৩৩.৭৯
মোট গবাদি প্রাণি	৫০৬.৫২	৫১৬.৬৬	৫২৮.৩৬	৫৩২.১১	৫৩৫.৯০	৫৩৯.৭২	৫৪৩.৫৭	৫৪৭.৮৭
মোরগ মুরগি	২২৮০.৩৫	২৩৪৬.৮৬	২৪২৮.৬৬	২৪৯০.০০	২৫৫৩.১১	২৬১৭.৭০	২৬৮৩.৯৩	২৭২৯.২০
হাঁস	৪২৬.৭৭	৪৪১.২০	৪৫৭.০০	৪৭২.৫৩	৪৮৮.৬১	৫০৫.২২	৫২২.৪০	৫৩৫.২৪
মোট হাঁস - মুরগি	২৭০৭.১২	২৭৮৮.০৬	২৮৮৫.৬৬	২৯৬২.৬৪	৩০৪১.৭২	৩১২২.৯৩	৩২০৬.৩৩	৩২৬৩.৪৪

উৎসঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। * ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

প্রাণিজ উৎস হতে দেশে উৎপাদিত খাদ্যপণ্য যেমন: দুধ, মাংস (গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি) এবং ডিমের পরিমাণ নিয়মিতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর (ফেব্রুয়ারি, ২০১৭) পর্যন্ত প্রাণিজাত পণ্যের উৎপাদন সারণি ৭.৯-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ৭.৯ঃ দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন

দ্রব্য	একক	উৎপাদন							
		২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭*
দুধ	লক্ষ টন	২৩.৬৫	২৯.৪৭	৩৪.৬৩	৫০.৬৭	৬০.৯০	৬৯.৭০	৭২.৭৫	৫২.৩০
মাংস	লক্ষ টন	১২.৬৪	১৯.৮৬	২৩.৩২	৩৬.২০	৪৫.২০	৫৮.৬০	৬১.৫২	৪৬.৫৯
ডিম	লক্ষ টি	৫৭৪২৪	৬০৭৮৫	৭৩০৩৮	৭৬১৭৩	১০১৬৮০	১,০৯,৯৫২	১,১৯,১২৪	৯৮,৭৫৮

উৎসঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। *ফেব্রুয়ারি২০১৭ পর্যন্ত।

গবাদি প্রাণির কৃত্রিম প্রজনন

বর্তমানে সাভারস্থ কেন্দ্রীয় কৃত্রিম প্রজনন গবেষণাগার ও জেলা কেন্দ্রে রক্ষিত উন্নত জাতের ষাঁড়ের সিমেন সংগ্রহ করে তরল ও হিমায়িত উপায়ে সমগ্র দেশব্যপী কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দেশের ৩,৭৫০টি কৃত্রিম প্রজনন উপ-কেন্দ্র ও পয়েন্টের মাধ্যমে হিমায়িত ও তরল সিমেন ব্যবহার করে কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি,২০১৭ পর্যন্ত কৃত্রিম প্রজননকৃত গাভীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৩.১৯ লক্ষ।

প্রতিরোধক টিকা ও চিকিৎসা প্রদান

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগির বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করার জন্য বর্তমানে ১৭ প্রকারের টিকা উৎপাদন,বিতরণ ও প্রয়োগ করে আসছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত গবাদিপ্রাণির জন্য ১.১৫ কোটি ডোজ এবং পোল্ট্রির জন্য ১৬.০৮ কোটি ডোজ টিকা উৎপাদিত হয়েছে। একই সময়ে উৎপাদিত ও পূর্বের মজুত থেকে মোট ৮৯.৮৫ লক্ষ গবাদিপ্রাণির ও ১৩.৭৫ কোটি ডোজ হাঁস-মুরগির টিকা প্রয়োগ করা হয়েছে। টিকা উৎপাদন কার্যক্রম জোরদার করার জন্য ''টিকা উৎপাদন প্রযুক্তি আধুনিকায়ন ও গবেষণাগার সম্প্রসারণ'' প্রকল্প চলমান আছে। এছাড়াও ট্রান্সবাউন্ডারী রোগ প্রতিরোধের জন্যে জলবন্দর, স্থলবন্দর ও বিমান বন্দরসমূহে ''প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ'' প্রকল্পের মাধ্যমে ২৪ টি এ্যানিমেল কোয়ারেন্টাইন স্টেশনে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

সার্বিক কৃষি খাতের বাজেট

দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, দারিদ্র নিরসন ও জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সার্বিক কৃষি খাতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কৃষি, খাদ্য এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে মোট ১৭,৯২০ কোটি টাকা (অনুন্নয়ন

খাতে ১৪,৮২৯ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন খাতে ৩,০৯১ কোটি টাকা) বরাদ্দ রয়েছে, যা মোট বাজেটের ৫.২৬ শতাংশ। দেশজ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কৃষকদের সহায়তা প্রদানের জন্য সার ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমের ভর্তুকি বাবদ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে ৯,০০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। কৃষি ভর্তুকি বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত মোট ৬৮০.৪৭ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। তাছাড়া, কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা বাবদ বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৭৫ কোটি টাকা, এর মধ্যে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ছাড় করা হয়েছে ৪২.০৯ কোটি টাকা।

অষ্টম অধ্যায়

শিল্প

বাংলাদেশের জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জিডিপিতে এ খাতের অবদান ৩২.৪৮ শতাংশ। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ছিল ৩১.৫০ শতাংশ। কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার মাধ্যমে দেশে দ্রুত ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক অগ্রগতি নিশ্চিত করতে সরকার শিল্পায়নকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে বিবেচনা করছে এবং উপযোগী সব ধরণের শিল্পের পরিবেশবান্ধব বিকাশ ও উন্নয়ন তরান্বিত করতে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। একই সাথে দেশের সব ধরণের শিল্পখাত যথা উৎপাদন শিল্প, জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য জ্বালানি শিল্প, কৃষি ও বনজ শিল্প, খনিজ সম্পদ আহরণ ও প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, পর্যটন ও সেবা শিল্প, নির্মাণ শিল্প, তথ্য ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্পসহ উপযোগী সব ধরণের শিল্পের পরিবেশবান্ধব বিকাশ ও উন্নয়নকল্পে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। দেশের শিল্পায়নের গতিকে বেগবান করতে “শিল্পনীতি ২০১৬” ঘোষণা করা হয়েছে। এ নীতি নারীর উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাসহ নারীদেরকে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় নিয়ে আসা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে ভূমিকা পালন করবে। এ উদ্দেশ্যে যেখানে সম্ভব সেখানে পুঁজিঘন শিল্পের পরিবর্তে শ্রমঘন শিল্প স্থাপনকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে শিল্পনীতিতে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণসহ কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসারের কার্যক্রম গ্রহণ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসারে উৎসাহ প্রদানকল্পে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে শিল্প ঋণ বিতরণ ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। ফলে শিল্পখাতের ঋণ বিতরণ ও আদায় ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবেশ বান্ধব পাট শিল্পের প্রসারে কিছু পণ্যে পাট জাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন-২০১০ ও বিধিমালা ২০১৩ বাস্তবায়নের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বাজারে পাট ও পাটজাত পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে শিল্পখাতের দ্রুত বিকাশের জন্য ইপিজেডসমুহ দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণসহ দেশে শিল্পখাত বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ইপিজেডসমূহে বিনিয়োগ ও রপ্তানি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর হিসাব অনুযায়ী ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জিডিপি’তে সার্বিক শিল্পখাতের (broad industry) অবদান ৩১.৫৪ শতাংশ। সাময়িক হিসাব অনুয়ায়ি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে ৩২.৪৮ শতাংশে। জিডিপিতে বৃহৎ শিল্পখাত ৪টি খাতের সমন্বয়ে গঠিত। এগুলো হল খনিজ ও খনন; ম্যানুফ্যাকচারিং; বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং নির্মাণ। এর মধ্যে জিডিপি’তে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান সর্বোচ্চ। স্থির মূল্যে (ভিত্তি বছরঃ ২০০৫-০৬) চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জিডিপি'তে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে ২১.৭৩ শতাংশে যা গত অর্থবছরে ছিল ২১.০১ শতাংশ। সারণি ৮.১ -এ ২০০৮-০৯ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে জিডিপি ও অর্জিত প্রবৃদ্ধি দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.১ঃ জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের জিডিপি ও প্রবৃদ্ধির হার

(২০০৫-০৬ অর্থবছরের স্থির মূল্যে) (কোটি টাকায়)

শিল্প	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭*
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	১৮৫২৫.৩ (৭.৩০)	২০০৩৯.৫ (৮.১৭)	২১১৭৬.০ (৫.৬৭)	২২৫৬৯.১ (৬.৫৮)	২৪৫৫৭.৯ (৮.৮১)	২৬১১৩.১ (৬.৩৩)	২৮৩৪২৬ (৮.৫৪)	৩০৯০৯ (৯.০৬)	৩৩৭৫৬ (৯.২১)
মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্প	৭৪৯৩৩.৬ (৬.৫৪)	৭৯৬৩১.৪ (৬.২৭)	৮৮৪৭৫.৩ (১১.১১)	৯৭৯৯৮.৩ (১০.৭৬)	১০৮৪৩৬.২ (১০.৬৫)	১১৮৫৪০.৩ (৯.৩২)	১৩১২২৫৪ (১০.৭০)	১৪৭৩১৩ (১২.২৬)	১৬৩৯৯৪ (১১.৩২)
মোট	৯৩৪৫৮৯ (৬.৬৯)	৯৯৬৭০৯ (৬.৬৫)	১০৯৬৫১.৪ (১০.০১)	১২০৫৬৭.৪ (৯.৯৬)	১৩২৯৯৪.১ (১০.৩১)	১৪৪৬৫৩৪ (৮.৭৭)	১৫৯৫৬৮০ (১০.৩১)	১৭৮২২২ (১১.৬৯)	১৯৭৭৫০ (১০.৯৬)

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। নোটঃ বন্ধনীর ভিতর শতকরা প্রবৃদ্ধির হার। * সাময়িক

শিল্প নীতি ২০১৬

শিল্পায়ন বা শিল্পখাতকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসাবে বিবেচনা করে দেশের শিল্পায়নের গতিকে বেগবান করতে 'শিল্পনীতি ২০১৬' ঘোষণা করা হয়। উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, নারীদেরকে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় নিয়ে আসা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ এ নীতির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। এ সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিল্পনীতিতে যথাযথ কৌশলাদি (Strategies) বর্ণিত হয়েছে। শিল্পনীতি বাস্তবায়নে সমন্বিত উদ্যোগ এবং ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সুবিধাভোগীদের সাথে পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সামাজিক এবং পরিবেশগত সুরক্ষার মাধ্যমে দেশের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ এ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে শিল্প উন্নয়নের প্রধান মাধ্যম হিসাবে গণ্য করে। এর পাশাপাশি সরকার বৃহৎ শিল্প ও চিহ্নিত সেবাখাতের উন্নয়নে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে। এ লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। সরকারের দীর্ঘ মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ এ বাস্তবভিত্তিক নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশে পরিকল্পিতভাবে শিল্পায়নের বিকাশ এবং শিল্পখাতে অব্যাহত প্রযুক্তিভিত্তিক টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনের উদ্দেশ্যে শিল্পনীতিতে বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমনঃ উচ্চ অগ্রাধিকার শিল্পখাত সৃষ্টি, বিভিন্ন শিল্পখাতের সংজ্ঞা সংযোজন (হস্ত ও কারুশিল্প, সৃজনশীল শিল্প, উচ্চ অগ্রাধিকার শিল্প), মেধা সম্পদ সুরক্ষা, শিল্প দূষণ ব্যবস্থাপনা, শিল্প দক্ষতা উন্নয়নে করা পদ্ধতি সুসংহত ব্যক্তিখাত গড়ে তোলার জন্য প্রায়োগিক নীতি ও কৌশলগত সুবিধা। এ নীতিমালা বাস্তবায়নে প্রথমবারের মত সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা (time bound worklan) জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিল্প খাতের সাথে সম্পৃক্ত স্টেকহোল্ডার এবং বিশেষজ্ঞদের বাস্তবভিত্তিক, প্রায়োগিক এবং তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ এ প্রতিফলিত হয়েছে। এ নীতির যথাযথ বাস্তবায়ন সামগ্রিকভাবে শিল্পখাতকে বেগবান করে দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে।

বক্স ৮.১ শিল্পনীতি ২০১৬-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ শিল্প পণ্যের চাহিদা পূরণে শিল্প পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপাদিত শিল্প পণ্যের রপ্তানি বাজার সৃষ্টিকরণে বিদ্যমান ও সম্ভাব্য অন্তরায় চিহ্নিতকরণ এবং এর নিরসনে পরিকল্পনা গ্রহণ;আমদানি নির্ভরশীলতা হ্রাস এবং টেকসই শিল্পায়নের লক্ষ্যে দেশের উপকরণের প্রাপ্যতা ও ব্যবহার বৃদ্ধির এবং পণ্য বহুমুখীকরণের পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি ও জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন;টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবেশবান্ধব শিল্প বিকাশে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ। একই সাথে শিল্প স্থাপনে দুর্যোগ ঝুঁকির বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া; সরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগের সুষ্ঠু সমন্বয় এবংবিদেশি বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশে সৃষ্টি;জাতীয় অর্থনীতিতে অবদানের ভিত্তিতি প্রতিটি শিল্প উপখাতে সরকারি প্রণোদনায় অগ্রাধিকার নির্ধারণ; ম্যানুফ্যাকচারিং খাত ও শ্রমঘন শিল্পকে অগ্রাধিকার দিয়ে হস্ত, ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প বিকাশে সরকারি ও ব্যক্তি খাতের সমন্বিত প্রচেষ্টা জোরদার; রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পখাতের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও আধুনিকায়ন। শিল্পনীতি-২০১৬ এর অপর একটি বৈশিষ্ট্য হলো উৎপাদিত পণ্যের মানোন্নয়নের মাধ্যমে দেশীয় এবং আর্ন্তজাতিক বাজারে এর চাহিদা বৃদ্ধিকরণ, পণ্যের পেটেন্ট ও ডিজাইন সংরক্ষণ, শিল্পের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ পূর্ব শিল্পায়নে অংশগ্রহণকারী সকল পক্ষের সাথে পরামর্শ করে আইন সংশোধন ও এর প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ।

মাঝারি থেকে বৃহৎ ম্যানুফ্যাকচারিং পণ্যের উৎপাদন সূচক

উৎপাদনসূচক (Quantum Index of Production) ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের পণ্য উৎপাদন পরিমাপের একটি গুরত্বপূর্ণ সূচক। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর উপাত্ত অনুযায়ী ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনসূচক ২০০৮-০৯ অর্থবছরের ১২৭.৪৭ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের নভেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত গড় সূচক দাঁড়ায় ২৭৭.২২। সারণি ৮.২-এ ২০০৯-১০ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সূচক দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.২ঃ ২০০৯-১০ হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সূচক (২০০৫-০৬=১০০)

মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সূচক	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭*
	১৩৫.০১	১৫৭.৮৯	১৭৪.৯২	১৯৫.১৯	২১৩.২২	২৩৬.১১	২৬৭.৮৮	২৭৭.২২

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। * নভেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত।

ক. ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (Small and Medium Enterprises-SMEs)

নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধানের একটি সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে গণ্য করা হয়ে থাকে। ব্যবসায়িক কর্মকান্ডকে উৎসাহিতকরণ ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও এ খাত প্রশংসনীয় অবদান রাখছে। এসব সম্ভাবনাকে সামনে রেখে স্বল্প আয়ের জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী-পুরুষের বৈষম্য লাঘবে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পে ঋণ বিতরণে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণসহ এ শিল্পের বিকাশ ও সম্প্রসারণের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা ২০১৬-১৭ অর্থবছরেও অব্যাহত আছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল, জাইকা সহায়তাপুষ্ট এফএসপিডিএসএমই তহবিল এবং নারী উদ্যোক্তা তহবিল থেকে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা চালু রয়েছে। এছাড়া, নতুন উদ্যোক্তাদের ষ্টার্ট আপ ক্যাপিটাল সরবরাহের জন্য ‘কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা খাতে নতুন উদ্যোক্তা তহবিল’ এবং ইসলামী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণের সুবিধার্থে ইসলামী শরিয়াহ মোতাবেক পুনঃঅর্থায়ন তহবিল চালু করা হয়েছে। ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এসএমই অর্থায়ন ও উন্নয়নে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে এসেছে।

এসএমই খাতে ঋণ বিতরণ

এসএমই খাতকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম এজেন্ডা বিবেচনায় ২০১০ সাল থেকে প্রথমবারের মতো ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক স্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ভিত্তিক বছরওয়ারী ঋণ বিতরণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এসএমই খাতে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সফলতাকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নতুন শাখা খোলার ক্ষেত্রে অন্যতম ইতিবাচক মাপকাঠি এবং ক্যামেলস্ রেটিং নির্ণয়ের একটি নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। ২০১৬ সালে ৬,৩৪,৫৭৪টি এসএমই উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ১,৪১,৯৩৫.৩৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে যা উক্ত বছরের স্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ১,১৩,৫০৩.৪৩ কোটি টাকার তুলনায় ২৫.০৫ শতাংশ বেশি। একই সময়কালে (২০১৬ সালে) ৪১,৬৭৫টি এসএমই নারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে বিতরণকৃত ঋণ ৫,৩৪৫.৬৬ কোটি টাকা, নারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিতরণকৃত ঋণের হার পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২৬.৪৬ শতাংশ বেশি। সারণি-৮.৩ এ ২০১০ হতে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক এসএমই ঋণ বিতরণ দেখানো হলোঃ

সারণি-৮.৩ ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক এসএমই ঋণ বিতরণ

(কোটি টাকায়)

সময়কাল	লক্ষ্যমাত্রা	সাব-সেক্টর			সর্বমোট	নারী উদ্যোক্তা	লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জন (%)
		ট্রেডিং	শিল্প	সেবা			
২০১০	৩৮৮৫৮.১২	৩৫০৪০.৫৩	১৫১৪৭.৭২	৩৩৫৫.৬৮	৫৩৫৪৩.৯৩	১৮০৪.৯৮	১৩৮
২০১১	৫৬৯৪০.১৩	৩৪৩৮২.৬৪	১৫৮০৫.৯৫	৩৫৩০.৮৫	৫৩৭১৯.৪৪	২০৪৮.৪৫	৯৫
২০১২	৫৯০১২.৭৮	৪৪২২৫.১৯	২১৮৯৭.৩৩	৩৬৩০.৯০	৬৯৭৫৩.৪২	২২৪৪.০১	১১৮
২০১৩	৭৪১৮৬.৮৭	৫৬৭০৩.৭২	২৪০১৬.৬৪	৪৬০২.৮৯	৮৫৩২৩.২৫	৩৩৪৬.৫৫	১১৫
২০১৪	৮৯০৩০.৯৪	৬২৭৬৭.১৮	৩০২৪৬.২০	৭৮৯৬.৭৭	১০০৯১০.১৫	৩৯৩৮.৭৫	১১৩
২০১৫	১০৪৫৮৬.৪৯	৭৩৫৫১.৭৮	৩০৪৬২.০২	১১৮৫৬.৬৮	১১৫৮৭০.৪৮	৪২২৬.৯৯	১১২
২০১৬	১১৩৫০৩.৪৩	৯০৫৪৭.৫৭	৩৫১৬৮.৬৩	১৬২১৯.১৯	১৪১৯৩৫.৩৯	৫৩৪৫.৬৬	১২৫

সূত্রঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

পুনঃঅর্থায়ন স্কীম (Refinance Scheme)

এসএমই খাতে নিয়মিত ঋণ বিতরণের পাশাপাশি ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে গৃহীত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার আওতায় গ্রাহক প্রতিষ্ঠানকে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি এসএমই ঋণ সরবরাহ করছে। বর্তমানে এসএমই খাতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন উন্নয়ন

সহযোগী সংস্থা; জাইকা সহায়তাপুষ্ট এফএসপিডিএসএমই তহবিল এবং নিজস্ব তহবিলের সহায়তায় আরও ৫টি তহবিল; মফস্বলে কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনের জন্য পুনঃঅর্থায়ন ফান্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক ফান্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক -ওমেন ফান্ড, নতুন উদ্যোক্তা ফান্ড এবং ইসলামী শরিয়াহ ফান্ড পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালিত পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গুলোর সার্বিক অবস্থা জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত সারণি ৮.৪ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.৪ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতে পুনঃঅর্থায়ন এর খাতওয়ারী বিবরণ (জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত)

ক্রঃ নং	তহবিলের নাম	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
		চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
১	মফস্বলে কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনের জন্য তহবিল	৩০৭.০৯	১৫৬.৩০	৫৩৫.৯০	৯৯৯.২৯	২৪৪৯	-	-	২৪৪৯
২	বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল	৩৮৫.১১	৫৯৮.২৪	২৪২.৯৫	১২২৬.৩০	৫০২৪	৫৯২৬	১৭৬৭	১২৭১৭
৩	বিবি নারী উদ্যোক্তা তহবিল	৩০৫.৭৪	৯১০.৯০	৩৬৪.২৯	১৫৮০.৯৩	৪৯০২	৮৩৯৩	২২১৩	১৫৫০৮
৪	বিবি এক্সটেনশন-নারী উদ্যোক্তা	৪৫.৩৪	৮৯.৭৫	৪৪.৯৪	১৮০.০৩	৩৬০	৯৪৩	১০৪	১৪০৭
৫	আইডিএ তহবিল	৮০.৩৪	১৩২.৪৭	৯৯.৮০	৩১২.৬১	১৩৬৮	১৩০৬	৪৮৬	৩১৬০
৬	এডিবি-১	১৪৪.৪৮	১৩২.২৭	৫৮.১৯	৩৩৪.৯৪	৮০০	২০৯৬	৩৬৮	৩২৬৪
৭	এডিবি-২	-	৫৬৮.৩৯	১৭৮.৫৬	৭৪৬.৯৫	৩৭৬৫	৭৪৩৫	২৪৪৫	১৩৬৪৫
৮	জাইকা এফএসপিডিএসএমই	৩৫.৭০	৯৯.৪০	৩৭০.৬৩	৫০৫.৭৩	৪৮৬	১১	১৬৬	৬৬৩
৯	নতুন উদ্যোক্তা তহবিল	০.৩০	১২.২৭	১.৫৮	১৪.১৫	১৩৫	-	১৪১	২৭৬
১০	ইসলামী শরিয়াহ তহবিল	২০৯.০০	১৯.৪২	৫৩.৫৮	২৮২.০০	৭১	৪১৩	১২	৪৯৬
সর্বমোট		১৫১৩.১০	২৭১৯.৪১	১৯৫০.৪২	৬১৮২.৯৩	১৯৩৬০	২৬৫২৩	৭৭০২	৫৩৫৮৫

সূত্রঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

১. বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল

ক্রঃ নং	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
		চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
ক) বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল-সাধারণ									
১	ব্যাংক (২০ টি)	৩৪৮.৬১	২৯১.৪৪	৭০.৪৮	৭১০.৫৩	৩১১২	৩৯৫৬	৮১৮	৭৮৮৬
২	নন-ব্যাংক(২৩ টি)	৩৬.৫০	৩০৬.৮০	১৭২.৪৭	৫১৫.৭৭	১৯১২	১৯৭০	৯৪৯	৪৮৩১
উপ-মোট		৩৮৫.১১	৫৯৮.২৪	২৪২.৯৫	১২২৬.৩০	৫০২৪	৫৯২৬	১৭৬৭	১২৭১৭
খ)বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল-নারী উদ্যোক্তা									
১	ব্যাংক (৩৩ টি)	২৬১.০৯	৪২০.৮৯	১৯৬.৩৪	৮৭৮.৩২	৩০৪৭	৫৯৪২	১৫৩৬	১০৫২৫
২	নন-ব্যাংক(২১ টি)	৪৪.৬৫	৪৯০.০১	১৬৭.৯৫	৭০২.৬১	১৮৫৫	২৪৫১	৬৭৭	৪৯৮৩
উপ-মোট		৩০৫.৭৪	৯১০.৯	৩৬৪.২৯	১৫৮০.৯৩	৪৯০২	৮৩৯৩	২২১৩	১৫৫০৮
গ)বাংলাদেশ ব্যাংক এক্সটেনশন-২০১৪									
১	ব্যাংক (২৪ টি)	৪০.৬৯	২৮.৩৯	১৮.৯৭	৮৮.০৪	১৭৪	৬০২	৫১	৮২৭
২	নন-ব্যাংক(১৫ টি)	৪.৬৫	৬১.৩৭	২৫.৯৭	৯১.৯৯	১৮৬	৩৪১	৫৩	৫৮০
উপ-মোট		৪৫.৩৪	৮৯.৭৫	৪৪.৯৪	১৮০.০৩	৩৬০	৯৪৩	১০৪	১৪০৭
সর্বমোট		৭৩৬.১৯	১৫৯৮.৯	৬৫২.১৮	২৯৮৭.২৬	১০২৮৬	১৫২৬২	৪০৮৪	২৯৬৩২

সূত্রঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

২.**Enterprises Growth and Bank Modernisation Programme (EGBMP)** তহবিল (আইডিএ ফান্ড)

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
	চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
ব্যাংক (১৭ টি)	৭৩.০৭	৭৫.৭৩	২৮.৫১	১৭৭.৩১	৯৭৩	১১৬৭	৭৯	২২১৯
নন-ব্যাংক (১৫ টি)	৭.২৬	৫৬.৭৪	৭১.৩০	১৩৫.৩০	৩৯৫	১৩৯	৪০৭	৯৪১
সর্বমোট	**৮০.৩৩**	**১৩২.৪৭**	**৯৯.৮০**	**৩১২.৬১**	**১৩৬৮**	**১৩০৬**	**৪৮৬**	**৩১৬০**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

৩. এডিবি-১ তহবিল

ক্রমিক নং	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
		চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
১	ব্যাংক (৯ টি)	১৪৪.৩২	৯০.৯৫	৩৪.১৭	২৬৯.৪৪	৬৫৭	১৮৯৩	১৫৫	২৭০৫
২	নন-ব্যাংক (৭ টি)	০.১৬	৪১.৩২	২৪.০২	৬৫.৫০	১৪৩	২০৩	২১৩	৫৫৯
	সর্বমোট	**১৪৪.৪৮**	**১৩২.২৭**	**৫৮.১৯**	**৩৩৪.৯৪**	**৮০০**	**২০৯৬**	**৩৬৮**	**৩২৬৪**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

৪. এডিবি-২ তহবিল

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
	চলতি মূলধন	মধ্য মেয়াদি ঋণ	দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
ব্যাংক (১৯ টি)	-	৩০০.৮৮	৮৬.৮৩	৩৮৭.৭১	২২৪৬	৫৩১৯	১২৩০	৮৭৯৫
আর্থিক প্রতিষ্ঠান (১৩)	-	২৬৭.৫১	৯১.৭৩	৩৫৯.২৪	১৫১৯	২১১৬	১২১৫	৪৮৫০
সর্বমোট	**-**	**৫৬৮.৩৯**	**১৭৮.৫৬**	**৭৪৬.৯৫**	**৩৭৬৫**	**৭৪৩৫**	**২৪৪৫**	**১৩৬৪৫**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

৫. জাইকা তহবিল

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
	চলতি মূলধন	মধ্য-মেয়াদি ঋণ	দীর্ঘ-মেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	ব্যবসা	সেবা	মোট
ব্যাংক (২৫টি) এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান (২১ টি)	৩৫.৭০	৯৯.৪০	৩৭০.৬৩	৫০৫.৭৩	৪৮৬	১১	১৬৬	৬৬৩

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

৬.কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য মফস্বলভিত্তিক শিল্প স্থাপনে পুনঃঅর্থায়ন তহবিল

কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পকে আরও উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ২০০১ সালে ১৫০ কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করে ঋণ গ্রহীতাকে ১০ শতাংশ সুদহারে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান শুরু করা হয়। পরবর্তীকালে, এ তহবিলের আকার বৃদ্ধি করে ২০১২ সালে ২০০ কোটি টাকায়, ২০১৩ সালে ৪০০ কোটি টাকায় এবং সর্বশেষ ২০১৫ সালে ৪৫০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। ৩১ জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত এ তহবিল থেকে ২,৪৪৯ টি কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে সর্বমোট ৯৯৯.২৯ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে মোট ৩৭টি কৃষিভিত্তিক শিল্পখাতে এ তহবিলের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।

৭. কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল

বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সফলভাবে পরিচালিত উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে নির্বাচিত ও প্রশিক্ষণ কিংবা স্ব-প্রশিক্ষিত নতুন উদ্যোগ গ্রহণে ইচ্ছুক উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন সহজলভ্য করে আত্মকর্মসংস্থানে উৎসাহিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক 'কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল' নামে ১০০ কোটি টাকার একটি তহবিল গঠন করা হয়েছে। এই তহবিল হতে নতুন উদ্যোক্তারা সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ সুদে সহায়ক জামানতসহ সর্বোচ্চ ২৫ লক্ষ টাকা এবং সহায়ক জামানতবিহীন সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চলতি মূলধন কিংবা মেয়াদি ঋণ গ্রহণ করতে পারেন। ৩১ জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত এ তহবিল থেকে ২৭৬ জন উদ্যোক্তাকে ১৪.১৫ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হয়েছে।

৮. ইসলামী শরিয়াহ ভিত্তিক অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন তহবিল

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনয়ন এবং শিল্পায়নে বিশেষ করে কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা খাত এবং নতুন উদ্যোক্তাগণকে অর্থায়নে ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিকল্পে একটি পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে। ইসলামী শরিয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ

এসএমই খাত ও কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। ৩১ জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত এ তহবিল হতে ৫০১ জন উদ্যোক্তাকে ২৮২.৭২ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হয়েছে ।

এসএমই খাতের উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহঃ

এসএমই (ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা) খাতে পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের আওতায় এসএমই ঋণের নিম্নসীমা হ্রাস করে ৫০ হাজার টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে।

- ক্লাস্টারভিত্তিক শিল্পে অর্থায়ন বৃদ্ধির নিমিত্ত বিদ্যমান ক্লাস্টারগুলো শক্তিশালীকরণ ও নতুন নতুন ক্লাস্টার সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিটি ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে কমপক্ষে একটি ক্লাস্টার উন্নয়নের সার্বিক দায়িত্ব নেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। একই সাথে প্রতিটি জেলায় একটি ব্যাংককে মূল ভূমিকা গ্রহণের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।
- কৃষিভিত্তিক শিল্পে অর্থায়নের জন্য এ খাতের আওতা সম্প্রসারণ করা হয়েছে ।
- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ঋণ নীতিমালা প্রণয়নের সময় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এসএমই খাতে যুক্তিসঙ্গত গ্রেস পিরিয়ড প্রদানের বিষয়টিকে বিবেচনা করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
- উদ্যোক্তাদের অভিযোগ জ্ঞাত হওয়া ও নিষ্পত্তির জন্য প্রত্যেক ব্যাংকে একজন ফোকাল কর্মকর্তা নিয়োগ করে কর্মকর্তার নাম প্রত্যেক শাখায় প্রদর্শনের জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগসহ প্রতিটি শাখায় এসএমই মনিটরিং সেল গঠন করা হয়েছে। প্রত্যেক ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানেও এসএমই মনিটরিং সেল কার্যরত রয়েছে।
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধীসহ সকল প্রতিবন্ধী এসএমই উদ্যোক্তা এবং সৃজনশীল লেখনী প্রকাশ ও বিপণনে নিয়োজিত উদ্যোক্তাগণকে স্বল্পসুদে (ব্যাংক রেট+৫ শতাংশ) এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ পরিচালিত স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতের পুনঃঅর্থায়ন তহবিল 'বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল' এর আওতায় অর্থায়ন গ্রহণের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে।
- জাইকা সহায়তাপুষ্ট 'এফএসপিডিএসএমই' প্রকল্পের দ্বি-ধাপ তহবিল হতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদেরকেও মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি তহবিল গ্রহণের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের সমুদয় অর্থের ন্যূনতম ১৫ শতাংশ মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের আওতায় নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে এসএমই ঋণের সুদ হার হ্রাসকৃত রেট ১০ শতাংশ (ব্যাংক রেট + ৫ শতাংশ)-এ নির্ধারণের জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- প্রতিটি ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে আবশ্যিকভাবে স্বতন্ত্র 'Women Entrepreneur's Dedicated Desk' স্থাপন ও তাতে প্রয়োজনীয় উপযুক্ত জনবল নিয়োগ করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
- ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের বিপরীতে ঋণ গ্রহীতা 'নারী শিল্প উদ্যোক্তা' হলে বা ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় কমপক্ষে ৫১ শতাংশ শেয়ার মালিক নারী হলে সে সকল প্রতিষ্ঠান/উদ্যোক্তাকে সহায়ক জামানত হিসেবে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত গ্যারান্টির বিপরীতে সর্বোচ্চ ২৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জামানতবিহীন ঋণ সুবিধা প্রদান করতে পারে।
- ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তা কর্তৃক এসএমই ঋণ গ্রহণের সুবিধার্থে গ্রুপভিত্তিক ৫০ হাজার টাকা ও তদুর্ধ্ব ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের নীতিমালা প্রবর্তন করা হয়েছে।
- এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক Skill for Employment Investment Programme (SEIP) নামক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রথম ধাপে আগামী ৩ বছরে ২,৩০,০০০ জনকে বাজারভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। তার মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ ১০,২০০ জনকে বিভিন্ন ট্রেডে কর্মমূখী প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যাতে ন্যূনতম ৭০ শতাংশ ব্যক্তিকে কর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রশিক্ষিতদের অধিকাংশ আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে।
- নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি ও ক্ষমতায়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়ন ব্যবস্থায় অধিকতর প্রবেশগম্যতা

নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি শাখা কর্তৃক শাখার আওতাধীন এলাকায় ন্যূনতম ৩ জন উদ্যোগ গ্রহণে আগ্রহী নারী কিংবা নারী উদ্যোক্তা যারা ইতোপূর্বে কোন ব্যাংক কিংবা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে কোন ঋণ গ্রহণ করেননি তাদেরকে খুঁজে বের করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। নির্বাচিত নারী উদ্যোক্তাদেরকে এসএমই কার্যক্রম বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে ন্যূনতম একজনকে প্রতিবছর ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবার আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

খ. রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ (SOEs)

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)

বাংলাদেশে অকৃষি খাতে বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে বিনিয়োগ। বিসিকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দেশে মোট ২,৯০৬ টি ক্ষুদ্র শিল্প ও ৬,৪৪২ টি কুটির শিল্প গড়ে উঠেছে। এসব শিল্পে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ হচ্ছে ১,১৮১.৯৯ কোটি টাকা। উল্লিখিত বিনিয়োগের মধ্যে ব্যাংক, বিসিক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ১৯৩.২৫ কোটি টাকা এবং ৪৮৪.৮১ কোটি টাকা এবং অবশিষ্ট ৫০৩.৯৩ কোটি টাকা উদ্যোক্তাদের নিজস্ব উদ্যোগে শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে বিনিয়োগ হয়েছে। উল্লিখিত বিনিয়োগের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে মোট ৫০,৬০৫ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে।

বাংলাদেশে বিসিকের ৭৪টি শিল্পনগরীতে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত মোট ৫,৭৯৯টি শিল্প ইউনিটের অনুকূলে ১০,০৪০টি প্লট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে যার মধ্যে ৪,৪২০টি ইউনিট বর্তমানে উৎপাদনরত আছে। ৭৪টি শিল্পনগরীতে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত স্থাপিত শিল্প-কারখানাসমূহে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ২০,১৭৮.১৭ কোটি টাকা। গত ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এ শিল্প কারখানাগুলোতে মোট ৪৫,৮৭৯.৭৪ কোটি টাকার পণ্য উৎপাদিত হয়েছে, যার মধ্যে ২৪,৯৩০.৯১ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানি করা হয়েছে। বিদেশে রপ্তানিকৃত এসব পণ্য সামগ্রীর মধ্যে বেশির ভাগই হচ্ছে হোসিয়ারি ও নিটওয়ার শিল্প খাত থেকে। বিসিকের শিল্পনগরীগুলোতে বিনিয়োগ, উৎপাদন, রপ্তানি ও কর্মসংস্থান এই সবই পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। বিসিকের শিল্পনগরীগুলোতে অবস্থিত শিল্প-কারখানা থেকে গত ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সরকারকে প্রায় ২,৬৯৩.৪৫ কোটি টাকা রাজস্ব পরিশোধ করা হয়েছে। সারণি ৮.৫ -এ বিসিক শিল্প নগরীসমূহে বছরওয়ারি বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.৫ঃ বিসিক শিল্প নগরীসমূহে বছরওয়ারি বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান

অর্থ বছর	বিনিয়োগ (ক্রমপুঞ্জিত) (কোটি টাকায়)	বার্ষিক উৎপাদন (কোটি টাকায়)	কর্মসংস্থান (শুরু থেকে) (লক্ষ জন)
২০০৯-১০	১৪,১৯৯	২৭,৩৬১	৩.৯৩
২০১০-১১	১৪,৭৯০	২৯,০২৮	৪.৪৫
২০১১-১২	১৫,৭৭১	৩২,২০৩	৪.৫৬
২০১২-১৩	১৭,৪১১	৩৬,০৯৭	৫.০৪
২০১৩-১৪	১৮,৮৯৭	৪২,৫০৯	৫.২৬
২০১৪-১৫	১৯,৩৮০	৪৩,৮৫৮	৫.৫০
২০১৫-১৬	২০,১৭৮	৪৫,৮৭৯	৫.৬৩

সূত্রঃ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়।

বিসিকের অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান, সাব-কন্ট্রাকটিং কার্যক্রম, লবণ উৎপাদন, দারিদ্র্য বিমোচনমূলক ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি এবং বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বিসিক ২০১৬-১৭ অর্থবছরে (ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত) তার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নকশা কেন্দ্র, ১৫টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ৬৪টি শিল্প সহায়ক কেন্দ্রের মাধ্যমে ৬,১৬৬ জন উদ্যোক্তা, কারিগর, ব্যবস্থাপক ও অনুরূপ পর্যায়ের লোককে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এছাড়া, এই সময়ে সাব-কন্ট্রাকটিং কার্যক্রমের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ সময়ে বিসিক বিভিন্ন বৃহৎ প্রতিষ্ঠানকে মোট ৯.৮৯ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ সরবরাহের আদেশ প্রাপ্তিতে সহায়তা করেছে, যার প্রায় সবটাই আমদানি বিকল্প সামগ্রী। এতে দেশের প্রায় ৯.৮৯ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হয়েছে। এছাড়া, চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৪৩,১০২ জন লবণ চাষিকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে ৬৪,১৪৭ একর জমিতে ১৮.০০ লক্ষ মেট্রিক টন লবণ চাষের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। চলতি লবণ মৌসুমের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ৬.৬৪ লক্ষ মেট্রিক টন লবণ উৎপাদিত হয়েছে। লবণ উৎপাদন

মৌসুম সাধারণত ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি শুরু হয়ে এপ্রিল পর্যন্ত বলবৎ থাকে। দারিদ্র্য বিমোচনমূলক ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির আওতায় বিসিক ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত মোট ৪৩১টি শিল্প ইউনিটের বিপরীতে ৪৫১.২৬ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া, ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বিসিক কর্তৃক মোট ২৭টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

বাংলাদেশ রসায়নশিল্প কর্পোরেশন (বিসিআইসি)

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) বাংলাদেশের পাবলিক সেক্টর কর্পোরেশনগুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে ৮টি সারকারখানা, ১টি পেপার মিল, ১টি সিমেন্ট কারখানা, ১টি গ্লাসশীট ফ্যাক্টরি, ১টি ইন্স্যুলেটর এবং স্যানিটারিওয়্যার কারখানা, ১টি হার্ডবোর্ড মিল সহ মোট ১৩টি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান বিসিআইসি'র ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। সংস্থাধীন কারখানাসমূহের উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে ৮০ শতাংশই সার - যা জাতীয় অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। উল্লেখ্য যে, স্থানীয়/বিদেশি যৌথ উদ্যোগের অংশীদারদের সার্বিক সহায়তাদানে বিসিআইসি'র এক বিরাট গৌরবোজ্জল ঐতিহ্য আছে। বর্তমানে বিসিআইসি'র সাথে যৌথ উদ্যোগে ৮টি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে এবং ২টি প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত বিসিআইসি'র ১৩টি কারখানায় ১,০৫৬.৯৩ কোটি টাকার উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত উৎপাদন হয়েছে ৯৪৩.৬৮ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার ৮৯ শতাংশ । একই সময়ে সংস্থার কারখানাসমূহের বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ১,৪১৭.৭৯ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ১৩৪ শতাংশ। আলোচ্য সময়ে জাতীয় কোষাগারে প্রদত্ত রাজস্ব (কর ও শুল্ক) এর পরিমাণ ছিল ৫২.২১ কোটি টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে সংস্থাধীন কারখানাসমূহে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ৫,৮৬,৪০৩ মেঃ টন ইউরিয়া সার, ৭৬,৫০৫ মেঃ টন টিএসপি ও ২৩,৯৬৭ মেঃ টন ডিএপি সার উৎপাদন হয়েছে। তাছাড়াও আলোচ্য সময়ে ৫,২২৯ মেঃ টন কাগজ, ৩২,৪১০ মেঃ টন সিমেন্ট, ৯.২৭ লক্ষ বর্গ মিটার গ্লাসশীট, ৪২৬ মেঃ টন স্যানিটারীওয়্যার সামগ্রী, ৩৬৩ মেঃ টন ইন্স্যুলেটর এবং ২১১ মেঃ টন রিফ্র্যাক্টরীজ উৎপাদিত হয়েছে। সারণি ৮.৬ -এ ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ইউরিয়া সারের উৎপাদন, চাহিদা, বিক্রয় এবং আমদানির পরিসংখ্যান দেখানো হলোঃ

সারণিঃ ৮.৬ ইউরিয়া সারের উৎপাদন, চাহিদা, বিক্রয় এবং আমদানির পরিসংখ্যান

(মেঃ টন)

অর্থ বছর	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত উৎপাদন	লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জন (%)	চাহিদা	প্রকৃত বিক্রয়	চাহিদার বিপরীতে বিক্রয়ের হার (%)	আমদানি
২০০৯-১০	১২২৫০০০	১০৫৬১০২	৮৬	২৯৫১০০০	২৪০৯২৭৮	৮২	১৪৯০৮৩৭
২০১০-১১	১৯০০০০০	৯০৮৮৩৭	৪৮	২৮৩১০০০	২৬৫৫২৪৫	৯৪	১৮১৩৯৮৬
২০১১-১২	১১২০০০০	৯৩৩৬৮৬	৮৩	৩০০০০০০	২২৯৬৪৫৭	৭৭	১২৭৯৪৩৯
২০১২-১৩	১১১৫০০০	১০২৬৯৯৯	৯২	২৫০০০০০	২২৪৬৭০৮	৯০	১৩১৪২৩১
২০১৩-১৪	১০১২৫০০	৮৩৮৬২৮	৮৩	২৪৫০০০০	২৪৬১৬৮১	১০০	১৭৩০৮১১
২০১৪-১৫	৭৮৬০৫৬	৮৭৮৩৬০	১১২	২৭০০০০০	২৬৩৮৫৩৩	৯৮	১৮৮১৫১৭
২০১৫-১৬	১০৯৫০০০	১০০৭৪৯৮	৯২	২৮০০০০০	২২৯১৪৫২	৮২	১২৯২৯১৯
২০১৬-১৭ *	৬৪৩৫০০	৫৮৬৪০৩	৯১	২২২৬৫৯০	১৮৫৫২৮৮	৮৩	৬৩১৯১০

উৎসঃবাংলাদেশ রসায়ন ইন্ডাস্ট্রীজ কর্পোরেশন * ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

দেশে ইউরিয়া সারের বিদ্যমান ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে ইউএফএল ও পিইউএফএল এর স্থলে ''ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প'' নামক নতুন সার কারখানা স্থাপনের কাজ চলছে। নতুন সার কারখানা স্থাপিত হলে দেশে ইউরিয়া সারের বিদ্যমান ঘাটতি পূরণ হবে এবং প্রত্যক্ষ ভাবে প্রায় ১,০০০ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ১০,০০০ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হবে।

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি)

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন ১৫টি চিনিকল, ১টি ডিষ্টিলারী ইউনিট, ১টি ইঞ্জিনিয়ারিং

কারখানা ও ৩টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে সংস্থাটির কর্মকান্ড অব্যাহত আছে। সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন ১৫টি চিনিকলের বার্ষিক চিনি উৎপাদন ক্ষমতা ২.১০ লক্ষ মেট্রিক টন। দেশে বর্তমানে চিনির বার্ষিক চাহিদা প্রায় ১৪.০০ লক্ষ মেট্রিক টন। দেশে চিনির প্রকৃত চাহিদার তুলনায় সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন ইক্ষুভিত্তিক চিনিকলগুলোতে চিনি উৎপাদন অপ্রতুল। ফলে বেসরকারি খাতে স্থাপিত ৫/৬টি সুগার রিফাইনারিতে উৎপাদিত চিনি এবং আমদানিকৃত চিনি দ্বারা ঘাটতি পূরণ করা হয়।

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের চিনিকলে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১.১৬ লক্ষ মেঃটন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এর বিপরীতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত প্রায় ৬০ হাজার মেট্রিক টন চিনি উৎপাদিত হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ডিষ্টিলারী ইউনিটের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৫০ লক্ষ প্রুফ লিটার এবং এর বিপরীতে ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ৩০.৩৩ লক্ষ প্রুফ লিটার ডিষ্টিলারী পণ্য উৎপাদিত হয়েছে। প্রকৌশলজাত পণ্যের বার্ষিক উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ১,১০০ মেট্রিক টন এর বিপরীতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ৬৯৭.৪৬ মেট্রিক টন পণ্য উৎপাদিত হয়েছে।

চলতি ২০১৬-১৭ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বাস্তবায়নের জন্য মোট ৮৫৬.৩৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩টি উন্নয়ন প্রকল্প জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে এবং পুরাতন চিনিকলসমূহের কার্যদক্ষতা বজায় রাখা ও উপজাতভিত্তিক শিল্পস্থাপনের মাধ্যমে চিনিকলসমূহের আয়বৃদ্ধির জন্য ৫টি অননুমোদিত নতুন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে । চলতি অর্থ বছরে বিএসএফআইসি কর্তৃক শুল্ক ও কর বাবদ জুলাই, ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ৩৭.৬৯ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি)

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি, যথা-বৈদ্যুতিক কেবলস্, ট্রান্সফরমার, ফ্লোরোসেন্ট টিউব লাইট, সিএফএল বাল্ব, সুপার এনামেল কপার ওয়্যার ইত্যাদি উৎপাদন করে। দেশের বিদ্যুৎ বিতরণ খাতে অবদান রাখছে। তাছাড়া বিএসইসি বাস, ট্রাক, জীপ, মোটর সাইকেল ইত্যাদি সংযোজন, জিআই/এমএস/এপিআই পাইপ, সেফটি রেজার ব্লেডও উৎপাদন করে থাকে। উল্লেখ্য, বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত প্রতিটি পণ্য আন্তর্জাতিক গুণগত মানসম্পন্ন (ISO সনদ প্রাপ্ত) এবং ক্রেতাদের নিকট সমাদৃত।

বিএসইসি এর নিয়ন্ত্রণাধীন ৮টি শিল্প ইউনিট বর্তমানে চালু আছে। ৮টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এটলাস বাংলাদেশ লিঃ, ন্যাশনাল টিউবস লিঃ ও ইস্টার্ণ কেবলস লিঃ এর ৪৯ শতাংশ শেয়ার ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দেয়া হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে (জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত) বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন ৮টি প্রতিষ্ঠানে মোট ৩১৯.২৯ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য সামগ্রী উৎপাদন এবং ২৮০.৮৪ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য সামগ্রী বিক্রয় করা হয়। এছাড়া ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেট অনুযায়ী ৮৬৬.২৩ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য সামগ্রী বিক্রয় হবে বলে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সারণি ৮.৭ -এ ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত বিএসইসি'র আর্থিক বিবরণী এবং সারণি ৮.৮ -এ ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত বিএসইসি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ি রাজস্ব তহবিলে জমার বিবরণ দেখানো হলোঃ

সারণিঃ ৮.৭ বিএসইসি'র আর্থিক বিবরণী

(কোটি টাকা)

বিবরণ	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭ (জুলাই-জানু)	২০১৬-১৭ প্রাক্কলিত বাজেট
মুনাফা	৮১.৯৩	৮৬.৫১	৯১.৪০	১০৫.৫৯	৯৮.৮৮	৮৪.৫৪	৯৫.৪১	১৮.১৭	**১১৬.১৯**
লোকসান	(২.৯০)	(৪.৬১)	(১৩.৬৮)	(১০.৬২)	(৯.৩০)	(১২.৯৬)	(৯.১৯)	(১৮.১৮)	০.০০
নীটলাভ/(লোকসান)	৭৯.০৩	৮১.৯০	৭৭.৭২	৯৪.৯৭	৮৯.৫৭	৭১.৫৭	৮৬.২২	(০.০১)	**১১৬.১৯**

উৎসঃ বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন।

সারণিঃ ৮.৮বিএসইসি'র রাজস্ব তহবিলে জমার বিবরণবিবরণ

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭ (জুলাই-জানু)	২০১৬-১৭ প্রাক্কলিত বাজেট
কর ও শুল্ক	৩৪১.৩৬	৪৯৪.৭৮	৪৭২.১১	৪৩৪.৩৪	২৫৬.৯৮	২৪৫.৬৬	২৪৩.১৩	১৩৩.৩৯	**৩৭০.৮৪**

উৎসঃ বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন।

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফআইডিসি)

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন এর অধীনে ৩টি রাবার জোন আছে। যথাঃ চট্টগ্রাম, সিলেট ও শেরপুর জোন। চট্টগ্রাম জোনে ৮টি, সিলেট জোনে ৪টি এবং শেরপুর, টাংগাইল জোনে ৫টিসহ সর্বমোট ১৭টি রাবার বাগান আছে। সম্প্রতি চট্টগ্রাম রাবার জোনের আওতায় রাঙ্গুনীয়া রাবার বাগানের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এ নিয়ে বর্তমানে মোট রাবার বাগান সংখ্যা ১৮টি। জুলাই, ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত কর্পোরেশের নিয়ন্ত্রনাধীন কৃষি ও শিল্প ইউনিট কর্তৃক পণ্য সামগ্রী উৎপাদনে ৫,৫৯৩.৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে ও কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক জুলাই, ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ বাজারে ৫,১৩৭.৬৮ লক্ষ টাকার পণ্য সামগ্রী বিক্রয় হয়েছে। কর্পোরেশনের বিভিন্ন রাবার বাগান ও শিল্প ইউনিটের জুলাই, ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত মজুদ মাল রয়েছে যার মূল্য ৫,৩০৭.১৭ লক্ষ টাকা।

গ.বস্ত্র খাত

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গার্মেন্টস ও বস্ত্র খাত একটি দ্রুত বিকশিত সেক্টর। বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ। এই সেক্টর জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। বাংলাদেশে গার্মেন্টস ও বস্ত্র শিল্পে যৌথ ভাবে নিয়োজিত প্রায় ৫০ লক্ষ শ্রমিকের মধ্যে ৮০ শতাংশ হচ্ছে নারী শ্রমিক। তৈরি পোশাক খাত হতে দেশের মোট রপ্তানির প্রায় ৮২ শতাংশ আয় হয়ে থাকে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে তৈরি পোশাক খাত হতে রপ্তানি আয় ২৮.০৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা জিডিপিতে ৭.৮১ শতাংশ অবদান রাখছে। রপ্তানি মুখী তৈরি পোশাক শিল্পের প্রায় ৪০ শতাংশ ওভেন কাপড় দেশীয় ওভেন শিল্প কারখানা হতে মেটানো হয়।

বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস করপোরেশন (বিটিএমসি)

বিটিএমসি নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমুহ ১৯৭২-৭৩ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত (ফেব্রুয়ারি, ২০১৭) মোট ৮,২৫৪.২৬ লক্ষ কেজি সুতা উৎপাদন করেছে, যার মধ্যে নিজস্ব সুতা উৎপাদনের পরিমাণ ৭,২৮২.৯২ লক্ষ কেজি এবং সার্ভিস চার্জ পদ্ধতিতে উৎপাদিত সুতার পরিমাণ ৯৭১.৩৪ লক্ষ কেজি। নিজস্ব কাপড় উৎপাদনের পরিমাণ ৮,১৪৯.৯৮ লক্ষ মিটার। ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে কম্পোজিট মিলসমূহের বুনন বিভাগ বন্ধ করার পর থেকে বিটিএমসিতে কাপড় উৎপাদন করা হয় না। ১৯৯৬-৯৭ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থ বছর (ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত) সার্ভিস চার্জ বাবদ আয়ের পরিমাণ প্রায় ৪৭৮.৯৯ কোটি টাকা। ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত উৎপাদন কার্যক্রমের উপর একটি তুলনামূলক চিত্র সারণি ৮.৯ দেওয়া হলোঃ

সারণি ৮.৯ বিটিএমসি মিলসমূহে বছরভিত্তিক সুতা উৎপাদন

অর্থ বছর	স্পিন্ডল (টাকু) এর স্থাপিত ক্ষমতা		সুতা উৎপাদনের পরিমান
	সংখ্যা	ব্যবহার (%)	লক্ষ কেজি
২০০৮-০৯	১৭৬৫১২	১৯	২৩.৩৫
২০০৯-১০	১৭৬৫১২	১১	১১.৪৬
২০১০-১১	১৭৬৫১২	৪৩	২৪.০৫
২০১১-১২	১৭৬৫১২	২০	৯.৩৬
২০১২-১৩	১৬৮৯৬৮	১৬	১৬.৬৮
২০১৩-১৪	১৮৬২৬৪	২০	১৯.৮০
২০১৪-১৫	১৯৯৬০৮	২০	২০.৪৮
২০১৫-১৬	১৯৮৭৯২	২৩	২২.৩৭
২০১৬-১৭*	১৯৮৭৯২	২২	১৪.২১

উৎসঃ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়। * ফেব্রুয়ারি,২০১৭ পর্যন্ত।

বিটিএমসির সার্ভিস চার্জ পদ্ধতিতে চালু মিলগুলোর মধ্যে কয়েকটি মিলের উৎপাদনক্ষমতাও কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বন্ধ মিল হতে কিছু ভাল মেশিনারী/যন্ত্রাংশ প্রতিস্থাপন করায় ইতোমধ্যে সেগুলির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উৎপাদিত সুতার গুনগত মান উন্নত হয়েছে। যৌথ বিনিয়োগের মাধ্যমে আধুনিকায়নে বিটিএমসির বন্ধ মিলসমূহ চালুর বিষয়ে বিভিন্ন দেশি/বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা অব্যাহত আছে। চায়নার স্যাংটেক্স হোল্ডিং কোম্পানি, উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধি দলের সাথে একাধিক যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যৌথ বিনিয়োগে পরিচালনার আওতায় প্রাথমিকভাবে ৬টি মিল যথাঃ আহমেদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলস, দোস্ত টেক্সটাইল মিলস, আর.আর টেক্সটাইল মিলস, কাদেরিয়া টেক্সটাইল মিলস, দিনাজপুর টেক্সটাইল মিলস এবং টাঙ্গাইল কটন মিলস চিহ্নিত করা হয়েছে।

বাংলাদেশের তাঁত শিল্প

বাংলাদেশের গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কৃষির পরই তাঁত শিল্পের স্থান। দেশে তাঁত শিল্প তথা তাঁতিদের সার্বিক উন্নয়ন ও বিকাশ সাধনে সর্বপ্রকার সহায়তা ও সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী তাঁত শিল্পে বছরে প্রায় ৬৮.৭০ কোটি মিটার তাঁতবস্ত্র উৎপাদিত হয়। দেশের অভ্যন্তরীণ বস্ত্র চাহিদার প্রায় ৪০ শতাংশের বেশি তাঁত শিল্প যোগান দিচ্ছে। এ শিল্পে সারাবছর প্রত্যক্ষভাবে কর্মসংস্থান হয় প্রায় ৯ লক্ষ লোকের এবং পরোক্ষভাবে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা প্রায় ৬ লক্ষ। দেশে মোট তাঁত সংখ্যা প্রায় ৫.০৬ লক্ষ। এর মধ্যে প্রায় ৩.১৩ লক্ষ তাঁত সচল, অবশিষ্ট প্রায় ১.৯২ লক্ষ তাঁত অচল রয়েছে। তাঁত অচল থাকার প্রধান কারণ চলতি মূলধনের অভাব। এ শিল্পের বছরে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ প্রায় ১,২২৭ কোটি টাকা। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড-এর ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতায় তাঁতিদের চলতি মূলধন সরবরাহকল্পে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ সালে ৪২,১৬৬ জন তাঁতিকে ৫৮,৯৪৬টি তাঁতের বিপরীতে মোট ৬৭৪৩.০৭লক্ষ টাকা ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়। বিতরণকৃত ঋণের কিস্তি বাবদ ৪৬৮৫.৮৪ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছে এবং আদায়ের হার ৬৯.৪৫ শতাংশ। তাঁত সেক্টরের উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড ইতোমধ্যে বেশ কিছু উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এ সব প্রকল্প দেশের তাঁত শিল্প ও তাঁতিদের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

বাংলাদেশের রেশম শিল্প

রেশম শিল্প বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী কৃষিভিত্তিক কুটির শিল্প। গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও নিরাপত্তা বেষ্ঠনী সৃষ্টি,বেকারত্ব হ্রাস, গ্রামীণ মহিলাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করাসহ জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখার ক্ষেত্রে এ শিল্পের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড এ শিল্পের উন্নয়ন আরও ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে আবাসন পল্লী/আদর্শ রেশম পল্লী, চাকী রিয়ারিং সেন্টার স্থাপন করে ৬.৫০ লক্ষের অধিক গ্রামীণ দরিদ্র্য জনগোষ্ঠী তথা মহিলাদেরকে এ কাজে সম্পৃক্ত করে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবিকা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট এবং বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন এই ৩টি সংস্থা একিভূত হয়ে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয়েছে। বোর্ডে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ২টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান এবং ৩টি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এসব প্রকল্পের আওতায় রেশম চাষের বিভিন্ন কলাকৌশলের উপর রেশম চাষি, তাঁতি/রিলারদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও পলুপালন সামগ্রী সরবরাহসহ তা' সংগ্রহে অর্থায়ন সহায়তা দিয়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছর হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত সরকারি খাতে রোগমুক্ত রেশম ডিম, রেশম গুটি, রেশম সুতা ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি সারণি ৮.১০-এ দেয়া হলোঃ

সারণি ৮.১০ঃ সরকারি খাতে রোগমুক্ত রেশম ডিম, রেশম গুটি, রেশম সুতা ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি

সাল	রোগমুক্ত রেশম ডিম (লক্ষসংখ্যা)	রেশমগুটি (লক্ষ কেজি)	রেশমসুতা (হাজার কেজি)	ক্ষুদ্রঋণপ্রদান (লক্ষ টাকায়)	
				রেশমচাষি	রেশমতাঁতি
২০০৮-০৯	৪.০৩	১.৫৬	০.৭৫	-	-
২০০৯-১০	৫.৫০	১.৪৭	১.২৯	-	-
২০১০-১১	৪.৬৭	১.৭৬	২.১৬	-	-
২০১১-১২	৪.৪৩	১.৮০	২.৬৭	-	-
২০১২-১৩	৪.৪৩	১.২২	১.৬৪	-	-

সাল	রোগমুক্ত রেশম ডিম (লক্ষসংখ্যা)	রেশমগুটি (লক্ষ কেজি)	রেশমসুতা (হাজার কেজি)	ক্ষুদ্রঋণপ্রদান (লক্ষ টাকায়)	
				রেশমচাষি	রেশমতাঁতি
২০১৩-১৪	৪.১৭	০.৯৮	০.৬৬	বিতরণঃ২৩১.৩০ আদায়ঃ২০৫.৩৯	বিতরণঃ৪১.২৭ আদায়ঃ৩৬.১৮
২০১৪-১৫	২.৬৫	০.৫৬	০.৬৪	বিতরণঃ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়ঃ ২০৬.০৭ (ক্রমপুঞ্জিত)	বিতরণঃ৪১.২৭ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়ঃ৩৬.৪৮(ক্রমপুঞ্জিত)
২০১৫-১৬	৩.৮০	১.৪৬	০.১২	বিতরণঃ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়ঃ ২১০.২০ (ক্রমপুঞ্জিত)	বিতরণঃ৪১.২৭ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়ঃ৩৬.৮২(ক্রমপুঞ্জিত)
২০১৬-১৭*	২.৪৭	০.৫২	০.৩৬	বিতরণঃ ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়ঃ ২২২.১৩ (ক্রমপুঞ্জিত)	বিতরণঃ ৪১.২৭ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়ঃ ৩৭.০৯ (ক্রমপুঞ্জিত)

সূত্রঃ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়। *ফেব্রুয়ারি,২০১৭ পর্যন্ত।

ঘ.পাট খাত

পরিবেশ বান্ধব পাট শিল্পের প্রসারে পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন-২০১০ ও বিধিমালা-২০১৩ বাস্তবায়নের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বাজারে পাট ও পাটজাত পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে পাট অধিদপ্তর কর্তৃক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এর আওতায় উচ্চ ফলনশীল (উফশী) পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং উন্নত পাট পচন শীর্ষক প্রকল্প জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৭ মেয়াদে দেশের ৪৪টি জেলার ২০০টি উপজেলায় বাস্তবায়িত করছে। পাট ও পাটপণ্যের উৎপাদন মূলত অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক চাহিদা ও বাজার মূল্যের উপর নির্ভরশীল। এসব কারণে পাট ও পাটপণ্যের উৎপাদন, রপ্তানি ও রপ্তানি মূল্যের ব্যাপক উঠা-নামা হয়ে থাকে। পাট অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্য মতে ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত দেশে কাঁচাপাট উৎপাদন, রপ্তানি ও রপ্তানি মূল্যের বিবরণী সারণিঃ ৮.১১ এবং পাটজাত পণ্য উৎপাদন, রপ্তানি ও রপ্তানি মূল্যের বিবরণী সারণি ৮.১২-এ দেয়া হলোঃ

সারণিঃ ৮.১১ কাঁচাপাট উৎপাদন, রপ্তানি ও রপ্তানি মূল্যের বিবরণ

(ক) কাঁচাপাটঃ

বছর	উৎপাদন (লক্ষ বেল)	রপ্তানি (লক্ষ বেল)	রপ্তানি মূল্য	
			কোটি টাকা	কোটি মার্কিন ডলার
২০১৪-১৫	৭৫.০১	১০.০১	৮১৬.৭৪	১০.৪৮
২০১৫-১৬	৭৫.৫৬	১১.৩৭	১০৫৪.৪০	১৩.৫০
২০১৬-১৭ *	৮৮.৮৯	৭.৫৫	৭২৭.৬৪	৯.৩৩

উৎসঃ পাট অধিদপ্তর। ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

সারণিঃ ৮.১২ পাটজাত পণ্য উৎপাদন, রপ্তানি ও রপ্তানি মূল্যের বিবরণ

(খ) পাটজাত পণ্যঃ

বছর	উৎপাদন (লক্ষ মেঃ টন)	রপ্তানি (লক্ষ মেঃ টন)	রপ্তানি মূল্য	
			কোটি টাকা	কোটি মার্কিন ডলার
২০১৪-১৫	৮.৬৫	৮.১৮	৫৬০২.১৬	৭১.৮২
২০১৫-১৬	৯.৬৩	৭.৪২	৫০৬১.৪৬	৫৭.৮৫
২০১৬-১৭	৪.০৯	৩.৩২	২৫৬১.৫৫	৩২.৮৪

উৎসঃ পাট অধিদপ্তর। ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ জুট মিলস্ কর্পোরেশন (বিজেএমসি)

স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির পর ৮২টি পাটকল নিয়ে বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন গঠিত হয়। বর্তমানে বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন মিল-কারখানার সংখ্যা মোট ২৬টি। বিজেএমসির মিলসমূহে প্রধানতঃ হেসিয়ান, স্যাকিং, কার্পেট ব্যাকিং ক্লথ উৎপাদিত হয়। এছাড়া কয়েকটি পাটকলে উন্নতমানের রপ্তানিযোগ্য পাটের সুতা, জিওজুট, কটন ব্যাগ, নার্সারী পট, ফাইল কভার ইত্যাদি উৎপাদিত হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত বিজেএমসির আওতাভুক্ত পাটকলসমূহের পাটজাত পণ্যের উৎপাদন হয়েছে মোট ০.৯৬ লক্ষ মেট্রিক টন, যা গত ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ছিল ১.১০ লক্ষ মেট্রিক টন।

বিজেএমসি পাটজাত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত বিজেএমসির আওতাভুক্ত পাটজাত পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ ০.৬৩ লক্ষ মেট্রিক টন ও রপ্তানি আয় ৫১৪.৭৮ কোটি টাকা। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে পাটজাত পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ ও রপ্তানি আয় ছিল যথাক্রমে ০.৮৫ লক্ষ মেট্রিক টন ও ৬৫৪.৭৪ কোটি টাকা। এছাড়া, ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত বিজেএমসি মিল কর্তৃক স্থানীয় পাটজাত দ্রব্যের বিক্রয়ের পরিমাণ ও মূল্য যথাক্রমে ০.১৫ লক্ষ মেট্রিক টন ও ২০২.১০ কোটি টাকা, যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ০.৪৪ লক্ষ মেট্রিক টন ও ৫০২.৭৮ কোটি টাকা।

জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি)

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রচলিত পাটপণ্য সামগ্রীর পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোক্তাদের উচ্চ মূল্য সংযোজিত উন্নতমানের বহুমুখী পাট পণ্য সামগ্রী উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে সহায়তা করার লক্ষ্যে ২০০২ সালের মার্চ মাসে জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) স্থাপিত হয়।

জেডিপিসি'রমূখ্যকার্যক্রমঃ

- পাট ও পাট পণ্য সামগ্রী বহুমুখীকরণে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের উৎসাহিতকরণ;
- নতুন নতুন প্রযুক্তি সংগ্রহ ও সরবরাহ করণ;
- উচ্চমূল্য সংযোজিত পাট পণ্য সামগ্রী উৎপাদনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান;
- বেসরকারি উদ্যোক্তাদের মূলধন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ব্যাংকের সাথে সংযোগ স্থাপনে সহযোগিতা প্রদান;
- পাট পণ্য সামগ্রী বাজারজাতকরণে বিপণন ও প্রচারণা মূলক কার্যক্রম।

ঙ. বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকার বিনিয়োগ পরিস্থিতি

শিল্প খাতে দ্রুত বিকাশের জন্য বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ দেশে ইপিজেড স্থাপনের মাধ্যমে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণসহ দেশে শিল্প খাত বিকাশে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। বাংলাদেশে বর্তমানে মোট ৮টি ইপিজেড (চট্টগ্রাম, ঢাকা, মংলা, কুমিল্লা, ঈশ্বরদী, উত্তরা (নীলফামারী), আদমজী ও কর্ণফুলী ইপিজেড) রয়েছে । ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত দেশের ইপিজেডসমূহে সর্বমোট ৫৮৭টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে শিল্প স্থাপনের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে তন্মধ্যে ৪৫৯ টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনরত এবং ১২৮টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। উৎপাদনরত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চট্টগ্রাম ইপিজেডে ১৭২টি, ঢাকা ইপিজেডে ১০২টি, কুমিল্লা ইপিজেডে ৪১টি, উত্তরা ইপিজেডে ১২টি, মংলা ইপিজেডে ২০টি, ঈশ্বরদী ইপিজেডে ১৫টি, কর্ণফুলী ইপিজেডে ৪৮টি এবং আদমজী ইপিজেডে ৪৯টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনরত রয়েছে।

বাংলাদেশের ইপিজেডসমূহে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত মোট বিনিয়োগ হয়েছে ৪,২১৫.৭৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি অর্থবছরের প্রথম ৮ মাসে প্রকৃত বিনিয়োগ হয়েছে ২১৬.৯৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ইপিজেডসমূহ হতে ক্রমপুঞ্জিত রপ্তানির পরিমাণ ৫৭.০৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৬,২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ইপিজেডস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে রপ্তানির পরিমাণ ৪,২২৪.৪৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বেপজার আওতাধীন ইপিজেডসমূহ দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত বেপজার আওতাধীন ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে সর্বমোট ৪,৬৩,৫৪৮ জন বাংলাদেশীর প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তন্মধ্যে ৬৪ শতাংশ নারী। সারণি ৮.১৩-এ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের চালু শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ ব্যয়, রপ্তানি ও কর্মসংস্থান সংক্রান্ত তথ্য দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.১৩ ইপিজেড ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ, রপ্তানি ও কর্মসংস্থানের বিবরণ

ইপিজেডসমূহের নাম	শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা		বিনিয়োগ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	রপ্তানি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	কর্মসংস্থান (জন)
	উৎপাদনরত	বাস্তবায়নাধীন			
চট্টগ্রাম ইপিজেড	১৭২	১২	১৫২০.১৯	২৫৬৬০.৩৪	১৯৩৮৬৯
ঢাকা ইপিজেড	১০২	৯	১২৬৯.৪৬	২১৮৬৩.৯৯	৮৮৫৭৮
কুমিল্লা ইপিজেড	৪১	৩০	২৬৭.৯২	১৯০১.৯২	২৫৬০৭
মোংলা ইপিজেড	২০	১৬	৪৫.৭৬	৪৭২.২২	১৯২৬
উত্তরা ইপিজেড	১২	১০	১৩২.২৯	৪৯৫.০৩	২২৬৯১
ঈশ্বরদী ইপিজেড	১৫	১৮	১০৫.৮৫	৫১৬.৬২	৮০৮৩
আদমজী ইপিজেড	৪৯	১৭	৪০৭.২৭	২৬৫৮.৫৩	৫৩১১৮
কর্ণফুলী ইপিজেড	৪৮	১৬	৪৬৭.০০	৩৪৭৩.২৬	৬৬৭৯৬
মোট	৪৫৯	১২৮	৪২১৫.৭৩	৫৭০৪১.৯১	৪৬৩৫৪৮

উৎসঃ বেপজা

সারণি ৮.১৪-এ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ইপিজেডে পণ্য ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.১৪ ইপিজেডে পণ্য ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান

ক্রমিক নং-	উৎপাদিত পণ্যের নাম	শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	বিনিয়োগ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	কর্মসংস্থান (জন)
১.	পোশাক শিল্প	১১৪	১৫৩৫.৩৯	২৬৯৯৪০
২.	গার্মেন্টস্ এ্যাক্সেসরিজ	৮৯	৫৪৭.২২	২৫৬৮৪
৩.	টেক্সটাইল	৪০	৬২৮.৭৮	২৬৪৮৭
৪.	নীট গার্মেন্টস্ ও অন্যান্য বস্ত্র শিল্প	৩৫	৩২২.৩৬	৩৪৪৬৬
৫.	জুতা ও চামড়াজাত শিল্প	৩৩	২৫২.৪১	৩৬৬৯৩
৬.	টেরি টাওয়েল	১৮	৮৭.৭১	৭৯৭৬
৭.	ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স পণ্য	১৮	১৫০.৬০	৪৩৬৬
৮.	প্লাস্টিক দ্রব্য	১৪	৬১.৪৪	৫১৭১
৯.	ধাতব শিল্প	১৩	৫২.৬৮	২৮৩৭
১০.	তাবু	১০	৮০.৯৩	১১৭৯৯
১১.	সেবা খাত	৯	৪৫.৩২	৯২২
১২.	কৃষিজাত শিল্প	৮	৪.০৯	১৫৭
১৩.	টুপি	৬	৬০.৩২	৮৪২৬
১৪.	কেমিক্যাল শিল্প	৬	২২.০০	৫৫১
১৫.	আসবাবপত্র	৩	৪৯.২০	১৭০২
১৬.	মোড়ক সামগ্রী	৩	২.২০	১৪৬
১৭.	বিদ্যুৎ শিল্প	২	১০০.৩০	১২৯
১৮.	রশি	২	১১.২৪	৫০৭
১৯.	স্পোর্টস পণ্য	২	৯.০৯	৫৩৫
২০.	ফিশিং রীল ও গলফ শ্যাফ্ট	১	৪০.৬৯	৯৯৪
২১.	খেলনা	১	২৮.৭৪	৩১২৯
২২.	বিবিধ	৩২	১২৩.১১	২০৯৩১
	সর্বমোট	৪৫৯	৪২১৫.৭৩	৪৬৩৫৪৮

সারণি ৮.১৫-এ ২০০৮-০৯ অর্থবছর হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ইপিজেড বিনিয়োগ ও রপ্তানির পরিমাণ দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.১৫- ইপিজেডে বিনিয়োগ ও রপ্তানির পরিমাণ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

ইপিজেড		২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭ *
ঢাকা	বিনিয়োগ	৩০.৩৯	৬৪.৩৮	৭২.৩৮	৭৭.১৭	৬৮.৪৫	১২৫.৭৯	৮৪.০২	৮০.৬৩	৪৭.৪৬
	রপ্তানি	১১৯০.৩৬	১২১৬.৪৯	১৫২১.৭৮	১৬১৪.৪৫	১৭৮০.৭০	১৯৩৭.৫০	১৯৯৭.৫০	২১৮৩.৯০	১৩৮০.০০
চট্টগ্রাম	বিনিয়োগ	৪৭.২২	৫৭.৫২	৮৫.৮৪	১০১.৭৪	১৩৩.৮৪	১০৯.৪৬	১৫২.০২	১১০.৭১	৫৩.৯৩
	রপ্তানি	১১৮৮.১৫	১৩৩৩.৫৩	১৬৬৬.৮৮	১৮৮৩.৮১	২০৯৫.১২	২২৬১.৬১	২৩৮৩.৭৬	২৪১৯.৭১	১৪৩৭.৫৩

ইপিজেড		২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭ *
মংলা	বিনিয়োগ	০.৯৬	০.০১	০.৭৭	০.০৮	৩.৫২	৫.১০	৮.২৭	১৮.৯৮	৪.৬৭
	রপ্তানি	৭.০৬	৭.২৯	২৭.৯৩	৫৪.২৪	৭৪.১০	৭৭.২৮	৮৪.২৬	৭৪.৬৬	৩৩.১৬
কুমিল্লা	বিনিয়োগ	৮.২০	২০.৪৪	৩৬.২৬	২০.০৭	২১.০৬	২৩.৩৯	২৩.৪১	৩০.১৮	১৩.২৪
	রপ্তানি	৯৫.৮৫	৯৫.৩৪	১৪৫.৪৬	১৪৮.৩৬	১৭৬.৯৩	২০৯.৪১	২৭৪.৬৩	৩০৮.৩৩	২২০.৩১
উত্তরা	বিনিয়োগ	০.১৭	১.৬৯	১১.৯৮	৫.৯৭	২০.৬২	১৭.২৭	১৯.৮৯	৩৩.৫৩	১৮.২৭
	রপ্তানি	০.২৪	১.৯০	৬.৭৭	১৬.০৩	২০.৩৮	৩৩.২২	৮৭.৯৯	১৮৮.৮০	১৩৯.৫২
ঈশ্বরদী	বিনিয়োগ	১৪.০৪	১২.২১	২১.৪০	১৭.৮৫	৫.১২	৩.১৫	৫.৪২	১৫.১১	৯.৩২
	রপ্তানি	০.৭৯	৭.৫৪	২৫.৯৬	৪১.৫৩	৫৫.৭১	৯৩.১৬	১০৮.২৬	১১৪.৭৪	৬১.৮৬
আদমজী	বিনিয়োগ	২১.০৭	২৬.১৭	৩৭.০৫	৩৪.৫৫	২৯.৯৯	৭৩.৭৫	৪৮.৫১	৫৪.৭০	৩৬.০৯
	রপ্তানি	৬০.১৩	১০৩.৬৫	১৬৪.৬৮	২০৭.৩২	২৭৪.১০	৩৮৬.২০	৪৬৭.৪০	৫৬২.৯০	৪০৭.৩০
কর্ণফুলী	বিনিয়োগ	২৭.৯০	৩৯.৫৮	৪৭.৫৬	৮১.৮৩	৪৫.৯৩	৪৪.৬৭	৬৪.৮১	৬০.৫১	৩৩.৯৬
	রপ্তানি	৩৯.১৩	৫৬.৮১	১৩৮.১৬	২৪৫.০৫	৩৭৯.৬১	৫২৬.৮৫	৭০৯.৭৪	৮২৩.২৮	৫৪৪.৭৫

সূত্রঃ বেপজা, * ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত

এ যাবত ইপিজেডসমূহে জাপান, কোরিয়া, চীন, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিংগাপুর, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালী, সুইডেন, নেদারল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ভারত, পানামা, পাকিস্তান, অষ্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যান্ড, তুরস্ক, ইউক্রেন, ডেনমার্ক, কুয়েত, রুমানিয়া, পর্তুগাল, মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ, শ্রীলংকা, বেলজিয়াম, ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড, মরিশাস, ওমান, ক্যামন আইল্যান্ড, কানাডা, স্পেন, মালটা ও বাংলাদেশসহ ৩৭টি দেশ বিনিয়োগ করেছে।

দেশের ইপিজেডসমূহ রপ্তানি বহুমূখীকরণে ও বৈচিত্রায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। বতর্মানে দেশের ইপিজেডসমূহে ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স পণ্য, গাড়ির যন্ত্রাংশ (নিশান, টয়োটা,হিনো গাড়ির), মোবাইল ফোনের যন্ত্রাংশ, ক্যামেরা লেন্স ও পার্টস, বিদ্যুৎ, বাইসাইকেল, ব্যাটারী, গলফ শ্যাফট, জুতা ও জুতার এক্সসোরিজ, টেক্সটাইল, এনার্জি সেভিং বাল্ব, আসবাবপত্র, তাঁবু, বুলেট প্রুফ জ্যাকেট, কসমেটিকস ও হলিউড মাস্ক, চশমা, খেলনা, পোশাক, উইগ, চিরুনি, কলম, আইল্যাশ, পাটজাত দ্রব্য, মেডেল, চাবির রিং ইত্যাদি পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে।

বেসরকারি বিনিয়োগে এ পর্যন্ত ৬টি ইপিজেডে প্রায় ২৯০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এদের মধ্যে ‘ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন ও ডিসট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড’ ঢাকা ইপিজেডও চট্টগ্রাম ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে।

ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব বেপজা প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম ইপিজেডে ৭৫ কিলোওয়াট সোলার প্যানেল এবং রাস্তায় ৭৮৫টি সোলার লাইট স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া ঢাকা ও চট্টগ্রাম ইপিজেডে এনভায়রনমেন্ট ল্যাব, বেসরকারি উদ্যোগে আদমজী, কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা ইপিজেডে পানি পরিশোধনাগার (WTP) চালু করা হয়েছে। কারখানাসমূহের বর্জ্য ব্যবস্থা নিয়মিত তদারকি করার জন্য ৩০ জন পরিবেশ কাউন্সিলর নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২০১৩ সালে ৬৭ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। শ্রম পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে ৬০ জন সোস্যাল কাউন্সিলর নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। মালিক-শ্রমিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে ৮টি ইপিজেডের জন্য ৩ জন কন্সিলিয়েটর (মীমাংসাকারী) এবং ৩ জন আরবিট্রেটার (সালিশকারী) নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ ইপিজেড শ্রম আইন বিল-২০১৬ মহান জাতীয় সংসদে পাশের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সকল ইপিজেডে প্রসেস অটোমেশন সিষ্টেম (Online Export & Import Permit, Bill Collection, Work Permit, Pay Roll Management etc.) চালু করা হয়েছে। ভিডিও কনফারেন্সিং সিষ্টেম , ইনটার-এক্টিভ (Interactive) ওয়েবসাইট, ইপিজেডসমূহে Wi-Fi স্থাপন এবং Remote Communication Electrical Metering System স্থাপনের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া ইপিজেড এবং ইপিজেডে কর্মরত বিদেশি নাগরিকদের নিরাপত্তার স্বার্থে ইপিজেডসমূহে CCTV Surveillance System প্রবর্তন এবং Automated Access Control Gate স্থাপনের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

লন্ডন ভিত্তিক FDI ম্যাগাজিন The Financial Times এর জরিপে চট্টগ্রাম ইপিজেড বিশ্বের ৭০০ টি ইকোনোমিক জোন এর মধ্যে Cost Effective Zone category-তে

তৃতীয় স্থান এবং Best Economic Potential 2010-2011 category-তে চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে (FDI ম্যাগাজিন, জুন-জুলাই'১০ সংস্করণ)। চট্টগ্রাম ইপিজেড লন্ডন ভিত্তিক FDI ম্যাগাজিন The Financial Times এর জরিপে FDI Global Free Zone of the future 2012/2013 ক্যাগাটরিতে নবম স্থান অর্জন করেছে।

চ. অন্যান্য শিল্প

ঔষধ শিল্প

স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশে ঔষধ প্রাপ্তি মূলত আমদানির ওপর নির্ভরশীল ছিল, ফলে অনেক উচ্চ মূল্যে জনগণকে ঔষধ ক্রয় করতে হতো। বাংলাদেশ বর্তমানে দেশের চাহিদার প্রায় ৯৮ শতাংশ ঔষধ দেশে উৎপাদিত হয়। বর্তমানে শুধুমাত্র কিছু হাইটেক প্রোডাক্ট (ব্লাড বায়োসিমিলার প্রোডাক্ট, এন্টিক্যান্সার ড্রাগ, ভ্যাকসিন ইত্যাদি) আমদানি করা হয়। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ঔষধ আমদানিকারক দেশ হতে রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়েছে এবং সারা বিশ্বে বাংলাদেশের ঔষধ সুনাম অর্জন করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশের ৫৪ টি ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন প্রকারের ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল উন্নত বিশ্বের ইউরোপ ও আমেরিকাসহ ১২৭টি দেশে রপ্তানি করছে এবং সরকারের সার্বিক সহযোগীতায় ঔষধ রপ্তানির পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে ২৬৭টি এলোপ্যাথিক ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বছরে ২৬,৯১০ ব্রান্ডের প্রায় ২,২৪৭.০৫ কোটি টাকার ঔষধ উৎপাদন করছে। সারণি ৮.১৬-এ দেশের ঔষধ রপ্তানির চিত্র তুলে ধরা হলোঃ

সারণি ৮.১৬ স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামালের রপ্তানি

(কোটি টাকায়)

বছর	প্রস্তুতকৃত ঔষধ	ঔষধেরকাঁচামাল	মোট রপ্তানি	যে কয়টি দেশে রপ্তানি হয় (সংখ্যা)
২০০৯	৩৩৫.২১	১১.৯৬	৩৪৭.১৭	৭৩
২০১০	৩২৭.৪৩	৫.১২	৩৩২.৫৫	৮৪
২০১১	৪২১.২২	৪.৯৩	৪২৬.১৫	৮৭
২০১২	৫৩৯.৬২	১১.৬০	৫৫১.২২	৮৭
২০১৩	৬০৩.৮৭	১৬.০৬	৬১৯.৯৩	৮৭
২০১৪	৭১৪.২০	১৯.০৭	৭৩৩.২৭	৯২
২০১৫	৮১২.৫০	১৯৫.৫৮	১০০৮.০৮	১১৩
২০১৬	২২৪৫.৬০	১.৪০	২২৪৭.০৫	১২৭

উৎসঃ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর।

ছ. শিল্প সহায়ক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)

বিএসটিআই দেশের একমাত্র জাতীয় মান সংস্থা। বিএসটিআই এর মূল দায়িত্ব পণ্যের জাতীয় মান প্রণয়ন, পণ্যের পরীক্ষণ,গুণগতমানের সার্টিফিকেশন, ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সার্টিফিকেশন এবং সারা দেশে মেট্রোলজি ও ক্যালিব্রেশন সার্ভিস প্রদান।

বিএসটিআই কর্তৃক ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের (ফেব্রুয়ারি, ২০১৭) পর্যন্ত মোট ৪৪৪টি ভ্রাম্যমাণ আদালত ও ৬২৩টি সার্ভিল্যান্স টীম পরিচালনার মাধ্যমে মোট ৯৩২টি মামলা দায়ের করা হয় এবং সঠিক ওজন ও পরিমাপ নিশ্চিতকরণে মোট ৩৩৩টি ভ্রাম্যমাণ আদালত ও ২০৪টি সার্ভিল্যান্স টীম পরিচালনার মাধ্যমে ৮৭৮টি মামলা দায়ের করা হয়। এ সকল মামলায় সর্বমোট ৩৪৮.৫২ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করে উক্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।

বিএসটিআই এর বিভিন্ন ল্যাবরেটরি ভারতের National Accreditation Board for Testing Laboratories (NABL) থেকে অ্যাক্রিডিটেশন অর্জন করেছে। বিএসটিআই'র প্রোডাক্ট সার্টিফিকেশনের আওতায় অক্টোবর, ২০১৪ সালে ১৪টি পণ্যের জন্য ভারতের National Accreditation Board for Certification Body (NABCB) থেকে অ্যাক্রিডিটেশন পাওয়া গেছে। বিএসটিআই'র উল্লেখিত ল্যাবগুলোর কার্যক্রম ভারতের NABL থেকে সন্তোষজনক হওয়ায় আগামী ১৪ জুন, ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত অ্যাক্রিডিটেশন এর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে মোট অ্যাক্রিডিটেড পণ্যের সংখ্যা ২৭টি এবং প্যারামিটারের সংখ্যা ১৬১টি। এছাড়া Norwegian Accreditation ও Bangladesh Accreditation Board (BAB) যৌথভাবে বিএসটিআই'র এর National Metrology Laboratories (NML) এর ৬টি ল্যাবকে গত ২৬ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখে অ্যাক্রিডিটেশন প্রদান করেছে। বিএসটিআই-এর Management System Certification Scheme (MSCS) এর কার্যক্রম নরওয়েজিয়ান অ্যাক্রিডিটেশন বডি কর্তৃক অ্যাক্রিডিটেশন

পেয়েছে। বিএসটিআই থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কোয়ালিটি ব্যবস্থাপনার জন্য ISO 9001,পরিবেশ ব্যবস্থাপনার জন্য ISO 14001 এবং খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার জন্য ISO 22000 এর উপর ৪০টি Management System Certificate প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ISO সনদ প্রাপ্তির জন্য আরও বেশকিছু প্রতিষ্ঠানের আবেদন প্রক্রিয়াধীন আছে।

সিলেট ও বরিশাল বিভাগে বিএসটিআই'র অফিস-কাম-ল্যাবরেটরি স্থাপনপূর্বক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে এবং ফরিদপুর, কুমিল্লা, রংপুর, কক্সবাজার ও ময়মনসিংহ জেলায় বিএসটিআই-এর অফিস-কাম-ল্যাবরেটরি স্থাপনের জন্য প্রকল্প গ্রহণপূর্বক ইতোমধ্যে কাজ শুরু করা হয়েছে। জার্মানীর GIZ এর আর্থিক সহায়তায় বিএসটিআইতে একটি আধুনিক Energy Efficient Testing ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

'Modernisation and Strengthening of BSTI' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩টি আধুনিক মানের ল্যাবরেটরি স্থাপিত হচ্ছে। এছাড়া জিওবি এর অর্থায়নে ২টি প্রকল্পের আওতায় বিএসটিআই এর প্রধান কার্যালয়ে CNG Mass Vertification Laboratory এবং JDCF ভবনের ৬ষ্ঠ তলায় Chemical Metrology Laboratory (CML) স্থাপিত হচ্ছে।

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি)

একটি বিশেষায়িত সরকারি সংস্থা হিসেবে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি) বাংলাদেশের মেধাসম্পদ বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। নতুন নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের জন্য পেটেন্ট স্বত্ব মঞ্জুর, নতুন ও মৌলিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন নিবন্ধন, ট্রেডমার্ক ও সার্ভিস মার্ক নিবন্ধন, ভৌগলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধনসহ মেধাসম্পদ বিষয়ক অন্যান্য কার্যাবলীও এ অধিদপ্তর পরিচালনা করে থাকে। পেটেন্ট ও ডিজাইন আইন, ১৯১১ এবং পেটেন্ট ও ডিজাইন বিধিমালা, ১৯৩৩ মোতাবেক পেটেন্ট মঞ্জুর ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন নিবন্ধন করা হয়। ট্রেডমার্ক আইন, ২০০৯ (ট্রেডমার্ক সংশোধনী আইন, ২০১৫) ও ট্রেডমার্ক বিধিমালা, ২০১৫ মোতাবেক ট্রেডমার্ক ও সার্ভিস মার্ক নিবন্ধন করা হয়। ভৌগলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ ও ভৌগলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) বিধিমালা, ২০১৫ মোতাবেক ভৌগলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধনও এ অধিদপ্তরে করা যায়। মেধা সম্পদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং শিল্পোন্নয়নে এর ভূমিকা জনসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে প্রতি বছর ২৬ এপ্রিল পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উদযাপিত হয়। SDG (Sustainable Development Goal)-এর Goal 9 এ মেধাসম্পদকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

জুলাই, ২০১৬ হতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত দেশি-বিদেশি মিলে পেটেন্ট, ডিজাইন, ট্রেডমার্ক ও সার্ভিসমার্ক এবং ভৌগলিক নির্দেশক পণ্যের মোট দরখাস্ত প্রাপ্তি সংখ্যা যথাক্রমে ২৫০টি, ৮৯৮টি, ৬৭৭২টি ও ১১টি। এর মধ্যে নিষ্পত্তি করা হয়েছে যথাক্রমে ৬০টি, ৪৬০টি, ২১৫৩টি এবং ১টি। বর্তমানে অধিদপ্তরে নতুন পেটেন্ট আইন ও নতুন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন আইন চূড়ান্তকরণের অপেক্ষায় রয়েছে।

নন-ট্যাক্স রেভিনিউ খাতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত এ অধিদপ্তরের আয় প্রায় ১১.১৭ কোটি টাকা যা গত ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে একই সময়ে ছিল ৯.৭১ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, অধিদপ্তরের ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে মোট রাজস্ব আয় ছিল ১৪.২৪ কোটি টাকা এবং ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মোট রাজস্ব আয় ছিল ১৬.১৭ কোটি টাকা।

প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়

বাংলাদেশে বিভিন্ন স্থানে কল-কারখানায় স্থাপিত বয়লারের সাথে সংশ্লিষ্ট জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বয়লার পরিদর্শনপূর্বক সনদপত্র প্রদান এবং বয়লার মালিকদেরকে প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদান করা অত্র দপ্তরের প্রধান দায়িত্ব। সাধারণত সকল শিল্প কারখানাই বয়লার ব্যবহার করে থাকে। তন্মধ্যে তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কেমিক্যাল কোম্পানি, সার-কারখানা, কাগজকল, চিনিকল, ঔষধ প্রস্তুত কারখানা, জুট মিল, কটন মিল, টেক্সটাইল মিল ও গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বয়লার ভিত্তিক শিল্প কারখানায় বয়লার একটি প্রধান যন্ত্র বা প্রাণ স্বরূপ। শিল্প কারখানার বয়লারের নিরাপদ চালনা নিশ্চিত ও বয়লারের সাথে সংশ্লিষ্ট জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অত্র দপ্তর উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে।

দেশে বিভিন্ন কারখানায় ব্যবহৃত অধিকাংশ বয়লারই বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। দেশে ছোট আকারের ও স্বল্প চাপের বয়লারসমূহ তৈরি হয়। এ দপ্তর দেশিয় বয়লার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে কারিগরি সহায়তা দিয়ে আসছে এবং বয়লার প্রস্তুতকালীন সময়ে পরিদর্শনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করছে।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত মোট ৩,০৮৯টি বয়লার পরিদর্শনপূর্বক নবায়ন সনদ প্রদান, ৪২৪টি বয়লার রেজিস্ট্রেশন প্রদান, ১৭২টি স্থানীয়ভাবে তৈরীকৃত বয়লার

পরিদর্শনপূর্বক সনদপত্র প্রদান এবং ২৪৭ জন বয়লার পরিচারক প্রার্থীকে বয়লার পরিচারক যোগ্যতা সনদ প্রদান করা হয়েছে। বর্ণিত সময়ে ৩.০৪ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করা হয়েছে।

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)

দেশীয় ও বহুজাতিক বিভিন্ন পরীক্ষাগার, সনদপ্রদানকারী সংস্থা, পরিদর্শন সংস্থা, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড গঠিত হয়। বিএবি জাতীয় মান অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে (Quality Infrastructure),সাজুয্য নিরূপন পদ্ধতি Conformity Assessment প্রতিষ্ঠা করে দেশে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার মানোন্নয়ন, ভোক্তার অধিকার প্রতিষ্ঠা এবংব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ তথা দেশের সার্বিক উন্নয়নে বিএবি কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে। বিএবি ইতোমধ্যে দেশীয় ও বহুজাতিক কোম্পানীর ৩৯টি টেস্টিং, ৫টি ক্যালিব্রেশন ল্যাবরেটরি ও ১টি মেডিকেল ল্যাবরেটরি, ২টি সনদ প্রদানকারী সংস্থা ও ১টি পরিদর্শন প্রতিষ্ঠানকে যথাযথ প্রক্রিয়ায় সক্ষমতা মূল্যায়নের (Assessment) মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মান অনুসারে এ্যাক্রেডিটেশন প্রদান করেছে। ফলে দেশের পরীক্ষার কার্যক্রমের পরিধি ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা দেশের রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। বিএবি বিগত দুই বছরে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানের ISO 15189, ISO/IEC 17025, 17020, 17021, 17024, 17043 উপর ৮টি অ্যাসেসর প্রশিক্ষণ কোর্স এবং ১৪টি অন্যান্য কারিগরি বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে। এ সকল প্রশিক্ষণে কোর্সে মোট ৫০০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে দেশের মান অবকাঠামো উন্নয়নে অবদান রাখছেন। বিএবি এ্যাক্রেডিটেশন সেবা প্রদান ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে গত অর্থ বছরে প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা আয় করেছে। ভবিষ্যতে বিএবি'র কর্মপরিধি বিস্তৃতির সাথে সাথে আয়ও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)

বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কারিগরি জনবল সৃষ্টি করে, শিল্প ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি আহরণ ও শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহকে পরামর্শ প্রদান করে, শিল্প প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের নকশা প্রণয়ন ও সেগুলো তৈরি/মেরামত করে (স্থানীয় ও আমদানি-বিকল্প) দেশের শিল্পায়নে সহায়তা করে থাকে। এর লক্ষ্য হচ্ছে শিল্পক্ষেত্রে দক্ষ কারিগরি জনবল সৃষ্টি করা, উন্নত প্রযুক্তি আহরণ ও হস্তান্তরসহ শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি।

বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুত রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়ন কল্পে সমাজের সুবিধা বঞ্চিত অসহায় যুবক-যুবতীদের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বি করে ঘরে ঘরে চাকুরি প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) কর্তৃক 'Extension of BITAC for Self-employment and Poverty Alleviation through Hands on Technical Training Highlighting Women (2nd Revised)' শীর্ষক প্রকল্পটি ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে বাস্তবায়নাধীন। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ৫৯৭ জন মহিলা এবং ৮৪১ জন পুরুষ অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে এ পর্যন্ত ৩,০০৭ জন পুরুষ ও ৩,০১৯ জন মহিলাসহ সর্বমোট ৬,০২৬ জনের বিভিন্ন শিল্প কারখানায় কর্মসংস্থান হয়েছে এবং কেউ কেউ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গড়ে স্বাবলম্বি হচ্ছেন।

বিটাক বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশের নকশা প্রণয়ন ও সেগুলো তৈরি করে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের উৎপাদন প্রক্রিয়া চলমান রাখতে সহায়তা প্রদান করে থাকে। আমদানি-বিকল্প যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ তৈরির মাধ্যমে বিটাক এখাত থেকে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ১৯০৩.৫৬ লক্ষ টাকা আয় করেছে। পক্ষান্তরে, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ খাত থেকে ১,৯৯৩.০২ লক্ষ টাকা আয় করে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২,২০০.০০ লক্ষ টাকা আয়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ১,১৫৩.৮৪ লক্ষ টাকা আয় হয়েছে।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) শিল্প মন্ত্রণালয়াধীন একটি সংযুক্ত দপ্তর। জাতীয় এবং কারখানা পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা সচেতনতা সৃষ্টি, উৎপাদনশীলতা অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি প্রয়োগ ও বাস্তবায়নসহ বহুমুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি তথা জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এনপিও একটি বিশেষজ্ঞ সংস্থা।

প্রতিষ্ঠানটি জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সরকার কৃষি খাতসহ জাতীয় অর্থনীতির সকল কর্মকান্ডে অব্যাহতভাবে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রুপান্তর এবং বেসরকারি উদ্যোগে শিল্পায়নকে উৎসাহিত করার মানসে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া বাংলাদেশে এপিও

সদস্যভুক্ত দেশের উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও কর্মসূচি কাজে লাগানোর লক্ষ্যে টোকিও ভিত্তিক এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে এনপিও দায়িত্ব পালন করে।

জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত এনপিও কর্তৃক বিভিন্ন কারখানা ও এনপিও অফিসে মোট ৩৮টি প্রশিক্ষণ প্রদান করে যাতে ১,৭২৯ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া ২টি কর্মশালা আয়োজন করা হয় এতে ১৬৩ জন অংশগ্রহণ করেন। কারখানায় কিউসি ও ফাইভ-এস কর্মসূচি পরিচালনা করা হয় ১৭টি। ১০টি কারখানা উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কোষ গঠন, ১৬টি সচেতনতা প্রচারাভিযান, ১৯,৮০০টি উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রচার পুস্তিকা বিতরণ, বেসরকারি ১৫টি প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা এবং ৪৮টি কারখানা হতে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এপিও প্রোগ্রামে বাংলাদেশ হতে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধি (আন্তর্জাতিক)-৪১ জন। এপিও-এনপিও'র যৌথ উদ্যোগে বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় গ্লোবাল ডেভলপমেন্ট লার্নিং নেটওয়ার্কের আওতায় ডিসটেন্স লার্নিং প্রশিক্ষণ কোর্স ৩টি। এতে অংশগ্রহণ করেন ৭৬ জন। নিজ নিজ শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও উৎকর্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে নির্বাচিত ১৮টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে দ্বিতীয়বারের মত ২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে এপ্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৬ পুরষ্কার প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) দক্ষ ব্যবস্থাপক তৈরির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য গবেষণা কর্ম এবং ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার উন্নয়নের জন্য পরামর্শ সেবা প্রদানের কার্যক্রম পরিচালনায় নিয়োজিত রয়েছে। বিশেষত শিল্প ও বাণিজ্য খাতে নির্বাহী পর্যায়ের মানব সম্পদ উন্নয়নে বিআইএম জাতীয় পর্যায়ের প্রধান বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। বিআইএম ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন শাখায় স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ, এক বছর মেয়াদি স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা এবং ছয়মাস মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্সসহ অন্যান্য বিশেষায়িত কোর্সের আয়োজন ও পরামর্শ সেবা প্রদান করে থাকে। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত বিআইএম ৬০,০০০-এর অধিক প্রশিক্ষণার্থীকে স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১৩৫টি স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে ২০০৮ জন অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এছাড়া, ৫টি এক বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্সে ২০১৬ সেশনে ৭৮০ জন প্রশিক্ষণার্থী চুড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছেন এবং ২০১৭ সালে ৮৭৫ জন প্রশিক্ষণার্থীর ভর্তি সম্পন্ন হয়েছে। পাশাপাশি, ডিপ্লোমা ইন সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স ও ডিপ্লোমা ইন কোয়ালিটি এন্ড প্রডাক্টিভিটি বিষয়ে ছয় মাস মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্সে ২০১৬ সালে ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে গ্রাজুয়েশন প্রদান করা এবং ২০১৭ সালে ১৪০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে ভর্তি সম্পন্ন হয়েছে।

জ. শিল্প ঋণ

বাংলাদেশের মত কৃষিনির্ভর দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাঙ্খিত গতিশীলতা অর্জনকল্পে প্রয়োজন দ্রুত শিল্পায়ন। এ প্রেক্ষিতে শিল্প খাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিগত বছরগুলোতে বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে শিল্পঋণ বিতরণ ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের প্রয়াস অব্যাহত থাকার ফলে দেশে শিল্পঋণ বিতরণের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত বছরওয়ারী শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-৮.১৭ এ দেখানো হলোঃ

সারণি-৮.১৭: শিল্পঋণের বছরভিত্তিক বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	বিতরণ			আদায়কৃত ঋণ		
	চলতি মূলধন	মেয়াদি ঋণ	মোট	চলতি মূলধন	মেয়াদি ঋণ	মোট
২০০৮-০৯	৪৫০২৮.২৮	১৯৯৭২.৬৯	৬৫০০০.৯৭	৩৬৫৯৭.৮৯	১৬৩০২.৪৮	৫২৯০০.৩৭
২০০৯-১০	৫৯১৭১.৯৫	২৫৮৭৫.৬৬	৮৫০৪৭.৬১	৪৫২৩১.৭৫	১৮৯৮২.৭০	৬৪২১৪.৪৫
২০১০-১১	৭১৩০০.৩৫	৩২১৬৩.২০	১০৩৪৬৩.৫৫	৫৬৬৯৪.৯৯	২৫০১৫.৮৯	৮১৭১০.৮৮
২০১১-১২	৭৬৬৭৪.৯৮	৩৫২৭৮.১০	১১১৯৫৩.০৮	৬৪৪০০.২৭	৩০২৩৬.৭৪	৯৪৬৩৭.০১
২০১২-১৩	১০৩১৬৫.৫৬	৪২৫২৮.৩১	১৪৫৬৯৩.৮৭	৮৫৪৯৬.১৪	৩৬৫৪৯.৪১	১২২০৪৫.৫৫
২০১৩-১৪	১২৬১০২.৫৯	৪২৩১১.৩২	১৬৮৪১৩.৯১	১১৩২৯১.২৫	৪১৮০৬.৬৯	১৫৫০৯৭.৯৪
২০১৪-১৫	১৫৯৫৪৬.৪২	৫৯৭৮৩.৭০	২১৯৩৩০.১২	১২১৮৫৩.৯৯	৪৭৫৪০.৮১	১৬৯৩৯৪.৮০
২০১৫-১৬	১৯৯৩৪৯.২১	৬৫৫৩৮.৬৯	২৬৪৮৮৭.৯০	১৪৯৭৬২.৭২	৪৮২২৫.২৯	১৯৭৯৮৮.০১
২০১৬-১৭ *	১১১৯৮৬.৪৮	৩২৬২০.১৫	১৪৪৬০৬.৬৩	৯৪৯৮৬.৯৫	২৬১০২.৩১	১২১০৮৯.২৬

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। * ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি পর্যালোচনায় দেখা যায়, এ সময়কালে শিল্পখাতে ঋণ বিতরণ ও আদায় ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত শিল্পখাতে বিতরণ ও আদায়কৃত ঋণের মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১,৪৪,৬০৬.৬৩ কোটি টাকা ও ১,২১,০৮৯.২৬ কোটি টাকা। বিতরণকৃত ও আদায়কৃত শিল্পঋণের এ প্রবৃদ্ধি দেশের শিল্পায়নে গতিশীলতা আনয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে টেকসই করার পাশাপাশি প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে আরও উচ্চতর মাত্রা নিশ্চিত করতে মূখ্য ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

নবম অধ্যায়

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থা

বেসরকারি খাত উন্নয়নে অনুসৃত 'রাষ্ট্রায়ত্ত খাত বেসরকারিকরণ কর্মসূচি' সত্ত্বেও জাতীয় উৎপাদন, মূল্য সংযোজন, কর্মসংস্থান ও রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। বিশেষ করে বিদ্যুৎ ও গ্যাস, পরিবহণ, যাতায়াত এবং সেবা খাতে বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে দেশে বিদ্যমান সকল অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় মোট পরিচালন রাজস্ব ছিল ১,০৬,৯৯৩.০২ কোটি টাকা, যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ১,৩৬,৬০২.৬৯ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। তবে উৎপাদন ব্যয়ের নিরিখে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ ছিল ১৩,০৪৬ কোটি টাকা, যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ২২,৫২৫.৫৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের (৩০.০৪.২০১৭ পর্যন্ত) সংশোধিত হিসাব মতে, সামগ্রিকভাবে এসব সংস্থার নীট মুনাফা হয়েছে ৬,৬১৬.৬৮ কোটি টাকা। অন্যদিকে যেসব সংস্থা মুনাফা করেছে তা লভ্যাংশ হিসেবে একই সময়ে ২,৫০৩.৪৮ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করেছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত অ-আর্থিক রাষ্ট্রীয় সংস্থার নিকট মোট ডিএসএল বাবদ পাওনার পরিমাণ ২,১৯,৭৩,৬২৪.৩৫ লক্ষ টাকা। ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিকট ১৯টি রাষ্ট্রীয় সংস্থার মোট ঋণের পরিমাণ ২৭,৯২৮.০৭ কোটি টাকা, যার মধ্যে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ হচ্ছে ২১২.৭২ কোটি টাকা। ২০১১-১২ অর্থবছরে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের মোট সম্পদের ওপর পরিচালন মুনাফার হার (ROA)-৩.৮১ শতাংশ হলেও ২০১৫-১৬ অর্থবছরে তা ৩.৪৬ শতাংশে পৌঁছে। পরিচালন রাজস্বের ওপর নীট মুনাফার হার ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৭.৯৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ইক্যুইটির ওপর লভ্যাংশের হার ২০১১-১২ অর্থবছরে ছিল ১.৪৯ শতাংশ, যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২.৬৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে এবং সম্পদের টার্নওভার বিবেচনায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরের সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা ২০১৪-১৫ অর্থবছরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে।

দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রমসম্প্রসারণশীল ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগের আওতা ও গভীরতা বৃদ্ধির পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় খাতের বিনিয়োগও সমভাবে উপস্থিত। দেশে বিদ্যমান রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে (অ-আর্থিক) বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্লাসিফিকেশন (BSIC) অনুযায়ী ৭টি সেক্টরে বিভক্ত করে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অর্থনৈতিক ও আর্থিক বিশ্লেষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। সারণি ৯.১ -এ এসব সংস্থার শ্রেণিবিন্যাস দেখানো হলোঃ

সারণি ৯.১ঃ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহ (অ-আর্থিক)

ক্র: নং	সেক্টর	সংস্থার সংখ্যা	সংস্থার নাম
১।	শিল্প	৬টি	বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন।
২।	বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি	৫টি	বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়নিস্কাশন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম পানি ও পয়নিস্কাশন কর্তৃপক্ষ, খুলনা পানি ও পয়নিস্কাশন কর্তৃপক্ষ।
৩।	পরিবহণ ও যোগাযোগ	৭টি	বাংলাদেশ সমুদ্র পরিবহণ কর্পোরেশন, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্পোরেশন, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ।
৪।	বাণিজ্য	৩টি	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বাণিজ্য কর্পোরেশন, বাংলাদেশ পাট কর্পোরেশন (বিলুপ্ত)।
৫।	কৃষি	২টি	বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন।
৬।	নির্মাণ	৫টি	চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ।
৭।	সার্ভিস	১৭টি	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ চা বোর্ড, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন, বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন, বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট।

উৎসঃ মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ।

রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের উৎপাদন ও উপাদান আয়

২০১১-১২ অর্থবছরে দেশে বিদ্যমান সকল অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় মোট পরিচালন রাজস্ব ছিল ১,০৬,৯৯৩.০২ কোটি টাকা, যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ১,৩৬,৬০২.৬৯ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ৬.৩০ শতাংশ। উক্ত সময়ে ক্রীত পণ্য ও সেবার মূল্য ১.২৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। উৎপাদন ব্যয়ের নিরিখে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ ছিল ১৩,০৪৬.২২ কোটি টাকা, যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ২২,৫২৫.৫৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। মূল্য সংযোজনের প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৯৯.০৯ শতাংশ। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে পরিচালন উদ্বৃত্ত ছিল ৪,৫৮১.৪৪ কোটি টাকা। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১১,৫৩২.২ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। সারণি ৯.২ এ ২০১১-১২ থেকে ২০১৫-১৬ পর্যন্ত অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের রাজস্ব, মূল্য সংযোজন, উপাদানের আয় এবং প্রবৃদ্ধির হার দেখানো হলোঃ

সারণি ৯.২ঃ অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের রাজস্ব, মূল্য সংযোজন, উপাদানের আয় এবং প্রবৃদ্ধির হার

(কোটি টাকায়)

	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	প্রবৃদ্ধির হার (২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬)
পরিচালন রাজস্ব	১,০৬,৯৯৩.০২	১২১,৮১৬.৬০	১৩৬২৮২.৬০	১৪০০৫৯.৭৬	১৩৬৬০২.৬৯	৬.৩০
ক্রীত পণ্য ও সেবা	১,০৮,৬৩৫.৫৫	১১৬,০৩১.৩৯	১২৪৯৩৮.৩২	১২৭০১৩.৫৪	১১৪০৭৭.১৫	১.২৩
মূল্যসংযোজনঃ উৎপাদন ব্যয়ের হিসাবে	-১,৬৪৩	৫,৭৮৫	১১৩৪৪	১৩০৪৬.২২	২২৫২৫.৫৪	৯৯.০৯
বেতন ও ভাতাদি	৩,৪৯৩	৪,০৩১	৪,৩৩৫	৪৪৫৯.৮৭	৬০১৫.৫২	১৪.৫৫
অবচয়	৩,২০৬.৬৫	৩,১৮৬.৪২	৩,৪৮৫.০৬	৪০০৪.৯১	৪৯৭৭.৮২	১১.৬২
পরিচালন (উদ্বৃত্ত/লোকসান)	-৮,৩৪২.৩৮	-১,৪৩২.৪৯	৩৫২৩.৭৬	৪৫৮১.৪৪	১১৫৩২.২	৩৫.৬১
মূল্য সংযোজন	-১,৬৪৩	৫,৭৮৫	১০,৬৮১	১৩০৪৬.২২	২২৫২৫.৫৪	৯৯.০৯

উৎসঃ মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ।

নীট মুনাফা/লোকসান

২০১২-১৩ অর্থবছরে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থার নীট লোকসান ছিল ২,৬০৪.৭৩ কোটি টাকা। পরবর্তী চার বছরে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থা মুনাফা অর্জন করে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের (৩০.০৪.২০১৭ পর্যন্ত) সংশোধিত হিসাব মতে নীট মুনাফা হয়েছে ৬৬১৬.৬৮ কোটি টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন সর্বোচ্চ নীট মুনাফা অর্জন করে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের নীট মুনাফা পূর্ববর্তী অর্থবছরের (২০১৫-১৬) ৯,০৪০.০৭ কোটি টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৭,৩৩৪.১৩ কোটি টাকা হয়েছে। বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৩,৮৭০.০৪ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করেছে। অপরদিকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ বিদ্যুত উন্নয়ন বোর্ড সর্বোচ্চ লোকসানের সম্মুখীন হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এর নীট লোকসান পূর্ববর্তী অর্থবছরের (২০১৫-১৬) ৩,৮৬৬.৭৬ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫,১৪১.২৭ কোটি টাকা লোকসান হয়েছে। অন্যান্য সংস্থার মধ্যে বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন এর পূর্ববর্তী ২০১৫-১৬ অর্থবছরে নীট মুনাফা ছিল ৬৯৬.২২ কোটি টাকা। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ প্রতিষ্ঠানের নীট মুনাফা বৃদ্ধি পেয়ে ৯২৩.৪৪ কোটি টাকা হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের ২০১৫-১৬ অর্থবছরের নীট মুনাফা ৫৫৬.২৫ কোটি টাকা হতে চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের এপ্রিল, ২০১৭ পর্যন্ত ৫৩৯.৮৪ কোটি টাকায় হ্রাস পেয়েছে। এছাড়াও পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর নীট লোকসান পূর্ববর্তী অর্থবছরের ২০২.২০ কোটি টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৯৭৫.০৩ কোটি টাকা, বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন এর নীট লোকসান পূর্ববর্তী অর্থবছরের ৬৫৬.৩০ কোটি টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ৫৩০.৮৯ কোটি টাকা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থার নীট মুনাফা/লোকসানের বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ২১ -এ দেখা যেতে পারে।

সরকারি কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহ ২০১৩-১৪ অর্থবছরে লভ্যাংশ হিসাবে মোট ১,০৫৩.০৯ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে, যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ১,৮৫১.০৫ কোটি টাকায় উপনীত হয়। সংশোধিত হিসাব মতে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে (৩০.০৪.২০১৭ পর্যন্ত) সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ ২,৫০৩.৪৮ কোটি টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে যে সকল সংস্থা উল্লেখযোগ্য হারে লভ্যাংশ প্রদান করবে বলে আশা করা যায় সেগুলোর মধ্যে রয়েছে

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (১,২০০.০০ কোটি টাকা), তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (৯০০.০০ কোটি টাকা), চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (১২৪.০০ কোটি টাকা), বেসামরিক বিমান পরিবহন কর্তৃপক্ষ (১২০.০০ কোটি টাকা), বাংলাদেশ ইস্পাত প্রকৌশল কর্পোরেশন (৫২.০০ কোটি টাকা)। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহ কর্তৃক সরকারি কোষাগারে প্রদত্ত লভ্যাংশের বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-২২ এ দেখা যেতে পারে।

সরকারি অনুদান/ভর্তুকি প্রদান

সরকার ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১১টি রাষ্ট্রীয় সংস্থাকে অনুদান/ভর্তুকি হিসেবে ১,৭০৬.৫৯ কোটি টাকা প্রদান করেছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এর পরিমাণ হয়েছে ২,১৮৫.৯০ কোটি টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডকে ১০৮৫.৪০ কোটি টাকা ভর্তুকি প্রদান করা হয়, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৮৯১.৫৫ কোটি টাকা। তাছাড়া, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ কে ৪১১.৬৫ কোটি টাকা, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনকে ৩৭৯.৩১ কোটি টাকা এবং বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনকে ১৬৬.১৬ কোটি টাকা ভর্তুকি প্রদান করা হয়। সারণি ৯.৩-এ ২০১০-১১ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় সরকারি অনুদান/ভর্তুকির পরিমাণ দেখানো হলোঃ

সারণি ৯.৩ঃ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় সরকারি অনুদান/ভর্তুকির পরিমাণ

(কোটি টাকায়)

কর্পোরেশন/ প্রতিষ্ঠানের নাম	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬ সাময়িক	২০১৬-১৭ (সংশোধিত)
বিজেএমসি	৯৪.২৪	১০৬.১২	১৩৮.৩১	৬১.৯৭	৮০.০৬	৪৮.৯৫	৬৯.২১
বিআইডব্লিউটিসি	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০
আরডিএ	০.২০	০.২১	০.২৮	০.৩৩	০.৪০	০.৪০	০.৫০
বিআইডব্লিউটিএ	১৪০.৫৬	১২০.১৬	১৬১.২২	১৮০.৪৩	১৪৩.১৭	২৭৪.৩৫	৪১১.৬৫
বিএসসিআইসি	৬২.২১	৬৪.৪৩	৬৪.০০	৭৯.৬৫	৬৯.৪০	১১৫.৬৯	১৬৬.১৬
বিএসবি	১৩.৮৫	১৫.৩৬	১১.৭৫	৬.৩১	১৩.৯৪	২১.৩৫	২২.৩৭
ইপিবি	১৬.০০	১৬.০০	১৬.০০	১৯.৫১	২২.২৯	২০.১৮	২৭.৯৫
বিএডিসি	২৩৯.১৯	২৭৯.৩০	২৯২.৯৪	২১৬.০৬	২৩০.১৩	৩১২.৩৩	৩৭৯.৩১
বিডব্লিউডিবি	৫৩১.৬৬	৬৪০.২৯	৬৭৭.৭৩	৭০৫.৯৫	৭৪৭.৮৭	৮৯১.৫৫	১০৮৫.৪০
এনএইচএ	০.০০	০.১৫	১৫.৫০	১৭.৩০	১৭.৬১	১৬.৬১	১৭.০০
বিএসআরটিআই	২.৮৪	২.৮৮	২.৪৬	৩.০৩	৩.৪১	৪.৬৮	৫.৮৫
মোট	**১,১০১.২৫**	**১,২৪৫.৪০**	**১,৩৮০.৬৯**	**১,২৯১.০৫**	**১৩২৮.৭৯**	**১৭০৬.৫৯**	**২১৮৫.৯০**

উৎসঃ মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ।

সরকারি দায়-দেনা (Debt Service Liabilities)

অর্থ বিভাগের ডিএসএল অধিশাখা ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত ১১২টি স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত/ স্থানীয় (স্ব-শাসিত) সংস্থার বকেয়ার পরিমাণ নির্ধারণ করেছে। হিসাব মতে, ২০১৫-১৬ অর্থবছর শেষে এসব অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার নিকট মোট বকেয়ার পরিমাণ দাঁড়ায় ২,১৯,৭৩,৬২৪.৩৫ লক্ষ টাকা। সরকারের ডিএসএল পাওনা ও আদায়ের সাময়িক হিসাব পরিশিষ্ট-২৩ এ দেখা যেতে পারে।

ব্যাংক ঋণ

১৯টি রাষ্ট্রীয় সংস্থার নিকট রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত মোট ২৭,৯২৮.০৭ কোটি টাকা ঋণ রয়েছে যার মধ্যে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ হচ্ছে ২১২.৭২ কোটি টাকা (০.৭৬ শতাংশ)। যে সকল সংস্থার নিকট রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের সর্বোচ্চ ঋণ রয়েছে সেগুলো হল: বিপিডিবি (১১৪৮৬.৭২ কোটি টাকা), বিএসএফআইসি (৪৪১৬.৫৯ কোটি টাকা), বিপিসি (৪১০৩.৩৪ কোটি টাকা), বিসিআইসি (২৬০৩.২৭ কোটি টাকা), বিওজিএমসি (৫৭৭.৩ কোটি টাকা), বিজেএমসি (৮০০.০১ কোটি টাকা), বিএডিসি (১৮০৮.০৩), বিডব্লিউডিবি (৬২৮.৭০ কোটি টাকা), বিবিসি (৪৫১.০৯ কোটি টাকা), ঢাকা ওয়াসা (৩৭৭.১১ কোটি টাকা)। অন্যদিকে, যে সকল সংস্থার নিকট সর্বোচ্চ শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ রয়েছে সেগুলোঃ বিসিআইসি (১২৭.১২ কোটি টাকা), বিটিএমসি (২৬.৩৪ কোটি টাকা), বিজেএমসি (১১.৬৭ কোটি টাকা), বিএডিসি (২১.২৭ কোটি টাকা), টিসিবি (১১.০৩), বিটিবি (১০.৫২ কোটি টাকা)। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহের বকেয়া ও শ্রেণিবিন্যাসকৃত ঋণের ক্রমপুঞ্জিত পরিমাণ পরিশিষ্ট-২৪ এ দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের আর্থিক বিশ্লেষণ

বাংলাদেশে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের আর্থিক অবস্থা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মোট সম্পদের ওপর মুনাফার হার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি। কেননা, বাংলাদেশে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের প্রায় সমস্ত সম্পদ ও ঋণ সরকার অথবা রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক যোগান দেয়া হয়ে থাকে। সারণি ৯.৪ এ ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অর্জিত মুনাফার পরিমাণ দেখানো হলোঃ

সারণি ৯.৪ঃ রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অর্জিত মুনাফা

(কোটি টাকায়)

	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	প্রবৃদ্ধির হার (২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬)
১। পরিচালন রাজস্ব	১০৬৯৯৩	১২১৮১৭	১৩৫৮৪৮	১৪০০৫৯.৭৬	১৩৬৬০২.৬৯	৬.৩০
২। পরিচালন উদ্বৃত্ত	-	-১৪৩২.৪৯	২৮২৭.৫৮	৪৫৮১.৪৪	১১৫৩২.২	৩৫.৬১
৩। পরিচালন বহির্ভূত রাজস্ব	২৩৫৬	২৬৩৮	৩১২৯	২৮৯৪.৮৯	৩১২৭.১৮	৭.৩৩
৪। কর্মচারি অংশীদারী তহবিল	৭২.৫৬	৮৯.৪৮	৭৭.৭৮	৭৪.২৩	৬৯.১৮	(১.১৯)
৫। ভর্তুকি (প্রত্যক্ষ)	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	.৫০	-
৬। সুদ	২৪৮৮.৫২	২৫৮৭.৩৯	১৯৮৮.১৬	২১৯৬.২৮	২,৪৬৭.৫৭	(০.২১)
৭। করপূর্ব নীট লাভ/লোকসান	-৮৫৪৭	-১৪৭১	৩৮৯১	৫৩২৮.১৩	১২১৮৭.১৯	৩২.৯৩
৮। কর	৮৩৩.১৮	১১৩৩.৬০	১০৫৩.৮৩	১০৪৪.৫	১২৯৮.৬৬	১১.৭৩
৯। কর উত্তর নীট লাভ/লোকসান (৭-৮)	-৯৩৮০	-২৬০৫	২৮৩৮	৪২৮৩.৬৩	১০৮৮৮.৫৩	৩৩.৩৪
১০। লভ্যাংশ (ডিভিডেন্ড)	৪৫৯.৬৬	১০৪০.২২	১০৫৩.০৯	১২৩৫.২২	১৮৫১.০৫	৪১.৬৬
১১। সংরক্ষিত আয় (৯-১০)	-৯৮৪০	-৩৬৪৫	১৭৮৪	২৭৫২.৩৪	৪৫৯২.৭৩	২৫.৩২
১২। মোট বিনিয়োগ/ফান্ড	২১৮৮৯০	২৪২০৯৬	২৬৭১৭৫	২৮৯২২৩.৪	৩৩৩০১৩.৪৪	১১.০৬
১৩। ইক্যুইটি	৩০৮৪৭	২৯৬৬০	৩৩৫০৯	৫১৬৫৬.৩৬	৬৮৭১৫.৪১	২২.১৭
১৪। মোট সম্পদের ওপর পরিচালন মুনাফার হার	-৩.৮১	-০.৫৯	১.০৬	১.৫৮	৩.৪৬	৩০.৫৯
১৫। পরিচালন রাজস্বের ওপর নীট মুনাফার হার	-৮.৭৭	-২.১৪	২.০৯	৩.০৬	৭.৯৭	৩৩.৭৬
১৬। ইকুইটির ওপর লভ্যাংশের হার (১০÷১৩)	১.৪৯	৩.৫১	৩.৪১	২.৩৯	২.৬৯	১৫.৯৫
১৭। মোট সম্পদের টার্নওভার (১÷১২)	০.৪৯	০.৫০	০.৫১	০.৪৮	.৪১	(৪.২৯)

উৎসঃ মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ।

লেখচিত্রঃ ৯.১ রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের ইক্যুইটির উপর লভ্যাংশের এবং মোট সম্পদের উপর পরিচালন লোকসান ও মুনাফার হার

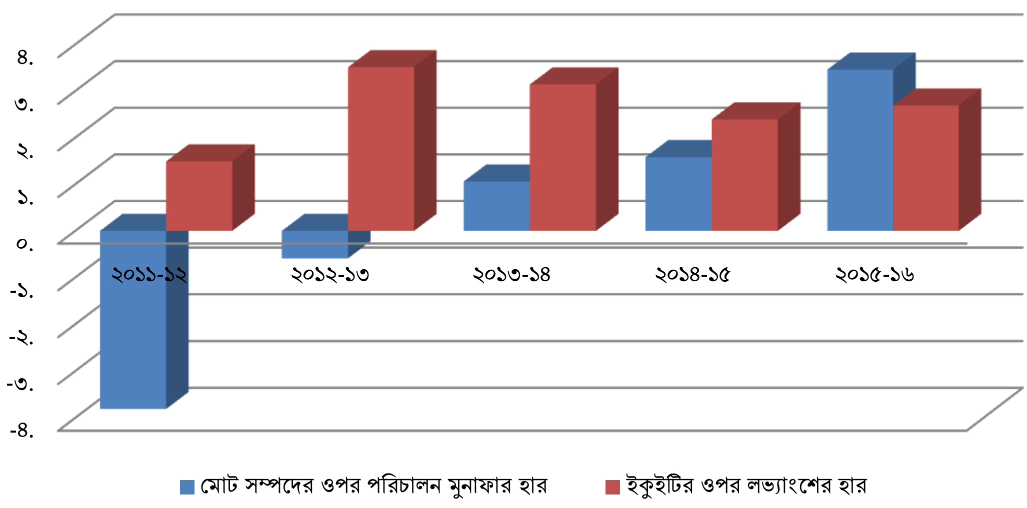

সারণি ৯.৪ হতে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের মোট পরিসম্পদের ওপর পরিচালন মুনাফার হার (ROA) ২০১১-১২ অর্থবছরে ছিল -৩.৮১ শতাংশ যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৩.৪৬ শতাংশে উপনীত হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে পরিচালন রাজস্বের ওপর নীট মুনাফার হার ছিল -৮.৭৭ শতাংশ যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৭.৯৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ইক্যুইটির উপর লভ্যাংশের হার ২০১১-১২ অর্থবছরে ছিল ১.৪৯ শতাংশ যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২.৬৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সম্পদের টার্নওভার পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা ২০১৪-১৫ অর্থবছরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে।

দশম অধ্যায়

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ বিদ্যুৎ (নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ) সুবিধার আওতায় এসেছে। চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়িয়েছে ১৫,৩৭৯ মেগাওয়াটে (নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং ক্যাপটিভসহ) । এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৯,০৩৬ মেগাওয়াট (৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত) বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে । এছাড়া ২০১৫-১৬ অর্থবছরে নীট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছিল ৫২,১৯৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের (জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত) নীট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩২,৯২৬ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার। এর মধ্যে ৪৫ শতাংশ সরকারি খাত, ৪৭ শতাংশ বেসরকারিখাত এবং ৮ শতাংশ আমদানি উৎস থেকে পাওয়া গেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি সঞ্চালন লাইনের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে দেশে মোট সঞ্চালন লাইনের পরিমাণ ১০,৩৭৬.৭০ সার্কিট কিলোমিটারে উন্নীত হয়েছে। বিদ্যুতের সঞ্চালন ও বিতরণ সিস্টেম লস ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ২১.২৫ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জানুয়ারি, ২০১৭ এ দাঁড়িয়েছে ১১.৪৩ শতাংশে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে সরকারের মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী ২০২১ ও ২০৩০ সালে বিদ্যুতের চাহিদা বিবেচনায় রেখে তা পূরণের জন্য স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২০২১ সালে ২৪,০০০ মেগাওয়াট ও ২০৩০ সালে ৪০,০০০ মেগাওয়াট এবং পিএসএমপি ২০১৬ অনুযায়ী ২০৪১ সালের মধ্যে স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৬০,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে। অপরদিকে, প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের প্রায় ৭১ শতাংশ পূরণ করছে। মোট আবিষ্কৃত ২৬টি গ্যাস ক্ষেত্রে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত প্রকৃত গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১৪.৩৮ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং উত্তোলনযোগ্য নীট মজুদের পরিমাণ ১২.৭৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। বর্তমানে দেশের জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা প্রায় ১২.২১ লক্ষ মেট্রিক টন। প্রাকৃতিক গ্যাস ও জ্বালানি তেলসহ অন্যান্য খনিজ সম্পদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এবং দেশের দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে জ্বালানি উৎসের বহুমুখীকরণ (fuel diversification) বিশেষ করে প্রাকৃতিক গ্যাসসহ জ্বালানির দক্ষ ও সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।

বিদ্যুৎ খাত

বর্তমানে দেশের মোট জনগণের ৮০ শতাংশ বিদ্যুৎ (নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ) সুবিধার আওতায় এসেছে। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর বিদ্যুৎ খাতে তাৎক্ষণিক, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ফলে বর্তমানে বিদ্যুতের স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা তিনগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ক্যাপটিভসহ ১৫,৩৭৯ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। বিদ্যুৎ খাতে ব্যাপক উন্নয়নের পেছনে রয়েছে যুগোপযোগী বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা, বেসরকারি খাতে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে উৎসাহ ও প্রণোদনা প্রদান এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার ভিত্তিতে বিদ্যুৎ আমদানির ব্যবস্থা গ্রহণ। বর্তমানে মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ৪০৭ কিলোওয়াট ঘন্টা যা বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায় কম। বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য সরকার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এর ফলে বর্তমানে বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন ৩,৮৯,০০০ কিলোমিটারে উন্নীত হয়েছে এবং গ্রাহক সংখ্যা ২,৪২,০০,০০০ জন হয়েছে। সার্বক্ষণিক মনিটরিং ও মূল্যায়নের ফলে বিদ্যুৎখাতের পারফরমেন্স উল্লেখযোগ্য হারে ত্বরান্বিত হয়েছে। সিস্টেম লস ১১.৪৩ শতাংশে নেমে এসেছে যা ২০০১-০২ সালে ২৭.৯৭ শতাংশ ছিল। আগামী ২০২১ সালের মধ্যে দেশের সকল জনসাধারণকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনার লক্ষ্যে সরকার বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন এবং সংস্কার ও পুনর্গঠনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ভিশন ২০২১ অর্জনের লক্ষ্যে সারাদেশে প্রায় ২৪,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০৩০ সালে ৪০,০০০ মেগাওয়াট ও ২০৪১ সালে ৬০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা রয়েছে।

ক. বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা

বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা

২০১৫-১৬ অর্থবছরে দেশে সরকারি খাতে ৬,৫১২ মেগাওয়াট এবং বেসরকারি খাতে ৫,২৫৩ মেগাওয়াট ও বিদ্যুৎ আমদানি ৬০০ মেগাওয়াটসহ মোট স্থাপিত উৎপাদন

ক্ষমতা ছিল ১২,৩৬৫ মেগাওয়াট। ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৯,০৩৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে ২০১৬-১৭ অর্থবছর (ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত) এ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে সরকারি খাতে ৭,০৫৪ মেগাওয়াট, বেসরকারি খাতে ৫,৫২৫ মেগাওয়াট এবং ভারত হতে ৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানিসহ মোট স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৫,৩৭৯ মেগাওয়াট এ দাঁড়িয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত) সরকারি-বেসরকারি খাতে জ্বালানির ভিত্তিতে স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা নিম্নে লেখচিত্র ১০.১ এর মাধ্যমে দেখানো হলো:

লেখচিত্র ১০.১ স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা

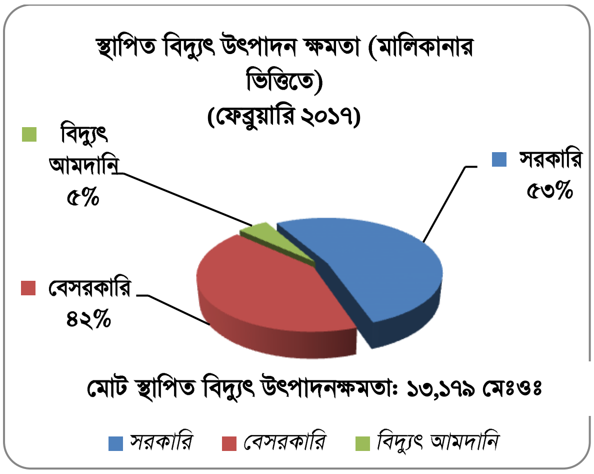

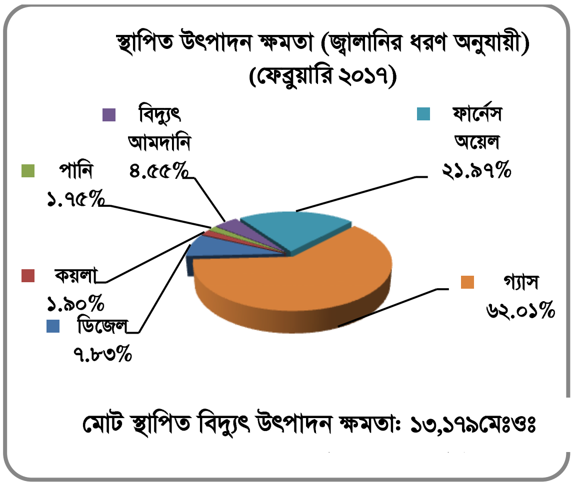

উৎসঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি),বিদ্যুৎ বিভাগ।* ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

বিদ্যুৎ উৎপাদন (মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা)

২০১৪-১৫ অর্থবছরে নীট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪৫,৮৩৬ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার। পরবর্তী সময়ে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৫২,১৯৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার নীট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরের তুলনায় ১৩.৮৭ শতাংশ বেশি। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে (জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত) সরকারিখাতে ১৪,৯৮০.৩১ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার এবং বেসরকারিখাতে (আইপিপি, এসআইপিপি, রেন্টাল, আরইবির আইপিপি এবং বিদ্যুৎ আমদানিসহ) ১৭,৯৪৫.৩৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন সহ মোট ৩২,৯২৬ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার নীট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। নীট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৪৫ শতাংশ সরকারিখাতে এবং ৪৭ শতাংশ বেসরকারিখাতে উৎপাদিত হয়েছে। এছাড়া ৮ শতাংশ বিদ্যুৎ পার্শ্ববর্তী দেশ হতে আমদানি করা হয়েছে। অপরপক্ষে নীট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৬৭.৯৪ শতাংশ গ্যাসভিত্তিক, ১.৯৬ শতাংশ জলবিদ্যুৎ, ১.৮৫ শতাংশ কয়লাভিত্তিক, ৭.৭৩ শতাংশ আমদানিকৃত বিদ্যুৎ এবং ২০.৫২ শতাংশ তেলভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে উৎপাদিত হয়েছে। আশা করা যায়, পরিকল্পনা অনুযায়ী বর্তমান অর্থবছরের শেষে এ উৎপাদন আরো বৃদ্ধি পাবে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে (জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত) সরকারি-বেসরকারি খাতে ও জ্বালানির ভিত্তিতে নীট বিদ্যুৎ উৎপাদন লেখচিত্র ১০.২ এ উপস্থাপন করা হলোঃ

লেখচিত্র ১০.২ বিদ্যুৎ উৎপাদন

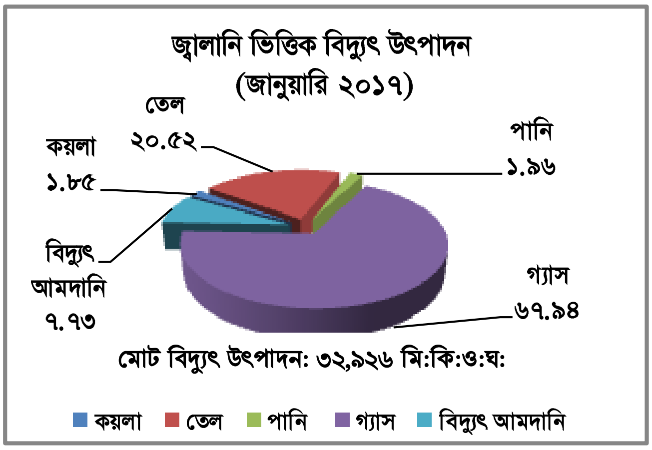

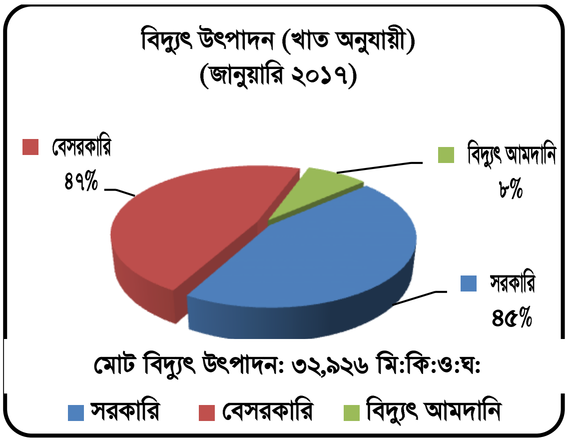

সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন

স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলেও অনেক দিনের পুরাতন প্লান্টের ক্ষমতা হ্রাস, বিতরণ ও সঞ্চালন লাইনের সীমাবদ্ধতা এবং গ্যাস সরবরাহে ঘাটতির জন্য গত কয়েক বছরে দেশের প্রকৃত বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়নি। বিদ্যুৎ উৎপাদন ২০০৫-০৬ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ৩,৭৮২ মেগাওয়াট থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ৯,০৩৬ মেগাওয়াটে(৩০ জুন, ২০১৬পর্যন্ত) উন্নীত হওয়ায় বিদ্যুতের চাহিদা অনেকাংশে পূরণ করা সম্ভব হয়েছে। নিম্নে ২০০৫-০৬ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ও সর্বোচ্চ উৎপাদন সারণি ১০.১ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১০.১: স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা এবং সর্বোচ্চ উৎপাদন

অর্থবছর	স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	সর্বোচ্চ উৎপাদন (মেগাওয়াট)
২০০৫-০৬	৫২৪৫	৩৭৮২
২০০৬-০৭	৫২০২	৩৭১৮
২০০৭-০৮	৫২০১	৪১৩০
২০০৮-০৯	৫৭১৯	৪১৬২
২০০৯-১০	৫৮২৩	৪৬০৬
২০১০-১১	৭২৬৪	৪৮৯০
২০১১-১২	৮৭১৬	৬০৬৬
২০১২-১৩	৯১৫১	৬৪৩৪
২০১৩-১৪	১০,৪১৬	৭৩৫৬
২০১৪-১৫	১১,৫৩৪	৭৮১৭
২০১৫-১৬	১২,৩৬৫	৯০৩৬

উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ,বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানির ব্যবহার

২০০৫-০৬ অর্থ বছরে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড নিজস্ব বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনে মোট ১,৫৩,৯২০ মিলিয়ন ঘনফুট প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করেছে যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ২,০৭,৮৩৮ মিলিয়ন ঘনফুট এ দাঁড়িয়েছে। ব্যবহৃত প্রাকৃতিক গ্যাস ও অন্যান্য জ্বালানির ব্যবহার সারণি ১০.২ এ দেয়া হলোঃ

সারণি ১০.২: বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড-এর বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রাকৃতিক গ্যাস ও জ্বালানির ব্যবহার

অর্থবছর	প্রাকৃতিক গ্যাস (মিলিয়ন ঘনফুট)	কয়লা (১০০০ টন)	তরল জ্বালানি (মিলিয়ন লিটার)	
			ফার্নেস অয়েল	এইচএসডি, এসকেও এবং এলডিও
২০০৫-০৬	১৫৩৯২০	১৯০	২০৫	১৫০
২০০৬-০৭	১৪৬২৬২	৫১০	১১২	১১৯
২০০৭-০৮	১৫০৯৯২	৪৫০	১৩৭	১১২
২০০৮-০৯	১৬১০০৮	৪৭০	৯০	১১৩
২০০৯-১০	১৬৬৫৫৭	৪৮০	৯১	১২৫
২০১০-১১	১৫০০৩১	৪১০	১১৯	১৩৮
২০১১-১২	১৫১০৪৮	৪৪৯	১৮২	৬০
২০১২-১৩	১৭৫৯৪৫	৫৯০	২৬৬	৩৫
২০১৩-১৪	১৮৩৫২২	৫৩৯	৪২৪	১৭৫
২০১৪-১৫	১৮০৭৬৫	৫২২	৩৭৮	২৯১
২০১৫-১৬	২০৭৮৩৮	৪৮৯	৪৩৯	২৩৮
২০১৬-১৭*	১০৩৯৮৭	২৮৩	১১৭	৪১

উৎসঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি),বিদ্যুৎ বিভাগ।* জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

বিদ্যুৎ উৎপাদন কর্মসূচি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সরকার বিদ্যুৎ খাতের সার্বিক উন্নয়নে সংস্কারের পাশাপাশি পাওয়ার সিস্টেম এর মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এই মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২১ ও ২০৩০ সালে ডিমান্ড সাইড ম্যানেজমেন্ট বিবেচনায় বিদ্যুতের চাহিদা দাঁড়াবে যথাক্রমে ১৯,০০০ মেগাওয়াট ও ৩৩,০০০ মেগাওয়াট। এ চাহিদা পূরণের জন্য স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ২০২১ সালে ২৪,০০০ মেগাওয়াট ও ২০৩০ সালে ৪০,০০০ মেগাওয়াট এ উন্নীত করতে হবে। উক্ত চাহিদা পূরণের জন্য সরকারের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার আওতায় বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিতরণ ও সঞ্চালন লাইন বৃদ্ধির প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের বিভিন্ন ধাপে রয়েছে। বর্তমান পরিকল্পনা অনুসারে ২০১৭ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত প্রায় ১১,২১৪ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্ত হবে বলে আশা করা যায়। ২০১০ সালে প্রণীত IPSMP হালনাগাদ করে বর্তমানে IPSMP ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে। সারণি ১০.৩ এ বিদ্যুৎ উৎপাদনে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা দেখানো হলোঃ

সারণি ১০.৩ বিদ্যুৎ উৎপাদনে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	বিবরণ	২০১৭ (ফেব্রুয়ারি)	২০২১ (পিএসএমপি ২০১০)	২০৩০ (পিএসএমপি ২০১০)	২০৪১ (পিএসএমপি ২০১৬)
১	স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মেঃওঃ)	১৫,৩৭৯*	২৪,০০০	৪০,০০০	৬০,০০০
২	ডিএসএম সহ বিদ্যুৎ চাহিদা (মেঃ ওঃ)	৮,০০০-৮,৫০০	১৯,০০০	৩৩,০০০	৫২,০০০
৩	সঞ্চালন লাইন (সার্কিট কিঃ মিঃ)	১০,৩৭৭	১২,০০০	২৭,৩০০	৩৪,৮৫০
৪	গ্রীড উপকেন্দ্রের ক্ষমতা (এমভিএ)	২৮,৮৬৯	৪৬,৪৫০	১,২০,০০০	২,৬১,০০০
৫	বিতরণ লাইন (কিঃ মিঃ)	৩,৮৯,০০০	৪,৭৮,০০০	৫,২৬,০০০	৫,৩০,০০০
৬	মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন (কিঃওঃঘঃ)	৪০৭	৭০০	৮১৫	১,৪৭৫
৭	বিদ্যুৎ সুবিধার আওতাভুক্ত জনসংখ্যা	৮০%	১০০%	১০০%	১০০%

উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়।*ক্যাপটিভসহ (২,২০০ মেঃওঃ)

বিদ্যুৎ উৎপাদনে নির্মাণাধীন প্রকল্প

বিদ্যুৎ উৎপাদনে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে অনেকগুলো প্রকল্প নির্মাণাধীন আছে। এ সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্র ২০২১ সালের মধ্যে উৎপাদনে যাবে বলে আশা করা যায়। বর্তমানে সরকারি খাতে মোট ৬,৭০৭ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১৬টি এবং বেসরকারি খাতে মোট ৪,৫০৭ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১৭টি সহ সর্বমোট ১১,২১৪ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৩৩টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন রয়েছে। নির্মাণাধীন প্রকল্পগুলোর মধ্যে সরকারি খাতে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহঃ

- আশুগঞ্জ ৪৫০ মেঃওঃ (উত্তর)সিসিপিপি
- সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ সিসিপিপি
- বিবিয়ানা ৪০০ মেঃওঃ সিসিপিপি (৩য়ইউনিট)
- শাহজীবাজার ৩৩০ মেঃওঃ সিসিপিপি
- সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেঃওঃ সিসিপিপি
- শিকলবাহা ২২৫ মেঃওঃ সিসিপিপি (ডুয়েল ফুয়েল)
- ভেড়ামারা ৩৬০ মেঃওঃ সিসিপিপি
- ঘোড়াশাল ৩৬৫ মেঃওঃ সিসিপিপি
- পটুয়াখালী ১৩২০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক
- বিএসইএফ পাওয়ার কোম্পানি লিঃ ১৩২০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক
- বড় পুকুরিয়া ২৭৫ মেঃওঃ বিদ্যুৎকেন্দ্র (৩য় ইউনিট) এবং
- বিবিয়ানা দক্ষিণ ৩৮৩ মেঃওঃ সিসিপিপি

বেসরকারি খাতে নির্মাণাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহঃ

- মাওয়া মুন্সিগঞ্জ ৫২২ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প
- খুলনা ৫৬৫ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প
- কেরানীগঞ্জ ১০৮ মেঃওঃ
- বরিশাল ১১০ মেঃওঃ
- ঢাকা ৬৩৫ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক
- চট্টগ্রাম ৬১২ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক
- জামালপুর ৯৫ মেঃওঃ
- কক্সবাজার ৬০ মেঃওঃ (বায়ু) প্রকল্প
- আশুগঞ্জ ১৯৫ মেঃওঃ মডুলার বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প

খ. বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থা

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি)

বাংলাদেশের জাতীয় গ্রীডের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ খাতে সঞ্চালন ব্যবস্থাপনায় সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সারাদেশে ৪০০ কেভি, ২৩০ কেভি ও ১৩২ কেভি লাইনের মাধ্যমে সঞ্চালন করা হয়। ১৯৯৬ সালে পিজিসিবি গঠিত হবার সময় দেশে ২৩০ কেভি ও ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইনের দৈর্ঘ্য ছিল যথাক্রমে ৮৩৮ সার্কিট কিঃমিঃ ও ৪,৭৫৫ সার্কিট কিঃমিঃ। সঞ্চালন ব্যবস্থার উন্নতির ফলে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি,২০১৭ পর্যন্ত পিজিসিবি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৫৫৯.৭৫ সার্কিট কিঃ মিঃ দৈর্ঘ্যের ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন, ৩,৩১৩ সার্কিট কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন, ৬,৫০৪ সার্কিট কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন জাতীয় গ্রিডে সংযুক্ত হয়েছে। এছাড়া পিজিসিবি ৫০০ মেঃওঃ ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি এইচভিডিসি (High Voltage Direct Current) back-to-back স্টেশন ১,৬৯০ এমভিএ ক্ষমতার ২টি ৪০০ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র, ৯,৬৭৫ এমভিএ

ক্ষমতা সম্পন্ন ১৯টি ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র, ১৩,৩৬৪.৫০ এমভিএ ক্ষমতা সম্পন্ন ৯১ টি ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র স্থাপন করেছে। এর বাহিরে ৮ টি উপকেন্দ্রে ১৩২ কেভি বাসে ৪৫০ মেগাভার ক্যাপাসিটর ব্যাংক এবং ৪৬ টি উপকেন্দ্রে ৩৩ কেভি বাসে ১,৩৪০ মেগাভার ক্যাপাসিটর ব্যাংক স্থাপন করেছে। বর্তমানে দেশে মোট সঞ্চালন লাইনের পরিমাণ ১০,৩৭৬.৭০ সার্কিট কিলোমিটার, ১৪১টি গ্রিড উপ-কেন্দ্রের ক্ষমতা ২৮,৮৬৯ এমভিএ ও ১টি এইচভিডিসি গ্রিড উপকেন্দ্রের ক্ষমতা ৫০০ মে:ও:। সারণি ১০.৪ এ বছর ভিত্তিক পিজিসিবি কর্তৃক বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থার অবকাঠামো উন্নয়ন দেখানো হলোঃ

সারণি ১০.৪ বছরভিত্তিক পিজিসিবি কর্তৃক বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থার অবকাঠামো উন্নয়ন

অর্থবছর	সঞ্চালন লাইন (সার্কিট কিঃমিঃ)			৪০০ কেভি HVDC স্টেশন		৪০০/২৩০/১৩২ কেভি উপকেন্দ্র		২৩০/১৩২ কেভি উপকেন্দ্র		১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্র	
	৪০০ কেভি	২৩০ কেভি	১৩২ কেভি	সংখ্যা	ক্ষমতা (মেঃওঃ)	সংখ্যা	ক্ষমতা (এমভিএ)	সংখ্যা	ক্ষমতা (এমভিএ)	সংখ্যা	ক্ষমতা (এমভিএ)
২০০৫-০৬	-	১৪৬৬	৫৩৪০	-	-	-	-	০৯	৪৫০০	৬৫	৬৫৭২
২০০৬-০৭	-	১৪৬৬	৫৫২৯.৬০	-	-	-	-	১০	৫১৭৫	৭০	৭২১৯
২০০৭-০৮	-	২৩১৪.৫০	৫৫৩৩.৬০	-	-	-	-	১২	৫৮৫০	৭১	৭৫২৬
২০০৮-০৯	-	২৬৪৪.৫০	৫৬০৭.৬০	-	-	-	-	১৩	৬০৭৫	৭১	৭৩৯৯
২০০৯-১০	-	২৬৪৭.৩০	৫৬৭০.৩০	-	-	-	-	১৩	৬৩০০	৭৫	৭৮৪৪
২০১০-১১	-	২৬৪৭.৩০	৬০১৮	-	-	-	-	১৩	৬৬৭৫	৮১	৮৪৩৭
২০১১-১২	-	২৬৪৭.৩০	৬০৮০	-	-	-	-	১৩	৬৬৭৫	৮৩	৮৭৩৭
২০১২-১৩	-	৩০২০.৭৭	৬০৮০	-	-	-	-	১৫	৬৯৭৫	৮৪	৯৭০৫
২০১৩-১৪	১৬৪.৭০	৩০৪৪.৭০	৬১২০	০১	৫০০	-	-	১৮	৮৭৭৫	৮৬	১০৭১৪
২০১৪-১৫	১৬৪.৭০	৩১৭১.৪৫	৬৩৫৮.৮৩*	০১	৫০০	০১	৫২০	১৯	৯০৭৫	৮৯	১১৯৬৪
২০১৫-১৬	২২০.৭০	৩১৭১.৪৫	৬৩৯৬.৮৩*	০১	৫০০	০১	৫২০	১৯	৯৩৭৫	৯০	১২৪২০
২০১৬-১৭	৫৫৯.৭৫	৩৩১২.৯৯	৬৫০৩.৯৫*	০১	৫০০	০২	১৬৯০	১৯	৯৬৭৫	৯১	১৩৩৬৪.৫০

সূত্র: ডিপিডিসি, *৮৫.২ সার্কিট কিলোমিটারসহ, ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

গ. বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা

বর্তমানে বিদ্যুৎ বিতরণ খাতে ৬টি বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি দায়িত্ব পালন করছে। যথাঃ

(১) বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি)
(২) বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বিআরইবি)
(৩) ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ডিপিডিসি)
(৪) ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ (ডেসকো)
(৫) ওয়েষ্টজোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ওজোপাডিকো)
(৬) নর্থ ওয়েষ্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (নজোপাডিকো)

বিদ্যুৎ খাতের সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্যক্রমের আওতায় সরকারি খাতে বর্ণিত তিনটি কোম্পানি গঠন করা হয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে দক্ষতা বৃদ্ধিসহ বাণিজ্যিক পরিবেশ তৈরি, স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আনা ও সর্বোপরি রূপকল্প ২০২১ অনুযায়ী সকলের কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া। নিবিড় মনিটরিং এর কারণে বিতরণ সংস্থাগুলো ইতোমধ্যে বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেমের অধিকতর উন্নয়ন, গ্রাহক সেবা বৃদ্ধি, সিস্টেম লস হ্রাস এবং বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায়সহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

বিদ্যুৎ আমদানি

বিদ্যুৎ খাতের বিতরণী সংস্থা/কোম্পানি সমূহের ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাস (জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত) যথাক্রমে মোট ৫০,৯২৩.৩০ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার ও ৩২,১২৯.০০ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ ৩৩ কেভি লেভেলে আমদানি করেছে যা লেখচিত্র ১০.৩-এ দেখানো হলোঃ

লেখচিত্র ১০.৩ বিদ্যুৎ আমদানি ও সংস্থাভিত্তিক বিতরণ

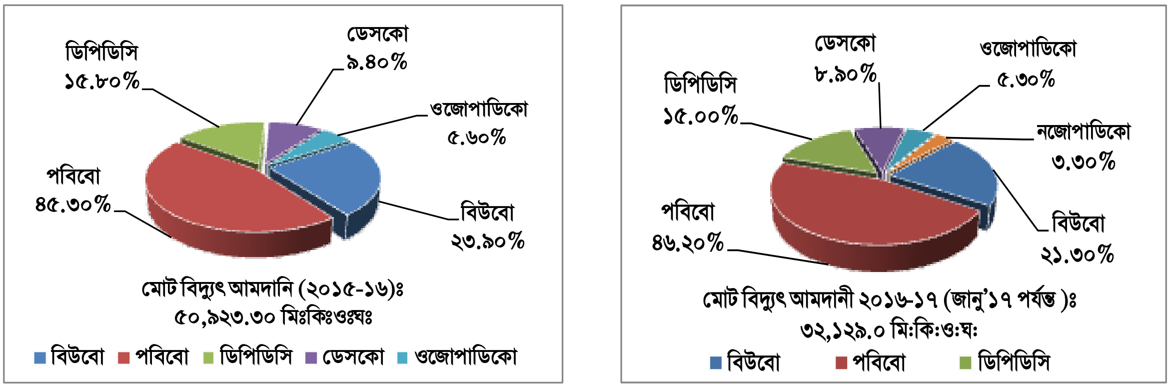

বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে সরকার সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি, বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সুষ্ঠুভাবে বিতরণের লক্ষ্যে ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বিতরণ সংস্থাসমূহ কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রকল্প সমূহ হচ্ছেঃ

- ১০- শহর বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প;
- সেন্ট্রালজোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন প্রকল্প;
- ইজিবাইক/অটোরিক্সা চার্জিং স্টেশন প্রকল্প;
- ১.৮ মিলিয়ন নতুন সংযোগ প্রকল্প;
- পল্লী বিদ্যুতায়ন বর্ধিতকরণ প্রকল্প (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল অঞ্চল) এবং
- ২১ জেলা বিদ্যুৎ বিতরণ প্রকল্প প্রভৃতি

সিস্টেম লস

বিদ্যুৎ খাতে সংস্কার কর্মসূচির আওতায় বিদ্যুৎ অপচয় এবং সিস্টেম লস কমানোর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সিস্টেম লস বিদ্যুৎ সংস্থাসমূহের দক্ষতা মূল্যায়নের একটি প্রধান সূচক। বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি/সংস্থাসমূহের দক্ষতা তদারকির মাধ্যমে ক্রমাগতভাবে বিদ্যুতের সিস্টেম লস হ্রাস করা সম্ভব হচ্ছে। ২০০৬-০৭ থেকে ২০১৬-১৭ (জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত) বিদ্যুতের সিস্টেম লসের পরিসংখ্যান সারণি ১০.৫ এবং লেখচিত্র ১০.৪-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১০.৫: বিদ্যুতের সিস্টেম লসের পরিসংখ্যান

অর্থ বছর	বিতরণ লস (%)	সঞ্চালন ও বিতরণ (%)
২০০৬-০৭	১৬.২৬	২০.২৫
২০০৭ -০৮	১৫.৫৬	১৮.৪৫
২০০০৮-০৯	১৪.৩৩	১৬.৮৫
২০০৯-১০	১৩.৪৯	১৫.৭৩
২০১০-১১	১২.৭৫	১৪.৭৩
২০১১-১২	১২.২৬	১৪.৬১
২০১২-১৩	১২.০৩	১৪.৩৬
২০১৩-১৪	১১.৯৬	১৪.১৩
২০১৪-১৫	১১.৩৬	১৩.৫৫
২০১৫-১৬	১০.৯৬	১৩.১০
২০১৬-১৭*	৯.১৯	১১.৪৩

উৎসঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি), বিদ্যুৎ বিভাগ।* জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

লেখচিত্র ১০.৪: বিদ্যুতের সিস্টেম লসের পরিসংখ্যান

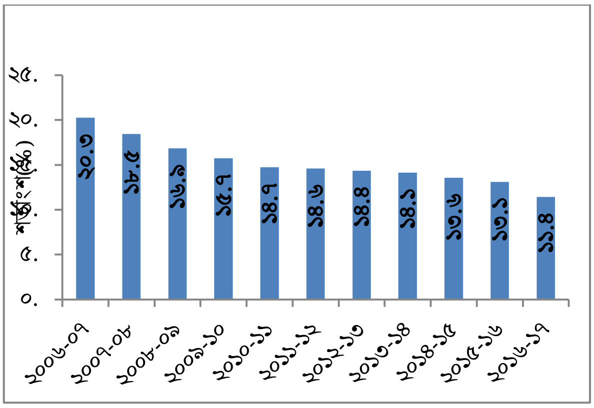

বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া

বিদ্যুৎ খাতের সংস্থা/কোম্পানি সমূহে আর্থিক সয়ম্ভরতা আনয়নের লক্ষ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতসহ বিদ্যুতের বকেয়া গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে হ্রাসকরণের জন্য সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সরকারি, আধা-সরকারি ও বেসরকারি বকেয়া আদায়ের লক্ষ্যে সরকার প্রণোদনামূলক কার্যক্রম গ্রহণসহ তদারকি জোরদার করে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করায় বিগত কয়েক বছরের বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। নিম্নে ২০০৫-০৬ অর্থবছর হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত বকেয়ার পরিসংখ্যান ১০.৬ সারণিতে দেখানো হলোঃ

সারণি ১০.৬; বকেয়া বিদ্যুৎ বিল

অর্থ বছর	বকেয়া (সমমাস)
২০০৫-০৬	৩.৮৩
২০০৬-০৭	২.৭৬
২০০৭-০৮	২.৪৫
২০০৮-০৯	২.৪৪
২০০৯-১০	২.৪০
২০১০-১১	২.২২
২০১১-১২	২.২১
২০১২-১৩	২.০৬
২০১৩-১৪	২.০৪
২০১৪-১৫	২.০১
২০১৫-১৬	২.০০
২০১৬-১৭ (ডিসেম্বর'১৬ পর্যন্ত)	২.১১

উৎসঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি), বিদ্যুৎ বিভাগ।

পাওয়ার সিষ্টেম ইন্টারফেস মিটার স্থাপন কার্যক্রম

দেশের সকল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে এবং বৃহত্তর ঢাকা বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার মধ্যে এনার্জির ইনফ্লো-আউটফ্লো এর হিসাব নিকাশে আরো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে ৪১০টি গ্রিড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। স্থাপিত মিটারসমূহ এনার্জি অডিটিং কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে এবং সিষ্টেম লস হ্রাসকরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

প্রি-পেইড মিটার স্থাপন কার্যক্রম

বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ সহজীকরণসহ বিদ্যুৎ বিল আদায় শতভাগ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ দেশব্যাপী প্রি-পেইড মিটারিং পদ্ধতি চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে পাঁচটি বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থা/কোম্পানি কর্তৃক এ যাবৎ দেশে ১,১৯,৮০৫টি প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড পাইলট প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, সিলেট এবং ইউনিফাইড প্রকল্পের আওতায় এ যাবৎ ৬৩,৯০৮টি প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করেছে। ডেসকো বুয়েটের সহায়তায় উত্তরা এলাকায় পাইলট প্রকল্প এবং ইউনিফাইড প্রকল্পের আওতায় এ যাবৎ ২৪,৫২৬টি প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করেছে। ডিপিডিসি ঢাকার আজিমপুর এলাকায় এবং ইউনিফাইড প্রকল্পের আওতায় ১৫,১২০টি প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করেছে। আরইবি এবং ওজোপাডিকো ইউনিফাইড প্রকল্পের আওতায় যথাক্রমে ৭,২৫০টি এবং ৯,০০১টি প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করেছে। বর্তমানে দেশে বিদ্যুতের মোট গ্রাহক সংখ্যা ২ কোটি ৪২ লক্ষ। আগামী ৫ বছরে প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা ২ কোটি। পরিকল্পনা অনুযায়ী নিজস্ব অর্থায়নে বিউবোর ৯,৬৩,০০০টি, পবিবোর ১৪,৪১,৫০০টি, ডিপিডিসির ৩,০২,৫০০টি ও ডেসকোর ১,০০,০০০টি প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

ঘ. বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বিআরইবি)

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বিআরইবি) কর্তৃক ৭৯টি পল্লীবিদ্যুৎ সমিতির মাধ্যমে জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ৬৫,৫৭৯টি গ্রামে ৩,১৫,৪৯৪ কিঃমিঃ বিতরণ লাইন বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে ১,৫৮,৮৩,৯১৪টি আবাসিক, ২,৩৮,২৮১টি সেচ, ১১,৯২,৮৮০ টি বাণিজ্যিক, ১,৫৯,৩৫৫ টি শিল্প, ২,২৭,০৮৬ টি দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও ২৯,২৮৬টি অন্যান্য সংযোগসহ সর্বমোট ১,৭৭,৩০,৮০২টি সংযোগ প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছর হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত পল্লীবিদ্যুতায়ন কার্যক্রমে সঞ্চালন ও গ্রাহক সংযোগের লক্ষ্যমাত্রা ও সাফল্য চিত্র সারণি ১০.৭ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১০.৭ ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

(সংশোধিত)

অর্থবছর	বিতরণ লাইন (কিঃমিঃ)		গ্রাহক সংযোগের সংখ্যা	
	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
২০০৫-০৬	১৪৫০০	১৫০৯১	৭৫০০০০	৭৪১০৯৫
২০০৬-০৭	৫৪৭৬	৪৭৬৪	৬৫০০০	৪৫৩৪২৬
২০০৭-০৮	৫০৪২	৩০৮৯	২৪৫০০০	২২৬২৫২
২০০৮-০৯	৬১১৬	৫০৬২	৩৬৮২৭৫	৪০৫৯৯০
২০০৯-১০	২৮৫২	২৭১৩	-	৪৬১৪১৭
২০১০-১১	২০৯৫	৩০২৮	-	২৫৯৫৪৮
২০১১-১২	৭৭০০	১০০৪৯	-	৭১৩৭১৩
২০১২-১৩	১০২২২	১০২৭৯	-	৩০৪৪১৭
২০১৩-১৪	১৬৯৭১	১৭৫৪৪	-	৭৫৮৯৩২
২০১৪-১৫	১৮৭৫০	১৮৬৯৮	-	১৮৩৯০৬৪
২০১৫-১৬	৩০৯৯৮	১১৮১৫ (জানুয়ারি' ১৬ পর্যন্ত)	১৫০০০০০	৩৫৯৭৮৮৩
২০১৬-১৭*	-	-	২০০০০০০ (জুন'২০১৭ পর্যন্ত)	২০১৭৬৫১ (জানু'২০১৭ পর্যন্ত)

উৎসঃ বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বিআরইবি), বিদ্যুৎ বিভাগ। * জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

বিআরইবি'র আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতায় বর্তমানে ১৬টি প্রকল্প চলমান রয়েছে যার বিপরীতে চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ প্রায় ৫,৫৬০ কোটি টাকা। পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের সম্প্রসারণ এবং বিদ্যমান বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ সংক্রান্ত চলমান ১৬টি প্রকল্পের মধ্যে ৪টি বিদ্যমান বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প, ১টি প্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপন সংক্রান্ত প্রকল্প, ১টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প, ১টি ওভারলোডেড বিতরণ ট্রান্সফরমার প্রতিস্থাপন প্রকল্প এবং ৬টি বিতরণ লাইন সম্প্রসারণ প্রকল্প ও ৩টি গ্রাহক সংযোগ সংক্রান্ত প্রকল্প। চলমান ১৬টি প্রকল্পের বিপরীতে প্রাক্কলিত প্রায় ৩৬,৯১২.৮৮ কোটি টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ২০,৭৩৭ কিঃমিঃ নতুন লাইন নির্মাণ/নবায়ন করা হয়েছে, ৮৪ টি বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র নির্মাণ/ক্ষমতাবর্ধনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত মোট ৪২টি উপকেন্দ্র নির্মাণ/ক্ষমতা বৃদ্ধিতে কাজ সম্পাদিত হয়েছে, যার মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণির মোট ৩০ লক্ষ নতুন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান এবং ৭ লক্ষ প্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপনের পরিকল্পনা আছে।

বিআরইবি'র বিদ্যুৎ উৎপাদন

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এবং ১৩টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির অর্থায়নে রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিঃ (আরপিসিএল) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ময়মনসিংহ জেলার শম্ভুগঞ্জ ২১০ মেঃওঃ (কম্বাইন্ড সাইকেল), গাজীপুর জেলার কড্ডায় ৫২ মেঃওঃ এবং চট্টগ্রাম জেলার রাউজানে ২৫ মেঃওঃ অর্থাৎ সর্বমোট ২৮৭ মেঃওঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন বিপিডিবি-আরপিসিএল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিঃ-এর গাজীপুর জেলার কড্ডায় ১৫০ মেঃওঃ ক্ষমতাসম্পন্ন ডুয়েল ফুয়েল পাওয়ার প্লান্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যা হতে নিয়মিত বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। এছাড়া, আরপিসিএল-এর উদ্যোগে মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়ায় ৩৫০ মেঃওঃ (+/-১০%) ক্ষমতাসম্পন্ন এবং পটুয়াখালী/চট্টগ্রাম জেলায় ২X৬৬৩ মেঃওঃ ক্ষমতাসম্পন্ন কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

সাসটেইনেবল এনার্জি

নবায়নযোগ্য জ্বালানি

বাংলাদেশের প্রাথমিক জ্বালানি সম্পদ প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। দেশে টেকসই নবায়নযোগ্য জ্বালানির উন্নয়ন সহজতর, নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নত করতে সরকার ২০১২ সালে টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা) আইন পাস করে। পরবর্তী সময়ে ১৪ মে, ২০১৪ তারিখে স্রেডা আইন কার্যকর হয় এবং ২২ মে, ২০১৪ তারিখে স্রেডা এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। স্রেডা আইন মোতাবেক সরকারি এবং বেসরকারি খাতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জ্বালানি সাশ্রয়ী ও সংরক্ষণমূলক কর্মকান্ড সম্প্রসারণ ও সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে স্রেডা গঠন করে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জ্বালানি দক্ষতা সংক্রান্ত বিষয়গুলো তদারকি ও সমন্বয়ের জন্য বিদ্যুৎ খাতের বিভিন্ন সংস্থায় ইতোমধ্যে স্রেডার সাথে সমন্বয়কারী সেল হিসেবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি/সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট উইং খোলা হয়েছে। স্রেডা আইন, ২০১২ মোতাবেক স্রেডার উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব হচ্ছে নিম্নরূপঃ

- সরকারের নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জ্বালানি দক্ষতা সম্পর্কিত বিষয়গুলো সমন্বয়
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রযুক্তি এবং জ্বালানি দক্ষ পণ্য ও সরঞ্জাম প্রমিতকরণ
- নতুন নতুন প্রযুক্তি পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করা এবং এর সম্প্রসারণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি সম্প্রসারণ ও জ্বালানি সাশ্রয়ী কর্মকান্ডে বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জ্বালানি দক্ষতার উপর গবেষণা এবং উন্নয়ন
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জ্বালানি দক্ষতা উপর সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং এ বিষয়ক আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও জ্বালানি দক্ষতা সংশ্লিষ্ট নতুন প্রযুক্তি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও বিনিয়োগকারীদের অবহিতকরণ
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জ্বালানি দক্ষতা সম্প্রসারণে দেশীয় প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

লক্ষ্যসমূহ

- ২০২০ সালের মধ্যে মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের ১০ শতাংশ (মেগাওয়াট ২০০০) নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎস হতে উৎপাদন।

- জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ কর্মকান্ডের মাধ্যমে ২০২০ সালের মধ্যে ১৫ শতাংশ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ২০ শতাংশ জ্বালানি সাশ্রয়।

সাম্প্রতিক অর্জন

জ্বালানি দক্ষতা উন্নয়নে সাম্প্রতিক অর্জন

- Energy Efficiency and Conservation Master Plan up to 2030 এবং Action Plan for Energy Efficiency and Conservation প্রণয়ন
- জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বিধিমালা ২০১৬ প্রণয়ন
- Energy Audit Regulation এর খসড়া প্রণয়ন
- Energy Efficiency and Conservation Promotion Financing Project এর আওতায় জ্বালানি দক্ষ যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য শিল্প, ভবন ও আবাসিক খাতে স্বল্পসুদে ৪ শতাংশ হারে ঋণ প্রদান প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু
- ৫০ টি জ্বালানি দক্ষ পণ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তায় বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে স্বল্পসুদে ৯ শতাংশ হারে রি-ফাইন্যান্সিং ব্যবস্থা চালুকরণ
- বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব ও গ্রিন ইন্ডাস্ট্রিতে ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন
- "Bangladesh National Building Code" এ জ্বালানি দক্ষতা ও সাশ্রয় বিষয়ক বিধান অন্তর্ভুক্তকরণ
- স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তকে জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বিষয়ক পাঠ অন্তর্ভুক্তকরণ
- জ্বালানি সাশ্রয়ে সচেতনতামূলক স্কুলিং প্রোগ্রাম চালুকরণ
- কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা এবং সেমিনার/সিম্পোজিয়াম, মেলা ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে জ্বালানি সাশ্রয় সচেতনতা সৃষ্টি
- বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার রাস্তার সড়কবাতি দক্ষ এলইডি বাতি দ্বারা প্রতিস্থাপন
- Country Action Plan for Clean Cook Stove প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
- জ্বালানি সাশ্রয়ী চুলার ৭ টি মডেল উদ্ভাবন এবং ২৯,৩১,০০০ টি উন্নত চুলা বিপণন
- বিভিন্ন ক্যাপটিভ পাওয়ার জেনারেশন সংশ্লিষ্ট শিল্প উদ্যোক্তাগণের মধ্যে প্রায় ৫০টি প্রতিষ্ঠানের ওয়েষ্ট হিট রিকোভারি ও কো-জেনারেশন কার্যক্রম শুরু
- উন্নত প্রযুক্তির চালকল সম্প্রসারণে এযাবৎ প্রায় ৭৫ টি Improved Rice boiling System স্থাপন।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রম

বাংলাদেশ সর্বপ্রথম ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করা হয়। এ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সর্বমোট ৩৯,৮৮৬টি সোলার হোম সিষ্টেম স্থাপন করা হয়েছে; যার ক্ষমতা প্রায় ৫,০১৯ kWp। এছাড়াও ৭৮টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সদর দপ্তর, ১৫টি উপজেলা সদর দপ্তর এবং বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর সদর দপ্তরের ছাদে স্থাপিত সোলার রুফটপ সিষ্টেমের মোট ক্ষমতা ৫৪৩ kWp। KOICA ও BCCTF এর আর্থিক সহায়তায় বিভিন্ন জেলায় ৪০টি সোলার ইরিগেশন পাম্প স্থাপন করা হয়েছে; যার ক্ষমতা ২৩৯ kWp।

রেজাল্ট বেইজড ম্যানেজমেন্ট ও কেপিআই বাস্তবায়ন

বিদ্যুৎ বিভাগের কর্ম মূল্যায়নের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণখাত সংশ্লিষ্ট কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (কেপিআই) নির্ধারণপূর্বক বিদ্যুৎ বিভাগ ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মধ্যে বার্ষিক কার্যসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর করা হয়েছে। উল্লিখিত কেপিআই সমূহ বিদ্যুতের উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ খাতের সংস্থা/কোম্পানিসমূহের সুশাসন, জবাবদিহিতা ও উন্নত গ্রাহক সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ SMART KPIs চালু করা হয়েছে।

উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা

বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ প্রতিবেশী দেশসমূহ ছাড়াও SAARC, BIMSTEC, SASEC এবং D-8 ইত্যাদি আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ফোরামের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ভারত ছাড়াও নেপাল, ভুটান এবং মায়ানমায়ের সাথে দ্বি-পাক্ষিক সহযোগিতা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি

বাংলাদেশের ভেড়ামারা এবং ভারতের বহরমপুর ইন্টার কানেকশনের মাধ্যমে ভারত থেকে গত ৫ অক্টোবর ২০১৩ সাল হতে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে। বাংলাদেশের ভেড়ামারায় একই ক্ষমতা সম্পন্ন আরো একটি

এইচভিডিসি উপকেন্দ্র নির্মাণ করে বিদ্যমান সঞ্চালন লাইন দিয়েই আরো ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আগামী জুন, ২০১৮ সালের মধ্যে আমদানি করা হবে। উক্ত ইন্টারকানেকশনে পৃথক একটি লাইন যোগ করে আরো ১,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির সিদ্ধান্ত হয়েছে। ভারতে ত্রিপুরা রাজ্যের পালাটানা থেকে গ্যাসভিত্তিক অতিরিক্ত ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ মার্চ, ২০১৬ হতে বাংলাদেশে আমদানি করা হচ্ছে। উক্ত আন্তঃসংযোগ এইচভিডিসি তে রূপান্তর করে আরো ৫০০-১,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে। এছাড়াও ভারত থেকে অতিরিক্ত ২,০০০ মেগাওয়াট হাইড্রো পাওয়ার আমদানির বিষয়ে দু'দেশের মধ্যে গ্রিড ইন্টারকানেকশন স্থাপনে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ সমীক্ষা শুরু করেছে।

মায়ানমার থেকে বিদ্যুৎ আমদানি

মায়ানমার থেকে বিদ্যুৎ আমদানির বিষয়ে ২০১০ সালে মায়ানমার সরকারের সাথে বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধি দলের আলোচনা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় দু'দেশের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের জন্য আলাপ আলোচনা চলছে।

ভুটান থেকে বিদ্যুৎ আমদানি

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে গ্রিড ইন্টাকানেকশন স্থাপনের লক্ষ্যে সমীক্ষার আওতায় ভুটান হতে ভারতের আলীপুর দুয়ার ও বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁও হয়ে ভারতের পুর্নিয়া পর্যন্ত আন্তঃদেশীয় গ্রীড লাইন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত লাইন নির্মাণ হলে প্রায় ২,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা সম্ভব হবে।

নেপাল থেকে বিদ্যুৎ আমদানি

গ্রিড ইন্টারকানেকশন এর মাধ্যমে নেপাল হতে প্রায় ২,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সম্প্রতি নেপাল ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এ বিষয়ে সক্রিয় আলোচনা শুরু হয়েছে।

বিদ্যুৎ খাতে চীনের সাথে সহযোগিতা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি

বিদ্যুৎখাতে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ২১ অক্টোবর ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ ও চীন সরকারের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এর ফলে বাংলাদেশের বিদ্যুৎখাতে সহযোগিতা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির সুযোগ প্রসারিত হবে। ফলে উভয় দেশ দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা আরো উন্নত করতে অবদান রাখতে পারবে। সহযোগিতার ক্ষেত্র হিসাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ, এনার্জি দক্ষতা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি ইত্যাদি বিষয়কে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সহযোগিতা

BIMSTEC এর মাধ্যমে BIMSTEC ভুক্ত দেশসমূহের সাথে বিদ্যুৎখাতের সহযোগিতা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিশেষ করে BIMSTEC Grid স্থাপনে আলোচনায় যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

তেল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ

দেশের জ্বালানি চাহিদা পূরণ, তেল ও গ্যাসক্ষেত্র অনুসন্ধান/আবিষ্কার, উত্তোলন, উন্নয়ন ও মূল্যায়ন করে জ্বালানি মজুদ বৃদ্ধি করা তেল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ খাতের মূল উদ্দেশ্য। জ্বালানির জন্য প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর একক নির্ভরতা হ্রাস, জ্বালানি-মিশ্র এবং বিকল্প/নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার উৎসাহিতকরণ, দেশের প্রাকৃতিক জ্বালানি মজুদ বৃদ্ধির জন্য অনুসন্ধান/আবিষ্কার কার্যক্রম জোরদার করা, গ্যাস উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণ কর্মকান্ডের মধ্যে সমন্বয় সাধনের পাশাপাশি তেল-গ্যাস অনুসন্ধান, উৎপাদন এবং বিতরণ কাজে বেসরকারি খাতকে উৎসাহিতকরণ ইত্যাদি এ খাতের প্রধান উদ্দেশ্য।

প্রাকৃতিক গ্যাস মজুদ

প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের শতকরা প্রায় ৭১ ভাগ পুরণ করে। এ যাবৎ দেশের আবিষ্কৃত মোট গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা ২৬টি। সম্প্রতি পেট্রোবাংলা কর্তৃক সর্বশেষ প্রাক্কলন অনুযায়ী মোট গ্যাস মজুদের (GIIP) পরিমাণ ৩৮.০২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং উত্তোলনযোগ্য প্রমাণিত এবং সম্ভাব্য (P1+P2) মজুদের পরিমাণ ২৭.১২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত প্রকৃত গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১৪.৩৮ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ফলে জানুয়ারি, ২০১৭ সময়ে উত্তোলনযোগ্য নীট মজুদের পরিমাণ ১২.৭৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। সারণি ১০.৮-এ দেশে গ্যাস মজুদের পরিমাণ দেখানো হলো:

সারণি ১০.৮ দেশে গ্যাস মজুদের পরিমাণ

(বিলিয়ন ঘনফুট)

গ্যাস ক্ষেত্র	কূপ সংখ্যা	প্রাথমিক মোট মজুদ (GIIP)	প্রাথমিক উত্তোলনযোগ্য মজুদ	উৎপাদন অর্থবছর ২০১৬-১৭ (ডিসেম্বর'১৬ পর্যন্ত)	ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন ডিসেম্বর-২০১৬ পর্যন্ত	অবশিষ্ট জানুয়ারি-২০১৭
তিতাস	২৪	৮১৪৮.৯	৬৩৬৭	৮৮.৯০	৪১২৪.৭৬	২২৪২.২৪
হবিগঞ্জ	৭	৩৬৮৪	২৬৩৩	৪১.১৪	২২৭৩.০৩	৩৫৯.৯৭
বাখরাবাদ	৬	১৭০১	১২৩১.৫	৮.৮৪	৮০৪.৩৬	৪২৭.১৪
নরসিংদী	২	৩৬৯	২৭৬.৮	৫.২১	১৮০.৯২	৯৫.৮৮
মেঘনা	১	১২২.১	৬৯.৯	২.১৪	৬১.৩২	৮.৫৭
সিলেট	২	৩৭০	৩১৮.৯	১.৪৬	২১১.২৭	১০৭.৬৩
কৈলাশটিলা	৫	৩৬১০	২৭৬০	১১.৪১	৬৪৬.৩৭	২১১৩.৬৩
রশিদপুর	৫	৩৬৫০	২৪৩৩	১০.৫২	৫৮৫.৮২	১৮৪৭.১৯
বিয়ানীবাজার	২	২৩০.৭	২০৩	১.৭৫	৯৪.৬৬	১০৮.৩৪
সালদানদী	১	৩৭৯.৯	২৭৯	১.০৯	৮৭.৮৫	১৯১.৩৫
ফেঞ্চুগঞ্জ	৩	৫৫৩	৩৮১	৪.৮৯	১৪৯.৩৪	২৩১.৬৬
শাহবাজপুর	৩	৬৭৭	৩৯০	৪.৩৫	২৬.৮৬	৩৬৩.১৪
সেমুতাং	২	৬৫৩.৮	৩১৭.৭	০.৪৭	১২.১০	৩০৫.৬০
সুন্দলপুর	০	৬২.২	৩৫.১	০.০০	০৯.৯৮	২৫.১২
শ্রীকাইল	৩	২৩০	১৬১	৭.৯২	৫৩.৯৮	১০৭.০২
বেগমগঞ্জ	০	১০০	৭০	০.০১	০.৮৮	৬৯.১২
জালালাবাদ	৭	১৪৯১	১১৮৪	৪৯.০৫	১০৯৪.০৯	৮৯.৯১
মৌলভীবাজার	৫	১০৫৩	৪২৮	০৬.৮৮	২৯৭.১০	১৩০.৯০
বিবিয়ানা	২৬	৭৪২৭	৫৭৫৪	২১৯.২৭	২৭১০.২৩	৩০৪৩.৭৭
বাঙ্গুরা	৫	১১৯৮	৫২২	১৭.০৯	৩৫৮.৪৪	১৬৩.৫৬
মোট	**১০৯**	**৩৫৭১০.৬**	**২৫৮১৪.০৯**	**৪৮২.৩৬**	**১৩৭৮৩.১৭**	**১২০৩১.৭৪**
উৎপাদনে যায় নাই:						
কুতুবদিয়া	-	৬৫	৪৫.৫	০	০	৪৫.৫
রুপগঞ্জ	-	৪৮	৩৩.৬	০	০	৩৩.৬
মোট	**-**	১১৩	৭৯.১	০	০	৭৯.১
উৎপাদন স্থগিত:						
সাঙ্গু	-	৮৯৯.৬	৫৭৭.৮	০	৪৮৭.৯	৮৯.৯
ছাতক	-	১০৩৯	৪৭৪	০	২৬.৫	৪৪৭.৫
কামতা	-	৭১.৮	৫০.৩	০	২১.১	২৯.২
ফেনী	-	১৮৫.২	১২৫	০	৬২.৪	৬২.৬
মোট	**-**	২১৯৫.৬	১২২৭.১	০	৫৯৭.৯	৬২৯.২
সর্বমোট	১০৯	৩৮০১৯.২০	২৭১২১.১০	৪৮২.৩৬	১৪৩৮১.০৭	১২৭৪০.০৩
টিসিএফ		৩৮.০২	২৭.১২	০.৪৮	১৪.৩৮	১২.৭৪

উৎসঃ **পেট্রোবাংলা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।**

প্রাকৃতিক গ্যাসের খাতওয়ারি ব্যবহার

বিদ্যুৎ উৎপাদন, সার কারখানা, বাণিজ্যিক, শিল্প ও গৃহস্থালি খাতে জ্বালানির প্রধান উৎস হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস। সারণি ১০.৯ এবং লেখচিত্র ১০.৫-এ খাতওয়ারি প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১০.৯ খাতওয়ারি প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার

(বিলিয়ন ঘনফুট)

খাত/বছর	উৎপাদন	বিদ্যুৎ	ক্যাপটিভ	সার	শিল্প	চা-বাগান	ইটখোলা	বাণিজ্যিক	গৃহস্থালি	সিএনজি	মোট ব্যবহার
২০০৫-০৬	৫২৭.০	২২৪.৪	৪৮.৯	৮৯.০৯	৬৩.৩	০.৮	০	৩.৩	৫৬.৭	৬.৮	৪৯৩.৩
২০০৬-০৭	৫৬২.২	২২১.১	৯৩.৫	৬২.৫	৭৭.৫	০.৮	০	৫.৭	৬৩.৩	১২.০	৫৩৬.২
২০০৭-০৮	৬০০.৯	২৩৪.৩	৮০.২	৭৮.৭	৯২.২	০.৮	০	৬.৬	৬৯.০	২২.৮	৫৮৪.৬
২০০৮-০৯	৬৫৩.৮	২৫৬.৩	৯৪.৭	৭৪.৯	১০৪.৪	০.৭	০	৭.৫	৭৩.৮	৩১.০	৬৪৩.২

খাত/বছর	উৎপাদন	বিদ্যুৎ	ক্যাপটিভ	সার	শিল্প	চা-বাগান	ইটখোলা	বাণিজ্যিক	গৃহস্থালি	সিএনজি	মোট ব্যবহার
২০০৯-১০	৭০৩.৬	২৮৩.২	১১২.৬	৬৪.৭	১১৮.৮	০.৮	০	৮.১	৮২.৭	৩৯.৩	৭১০.২
২০১০-১১	৭০৮.৯	২৭৩.৮	১২১.২	৬২.৮	১২১.৫	০.৮	০	৮.৫	৮৭.৪	৩৮.৫	৭১৪.৫
২০১১-১২	৭৪৩.৭	৩০৪.৩	১২৩.৬	৫৮.৪	১২৮.৫	০.৮	০	৮.৬	৮৯.২	৩৮.৬	৭৫১.৭
২০১২-১৩	৮০০.৬	৩২৮.৮	১৩৪.১	৬০.০	১৩৫.৭	০.৮	০	৮.৮	৮৯.৭	৪০.২	৭৯৮.২
২০১৩-১৪	৮২০.৪	৩৩৭.৪	১৪৩.৮	৫৩.৮	১৪১.৯	০.৮	০	৮.৯	১০১.৫	৪০.১	৮২৮.১
২০১৪-১৫	৮৯২.২	৩৫৪.৮	১৫০.০	৫৩.৮	১৪৭.৭	০.৮	০	৯.১	১১৮.২	৪২.৯	৮৭৭.৩
২০১৫-১৬	৯৭৩.২	৩৯৯.৬	১৬০.৮	৫২.৬	১৫৬.০	০.৯	০	৯.০	১৪১.৫	৪৬.৫	৯৬৬.৯
২০১৬-১৭*	৪৮২.২	১৮৬.৭	৬৯.৪	১৯.৮	৯০.২	০.৯	০	৫.০	৮৭.০	২৬.৯	৪৮৬.০

উৎসঃ পেট্রোবাংলা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ। *ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত।

লেখচিত্র ১০.৫ প্রাকৃতিক গ্যাসের খাতওয়ারি ব্যবহার

অর্থ বছর ২০১৫-১৬

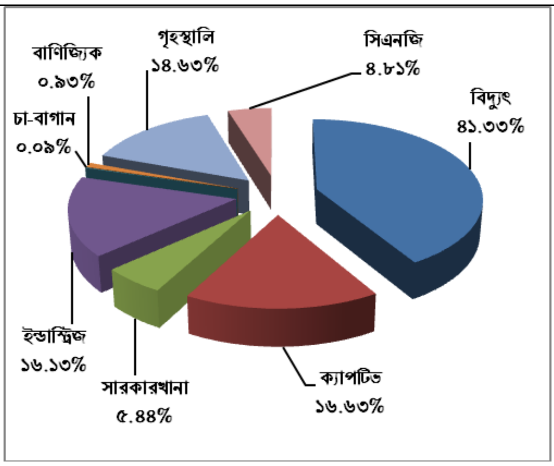

অর্থ বছর ২০১৬-১৭ (ডিসেম্বর পর্যন্ত)

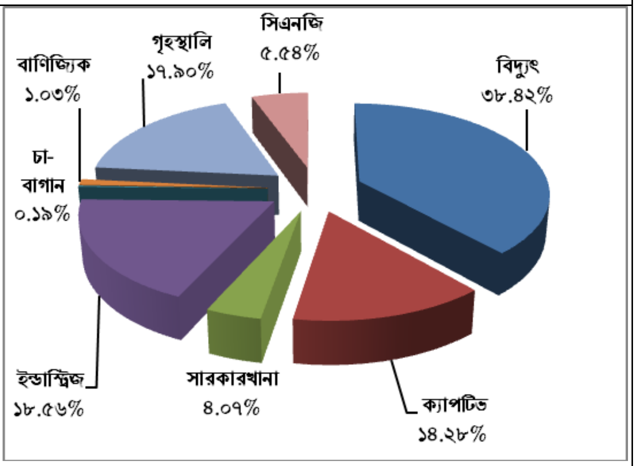

প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা

দেশে ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ এর চাহিদার সাথে প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সারণি ১০.১০-এ দেখা যাচ্ছে বিদ্যুতের ক্ষেত্রে এই চাহিদা সর্বোচ্চ। ২০১৭ সালের বিদ্যুৎক্ষেত্রে গ্যাসের চাহিদা ৬১০ বিলিয়ন ঘনফুট এবং তা ২০২১ সালে ৬৪৭ বিলিয়ন ঘনফুটে উন্নীত হতে পারে। ২০১৭ সালে যেখানে শিল্পে গ্যাসের চাহিদা ১৫৮ বিলিয়ন ঘনফুট নির্ধারণ করা হয় সেখানে ২০২১ সালে তা ২০৭ বিলিয়ন ঘনফুটে উন্নীত করার লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। গৃহস্থালির ব্যবহারের গ্যাসের চাহিদা ২০১৭ সালে ১১২ বিলিয়ন ঘনফুট হলেও ২০২১ সালে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ১৩৫ বিলিয়ন ঘনফুট।

সারণি ১০.১০ খাতওয়ারি প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদার প্রয়োজন

একক: বিসিএফ

খাতসমূহ	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১
বিদ্যুৎ	৬১০	৬২১	৬৪০	৬৪৯	৬৪৭
ক্যাপটিভ পাওয়ার	১৫১	১৪৯	১৪৫	১৩৪	১৩০
সার	৯৮	৯৮	৯৮	৯৯	৯৮
শিল্প	১৫৮	১৬৫	১৭০	১৯৮	২০৭
বাণিজ্যিক	৯	৯	৯	১০	১১
ইটখোলা	০	০	০	০	০
গৃহস্থালী	১১২	১১৫	১১৮	১৩০	১৩৫
চা বাগান	২	২	২	৩	৩
সিএনজি	৪১	৪১	৪১	৪১	৪১
মোট	**১১৮২**	**১২০০**	**১২২৪**	**১২৬৩**	১২৭২

খনিজ সম্পদ

বর্তমানে যে সকল খনিজ পদার্থের জন্য খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) কর্তৃক অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা প্রদান করা হয় সেগুলো হলোঃ কয়লা, পিট, খনিজ বালু, ধাতব খনিজ, সাদামাটি, সিলিকাবালু, সাধারণ পাথর, বালু মিশ্রিত পাথর, চুনা পাথর ও ক্লে/শেল।

কয়লা

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলায় কয়লা উত্তোলনের জন্য বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিঃ এর অনুকূলে ১৯৯৪ সালে খনি ইজারা মঞ্জুর করা হয়, যা পরবর্তী সময়ে বিধি মোতাবেক নবায়ন করা হচ্ছে। বর্তমানে বড়পুকুরিয়া কয়লা ক্ষেত্র থেকে কয়লা উত্তোলন অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া ২০০৮ সালে দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার দীঘিপাড়ায় কয়লা অনুসন্ধানের জন্য পেট্রোবাংলার অনুকূলে অনুসন্ধান লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয় এবং পরবর্তী কালে উক্ত অনুসন্ধান লাইসেন্স বিধি মোতাবেক নবায়ন করা হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটির অনুসন্ধান কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা মোকাবেলা করার জন্য কয়লা উত্তোলন ও কয়লার ব্যবহার নিশ্চিত করা জরুরি। ফলে কয়লা ক্ষেত্র দ্রুততম সময়ে উন্নয়ন ও উত্তোলনের লক্ষ্যে পেট্রোবাংলার অনুকূলে সম্পাদিত অনুসন্ধান লাইসেন্স চুক্তি ২১.১০.২০১৫ তারিখে বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড-এর অনুকূলে হস্তান্তর করা হয়েছে। উক্ত অনুসন্ধান লাইসেন্স বিধি মোতাবেক নবায়ন করা হচ্ছে এবং অনুসন্ধান কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

কঠিন শিলা

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলায় কঠিন শিলা উত্তোলনের জন্য মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিঃ এর অনুকূলে ১৯৯৪ সালে খনি ইজারা মঞ্জুর করা হয়, যা পরবর্তী সময়ে বিধি মোতাবেক নবায়ন করা হচ্ছে। বর্তমানে খনি হতে কঠিন শিলা উত্তোলন অব্যাহত রয়েছে। উত্তোলিত শিলা দেশের আর্থ-সামাজিক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

সাধারণ পাথর

সিলেট জেলায় ৩টি, পঞ্চগড় জেলায় ১৪টি, লালমনিরহাট জেলায় ২টি খাস খতিয়ানভূক্ত জমিতে এবং নীলফামারী জেলায় ৩৯টি ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতে সাধারণ পাথর উত্তোলনের জন্য কোয়ারি ইজারা মঞ্জুর করা হয়েছে।

চীনামাটি

দেশের সিরামিক শিল্পের কাঁচামাল সাদামাটি/চীনামাটি উত্তোলনের জন্য খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো হতে কোয়ারি ইজারা প্রদান করা হয়। বর্তমানে নেত্রকোণা ও ময়মনসিংহ জেলায় মোট ১৪টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে এরূপ ইজারা রয়েছে।

সিলিকাবালু

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক বর্তমানে হবিগঞ্জ এবং মৌলভীবাজার জেলায় ৪৫টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে সিলিকাবালু উত্তোলনের কোয়ারি ইজারা প্রদান করা হয়েছে এবং ২৮টি কোয়ারি ইজারা প্রদানের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

পেট্রোলিয়াম পণ্য

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) জ্বালানি তেল আমদানি, অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ, মজুদ ও বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বর্তমানে দেশের জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা প্রায় ১২.২১ লক্ষ মেট্রিক টন। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণকল্পে ইস্টার্ণ রিফাইনারির একটি নতুন ইউনিট স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। নতুন ইউনিটসহ যার উৎপাদন ক্ষমতা দাড়াঁবে প্রায় ৪৫ লক্ষ মেঃ টন। গভীর সমুদ্র হতে শোধিত ও অপরিশোধিত জ্বালানি তেল খালাসের জন্য এসপিএম (Single Point Mooring with Double Pipeline) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সারণি ১০.১১ ও ১০.১২ -এ বিপিসি কর্তৃক ২০০৫-০৬ অর্থবছর হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত যথাক্রমে অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি এবং পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানির তথ্য দেওয়া হলোঃ

সারণি ১০.১১ অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি

অর্থবছর	পরিমাণ (মেটিক টন)	সিএন্ডএফ মিলিয়ন মাঃ ডলার	কোটি টাকা
২০০৫-০৬	১২৫৩২৮৫	৫৭৩.৬৫	৩৭০১.১৬
২০০৬-০৭	১২১১০৩৭	৬০৪.৭৩	৪১৯৬.৮৫
২০০৭-০৮	১০৪০০৮৪	৭৬২.০৮	৫২৮৮.৮৫
২০০৮-০৯	৮৬০৮৭৭	৪৯৪.৪৪	৩৪৩১.৪০
২০০৯-১০	১১৩৬৫৬৭	৬৪৬.২১	৪৪৯১.৪১
২০১০-১১	১৪০৯৩০২	৯৭৮.৮১	৭০৩৭.০০
২০১১-১২	১০৮৫৯৩৭	৯১৯.২৬	৭০৫৩.৫১
২০১২-১৩	১২৯২১০২	১০৬০.৩০	৮৫৩৬.৭০
২০১৩-১৪	১১৭৬৬৯৩	৯৬৮.৫৫	৭৯৫৭.২৯
২০১৪-১৫	১৩০৩১৯৪	৭৩৪.০০	৫৭৩৯.৩৫
২০১৫-১৬	১০৯৩১২০	৩৩৬.১৫	৩২২৫.৯২
২০১৬-১৭*	৯০৬৬৩৪	৩২৭.৩৪	২৫৮২.৫৯

উৎসঃ বিপিসি, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, * ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত

সারণি ১০.১২ পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি

অর্থবছর	জেপি, কেরোসিন, অকটেন ও ডিজেল		লুব্রিকেটিং অয়েল		ফার্নেস অয়েল	
	পরিমাণ (মেঃ টন)	মূল্য (কোটি টাকা)	পরিমাণ (মেঃ টন)	মূল্য (কোটি টাকা)	পরিমাণ (মেঃ টন)	মূল্য (কোটি টাকা)
২০০৫-০৬	২৩৮০৫৮২	৯৩৮২.৭৭	৫১৩৭	৩৫.৫৩	-	-
২০০৬-০৭	২৫৩৬৫৩৫	১০৪৪৩.২০	৪২৭৭	২৫.১৩	-	-
২০০৭-০৮	২২২৭৭৫৩	১৪৩৪৩.০৪	৫০০৬	২৯.৯৪	-	-
২০০৮-০৯	২৫০৭৮১৯	১০৯৪৫.২৪	৪৮২৮	২৩.৬৩	২৯৯৫৯	৬০.৩৮
২০০৯-১০	২৬৩৪২১২	১২০২৪.১৮	৭২৬২	৫২.০৩		
২০১০-১১	২৪৮৮৪৫৬	২১৪০৩.৬৯	৪৭৪৯	৪৩.৭৫	২৩০৫২৪	১১২৩.১৭
২০১১-১২	৩৪০৯৯৩৪	২৭১১১.২৪	৪৯৮০	৫৩.১১	৬৮০৯৮২	৩৮১৯.০৭
২০১২-১৩	২৮২৭১৬০	২১৯৪৯.১০	৪৮৫৩	৩৮.৫৬	৮০৩৬০৩	৪৩৬৭.২৬
২০১৩-১৪	৩১৫৮৩৪৩	২৩৪৮৫.৫৬	-	-	১০১৬১০১	৫১৪৪.৬৮
২০১৪-১৫	৩৪০৩৮৯০	১৮৫৬৯.৬২	-	-	৬৯১৭০৫	২৭১৪.৩০
২০১৫-১৬	৩৩৩৭৪২৬	১১১১০.৩১	-	-	৩৩৫১৫০	৬৬০.৫২
২০১৬-১৭*	২৫২৫২৩২	৯১৪৫.০৯	-	-	৩৪৪৩৯৬	৭৭৬.৪৪

উৎসঃ বিপিসি, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, *ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

জ্বালানি তেল বাবদ ভর্তুকি

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) দেশের চাহিদা অনুযায়ী প্রতি বছরই অপরিশোধিত ও পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি করে থাকে। অপরিশোধিত ও পরিশোধিত জ্বালানি তেলের আর্ন্তজাতিক সংগ্রহ মূল্য উঠানামা করে থাকে। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য বৃদ্ধি পেলেও সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে তেলের মূল্যসহ শুল্কহার পুনঃনির্ধারিত না হওয়ায় বিপিসি ক্রমাগত লোকসানের সম্মুখীন হয়। ফলে জ্বালানি তেল আমদানি বাবদ সরকারকে উল্লেখযোগ্য অংক ভর্তুকি দিতে হয়েছে। তবে বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য হ্রাস পাওয়ায় গত ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সরকারকে জ্বালানি তেলে কোন ভর্তুকি দিতে হয়নি। সারণি ১০.১৩-এ সরকার কর্তৃক বিপিসি-কে প্রদত্ত ভর্তুকির পরিমাণ দেখানো হলোঃ

সারণি ১০.১৩ঃ সরকার কর্তৃক বিপিসি-কে প্রদত্ত ভর্তুকির পরিমাণ

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	সরকারি ভর্তুকির পরিমাণ
২০০৮-০৯	১৫০০
২০০৯-১০	৯০০
২০১০-১১	৪০০০
২০১১-১২	৮৫৫০
২০১২-১৩	১৩৫৫৮
২০১৩-১৪	২৪৭৮
২০১৪-১৫	৬০০.০০
২০১৫-১৬	-

উৎসঃ বিপিসি, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী

খনিজ সম্পদ (তেল ও গ্যাস ব্যতীত) অনুসন্ধান, আবিষ্কার ও মূল্যায়ন

দেশে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও মূল্যায়নের কাজ জোরদার করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) বিভিন্ন সময়ে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় অধিদপ্তরে বিদেশি প্রশিক্ষণসহ দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা হয়েছে। গবেষণা কাজের পর্যাপ্ত সুবিধাদিসহ অনুজীবাশ্ম, শিলাবিদ্যা ও মণিকবিদ্যা, বৈশ্লেষিক রসায়ন, প্রকৌশল ভূতাত্ত্বিক, ভূ-পদার্থিক, দূরঅনুধাবন ও জিআইএস, পলল ও কাদা-মণিক বিষয়ক গবেষণাগার সমূহের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগৃহীত হয়েছে। ফলে মধ্যপাড়ায় কঠিন শিলাসহ জামালগঞ্জ-কুচমায়, দিনাজপুর জেলার বড়পুকুরিয়া ও দিঘীপাড়ায় এবং রংপুর জেলার খালাসপীরে উন্নতমানের কম সালফারযুক্ত গন্ডোয়ানা কয়লা আবিষ্কৃত হয়েছে।এছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে পিটকয়লা, কাঁচবালি, সাদামাটি, নির্মাণবালি, নুড়িপাথর, চুনাপাথর, ভারী খনিজসহ অন্যান্য খনিজ সমূহ আবিষ্কৃত হয়েছে। দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর উপজেলায় চুনাপাথর ও চুম্বক ধর্মীয় লোহার আকরিকের উপস্থিতি নিশ্চিত করা, রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলায় টিটানিয়াম অক্সাইড সমৃদ্ধ শিলার উপস্থিতি, চলনবিল এলাকায় জীবাশ্ম এর সন্ধান পাওয়া, যমুনা নদীর চর এলাকায় ভারী মনিকের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ সাম্প্রতিক সময়ে জিএসবি এর সামগ্রিক সাফল্যের মাঝে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তি। জিএসবি কর্তৃক আবিষ্কৃত কয়লা ও পিট

বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ও গৃহস্থালি কাজে ব্যবহার হচ্ছে যা জ্বালানি সাশ্রয়ে ভূমিকা রাখছে।

সাম্প্রতিক অর্জন

২০১৫-১৬ অর্থবছরে নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলার বিলাস বাড়ি ইউনিয়নের তাজপুর এলাকায় একটি খননকূপে ৬৭৪.৭৯ মিটার গভীরতা থেকে ৭০৪.৯৬ মিটার গভীরতা পর্যন্ত মোট ৩০ মিটার পুরুত্বের চুনাপাথর আবিষ্কৃত হয়েছে। এটি বাংলাদেশে এ যাবৎ কালে আবিষ্কৃত সর্বাধিক পুরুত্বের চুনাপাথর। জ্বালানি উৎসের অনুসন্ধানের লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কম গভীরতায় কয়লা আবিষ্কারের লক্ষ্যে নওগাঁ জেলার ভগবানপুর এলাকায় একটি কূপ খননের কাজ বর্তমানে চলমান আছে। এছাড়া জিএসবি সাম্প্রতিককালে ৬২.২৩ কোটি টাকার ২টি উন্নয়ন প্রকল্প এবং ২টি রাজস্বখাতের উন্নয়ন কর্মসূচি সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করেছে। এছাড়া ও ৮৬৮৮ বর্গ কি.মি ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন, প্রায় ৪০০ মিলিয়ন টন ভেজা পিট কয়লা, চুনাপাথর ও চুম্বক ধর্মীয় লোহার আকরিকের উপস্থিতি, রং তৈরির পিগমেন্ট টিটানিয়াম অক্সাইড সমৃদ্ধ রুটাইল মণিকের উপস্থিতি, যমুনা নদীর চর এলাকায় ভারী রুটাইল মণিকের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ সাম্প্রতিক সময়ে জিএসবির উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তি। এ সকল কাজের পাশাপাশি ভূমিধ্বস এর আগাম সংকেত প্রদানের জন্য ৪টি স্টেশনে যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে।

কারিগরি সহায়ক কার্যক্রম

হাইড্রোকার্বন ইউনিট তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ খাতের উন্নয়ন ও এ সম্পর্কিত বিষয়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগকে কারিগরি পরামর্শ প্রদান করে থাকে। বিশেষ করে হাইড্রোকার্বন ইউনিট চাহিদা অনুযায়ী জাতীয় জ্বালানি নীতি হালনাগাদ ও যুগোপযোগীকরণ, খসড়া কয়লানীতি চূড়ান্তকরণ, গ্যাস চাহিদা, গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন, গ্যাস সেক্টরের ভবিষ্যত পরিকল্পনা, পিএসসি'র জেআরসি/জেএমসি'র সভায় পর্যবেক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ, উৎপাদন বণ্টন, বিভিন্ন চুক্তির তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ, পেট্রোলিয়াম শোধন এবং বিপণন ব্যবস্থাপনা, খনি এবং খনিজ সম্পদ উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়নে হাইড্রোকার্বন ইউনিট সক্রিয় অংশগ্রহণ ও মতামত প্রদান করে আসছে। হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক Mini Data Bank-এ গ্যাস মজুদ, অনাবিষ্কৃত গ্যাস সম্পদ, গ্যাস উৎপাদন এবং গ্যাসের খাতওয়ারি ব্যবহার সংক্রান্ত ডাটা সংরক্ষণের পাশাপাশি ডাটাবেজ থেকে 'Gas Reserve and Production' শীর্ষক মাসিক প্রতিবেদন এবং 'Annual Gas Production and Consumption 'শীর্ষক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হচ্ছে।

বিস্ফোরক নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা

বিস্ফোরক পরিদপ্তর বিস্ফোরক, গ্যাস, পেট্রোলিয়ামসহ প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ, প্রজ্বলনীয় কঠিন পদার্থ, জারক পদার্থ ইত্যাদি বিপজ্জনক পদার্থের উৎপাদন, আমদানি, মজুদ, পরিবহন/সঞ্চালন ও ব্যবহারে জনজীবন ও জাতীয় সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত। বিস্ফোরক দ্রব্য আইন, দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল এর আওতায় দায়েরকৃত মামলায় আলামত পরীক্ষণ, মতামত প্রদান এবং স্বশস্ত্র বাহিনীকে বিশেষজ্ঞের সেবা প্রদান ও বিস্ফোরক পরিদপ্তরের কাজের অংশ।

বিস্ফোরক

প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নতুন গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার, কূপ খনন ওয়ার্ক ওভার কাজ, সিসমিক সার্ভে কার্যের জন্য ব্যবহার্য 'বিস্ফোরক' নিরাপদে আমদানি, মজুদ ও পরিবহন কার্যে দেশীয় কোম্পানি ও আন্তর্জাতিক কোম্পানি সমূহকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পূর্বের মঞ্জুরিকৃত লাইসেন্স নবায়নসহ বিস্ফোরক আমদানির জন্য ৬টি, মজুদের জন্য ১১টি ও পরিবহনের জন্য ৭টি লাইসেন্স/পারমিট অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার, সিসমিক সার্ভে সম্পন্ন করণের জন্য জাতীয় গ্যাস কোম্পানি মধ্যপাড়া কঠিন শিলা প্রকল্প, বড় পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি ও আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিগুলির বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প দ্রুত সমাপ্তির লক্ষ্যে ৫০ মেট্রিকটন বিস্ফোরক (পাওয়ারজেল), ৩৪,০০০ পিস ইলেকট্রিক ডেটোনেটর, ৩,৭৫১ পিস সিসমিক ডেটোনেটর, ৮৫০ পিস শেপড চার্জ ১০০ মিটার ডেটোনেটিং কর্ড, ৩,৫১৪.২৬ কেজি চার্জ, ২৬.৯৩ কেজি বুস্টার, ৩,০৫০ কেজি ইমালশন এক্সপ্লোসিভস আমদানির অনুমতি/লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

পেট্রোলিয়াম

বিদ্যুৎ উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্যাস নির্ভর পাওয়ার প্লান্টের পরিবর্তে ডিজেল/ফার্নেস অয়েল চালিত কুইকরেন্টাল পাওয়ার প্লান্ট দ্রুততার সাথে সমাপ্তি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে পেট্রোলিয়াম মজুদের জন্য ৪১৪টি লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। পেট্রোলিয়াম অয়েল ট্যাংকার এবং জাহাজ স্ক্র্যাপিং এর পূর্বে ৫,৩৯১ পেট্রোলিয়াম ট্যাংক পরীক্ষণপূর্বক পেট্রোলিয়াম গ্যাস মুক্ত সনদ প্রদান করা হয়েছে।

এলপিজি

প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর নির্ভরতা কমিয়ে বিকল্প জ্বালানি হিসেবে এলপিজি ব্যবহারকে উৎসাহিত করা হচ্ছে বিধায় বিভিন্ন কোম্পানির অনুকূলে মঞ্জুরকৃত লাইসেন্সের অধীন ১৬,৫৬,২৩৫টি এলপিজি সিলিন্ডার আমদানির অনুমতি এবং এলপিজি সিলিন্ডার মজুদের জন্য ৩৮৭টি লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়েছে।

গ্যাস পাইপলাইন

সরকারের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রমের আওতায় গ্যাস সঞ্চালন ক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নির্মিত সকল উচ্চচাপ গ্যাস পাইপ লাইনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য ৩৮টি পাইপ লাইনের অনুমোদন ও ৩৯টি গ্যাসপাইপ লাইনের নিশ্ছিদ্রতা যাচাই পরীক্ষান্তে অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

মামলা নিষ্পত্তিকরণ

সন্ত্রাস নির্মূল করার লক্ষ্যে বিস্ফোরক দ্রব্য আইন ও দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের অধীন মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ২৫৮টি ক্ষেত্রে আলামত (বোমা) পরীক্ষণপূর্বক বিশেষজ্ঞের মতামত প্রদান করা হয়েছে।

জ্বালানি খাতে রেগুলেটরি ও সমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম

এনার্জি খাতে ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণ, প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি, ট্যারিফ নির্ধারণে স্বচ্ছতা আনয়ন ও বেসরকারি বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি সর্বোপরি এ খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের জন্য বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও কার্যত ২০০৯ সালে এর কার্যক্রম পুরোদমে শুরু হয়।

ট্যারিফ নির্ধারণ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থা/কোম্পানির পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার, সঞ্চালন কোম্পানির সঞ্চালন মূল্যহার (হুইলিং চার্জ) এবং বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানির খুচরা মূল্যহার নির্ধারণ করে। এছাড়া কমিশন গ্যাস সঞ্চালন কোম্পানি এর সঞ্চালন মূল্যহার (মার্জিন), বিতরণ কোম্পানি এর বিতরণ মূল্যহার (মার্জিন) এবং ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণ করে। বিইআরসি আইন, ২০০৩ অনুযায়ী কমিশন ভোক্তা পর্যায়ে পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের মূল্য নির্ধারণের কাজ শুরু করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট রেগুলেশন প্রণয়ন করছে। কমিশন ভোক্তা, লাইসেন্সী ও সকল স্টেকহোল্ডারদের উপস্থিতিতে গণশুনানির মাধ্যমে মূল্যহার নির্ধারণ করে। বিগত তিন বছরের প্রকৃত ব্যয় বিশ্লেষণ ও আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা করে ট্যারিফ নির্ধারণ করা হয়। সংস্থা/কোম্পানিসমূহের আর্থিক সক্ষমতা, ভোক্তার স্বার্থ, সরকার তথা জনগণের ভর্তুকি প্রদানের ক্ষমতা, জ্বালানি সেক্টরে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা এবং সর্বোপরি এ সেক্টরে আর্থিক শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে কমিশন মূল্যহার সমন্বয় করে আসছে।

নিম্নবিত্ত আবাসিক গ্রাহকদের জন্য লাইফ-লাইন মূল্যহার প্রবর্তন

কমিশন সকল শ্রেণির ভোক্তার স্বার্থ এবং দরিদ্র ও নিম্নবিত্তের ওপর আর্থিক চাপ সৃষ্টি না হওয়ার বিষয় বিবেচনায় নিয়ে আবাসিক বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত জনগোষ্ঠীর জন্য লাইফ-লাইন বিদ্যুৎ ব্যবহার ১-৫০ ইউনিট পর্যন্ত নির্ধারণ করেছে। সর্বশেষ ঘোষিত ট্যারিফে এ গ্রাহকদের মূল্যহার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। কমিশনের এ পদক্ষেপের ফলে গরীব ও নিম্নবিত্ত আবাসিক গ্রাহকের বিদ্যুৎ বিল অপরিবর্তিত রয়েছে।

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল গঠন

২০০৯ সালের ৩০ জুলাই জারিকৃত কমিশন আদেশের মাধ্যমে তেল ও গ্যাস উত্তোলন ও উৎপাদনের জন্য দেশীয় কোম্পানিসমূহের অনুকূলে অর্থায়নের জন্য অর্থসংস্থান করা এবং জরুরি প্রয়োজনে কূপ খনন করার জন্য গ্যাস উন্নয়ন তহবিল গঠন করা হয়। উক্ত ফান্ডে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ ৭,৬৯৫.৯৫ কোটি টাকা। এই তহবিল থেকে ২০১০-১১ হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৬,৭৪৬.৭১ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৯টি প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়। ইতোমধ্যে প্রায় ১,৩৬৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে এবং এতে করে প্রায় ৭৬ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যোগ হয়েছে। এছাড়া প্রায় ২,৯৫৭.৪২ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৭টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়াও এ তহবিলের অর্থায়নে প্রায় ২,৪৫০.২৮ কোটি টাকা ব্যয় ৫টি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যেগুলো ২০১৭-১৮ অর্থবছর নাগাদ বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যোগ হবে।

বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ফান্ড গঠন

বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পাইকারি (বাল্ক) পর্যায়ে বিদ্যুৎ এর বিদ্যমান গড় মূল্যহারের ৫.১৭ শতাংশ পরিমাণ অর্থ দ্বারা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন ১ ফেব্রুয়ারি, ২০১১

তারিখে কার্যকর করে 'বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ফান্ড' গঠন করেছে। উক্ত ফান্ডে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১,২৭০.৫০ কোটি টাকা এবং জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ৪,৬৩৯.৫৪কোটি টাকা। এ ফান্ডের অর্থায়নে বিউবো কর্তৃক বিবিয়ানায় ৪০০ মেগাওয়াট (²১০%) ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাস ভিত্তিক কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ২,৫০৮.৪৫ কোটি টাকা ব্যয় হবে।

জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল গঠন

গ্যাসের বর্তমান মজুদ দ্রুত হ্রাস পাওয়ায় দেশের ভবিষ্যৎ জ্বালানি নিরাপত্তা বিধানকল্পে গ্যাসের সম্পদ মূল্য বিবেচনায় গ্যাসের বর্ধিত মূল্যহার হতে ঘনমিটার প্রতি ১.০১ টাকা পরিমাণ অর্থ দ্বারা ১ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখ থেকে কার্যকর করে কমিশন আদেশের মাধ্যমে ভোক্তা স্বার্থে 'জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল' গঠন করা হয়েছে। উক্ত তহবিলে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২,৪২৫.১৬ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়েছে, যা তহবিলের রূপরেখা ও বিনিয়োগ নির্দেশাবলী অনুযায়ী জ্বালানি খাতের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমে ব্যবহৃত হবে।

বিদ্যুতের বাল্ক (পাইকারি) মূল্যহারে ক্রস-সাবসিডাইজেশন

কমিশন রেগুলেটরি সহায়তার মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি/পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সমূহের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পল্লী এলাকায় অবস্থিত বিতরণ কোম্পানি এবং পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সমূহের অনগ্রসর ভৌগলিক অবস্থান, অধিক বিনিয়োগ ব্যয়, অসম গ্রাহক মিশ্রণ অর্থাৎ আবাসিক ও সেচ গ্রাহকের আধিক্য, গ্রাহকপ্রতি নিম্ন বিদ্যুৎ ব্যবহার, ইত্যাদি বিবেচনায় কমিশন পল্লী এলাকায় অবস্থিত বিতরণ কোম্পানি এবং পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সমূহের বাল্ক মূল্যহার শহর এলাকায় অবস্থিত বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহের বাল্ক মূল্যহারের তুলনায় কম ধার্য করে আসছে। তদুপরি কমিশন কর্তৃক প্রণীত পদ্ধতি মোতাবেক সচ্ছল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সমূহের লাভের একটি নির্দিষ্ট অংশ অসচ্ছল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সমূহের মধ্যে বণ্টনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) এর ক্রস-সাবসিডি তহবিলে জমা দেয়ার বিধান করা হয়েছে। ২০০৮-০৯ থেকে এ পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। ৩০ জুলাই, ২০১৪ এ সংশোধিত পদ্ধতি মোতাবেক সচ্ছল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সমূহের ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত বাৎসরিক নীট মার্জিনের ওপর ০ শতাংশ, পরবর্তী ৪০ কোটি টাকার ওপর ৮০ শতাংশ, পরবর্তী ৫০ কোটি টাকার ওপর ৮২.৫০ শতাংশ এবং অবশিষ্ট অর্থের ওপর ৮৫ শতাংশ হারে উক্ত ক্রস-সাবসিডি তহবিলে জমা দেয়া হচ্ছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত উক্ত তহবিলে সচ্ছল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সমূহের নিকট থেকে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ৩,০১৯.৪৩ কোটি টাকা, যার মধ্যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ৭৬৭.৮৫ কোটি টাকা। উক্ত অর্থ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি মোতাবেক বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুৎ বোর্ড কর্তৃক ৩৯টি অসচ্ছল সমিতির মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে।

লাইসেন্স প্রদান

কমিশন ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এনার্জি সেক্টর বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য লাইসেন্স প্রদান করেছে। তার মধ্যে বিদ্যুৎ সেক্টরে ২৫২টি, গ্যাস সেক্টরে ২১৩টি এবং পেট্রোলিয়াম সেক্টরে ১৭৫টি লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে এনার্জি সেক্টরে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সালিসী কার্যক্রম

প্রচলিত বিচার ব্যবস্থায় বিনিয়োগকারী ও ভোক্তাদের কাংক্ষিত বিচার পাওয়া সময়সাপেক্ষ ও জটিল বিধায় বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি) আইন, ২০০৩ এ লাইসেন্সধারীদের মধ্যে অথবা লাইসেন্সধারী ও ভোক্তার মধ্যে বিবাদ নিষ্পত্তির দায়িত্ব বিইআরসিকে প্রদান করা হয়েছে। লাইসেন্সধারীদের মধ্যে অথবা লাইসেন্সধারী ও ভোক্তাগণের মধ্যে কোন বিবাদ হলে তা নিষ্পত্তির জন্য বিবাদমান পক্ষগণকে কমিশনের কাছেই বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য আবেদন করতে হবে। ইতোমধ্যে উচ্চতর আদালত ও নিম্ন আদালতের (জেলা জজ) নির্দেশনায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিবাদ কমিশনের কাছে নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। কমিশন বিইআরসি আইন, ২০০৩ ও Bangladesh Energy Regulatory Commission Dispute Settlement Regulations, 2014 অনুসরণ করে লাইসেন্সধারীদের মধ্যে অথবা লাইসেন্সধারী ও ভোক্তাগণের মধ্যে বেশকিছু বিবাদ নিষ্পত্তি করে আদেশ/ রোয়েদাদ প্রদান করেছে।

কস্ট অব সার্ভিস ও রেভিনিউ রিকোয়ারমেন্ট নিরূপণের ফরম্যাট প্রণয়ন

ট্যারিফ নির্ধারণের কার্যক্রম সুষ্ঠু ও আরো নিখুঁতভাবে সম্পন্নের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ খাতের জন্য কস্ট অব সার্ভিস ও রেভিনিউ রিকোয়ারমেন্ট এর ফরম্যাট প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়ণ

এনার্জি সেক্টরে নিয়োজিত সকল বিতরণ কোম্পানি ও সংস্থাকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার আওতায় আনয়ণের লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক একই ফরমেটে হিসাব বিবরণী তৈরির জন্য Uniform System of Accounts প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ খাতের সকল ইউটিলিটির জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি এর কার্যক্রম ইউলিটি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন পর্যায়ে রয়েছে। এতে এ সেক্টরের আর্থিক ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে।

ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ

এনার্জি সেক্টরে ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কমিশন নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে। কমিশন কর্তৃক নিয়মিত আউটরিচ প্রোগ্রাম, উন্মুক্ত সভা ও গণশুনানীর মাধ্যমে স্বচ্ছ ও যৌক্তিক ট্যারিফ নির্ধারণ, গ্রাহক হয়রানি রোধ, ভৌতিক বিল প্রতিরোধ, প্রি-পেইড মিটার স্থাপন, মোবাইল বিলিং পদ্ধতি, অনলাইন গ্রাহক সেবা, বার্ষিক বিল পরিশোধ প্রত্যয়নপত্র চালুসহ নানা ধরনের রেগুলেটরি কার্যক্রমের ফলে ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে।

এনার্জি ইফিসিয়েন্সি কার্যক্রম

দেশে চলমান বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, এনার্জি ইফিসিয়েন্ট যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ব্যবহার, সিম্পল সাইকেল প্লান্টকে কম্বাইন্ড সাইকেল প্লান্টে রূপান্তরকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে কমিশন কর্তৃক এনার্জি ইফিসিয়েন্সি বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এসব উদ্যোগের ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে বিপুল পরিমাণ অর্থের সাশ্রয় হবে। এছাড়াও কো-জেনারেশন এবং এনার্জি অডিটের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

এনার্জি অডিট সংক্রান্ত কার্যক্রম

এনার্জি অডিটের মাধ্যমে জ্বালানি ব্যবহারের সঠিক চিত্র সংগ্রহ, অপচয় রোধ এবং যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির মান নিরূপণ করার জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পুনর্বাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং দক্ষ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে জ্বালানি তথা গ্যাস ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করা সম্ভব বলে কমিশন মনে করে। এ লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক এনার্জি অডিট সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

একাদশ অধ্যায়

পরিবহণ ও যোগাযোগ

দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা একটি অত্যাবশ্যকীয় ভৌতঅবকাঠামো হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিবহণ এবং তথ্য ও অন্যান্য যোগাযোগ নেটওয়ার্কের সাথে বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করার উপযোগী উন্নত এবং সুসমন্বিত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা একান্ত জরুরি। তাই পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতে বিভিন্ন প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সড়ক, ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। পাশাপাশি পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে সহ কয়েকটি বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। পরিবেশবান্ধব, নিরাপদ এবং সুলভে মালামাল পরিবহণের নির্ভরশীল মাধ্যম হিসেবে রেলের ভূমিকা অব্যাহত রাখার জন্য উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। নৌপথের নাব্যতা সংরক্ষণ ও নৌপথ উদ্ধার, নিরাপদ নৌযান চলাচল নিশ্চিতকরণ, অভ্যন্তরীণ নৌবন্দরসমূহের উন্নয়ন, অভ্যন্তরীণ নৌপথে কন্টেইনার পণ্য পরিবহণের অবকাঠামো সৃষ্টি ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা এবং সীমিত সম্পদ নিয়ে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক গন্তব্যে সার্ভিস পরিচালনা করছে। দেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং এর মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। রূপকল্প-২০২১ এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সমাজের সকল স্তরে ডিজিটাল লিটারেসি বৃদ্ধির মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগ, তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে জনগণের সেবা নিশ্চিতকরণ এবং ই-গভর্নেন্স ও ই-কমার্স প্রবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক ও উন্নত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আধুনিক পরিবহণ ও যোগাযোগ অবকাঠামো অপরিহার্য। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক হিসাবে জিডিপিতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে 'পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ' খাত এর অবদান ১১.২৫ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ৬.৬৮ শতাংশ। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ খাতের অবদান ও প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ১১.৩১ শতাংশ ও ৬.০৮ শতাংশ। বর্তমান বিশ্বায়ন ও বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিবহণ ও নেটওয়ার্কের সাথে বাংলাদেশের যুক্ত থাকার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ জন্য একটি উপযোগী, উন্নত এবং সুসমন্বিত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলে পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতের উন্নয়ন অব্যাহত রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ গুরুত্বের নিরিখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং সংস্থাসমূহ তাদের উন্নয়নমূলক তৎপরতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি অব্যাহত রেখেছে।

ক. সড়ক যোগাযোগ

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ)

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ব্যবস্থাধীনে বর্তমানে বিভিন্ন শ্রেণির মোট প্রায় ২১,৩০২ কিলোমিটার সড়ক আছে। উক্ত সড়ক নেটওয়ার্কের মধ্যে ৩,৮১৩ কিলোমিটার (১৮%) জাতীয় মহাসড়ক, ৪,২৪৭ কিলোমিটার (২০%) আঞ্চলিক মহাসড়ক এবং ১৩,২৪২ কিলোমিটার (৬২%) জেলা সড়ক রয়েছে। এছাড়া, সওজ নিয়ন্ত্রনাধীন সড়ক নেটওয়ার্কে বিভিন্ন প্রকারের ৪,৫০৭টি সেতু এবং ১৩,৭৫১টি কালভার্ট রয়েছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর আওতায় বর্তমানে চালু ৪১টি ফেরীঘাট, ১২৮টি বিভিন্ন ধরনের ফেরী ও ১৫৯টি পন্টুন এর মাধ্যমে ফেরী সার্ভিস প্রদান করা হয়। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন শ্রেণির সড়ক পথের বিবরণ সারণি ১১.১ -এ দেয়া হলোঃ

সারণি ১১.১ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন শ্রেণির সড়ক পথের বিবরণ

(কিলোমিটার)

বছর	জাতীয় মহাসড়ক	আঞ্চলিক মহাসড়ক	ফিডার/জেলা সড়ক	মোট
২০০৮	৩৫৭০	৪৩২৩	১৩৬৭৮	২১৫৭১
২০০৯	৩৪৭৭	৪১৬৫	১৩২৪৮	২০৮৯০
২০১০	৩৪৭৮	৪২২২	১৩২৪৮	২০৯৪৮
২০১১	৩৪৯২	৪২৬৮	১৩২৮০	২১০৪০
২০১২	৩৫৩৮	৪২৭৬	১৩৪৫৮	২১২৭২
২০১৩	৩৫৩৮	৪২৭৮	১৩৬৩৮	২১৪৫৪
২০১৪	৩৫৩৮	৪২৭৮	১৩৬৩৮	২১৪৫৪
২০১৫	৩৫৪৪	৪২৭৮	১৩৬৫৯	২১৪৮১
২০১৬	৩৮১৩	৪২৪৭	১৩২৪২	২১৩০২
২০১৭ *	৩৮১৩	৪২৪৭	১৩২৪২	২১৩০২

উৎসঃ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়। *ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)তে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীনে মোট ১১৮টি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। উল্লেখিত প্রকল্পের মধ্যে ১১৬টি বিনিয়োগ প্রকল্প ও ২টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। সর্বশেষ বরাদ্দ অনুযায়ী ১১৮টি উন্নয়ন প্রকল্পে সর্বমোট অর্থায়নের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫,৬০৭.৫৭ কোটি টাকা। তন্মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়ন হচ্ছে ৩,৪০১.১৭ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ ২,২০৬.৪০ কোটি টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাতের আওতায় ৫ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক ৪ লেইনে উন্নীতকরণ, ৩৫০ কিলোমিটার মহাসড়ক প্রশস্তকরণ, ৮৫ কিলোমিটার মহাসড়ক পুনঃনির্মাণ, মহাসড়কের ৭০টি ব্ল্যাকস্পটে দুর্ঘটনা রোধে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, ২,১০০ কিলোমিটার মহাসড়ক সার্ফেসিং এবং ৪,০০০ মিটার সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ ও ১,২০০ মিটার সেতু ও কালভার্ট পুনঃনির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। পরিবহণ সেক্টরে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় পিপিপি ভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য তালিকাভুক্ত ১৩টি প্রকল্পের মধ্যে ৬টি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভুলতা-মদনপুর (ঢাকা বাইপাস) মহাসড়ক (এন-১০৫), ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ, হাতিরঝিল-রামপুরা-বনশ্রী আইডিয়েল স্কুল এন্ড কলেজ-শেখের জায়গা-আমুলিয়া-ডেমরা মহাসড়ক (চিটাগাং রোড মোড় এবং তারাবো লিংক মহাসড়ক) প্রকল্পের বিনিয়োগকারী নির্বাচনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

সরকার The Motor Vehicle Ordinance 1983 স্থলাভিষিক্ত করার লক্ষ্যে আধুনিক ও যুগোপযোগী সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৭ এর খসড়া মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক ২৭ মার্চ, ২০১৭ তারিখে নীতিগত অনুমোদন লাভ করে। ইতঃপূর্বে অনুমোদিত সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন ২০১৩ এর আওতায় বিধি প্রণয়ন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রক্রিয়াধীন অন্যান্য আইনের মধ্যে ‘বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (BRT) আইন’ উল্লেখ্যযোগ্য।

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর সড়কে চলাচলকারী যাত্রী ও মালামালের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে জাতীয় মহাসড়কে Accident Black Spot চিহ্নিত করতঃ ক্রটিমুক্ত সড়ক ডিজাইন বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সড়ক নেটওয়ার্কের যথোপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ এবং সড়ক এলাইনমেন্ট সরলীকরণের ফলে ইতোমধ্যে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস পেয়েছে। সম্প্রতি সওজ অধিদপ্তরের অধীনে গৃহীত ১৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে 'Improvement of Road Safety at Black Spots on National Highways' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় মহাসড়কের ১৬১টি Black Spot উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ ট্রাফিক যাত্রা স্থানে (Place of traffic origin) ওজন পরিমাপক সেতু স্থাপনের (Installation of weigh-bridge) মাধ্যমে ওভারলোড নিয়ন্ত্রণ এবং সড়কের সাইন-সিগন্যাল ব্যবস্থা উন্নতকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী অধিদপ্তর (এলজিইডি)

দেশের পল্লী অঞ্চলের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে এলজিইডি কর্তৃক পল্লী অবকাঠামোসহ অন্যান্য কার্যক্রম সফল বাস্তবায়নের জন্য ২০০৫-২০২৫ সাল মেয়াদে একটি দীর্ঘমেয়াদি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও তদানুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এলজিইডি তার সূচনালগ্ন হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি,২০১৭ পর্যন্ত প্রায় ১,০৭,২৩৯ কিঃমিঃ (উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামীণ) সড়ক নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ/পুনর্বাসনসহ উক্ত সড়কে ১৩,১৯,০৩২ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ/পুনর্বাসন করেছে। এছাড়াও ২,০১১টি গ্রোথ-সেন্টার, ২,০৪১টি গ্রামীণ হাট বাজার উন্নয়ন, ২৪,৮৩১ কিঃমিঃ সড়কে বৃক্ষরোপণ, ৩,০৯৮টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করেছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত এলজিইডি কর্তৃক পরিবহণ অবকাঠামো উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ সারণি ১১.২ এ দেখানো হলোঃ

সারণিঃ ১১.২ এলজিইডি’র অধীনে পরিবহণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন

কার্যক্রম	অর্থবছর										২০১৬-১৭ অর্থবছর (ফেব্রুয়ারি,১৭) পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত
	জুন, ২০০৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত	২০০৮ -০৯	২০০৯ -১০	২০১০ -১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭ (ফেব্রু’১৭)	
মাটির রাস্তা নির্মাণ/ পুণনির্মাণ/ পূণর্বাসন(কিঃমিঃ)	৬৪৬৯১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৬৪৬৯১
পাকা রাস্তা নির্মাণ/ পুণনির্মাণ/ পূণর্বাসন (কিঃমিঃ)	৬১৯০০	৩২৭৭	৪০২৩	৪৬১৪	৪৯০৫	৬৬৩৯	৬৫৪৯	৫৯৯০	৪৮১৩	৪৫২৯	১০৭২৩৯
ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ (মিঃ)	১০৭০০০৩	৩৩৮০০	২৯৩৬৩	৩৮৫০২	২৬৪১৫	২৭০৫৭	২৩৫৩৪	২৯০০০	২৮৫০০	১২৮৫৮	১৩১৯০৩২

উৎসঃ এলজিইডি। * ফেব্রুয়ারি, ২০১৭।

এলজিইডি’র ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ২৩৩টি উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে ২,৫৭,৭০০ হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, পানি সংরক্ষণ, সেচ এলাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বছরব্যাপী প্রবাহমান ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে ২০টি রাবার ড্যাম তৈরি করে নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগ এবং পরিবেশবান্ধব সেচ সুবিধা বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এছাড়া, অধিদপ্তরের আওতায় জেলা উপজেলা পর্যায়ে পৌরসভাসহ নগর অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ২৪টি প্রকল্প চলমান আছে। ঢাকা শহরের যানজট নিরসনের লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীতে ফ্লাইওভার ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প [মগবাজার-মৌচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ] এর আওতায় ১২১৮.৮৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮.৭০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ফ্লাইওভারটির কাজ জুন, ২০১৭ এ সমাপ্ত হবে যার বর্তমান ভৌত অগ্রগতি ৯০ শতাংশ। ইতোমধ্যে এই ফ্লাইওভারের ২টি অংশ যানচলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, ৬২০মিঃ দৈর্ঘ্য খিলগাঁও ফ্লাইওভারের লুপ নির্মাণ কাজ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ এ সমাপ্ত হয়েছে।

বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটির (বিআরটিএ)

১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটির (বিআরটিএ) সৃষ্টি হয়। তখন থেকে সড়ক পরিবহন সেক্টরের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, তত্ত্বাবধান ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এ অথরিটি কাজ করে যাচ্ছে। মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন ও ফিটনেস প্রদান এবং রুট পারমিট ও ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু এ অথরিটির মূল কাজ। এ অথরিটি স্পর্শকাতর সড়ক পরিবহন সেক্টরের শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় অনেকটা সক্ষম হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ১,৩৫৪ কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১,৬১৯ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করা হয়েছে- যার শতকরা হার ১১৯.৫৭। ২০০৮-০৯ অর্থবছর হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত রাজস্ব আদায়ে বিআরটিএ’র লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত আদায় সারণি ১১.৩-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.৩ বিআরটিএ’র রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ও আদায়

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	লক্ষ্যমাত্রা	আদায়	আদায়ের শতকরা হার (%)
২০০৮-০৯	৫৫০০৫২৭	৬৪৬৮১৫৪	১১৭.৫৯
২০০৯-১০	৬৬০০০০০	৬৪২৫০১৪	৯৭.৩৫
২০১০-১১	৮৭০০০০০	৬৮৫২৪০১	৭৮.৭৬
২০১১-১২	৯০৩৫৮৬৩	৬৪২৩৭৪০	৭১.০৯
২০১২-১৩	১১০১২৪৬৮	৭৬৯৮৬১৬	৬৯.৯১
২০১৩-১৪	১১৫৬৫৯৫৩	৯৫২২৪৯৩	৮২.৩৩
২০১৪-১৫	১২৪৯২৩১৫	১০৬২২৯০৯	৮৫.০৪
২০১৫-১৬	১৩৫৪০১৪১	১৬১৯০১৭১	১১৯.৫৭
২০১৬-১৭*	১৭৭১৮৩৬৬	৯০৬০৭৮৮	৫১.১৪

উৎসঃ বিআরটিএ। * ফেব্রুয়ারি,২০১৭ পর্যন্ত।

বিআরটিএ সরকারি রাজস্ব আদায়ের পাশাপাশি পরিবহণ সেক্টরের সার্বিক উন্নয়নে ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায়ও গুরুত্ব ভূমিকা পালন করছে। গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধির নিমিত্ত, পরিবেশ দূষণরোধে এবং যানজট নিরসনে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- National Road Safety Action Plan,২০১৭-২০২০ এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।
- সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ২৫,০৮৩ জন পেশাজীবী গাড়ি চালককে এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ৬,৩০২ জন পেশাজীবী গাড়ি চালককে এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
- যানবাহনের ক্ষতিকর কালো ধোঁয়া হতে পরিবেশকে রক্ষার জন্য মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ক্ষতিকর কালো ধোঁয়া নির্গমনকারী যানবাহনসমূহকে চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত মোট ২,৬০,৫৯০ সেট নাম্বার প্লেট ওআরএফআইডি ট্যাগ তৈরি করা হয়েছে এবং ২,৫৬,১৫০ সেট গাড়িতে সংযোজন করা হয়েছে।এ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ১,৭৮,০৭৭টি স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স উৎপাদন ও বিতরণ করা হয়েছে।
- ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন ও ফিটনেস সার্টিফিকেট চালু রয়েছে।
- অন-লাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মোটরযানের কর ও ফি আদায় কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
- ট্যাক্সি ক্যাব সার্ভিস এর দৈন্যদশা দূর করে 'ট্যাক্সি-ক্যাব সার্ভিস গাইড লাইন-২০১৪' এর আলোকে আধুনিক, যুগপোযোগী ও পরিবেশবান্ধব ট্যাক্সি-ক্যাব সার্ভিস চালু করা হয়েছে।
- বিআরটিএ'র বিভিন্ন ডিজিটাল সার্ভিস (অনলাইন ব্যাংকিং, ডিজিটাল ড্রাইভিং লাইসেন্স, ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, বিআরটিএ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ইত্যাদি) এর ডাটাসমূহ আন্তর্জাতিক মানের কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টারে (ব্যাক-আপসহ) নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখার নিমিত্ত কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।
- বিআরটিএ'র ইনফরমেশন সিস্টেমের মাধ্যমে মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন প্রদান, ট্যাক্স টোকেন, ফিটনেস সার্টিফিকেট, রুট পারমিট ইত্যাদি ইস্যু/নবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন (বিআরটিসি)

পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৬১ সালে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিবহণের ক্ষেত্রে মান ও ভাড়া নিয়ন্ত্রণ এবং তুলনামুলকভাবে উন্নত ও মানসম্মত পরিবহণ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দেশে সাশ্রয়ী মূল্যে দ্রুত, দক্ষ, আরামপ্রদ, আধুনিক ও নিরাপদ সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করণে এ সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে থাকে। সারণি ১১.৪-এ ২০০৮-০৯ হতে ২০১৬-১৭ (ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত) অর্থবছরের বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশনের রাজস্ব আয়-ব্যয়ের বিবরণ দেয়া হলোঃ

সারণি ১১.৪: বিআরটিসি'র রাজস্ব আয়-ব্যয়

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	আয়	পরিচালন ব্যয়	পরিচালন উদ্বৃত্ত
২০০৮-০৯	৯৯.৬৩	৯৪.৮৮	৪.৭৫
২০০৯-১০	৯৮.৮১	৯১.৩১	৭.৫০
২০১০-১১	১১৫.১১	১০৯.৮৪	৫.২৭
২০১১-১২	১৭৩.৬০	১৭১.৯০	১.৭০
২০১২-১৩	২০১.৭০	১৯৮.৪৮	৩.২২
২০১৩-১৪	২৪৩.১১	২৩৩.৫৩	৯.৫৮
২০১৪-১৫	২৩৪.০৭	২৩০.৫১	৩.৫৬
২০১৫-১৬	২৬৬.৩৬	২৫৮.৩১	৮.০৫
২০১৬-১৭*	১৭২.৪৮	১৭৮.৫৮	৬.১০

উৎসঃ বিআরটিসি। *ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

‾ ।রটিসি'র উল্লেযোগ্য কার্যক্রমসমূহের অগ্রগতি:

- বর্তমানে বিআরটিসি'র যানবহরে মোট ১৫৩৮টি বাস ও ১৩৮টি ট্রাক রয়েছে। এর মধ্যে যাত্রী সেবার মান বৃদ্ধি ও যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে ২০১০-২০১৩ সাল পর্যন্ত বিআরটিসির বাস বহরে বিভিন্ন ধরনের ৯৫৮টি নতুন বাস সংযোজিত হয়েছিল। বর্তমানে বিআরটিসিতে মোট ১৯টি বাস ও ২টি ট্রাক ডিপো পরিচালিত হচ্ছে।
- বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিআরটিসি'র বাস বহর হতে ২০১৩-১৪ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৪৪টি বাস ২২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।
- মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং বেকারত্ব নিরসনের লক্ষ্যে দেশের বেকার যুব সম্প্রদায় এবং দুঃস্থ মহিলাদের মোটর ড্রাইভিং, মটর মেকানিক ও ওয়েলডিং ইত্যাদি বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন জেলায় বিআরটিসি'র ১৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ (ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত) অর্থবছরে পুরুষ ও মহিলা মিলে যথাক্রমে ৭,১৮৮ ও ৫,৪৮২ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্টাফদের যাতায়াতের সুবিধার্থে মোট ১৫টি প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ২৭০টি স্টাফ বাস পরিচালিত হচ্ছে। পাশাপাশি কোমলমতি শিশুদের যাতায়াতের সুবিধা নিশ্চিতকল্পে মিরপুর-আজিমপুর রুটে ২টি স্কুল বাস ২৬টি প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে নিয়মিত চলাচল করছে।
- ঢাকা শহরের বিভিন্ন রুটে কর্মজীবী মহিলাদের অফিসে আনা-নেয়ার জন্য বিআরটিসি মহিলা বাস সার্ভিস চালু করেছে। বর্তমানে কর্মজীবী মহিলা ছাড়াও শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য ১৮টি মহিলা বাস সার্ভিস ঢাকার ১৫টি রুটে পরিচালিত হচ্ছে।
- বর্তমানে বিআরটিসি'র যানবাহনের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধির পাশাপাশি ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলে পূর্বের চেয়ে প্রায় ২০ শতাংশ বেশি রুট বিআরটিসি যাত্রী সেবার আওতায় আনা হয়েছে। ঢাকা ও ঢাকার বাইরে মোট ৬৪১টি রুটে (স্টাফ বাসের রুটসহ) বিআরটিসি বাস চলাচল করছে।

ঢাকা মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের গণপরিবহণ ব্যবস্থাকে সমন্বিত করার লক্ষ্যে ২ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজিপুর ও নরসিংদী জেলা এর আওতাধীন। বর্তমানে ডিটিসিএ'র আওতাভুক্ত এলাকার আয়তন ৭,৪০০ বর্গকিলোমিটার। ডিটিসিএ কার্যত এর আওতাভুক্ত এলাকার পরিবহণ সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, অনুমোদন, সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করে।

ডিটিসিএ'র উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সমূহের অগ্রগতি

পরিবহণ ব্যবস্থার সমন্বয়ঃ ডিটিসিএ এর ৩১ সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিচালনা পরিষদ রয়েছে। বৃহত্তর ঢাকায় বহু মাধ্যমভিত্তিক পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরিচালনা পরিষদ নির্দেশনা প্রদান করে থাকে।

Strategic Transport Plan (STP): ২০০৫ সালে ২০ বৎসর মেয়াদি Strategic Transport Plan (STP) প্রণয়ন করা হয়। ডিটিসিএ এর অধিক্ষেত্র বৃদ্ধি, দ্রুত নগরায়ন নাগরিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ইত্যাদি কারণে Strategic Transport Plan (STP) সংশোধন করা হয়। গত ২৯ আগস্ট, ২০১৬ তারিখে সংশোধিত **STP** মন্ত্রিপরিষদ সভায় অনুমোদিত হয়।

Clearing House: SMART Card ব্যবহার করে বিভিন্ন পরিবহণ মাধ্যম যেমন– মেট্রোরেল, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট , বাংলাদেশ রেলওয়ে, বিআরটিসির বাস, বিআইডব্লিউটিসি'র নৌযানও চুক্তিবদ্ধ বেসরকারি বাসে স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিরবচ্ছিন্ন ভাবে যাতায়াতের লক্ষ্যে e–Clearing House প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম মে, ২০১৪ মাস থেকে শুরু হয়েছে। ক্লিয়ারিং হাউজের জন্য Dutch Bangla Bank Limited এর সাথে গত ২৫ জানুয়ারি, ২০১৭ চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইতোমধ্যে ৫,০০০ কার্ডসংগ্রহ করা হয়েছে এবং আরো ৬০,০০০ কার্ড সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীণ আছে।

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (MRT) Line-6: ঢাকা মহানগরীর পার্শ্ববর্তী এলাকার ক্রমবর্ধমান পরিধি ও জনসংখ্যা বিবেচনায় একটি সমন্বিত ও আধুনিক পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রণীত Strategic Transport Plan এর সুপারিশের আলোকে উত্তরা ৩য় পর্ব হতে মতিঝিল পর্যন্ত ২০ কি.মি.

দীর্ঘ মেট্রোরেল ব্যবস্থা নির্মাণের জন্য ঢাকা ম্যাস র‌্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট (MRT Line-6) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।এটি একটি Fast Track ভুক্ত প্রকল্প। প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই, ২০১২ থেকে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত। প্রকল্পটি নির্মাণ শেষে শতভাগ সরকারি মালিকানাধীন Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTC) মেট্রোরেল পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে। প্রকল্পটি Early Commissioning এর জন্য ডিসেম্বর, ২০১৯ লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সে মোতাবেক ২০১৯ সনের মধ্যে উত্তরা ৩য় পর্ব হতে আগারগাঁও পর্যন্ত এবং ২০২০ সনের মধ্যে মতিঝিল পর্যন্ত চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৪ মিনিট পর পর মেট্রোরেল চলবে এবং উভয় দিকে ৬০,০০০ যাত্রী চলাচল করবে। ৬টি কার যুক্ত প্রতিটি বৈদ্যুতিক ট্রেন ১,৯০০ যাত্রী পরিবহন করতে পারবে এবং ৩৭ মিনিটে উত্তরা হতে মতিঝিলে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে যাতায়াত করতে পারবে।সম্পূর্ণ প্রকল্পকে ৮টি Package- এ ভাগ করে বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন করা হবে।

Bus Rapid Transit (BRT) Line-3: ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসনে এবং যাত্রীসাধারণের স্বাচ্ছন্দ্যে চলাচলের কথা বিবেচনা করে কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনা Strategic Transport Plan (STP) এর সুপারিশের আলোকে ২২ কিলোমিটার দীর্ঘ BRT Line-3 নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে । ঢাকাস্থ হযরত শাহজালাল (রঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে কেরানীগঞ্জের ঝিলমিল পর্যন্ত বিস্তৃত এ গণপরিবহনে উভয় দিকে প্রতিঘন্টায় ৩০,০০০ হাজার যাত্রী পরিবহন করা যাবে। এর প্রস্তাবিত স্টেশনের সংখ্যা ১৬টি। BRT Line-3 এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন গাজীপুর হতে হযরত শাহজালাল (রঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত BRT রুটের আন্তঃসংযোগের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এতে নিরবচ্ছিন্নভাবে গাজীপুর হতে ঝিলমিল পর্যন্ত BRT System ব্যবহার করে যাতায়াত করা যাবে।

Traffic Management: ঢাকা মহানগরীর ৪টি ইন্টার সেকশনের যানজট নিরসনে Dhaka Integrated Traffic Management কারিগরি প্রকল্পের আওতায় গুলিস্তান, পল্টন, গুলশান-১ ও মহাখালী ইন্টার সেকশন উন্নয়নের লক্ষ্যে নকশা প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে। বাস্তব কাজ সহসাই শুরু হবে।

MRT-1 and MRT-5: Underground Metro Rail এর সুবিধা সম্বলিত MRT Line-1 রুট: এয়ারপোর্ট -কুড়িল -গুলশান-বাড্ডা-রামপুরা-মৌচাক-রাজারবাগ-কমলাপুর এবং পুর্বাচল-কুড়িল এবং MRT Line-5 রুট: হেমায়েতপুর-গাবতলী -টেকনিক্যাল -কচুক্ষেত -বনানী -ভাটারা পর্যন্ত নির্মাণের লক্ষ্যে প্রাক সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন হয়েছে এবং সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে।

সেতু বিভাগ

২০০৮ সালের ৩১ মার্চ যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন সেতু বিভাগ নামে আলাদা একটি বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। এ বিভাগের মূল কাজ হলো ১,৫০০ মিটার ও তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের সেতু ও টানেল নির্মাণ এবং টোল সড়ক, ফ্লাইওভার, এক্সপ্রেসওয়ে, লিংক রোড ইত্যাদি নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা। সেতু বিভাগের আওতায় একমাত্র সংস্থা ‘বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এর উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডসমূহ নিম্নরূপঃ

বঙ্গবন্ধু সেতু

একটি সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থার আওতায় যমুনা নদী দ্বারা বিভক্ত দেশের দু'টি অঞ্চলকে একীভূত করে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে দেশের সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালের যমুনা নদীর উপর ৩৭৪৫.৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪.৮ কিলোমিটার দীর্ঘ বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণ করা হয়। বঙ্গবন্ধু সেতুতে সড়ক পথের পাশাপাশি মিশ্রগেজ রেল লাইন স্থাপন করায় রাজধানী ঢাকার সাথে রাজশাহী, লালমনিরহাট, দিনাজপুর এবং খুলনার মধ্যে সরাসরি রেল যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। স্বল্প সময়ে ঢাকা হতে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে খুব সহজেই যাতায়াত সম্ভব হচ্ছে। এ সেতুর উপর দিয়ে সড়ক ও রেল পথের সুবিধা ছাড়াও বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং ফাইবার অপটিক টেলিফোন লাইন স্থাপন করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণের ফলে যাতায়াত ব্যবস্থা যেমন সহজতর হয়েছে তেমনি উত্তরাঞ্চলে কৃষি পণ্যাদি উৎপাদনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষক তার পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাচেছ। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি উত্তরাঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠছে। দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ সেতু গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ২০০৮-০৯ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু সেতু হতে টোল বাবদ রাজস্ব ায়ের পরিমাণ সারণি ১১.৫ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.৫: বঙ্গবন্ধু সেতু হতে সংগৃহীত টোলের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বৎসর	লক্ষ্যমাত্রা	রাজস্ব আদায়	আদায়ের হার (%)
২০০৮-০৯	১৮১.৫৩	২১২.৪৪	১১৭.০০
২০০৯-১০	২৩০.০০	২৪৩.৯৩	১০৬.০০
২০১০-১১	২৬০.০০	২৬৭.৬৬	১০২.৯৪
২০১১-১২	৩১২.২১	৩০৪.৬৬	৯৭.৫৮
২০১২-১৩	৩৩৫.৪০	৩২৫.২০	৯৬.৯৬
২০১৩-১৪	৩৫৮.৯৮	৩২৩.৩৮	৯০.২৩
২০১৪-১৫	৩৬৫.১৩	৩৪৯.০৮	৯৫.৬০
২০১৫-১৬	৩৯১.৯৭	৪০২.৪৩	১০২.৬৬
২০১৬-১৭*	৪৫৬.৬৮	৩০৬.৬৬	৬৭.১৪

উৎসঃ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ। *ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী (মুক্তারপুর) সেতু

রাজধানী ঢাকা শহরের সাথে পার্শ্ববর্তী বাণিজ্যিক এলাকা মুন্সীগঞ্জ জেলার সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঢাকা-মুন্সীগঞ্জ সড়কে ধলেশ্বরী নদীর ওপর ২০০৮ সালে ১৯৭.৩৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ১,৫২১ মিটার দীর্ঘ ৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী (মুক্তারপুর) সেতুর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়।

পদ্মা সেতু নির্মাণ

বর্তমান সরকার দেশের সকল অঞ্চলের মধ্যে সুষ্ঠু এবং সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাওয়া-জাজিরা অবস্থানে পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্পকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। ২৮,৭৯৩.৩৯ কোটি টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে এখন পর্যন্ত সর্ববৃহৎ এই অবকাঠামোর বাস্তবায়ন কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে। ৬.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সেতু ২০১৮ সাল নাগাদ যানবাহন পারাপারের জন্য খুলে দেয়া সম্ভব হবে আশা করা যায়। পদ্মা সেতু প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ প্যাকেজ সমূহের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

- মূল সেতুর ভৌত অগ্রগতি প্রায় ৪০ শতাংশ। ইতঃপূর্বে ২৫টি পাইলের Bottom ৭০ মিটার এবং ১৯টি পাইলের সম্পূর্ণ ১২৮ মিটার পর্যন্ত ড্রাইভ ও মূল সেতুর মোট ৩০,০০০ মিটার এর মধ্যে ২০,০০০ মিটার স্টীল পাইল ফেব্রিকেশন সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, মোট ১,২৯,০০০ টন স্টীল প্লেটের মধ্যে ১,২৫,০০০ টন স্টীল প্লেট ইতোমধ্যে সাইটে পৌঁছেছে। চীন ও বাংলাদেশে সু স্ট্রাকচার এর 3D Assembling কাজ চলমান আছে।
- মাওয়া Construction Yard এ ১৫০ মিটার স্প্যানের ৪টি ট্রাস ফেব্রিকেশনের কাজ চলমান আছে। ইতোমধ্যে মূল সেতুর ৮টি টেস্ট পাইলের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ভায়াডাক্টের একটি অতিরিক্ত টেস্ট পাইলের কাজ এবং সেতুর alignment বরাবর ১৫০ মিটার প্রশস্ত করে চ্যানেল তৈরির কাজ চলমান আছে।
- জাজিরা ভায়াডাক্টের ৫৬টি Bored pile এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং পাইলের ক্যাপ তৈরির কাজ চলমান আছে। এছাড়াও ট্রান্সিশন পিয়ারের ৩মিটার ডায়া বিশিষ্ট ৪টি Bored pile সম্পন্ন হয়েছে।
- নদীশাসন কাজের ভৌত অগ্রগতি ২৯ শতাংশ। নদীশাসন কাজের বিভিন্ন সাইজের রক, স্টোনচিপস, সিলেট বালি, সিমেন্ট ও অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রী সাইটে Mobilisation প্রক্রিয়াধীন আছে।
- পুনর্বাসন খাতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ৬০৩.১৭ কোটি টাকা অতিরিক্ত সহায়তা বাবদ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। পুনর্বাসন সাইটগুলোতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ২১০৩টি প্লট ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে হস্তান্তর করা হয়েছে। এদের মধ্যে ৬০৮ ভূমিহীন (ক্ষতিগ্রস্ত) পরিবারকে বিনামূল্যে প্লট প্রদান করা হয়েছে। পদ্মা সেতুর উভয় প্রান্তে পুনর্বাসন ও সার্ভিস এরিয়া এলাকাগুলোতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত সর্বমোট ৮৭,৪৫৭টি গাছ লাগানো হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিকভৌত অগ্রগতি (ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত) ৪০.৫ শতাংশ হয়েছে।

সেতু নির্মিত হলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ১৯টি জেলা রাজধানী ঢাকা ও পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। নির্মীয়মান পদ্মা সেতু প্রস্তাবিত এশিয়ান হাইওয়ে AH-1 এ অবস্থিত হওয়ায় এ সেতু বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ব্যবস্থাসহ দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে অবস্থিত দেশগুলোর মধ্যে যাতায়াত ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হবে। এ সেতু বাস্তবায়িত হলে জাতীয় জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ১.২ শতাংশ বৃদ্ধি এবং প্রতি বছর ০.৮৪ শতাংশ হারে দারিদ্র্য নিরসনের মাধ্যমে দেশের আর্থ াজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

..া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ

ঢাকা শহরের যানজট সমস্যা সমাধানে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত ৮৯৪০.১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি ভিত্তিতে নির্মাণে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান “Italian-Thai Development Public Company Limited” এর সাথে গত ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৩ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। র‍্যাম্পসহ মোট ৪৬.৭৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এ এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে এবং ইতঃমধ্যে ৫৬৫টি পাইল ড্রাইভ সম্পন্ন হয়েছে। ২০২০ সাল নাগাদ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে আশা করা যায়। ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মিত হলে ঢাকা শহরে আরও প্রায় ৪৭ কিলোমিটার নতুন সড়ক যোগ হবে। এ শহরের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন এলাকা যেমন, বিমানবন্দর, কুড়িল, মহাখালী, তেজগাঁও, মানিকমিয়া এভিনিউ, পলাশী, সোনারগাঁও মোড়, অতিশ দীপংকর সড়ক, মতিঝিল ইত্যাদি স্থানের জনগণ এ এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে উঠা-নামা করতে পারবে এবং যানজটের কারণে বর্তমানে বহু সংখ্যক গাড়ির যে জ্বালানি ও মানুষের কর্মঘণ্টা নষ্ট হয় তা বহুলাংশে হ্রাস পাবে।

কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ

চট্টগ্রাম শহরের পশ্চিম অংশের সাথে পূর্ব অংশের সংযোগ স্থাপন, যানজটনিরসন, ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার সরাসরি সড়ক যোগাযোগ সহজিকরণ, চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর এবং প্রস্তাবিত গভীর সমুদ্র বন্দরের পণ্য পরিবহনের লক্ষ্যে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে ৮৪৪৬.৪৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩.৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ টানেল নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এটি নির্মাণে China Communications Construction Company (CCCC) Ltd. এর সাথে বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২০২০ সাল নাগাদ এ টানেলের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়।

বিআরটি লেন নির্মাণ (এলিভেটেড অংশ)

২,০৩৯.৮৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ‘সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট’ এর আওতায় গাজীপুর হতে শাহাজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ Bus Rapid Transit বা BRT লেন নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড অংশ সেতু বিভাগের অধীনস্থ সংস্থা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন করবে। ইতোমধ্যে এলিভেটেড অংশের বিস্তারিত ডিজাইন সম্পন্ন হয়েছে।

ঢাকা-আশুলিয়া এবং ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ

হযরত শাহ জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে ইপিজেড পর্যন্ত প্রায় ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। এটি জি-টু-জি ভিত্তিতে নির্মাণে চীন সরকার কর্তৃক মনোনীত প্রতিষ্ঠান China National Import and Export Corporation (CMC) এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। তাছাড়া, সাভারের হেমায়েতপুর হতে সিরাজদিখান হয়ে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের মদনপুর পর্যন্ত প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেওয়ে নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা জুন, ২০১৭ নাগাদ সম্পন্ন হবে। প্রস্তাবিত এক্সপ্রেসওয়ে দুটি নির্মিত হলে ঢাকা ও এর পাশ্ববর্তী অংশে যানজট হ্রাস ছাড়াও চট্টগ্রাম, সিলেটসহ পূর্বাঞ্চল এবং পদ্মা সেতু হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের যানবাহনসমূহ ঢাকা শহরে প্রবেশ না করে সরাসরি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাসমূহে এবং উত্তরাঞ্চল থেকে আগত যানবাহনসমূহ ঢাকাকে বাইপাস করে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সরাসরি যাতায়াত করতে পারবে।

ঢাকা শহরে সাবওয়ে (আন্ডারগ্রাউন্ড মেট্রো) নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা

ঢাকা শহরে যানজট নিরসনে সাবওয়ে বা আন্ডারগ্রাউন্ড মেট্রো নির্মাণের প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ জন্য প্রাথমিকভাবে চারটি রুট এলাইনমেন্ট চিহ্নিত করা হয়েছে। এটি নির্মাণের লক্ষ্যে শীঘ্রই সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করা হবে।

যমুনা নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা

গাইবান্ধা এবং জামালপুর জেলার সংযোগকারী যমুনা নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

অন্যান্য বৃহৎ সেতু নির্মাণ

দেশের সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক নিরবচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে সেতু বিভাগের অধীনে আরও নতুন নতুন সেতু নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে দক্ষিণাঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলার “রহমতপুর-বাবুগঞ্জ-মূলাদি-হিজলা সড়কে আড়িয়াল খাঁ নদীর উপর”, “লেবুখালী-দুমকী-বগা-দশমিনা-গলাচিপা-আমড়াগাছি সড়কে গলাচিপা নদীর উপর”, “কচুয়া-বেতাগী- পটুয়াখালী- লোহালিয়া-কালিয়া সড়কে পায়রা নদীর উপর” সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে। প্রস্তাবিত ৩টি সেতু নির্মাণে ১৪.২৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে পিডিপিপি

নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের অর্থসহায়তা চাওয়া হয়েছে। অর্থায়ন নিশ্চিত সাপেক্ষে যথাসময়ে এ সেতুগুলোর নির্মাণ কাজ শুরু করা সম্ভব হবে আশা করা যায়।

তাছাড়া, পটুয়াখালী-আমতলী-বরগুনাসড়কে পায়রা নদীর উপর, বাকেরগঞ্জ-বাউফল সড়কে কারখানা নদীর উপর, ভুলতা-আড়াইহাজার-নবীনগর সড়কে মেঘনা নদীর উপর এবং বরিশাল ও ভোলার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে তেতুলিয়া ও কালাবদর নদীর উপর অর্থাৎ মোট ০৪টি সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

খ.রেল যোগাযোগ

বাংলাদেশ রেলওয়েকে গণপরিবহণের নির্ভরযোগ্য, সাশ্রয়ী, পরিবেশবান্ধব, যুগোপযোগী ও গণমুখী করার লক্ষ্যে রেলপথ বিভাগকে গত ৪ ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয়ে উন্নীত করা হয়েছে। অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় রেলওয়ের উন্নয়নের জন্য অধিক অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০০৯-১৬ সাল পর্যন্ত ৬,৮৩৪.৩৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪০টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়েতে ৪৮টি (উপ-প্রকল্প সহ ৪১টি বিনিয়োগ প্রকল্প ও ৭টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প) উন্নয়ন প্রকল্প চলমান আছে। প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে থোকসহ ৯,১১৪.৯৬কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ রেলওয়ে ২৩৬.৮৭ কিঃমিঃ রেলপথ, ১৭৯টি সেতু, ৬৭টি স্টেশন বিল্ডিং নতুন নির্মাণ এবং ২৪৮.৫০ কিঃমিঃ রেলপথ ডুয়েল গেজে রূপান্তর করা হয়েছে। এছাড়াও ১,০৯০.৪৩ কিলোমিটার রেলপথ, ৫৯৭টি সেতু, ১৬০টি স্টেশন বিল্ডিং, ২৮৮টি যাত্রীবাহী কোচ, ২৭৭টি ওয়াগন পুনর্বাসন করা হয়েছে। রোলিংস্টকের সমস্যা দূরীকরণের জন্য ২০টি এমজিলোকোমোটিভ, ২৬টি বিজি লোকোমোটিভ, ২৭০টি যাত্রীবাহী গাড়ী, ২০সেট ডিইএমইউ, ১৬৫টি বিজি এবং ৮১টি এমজি ট্যাংক ওয়াগন, কন্টেইনার পরিবহণের জন্য ২৭০টি ফ্ল্যাট ওয়াগন এবং ৩০টি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ করা হয়েছে।

রেলওয়ে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দোহাজারি-কক্সবাজার - ঘুমধুম (১২৯.৫৮ কি:মি:), কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া- গোপালগঞ্জ- টুঙ্গিপাড়া (১৩২কি:মি:), পাঁচুরিয়া-ফরিদপুর-ভাঙ্গা (৬০কি: মি:), ঈশ্বরদী-পাবনা-ঢালারচর (৭৮.৮০কি:মি:) এবং খুলনা- মংলা (৬৪.৭৫কি:মি:) নতুন রেললাইন নির্মাণ/পুনঃনির্মাণের কার্যক্রম চলমান আছে। পদ্মা সেতুর উপর দিয়ে রেল সার্ভিস চালু করার লক্ষ্যে পদ্মা সেতুর উদ্বোধনের দিন হতে রেল সার্ভিস চালু করার জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা-নড়াইল-যশোর পর্যন্ত ১৬৯ কিঃমিঃ রেল লাইন নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এছাড়াও, পায়রা বন্দরের সাথে রেল সংযোগের জন্য 'বিশদ নকশা প্রণয়ন ও দরপত্র দলিল প্রস্তুতসহ ভাঙ্গা জংশন (ফরিদপুর) হতে বরিশাল হয়ে পায়রাবন্দর পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা'-শীর্ষক একটি সমীক্ষা প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।

জনগণের প্রত্যাশা পূরণ এবং সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের নিমিত্ত রেলওয়ের সেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর রংপুর-ঢাকা, ঢাকা-সিলেট এবং ময়মনসিংহ-বঙ্গবন্ধুসেতু পূর্বসহ বিভিন্ন রুটে মোট ১০৬টি নতুন ট্রেন চালু করা হয়েছে এবং ৩০টি ট্রেনের সার্ভিস বৃদ্ধি করা হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য ই-টিকেটিং কার্যক্রমের আওতায় মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে টিকেট প্রাপ্তি এবং ট্রেনের তথ্যাদি জানার সুবিধা চালু করা হয়েছে।ঢাকা-চট্টগ্রামসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে করিডোরকে ডাবল লাইনে উন্নীত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে, ইতোমধ্যে লাকসাম-চিনকি আস্তানা এবং টঙ্গী-ভৈরববাজার সেকশন ডাবল লাইনে উন্নীত করা হয়েছে ও এপ্রোচসহ ২য় ভৈরব ও ২য় তিতাস সেতু নির্মাণের কাজ চলমান আছে। জাইকা অর্থায়নে যমুনা নদীর উপর নির্মিত বঙ্গবন্ধু সেতুর সমান্তরালে ১টি রেল সেতু নির্মাণ প্রকল্প একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়াও, ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ঋণের আওতায় খুলনা-দর্শনা সেকশন ডাবল লাইনে উন্নীত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে চলমান প্রকল্পের আওতায় রোলিং স্টক সংকট নিরসনকল্পে ১০০টি এমজি লোকোমোটিভ, ৫৫০টি এমজি এবং ১৫০টি বিজি যাত্রীবাহী কোচ সংগ্রহের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও, রেলওয়ের পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য ২০ বছর মেয়াদী একটি মাস্টারপ্ল্যান অনুমোদিত হয়েছে। মাস্টারপ্ল্যানে ৪টি পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য ২,৩৩,৯৪৪.২১ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৩৫টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে। এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হওয়ার পর রেলওয়ের সেবার মান অনেক বৃদ্ধি পাবে এবং বাংলাদেশ রেলওয়ে একটি আধুনিক গণপরিবহন মাধ্যমে পরিণত হবে। ২০০৮-০৯ হতে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্বিক কর্মকান্ডের টি তথ্য সারণি ১১.৬-এ দেখানো হলোঃ

সারণিঃ ১১.৬:বা য়র সার্বিক কর্মকাণ্ড

অর্থ বছর	যাত্রী পরিবহন কিঃ মিঃ হিসেবে (মিলিয়ন)	পণ্য পরিবহন টন কিঃ মিঃ হিসেবে (মিলিয়ন)	*রাজস্ব আয় (কোটি টাকায়)	রাজস্ব ব্যয় (কোটি টাকায়)
২০০৮-০৯	৬৮০০.৭৩	৮০০.১৫	৭৩৭.৯২	১১৭২.৭৪
২০০৯-১০	৭৩০৪.৯৫	৭১০.০৬	৬৭৩.১৬	১২৫৭.২০
২০১০-১১	৮০৫১.৯২	৬৯২.৬৪	৭.০৭	১৪৯১.৮২
২০১১-১২	৮৭৮৭.২৩	৫৮২.১১	৭২৬.৪২	১৫৬৭.১২
২০১২-১৩	৮২৫৩.৪২	৫২৫.৩৭	৮০৪.২৬	১৫৬২.৩৮
২০১৩-১৪	৮১৩৪.৭০	৬৭৭.৩৫	৮০০.১৭	১৬০১.৬৯
২০১৪-১৫	৮৭১১.৩৬	৬৯৩.৮৪	৯৩৫.৪৫	১৮০৮.২৯
২০১৫-১৬*	৯১৬৭.১৮	৬৭৫.০৯	৯০৪.০২	২২২৯.২২

উৎসঃ রেলপথ মন্ত্রণালয়। *সাময়িক।

গ. নৌযোগাযোগ

সাশ্রয়ী, পরিবেশ বান্ধব ও নিরাপদ যোগাযোগব্যবস্থা হিসেবে নৌপথের সর্বোচ্চ ব্যবহারের লক্ষ্যে নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ অবকাঠামোর উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। আধুনিক বন্দর ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন নৌযান চলাচল নিশ্চিতকরণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং দক্ষ ও সাশ্রয়ী নৌপরিবহণ সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান প্রভৃতি কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থাগুলোর মধ্যে কতিপয় সংস্থার কার্যক্রম নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, সংরক্ষণ, পরিচালন সংরক্ষণ, নিরাপদ নৌযান চলাচল নিশ্চিতকরণ, অভ্যন্তরীণ নৌবন্দরসমূহের উন্নয়ন, বিভিন্ন লঞ্চঘাটে পন্টুন ও ল্যান্ডিং সুবিধাদি প্রদান, উচ্ছেদকৃত নদীতীরভূমির পুনঃদখলরোধে ওয়াকওয়েসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ, ঢাকার চারপাশের নৌপথ সচলকরণ, অভ্যন্তরীণ নৌপথে কন্টেইনার পণ্য পরিবহনের অবকাঠামো সৃষ্টি, ডিজিটাল পদ্ধতিতে হাইড্রোগ্রাফিক চার্ট প্রণয়ন, ইত্যাদি করে থাকে।

২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে বিআইডব্লিউটিএ’র মোট ১০টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এসব প্রকল্পের মধ্যে সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন

প্রকল্পের সংখ্যা ৩টি। জিওবি এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন উক্ত প্রকল্পসমূহের বিপরীতে চলতি এডিপিতে বরাদ্দ রয়েছে যথাক্রমে ৫২৪.৬৩ কোটি টাকা এবং ২৭ কোটি টাকা। এ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে যথাক্রমে মোট ১৪৪.৬১ কোটি টাকা এবং ১১.৭২ কোটি টাকা। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের রাজস্ব আয় হয়েছে ৫০৬.৬৪ কোটি টাকা। সারণি-১১.৭ এ ২০০৮-০৯ হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত বিআইডব্লিউটিএ’র রাজস্ব আয়-ব্যয়ের বিবরণী দেয়া হলোঃ

সারণি-১১.৭ বিআইডব্লিউটিএ’র আয়-ব্যয়ের বিবরণঃ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	আয়	প্রকৃত ব্যয়	নীটলাভ/নীট লোকসান (+/-)
২০০৮-০৯	১৬০.২২	১৬০.৫৩	-০.৩১
২০০৯-১০	১৭৫.৩৩	১৮২.৮৬	-৭.৫২
২০১০-১১	২৩৭.৫৩	২৩৯.১০	-১.৫৭
২০১১-১২	২৯০.৭৮	২৭২.৯১	১৭.৮৭
২০১২-১৩	৩৪৯.০৯	৩২৯.৪০	১৯.৬৯
২০১৩-১৪	৩২০.০৪	৩৭৭.৬১	-৫৭.৫৭
২০১৪-১৫	৩৫৮.৫৮	৩৮৫.২৯	২৬.৭১
২০১৫-১৬	৫০৬.৬৪	৫২৪.৬৬	১৮.০২
২০১৬-১৭*	৩০৫.৫৪	২৮২.২৩	২৩.৩১

উৎসঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ। *ডিসেম্বর, ১৬পর্যন্ত।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ প্রতি বছর অভ্যন্তরীণ নৌপথের বিভিন্ন স্থানে উন্নয়ন ও সংরক্ষণ খনন/ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। যাত্রী ও মালামাল পরিবহন সহজতর করা এ কার্যক্রমের লক্ষ্য। ২০০৮-০৯ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত মেয়াদে অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন নৌপথে সম্পাদিত উন্নয়ন ও সংরক্ষণ খনন (Capital and maintenance dredging)-এর পরিমাণ সারণি-১১.৮তে দেখানো হলোঃ

সারণি-১১.৮ বিআইডব্লিউটিএ’র অর্থবছরভিত্তিক উন্নয়ন ও সংরক্ষণ খননের পরিমাণ

অর্থবছর	খনন/ড্রেজিংয়ের পরিমাণ (লক্ষ ঘনমিটার)		
	উন্নয়ন খনন	সংরক্ষণ খনন	মোট
২০০৮-০৯	৯.১১	২৩.৩৫	৩২.৪৬
২০০৯-১০	৫.০০	৩৪.৯৬	৩৯.৯৬
২০১০-১১	২৫.৫৪	৪০.১৬	৬৫.৭০
২০১১-১২	২৪.৪৮	৪৩.৬২	৬৮.১০
২০১২-১৩	৫১.৯৮	৪৪.৬৬	৯৬.৬৪
২০১৩-১৪	৪৭.০২	৫৭.৯০	১০৪.৯২
২০১৪-১৫	১২০.১৫	৫০.৭৭	১৭০.৯২
২০১৫-১৬	১২৭.৬১	৫৬.৭২	১৮৪.৩৩
২০১৬-১৭*	৫৫.৫১	৭৪.৩৬	১২৯.৮৭

উৎসঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ। *জানুয়ারি,২০১৭ পর্যন্ত।

উল্লিখিত খনন/ড্রেজিং কার্যক্রম ছাড়াও বিআইডব্লিউটিএ বিগত ৪ বছরে উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন ১৪টি ড্রেজার ও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি উদ্ধারকারী জলযান সংগ্রহ; বিভিন্ন ধরনের নৌ-সহায়ক যন্ত্রপাতিসহ (Lighted Buoy, Steel Lighted Buoy, Bridle Chain, Solar Panel ও R.C.C Sinker প্রভৃতি) অন্যান্য আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম সংগ্রহ ও স্থাপন; অভ্যন্তরীণ নৌপথের বিভিন্ন ফেরীঘাট, লঞ্চঘাট ও ওয়েসাইড ঘাটে ৮৫টি নতুন পন্টুন স্থাপন; উচ্ছেদকৃত নদীতীর পুনঃদখল রোধে ২০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যে ওয়াকওয়েসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ, মাঝারি ও বড় ধরনের মেরামত শেষে মোট ১৬০টি নানা আকারের পন্টুন বিভিন্ন লঞ্চঘাট ও নদী বন্দরে স্থাপন প্রভৃতি কার্যক্রম সম্পন্ন করায় যাত্রী সাধারণ ও মালামাল ওঠানামা নিরাপদ ও সহজতর হয়েছে।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি)

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) ১৮৪টি জলযানের মাধ্যমে নৌ পথে সাশ্রয়ী ও সেবা বান্ধব উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন সার্ভিসে সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাম্প্রতিককালে বিআইডব্লিউটিসি প্রায় ২৫,৮২৯.৩৯ লক্ষ টাকায় ১৭টি ফেরী, ৮টি পন্টুন, ৪টি সী-ট্রাক, ১২টি ওয়াটার বাস, ২টি ঘাট পন্টুন এবং ২টি যাত্রীবাহী জাহাজসহ সর্বমোট ৪৫টি নতুন জলযান নির্মাণ করে।নতুন জলযান নির্মাণ ছাড়াও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৫৩২১.৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিআইডব্লিউটিসি'র ৪টি রো রো ফেরি, ২টি কে-টাইপ ফেরি এবং ৬টি পন্টুন পুনর্বাসন করা হয়েছে এবং ৯.০১ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০০৯-১০ সালে ঘূর্ণিঝর সিডরে ক্ষতিগ্রস্থ বিভিন্ন অবকাঠামোসহ ল্যান্ডিং সুবিধা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

সার্ভিস পরিচালনায় ডিজিটাল পদ্ধতির প্রর্বতনের লক্ষ্যে ফেরী ও যাত্রীবাহী জাহাজসহ সংস্থার ৪২টি জাহাজে Vessel Tracking System (VTS) স্থাপন করা হয়েছে। ঢাকা-বরিশাল-মোড়লগঞ্জ যাত্রীবাহী সার্ভিসে ই-টিকেটিং সিস্টেম চালুর লক্ষ্যে অনলাইন সার্ভিস কার্যকর করা হয়েছে। পাটুরিয়া, দৌলতদিয়া ও কাজিরহাট ফেরি ঘাটে "Fare Automation System and Rapid Pass" চালুর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

বিআইডব্লিউটিসি ফেরী সার্ভিস ও যাত্রীবাহী সার্ভিসের সেবার মান অধিকতর উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং নৌ পথে কন্টেনার সার্ভিস প্রবর্তনের জন্য এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৪টি কন্টেনারবাহী জাহাজ নির্মাণ শেষে জুন, ২০১৭ এ সার্ভিসে নিয়োজিত করা হবে। এডিপিভুক্ত ও নিজস্ব অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্পের আওতায় ২টি উপকূলীয় যাত্রীবাহী জাহাজ ২টি অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী জাহাজ, ২টি ইমপ্রুভড কে-টাইপ ফেরী ও ২টি মিনি ইউটিলিটি ফেরী নির্মাণাধীন রয়েছে। সংস্থার সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে ৮.৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে মিডিয়াম ফেরী ঢাকা ও কুমিল্লা পুনর্বাসন আওতায় ফেরী 'কুমিল্লা' পুনর্বাসন শেষে সার্ভিসে নিয়োজিত করা হয়েছে এবং ফেরী 'ঢাকা'র পুনর্বাসন কাজ খুব শীঘ্রই শেষ হবে।

বিআইডব্লিউটিসি'র বাণিজ্যিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ১০৪৬.৮৫ কোটি টাকায় 'বিআইডব্লিউটিসি'র জন্য ৩৫টি বাণিজ্যিক ও ৮টি সহায়ক জলযান সংগ্রহ এবং ২টি নতুন স্লিপওয়ে নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, যার আওতায় ৩টি রিভার ক্রুজার, ৪টি অভ্যন্তরীণ ও ৩টি উপকূলীয় যাত্রীবাহী জাহাজ, ৮টি সী-ট্রাক, ৬টি কে-টাইপ, ৬টি ইউটিলিটি ফেরি, ২টি ট্যাংকার, ২টি ফায়ার ফাইটিং কাম-স্যালভেজ টাগ, ১টি কেবিন ক্রুজার কাম-ইন্সপেকশন বোট সংগ্রহসহ বিআইডব্লিউটিসি ডকইয়ার্ডের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২টি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন উইঞ্চ ফর স্লিপওয়ে নির্মাণ করা হবে। ২০০৯-১০ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বিআইডব্লিউটিসির মোট আয়-ব্যয় ও লাভ-লোকসানের বিবরণ সারণি ১১.৯-তে দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.৯ বিআ **আয়-ব্যয়ের বিবরণ**

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	আয়	প্রকৃত ব্যয়	অপারেশনাল লাভ	সুদ ও অবচয়	আয়কর	লভ্যাংশ প্রদান	নীট মুনাফা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২০০৯-১০	২০০.১৩	১৫০.১০	৫০.০৩	১৮.৩০	০.০০	৩.০০	২৮.৭৩
২০১০-১১	২১১.৯৯	১৫৩.৮১	৫৮.১৮	২১.১০	০.০০	৫.০০	৩২.০৮
২০১১-১২	২২৯.৬৮	১৮৩.৪৮	৪৬.২০	২১.৯২	০.০০	৫.০০	১৯.২৮
২০১২-১৩	২৭২.২১	১৯০.৯৯	৮১.২২	২৩.১৪	০.০০	২.০০	৫৬.০৮
২০১৩-১৪	২৯৭.৩৫	২০৭.২০	৯০.১৫	২৪.৮৮	০.০০	৩.০০	৬২.২৭
২০১৪-১৫	৩৬২.৭২	২৩৮.২৯	৮৮.৪৩	২৮.১৪	০.০০	৩.০০	৫৭.২৯
২০১৫-১৬	৩৫৯.১৮	২৬৩.৫০	৯৫.৬৮	৪০.৬৬	৩.৬০	৩.০০	৪৮.৪২

উৎসঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহণ কর্পোরেশন, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধির হার বর্তমানে গড়ে শতাংশ ১২ থেকে ১৪ শতাংশ। অর্থনীতির ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম বন্দরের অপরিসীম গুরুত্ব বিবেচনা করে সরকার বন্দরের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সরকার কর্তৃক প্রতিবেশি দেশ সমূহকে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের যে প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়েছে তা প্রতিপালনে চট্টগ্রাম বন্দর প্রস্তুত এবং এ লক্ষ্যে বন্দর কর্তৃপক্ষ কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী বন্দরের দক্ষতা পরিমাপের সূচক হচ্ছে বন্দরের জাহাজের অবস্থানকাল সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখা। বিগত ২০০৭ সালে চট্টগ্রাম বন্দরে কন্টেইনার জাহাজের গড় অবস্থানকাল ছিল ৫.০২ দিন। বন্দর প্রশাসনের নিরলস প্রচেষ্টায় ২০১৬ সালে জেটি বার্থে তা দাঁড়িয়েছে গড়ে ২.৮৭ দিন এবং তা অদ্যাবধি অব্যাহত রয়েছে। বন্দরের পরিচালন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন তথা দক্ষতা উন্নয়নের জন্য জাহাজের অবস্থানকালের পাশাপাশি কন্টেইনারের অবস্থান কালও সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখা বাঞ্ছনীয়। বিগত ২০০৭ সালে চট্টগ্রাম বন্দরের কন্টেইনারের গড় অবস্থান ছিল প্রায় ২২.১২ দিন। বন্দর প্রশাসনের নিরলস প্রচেষ্টায় ২০১৬ সালে তা প্রায় ১১.৫৪দিনে নামিয়ে আনা হয়েছে। সারণি ১১.১০-এ ২০০৮-০৯ থেকে ২০১৬-১৭ (জানুয়ারি, ২০১৭) অর্থ বছর পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দরের আয়-ব্যয়ের সার্বিক পরিসংখ্যান দেখানো হলোঃ

সারণিঃ ১১.১০ চট্টগ্রাম বন্দরের আয় ব্যয়ের পরিসংখ্যান

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়	রাজস্বউদ্বৃত্ত
২০০৮-০৯	১১৩৩.৭২	৪৫৭.৫১	৬৭৬.২১
২০০৯-১০	১১৫৫.৩৫	৬২৪.৭৮	৫৩০.৫৭
২০১০-১১	১৪৫৩.১৫	৬৩৪.১৩	৮১৯.০২
২০১১-১২	১৫২৯.৯২	৬৫২.৬২	৮৭৭.৩০
২০১২-১৩	১৫৭০.৩৭	৮০৩.০০	৭৬৭.৩৭
২০১৩-১৪	১৬৩৪.৩২	৮১৫.৬৫	৮১৮.৬৭
২০১৪-১৫	১৮৭৬.৮২	৮৬০.৯৫	১০১৫.৮৭
২০১৫-১৬	২০২০.১১	১০৬৫.৭১	৯৫৪.৪০
২০১৬-১৭ *	১৫৭৮.৮১	৮০১.৬১	৭৭৭.২০

উৎসঃ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ,নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়।

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

১৯৫০ সালের ১ ডিসেম্বর মোংলা বন্দরের গোড়াপত্তন হয়। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে মোংলা বন্দর বর্তমানে আধুনিক বন্দরে রুপান্তরিত হয়েছে। এ বন্দরে বর্তমানে ৬টি জেটি, ৬টি মুরিং বয়া, ১৬টি এ্যাংকোরেজ এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন ৭টি প্রতিষ্ঠানের জেটির মাধ্যমে মোট ৩৫টি জাহাজ একসাথে হ্যান্ডেল করা সম্ভব। ৪টি ট্রানজিট শেড, ২টি ওয়ার হাউজ, ৪টি কন্টেইনার ইয়ার্ড, ২টি কার পার্কিং ইয়ার্ড এর মাধ্যমে মোংলা বন্দরে বার্ষিক ১০০ লক্ষ মেট্রিক টন কার্গো এবং ৭০ হাজার টিইউজ কন্টেইনার এবং ৬,০০০টি গাড়ি হ্যান্ডলিং এর সক্ষমতা রয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত মোংলা বন্দরে ৫২.১৮ লক্ষ মেট্রিক টন মালামাল ও ১৮২৭৩ টিইউজ কন্টেইনার, ১০৪৯০টি গাড়ি ছাড় করা হয়। এ বাবদ ১৪৭.০০ কোটি টাকা রাজস্ব অর্জিত হয়েছে। নিম্নে সারণি ১১.১১ এ ২০০৮-০৯ হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত মোংলা বন্দরের রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের পরিসংখ্যান দেখানো হলোঃ

সারণিঃ ১১.১১ মোংলা বন্দরের রাজস্ব, আয় ও ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	মুনাফা/লোকসান
২০০৮-০৯	৫৮.৪০	৫৫.৪৩	২.৯৭
২০০৯-১০	৬৬.৪৯	৬৪.২২	২.২৭
২০১০-১১	৮৫.৫২	৬৩.৬৯	২১.৮৩
২০১১-১২	১০৫.৮১	৭১.৬৬	৩৪.১৫
২০১২- ১৩	১৩৮.০৮	৯৪.১৩	৪৩.৯৫
২০১৩- ১৪	১৫৫.৭৩	১০২.১০	৫৩.৬৩
২০১৪-১৫	১৭০.১৭	১০৯.৪৮	৬০.৬৯
২০১৫-১৬	১৯৬.৬২	১৩১.৯০	৬৪.৭২
২০১৬-১৭*	১৪৭.০০	১০৩.০০	৪৪.০০

উৎসঃ মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ। * ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

মোংলা বন্দর ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে পদ্মা সেতু নির্মাণ, খুলনা-মোংলা রেললাইন স্থাপন, খানজাহান আলী বিমান বন্দর নির্মাণ, মোংলা বন্দরের সন্নিকটে রামপালে বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ উদ্যোগে ১,৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, মোংলা বন্দর এলাকায় ভারত -বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা এবং মোংলা ইপিজেড সম্প্রসারণসহ ইত্যাদি কাজ উল্লেখযোগ্য। এসব কাজ আগামী ২০১৮-২০ সালের মধ্যে সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়।

মোংলা বন্দরে বর্তমানে মোট ৬৯৫.৫০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন এবং ৮টি প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন আছে। বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অধীনে বিভিন্ন ধরণের ৩০টি কন্টেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, ২টি অসম্পুর্ণ জেটি নির্মাণ, ১টি অয়েল স্পিল ক্লিনআপ ভেসেল সংগ্রহ, ৩৮.৮১ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হবে।

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

দেশের ৩য় সমুদ্র বন্দর হিসাবে পায়রা বন্দর যাত্রা শুরু করে ১৯ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখে। সীমিত আকারে বন্দরকে অপারেশনাল কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বহির্নোঙ্গরে ক্লিংকার, সার ও অন্যান্য বাল্ক পণ্যবাহী জাহাজ আনয়ন ও বার্জের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে পরিবহনের জন্য নৌপথ চিহ্নিত করে ফেয়ার ওয়ে ও মুরিংবয়া স্থাপন, যোগাযোগের জন্য VHF বেইজ ষ্টেশনসহ যোগাযোগ যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে। কাস্টমস্ ও শিপিং সুবিধাদির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক বন্দর সংস্থার চাহিদা মোতাবেক বন্দরের চ্যানেল ও বহির্নোঙ্গরে নিরাপত্তার জন্য ISPS কোড বাস্তবায়ন এবং জাতিসংঘ কর্তৃক ইউএন লোকেটর কোড বরাদ্দ করা হয়েছে। সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নিশি করার জন্য ১০০০ KVA এর ১টি বৈদ্যুতিক সাব-স্টে স্থাপন করা হয়েছে। ইহা ছাড়া বন্দরে আগত বৈদেশিক জাহাজে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য প্রতি ঘন্টায় ২৫০ মেঃ টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া জাহাজ ভিড়ানোর জন্য ১টি পন্টুন জেটি ও ২টি ৫ টন ক্ষমতার বৈদ্যুতিক ক্রেন স্থাপন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ

স্থলপথে পণ্য আমদানি-রপ্তানি সহজতর এবং উন্নতর করাই বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য। সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে ২০০1 সালে ১২টি স্থলবন্দর ঘোষণার মাধ্যমে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীকালে আরো ১১টি শুল্ক স্টেশনকে স্থলবন্দর হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমানে স্থলবন্দরের সংখ্যা ২৩টি। তন্মধ্যে বেনাপোল, বুড়িমারি, আখাউড়া, ভোমরা ও নাকুরগাঁও স্থলবন্দর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় এবং সোনামসজিদ, হিলি, টেকনাফ, বাংলাবান্দা ও বিবিরবাজার স্থলবন্দর BOT ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। তামাবিল স্থলবন্দরের অবকাঠামো নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে যা জুন, ২০১৭ এ সম্পন্ন হবে। অবশিষ্ট বন্দরের কার্যক্রম শুরু করার লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য, তেগামুখ, দৌলতগঞ্জ, চিলাহটী,ধনুয়া-কামালপুর, শেওরা ও বাল্লা ৬টি শুল্ক ষ্টেশনকে নতুন স্থলবন্দর ঘোষণা করা হয়েছে।বেনাপোল স্থলবন্দরের সাথে ভারতীয় পেট্রোপোল আইসিপি'র সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। ২০০৮-০৯ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের আয় ও ব্যয়ের বিবরণী সারণি ১১.১২ -এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.১২ বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের আয় ও ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	আয়	ব্যয়	উদ্বৃত্ত
২০০৮-০৯	২৬.৭৪	২৪.৯৭	১.৭৭
২০০৯-১০	৩৩.৫২	২৬.২৯	৭.২৩
২০১০-১১	৪.২০	৩২.৩৮	৮.৮২
২০১১-১২	৪২.০৮	৩১.৯১	১০.১৭
২০১২-১৩	৪৭.৭৮	৩৭.২৯	১০.৪৯
২০১৩-১৪	৬১.৩১	৫১.০৬	১০.২৫
২০১৪-১৫	৭০.৫২	৪৭.৩৮	২৩.১৪
২০১৫-১৬	৬৮.২৫	৩৫.৬৮	৩২.৫৭
২০১৬-১৭*	৫৪.০৮	২৫.২৫	২৮.৮৩

উৎসঃ বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ। *জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

ারিবহন অধিদপ্তর

নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর দেশের আভ্যন্তরীণ, উপকুলীয় এবং সমুদ্রসীমায় দূর্ঘটনামুক্ত নৌ চলাচল নিশ্চিতকরণ ও বাংলাদেশি জাহাজের বিশ্বের সকল স্থানে নিরাপত্তা, সমুদ্রগামী জাহাজের অফিসার ও নাবিকদের বিদেশি জাহাজে নিয়োগ এবং নৌবাণিজ্যিক স্বার্থ সংরক্ষণের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছে।এ সকল দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য এ অধিদপ্তর জনস্বার্থে প্রণীত নৌনীতিমালা, নৌআইন ও আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। এ সংস্থা নৌ সংক্রান্ত আইন ও কারিগরি বিষয়ে সরকারকে সহায়তা প্রদান, আই.এম.ও, আই.এল.ও, আংটাডসহ নৌসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহে যোগাযোগ রক্ষা, সংস্থাসমূহের বিভিন্ন কনভেনশন প্রণয়নের ক্ষেত্রে দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং প্রণীত কনভেনশনসমূহ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। এ অধিদপ্তর আন্তর্জাতিক মান অনুসারে মেরিটাইম প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

অধিদপ্তরের আয়ের প্রধান উৎস হলো- নৌযানসমূহ রেজিস্ট্রেশন, সার্ভে, মেরিন অফিসার ও নাবিকদের যোগ্যতা সনদ, প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষা ফি, সাইন অন-সাইন অফ, বাতিঘর ফি, বায়োমেট্রিক মেশিন রিডেবল আইডি কার্ড জারী, ম্যানিং এজেন্ট লাইসেন্স ফি, নৌ-আইন লংঘনের জন্য জরিমানা আদায় প্রভৃতি।২০০৯-১০ হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত সংস্থাটির আয় ব্যয়ের বিবরণী সারণি ১১.১৩-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.১৩ নৌ-পরিবহণ অধিদপ্তরের আয় ও ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

বৎসর	রাজস্ব আয়ের লক্ষ্য মাত্রা	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়
২০০৯-১০	৯.২৫	১১.৬৭	৪.৬৩
২০১০-১১	১০.২৫	১২.৫৫	৫.৫৩
২০১১-১২	১২.৭১	১৩.২৬	৫.৫৪
২০১২-১৩	১৪.২৬	১২.৯৫	১৪.৬৩
২০১৩-১৪	১৫.২৬	১৪.৪৩	১০.১২
২০১৪-১৫	১৫.৯৯	১৮.২১	৯.৩৩
২০১৫-১৬	১৭.২৯	২৯.০৩	১১.৬৩
২০১৬-১৭*	১৩.৫১	২৩.১৪	৭.৪৫

উৎসঃ নৌপরিবহণ অধিদপ্তর।

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের (বিএসসি) সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠার পর হতে ক্রমাগত প্রচেষ্ঠা ও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সর্বমোট ৩৮টি জাহাজ অর্জন করতে সক্ষম হয়। পুরাতন ও অলাভজনক জাহাজ বিক্রির পর বর্তমানে বিএসসি'র বহরে মোট ৩টি জাহাজ রয়েছে। যার মধ্যে ১টি কন্টেইনারবাহী জাহাজ ও ২টি লাইটারেজ ট্যাংকার।

বিএসসি'র মূল লক্ষ্য হচ্ছে দেশের মোট আমদানি ও রপ্তানিকৃত পণ্যের সিংহভাগ পরিবহণ করা যা বর্তমান জাহাজ স্বল্পতার কারণে সম্ভব হচ্ছে না। সরকারের রুপকল্প ২০২১ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে আগামী ২০২১ সাল নাগাদ বিভিন্ন আকার ও সাইজের বেশ কয়েকটি জাহাজ ক্রয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে (১) চীন সরকারের ঋণ সহায়তায় ৩টি নতুন প্রোডাক্ট অয়েল ট্যাংকর ও ৩টি নতুন বাল্কক্যারিয়ার। এ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে প্রথম কিস্তির অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে এবং জাহাজ নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। (২) সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে ১টি নতুন প্রোডাক্ট অয়েল/কেমিক্যাল, ক্রুড অয়েল ট্যাংকার ক্রয়ের লক্ষ্যে প্রস্তাব সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদন লাভ করেছে। (৩) দাতা দেশ/সংস্থার নিকট হতে ঋণ সহায়তার নিকট হতে ঋণ সহায়তার আওতায় ২টি নতুন কেমিক্যাল/ক্রুড অয়েল ট্যাংকার (৪) ২টি নতুন মাদার ট্যাংকার ক্রয় (৫) ১০টি নতুন বাল্ক ক্যারিয়ার (৬) ৪টি নতুন সেলুলার কন্টেইনার জাহাজ ক্রয় (৭) ২টি নতুন মাদার বাল্ক ক্যারিয়ার (কয়লা পরিবহণ উপযোগী) ক্রয় ও (৮) ২টি নতুন মাদার প্রডাক্ট অয়েল ট্যাংকার (ডিজেল পরিবহন উপযোগী) ক্রয়ের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন/অব্যাহত আছে। ঢাকায় সংস্থার নিজস্ব জমিতে ইতোমধ্যে ১,২৯,০০০ বর্গফুটের ২৮ তলা ভবনের শতভাগ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও বিএসসি'র নিজস্ব অর্থায়নে সংস্থার সার্বিক কর্মকান্ড কম্পিউটারাইজেশনের লক্ষ্যে অটোমেশন কর্মসূচির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।২০০৯-১০ সাল থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বিএসসির মোট আয়-ব্যয় ও লাভ লোকসানের বিবরণ সারণি ১১.১৪ এ দেখানো হলোঃ

সারণিঃ ১১.১৪ বিএসসির আয়-ব্যয় ও লাভ লোকসানের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	মোট আয়	মোট ব্যয়	নীট লাভ/(লোকসান)	অপচয় ও সুদ	অবচয় ও সুদ সহ লাভ/ (লোকসান)
২০০৮-০৯	২৭৬.৭৪	২৮৭.০০	-১০.২৬	১৮.৯৯	৮.৭৩
২০০৯-১০	২৭৩.২৫	২৫৯.৯১	১৩.৩৪	১৭.১৬	৩০.৫০
২০১০-১১	২৬৬.৬৬	২৬৪.৭৯	১.৮৩	১৪.৪৭	১৬.৩০
২০১১-১২	২৮২.০১	২৮০.৫৫	১.৪৬	১৩.২৪	১৪.৭০
২০১২-১৩	৩২৮.৫৯	৩২৬.৯৬	১.৬৩	১৭.৮৯	১৯.৫২
২০১৩-১৪	১৭১.১৪	১৬৭.৭৭	৩.৩৭	১১.৫৮	১৪.৯৪
২০১৪-১৫	১৩০.০১	১২৪.৬৭	৫.৩৪	১.৯৮	৭.৩২
২০১৫-১৬	১১৮.৮১	১১২.০৮	৬.৭৩	১.৮৫	৮.৫৮
২০১৬-১৭*	৪৯.০৫	৩৯.৮৮	৯.১৭	০.৮৪	১০.০১

উৎসঃ বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন। *ডিসেম্বর,২০১৬ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি

১৯৬২ সালে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশনের 'আন্তর্জাতিক পেশাগত দক্ষতা মান' অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত ৪ হাজারেরও বেশি চৌকস মেরিন ক্যাডেট তৈরি করেছে, যা চলমান রয়েছে। এছাড়া, ১৯৮০ সাল থেকে প্রিপারেটরী ও এনসিলারী কোর্সের মাধ্যমে প্রায় ৪০ হাজার মেরিনার উচ্চতর পেশাদার প্রশিক্ষণ লাভ করেছে। বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমির ক্যাডেটদের ৩ বছর মেয়াদি স্নাতক ডিগ্রীকে ৪ বছর মেয়াদি ব্যাচেলর অব মেরিটাইম সায়েন্স (বিএমএস) অনার্স ডিগ্রীতে রূপান্তর করা হয়েছে। ভৌত অবকাঠামো সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের অংশ হিসেবে ৪ তলা ফিমেল ক্যাডেট ব্লক এবং ৪ তলা সি-ফেয়ারার্স (মেরিনার্স ডরমেটরি) ভবন নির্মাণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। নারী শিক্ষার উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন ও নারী সমাজের সম-অধিকার নিশ্চিত ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ফিমেল ক্যাডেট প্রশিক্ষণ প্রবর্তিত হয়েছে। ফিমেল ক্যাডেটগণ বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের জাহাজে নিয়োগ লাভ করেছে। IMO STCW Convention 2010 এর চাহিদা অনুযায়ী একাডেমির সকল প্রশিক্ষণ কোর্স আধুনিকীকরণ হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২৩৫ জন ক্যাডেটকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, প্রায় সকলেই দেশি-বিদেশি সমুদ্রগামী জাহাজে নিয়োগলাভ করে।

ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট

ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট বাংলাদেশি নাবিকদের জন্য সরকারের একমাত্র কারিগরি নৌশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে দেশের বেকার যুবকদের নির্ধারিত নীতিমালা অনুয়ায়ী নির্বাচন করে আন্তর্জাতিক নৌসংস্থার (IMO) Standard of Training Certificatiom & Watch keeping for seafarers (STCW) as amended convention মোতাবেক প্রণীত সিলেবাস অনুয়ায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করে সমুদ্রগামী জাহাজে চাকুরি করার উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়। (Human resource development in maritime sector) তাছাড়া, চাকরিরত (পুরাতন) নাবিক ও অফিসারদের বিভিন্ন শর্ট/মডেল (এনসিলিয়ারী) কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পদোন্নতির সুযোগ দেয়া হয়। এখান থেকে প্রশিক্ষিত নাবিকগণ দেশি-বিদেশি সমুদ্রগামী জাহাজে চাকুরি করে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকে।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ২০১৪ সালের আগস্ট মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করে। নদীর অবৈধ দখল, পানি ও পরিবেশ দূষণ, শিল্প কারখানা কর্তৃক সৃষ্ট নদী দূষণ, অবৈধ কাঠামো নির্মাণ ও নানাবিধ অনিয়ম রোধকল্পে এবং নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ পুনরুদ্ধার নদীর যথাযথ রক্ষাণাবেক্ষণ এবং নৌপরিবহণ যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলাসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করার দায়িত্ব এই কমিশনের উপর অর্পন করা হয়।কমিশনের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত কমিশন ২০১৬-১৭ বছরের নদী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা ও দপ্তরের সাথে বিভিন্ন সময়ে সভা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। দেশের নদ নদী রক্ষার জন্য বাস্তব সম্মত তথ্যাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য ইতোমধ্যে কয়েকটি সেমিনার ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করেছে। বাংলাদেশ প্রবাহমান মৃত ও বিলুপ্ত নদীভিত্তিক বিভিন্ন তথ্য সমন্বয় করে জাতীয় নদী

তথ্য ভান্ডার সৃষ্টির জন্য ১ টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নে নদী পরিদর্শন ও মনিটরিংয়ে উন্নয়ন মূলক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার ও যোগাযোগ সহজতর হবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ নিয়মিতভাবে সারাদেশে নদনদী জলাশয় পরিদর্শনের মাধ্যমে মনিটরিং করছে।

ঘ. বিমান যোগাযোগ

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল সিভিল এভিয়েশন অর্গানাইজেশন (ICAO) এর সদস্য রাষ্ট্র। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ দেশিয় ও আন্তর্জাতিক বিমানযানের নিয়ন্ত্রণ ও বিমান চলাচল অবকাঠামো নির্মাণ ও বিদ্যমান অবকাঠামো উন্নয়নের দায়িত্ব পালন করছে। বাংলাদেশের আকাশ সীমায় চলাচলকারী দেশি-বিদেশি বিমানযানের সময়ানুগ, ত্বরিৎ ও নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করার জন্য বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ বিমানবন্দর, এয়ারট্রাফিক, এয়ার নেভিগেশন, টেলিযোগাযোগ সার্ভিস ও সুবিধাদি এবং অন্যান্য যাত্রী ও বিমান সেবা/সুবিধাদি স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনা করে থাকে। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের অধীনে বর্তমানে দেশে ৩টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও ৭টি অভ্যন্তরীণ বিমান বন্দর এবং ২টি স্টল পোর্ট রয়েছে । কর্তৃপক্ষের আওতাধীন ১২টি বিমানবন্দর ও স্টল পোর্টের মধ্যে বর্তমানে ৮টি বিমান বন্দরে ফ্লাইট পরিচালিত হচ্ছে । যাত্রী স্বল্পতার কারণে ২টি অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর ও ২টি ষ্টল পোর্টে কোন ফ্লাইট যাতায়াত করছে না। ২০০৮-০৯ সাল থেকে ২০১৬-১৭অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত মোট আয়-ব্যয়ের বিবরণ সারণি ১১.১৫ এ দেখানো হলোঃ

সারণিঃ ১১.১৫ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের আয়-ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়	নীট মুনাফা
২০০৮-০৯	৪১২.৪৮	২০৩.৬০	২০৮.৮৮
২০০৯-১০	৫৫১.১৪	২৫৮.১৯	২৯২.৯৪
২০১০-১১	৫৯৫.১৯	৩১৫.৭৭	২৭৯.৪১
২০১১-১২	৭৩১.৮৭	৩৩৭.৪৩	৩৯৪.৪৪
২০১২-১৩	৭৮৩.২৪	৩৩৭.৮৬	৪৪৫.৩৭
২০১৩-১৪	১০২৬.২৮	৪২৭.৬৮	৫৯৮.৬০
২০১৪-১৫	১২২০.৮০	৪৮১.১৩	৭৩৯.৬৬
২০১৫-১৬	১৩৩০.০৬	৭১০.৯৭	৬১৯.০৮
২০১৬-১৭*	৮৭৫.০০	৬০১.০৭	২৭৩.৯২

উৎসঃ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়। *ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড

জাতীয় পতাকাবাহী প্রতিষ্ঠান বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড (বিমান) দেশের অভ্যন্তরে ও বহির্বিশ্বের সাথে আকাশ পথে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে পরিবহন ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বর্তমানে বিমান ৭টি অভ্যন্তরীণ ও ১৫টি আন্তর্জাতিক গন্তব্যে সার্ভিস পরিচালনা করছে। আন্তর্জাতিক গন্তব্যের মধ্যে সার্কভুক্ত ২টি, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ৪টি, মধ্যপ্রাচ্যে ৮টি এবং ইউরোপের ১টি গন্তব্যে বিমানের সার্ভিস অব্যাহত আছে। সারণি ১১.১৬ -এ ২০০৯-১০ হতে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত বাংলাদেশ বিমানের রাজস্ব আয়-ব্যয় ও লাভ-লোকসানের বিবরণ দেওয়া হলোঃ

সারণি ১১.১৬ বিমানের রাজস্ব আয়-ব্যয় ও লাভ-লোকসানের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়	নীট মুনাফা / লোকসান
২০০৯-১০	২৯৪৮.০৩	২৯৯৪.০৫	৪৬.০২
২০১০-১১	৩৩৪৩.৯৩	৩৫৬৮.০৯	২২৪.১৬
২০১১-১২	৩৮২৩.৬৭	৪৪১৭.৮৮	৫৯৪.২১
২০১২-১৩	৩৯৫১.৮৯	৪২৩৭.৫২	২৮৫.৬৩
২০১৩-১৪	৩৭৬০.১২	৩৯৫৮.৯২	১৯৮.৮০
২০১৪-১৫	৪৬৮৭.৩৪	৪৪১৫.১১	২৭২.২৩
২০১৫-১৬	৪৮৩৫.৬৩	৪৫৫৯.৬৪	৩২৪.১৩
২০১৬-১৭*	২৬০৭.৮১	২২৯০.৬৯	৩১৭.১২

উৎসঃ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড। *জুলাই-ডিসেম্বর।

বিমান বহরে বর্তমানে ৪টি ৭৭৭-৩০০ইআর, ২টি ৭৭৭-২০০ইআর, ৪টি ৭৩৭-৮০০ এবং ২টি ড্যাশ৮-কিউ৪০০ উড়োজাহাজসহ মোট ১২টি উড়োজাহাজ রয়েছে। এছাড়া ২টি এ ৩১০-৩০০ উড়োজাহাজ ফেইজ আউট করার লক্ষ্যে গ্রাউন্ডেড করা হয়েছে। বহর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে নতুন প্রজন্মের ১০টি উড়োজাহাজ সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশ বিমান ও বোয়িং কোম্পানির মধ্যে ২০০৮ সালে চুক্তি স্বাক্ষর হয়। উক্ত চুক্তির আওতায় বিমান ইতোমধ্যে ৪টি ৭৭৭-৩০০ ইআর ২০১১ ও ২০১৪ সালে এবং ২টি ৭৩৭-৮০০ উড়োজাহাজ ২০১৫ সালে সংগ্রহ করেছে। অবশিষ্ট ৪টি ৭৮৭-৮ উড়োজাহাজ ২০১৮/২০১৯ সালে বোয়িং কর্তৃক বিমানের নিকট হস্তান্তর করা হবে। উড়োজাহাজ বহরের ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিমান ইজিপ্ট এয়ার হতে মার্চ ও মে, ২০১৪ সালে ০২টি ৭৭৭-২০০ ইআর এবং অভ্যন্তরীণসহ নিকটবর্তী আঞ্চলিক রুটে সার্ভিস পরিচালনার জন্য স্মার্ট এভিয়েশন হতে এপ্রিল, ২০১৫ সালে ৭৪ আসন বিশিষ্ট ২টি ড্যাশ ৮-কিউ ৪০০ উড়োজাহাজ ৫ বছর মেয়াদের জন্য ড্রাই লীজ ভিত্তিতে সংগ্রহ করেছে।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বাংলাদেশ বিমান মোট ২৩,১৬,৭২৯ জন যাত্রী এবং ৪২,০৩৮ টন কার্গো পরিবহণ করেছে। পূর্ববর্তী অর্থ বছরের তুলনায় যাত্রী পরিবহণ ১২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে কার্গো পরিবহণ ১ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ২০১৬ সালে বাংলাদেশ থেকে ভ্রমণকৃত মোট ১,০১,৮২৭

জন হজ্জযাত্রীর মধ্যে বাংলাদেশ বিমান ৪৯,৫৪৫ জন হজ্জযাত্রী পরিবহণ করেছে।

যাত্রীদের ফ্লাইট সিডিউল বিষয়ে তথ্য অবহিতকরণের লক্ষ্যে আগস্ট, ২০১৫ হতে SMS (Short Message Service) সুবিধা চালু করা হয়েছে। বিমানের নিজস্ব জনবল দিয়ে হ্যাংগারে ৭৭৭-৩০০ ইআর এবং ৭৩৭-৮০০ উড়োজাহাজের 'সি'-চেক মেইনটেন্যান্স সম্পাদনের সক্ষমতা অর্জিত হয়েছে। এছাড়াও ড্যাশ ৮-কিউ ৪০০ উড়োজাহাজের ‘এ’ চেক পর্যন্ত সকল ধরনের মেইনটেন্যান্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস নিজস্ব প্রকৌশলী দ্বারা সম্পাদিত হচ্ছে। বিমানের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি ও বিক্রয় ব্যয় কমানোর লক্ষ্যে রেভিনিউ ম্যানেজমেন্ট এবং রেভিনিউ ইন্টিগ্রিটি সিস্টেম চালু করা হয়েছে। বিমানের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের জন্য গ্রীষ্মকালীন সময়সূচি ২০১৭ হতে দিল্লী ও হংকং স্টেশনে পুনরায় ফ্লাইট চালু এবং নতুন গন্তব্য যথাঃ গুয়াংজু, কলম্বো ও মালে-তে সার্ভিস সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে।

ঙ. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

যোগাযোগ প্রযুক্তি

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)

দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য, যুক্তি সঙ্গত, ব্যয় সাপেক্ষ ও আধুনিক মানের টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান এবং এ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা প্রতিরোধ ও অবসানকল্পে ২০০২ সালের ৩১ জানুয়ারি বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) কার্যক্রম শুরু করে। টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে অবস্থান নির্বিশেষে সবার জন্য আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে নির্ভরযোগ্য ও সুলভে টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান করে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নে বিটিআরসি কাজ করছে। সারাদেশে বিশেষ করে সব জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ইন্টারনেট সংযোগ পৌঁছে দেওয়ার জন্য বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিদ্যমান সব শক্তি সামর্থ্য ও অবকাঠামো সমন্বিত-ভাবে কাজে লাগানোর জন্য বিটিআরসি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বর্তমানে বাংলাদেশে টেলিফোন বিশেষ করে মোবাইল গ্রাহকের সংখ্যা ধারণার চাইতে অনেক দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, জানুয়ারি, ২০১৭- এ সংখ্যা ১২.৮ কোটি অতিক্রম করেছে। সারণি ১১.১৭ এ ২০০৭ থেকে জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত মোবাইল ও ফিক্সড ফোনে মোট গ্রাহক, গ্রাহক বৃদ্ধির হার, ইন্টারনেট ইউজার, টেলিঘনত্ব ইত্যাদি এবং সারণি ১১.১৮ এ জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত বিভিন্ন মোবাইল অপারেটরের গ্রাহক সংখ্যা দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.১৭ মোবাইল ও ফিক্সড ফোনের গ্রাহক সংখ্যা, বৃদ্ধির হার ও টেলি ঘনত্ব

গ্রাহক শ্রেণি, প্রবৃদ্ধি, টেলিঘনত্ব	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭*
মোবাইল গ্রাহক (কোটি)	৩.৪৪	৪.৪৬	৫.২৪	৬.৮৭	৭.৩০	৮.৬৬	৯.৭৪	১১.৪৮	১২.১৯	১২.৬৪	১২.৮৩
ফিক্সড ফোন গ্রাহক (কোটি)	০.১২	০.১৩	০.১৭	০.১৭	০.১৭	০.১০	০.১০	০.১১	০.১১	০.০৭২	০.০৬৯
মোট গ্রাহক (কোটি)	৩.৫৬	৪.০২	৪.৭১	৫.৬৪	৭.৪৭	৮.৭৬	৯.৮৪	১১.৫৯	১২.৩০	১২.৭১	১২.৮৯৭
ইন্টারনেট ইউজার (কোটি)	-	-	-	-	-	২.৮৪	৩.১০	৩.৫৫	৪.২৮	৬.৬৬	৬.৬৭
বছরভিত্তিক টেলিঘনত্ব(%)	২৪.৭১	২৭.৯১	৩১.৯৫	৩৮.০৫	৪৪.৬	৬০.৯	৬৩.৯১	৭৬.৪৪	৭৮.৭৯	৮১.৪৮	৮২.১৭

উৎসঃ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন। * জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

সারণি ১১.১৮বিভিন্ন মোবাইল ফোনের গ্রাহক সংখ্যা

	অপারেটর	গ্রাহক (কোটি)
১.	গ্রামীণ ফোন লিমিটেড (জিপি)	৫.৮৭
২.	বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশনস্ লিঃ (বাংলালিংক)	৩.১৩
৩.	রবি আজিয়াটা লিমিটেড (রবি)	২.৬৪
৪.	এয়ারটেল বাংলাদেশ লিমিটেড (এয়ারটেল)	০.৮১
৫.	টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড (টেলিটক)	০.৩৮
৬.	প্যাসেফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিঃ(সিটিসেল)	০.০০
	মোট	**১২.৮৩**

সূত্রঃ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন *জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)

দেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং এর মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল) এর বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত সারাদেশে বিটিসিএল এর টেলিফোন ক্যাপাসিটি ছিল ১৪.৪৫ লক্ষ ও গ্রাহক সংযোগ ছিল ৬.৭৭ লক্ষ। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিটিসিএল ইন্টারন্যাশনাল গেটওয়ে থেকে বর্হিগামী কল ছিল ৩.৪ কোটি মিনিট এবং অন্তর্মুখী কল

ছিল ৪৬১.৭ কোটি মিনিট। এসময় ৬৪টি জেলায় ২৫৬ কেবিপিএস থেকে ১.৫ এমবিপিএস গতির এডিএসএল ইন্টারনেট সংযোগ ছিল ২০.৬ হাজার। এ পর্যন্ত বিটিসিএল এর নতুন সেবা জিপন ভিত্তিক ১ থেকে ৪ এমবিপিএস গতির ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হয়েছে ১৬৭টি। ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তে লিজড লাইনের মাধ্যমে বৃহৎ ব্যান্ডউইথ নেওয়া গ্রাহকের সংখ্যা ৮৪০ এবং তাদের ব্যবহৃত মোট ব্যান্ডউইথ ৮১ গিগাবিট/সেকেন্ড। ১ জানুয়ারি, ২০১৭ থেকে সরকারি/ স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে এবং ১ ফেব্রুয়ারি থেকে সর্বসাধারণের জন্য বাংলা ডোমেইন চালু করা হয়েছে ফলে বাংলা ভাষায় ওয়েব সাইট ঠিকানা নেওয়া যাচ্ছে। ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত bd ডোমেইন নিবন্ধিত আছে ৩৮৩৯৮টি এবং বাংলা ডোমেইন নিবন্ধিত আছে ১৫৩টি। বর্তমানে বিটিসিএল এর কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটবে। ২০০৮-০৯ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত বিটিসিএল এর রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ও আয়-ব্যয়ের হিসাব সারণি ১১.১৯-এ দেখানো হলোঃ

সারণিঃ ১১.১৯ বিটিসিএল এর আয়-ব্যয়

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	লক্ষ্যমাত্রা	রাজস্ব আয়	ব্যয়
২০০৮-০৯	১৫০০	১৭২০	১৬২২
২০০৯-১০	১৫৮৩	১২৪১	১৩৪৩
২০১০-১১	১৫৬৬	১৬৪০	১৯৭৬
২০১১-১২	১৭৬০	২১৮৬	২২০৩
২০১২-১৩	২৪৯৮	১৭৬১	১৭৫৬
২০১৩-১৪	১৩০৬	১০০৫	১৩৮৫
২০১৪-১৫	৮৪৮	৮২১	১১০৬
২০১৫-১৬	৭৮৪	১২৪২	১৫৭৮
২০১৬-১৭*	৯৮২	২৮৮	৪১১

উৎসঃ বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেডনভেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল)

বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড (সংশোধনী) ordinance 2008 এর 5B ধারা বলে ল্যান্ডিং স্টেশনসহ সাবমেরিন ক্যাবলকে অধুনালুপ্ত বিটিটিবি থেকে আলাদা করে 'বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল)' গঠন করা হয়। বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল) উল্লেখযোগ্য কতিপয় কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- **দেশকে দ্বিতীয় সাবমেরিন কেবলে সংযুক্তকরণঃ** বর্তমানে বাংলাদেশে একটি মাত্র সাবমেরিন কেবল্ SEA-ME-WE-4 থাকায় এর বিকল্প হিসেবে ২য় সাবমেরিন কেবল নেটওয়ার্ক এর সাথে সংযুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার যথা সময়ে উদ্যোগ গ্রহণ করে। সে মোতাবেক বাংলাদেশ SEA-ME-WE-5 নামক সাবমেরিন কেবল কনসোর্টিয়াম এর সাথে গত ৭ মার্চ, ২০১৪ তারিখে Construction & Maintenance Agreement (C&MA) স্বাক্ষর করে এবং এ সংক্রান্ত প্রকল্পটি ১২মে, ২০১৫ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের আওতায় ইকুইপমেন্ট স্থাপন, সাবমেরিন কেবল স্থাপন ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য, ২য় সাবমেরিন কেবল এর ল্যান্ডিং স্টেশন পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটায় স্থাপন করা হয়েছে।
- **ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথের মূল্য হ্রাসকরণঃ** জনগণের জন্য ইন্টারনেটের ব্যয় হ্রাস করার লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে কয়েক দফা মূল্য হ্রাস, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে শুল্ক কমানো ও অন্যান্য নানামুখী পদক্ষেপের ফলশ্রুতিতে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথের মূল্য জনগণের ক্রয়সীমার মধ্যে এসেছে এবং দেশে ইন্টানেটের প্রসার বৃদ্ধি, ডিজিটাল ডিভাইড হ্রাস এবং আইটিভিত্তিক সার্ভিসসমূহের বিকাশ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। অনুমোদিত আইপি ট্যারিফ হিসেবে সর্বনিম্ন মেগাবিট প্রতি ৫৬২.৫০ টাকাধার্যকরাহয়েছে।
- **ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলোতে ব্যান্ডউইথ লীজ প্রদানের উদ্যোগঃ** ভারতের বিএসএনএল এর সাথে আইপি ট্রানজিট লীজ প্রদান সংক্রান্ত একটি চুক্তিগত ৬ জুন, ২০১৫ তারিখে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরের সময়কালে স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী ভারত এর উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলোর জন্য প্রাথমিক অবস্থায় ১০ জিবিপিএস ব্যান্ডউইডথ বাংলাদেশ হতে লীজ নিয়েছে যা ৪০ জিবিপিএস পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। গত ২৩ মার্চ, ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ ও ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্বয় ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে লীজ প্রদান কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।
- **ব্যান্ডউইথ ব্যবহার বৃদ্ধিঃ** বর্তমান সরকারের সময় অর্থাৎ ২০০৯ সাল থেকে বিগত পাঁচ বছরে সাবমেরিন কেবল ব্যান্ডউইডথের ব্যবহার ৭.৫ জিবিপিএস হতে বেড়ে ডিসেম্বর, ২০১৩-তে প্রায়

৩৮ জিবিপিএস হয়। ছয়টি ITC কার্যক্রম শুরু করায় বিএসসিসিএল এর ব্যান্ডউইডথ ব্যবহার কিছুটা কম ব্যবহৃত হয়ে ২৬ জিবিপিএস -এ দাঁড়ায়। পরবর্তীকালে ব্যান্ড উইডথ এর মূল্যহ্রাস ও গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধিসহ নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে বিএসসিসিএল এর ব্যান্ডউইডথ এর ব্যবহার বেড়ে ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে ২০৭ জিবিপিএস এ দাঁড়িয়েছে। পুঁজি বাজারের তালিকাভুক্ত এ সংস্থার রাজস্ব পরিস্থিতি সারণি ১১.২০-এ দেখানো হলোঃ

সারণিঃ ১১.২০ বিএসসিসিএল এর রাজস্ব পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭*
রাজস্ব আয়	৮৫.০২	১২৫.৫০	১৪৪.১৫	৯৪.৭৮	৬১.৬৫	৬২.২৮	৪৮.৭২
রাজস্ব ব্যয়	৩০.৫৪	৪২.৩৭	৩৪.৫৬	৪৫.৯৭	৪৭.৭৫	৪৪.৪১	৩৫.৫২
নীট মুনাফা (করপূর্ব)	**৫৪.৪৮**	**৮৩.১৩**	**১০৯.৫৯**	**৪৮.৮১**	**১৩.৯০**	**১৭.৮৭**	**১৩.২০**

উৎসঃ বিএসসিসিএল *ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত*

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ

ডাক বিভাগ সারাদেশে ৯,৮৮৬টি ডাকঘরের মাধ্যমে ডাক সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। ডাক অধিদপ্তর বিভিন্ন ডাকঘর ও অন্যান্য সাহায্যকারী অঙ্গ প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় দুই ধরনের সেবা প্রদান করে আসছে। একটি ডাক অধিদপ্তরের নিজস্ব সেবা এবং অপরটি এজেন্সি সেবা।

ডাক বিভাগের নিজস্ব সেবাসমূহ :

ক. অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ডাক আদান-প্রদান ও বিলি
খ. পার্শ্বেল (অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক)
গ. রেজিস্ট্রেশন
ঘ. বীমাকৃত দ্রব্যাদি (অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক)
ঙ. ভিপিপি
চ. জিইপি সার্ভিস
ছ. ইএমএস সার্ভিস।
জ. ইন্টেল পোস্ট (ফ্যাক্স সার্ভিস)
ঝ. রেজিঃ নিউজ পেপার
ঞ. ই-পোস্ট
ট. ডাক দ্রব্যাদি সংগ্রহ, পরিবহণ ও বিতরণ
ঠ. ইলেকট্রনিক মনি অর্ডার সার্ভিস
ড. মনি অর্ডার সার্ভিস
ঢ. পোস্টাল ক্যাশকার্ড
ণ. ই-কর্মাস

ডাক অধিদপ্তরের এজেন্সি সেবাগুলো নিম্নরূপ :

ক. ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক (সাধারণ ও মেয়াদি হিসাব)
খ. সঞ্চয়পএ(বিক্রয় ও ভাঙ্গানো)
গ. ডাক জীবন বীমা
ঘ. প্রাইজবন্ড (বিক্রয় ও ভাঙ্গানো)
ঙ. রাজস্ব স্ট্যাম্প এবং নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প
চ. বিড়ি ব্যান্ডরোল বিক্রয়
ছ. সরকারের অ-ডাক বিভাগীয় সকল প্রকার স্ট্যাম্প মুদ্রণ ও বিতরণ
জ. ইনকামিং ওয়েষ্টার্ণ ইউনিয়ন মানি ট্রান্সফার

২০১৬-১৭ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত বাংলাদেশ ডাক বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে চিঠিপত্র ও পার্শ্বেলের সংখ্যা ৬.০০ কোটি টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ইলেকট্রনিক মনি অর্ডার সার্ভিস থেকে আয় ০.৯৭ কোটি টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকে জমা ও উঠানোর পরিমাণ যথাক্রমে প্রায় ৬১৮২.১ কোটি টাকা এবং ২৭৭৬.২৬ কোটি টাকা, সঞ্চয় পত্র বিক্রয় ও ভাংগানোর পরিমাণ যথাক্রমে ১২,৩৪৯.৯৫ কোটি টাকা এবং ৩,০০১.৫৩ কোটি টাকা ডাক জীবন বীমা খাতে প্রিমিয়াম আদায় ও খরচের পরিমাণ যথাক্রমে প্রায় ৪৯.৬৭ কোটি টাকা এবং ৭৭.৪৬ কোটি টাকা উল্লেখযোগ্য।

তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে ডাক অধিদপ্তর কর্তৃক কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে :

(ক) 'ডাক বিভাগের কার্য প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়করণ' শীর্ষক প্রকল্প। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো ডাক অধিদপ্তরের বিভিন্ন কাজ যেমন: স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির মাধ্যমে ডাক সার্ভিসের উন্নয়ন, আধুনিক প্রযুক্তিতে ডাক বিভাগকে সজ্জিত করে দেশিয় ও আন্তঃদেশিয় পোস্টাল মার্কেটে পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ, পোস্ট অফিস সার্ভিস চার্টার অনুসরণ,ডাক বিভাগে ট্র্যাকিং এন্ড ট্রেসিং সুবিধাসমূহ বর্ধিতকরণ, বৃহৎ ডাটা ব্যবস্থাপনা তৈরি ও রেকর্ড সুরক্ষা। প্রকল্পটি সম্পন্ন হলে ডাক অধিদপ্তরের দৈনন্দিন কার্যাবলী কম্পিউটারের

মাধ্যমে সম্পন্ন হবে, গ্রাহক সেবার মান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং ডাকঘরের সনাতন কার্য পদ্ধতির আমূল সংস্কার ঘটবে।

(খ) তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর গ্রামীণ ডাকঘর নির্মাণ প্রকল্প। এই প্রকল্পের মাধ্যমে পল্লী জনগণের ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে পল্লী ডাকঘর অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে যা ডাক সেবা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় পল্লী ডাকঘরগুলো আশ্রয়ন কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হবে।

(গ) 'Post e-Center for Rural Community' শীর্ষক প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য গ্রাম পর্যায়ে Internet সেবা ও সুবিধা সম্প্রসারণ। ডাক অধিদপ্তর গ্রামীণ অঞ্চলসহ সমগ্রদেশে প্রায় ৮,৫০০টি শাখা ডাকঘর এবং ৫০০টি উপজেলা ডাকঘরের মাধ্যমে তথা আউটলেটের বিস্তৃত নেটওয়ার্ক রয়েছে যার মাধ্যমে গ্রামীণ অঞ্চলের অনগ্রসর জনসাধারণের নিকট ইন্টারনেটের প্রায় সকল সুবিধা পৌঁছানো সম্ভব হবে।

তথ্য প্রযুক্তি

সরকার ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের নিমিত্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে সরকার ২০২১ সালের মধ্যে আইটি/আইটিইএস খাতে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ই-গভর্নমেন্ট, কানেক্টিভিটি, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং আইটি ইন্ডাস্ট্রি প্রমোশন কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

ই-গভর্নেন্স

ই-গভর্নেন্স কার্যক্রম বাস্তবায়নে Interoperability সমস্যা দূরীকরণ ও প্রক্রিয়া সহজসাধ্য করার জন্য আইসিটি অবকাঠামো একত্রীকরণ; বিদ্যমান আইসিটি পরিকাঠামোর জটিলতা দূরীকরণে; আউট সোর্স আইটি সলিউশন প্রদান করতে; একইভাবে নতুন বিনিয়োগের সামগ্রিক ঝুঁকি এবং আইটি মালিকানা খরচ কমাতে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক Bangladesh National Enterprise Architecture (NEA) উন্নয়ন করা হচ্ছে। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থার জন্য আইসিটি রোডম্যাপকরণ ও সকল কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে; 'ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ই-গভর্নমেন্ট মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন" শীর্ষক প্রকল্পটিও সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/অধিদপ্তরের সকল রিসোর্স যেমন-অর্থ-সম্পদ (বাজেট ও হিসাব), মানবসম্পদ, প্রকল্প, ট্রান্সপোর্ট ইত্যাদি ব্যবস্থাপনার জন্য একটি ERP (Enterprise Resource Planning) Solution বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন অফিসে ব্যবহার করার জন্য একটি ERP Solution তৈরি করার লক্ষ্যে 'ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট এবং মোবাইল কোর্টের ডিজিটালাইজেশনের লক্ষ্যে আদালতের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য প্রযুক্তি সামগ্রী সরবরাহ করা এবং এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ এবং কোর্টের কর্মচারিবৃন্দকে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ই-এক্সিকিউটিভ মোবাইল কোর্ট বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ এবং সরকারি কর্মকর্তাদের সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যমে সরকারি সেবার মান বাড়াতে ও গোপনীয়তা রক্ষা করে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ ও ফাইল আদান-প্রদানে দেশিয় ম্যাসেজিং অ্যাপ্লিকেশন (অ্যাপ) 'আলাপন' চালু করা হয়েছে। বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক ইতোমধ্যে তাদের স্ব-স্ব ওয়েবসাইট ও দপ্তরে ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার শুরু করেছে। এছাড়া e-TIN এবং জন্ম নিবন্ধনে ডিজিটাল স্বাক্ষরের ব্যবহার শুরু করা হয়েছে।

অবকাঠামো উন্নয়ন

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসহ ৬৪টি জেলা ও ৬৪টি সদর উপজেলা পর্যায়ের দপ্তরের মধ্যে নেটওয়ার্ক স্থাপনের মাধ্যমে সমন্বিত তথ্য ব্যবস্থাপনা ও রিয়াল টাইম প্রশাসন প্রবর্তন ও ফলপ্রসু ই-গভর্ণর্মেন্ট বাস্তবায়নের জন্য দেশব্যাপী উপযুক্ত পাবলিক নেটওয়ার্ক ব্যাকবোন স্থাপন করার লক্ষ্যে 'ডেভেলপমেন্ট অব ন্যাশনাল আইসিটি ইনফ্রা-নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট (বাংলা গভঃনেট)' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। 'ডেভেলপমেন্ট অব ন্যাশনাল আইসিটি ইনফ্রা-নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গভার্ণমেন্ট ২য় পর্যায় (ইনফোসরকার-২)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সারা দেশব্যাপী জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ১৮,১৩০টি সরকারি দপ্তরে কানেক্টিভিটি স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, এ প্রকল্পের আওতায় ৮০০টি অফিসে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। ২,৬০০টি ইউনিয়নে ফাইবার অপটিক্যাল কানেক্টিভিটি এবং ১,০০০ পুলিশ অফিসে ফাইবার অপটিক্যাল কানেক্টিভিটি বাস্তবায়নের নিমিত্ত "জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন (ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প এবং এ দেশের প্রত্যন্ত ও দুর্গম অঞ্চলে ৭৭২টি ইউনিয়নে ফাইবার অপটিক্যাল কানেক্টিভিটি বাস্তবায়নের নিমিত্ত "Establishment of ICT Network to Remote Areas (Connected Bangladesh)" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ

করা হয়েছে।জাতীয় তথ্য সম্ভারকে তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক করার জন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল সরকারিভাবে স্থাপিত জাতীয় ডাটা সেন্টার (Tier-3) কে সম্প্রসারণ করাসহ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের জাতীয় পরিচয়পত্র ও ভোটার তালিকার তথ্য ভাণ্ডার ই-সেবা সংক্রান্ত কার্যক্রম এই ডাটা সেন্টার হতে পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও, ডাটা সেন্টার হতে National e-Service Hosting Service-সহ নানাবিধ সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

গাজীপুরের কালিয়াকৈর Tier-4 National Data Centre- হতে National e-Service Hosting Service-সহ নানাবিধ সেবা প্রদান করা হবে। গাজিপুরের কালিয়াকৈর Tier-4 National Data Centre ডাটা সেন্টার তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। যশোরে শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে National Data Centre এর ডিজাস্টার রিকোভারী সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান

বিসিসি'র ট্রেনিং ইনস্টিটিউট বিকেআইআইসিটি ও ৬টি বিভাগীয় সদর কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এ পর্যন্ত সরকারি পর্যায়ে কাস্টমাইজড কোর্সে ৪৭১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সক্ষমতা উন্নয়নে এ পর্যন্ত ৬০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আইসিটি প্রশিক্ষিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রতিবছর চাকরি মেলার আয়োজন করা হয় এবং অংশগ্রহণকারীর মধ্যে এ পর্যন্ত ২২৩ জনের চাকরির ব্যবস্থা হচ্ছে। দেশের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের বিকাশের জন্য 'Leveraging ICT for Growth, Employment and Governance' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দেশের তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক শিল্পের জন্য ৩০,০০০ জন দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে কাজ করছে। বর্তমানে স্বনামধন্য ৩১টি বিশ্ববিদ্যালয়/ কলেজে ১৫২টি ব্যাচে ৪,৪৬৬ জন শিক্ষার্থীর 'Foundation Skills শীর্ষক' প্রশিক্ষণ এবং IT শীর্ষক প্রশিক্ষণ এবং ৪৮টি বিশ্ববিদ্যালয়/ কলেজে ১৫২টি ব্যাচে ৪,৪৬৬ জনের Top-up IT,শীর্ষক প্রশিক্ষণ এবং ৪,১৩৭ জনের Foundation Skills শীর্ষক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ৩২টি আইটি কোম্পানির সাথে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং ৭৪৯ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ শেষে চাকরি প্রদান করা হয়েছে। অপরদিকে FTFL (Fast Track Future Leader) প্রোগ্রাম কার্যক্রমের আওতায় এ পর্যন্ত ৩৯৪ জন শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে এ পর্যন্ত মোট ২৬৩ জনকে চাকরি ও ৪৩ জনকে ইন্টার্ণশীপের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 'সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২,৯০১টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে, যার মধ্যে ৬৫টি ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইটি/আইটিইএস সেক্টরের অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির লক্ষ্যে "সাপোর্ট টু ডেভেলপমেন্ট অব কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্ক (এবং অন্যান্য হাই-টেক পার্ক) প্রকল্পের আওতায় Skill Enhancement Program, Mid-Level Program, C-Level Training Program, Capacity Building in Public Sector, IT Training for IT students from Infosys in Bangalore, Oracle & SAP বিষয়ে প্রায় ৬,৩৪১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যাদের মধ্যে নারী ১,৩০৫ জন এবং পুরুষ ৪,৭৩৬ জন। এছাড়াও মানবসম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উল্লিখিত প্রকল্পের আওতায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের Software Testing & Quality Assurance Lab; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে Animation Lab ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে Robotic Lab স্থাপন করা হয়েছে।

টেকসই উদ্ভাবনী ইকোসিস্টেম তৈরি, প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উদ্যোগ উন্নয়ন, মেধাসত্ব সংরক্ষণ ও সংযোগকরণ, তরুণ উদ্ভাবকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, উত্তম ধারণাসমূহ চিহ্নিতকরণ, লালন ও উন্নয়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি এবং উদ্ভাবনী সামগ্রীর বাণিজ্যিকীকরণের লক্ষ্যে "iDEA: Innovation Design and Entrepreneurship Academy" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের পাশাপাশি সম্ভাব্য ঝুঁকি প্রতিরোধেরও প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও তদন্তের জন্য সাইবার ফরেনসিক ল্যাব স্থাপনের জন্য সিসিএ কার্যালয় কর্তৃক - 'Upgradation of PKI (Public Key Infrastructure) System and Capacity Building of CCA Office' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সাইবার আক্রমন ও অপরাধ মোকাবেলায় এলআইসিটি প্রকল্পের অধীনে BDG e-Gov CIRT বা ই-গভর্মেন্ট সিইআরটি (কম্পিউটার ইনসিডেন্ট রেসপন্স টিম) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। BDG e-Gov CIRT সাইবার আক্রমণ মোকাবেলা ও প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজস্ব সিআইআরটি গঠনে সহায়তা করছে।

এ পর্যন্ত ৭০টি সরকারি অফিসের ওয়েব সাইটের ভালনেরাবিলিটি টেস্ট করা হয়েছে। সরকারি কর্মকর্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ৫৫৬ জনকে সাইবার সিকিউরিটি ডিজিটাল ফরেনসিক, ইথিক্যাল হ্যাকার (সিইএইচ), ম্যালওয়্যার অ্যানালাইসিস, ম্যানেজিং ডিজিটাল, ফরেনসিক ল্যাব বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, আইটি খাতে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে সিলেটের কোম্পানিগঞ্জ, চট্টগ্রাম বন্দর, নাটোরের সিংড়া, কুমিল্লা সদর, নেত্রকোনা সদর, বরিশাল সদর এবং মাগুরা সদরে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে 'শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্প ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা, ই-সেবা এবং সরকারের অভ্যন্তরীণ তথ্য প্রবাহে ইলেকট্রনিক পদ্ধতি প্রবর্তনের উপযোগী অবকাঠামো নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে ডাটা সংরক্ষণের জন্য কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্কে Tier-4 মানের ডাটা সেন্টার স্থাপনের লক্ষ্যে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। উপজেলা পর্যায়ে আইসিটি অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে 'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন (ইনফো সরকার ৩য় পর্যায়)' প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে ২,৬০০টি ইউনিয়নে কানেক্টিভিটি স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। আইসিটি খাতে সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে আইসিটি বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

দ্বাদশ অধ্যায়

মানবসম্পদ উন্নয়ন

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হলে দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা আবশ্যক। বর্তমানে বাংলাদেশে বিপুল সংখ্যক কর্মক্ষম মানুষ রয়েছে। এ বিপুল কর্মক্ষম মানবসম্পদকে কাজে লাগিয়ে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড আহরণে বাংলাদেশ বেশ সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। এ লক্ষ্যে সরকার আর্থ সামাজিক খাতে জাতীয় বাজেটের ২৪ শতাংশ হারে অর্থ মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত খাতসমূহ যেমন-শিক্ষা ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, নারী ও শিশু, সমাজ কল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন, সংস্কৃতি, শ্রম ও কর্মসংস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যয় করছে। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরি ও উচ্চ শিক্ষার সকল স্তরে ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি ও শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ ও যোগ্য মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়নসহ বহুবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতকরা ৬০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বিধি প্রবর্তনের ফলে মহিলা শিক্ষকের হার ১৯৯১ সালের ২১ শতাংশ থেকে বর্তমানে ৬২.৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যালয়ে ভর্তি, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, উপবৃত্তি ও ছাত্র-শিক্ষক সংযোগ ঘণ্টা বৃদ্ধির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আলোকে সরকার স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করায় দেশের স্বাস্থ্যখাতে উল্লেখ্যযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। প্রজনন হার ও মৃত্যু হার কমেছে। গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাত শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। অপুষ্টির হারও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। স্বাস্থ্য সেবায় অর্জিত সাফল্য অব্যাহত রেখে এ খাতের আরও উন্নয়নের জন্য ২০১১-১৬ মেয়াদে সমন্বিত স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি উন্নয়ন সেক্টর (HPNSDP) কর্মসূচির সফল সমাপ্তির পর ২০১৭-২০২২ মেয়াদে 'স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত কর্মসূচি (HPNSP)' শীর্ষক ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) এর আলোকে স্বাস্থ্যখাত সংক্রান্ত নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পর এ খাতে বৃহত্তর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে পরিবেষ্টন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) প্রণয়ন করা হয়েছে, যা ২০৩০ সালের মধ্যে অর্জিত হবে। এছাড়া, নারীদের শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা এবং জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঘোষণা করা হয়েছে নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১। নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধে প্রণয়ন করা হয়েছে পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০। শিশু স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা এবং শিশু কল্যাণের লক্ষ্যে ২০১১ সালে গৃহীত হয়েছে জাতীয় শিশু নীতিমালা ২০১১। এছাড়া, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়ন এবং নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ২টি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে, প্রণীত হয়েছে ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) আইন, ২০১৪। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণের ফলে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ ক্রমশঃ এগিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, Human Development Report, 2016 অনুযায়ী ২০১৫ সালে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৯তম যা ২০১৪ সালে ছিল ১৪২তম।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হলে দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা আবশ্যক। বর্তমানে বাংলাদেশে বিপুল সংখ্যক কর্মক্ষম মানুষ রয়েছে। এ বিপুল কর্মক্ষম মানবসম্পদকে কাজে লাগিয়ে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড আহরণে বাংলাদেশ বেশ সুসংহত অবস্থানে রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচির দ্বারা সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নের নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ ক্রমশঃ এগিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, Human Development Report, 2016 অনুযায়ী ২০১৫ সালে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৯তম যা ২০১৪ সালে ছিল ১৪২তম। বর্তমানে মানব উন্নয়ন সূচকসমূহে বাংলাদেশের অবস্থান মধ্যম পর্যায়ে রয়েছে। মানব উন্নয়ন সূচকসমূহের ক্ষেত্রে সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে শ্রীলংকা (০.৭৬৬), ভারত (০.৬২৪) এবং ভূটান (০.৬০৭) বাংলাদেশ (০.৫৭৯) অপেক্ষা এগিয়ে আছে। অপরদিকে, নেপাল (০.৫৫৮) এবং পাকিস্তান (০.৫৩৮) এর অবস্থান বাংলাদেশ অপেক্ষা নিচে। বিগত কয়েক বছর থেকে মানব উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট খাতসমূহে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত তিন দশকে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থানের চিত্র সারণি ১২.১ -এ দেয়া হলোঃ

সারণি ১২.১ঃ মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ

বৎসর	২০০০	২০০৫	২০০৮	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫
সূচকের মান	০.৪৫৩	০.৪৯৪	০.৫১৫	০.৫৩৯	০.৫৪৯	০.৫৫৪	০.৫৫৮	০.৫৭০	০.৫৭৯

উৎসঃ Human Development Report, 2016. UNDP

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক খাতে বরাদ্দ

মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতসহ সামাজিক খাতসমূহে বিনিয়োগ অপরিহার্য। এ কারণেই সরকার মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত খাতসমূহের (শিক্ষা ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ, নারী ও শিশু, সমাজকল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন, সংস্কৃতি, শ্রম ও কর্মসংস্থান) বাজেট বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ খাতসমূহে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে মোট বাজেটের ২৪ শতাংশ। সরকার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতকে মানবসম্পদ উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে। তাই জাতীয় বাজেটে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাত উন্নয়নে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রেখে বাস্তবসম্মত কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকার শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণে কার্যকর ভূমিকা রেখে চলেছে। ফলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে জেন্ডার বৈষম্য বিলোপ করে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে সংখ্যাসাম্য অর্জন এবং প্রজনন হার হ্রাস, শিশু ও মাতৃ মৃত্যুহার হ্রাস, যক্ষা ও AIDS এর বিস্তার রোধ, গড় আয়ু বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জনের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন অব্যাহত রয়েছে। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নও মানবসম্পদ উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম। ফলে এসব খাতেও বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

লেখচিত্র ১২.১ মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দের গতিধারা

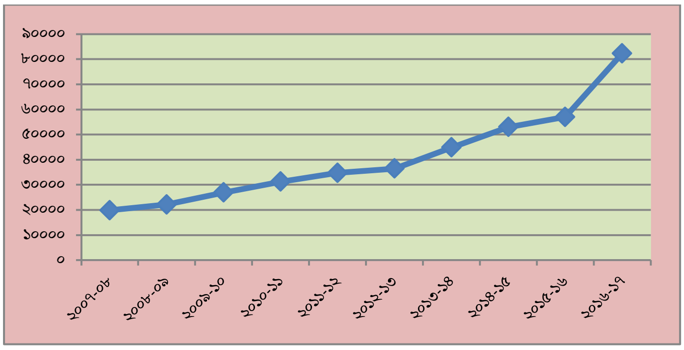

*তথ্যসমূহ মূল বাজেটভিত্তিক

২০০৭-০৮ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত সামাজিক খাতে উন্নয়ন এবং অনুন্নয়ন বাজেট-এর সমন্বিত বরাদ্দ ও বরাদ্দের গতিধারা যথাক্রমে লেখচিত্র ১২.১ ও সারণি ১২.২-এ দেখানো হলো। লক্ষ্যণীয় যে, এ খাতে গত এক দশকে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট মিলিয়ে মোট বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলেছে।

সারণি ১২.২ঃ মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দের (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) বিবরণ

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
শিক্ষা এবং বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	১১৬৫৪	১২৫৩৫	১৬১৭১	১৮৫৭৫	২০৩১৬	২১৫৬১	২৮২৭২	৩৩৪৯৯	৩৪৩৭০	৫২৯১৪
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	৫২৬১	৬১৯৬	৬৮৩৩	৭৬১৭	৮৮৬৯	৯১৩০	৯৯৫৫	১১৫৩৭	১২৬৯৫	১৭৪৮৬
যুব ও ক্রীড়া এবং সংস্কৃতি	২৮৭	৩২০	৫৩০	৯১১	৯২৪	৯৭৬	১০৬১	১০৬৮	১১৯৯	১৩৪৩
শ্রম ও কর্মসংস্থান	১১৯	১২০	৬৯	৬৭	৮২	১৩৪	১৯২	২২৬	৩০২	৩০৮
সমাজ কল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক	২০২৮	২৩৯৬	২৮১২	৩৪৯৯	৩৯৬৭	৪০৯১	৪৭৩০	৫৯৬২	৭৬১৩	৯৪৩৩
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক	৪৬৯	৫৫৩	৪৬৫	৫৪৯	৫৬০	৫৮৩	৬৩৩	৬৮৪	৭৭৯	৮৪০
মোট বরাদ্দ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন)	**১৯৮১৮**	**২২১২০**	**২৬৮৮০**	**৩১২১৮**	**৩৪৭১৮**	**৩৬৪৭৫**	**৪৪৮৪৩**	**৫২৯৭৬**	**৫৬৯৫৮**	**৮২৩২৪**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।*তথ্যসমূহ মূল বাজেটভিত্তিক

শিক্ষা ও প্রযুক্তি

সৃজনশীল, কর্মমুখী, বিজ্ঞানধর্মী, উৎপাদন সহায়ক শিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরি করার লক্ষ্যে সরকার শিক্ষাখাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। রূপকল্প ২০২১ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে যুগোপযোগী ও কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের পদক্ষেপ হিসেবে জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১০ প্রণীত হয়েছে। এই শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য হলো মানবতার বিকাশ এবং জনমুখী উন্নয়নে ও প্রগতিতে

নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজের এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক এবং কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা

সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদান এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের উল্লেখ রয়েছে। সে প্রেক্ষিতে সরকার প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে মোট ২১,৯৬২.৫৮ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

এছাড়া, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) এ "Inclusive and equitable quality education and ensuring life long learning for all" এর কথা বলা হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে সকল শিশুকে মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, যাতে সকল শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করা যায়। এছাড়াও বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল শিশুকে ২০৩০ সালের মধ্যে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এসডিজি'-র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সরকার যুগান্তকারী কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করেছে উপবৃত্তি প্রকল্প, তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩), রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্প, দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি এবং মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্পসহ (৬৪ জেলা) আরও কিছু প্রকল্প। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৪৯,৫৩৯টি। এ সংখ্যা বেড়ে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ১,২৬,৬১৫টি (ব্র্যাক সেন্টার, শিশু কল্যাণ ও মাদ্রাসাসহ)। প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা ও হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯১ সালে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির অনুপাত ছিল ৫৫ঃ ৪৫। বর্তমানে তা প্রায় ৪৯.৬ঃ ৫০.৪-এ উন্নীত হয়েছে। ২০০৫ হতে ২০১৫ সাল পর্যন্ত সময়ে প্রাথমিক স্তরে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার সারণি ১২.৩-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১২.৩ঃ প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি

(লক্ষ)

বছর	মোট	ছাত্র (%)	ছাত্রী (%)	নীট ভর্তির হার (%)
২০০৫	১৬২.২৫	৮০.৯১ (৪৯.৮৭)	৮১.৩৪ (৫০.১৩)	৮৭.২
২০০৬	১৬৩.৮৬	৮১.২৯ (৪৯.৬২)	৮২.৫৬ (৫০.৩৮)	৯০.৯
২০০৭	১৬৩.১৩	৮০.৩৫ (৪৯.২৬)	৮২.৭৮ (৫০.৭৪)	৯১.১
২০০৮	১৬৭.৪৯	৮৩.২৫ (৪৯.৭০)	৮৪.২৪ (৫০.৩০)	৯০.৮
২০০৯	১৬৫.৩৯	৮২.৪১ (৪৯.৮৩)	৮২.৯৮ (৫০.১৭)	৯৩.৯
২০১০	১৬৯.৫৮	৮৩.৯৫ (৪৯.৫০)	৮৫.৬৩ (৫০.৫০)	৯৪.৮
২০১১	১৮৪.৩২	৯১.৩৯ (৪৯.৬০)	৯২.৯৩ (৫০.৪০)	৯৪.৯
২০১২	১৯০.০৩	৯৪.৬৩ (৪৯.৮০)	৯৫.৪০ (৫০.২০)	৯৬.৭
২০১৩	১৯৫.৮৫	৯৭.৮১ (৪৯.৯৪)	৯৮.০৪ (৫০.০৬)	৯৭.৩
২০১৪	১৯৫.৫৩	৯৬.৩৯ (৪৯.৩০)	৯৯.১৪ (৫০.৭০)	৯৭.৭
২০১৫	১৯০.৬৮	৯৩.৬৯ (৪৯.১৪)	৯৬.৯৯ (৫০.৮৬)	৯৭.৯
২০১৬	১৮৬.০৩	৯২.২৮ (৪৯.৬০)	৯৬.৭৫ (৫০.৪০)	৯৭.৯

উৎসঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষাকাল সমাপ্ত না করেই বিদ্যালয় ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। সরকার কর্তৃক বহুবিধ কর্মসূচি গ্রহণের ফলে ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়ার হার ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে চলেছে। ২০০৭-২০১৫ পর্যন্ত বছরওয়ারি ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়া সংক্রান্ত তথ্যাদি সারণি ১২.৪-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১২.৪ঃ বছরওয়ারি ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়ার হার

বছর	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬
মোট ঝরে পড়ার হার (%)	৫০.৫	৪৯.৩	৪৫.১	৩৯.৮	২৯.৭	২৬.২	২১.৪	২০.৯	২০.৪	১৯.২

উৎসঃ Annual Primary School Census, 2015,প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

সারণি ১২.৪ থেকে দেখা যায় যে, ২০০৭ সালে মোট ঝরে পড়ার হার ছিল ৫০.৫ শতাংশ যা হ্রাস পেয়ে ২০১৫ সালে ২০.৪ শতাংশে নেমে এসেছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা খাতে গৃহীত/গৃহীতব্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-৩ বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি ও উপস্থিতির হার বৃদ্ধি, ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীদের ঝরে পড়া রোধ এবং সংযোগ ঘন্টা বৃদ্ধির বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে ।
- বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলা ও পুরুষ শিক্ষকের অনুপাত ৬০:৪০ অনুসরণ করা হয়। বর্তমানে মহিলা ও পুরুষ শিক্ষকের অনুপাত হলো ৬২.৬৭:৩৭.৩৩ ।
- প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে স্কুল লেভেল ইমপ্রুভমেন্ট প্ল্যান (SLIP) ও উপজেলা এডুকেশন প্ল্যান (UPEP) পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো গঠন করা হয়েছে। এছাড়া, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে আরো গতিশীল, কার্যকর ও কর্মমুখী করার প্রয়াসে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতি অনুমোদন এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।
- বিদ্যালয় পর্যায়ে ইংরেজি শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে "ইংলিশ ইন এ্যাকশান" প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- উপবৃত্তি ৪০ শতাংশ হতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করাসহ সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৪৮.০০ লক্ষ থেকে ৭৮.৭০ লক্ষে উন্নীত করা হয়েছিল। জুলাই ২০১৫ হতে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ভর্তিকৃত এবং নতুন ভাবে উন্নীত ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণিতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীসহ ১.৩০ কোটি সুবিধাভোগীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।
- ভর্তির হার বৃদ্ধি এবং শিক্ষার্থীদেরকে স্কুলে ধরে রাখার লক্ষ্যে স্কুল ফিডিং কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ৯৩টি উপজেলার ৩০.০৫ লক্ষ শিশুদের মধ্যে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে স্কুল খোলার দিন দৈনিক ৭৫ গ্রাম ফর্টিফাইড বিস্কুট বিতরণের কার্যক্রম চলমান আছে।
- বিদ্যালয় বহির্ভূত এবং ঝরে পড়া ৭-১৪ বছর বয়সী প্রায় ৪.৫ লক্ষ সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে পিইডিপি-৩ এর আওতায় 'সেকেন্ড চান্স এডুকেশন' প্রোগ্রাম বাস্তবায়নাধীন আছে।
- দেশের ২৬,১৯৩টি রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ এবং কর্মরত শিক্ষকদের চাকরি বিধিমালার আলোকে সরকারিকরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সকল বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক ২৫,৮৫৫টি বিদ্যালয় জাতীয়করণের সরকারি আদেশ জারী করা হয়েছে। জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়ে প্রায় ১,১৪,৭৫৫ জন শিক্ষককে সরকারিকরণ করা হয়েছে।
- জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০ অনুসরণে প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীতকরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান আছে এবং এ পর্যন্ত ৭৬৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণি খোলা হয়েছে।

প্রাথমিক অবকাঠামো সুবিধাদি

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত-

- পিইডিপি-৩ এর আওতায় ১০টি বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ, ১,৪১০টি অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, ৮৩টি বিদ্যালয় বড় ধরণের মেরামত সম্পন্ন হয়েছে।

- ৪,০১১টি গভীর/অগভীর নলকূপ স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে, ২,৯৫৯টি ওয়াশ ব্লক নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।
- পিটিআই বিহীন নির্বাচিত ১২টি জেলাসদরের মধ্যে ১১টি পিটিআই স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে এবং ১টির নির্মাণ কাজ চলমান আছে।
- বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১,৫০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে জুন ২০১৬ পর্যন্ত ১,১৭৯ টি বিদ্যালয় এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৮৮টি বিদ্যালয় নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে ও ২২৮টি বিদ্যালয়ের নির্মাণকাজ চলমান আছে।
- আইডিবি এর সহায়তায় নির্মিতব্য ১৭০টি বিদ্যালয় নির্মাণের লক্ষ্যে ১৩৩টি বিদ্যালয়ের নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট সকল বিদ্যালয়ের নির্মাণকাজ চলমান আছে।

সমাপনী পরীক্ষা ও বৃত্তি প্রদান

বর্তমানে সারাদেশে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা এবং এবতেদায়ী মাদ্রাসা সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ২০১৬ সালের পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষায় অবতীর্ণ মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ২৮.৩১ লক্ষ এবং পাশের হার ৯৮.৫১ শতাংশ। এবতেদায়ী মাদ্রাসা হতে সমাপনী পরীক্ষায় অবতীর্ণ মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ২.৫৭ লক্ষ এবং পাশের হার ৯৫.৮৫ শতাংশ। বিগত সময়ে পৃথকভাবে বৃত্তি পরীক্ষা গ্রহণ না করে সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে নির্ধারিত সংখ্যক বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে প্রায় ২২ হাজার পরীক্ষার্থীকে ট্যালেন্টপুল এবং প্রায় ৩২ হাজার জনকে সাধারণ বৃত্তি প্রদান করা হয়। ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে বৃত্তির সংখ্যা উন্নীত করে প্রায় ৩৩ হাজার পরীক্ষার্থীকে ট্যালেন্টপুল এবং প্রায় ৪৯.৫ হাজার জনকে সাধারণ বৃত্তি অর্থাৎ প্রায় ৮২.৫ হাজার শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়। এছাড়াও দেশের শ্রমজীবী শিশুদের জন্য শহর, নগরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। শ্রমজীবী মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া অব্যাহত রাখার জন্য শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে বিশেষ বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য উপবৃত্তি

৫,৬৮৭.২৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাংলাদেশ সরকারের সম্পূর্ণ অর্থায়নে 'প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি' শীর্ষক একটি প্রকল্পের ২য় পর্যায় (২০০৮-২০১৫) বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৭৮.৭০ লক্ষে উন্নীত হয়েছে। ছাত্র/ছাত্রীর মধ্যে প্রকল্পের নীতিমালার আওতায় দরিদ্র পরিবারের এক সন্তান বিদ্যালয়ে প্রেরণের জন্য মাসিক ১০০ টাকা এবং একাধিক সন্তানের জন্য মাসিক ১২৫ টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়।

বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ

সরকার প্রতিবছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করছে। বছরের শুরুতেই ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক পৌছে দেয়া হচ্ছে। ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে ১১.২০ কোটি এবং ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে ১০.৫৩ কোটি পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৭ সালে প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য মোট ৩৩.২৮ লক্ষ বই এবং প্রায় ৬৯.৩০ লক্ষ আনুষঙ্গিক শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। বইয়ের প্রতি শিশুদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য চার রংয়ের নতুন বই সরবরাহ করা হচ্ছে। আগামীতে ১০০ শতাংশ নতুন বই বিতরণ অব্যাহত থাকবে। ২০১৭ সালেই প্রথম প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে সারা দেশে ৫টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর (চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো, সাদরী) শিক্ষার্থীদের মাঝে ৮ ধরণের পঠন-পাঠন সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

সংযোগ ঘণ্টা বৃদ্ধি

ইতোপূর্বে ১ম ও ২য় শ্রেণির জন্য বাৎসরিক সংযোগ সময় ৫৯৫ ঘণ্টা এবং ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণির জন্য ৮৩৩ ঘণ্টা ছিল। কিন্তু ইতোমধ্যে প্রায় ৪ হাজার দুই শিফটের বিদ্যালয়কে এক শিফটে রুপান্তরিত করার ফলে এক শিফটের বিদ্যালয়ে ১ম-২য় শ্রেণীতে ৯২১ ঘণ্টা এবং ৩য়-৫ম শ্রেণির বেলায় ১,২৩১ ঘণ্টা দাঁড়িয়েছে। দুই শিফটের বিদ্যালয়ে ১ম-২য় শ্রেণির এবং ৩য়-৫ম শ্রেণির বেলায় ঐ সংযোগ ঘণ্টা যথাক্রমে ৬০০ ঘণ্টা এবং ৭৯১ ঘণ্টা।

শিক্ষক নিয়োগ

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শূন্যপদে ও সৃষ্টপদে শিক্ষক নিয়োগের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শূন্যপদে ৬০ শতাংশ শিক্ষিকা নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার আনুপাতিক হার বর্তমানে প্রায় ৬২.৬৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিপরীতে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির জন্য প্রথম পর্যায়ে ১৫,০০০ জন এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে দ্বিতীয় পর্যায়ে আরো ৭,৫০০ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে আরো প্রায় ১৫,০০০ সহকারী শিক্ষকসহ সর্বমোট ৩৪,৮৯৫জন নিয়োগ প্রদান করা

হয়েছে। এ ছাড়াও আরো প্রায় ১০,০০০ সহকারী শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান আছে। বিদ্যালয় বিহীন এলাকায় ১,৫০০টি নতুন বিদ্যালয় নির্মাণের কার্যক্রম চলমান আছে। এরুপ ৬৬৭টি বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটিতে প্রধান শিক্ষকসহ ৫ জন করে সর্বমোট ৩,৩৩৫টি শিক্ষকের নতুন পদ সৃজন করা হয়েছে, এ নিয়োগ কার্যক্রম চলমান প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে। রেজিস্টার্ড বিদ্যালয়ের জন্য প্যানেলভুক্ত ৪২,৬১১ জন শিক্ষকদের মধ্য থেকে তিন ধাপে ৩৪,৩৭৬ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

বিদ্যালয় বহির্ভূত ও কর্মজীবী শিশুদের জন্য কার্যক্রম

স্কুল বহির্ভূত, ঝরে পড়া এবং শহরের কর্মজীবী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। 'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দেশের সুবিধাবঞ্চিত এবং ঝরে পড়া দরিদ্র শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে দেশের নির্বাচিত ১৪৮টি উপজেলায় ১,০৮৫.২৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৩-ডিসেম্বর ২০১৭ মেয়াদে 'রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (২য় পর্যায়)' প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ২১,৩৬১টি শিখন কেন্দ্রের মাধ্যমে ৭.১৫ লক্ষ বিদ্যালয় বহির্ভুত কিংবা ঝরে পড়া শিশুরা ৫ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পাবে। শিশুদেরকে ১ম থেকে ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত মাথাপিছু ৮০ টাকা হারে এবং ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত মাথাপিছু ১০০ টাকা হারে শিক্ষা সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়া শিক্ষার্থীরা ইউনিফর্ম এর জন্য বছরে ৪০০ টাকা, ১ম থেকে ৩য় শ্রেণি এবং ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা শিক্ষা উপকরণ বাবদ প্রতিবছর যথাক্রমে ২০০ টাকা এবং ৩০০ টাকা হারে আর্থিক সহায়তা পাচ্ছে। ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ১,০০০ টাকা এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হওয়ার জন্য ভর্তিকৃত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হতে ভর্তি সনদ প্রদর্শন সাপেক্ষে ২,০০০ টাকা সহায়তা পাচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ২,২২,০৮৫ জন শিক্ষার্থী প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে এবং ১,৪৩,৯৭৪ জন শিক্ষার্থী পাশ করেছে। পাশের গড় হার ৬৪.৮৩ শতাংশ। ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ২.৭৩ লক্ষ। ঝরে পড়া ও বিদ্যালয় বহির্ভুত শিশুদের জন্য সেকেন্ড চান্স এডুকেশন কার্যক্রম চলমান আছে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে সেকেন্ড চান্স বিভাগ সৃষ্টি করা হয়েছে। শিক্ষার্থী নির্বাচনের জন্য দেশব্যাপী জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে একটি ডাটাবেইজ প্রণয়ন করার কার্যক্রম চলছে। দেশের নিরক্ষর জনগোষ্ঠিকে সাক্ষর এবং দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ার লক্ষ্যে ৭টি বিভাগের আওতায় ৬৪ জেলার ২৫০টি উপজেলায় ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৮ মেয়াদে এ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় দেশের ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী মোট ৪৫ লক্ষ নিরক্ষর কিশোর ও বয়স্কদের মৌলিক শিক্ষা ও জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা প্রদান করা হবে। নিরক্ষরতা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এনজিও নির্বাচন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা

একটি শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরির লক্ষ্যে সরকারের নির্দেশনার আলোকে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। যার মধ্যে রয়েছে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকদের জন্য অনলাইনে এমপিও কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের অনলাইন বদলী কার্যক্রমের সূচনা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন, মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম স্থাপন ও আইসিটি সামগ্রী প্রদান, আইসিটি বিষয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠা, শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থীদের উন্নততর পাঠদানের লক্ষ্যে শিক্ষকদের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ, মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহকে ISAS Ranking এর ভিত্তিতে ক্যাটাগরি নির্ধারণ, পিবিএম ও সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালু করা, পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ, দরিদ্র শিক্ষার্থীদের অনলাইনে উপবৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে ঝরে পড়া রোধ ইত্যাদি। এসব কার্যক্রমসমুহের মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে এক ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন ২৪,৪১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৩,৫৪,৭২৯ জন শিক্ষক এবং ১,৩৪,২১,৯৪১ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ, শিক্ষাকে মানসম্মত, সর্বব্যাপী ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে বিনামুল্যে পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। এছাড়াও প্রতিবছর ১ জানুয়ারি পাঠ্যপুস্তক উৎসব দিবস উদযাপন করা হয়ে থাকে। এ উৎসবের দিন সমগ্র বাংলাদেশে একযোগে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক পর্যায়ের ১,০২.৫৮ লক্ষ জন শিক্ষার্থীর মাঝে ১৭,৬৮.৩০ লক্ষ পুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

অনলাইনের মাধ্যমে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৪০,৩৪,৮৭৯ জন নির্বাচিত শিক্ষার্থীকে ৮২,৫০০.৯০ লক্ষ টাকা উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া নারী শিক্ষা বিস্তারের জন্য এবং ঝরে

পড়া রোধের লক্ষ্যে বিভিন্ন উপবৃত্তি প্রকল্পের মাধ্যমে সভা-সমাবেশ, সচেতনতামুলক কর্মশালা এবং এসইএসপি প্রকল্পের মাধ্যমে মা সমাবেশের আয়োজন করা হয়ে থাকে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাওশি) আওতায় ২০০৯-২০১৬ সাল পর্যন্ত ৪০টি কলেজ এবং ২৭টি স্কুল জাতীয়করণ করা হয়েছে। মাউশির মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচি Secondary Education Sector Investment Program (SESIP) এর আওতায় মাঠ পর্যায়ে ১,৪৫৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারিকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। নির্বাচিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য সেকায়েপ প্রকল্পের মাধ্যমে অতিরিক্ত ক্লাস (ইংরেজি, গণিত এবং বিজ্ঞান) গ্রহণ কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দক্ষ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সেকায়েপ প্রকল্পের আওতাভুক্ত ২৫০টি উপজেলায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩,৩৫৪ জন (গণিত, ইংরেজি ও বিজ্ঞান বিষয়ে) এসিটি শিক্ষক (অতিরিক্ত ক্লাশ শিক্ষক) নিয়োগ দেয়া হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ২০১৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ১১,৯৮২টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩৪,৩৬,০৫৬টি বই সরবরাহ এবং পুরষ্কার হিসেবে ২৪,০৫,৬৭৪টি বই বিতরণ করা হয়েছে। সরকারি বিদ্যালয়বিহীন ৩১৫টি উপজেলা সদরে অবস্থিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে মডেল স্কুলে রূপান্তরের মাধ্যমে ২৮৪টি মডেল বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গুণগত শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। ঢাকা মহানগরীতে ৬টি কলেজ ও ১১টি স্কুল স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে ১০টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও৪ টি সরকারি মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। সিলেটে ২টি, বরিশালে ২টি ও খুলনা শহরে ৩টি সহ মোট ৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

কারিগরি শিক্ষা

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে দেশের যুবশক্তিকে উৎপাদনশীল ও দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। ২০২০ সালের মধ্যে কারিগরি শিক্ষায় এনরোলমেন্ট শতকরা ২০ ভাগে উন্নতির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প/ প্রোগ্রাম নেয়া হয়েছে। কারিগরি শিক্ষায় সকল ক্ষেত্রে ন্যাশনাল টেকনিক্যাল এন্ড ভোকেশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক (এনটিভিকিউএফ) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে মাদ্রাসাসহ মাধ্যমিক পর্যায়ে ভোকেশনাল কোর্স চালুকরণের মাধ্যমে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার প্রসারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অস্বচ্ছল পরিবারের তরুণ-তরুণীদেরকে আত্মকর্মসংস্থান উপযোগী ও দেশে-বিদেশে চাকুরী বাজার চাহিদার ভিত্তিতে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য যুগোপযোগী ট্রেড ও টেকনোলজী কারিগরি শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা মোট ৭,৯৪১টি যার মধ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠান ৫০৯টি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ৭,৪৩২টি। এছাড়া, কারিগরি সাবসেক্টরে উচ্চ শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে ময়মনসিংহ, ফরিদপুর ও সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ও কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে শিক্ষা কার্যক্রম চলমান আছে এবং বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দেশের ৮টি বিভাগীয় সদরে ৮টি মহিলা টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, ২৩টি বিশ্বমানের পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট এবং বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট নির্মাণের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া বিদ্যমান টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, ৪৯টি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট এবং ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ আধুনিকায়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। এছাড়াও ১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল (টিএস) স্থাপনের কাজ বাস্তবায়নাধীন আছে। শিক্ষকদের উচ্চ শিক্ষা এবং পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং এন্ড রিসার্স (BITTTR) স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা

মাদ্রাসা শিক্ষার বৃহত্তর কলেবর, যুগের চাহিদা, এর অধিকতর মানোন্নয়ন, সুষ্ঠু তদারকি, প্রশাসনিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে পৃথক মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বর্তমানে সারা দেশে কেবল এমপিও ভুক্ত মাদ্রাসার সংখ্যা প্রায় দশ হাজার। মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ১ম থেকে আলিম শ্রেণি পর্যন্ত কুরআন, আকাইদ ও ফিকহ, আরবি ও হাদিস বিষয়ের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে। বিদ্যমান সাধারণ শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত আরবি বিষয়সমূহ ব্যতীত সাধারণ আবশ্যিক এবং ঐচ্ছিক বিষয়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) কর্তৃক উন্নয়নকৃত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুসৃত হচ্ছে। সকল বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক এনসিটিবিএর

মাধ্যমে মুদ্রণ ও বিতরণের ব্যবস্থাকরণ এবং ২০১৪ সাল থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত আরবি ও ইসলামী বিষয়সমূহ ব্যতিত অন্যান্য বিষয়ে অভিন্ন সিলেবাসে পরীক্ষা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষাক্রমে কৃষি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা/ক্যারিয়ার শিক্ষাসহ প্রতিযোগিতামূলক, আধুনিক ও জীবনমুখী বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন ও ফরম পূরণের কার্যক্রম অনলাইনে সম্পাদিত হচ্ছে। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসনকে দ্রুত, গতিশীল এবং সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে MEMIS (Madrasha Education Management Information System) সেল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

উচ্চশিক্ষা

দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ ও গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মাধ্যমে সরকার বেশকিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের পুরাতন প্রায় সবগুলো জেলাতেই সরকার কর্তৃক একটি করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। দেশে বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৮ এ উন্নীত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর জন্য সরকার নিরলসভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে স্থাপিত নতুন ও পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের একাডেমিক ভবন, শিক্ষার্থী-শিক্ষক কর্মচারীদের আবাসিক ভবনসহ বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।

পার্বত্য অঞ্চলে শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় এবং গোপালগঞ্জে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, সরকার খুলনায় একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রামে একটি মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর জেলায় একটি ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশালে একটি মেরিন বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনায় রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রামে পন্ডিত বিহার বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

ইতোমধ্যে সরকার Cross Border Higher Education (CBHE)-2014 আইন পাসের মাধ্যমে বিশ্বের সেরা মানের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বাংলাদেশে স্থায়ী ক্যাম্পাস স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন Higher Education Quality Enhancement (HEQEP) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দেশের উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের সৃজনশীলতায় উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে গবেষণার পরিবেশ সৃজনের জন্য Academic Innovation Fund প্রদান করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি, দেশি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সাথে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে Bangladesh Research and Education Network (BdREN) স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিভিন্ন ফ্যাকাল্টির ছাত্র ও শিক্ষকদের আন্তর্জাতিক একাডেমিক কমিউনিটি এবং তথ্য ভাণ্ডারের সাথে সংযুক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে যুগের চাহিদার নিরিখে আধুনিক ল্যাবরেটরি, গবেষণা কেন্দ্র ও ইন্সটিটিউটসমূহকে সুসংহত ও আধুনিকায়ন করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মান নিয়ন্ত্রণের জন্য Accreditation Council গঠনের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া, উচ্চ শিক্ষার উন্নয়ন, সম্প্রসারণ এবং মানোন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে 'উচ্চশিক্ষা কমিশন' এ রূপান্তরের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা, প্রশাসন, অর্থ, গবেষণা ও উন্নয়ন ইত্যাদি কাজের গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে কমিশন কর্তৃক জাতীয় পর্যায়ের তথ্য ব্যবস্থাপনা স্বরূপ Higher Education Management Information System (HEMIS) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। হেমিস পোর্টালের (ugc-hemis.gov.bd) মাধ্যমে অন-লাইনে বিশ্ববিদ্যালয় হতে ডাটা প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে হেমিস এ ১১২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১২, ২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫ সালের ডাটা প্রদান করা হয়েছে এবং ২০১৬ সালের ডাটা এন্ট্রির কাজ শুরু করা হয়েছে। এছাড়া উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্প (HEQEP) এর অর্থায়নে ইউজিসি ডিজিটাল লাইব্রেরি (ইউডিএল) এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বর্তমানে ইউডিএল এর সদস্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭৭। সদস্য বিশ্ববিদ্যালয়য়সমূহের ছাত্র-শিক্ষক ও গবেষকগণ ইউডিএল এর মাধ্যমে ৩১,০০০ ই-বুকস ও ৩,১০০ ই-জার্নাল এর এক্সেস সুবিধা পাচ্ছেন। ইউডিএল এর ওয়েব পোর্টাল (udl-ugc.gov.bd) এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবহারকারীগণ

সরাসরি ই-রিসোর্স প্রোভাইডারদের পোর্টালে প্রবেশ করতে পারবে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে আন্তর্জাতিক গবেষণা ও শিক্ষা নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত করার লক্ষ্যে Trans Eurasia Information Networks (TEIN) এর সদস্যপদ ও অংশিদারত্ব গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশের ৩৪টি পাবলিক ও ১টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় TEIN এর মাধ্যমে বৈশ্বিক জ্ঞানভান্ডারের সাথে যুক্ত হয়েছে।

শিক্ষায় আইসিটি কার্যক্রম

তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SESIP) এর আওতায় শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং ছাত্রদের ই-লার্নিং কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে সারাদেশে মোট ৬৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ICT Learnning Center স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও বর্তমান বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং আইসিটি জ্ঞান সমৃদ্ধ সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে সরকারি কলেজে আইসিটি বিষয়ক ২৫৫টি প্রভাষক পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট (TQI-II) শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষকদের ডিজিটাল কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট, হার্ডওয়্যার এবং ট্রাবলশুটিং এবং এ্যাডভান্সড আইসিটি ট্রেনিং প্রদান করা হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে নবম ও দশম শ্রেণির জন্য ৩টি বিষয়ে ই-ম্যানুয়েল (পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়) প্রণয়ন এবং ছয়টি বিষয়ে ই-লার্নিং (ইংরেজি, গণিত ও হিসাববিজ্ঞান এবং পদার্থবিদ্যা, রসায়ণ ও জীববিজ্ঞান) উপকরণ উন্নয়ন ও প্রস্তুত করা হয়েছে।

TQI-II ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রকল্প-এর আওতায় ৫১টি ক্লাস্টার সেন্টার স্কুল (সিসিএস)/ ক্লাস্টার সেন্টার স্কুল কাম ই-লার্নিং সেন্টার ৩১টি প্রতিষ্ঠানে উলম্ব সম্প্রসারণের কাজ সম্পন্ন এবং বাকী ২০টি সিসিএস/সিসিএস কাম ই-লার্নিং সেন্টারের মধ্যে (আনুভুমিক সম্প্রসারণ) কাজ চলমান রয়েছে। এস্টাবলিশমেন্ট অব ফরেন ল্যাংগুয়েজ ট্রেনিং সেন্টারস-২ (এফএলটিসি-২) প্রকল্পের অধীনে বৈদেশিক কর্ম-সংস্থানের মাধ্যমে রেমিটেন্স আহরণে সরকারকে সহায়তা করার নিমিত্ত আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের জন্য বিভিন্ন বিদেশী ভাষায় (ইংরেজি, আরবি, কোরিয়ান, জাপানি, ফ্রেঞ্চ) দক্ষতা সম্পন্ন জনবল তৈরি করার লক্ষ্যে ৩১টি Digital Language Laboratory চালু করা হয়েছে।

নারী শিক্ষা উন্নয়ন

মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি কর্মসূচি চালুর ফলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে জেন্ডার বৈষম্য বিলোপ করে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে সংখ্যাসাম্য অর্জন সম্ভব হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন ও আর্থসামাজিক কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাধ্যমিক থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত ছাত্রী উপবৃত্তি প্রদান, বেতন মওকুফ সুবিধা প্রদান, বই ক্রয়ের জন্য আর্থিক সুবিধা প্রদান ও পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য পরীক্ষার ফি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া, মেধাবী ছাত্রীদেরকে সাধারণ মেধাবৃত্তি এবং বৃত্তিমূলক কারিগরি শিক্ষাবৃত্তির পরিমাণ ও সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা হয়েছে। নারীদেরকে কারিগরি শিক্ষায় উৎসাহিত করা ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমানে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে ভর্তির ক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত বিদ্যমান আসন সংখ্যা ১০ শতাংশ কোটা হতে ২০ শতাংশ কোটায় উন্নীত করা হয়েছে। স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের সহায়তা ও বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ও বৃত্তি প্রদানের নিমিত্ত প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন ২০১২ জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে। সরকার এ লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ডে ১,০০০ কোটি টাকা সীড মানি প্রদান করেছে। এর মাধ্যমে স্নাতক পর্যায়ে ভর্তির ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা অর্জন সম্ভব হবে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ উন্নয়ন কার্যক্রম

বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে বিগত ৪৫ বছরে স্বাস্থ্যখাতে প্রভূত উন্নতি অর্জন করেছে। ২০১৬ সালের স্বাস্থ্য খাতের অর্জন আশাব্যঞ্জক। এই বছরে মা ও শিশু মৃত্যুর হার কাঙ্ক্ষিত মাত্রার নীচে নামানোর মাধ্যমে এমডিজি-৪ অর্জন এবং অন্যান্য সূচকসমূহ প্রত্যাশিত মাত্রায় হ্রাসের ফলশ্রুতিতে এ দেশ বিশ্বের মধ্যে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সরকারের বিবেচনায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টিখাতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণের ফলে এ খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। সেক্টর ওয়াইড কর্মসূচির আওতায় উন্নয়ন সহযোগী ও সরকার একসাথে স্বাস্থ্য সেক্টরের সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে থাকে বিধায় পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন, অর্থায়ন সকল ক্ষেত্রেই গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তাছাড়া জবাবদিহিতা, গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও সকল স্তরে কার্যকারিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সেক্টর ওয়াইড কর্মসূচির মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছানোর ফলে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সরকারি স্বাস্থ্য [illegible] প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে প্রজনন হার ও মৃত্যু

হার হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাত শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হার হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। এছাড়া, খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন, নারী শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি কারণে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে এবং প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল ও বেড়েছে। ইতোমধ্যে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিও প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১০ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত স্বাস্থ্য সূচকসমূহের প্রবণতা সারণি ১২.৫ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১২.৫ঃ স্বাস্থ্য সূচকসমূহের সাম্প্রতিক প্রবণতা

সূচকসমূহ	বিবেচ্য বিষয়	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫
স্থূল জন্মহার (প্রতিহাজারে)	জাতীয়	১৯.২	১৯.২	১৮.৯	১৯.০	১৮.৯	১৮.৮
	শহর	১৭.১	১৭.৪	১৭.১	১৮.২	১৭.২	১৬.৫
	গ্রাম	২০.১	২০.২	২০.০	১৯.৩	১৯.৪	২০.৩
স্থূল মৃত্যুহার (প্রতিহাজারে)	জাতীয়	৫.৬	৫.৫	৫.৩	৫.৩	৫.২	৫.১
	শহর	৪.৯	৪.৮	৪.৬	৪.৬	৪.১	৪.৬
	গ্রাম	৫.৯	৫.৮	৫.৭	৫.৬	৫.৬	৫.৫
বিবাহের গড় বয়স	পুরুষ	২৩.৯	২৩.৯	২৩.৯	২৪.৩	২৪.৯	২৫.৩
	নারী	১৮.৭	১৮.৭	১৮.৭	১৮.৪	১৮.৩	১৮.৪
ডাক্তার প্রতি জনসংখ্যা		২৭৮৫	২৮৬০	২৮৬০	২৮৬০	২১২৯	২৬২৮
প্রত্যাশিত গড় আয়ুকাল (বছরে)	জাতীয়	৬৭.৭	৬৯.০	৬৯.৪	৭০.৪	৭০.৭	৭০.৯
	পুরুষ	৬৬.৬	৬৭.৯	৬৮.২	৬৮.৮	৬৯.১	৬৯.৪
	মহিলা	৬৮.৮	৭০.৩	৭০.৭	৭১.২	৭১.৬	৭২.০
শিশু মৃত্যুহার (নবজাতক, <১বছর, প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৩৬	৩৫	৩৩	৩১	৩০	২৯
	শহর	৩৫	৩২	৩১	২৬	২৬	২৮
	গ্রাম	৩৭	৩৬	৩৪	৩৪	৩১	২৯
শিশূ মৃত্যুহার (৫ বছরের নিম্নে, প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৪৭	৪৪	৪২	৪১	৩৮	৩৬
	শহর	৪৪	৩৯	৩৭	৩৫	৩০	৩২
	গ্রাম	৪৮	৪৭	৪৪	৪৩	৪০	৩৯
মাতৃমৃত্যু হার (%)	জাতীয়	১.৯৪	২.০৯	২.০৩	১.৯৭	১.৯৩	১.৮১
	শহর	১.৭৮	১.৯৬	১.৯০	১.৪৬	১.৮২	১.৬২
	গ্রাম	২.৩০	২.১৫	২.১০	২.১১	১.৯৬	১.৯১
গর্ভনিরোধক ব্যবহারের হার (%)		৫৬.৭	৫৮.৩	৬২.২	৬২.৪	৬২.২	৬২.১
উর্বরতার হার (মহিলা প্রতি)		২.১২	২.১১	২.১২	২.১১	২.১১	২.১০

উৎসঃ Report on Bangladesh Sample Vital Registration System-2015

স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (HPNSDP)

৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, রূপকল্প ২০২১, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নীতি এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতির আলোকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় “স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত উন্নয়ন কর্মসূচি (HPNSDP)” শীর্ষক তৃতীয় সেক্টর কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে HPNSDP প্রোগ্রামের আওতাধীন ৩২টি অপারেশনাল প্ল্যানের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ২,০৩২.৩৬ কোটি টাকা যার মধ্যে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১,৬৪৪.৬৬ কোটি টাকা (বরাদ্দের ৮০.৯২.%)।

এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো-জনগণের বিশেষ করে মহিলা, শিশু ও সুবিধাবঞ্চিতদের স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি সেবা প্রাপ্তির চাহিদা বৃদ্ধি, কার্যকর সেবা ও সহজলভ্য করা এবং স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি সেবা সমূহের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস, রোগের প্রাদুর্ভাব ও মৃত্যুহার হ্রাস এবং পুষ্টিমান বৃদ্ধি করা। HPNSDP কর্মসূচির আওতায় ব্যবস্থাপনা ও সাংগঠনিক সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে যে সমস্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, তথ্য ব্যবস্থাপনা, মানবসম্পদ উন্নয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, গবেষণা কার্যক্রম এবং স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতের অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ইত্যাদি।

জাতীয় ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, রূপকল্প ২০২১, “স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা বিষয়ক (Health Nutrition & Population) জাতীয় নীতিমালা এবং HNP সংক্রান্ত বিভিন্ন কৌশলের (Strategy) আলোকে স্বাস্থ্য ও পরিবার ল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ২০১৭-২০২২ মেয়াদে “স্বাস্থ্য,

জনসংখ্যা ও পুষ্টিখাত কর্মসূচি (HPNSP)” শীর্ষক ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচি গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) থেকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) রূপান্তরের ক্রান্তিকালে আসন্ন ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচিটি শুরু হবে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) এর প্রধান ফোকাস ছিল স্বাস্থ্যখাত সংক্রান্ত নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জন। অপরদিকে এ খাতের বৃহত্তর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে পরিবেষ্টন করেই টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) প্রণয়ন করা হয়েছে, যা ২০৩০ সালের মধ্যে অর্জিত হবে।

কমিউনিটি ক্লিনিক

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে থাকে। কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহ সর্বনিম্ন পর্যায়ে সরকারি ও স্থানীয় জনগণের প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত যা মা ও শিশু মৃত্যুর হার কাঙ্ক্ষিত মাত্রার নিচে নামানোর ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্র থেকে ‘অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্যাকেজ’ এর মাধ্যমে সমন্বিত স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা গ্রামীণ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে গ্রাম/ওয়ার্ড পর্যায়ে ‘কমিউনিটি ক্লিনিক’ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ লক্ষ্যে ১৯৯৯-২০০১ মেয়াদে ১০,৭২৩ টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মিত হয় এবং প্রায় ৮,০০০টি চালু করা হয়। কিন্তু ২০০১-২০০৮ মেয়াদে কমিউনিটি ক্লিনিক হতে সেবাদান কার্যক্রম বন্ধ থাকে। ২০০৯ সালে কমিউনিটি ক্লিনিক পুনরোজ্জীবিতকরণের লক্ষ্যে ৫ বছর মেয়াদি (২০০৯-২০১৪) ‘Revitalization of Community Health Care Initiative in Bangladesh’ (কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্প) শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ১৩,৫০০টি কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তীতে পার্বত্য জেলা, হাওড় ও চরাঞ্চলের জন্য অতিরিক্ত ৩৬১টি সহ মোট ১৩,৮৬১টি কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যমাত্রা পুনঃনির্ধারণ করা হয়। প্রকল্পের মেয়াদ কালে ১৩,৩৫২টি কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করা হয়। অবশিষ্ট ৫০৯টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মধ্যে জাইকার অর্থায়নে ৩০০টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণাধীন আছে। বর্তমানে দেশে ওয়ার্ড পর্যায়ে বসবাসকারী কম-বেশী ৬,০০০ জনগোষ্ঠীর জন্য মোট ১৩,২৩৬ টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু আছে, যার মাধ্যমে বছরে ৬৬,৬০০ লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের ৩০ ধরনের ঔষধ সরবরাহ করা হয়। কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো বহিঃবিভাগীয় চিকিৎসা সেবা ছাড়াও স্বাস্থ্য শিক্ষা, পুষ্টি সেবা ও পুষ্টি উপাদান সরবরাহ, উচ্চতর পর্যায়ে রেফারেল সেবা প্রদান করে থাকে। প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়মিতভাবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করে।

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা

মাঠ পর্যায়ে অবস্থিত বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান ও কর্মসূচির মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ের জনসাধারণকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানে বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। পল্লী অঞ্চলে দক্ষ মাঠকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীর মাধ্যমে ডায়রিয়া, ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, কালাজ্বর, যক্ষা, কুষ্ঠনিয়ন্ত্রণ, ভিটামিন‘এ’ অভাব জনিত অন্ধত্ব দূরীকরণ, কৃমিনাশক ওষুধ বিতরণ ও টিকাদান ইত্যাদি কর্মসুচি জোরদার করা হয়েছে। এ সকল কর্মসূচি সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে মাতৃ মৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর হার এবং বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব হ্রাস পেয়েছে এবং গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে। এর সুদূরপ্রসারী ফলাফল হিসেবে অর্থনৈতিক কার্যাবলীতে জনগনের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে এবং অর্থনীতিতে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে দেশে Dengue, Swine Flu এবং SARS রোগগুলো দক্ষতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে। DOTS কার্যক্রমের মাধ্যমে Smear Positive ফুসফুসের যক্ষা রোগ নির্ণয়ের হার প্রায় শতকরা ১০০ ভাগে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি এ রোগের সম্পূর্ণ আরোগ্যের হার ৯২ শতাংশ অর্জিত হয়েছে। এছাড়া Child Health Programme, School Health Programme, Adoloscent Health Programme, ক্ষুদে ডাক্তার কার্যক্রম ইত্যাদির মাধ্যমে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ও স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা হচ্ছে।

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই)

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সরকার HPNSDP কর্মসূচির আওতায় ইপিআই কর্মসূচির মাধ্যমে শিশুদেরকে রোগমুক্ত রাখার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। টিকার মাধ্যমে যেসব রোগ প্রতিরোধ করা যায়, তা প্রতিরোধ করে দেশকে রোগমুক্ত করার লক্ষ্যে ইপিআই কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশি, ধনুষ্টংকার, পোলিও, হাম, যক্ষা ও হেপাটাইটিস-বি হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি, নিউমোক্কাল নিউমোনিয়া, রুবেলা রোগ প্রতিরোধ করার জন্য টিকা প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক বাংলাদেশকে পোলিও মুক্ত দেশ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সারণি ১২.৬ এ বছরওয়ারী ইপিআই কভারেজ এর আওতায় টিকা প্রাপ্তির তথ্য দেয়া হলোঃ

সারণি ১২.৬ঃ ইপি য় টিকাপ্রাপ্তির হার

বছর	বিসিজি (%)	ওপিডি-১ (%)	ওপিডি-২ (%)	ওপিডি-৩ (%)	পেন্টা-১ (%)	পেন্টা-২ (%)	পেন্টা-৩ (%)	হাম (%)	সকল টিকা (%)
২০১১	৯৯	৯৯	৯৭.৭	৯৫.১	৯৯	৯৭.৬	৯০	৮৮.৫	৮২.৯
২০১২	৯৯	৯৯	৯৭.৭	৯৫.১	৯৯	৯৭.৬	৯০	৮৮.৫	৮২.৯
২০১৩	৯৫	৯৫	৯৪	৯২	৯১	৯৩	৯২	৮৬	৮১
২০১৪	৯৯.২	৯৫.১	৯৪.২	৯৪	৯১	৯৩	৯৩	৮৬.৬	৮১.৬
২০১৫	৯৯.২	৯৪	৯৫.১	৯২.৭	৯২.৬	৯৩.৩	৯৩	৮৬.৬	৮১.৬
২০১৬	৯৯.৩	৯৫.৮	৯৪.৭	৯৪.১	৯৪	৯৪.৭	৯৪.১	৯১.৭	৮৬.৫

উৎসঃ Bangladesh EPI CES ২০১১, ২০১২, ২০১৩ ,২০১৪, ২০১৫, ২০১৬

মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা

জাতীয় পর্যায়ে মা ও শিশু স্বাস্থ্যকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। যার মধ্যে জরুরি প্রসূতি সেবা চালু, সিএসবিএদের প্রশিক্ষণ, পরিবার পরিকল্পনা সেবা সম্প্রসারণ, নিরাপদ এমআর সেবা, বেসরকারি খাতের প্রসারে উৎসাহ প্রদান, প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সেবা গ্রহণে উৎসাহ প্রদান, মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কীম এর প্রবর্তন, সার্ভিক্যাল এবং ব্রেস্ট ক্যান্সার এর আগাম সনাক্তকরণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী চিকিৎসক, পরিবারকল্যাণ পরিদর্শিকা ও অন্যান্য মাঠকর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। সারা দেশে ৬৪টি জেলার মধ্যে ৪১টি জেলায় সরকার বিভিন্ন দাতা সংস্থার সহায়তায় ব্যাপক আকারে মাতৃ, শিশু ও নবজাতক স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচি (MNCH) বাস্তবায়ন করছে। জরুরি প্রসূতি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার ইউনিসেফের সহায়তায় দেশের প্রতিটি জেলায় Emergency Obstretic Care (EmOC) চালু করেছে। বর্তমানে দেশের সকল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ৫৯টি জেলা হাসপাতাল, ৩টি সাধারণ হাসপাতাল, ১৩২টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং ৬৩টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে Comprehensive Emergency Obstretic Care (CEmOC) এবং অবশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে Basic Emergency Obstretic Care (BEOC) সেবা চালু আছে। EmOC সেবা সম্প্রসারণের ফলে মাতৃমৃত্যুর হার মোট প্রসবের ০.১৭ শতাংশ এবং নবজাতক মৃত্যুর হার মোট জীবিত জন্মের হার ২.৮ শতাংশে নেমে এসেছে। দূর্গম ও প্রান্তিক এলাকার গর্ভবতী মহিলাদের প্রসব পূর্ব, প্রসবকালীন ও প্রসবোত্তর সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমিউনিটি বেজড স্কিলড বার্থ এটেনডেন্ট (সিএসবিএ) এবং মিডওয়াইফদের স্বল্পকালীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং তাদের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত মোট ১১,৫৪৪ জন মাঠপর্যায়ের স্বাস্থ্য কর্মীদের সিএসবিএ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে তিন বছর মেয়াদি মিডওয়াইফারি ৫ চালু করা হয়েছে এবং প্রায় ৩,০০০ মিডওয়াইফারির পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

পুষ্টি সেবা

সারাদেশে তৃণমূল পর্যায়ে পুষ্টি সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত বাস্তবায়িত স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টিখাত উন্নয়ন কর্মসূচি (HPNSDP) এর আওতায় ২০১১-২০১৬ মেয়াদে “ন্যাশনাল নিউট্রিশন সার্ভিসেস (এনএনএস)” শীর্ষক একটি অপারেশনাল প্ল্যান স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ছিল অপুষ্টিজনিত ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির মাঝে আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে পুষ্টি সেবা প্রদান, দৈহিক পুষ্টি আহরণের পাশাপাশি ব্যক্তিগত পরিচর্যা, খাদ্যাভাস পরিবর্তন ও পুষ্টি সমৃদ্ধ জীবনপ্রণালী প্রবর্তনের জন্য সচেতনতা গড়ে তোলা এবং অপুষ্টি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার কমানো। দেশের সকল জেলা হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে Severe Acute Malnutrition (SAM) ব্যবস্থাপনা উন্নত করা হয়েছে। জেলা সদর ও উপজেলা হাসপাতালে ২০০টি SAM Unit স্থাপন করা হয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে শিশুর অপুষ্টিরোধ করার জন্য জেলা সদর ও উপজেলা হাসপাতালে ৩৯৫টি Integrated Management of Childhood Illness Programme (IMCI) এবং পুষ্টি কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে। অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও এনজিও সমূহের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে এনএনএস শহরের বস্তি এবং গ্রামের দূর্গম এলাকাসহ সারাদেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। জনগণের আচরণ পরিবর্তনে প্রচারণামূলক ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম যথা শিশুর খাবার ও পুষ্টি বিষয়ক টিভি স্পট, মাল্টিমিডিয়া, উপজেলায় বিলবোর্ড স্থাপন, রেডিও স্পট ইত্যাদি সম্পাদন করা হয়েছে।

জাতীয় পুষ্টি নীতি মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত, গেজেট আকারে প্রকাশিত এবং আনুষ্ঠানিকভাবে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিতকরণ করা হয়েছে। যুগোপযোগী বিএমএস এ্যাক্ট

জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদন এবং বিবিএফ এর মাধ্যমে ১,৯০০ ডাক্তার এবং ১,১১০ জন নার্সকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য আইন ও ভোজ্য তেলে ভিটামিন-এ সমৃদ্ধকরণ আইন জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। জাতীয় খাদ্য নির্ভর ডায়েটারী গাইডলাইন প্রণয়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। খাদ্যের মান নির্ণয়ের জন্য জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা গবেষণাগার তৈরি করা হয়েছে। অপুষ্টির ঘাটতি ও নিরাময় কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। পুষ্টি সেক্টরে অর্জিত সূচকসমূহের অগ্রগতি সারণি ১২.৭ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১২.৭ঃ বাংলাদেশে পুষ্টি পরিস্থিতি

সূচক	২০০৭ (%)	২০১১ (%)	২০১৪ (%)	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৬ (%)	মন্তব্য
স্বল্প ওজনের শিশু (০-৫৯ মাস)	৪১.০	৩৬.৪	৩২.৬	৩৩%	অর্জিত
খর্বাকৃতি (স্টান্টিং) শিশু (০-৫৯ মাস)	৪৩.২			৩৮%	অর্জিত
কৃশকায় (ওয়াসটিং) শিশু (০-৫৯ মাস)	১৭.৪			-	চলমান
জন্মকালীন কম ওজনের শিশু	-	-	২৩**	১২%	চলমান
জন্মের ১ ঘন্টার মধ্যে মায়ের দুধ খাওয়ানোর হার	৪৩	৪৭.১	৫৭	-	চলমান
গর্ভবতী রক্তস্বল্পতার হার	-	-	-	এক-তৃতীয়াশ হ্রাস	চলমান
কিশোরীর রক্তস্বল্পতার হার	-	-	-		চলমান
শিশুর রক্তস্বল্পতার হার	-	-	-		চলমান
রাতকানা রোগের হার	-	-	০.২	<১%	অর্জিত
গৃহস্থলী পর্যায়ে আয়োডিন যুক্ত লবন ব্যবহারের হার	-	৮২	-	এক-তৃতীয়াশ হ্রাস	চলমান
শিশুদের শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়ানোর হার	৪৩	৬৪	৫৫	৫০%	অর্জিত
শিশুদের পরিপূরক খাবার গ্রহণের হার	৭৪	৬৭	৬৯.৭	৬৫%	অর্জিত
গর্ভবতী মায়েদের বাড়তি খাবারের হার	-	-	-	৭৫%	চলমান
ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানোর হার (৬-৫৯ মাস)	৮৮	৬০	৯২*	৯০%	অর্জিত

সূত্রঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

স্বাস্থ্যবীমা

স্বাস্থ্য খাতে বিকল্প অর্থায়নের সুযোগ সৃষ্টি, সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য উন্নত স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে আর্থিক প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ এবং স্বাস্থ্য খাতে দক্ষতা অর্জন ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০১১ এবং স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০৩২ সালের মধ্যে সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা (Universal Health Coverage-UHC) অর্জনের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেবা অর্থায়ন কৌশল (২০১২-২০৩২) প্রণয়ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিকল্প অর্থায়ন পদ্ধতি হিসেবে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী পরিবারসমূহকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে টাঙ্গাইল জেলার তিনটি উপজেলায় 'স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি (SSK)' নামে একটি পাইলট প্রকল্প শুরু হয়েছে। পাইলটের মাধ্যমে দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থানকারী জনগণকে স্বাস্থ্য কার্ড প্রদা মাধ্যমে বিনামূল্যে উপজেলা পর্যায়ে ৫০টি রো আন্ত:বিভাগীয় চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হবে। এছাড়া, জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০১১ এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য অন্যতম একটি কর্মকৌশল হলো দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীসহ সকল শ্রেণির জনগণকে পর্যায়ক্রমে স্বাস্থ্য বীমা কর্মসূচির আওতায় আনা। সামাজিক স্বাস্থ্যবীমা চালুর মাধ্যমে সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্য সুরক্ষা আইন ২০১৫ (Health Protection Act 2015) এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থা এবং ই-হেলথ কর্মসূচি

স্বাস্থ্য খাতে তথ্য প্রযুক্তির সফল ব্যবহারে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কমিউনিটি ক্লিনিক এবং অন্যন্য তৃণমূল পর্যায়ের কর্মীদের ল্যাপটপ এবং এন্ড্রয়েড ট্যাবলেট প্রদান করা হয়েছে। প্রতিটি গর্ভবতী মা এবং ৫ বছরের নিচে শিশুদের তথ্য তালিকাভুক্ত করার র্যক্রম এগিয়ে চলছে। প্রতিটি নাগরিককে একটি অভিন্ন ealth Identifier Code' প্রদান করা হচ্ছে যা জাতীয়

পরিচয়পত্রের ডাটা বেজ এর সাথে সংযুক্ত করে স্থায়ী স্বাস্থ্য বিবরণী তৈরির সফটওয়্যার ডিজাইনে ব্যবহার করা হবে। জাতীয় ই-হেলথ পলিসি এবং স্ট্র্যাটেজীর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজসমূহে ভর্তি কার্যক্রম, স্বাস্থ্য খাতে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম, ডাক্তারদের ছুটি ও ডেপুটেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম, সকল ধরণের প্রশিক্ষণ ও উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ডিজিটাল করা হয়েছে। মেশিনে আঙ্গুলের ছাপ এর মাধ্যমে হাজিরা নিশ্চিতকরণসহ ডিজিটাল অফিস ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা হয়েছে। দেশের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে মোবাইল ফোনে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। প্রায় ৮০০ সরকারি হাসপাতালে SMS এর মাধ্যমে গ্রাহক অভিযোগ প্রদান বা স্বাস্থ্য সেবা পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন। ৪২টি হাসপাতাল থেকে উন্নত টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ে নাগরিকদের অনলাইনে অভিযোগ/মতামত প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য বাতায়ন নামে একটি সার্বক্ষণিক কল সেন্টার চালু করা হয়েছে। টেলিমেডিসিন সেবার পাশাপাশি “Skype Based Teleconsultation” চালু হয়েছে।

পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও প্রজনন স্বাস্থ্য কর্মসূচি

বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক অবস্থা এবং শিক্ষার হার বিবেচনায় পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। মোট প্রজনন হার (TFR) ২.৭ থেকে ২.৩ এ নামিয়ে আনা হয়েছে এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার বেড়েছে। এই সাফল্য অব্যাহত রাখার জন্য International Conference on Population and Development (ICPD) এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আলোকে বাংলাদেশ সরকার ‘জনসংখ্যা নীতি’ প্রণয়ন করেছে। ২০২২ সালের পূর্বে প্রতিস্থাপনযোগ্য জন উর্বরতা নিশ্চিত করা সরকারের মূল লক্ষ্য এবং এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বর্তমানের মোট প্রজনন হার ২.৩ থেকে ২.০০ এ নামিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে, যার অন্যতম হল পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহীতার হার ৬২.৪ শতাংশ থেকে ৭৫ শতাংশে উন্নীত করা। অন্যান্য পদক্ষেপগুলোর মধ্যে স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি পদ্ধতিগ্রহীতা বাড়ানো, বাল্যবিবাহ রোধ এবং দেরীতে প্রথম সন্তান গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের বিবাহিত মহিলাদের মধ্যে জন্ম প্রতিরোধক সামগ্রী ব্যবহারের হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়েছে (১৯৭৫ সালে ৮% ে ২০১৪ সালে ৬২%)। তবে স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি প ব্যবহারের হার এখনও কম (৮%)। এইচপিএনএসডিপ কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা সামগ্রিকভাবে জন্মপ্রতিরোধক সামগ্রী ব্যবহার ৭২ শতাংশে উন্নীত করা। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আওতাধীন ৯টি ইউনিট এবং স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরের ৭টি অপারেশনাল প্ল্যানের মাধ্যমে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৭০ শতাংশ অর্জিত হয়েছে।

বর্তমানে এমসিএইচটিআই আজিমপুর, এমএফটিসি মোহাম্মদপুর এবং ৭০টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে EOC সেবা প্রদান করা হচ্ছে। অদ্যাবধি ৩২৩ জন চিকিৎসককে এক বছর মেয়াদি এবং ৬৯২ জন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাকে ৬ মাস ব্যাপী ৩টি ব্যবস্থাপনা ও নার্সিং কেয়ারের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মরত ১,৭৯৪ জন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাদের ধাত্রী বিদ্যায় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং বর্তমানে আর ৮০ জন প্রশিক্ষণাধীন রয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করার জন্য ৯,৯৬৭ জনকে পরিবার কল্যাণ সহকারী ও মহিলা স্বাস্থ্য সহকারীকে সিএসবিএ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। চিকিৎসক ও পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাদের এমআর ও গর্ভপাত পরবর্তী সেবার ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে, যা মাতৃ মৃত্যু ও অনিরাপদ গর্ভপাত কমানোতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। মাঠ পর্যায়ে পরিবার কল্যাণ সহকারীগণ ইপিআই ও এনআইডি কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিশু মৃত্যু রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

শহরের বস্তি এলাকা, চরাঞ্চল, দুর্গম এলাকা, অনগ্রসর পল্লী অঞ্চল ও হাওড় এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম জোরদার করার জন্য এলাকাভিত্তিক কর্মকৌশল প্রণয়ন করে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বর্তমানে জাতীয় পর্যায়ে এমসিএইচটিআই আজিমপুর, এমএফটিসি মোহাম্মদপুর এবং জেলা পর্যায়ে ৭০টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, উপজেলা পর্যায়ে ৪২৭টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের MCH-FP ইউনিট, ৩,২৯৪টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, ১২,৫৭৭টি কমিউনিটি ক্লিনিক, এবং প্রতিমাসে সংগঠিত প্রায় ৩০,০০০ স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে মা, শিশু, প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা দেয়া হচ্ছে। তাছাড়া, স্থানীয় বাস্তবতার নিরিখে ১২টি উপজেলায় এবং ২৪টি ইউনিয়নসহ দেশব্যাপী সর্বমোট ৯৬টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র রয়েছে। এ সকল সেবা কেন্দ্র হতে বিনামূল্যে ২৪/৭ জরুরি প্রসূতি সেবা, পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়।
ৃরি প্রসূতিসেবাসহ প্রজনন স্বাস্থ্য সেবাকে জনগণের ়গোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার স্থানীয় জনগণের চাহিদার আলোকে ইউনিয়ন পর্যায়ে আরও নতুন ৮৯টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র (MCWCs) নির্মাণ

করেছে। মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবার কার্যক্রমের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত দেশের সকল জেলায় পরিবার পরিকল্পনা অফিস ভবন নির্মাণ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। মার্চ, ২০১৭ পর্যন্ত দেশের ৮টি জেলায় জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং আসন্ন ৪র্থ স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচিতে (২০১৭-২০২২) অবশিষ্ট সকল জেলায় জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস ভবন নির্মাণ সম্পন্ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

বেসরকারি স্বাস্থ্য খাত

বেসরকারি খাতকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার আর্থিক অনুদানসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করছে। বেসরকারি খাতে নিবন্ধিত হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে এনজিওর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচির আওতায় এইচআইভি/এইডস, পুষ্টি এবং অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নে বেশ কিছু এনজিও সম্পৃক্ত রয়েছে। স্বাস্থ্য খাতে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) এর আওতায় বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। বর্তমানে, পিপিপি-র আওতায় দেশের দুটি সরকারি হাসপাতালে (চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিস এন্ড ইউরোলজি) কিডনী ডায়ালাইসিস সেন্টার এর কার্যক্রম আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণের কাজ চলছে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা

মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের চিকিৎসাবিজ্ঞানে উন্নত শিক্ষা লাভের সুযোগ সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বিভিন্ন বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান ছাড়াও মেডিকেল কলেজগুলোতে স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করা হয়েছে ও পাঠ্যক্রম অব্যাহত আছে। চিকিৎসা শিক্ষা কার্যক্রমের কারিকুলাম হালনাগাদ ও গণমুখী করা হয়েছে। দেশের সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সে ছাত্রছাত্রী ভর্তির আসন সংখ্যা ১১,৫৬৬ এ উন্নীত করা হয়েছে। দেশে সরকারি পর্যায়ে মোট ৩৬টি মেডিকেল কলেজ (৩,৮১২ আসন), ৯টি ডেন্টাল কলেজ (৫৩২ আসন), ২৩টি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউশন (১,৫৯২ আসন), ৮টি মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট প্রশিক্ষণ স্কুল (৭১৬ আসন), ৮টি ইনস্টিটিউশন অফ হেলথ টেকনোলজি (২,১৭১ আসন), এবং ১৪টি নার্সিং কলেজ দক্ষ জনশক্তি তৈরির কাজ করছে। একই সাথে বেসরকারি খাতে মোট ৬৮টি মেডিকেল কলেজ (৬,১৬৫ আসন), ২ ডেন্টাল কলেজ (১,৩৫৫ আসন), ১০টি পোস্ট গ্র্যাজু... ইনস্টিটিউশন (১৬৯ আসন), ২০০টি মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট প্রশিক্ষণ স্কুল (১৩,৫৪০ আসন), ৯৭টি ইনস্টিটিউশন অফ হেলথ টেকনোলজি এবং ২৪টি নার্সিং কলেজ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়াও বিকল্প ধারার চিকিৎসা ব্যবস্থা উৎসাহিত করতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে অল্টারনেটিভ মেডিকেল কেয়ার কলেজ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বেসরকারি মেডিকেল কলেজে মেধাবী ছাত্রছাত্রী ভর্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করে মেধাতালিকা অনুযায়ী ভর্তি কার্যক্রম চলছে।

নার্সিং সেবা

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার নিমিত্ত গৃহীত সকল কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নে সেবা অধিদপ্তর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সরকারকে সহযোগিতা করে আসছে। দেশে বর্তমানে ৪১,৯০১ জন রেজিস্টার্ড নার্স-মিডওয়াইফ রয়েছে। দেশে বিদ্যমান ৪৩টি সরকারি নার্সিং ইন্সটিটিউটের আসন সংখ্যা ১,৫৮০ থেকে বৃদ্ধি করে ২,৫৮০ করা হয়েছে। ২০১৬ সালে ৯,৫৯৮ জন রেজিস্টার্ড নার্স নিয়োগের ফলে বিভিন্ন হাসপাতাল এবং নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সৃজিত ৩১,০৬৮টি পদের মধ্যে মোট ২৭,৫৮০টি পদে রেজিস্টার্ড নার্স কাজ করার সুযোগ পাচ্ছেন। প্রাক্তন ৭টি সরকারি নার্সিং ইনস্টিটিউটকে নার্সিং কলেজে রূপান্তর করা হয়েছে এবং দিনাজপুরে নার্সিং কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, শ্রীলংকা এবং ফিলিপাইন ও দেশের অভ্যন্তরে বিষয় ভিত্তিক স্বল্পমেয়াদি বিশেষায়িত কোর্স চালু করা হয়েছে। নার্সিংএ স্নাতকোত্তর এবং উচ্চতর ডিগ্রীর সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়েছে। নার্সিং পেশায় মাস্টার্স ডিগ্রী প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকায় ২টি নার্সিং কলেজ স্থাপন করা হয়েছে।

মাতৃ ও শিশুমৃত্যু রোধে মিডওয়াইফারী কার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৪ সালে ৪২১টি থানা হেলথ কমপ্লেক্স এবং ১,৩১২টি ইউনিয়ন সাব সেন্টারে মোট ২,৯৯৬টি মিডওয়াইফের পদ সৃজন করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সর্বমোট ১,২০০টি পদে সার্টিফাইড মিডওয়াইফ পদায়ন করা হয়েছে। ৩৮টি (১০টি নার্সিং কলেজ এবং ২৮টি নার্সিং ইনস্টিটিউট) নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩-বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-মিডওয়াইফারী কোর্স চালু করা হয়েছে। ডিপ্লোমা-ইন-মিডওয়াইফারি কোর্সের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৯৭৫-এ উন্নীত করা ছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ১,৪৮৪ জন রেজিস্টার্ড কে ৬ মাস মেয়াদি সার্টিফাইড এ্যাডভান্সড ও মিডওয়াইফারী কোর্স প্রদান করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যখাতের সংস্কার

স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কার্যক্রমের আওতায় বেশ কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ ও জাতীয় জনসংখ্যানীতি ২০১২ সরকারের অনুমোদনক্রমে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। Bangladesh Health Workforce Strategy 2015 প্রণয়ন করা হয়েছে। স্বাস্থ্যখাতের অর্থায়ন কৌশল (Health Financing Strategy) চূড়ান্ত হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নন-মেডিকেল কর্মকর্তা-কর্মচারিদের নিয়োগ সংক্রান্ত recruitment rule আপডেট করা হয়েছে। জাতীয় পুষ্টিনীতি মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য আইন ও ভোজ্য তেলে ভিটামিন এ সমৃদ্ধ করণ আইন জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। Drug Information এবং Adverse Drug Reactions Monitoring Cell স্থাপন করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ড্রাগ ও ভ্যাকসিন টেস্টিং ল্যাবরেটরি এবং ফুড কন্ট্রোল ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের নিয়মিত কার্যক্রমের মাধ্যমে পুষ্টি সেবাকে মূলধারায় সম্পৃক্ত করে সারাদেশে পুষ্টি কার্যক্রম সম্প্রসারণ করার কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ ও বিভিন্ন এনজিওদের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে শহরে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা সম্প্রসারিত ও জোরদার করা হচ্ছে। কমিউনিটি ক্লিনিকসহ সকল স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রকে ইন্টারনেটের আওতায় এনে ই-হেলথ সেবা চালু করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য খাতে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ এর মাধ্যমে প্রকল্প গ্রহণকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। দূর্গম এলাকায় প্রয়োজন অনুযায়ী স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জন্ম নিয়ন্ত্রন কার্যকর করার লক্ষ্যে স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি জোরদার, পরিবার পরিকল্পনার অপূর্ণ চাহিদা (Unmet Need) পূরণসহ এলাকা ও লক্ষ্য ভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্যাকেজ কার্যক্রম জোরদার করা হচ্ছে। ২০৩৫ সালের মধ্যে প্রতিরোধযোগ্য শিশু মৃত্যু বন্ধ করার লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

নারী ও শিশু উন্নয়ন কার্যক্রম

নারীর ক্ষমতায়ন, নারী নির্যাতন বন্ধ, নারী পাচার প্রতিরোধ, কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা বিধান এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মূলস্রোত ধারায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাসহ নারীর সামগ্রিক আর্থ সামা উন্নয়নে 'মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়' বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। রাষ্ট্রীয় ও জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এর আওতায় বিধিমালাও প্রণয়ন করা হয়েছে। নারী ও শিশুর সামগ্রিক উন্নয়নে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১, জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ এবং শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি, ২০১৩, ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) আইন, ২০১৪ প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়ন এবং নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ২টি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কর্মপরিকল্পনার আওতায় দেশের নারীদের শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা, জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার কাজ এগিয়ে চলছে। তৃণমূল পর্যায়ে গড়ে ওঠা বিভিন্ন নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত ব্যবসায়ে সম্পৃক্ত করে আত্ম কর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে জয়িতা ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়েছে।

শিশুদের দেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার অভিপ্রায়ে মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশসহ সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে সরকার বহুবিধ উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা (ইএলসিডি) শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে গর্ভ থেকে পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের পারস্পারিক ক্রিয়ামূলক যত্ন নিশ্চিতকরণসহ শিশু বিকাশের অনুকূল নিরাপদ পরিবেশ, বাড়ি, কমিউনিটি ও শিক্ষা কেন্দ্রে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে শিশুদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের বুদ্ধিভিত্তিক, সামাজিক, ভাষাগত ও আবেগিক বিকাশ সাধনপূর্বক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করার উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়েছে। এন্যাবলিং এনভায়রনমেন্ট ফর চাইল্ড রাইটস (ইইসিআর) শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে শিশুর অধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে সামাজিক মূল্যবোধসমূহ সমুন্নত রেখে সুশীল সমাজ ও সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে কৌশলগত সুরক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ এবং সমাজে শিশু নিপীড়ন, নির্যাতন, সহিংসতা ও শোষণ থেকে তাদের রক্ষা করে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত সারা দেশে নির্বাচিত ২০টি জেলায় ৪০,০০০ শিশুর মধ্যে ২,০০০ টাকা হিসাবে ১৮ মাসব্যাপী ক্যাশ ট্রান্সফার কার্যক্রম চালু রয়েছে। এছাড়া, দেশে নির্বাচিত ২০ টি জেলায় ১৫,০০০ জন কিশোর-কিশোরী (বয়স ১৪-১৮) এর মধ্যে প্রত্যেককে এককালীন

১৫,০০০ টাকা করে স্টাইপেন্ড প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

শিশু উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্রতিবছর ৪২টি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। শিশু বিকাশের প্রারম্ভিক শিক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিকেন্দ্রে ৩০ জন (৪-৫বয়সী শিশু) করে ২,১০৯ কেন্দ্রে Early Leaning Facilities এর মাধ্যমে শিশু বিকাশ এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ প্রদান করা হয়। শিশুদেরকে অধিক হারে পাঠে মনোযোগী করে তোলার লক্ষ্যে ৫১টি শিশুতোষ গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে। শিশুদের জন্য একটি মাসিক ''শিশু'' পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়। এছাড়া ৫ খন্ডে ''শিশু বিশ্বকোষ'' প্রকাশ করা হয়েছে। বছরে প্রায় ৪ লাখ শিশু লাইব্রেরীতে বই পড়ার সুযোগ লাভ করে এবং লাইব্রেরীভিত্তিক প্রতিযোগিতায় প্রায় ১,২০,০০০ হাজার শিশু অংশগহণ করে। সারাদেশে ৬টি শিশু বিকাশ কেন্দ্রের মাধ্যমে মোট ৭০০ জন দুস্থ ও অসহায় শিশুকে সামাজিক সম্পৃক্ততাসহ শিশুর অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সার্বক্ষণিক সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে।

সমাজকল্যাণ

অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর কল্যাণ, দারিদ্র্য বিমোচন, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের মাধ্যমে একটি দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব। বর্তমানে সরকার সামাজিক সুরক্ষা, ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের মাধ্যমে দরিদ্র, অসহায় জনগোষ্ঠীর এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নত জীবনযাত্রা নিশ্চিত করার জন্য ব্যাপক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় অপরাধপ্রবণ কিশোরদের সংশোধন, সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের পুনর্বাসন, দুঃস্থ ও অসহায় ছেলে-মেয়েদের লালনপালন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণসহ পুনর্বাসন, পরিত্যক্ত নবজাত শিশুদের লালন-পালন, ভবঘুরে পুনর্বাসন, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান, নিরাপদ আবাসনসহ বহুবিধ কার্যক্রম সমগ্র দেশব্যাপী পরিচালনা করছে।

কল্যাণ ও সেবামূলক কার্যক্রমের মধ্যে হাসপাতাল সমাজসেবা/চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম, সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা কার্যক্রম, দৃষ্টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের বিদ্যালয়, দু:স্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি কর্মসূচি ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র অন্যতম। গরীব ও অসহায় রোগীদের সেবাদানের জন্য হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত মোট ২,১৮,৩৮৪ জন গরীব রোগীকে সেবা প্রদান করা হয়েছে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের নিজস্ব পরিবেশে এবং স্থা শিক্ষালয়ে চক্ষুষ্মান শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সমন্বিত শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে ৬৪ টি জেলা শহরে সমন্বিত অন্ধশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত উপকারভোগীর সংখ্যা ৩২০ জন। এছাড়াও 'চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে জানুয়ারি, ২০১২ থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত মোট ৩০,৫৯০ জন পথশিশুকে Drop In Center এর মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা সেবা প্রদান করা হয়েছে।

অপরাধপ্রবণ কিশোর-কিশোরীদের চরিত্র সংশোধনপূর্বক সমাজে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। শিশু আইন, ২০১৩ এর ভিত্তিতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ৩টি কিশোর/কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে উপকারভোগীর সংখ্যা ৭৬৫ জন। সেফ হোম এর মাধ্যমে শুরু হতে এ পর্যন্ত উপকৃতের সংখ্যা ৪,৩৩৬ জন। দেশে বর্তমানে ৮৫টি সরকারি শিশু পরিবারের মাধ্যমে এতিম শিশুদের ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত উপকারভোগীর সংখ্যা ৯,০১৫ জন। জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মচারিসহ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিদের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। এছাড়াও, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর অধীনে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, অটিজম রিসোর্স সেন্টার, অটিস্টিক ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুল, প্রতিবন্ধী ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণসহ প্রতিবন্ধী ও অটিজম বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

যুব ও ক্রীড়া

যুব উন্নয়ন

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি দেশের যুবসমাজকে প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি ও কারিগরি জ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করার জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এ প্রেক্ষাপটে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ১৯৮১ সাল থেকে বিভিন্ন ট্রেডে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ৫০,৪৮,৭২০ জন যুবক ও যুবমহিলাকে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়েছে। প্রশিক্ষিত এসব যুবক ও যুবমহিলাদের মধ্য থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ২০,৩৮,৭৫৯ জন যুবক ও যুবমহিলা আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রশিক্ষণের মাত্রা ৩,১২,৫০০ জন এবং ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত

২,১০,৩৯১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে ৫৬,৫৯৪ জন আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছে।

দেশের শিক্ষিত বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে “ন্যাশনাল সার্ভিস” কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। “ন্যাশনাল সার্ভিস” কর্মসূচির অনুমোদিত নীতিমালা অনুসারে মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন যুবক/যুব-মহিলাদের জাতিগঠনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে কুড়িগ্রাম, বরগুনা ও গোপালগঞ্জ জেলাকে কর্মসূচির পাইলট এলাকা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে রংপুর বিভাগের অবশিষ্ট ৭টি জেলার মোট ৮টি উপজেলায় এ কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ে দেশের ১৭টি জেলার ১৭টি দরিদ্রতম উপজেলায় এবং চতুর্থ পর্যায়ে দেশের ৭টি জেলার ২০টি উপজেলায় এ কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। বর্তমানে পঞ্চম পর্যায়ে দেশের ১৫টি জেলার ২৪টি উপজেলায় কর্মসূচির সম্প্রসারণ কাজ চলছে। এ কর্মসূচির শুরু থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত মোট ১,১৩,৯৫৯ জন যুবক/যুবমহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। একই সময়ে মোট ১,১১,৬২৫ জনের অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারে কাজ করছে। দেশের ৬৪টি জেলায় ৭০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষিত বেকার যুবকদের ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্কিংসহ কম্পিউটার বেসিক কোর্স ও গ্রাফিক ডিজাইন ও ভিডিও সম্পাদনা কোর্সে এ পর্যন্ত মোট ১,৫২,০৩১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, ভ্রাম্যমাণ আইসিটি ভ্যানের মাধ্যমে ২,৭৮৫ জনকে ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্কিংসহ কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্মেলন, সমাবেশ, সেমিনার, কর্মশালা, গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণের জন্য জাতীয় পর্যায়ে ‘শেখ হাসিনা জাতীয় যুবকেন্দ্র’ স্থাপন করা হয়েছে। জাতীয় যুবকেন্দ্র মূলতঃ একটি মানবসম্পদ উন্নয়ন, তথ্য ও গবেষণা কেন্দ্র। এ কেন্দ্রের মাধ্যমে এ পর্যন্ত মোট ১৭,৮৫৩ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। একই উদ্দেশ্যে বগুড়ায় আঞ্চলিক যুবকেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে এ পর্যন্ত মোট ৬,৫৪৯ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

ক্রীড়া উন্নয়ন

দেশের তৃণমূল পর্যায়ে শিশু-কিশোর ও তরুণদের ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্রীড়া ক্লাব ও ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান সমূহের ছেলে-মেয়েদের ক্রীড়ার বিভিন্ন বিষয়ে তৃণমূল পর্যায়ে নিবিড় প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে ক্রীড়া প্রতিভা নিরূপণ ও ক্রীড়া প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড় সৃষ্টিতে ভূমিকা, ক্রীড়া ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা সম্প্রসারণ, মাদকের অপব্যবহার রোধে ভূমিকা, স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিবেশ সচেতনতা, নারী ক্ষমতায়ন এবং ক্রীড়াবিদদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে ক্রীড়া পরিদপ্তর কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ক্রীড়ার বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ, প্রতিযোগিতা ও ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচিতে ২,৬৯,০০০ জন ছেলেমেয়ে ক্রীড়া কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির মাধ্যমে অটিজম ও স্নায়ুবিকাশ জনিত সমস্যা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি ও তাদের জন্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্রীড়া ক্লাবের খেলাধুলা আয়োজন ও পরিচালনার জন্য তাদের অনুকূলে বিনামূল্যে ক্রীড়া সরঞ্জাম প্রদান করা হচ্ছে। ৬টি সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের মাধ্যমে স্নাতক ডিগ্রীধারী যুবক ও যুবমহিলাদের নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (বিপিএড) বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে।

সাংস্কৃতিক উন্নয়ন

একটি জাতির ইতিহাস, সভ্যতা এবং জাতীয় চরিত্র ও পরিচিতি সংস্কৃতির মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ১৭টি দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশের সংস্কৃতির উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে এবং এর মাধ্যমে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা, নাটক, চলচ্চিত্র এবং সৃজনশীল প্রকাশনাসহ সুকুমার শিল্পের সকল শাখার উৎকর্ষ সাধনে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে আসছে।

দেশের প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ ও নিদর্শনসমূহকে যথাযথভাবে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব সম্পন্ন স্থাপনার সংস্কার ও সংরক্ষণের কাজ চলছে। পাহাড়পুর বিহার, মহাস্থানগড়, কান্তজিউ’ মন্দির, ষাট গম্বুজ মসজিদ, ঐতিহ্যবাহী এবং ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন সাইটসমূহের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পাদন করা হচ্ছে। এর ফলে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের পাশাপাশি উল্লিখিত

কায় পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটবে। সুনামগঞ্জ জেলায়

মগঞ্জ শিল্পকলা একাডেমি নির্মাণ করা হয়েছে।

বান্দরবান জেলার রুমা উপজেলায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট নির্মাণ করা হয়েছে। আটটি জেলায় শিল্পকলা একাডেমি নির্মাণের কাজ চলছে। ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট, দিনাজপুর ও নওগাঁ জেলায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক একাডেমি নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়া ১৫টি জেলা শিল্পকলা একাডেমির মেরামত ও সংস্কার কাজ, ৬টি জেলায় পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপনের কাজ চলছে।

বেসরকারি সংস্থা বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র কর্তৃক 'বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি কর্মসূচি সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে পাঠদান সেবামূলক কার্যক্রম ও এগিয়ে চলছে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, চারুকলা, নাট্যকলা, সংগীত ইত্যাদির মাধ্যমে জাতীয় সংস্কৃতির উন্নয়ন, সংরক্ষণ, প্রসার ও উৎসাহ প্রদানের কাজ করছে। বাংলা একাডেমি, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র শিক্ষা, গবেষণা, পুস্তক, জার্নাল প্রকাশসহ সকল শ্রেণির পাঠকের পাঠাভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করছে। বাংলা একাডেমি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম, অভিধান প্রণয়ন, বিভিন্ন গবেষণা ও প্রকাশনার কাজ করছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দারিদ্র্য বিমোচন

দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার, তীব্রতা ও গভীরতা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। সরকারি, বেসরকারি বহুবিধ উন্নয়ন কর্মকান্ডের সঠিক ও কার্যকর বাস্তবায়নের ফলে ১৯৯১ সালে যেখানে দারিদ্র্যের হার ছিল ৫৬.৭ শতাংশ, ২০১৬ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ২৩.৫ শতাংশে। ২০২০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৮.৬ শতাংশে কমিয়ে আনার প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সামজিক নিরাপত্তা খাতের পরিধি ও বরাদ্দ প্রতি বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সামজিক নিরাপত্তা খাতের বরাদ্দের সঠিক বাস্তবায়নের জন্যে বাংলাদেশ সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক জীবনচক্র পদ্ধতি অনুসরণ করছে। এ লক্ষ্যে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণীত হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ৪৫,২৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এমডিজি) ক্ষুধা ও দারিদ্র্য সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত সময়ের আগেই অর্জন করেছে। বর্তমানে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) ক্ষুধা ও দারিদ্র্য সংশ্লিষ্ট ১ম ও ২য় লক্ষ্যমাত্রা পূরণে কাজ শুরু করেছে। দারিদ্র্য হ্রাসকরণে সরকারের গৃহীত নানা কর্মসূচি বাস্তবায়নে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ)সহ বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ব্যাংক এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহ (এনজিও) কাজ করছে। ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ৪টি বাণিজ্যিক ও ২টি বিশেষায়িত ব্যাংক ক্রমপুঞ্জিতভাবে ৩৯,৫৯২.৩৮ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করেছে। একই সময়ে এই ৬টি ব্যাংক ক্রমপুঞ্জিতভাবে ৩৭,৪৮৮.৮৭ কোটি টাকা ঋণ আদায় করেছে। দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র ঋণসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নে অর্থ বিভাগসহ আরও কিছু মন্ত্রণালয় ও সংস্থার কর্মকান্ড চলমান আছে।

দারিদ্র্যের মাত্রা ও বাংলাদেশের অবস্থান

রাষ্ট্র ও সমাজের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক দারিদ্র্য বিমোচন। সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম, বেসরকারি পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বিনিয়োগ এবং নানাবিধ সামাজিক উদ্যোগের সমন্বিত প্রয়াসে বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। 'Millennium Development Goals : End-period Stocktaking and Final Evaluation Report' অনুযায়ী বাংলাদেশে ২০০০-২০১০ সাল মেয়াদে গড়ে প্রতি বছর দারিদ্র্য কমেছে ১.৭৪ শতাংশ হারে। অথচ, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রতি বছর ১.২ শতাংশ হারে দারিদ্র্য কমানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়।

১৯৯১ সালে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ৫৬.৭ শতাংশ, ২০১৬ সালে তা হ্রাস পেয়ে ২৩.৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী দারিদ্র্য হ্রাসের এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে ২০২০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৮.৬ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল অনেক দেশের চেয়ে এগিয়ে থাকলেও এখনো মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। বিপুল এই জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্য মুক্ত করতে না পারলে কাঙ্ক্ষিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভবপর নয়। সে কারণে, এখনো পর্যন্ত দেশের সকল ধরনের নীতি নির্ধারণ ও উন্নয়ন কৌশলের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্র্য বিমোচন। দারিদ্র্য হ্রাস পাওয়ায় মানব উন্নয়ন সূচকেও বাংলাদেশ লক্ষণীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। ২০১৬ সালের বৈশ্বিক মানব উন্নয়ন সূচকে (HDI) বাংলাদেশ আগের বছরের তুলনায় তিন ধাপ এগিয়েছে। Human Development Report - 2016 অনুযায়ী বিশ্বের ১৮৭টি দেশের মধ্যে মানব উন্নয়নে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৯তম। প্রতিবেদন অনুযায়ী তালিকাভুক্ত ১০২টি দেশের মধ্যে Multi-Dimensional Poverty Index (MPI) এ বাংলাদেশের মান ২০১৬ সালে ০.১৮৮ এ উন্নীত হয়েছে, যা ২০০৭ সালে ছিল ০.২৩৭।

বাংলাদেশে দারিদ্র্য পরিমাপ

১৯৭৩-৭৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রথম খানা ব্যয় জরিপ (Household Expenditure Survey-HES) পরিচালিত হয়। পরবর্তীকালে ১৯৯১-৯২ সাল পর্যন্ত আরও কয়েকটি জরিপ পরিচালনা করা হয়। খাদ্য শক্তি গ্রহণ (Food Energy Intake-FEI) এবং প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ (Direct Calory Intake-DCI) পদ্ধতিকে ভিত্তি ধরে

এসব জরিপ পরিচালনা করা হয়। দৈনিক জনপ্রতি ২,১২২ কিলোক্যালরির নিচে খাদ্য গ্রহণকে অনপেক্ষ দারিদ্র্য (Absolute Poverty) এবং ১,৮০৫ কিলোক্যালরির নিচে খাদ্য গ্রহণকে চরম দারিদ্র্য (Hard Core Poverty) হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ১৯৯৫-৯৬ সালে পরিচালিত খানা জরিপে প্রথমবারের মতো মৌলিক চাহিদা ব্যয় (Cost of Basic Needs-CBN) পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। নতুন করে এই জরিপের নামকরণ করা হয় খানা আয়-ব্যয় জরিপ (Household Income and Expenditure Survey-HIES)। ২০০০, ২০০৫ ও ২০১০ সালে পরিচালিত জরিপে একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে দারিদ্র্য পরিমাপে খাদ্য-বহির্ভূত (Non Food) ভোগ্যপণ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

২০১৬ সালে খানা আয়-ব্যয় জরিপ পরিচালনা করা হলেও এর প্রতিবেদন এখনো প্রকাশিত হয় নি। তাই, ২০১০ সালে পরিচালিত খানা আয়-ব্যয় জরিপের ভিত্তিতেই দারিদ্র্য গতিধারা তথা বাংলাদেশের দারিদ্র্য চিত্র বর্ণনা করা হলো।

দারিদ্র্যের গতিধারা

উচ্চ দারিদ্র্য রেখার হিসেব অনুযায়ী ৫ বছরের ব্যবধানে (২০০০ সাল থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে) জাতীয় পর্যায়ে আয় দারিদ্র্যের হার কমেছে ৮.৯ শতাংশ (৪৮.৯ থেকে ৪০.০ শতাংশ)। এ সময়ে বছরে ৩.৯ শতাংশ যৌগিক হারে দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে। তবে গ্রামীণ জনপদের চেয়ে শহরাঞ্চলে দারিদ্র্য কমেছে অধিক হারে (শহরাঞ্চল ৪.২ শতাংশ, পল্লী এলাকা ৩.৫ শতাংশ)। অন্যদিকে, পরের পাঁচ বছরে (২০০৫ সাল থেকে ২০১০ সালের মধ্যে) আয় দারিদ্র্য কমেছে ৮.৫ শতাংশ (৪০.০ শতাংশ থেকে ৩১.৫ শতাংশ)। দারিদ্র্য হ্রাসের বার্ষিক যৌগিক হার ৪.৬৭ শতাংশ। এ সময়েও দারিদ্র্য হার শহরের চেয়ে পল্লী এলাকায় ধীর গতিতে হ্রাস পেয়েছে (শহরাঞ্চল ৫.৫৯ শতাংশ, পল্লী অঞ্চলে ৪.২৮ শতাংশ)। ২০০৫ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত শহরাঞ্চলে পল্লী এলাকার তুলনায় দারিদ্র্যের গভীরতা ও তীব্রতা অধিক হারে হ্রাস পেয়েছে।

সারণি ১৩.১: আয়-দারিদ্র্যের গতিধারা

	২০১০	২০০৫	বার্ষিক পরিবর্তন (%) (২০০৫-২০১০)	২০০০	বার্ষিক পরিবর্তন (%) (২০০০-২০০৫)
মাথা-গণনা সূচক					
জাতীয়	৩১.৫	৪০.০	-৪.৬৭	৪৮.৯	-৩.৯
শহর	২১.৩	২৮.৪	-৫.৫৯	৩৫.২	-৪.২
পল্লী	৩৫.২	৪৩.৮	-৪.২৮	৫২.৩	-৩.৫
দারিদ্র্য ব্যবধান					
জাতীয়	৬.৫	৯.০	-৬.৩০	১২.৮	-৬.৮০
শহর	৪.৩	৬.৫	-৭.৯৩	৯.১	-৬.৫১
পল্লী	৭.৪	৯.৮	-৫.৪৬	১৩.৭	-৬.৪৮
দারিদ্র্য ব্যবধানের বর্গ					
জাতীয়	২.০	২.৯	-৭.১৬	৪.৬	-৮.৮১
শহর	১.৩	২.১	-৯.১৫	৩.৩	-৮.৬৪
পল্লী	২.২	৩.১	-৬.৬৩	৪.৯	-৮.৭৫

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১০

মাথাপিছু মাসিক আয়, ব্যয় ও ভোগ-ব্যয়

সারণি ১৩.২ এ ১৯৯৫-৯৬ থেকে সাল ২০১০ সাল পর্যন্ত পরিচালিত খানা আয়-ব্যয় জরিপের আলোকে খানার মাসিক নামিক (Nominal) আয়, ব্যয় এবং ভোগব্যয় এর তথ্য উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৩.২: মাথাপিছু মাসিক আয়, ব্যয় ও ভোগ-ব্যয় পরিস্থিতি

জরিপ বৎসর	অঞ্চল	মাসিক গড় (টাকা)		
		আয়	ব্যয়	ভোগব্যয়
২০১০	জাতীয়	১১৪৮০	১১২০০	১১,০০৩
	পল্লী	৯৬৪৮	৯৬১২	৯৪৩৬
	শহর	১৬৪৭৭	১৫৫৩১	১৫২৭৬
২০০৫	জাতীয়	৭২০৩	৬১৩৪	৫৯৬৪
	পল্লী	৬০৯৬	৫৩১৯	৫১৬৫
	শহর	১০৪৬৩	৮৫৩৩	৮৩১৫
২০০০	জাতীয়	৫৮৪২	৪৮৮৬	৪৫৪২
	পল্লী	৪৮১৬	৪২৫৭	৩৮৭৯
	শহর	৯৮৭৮	৭৩৬০	৭১৪৯

জরিপ বৎসর	অঞ্চল	মাসিক গড় (টাকা)		
		আয়	ব্যয়	ভোগব্যয়
১৯৯৫-৯৬	জাতীয়	৪৩৬৬	৪০৯০	৪০২৬
	পল্লী	৩৬৫৮	৩৪৭৩	৩৪২৬
	শহর	৭৯৭৩	৭২৭৪	৭০৮৪

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১০ ।

সারণি ১৩.২ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মাথাপিছু আয়, ব্যয় ও ভোগব্যয় তিনটি অনুষঙ্গই সময়ের সাথে বাড়ছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে জাতীয় পর্যায়ে যেখানে মাসিক নামিক আয় ছিল ৪,৩৬৬ টাকা, ২০১০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১১,৪৮০ টাকা। বৃদ্ধির পরিমাণ ১৬৭ শতাংশ। আয়ের পাশাপাশি ব্যয় ও ভোগব্যয়ের পরিমাণও বাড়ছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে জাতীয় পর্যায়ে মাথাপিছু মাসিক ব্যয় ছিল ৪,০৯০ টাকা। ১৫ বছরের ব্যবধানে ১৮৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১০ সালে তা দাঁড়িয়েছে ১১,২০০ টাকায়।

অন্যদিকে, ২০১০ সালে ভোগব্যয়ের পরিমাণ জাতীয় পর্যায়ে ছিল ১১,০০৩ টাকা; অথচ ১৯৯৫-৯৬ সালের জরিপে মাথাপিছু ভোগব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৪.০২৬ টাকা। ব্যয় বৃদ্ধির হার ১৭৩ শতাংশ। সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১৯৯৫-৯৬ সাল থেকে ২০১০ পর্যন্ত আয়ের চেয়ে ব্যয় ও ভোগব্যয় বৃদ্ধির হার তুলনামূলক বেশি।

জাতীয় পর্যায়ে পরিবারভিত্তিক আয় বণ্টন এবং জিনি অনুপাত

২০০৫ এবং ২০১০ সালে পরিচালিত খানা আয়-ব্যয় জরিপে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী পরিবারভিত্তিক আয় বণ্টনের শতকরা হার এবং জিনি অনুপাত সারণি ১৩.৩ এ উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৩.৩: জাতীয় পর্যায়ে পরিবারভিত্তিক আয় বণ্টন (শতাংশ) এবং জিনি অনুপাত

পরিবার গ্রুপ	২০১০			২০০৫		
	মোট	পল্লী	শহর	মোট	পল্লী	শহর
জাতীয় পর্যায়	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
সর্বনিম্ন ৫%	০.৭৮	০.৮৮	০.৭৬	০.৭৭	০.৮৮	০.৬৭
ডিসাইল-১	২.০০	২.২৩	১.৯৮	২.০০	২.২৫	১.৮০
ডিসাইল -২	৩.২২	৩.৫৩	৩.০৯	৩.২৬	৩.৬৩	৩.০২
ডিসাইল -৩	৪.১০	৪.৪৯	৩.৯৫	৪.১০	৪.৫৪	৩.৮৭
ডিসাইল -৪	৫.০০	৫.৪৩	৫.০১	৫.০০	৫.৪২	৪.৬১
ডিসাইল -৫	৬.০১	৬.৪৩	৬.৩১	৫.৯৬	৬.৪৩	৫.৬৬
ডিসাইল -৬	৭.৩২	৭.৬৫	৭.৬৪	৭.১৭	৭.৬৩	৬.৭৮
ডিসাইল -৭	৯.০৬	৯.৩১	৯.৩০	৮.৭৩	৯.২৭	৮.৫৩
ডিসাইল -৮	১১.৫০	১১.৫০	১১.৮৭	১১.০৬	১১.৪৯	১০.১৮
ডিসাইল -৯	১৫.৯৪	১৫.৫৪	১৬.০৮	১৫.০৭	১৫.৪৩	১৪.৪৮
ডিসাইল -১০	৩৫.৮৪	৩৩.৮৯	৩৪.৭৭	৩৭.৬৪	৩৩.৯২	৪১.০৮
সর্বোচ্চ ৫%	২৪.৬১	২২.৯৩	২৩.৩৯	২৬.৯৩	২৩.০৩	৩০.৩৭
জিনি অনুপাত	০.৪৫৮	০.৪৩০	০.৪৫২	০.৪৬৭	০.৪২৮	০.৪৯৭

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১০।

সারণি ১৩.৩ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ২০০৫ সালের তুলনায় ২০১০ সালে জাতীয় পর্যায়ে আয় বণ্টন অংশে বিভিন্ন ডিসাইলভুক্ত পরিবারে হ্রাস-বৃদ্ধি দুটিই হয়েছে। ডিসাইল-৫ থেকে ডিসাইল-৯ ভুক্ত পরিবারগুলোর আয় বণ্টন অংশ ২০০৫ সালের তুলনায় ২০১০ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে, ডিসাইল-২ ও ডিসাইল-১০ ভুক্ত পরিবারগুলোর জাতীয় পর্যায়ে আয় বণ্টন অংশ ২০০৫ সালের তুলনায় ২০১০ সালে কমেছে। আবার, ডিসাইল-১, ৩ ও ৪ ভুক্ত পরিবাগুলোর আয় বণ্টন অংশে কোন পরিবর্তন হয়নি। পর্যালোচনায় আরও দেখা যায় যে, সর্বনিম্ন ৫ শতাংশ পরিবারের আয় ২০১০ ও ২০০৫ সালে প্রায় স্থির রয়েছে। অন্যদিকে, একই সময়ে সর্বোচ্চ ৫ শতাংশের আয় কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। সর্বোপরি, জিনি অনুপাত ২০০৫ সালের তুলনায় ২০১০ সালে হ্রাস পেয়েছে যা সমাজে বিদ্যমান ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য কিছুটা হ্রাস করেছে বলে প্রতীয়মান হয়।

দারিদ্র্য পরিস্থিতির বর্তমান চিত্র

২০১৬ সালে সর্বশেষ খানা আয়-ব্যয় জরিপ পরিচালিত হলেও এর প্রতিবেদন এখনো প্রকাশিত হয় নি। তবে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যমেয়াদি মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী উচ্চ দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে ২০১১ সালে দারিদ্র্যের হার ২৯.৯ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৫ সালে ২৪.৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) ২০২০ সালের মধ্যে উচ্চ দারিদ্র্যের রেখা অনুযায়ী দারিদ্র্য হার ১৮.৬ শতাংশ এবং নিম্ন দারিদ্র্যের রেখা ব্যবহার করে দারিদ্র্য হার ৮.৯ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

সারণি ১৩.৪ এ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী উচ্চ এবং নিম্ন দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে দারিদ্র্য নিরসনের প্রক্ষেপণ দেখানো হলোঃ

সারণি ১৩.৪ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রক্ষেপিত দারিদ্র্য হ্রাসকরণের লক্ষ্যমাত্রা

	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
মধ্যম দারিদ্র্য হ্রাসকরণ						
দারিদ্র্য স্থিতিস্থাপকতা	-০.৯৩	-০.৯৩	-০.৯৩	-০.৯৩	-০.৯৩	-০.৯৩
দারিদ্র্যের উচ্চ সীমারেখা	**২৪.৮**	**২৩.৫**	**২২.৩**	**২১.০**	**১৯.৮**	**১৮.৬**
চরম দারিদ্র্য হ্রাসকরণ						
দারিদ্র্য স্থিতিস্থাপকতা	-১.১৯	-১.১৯	-১.১৯	-১.১৯	-১.১৯	১.১৯
দারিদ্র্যের নিম্ন সীমারেখা	**১২.৯**	**১২.১**	**১১.২**	**১০.৪**	**৯.৭**	**৮.৯**

উৎসঃ সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ,পরিকল্পনা কমিশন।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ও বাংলাদেশ

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) এর মেয়াদ ে জাতিসংঘ ২০১৬-২০৩০ সাল মেয়াদে টেকসই উঃ লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ঘোষণা করেছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যকর করার প্রত্যয়ে ১৭টি অভিষ্ট লক্ষ্য (Goals) ও ১৬৯টি লক্ষ্যকে (Targets) নিয়ে এসডিজি ঘোষিত হয়েছে।

এসডিজির ১৭টি অভীষ্ট লক্ষ্য এবং অন্তগত ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রার সাথে সমন্বিত করে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাসমূহ (Target) প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ এ নিয়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছে। এতে দেখা যায় যে, ৪০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ সরাসরি নেতৃত্বকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ (Lead Ministry/Division) হিসেবে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নের সাথে জড়িত। ৩৪টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ উপ-নেতৃত্বকারী হিসেবে এবং ৫১ মন্ত্রণালয়/বিভাগ সহযোগী হিসেবে কাজ করবে। যথাযথভাবে এসডিজি মনিটরিং ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে সঠিক তথ্য প্রাপ্তির জন্য 'Data Gap Analysis for Sustainable Development Goals (SDGs): Bangladesh Perspective' প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়েছে।

াজিক নিরাপত্তা

ররিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারের নেয়া নানা উদ্যোগ সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক জীবনচক্র পদ্ধতির ভিত্তি অনুসরণ করছে। চলমান ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ৪৫,২৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যা মোট বাজেটের ১৩.২৮ শতাংশ এবং জিডিপির ২.৩১ শতাংশ। জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা, অতি দরিদ্র ও দুঃস্থদের জন্য বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য ও টেস্ট রিলিফ ছাড়াও বেশ কিছু কার্যক্রম সরকারের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এদের মধ্যে 'একটি বাড়ি একটি খামার', 'আশ্রয়ণ', 'গৃহায়ন', 'আদর্শ গ্রাম', 'গুচ্ছ গ্রাম', 'ঘরে ফেরা' কর্মসূচি উল্লেখযোগ্য। তাছাড়াও, বয়স্ক ভাতা, দুঃস্থ মহিলা ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তাদের ভাতা প্রদানের মাধ্যমে সরকার দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে কাজ করছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করা এবং সেই সঞ্চয় গ্রামীণ অর্থনীতিতে ব্যবহার করার লক্ষ্যে একটি পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানে ২০১৮ সালের মধ্যে পেনশন ব্যবস্থা প্রচলনের উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার। এছাড়া, ২০২১ সালে সকলের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার

লক্ষ্যে একটি জাতীয় পেনশন ব্যবস্থা চূড়ান্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে নীতি ও কৌশল নির্ধারণপূর্বক একটি জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (National Social Security Strategy) প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে যে সকল মন্ত্রণালয় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে, তাদেরকে পাঁচটি গুচ্ছে বিন্যস্ত করা হবে। প্রতিটি গুচ্ছের সমন্বয়কের দায়িত্বে থাকবে একটি নেতৃত্বকারী মন্ত্রণালয় (Lead Ministry)। বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় তাদের নিজস্ব কর্মসূচিগুলোর নকশা প্রণয়ন ও তা কার্যকর করার দায়িত্ব প্রাপ্ত হবে। গুচ্ছের বিষয়বস্তুর সাথে বলিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে এমন একটি মন্ত্রণালয়ই ঐ গুচ্ছ সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করবে। এছাড়া সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের তদারকির জন্য একটি ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা হবে।

সরকার দারিদ্র্য দূরীকরণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক অসমতা দূরীকরণে অঙ্গীকারবদ্ধ। 'রূপকল্প-২০২১' এর আলোকে প্রণীত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়েছে। বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচনে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধরিত সময়ের পূর্বে অর্জন করলেও এখনো জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। দেশের মোট জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশকে দারিদ্রভুক্ত রেখে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অগ্রগতি বজায় রাখা অত্যন্ত দুরুহ। তাই প্রতি বছর সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্র ও বরাদ্দ বাড়ছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে যেখানে সামাজিক নিরাপত্তা খাতের বরাদ্দ ছিল ১৭,৩২৩ কোটি টাকা, চলতি অর্থবছরে তা ২.৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪৫,২৩০ কোটি টাকায়।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর পরিধি ও প্রসার বিবেচনায় নিয়ে এর ব্যয় সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষে অর্থাৎ ২০২০ সালে জিডিপি'র ৩ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। বর্তমানে এ খাতে ব্যায়ের পরিমাণ জিডিপির ২.৩১ শতাংশ।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অর্থ বিভাগ 'Strengthening Public Financial Management for Social Protection' শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ব্রিটিশ রাষ্ট্রায়ত্ত আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা 'ডিএফআইডি'র অর্থায়নে প্রকল্পের অধীনে অর্থ বিভাগে 'Social Protection for Budget Management Unit (SPBMU)' স্থাপন করা হবে।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে গৃহিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- বয়স্ক, দুঃস্থ মহিলা, মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধী, এতিম প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন ভাতা হিসেবে নগদ প্রদান ও খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রমের পরিধি ও বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- বয়স্ক ভাতা খাতে ১,৮৯০ কোটি টাকা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের জন্য ৬৯০ কোটি টাকা এবং মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা বাবদ ২,১৯৬.৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।
- পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ) এর কাছে ন্যস্ত ক্ষুদ্র ঋণ ও বিনিয়োগ তহবিলসমূহের সঞ্চালন গতি বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ খাতে চলতি অর্থবছরে মোট ৪৫৩ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এর মধ্যে পিকেএসএফ এর ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি বাবদ ১০০ কোটি টাকা, এসডিএফ এর ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি বাবদ ৩৫০ কোটি টাকা এবং মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান ক্ষুদ্র ঋণ বাবদ ৩ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
- পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বিসিক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কাছে বিদ্যমান ঘূর্ণায়মান ক্ষুদ্র ঋণ তহবিলসমূহের সঞ্চালন ও প্রচলন গতি বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে।

উপরি-উক্ত উদ্যোগসহ আরও কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন খাতে ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ সারণি ১৩.৫ এ উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ১৩.৫ সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন খাত

(কোটি টাকায়)

কার্যক্রম	২০১৫-১৬*	২০১৬-১৭**
নগদ প্রদানসহ (বিভিন্ন ভাতা), সামাজিক ক্ষমতায়ন ও অন্যান্য কার্যক্রম	১৬৪৮৫.৮৩	২৩৬০৩.৫০
খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহঃ সামাজিক নিরাপত্তা	৮০৩৪.৮৭	৮৮৫৪.৮৬

কার্যক্রম	২০১৫-১৬*	২০১৬-১৭**
ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি, সামাজিক ক্ষমতায়ন	২৯২.৫০	৪৫৩.০০
বিভিন্ন তহবিল, সামাজিক ক্ষমতায়ন	৮৫.৭৮	১৬১.৩৩
বিভিন্ন তহবিল ও কার্যক্রম, সামাজিক নিরাপত্তা	৮৯০.৬০	৭৭৫.৯০
চলমান উন্নয়ন প্রকল্প	৯৯৯৯.১০	১০৭৮৮.৮৫
নতুন উন্নয়ন প্রকল্প	১৮৬.৩৭	৫৯২.৫৮
মোট	৩৫৯৭৫	৪৫২৩০

১৮৭

উৎসঃ অর্থ বিভাগ। * সংশোধিত বাজেট, ** মূল বাজেট।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কার্যক্রম

সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতায় খাদ্য সহায়তা, কাজের বিনিময়ে খাদ্য, খোলা বাজারে পণ্য বিক্রিসহ নানাবিধ কর্মসূচির পাশাপাশি সরকার নগদ অর্থ সহায়তাও প্রদান করে থাকে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে নগদ প্রদানসহ (বিভিন্ন ভাতা), সামাজিক ক্ষমতায়ন ও অন্যান্য কার্যক্রম বাবদ ২৩,৬০৩.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ কিছু কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে উপস্থাপন করা হলোঃ

বয়স্ক ভাতা কর্মসূচিঃ দেশের মোট জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য একটি অংশ বয়স্ক তথা শ্রম বাজারের সাথে সম্পৃক্ত নয়। এদের আবার বড় একটি অংশ দারিদ্র্যক্লিষ্ট। অবহেলিত বয়স্ক এসব জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছর থেকে সরকার বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম চালু করেছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধিভুক্ত বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১,৮৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় ৩১.৫০ লক্ষ বয়স্ক লোককে জনপ্রতি মাসিক ৫০০ টাকা করে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।

বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা কার্যক্রমঃ ১৯৯৯-০০ অর্থবছর থেকে দরিদ্র, অসহায় ও অবহেলিত মহিলা জনগোষ্ঠী বিশেষ করে বিধবাদের জন্য ভাতা প্রদান কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে মোট ১১.৫০ লক্ষ বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাকে ভাতা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রত্যেককে মাসিক ৫০০ টাকা করে মোট ৬৯০ কোটি টাকার এ ভাতা প্রদান করা হবে।

দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন ভাতাঃ ২০০৭-০৮ অর্থবছরে প্রথমবারের মত মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান চালু করা হয়। এর আওতায় মূলতঃ পল্লী এলাকার দরিদ্র মায়েদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। এ কার্যক্রমের আওতায় দরিদ্র গর্ভবতী মহিলাদের ভাতা প্রদানের পাশপাশি স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট ৫ লক্ষ মাকে এই সতায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২,৬৪,০০০ জন মাকে মোট ১৫৮.৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিলঃ ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে এ কার্যক্রম শুরু হয়। শহরাঞ্চলে কর্মজীবী দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য ও তাদের গর্ভস্থ সন্তান বা নবজাত শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তার উদ্দেশ্যে এই ভাতা প্রদান করা হয়। ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, গাজীপুর ও চট্টগ্রাম গার্মেন্টস এলাকায় অবস্থিত কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মা, ৬৪ জেলা সদরস্থ সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা এবং ২৬৪টি উপজেলা পর্যায়ের পৌরসভাকে এই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়েছে। একজন মাকে মাসে ৫০০ টাকা মোট ২৪ মাস সহায়তা প্রদান করা হয়। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট ১.৮০ লক্ষ দরিদ্র মাকে এ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এজন্যে ১০৮.১৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধা সন্মানী ভাতাঃ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। দুই বছরের ব্যবধানে মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক সম্মানী দ্বিগুণ করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মাসিক এ সম্মানীর পরিমাণ ছিল ৫,০০০ টাকা, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে তা বাড়িয়ে ১০,০০০ টাকা করা হয়েছে। খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানীও বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে বীরশ্রেষ্ঠদের ৩০,০০০ টাকা, বীর উত্তমদের ২৫,০০০ টাকা, বীর বিক্রমদের ২০,০০০ টাকা এবং বীর প্রতিকদের ১৫,০০০ টাকা করে মাসিক সম্মানী প্রদান করা হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ খাতে মোট ২,১৯৬.০৬ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। কর্মসূচিটি মুক্তিযোদ্ধাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে।

শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও সম্মানী ভাতাঃ মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের পরিবারবর্গ ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণেও সরকার কাজ করছে। শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও সম্মানী ভাতার জন্যে পৃথক কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৫,০০০ মুক্তিযোদ্ধার জন্য ২৪৫.৯১ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কর্মসূচিটি মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং সুস্বাস্থ্য রক্ষায় ভূমিকা রাখছে।

মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিঃ মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের আত্মকর্মশীল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে এ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশিক্ষিতদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়। ২০০৩-০৪ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে ৩৭.৫০ কোটি টাকা এ কর্মসূচির অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ এবং ১৬ কোটি টাকা ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা ও শিক্ষাঃ অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের সমাজের মূলস্রোত ধারার সাথে অঙ্গীভূত করার লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করছে। ইতঃপূর্বে প্রতি অসচ্ছল প্রতিবন্ধীকে মাসিক ৫০০ টাকা করে ভাতা প্রদান করা হতো। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে তা বাড়িয়ে ৬০০ টাকা করা হয়েছে। এ অর্থবছরে এ কর্মসূচির অধীনে ৫৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২০০৭-০৮ অর্থবছর হতে শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট ৬০,০০০ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর মাঝে ৪৭.৮৮ কোটি টাকা ভাতা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া, প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের জন্য বিশেষ মঞ্জুরি প্রদান করা হচ্ছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ কর্মসূচির আওতায় ১২.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র (ওয়ান স্টপ সার্ভিস): দেশের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে ফিজিওথেরাপি ও অন্যান্য চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ২০০৯-১০ অর্থবছরে প্রথমবারের মত প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র চালু করা হয়। এ খাতে চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে উপকারভোগীর সংখ্যা ও সহায়তার পরিমাণ প্রায় তিনগুণ করে বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ বছর মোট ৩,০৭,০০০ জন প্রতিবন্ধীকে সহায়তার লক্ষ্যে ৫৩.০৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

অটিজমঃ 'নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ২০১৩' এর আওতায় একটি ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে। ট্রাস্টের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১০.৫০ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এ ট্রাস্টের মাধ্যমে অটিস্টিক শিশুদের সুযোগ-সুবিধা খযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে জাতীয় বন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ফাউন্ডেশনের নিজস্ব ক্যাম্পাসে অটিজম রিসোর্স সেন্টার চালু করা হয়। চালু হওয়ার পর থেকে এ কেন্দ্র থেকে অটিস্টিক শিশু/ব্যক্তিকে বিনামূল্যে বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

এতিম শিশুদের খোরাকী ভাতাঃ সরকারি শিশু পরিবার ও অন্যান্য বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে বসবাসরত এতিম শিশুদের ভরণ-পোষণ সরকার বহন করে থাকে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্মসূচিটি বাস্তবয়ন করছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এসব প্রতিষ্ঠানে নিবাসী শিশুদের খোরাকী ভাতা হিসেবে ৪৬.২০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

বেসরকারি এতিমখানার ক্যাপিটেশন গ্র্যান্টঃ সরকারি বিভিন্ন এতিমখানার পাশাপাশি বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত এতিমখানায়ও সরকার এতিম শিশুদের কল্যাণে সহায়তা করে আসছে। সরকার ক্যাপিটেশন গ্রান্টস হিসেবে এ অনুদান প্রদান করে থাকে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে ৮২,০০০ এতিম শিশুর জন্য ৮৬.৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। আগের অর্থবছরে এ খাতে মোট ৭৬,০০০ এতিম শিশুর জন্য ৮০.৪৯ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়।

বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রমঃ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে এ কার্যক্রম শুরু হয়। কতিপয় অপরিহার্য পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত দলিত, হরিজন ও বেদে সম্প্রদায়কে সমাজের মূলস্রোত ধারায় নিয়ে আসতে প্রাথমিকভাবে ৭টি জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে এ কার্যক্রম চালু করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে ৬৪টি জেলায় এ কার্যক্রম বিস্তৃত হয়েছে। চলতি অর্থবছরে এ কার্যক্রমের আওতায় ২৫,০০০ জনকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় এবং বরাদ্দ রাখা হয় ২০.৩০ কোটি টাকা।

হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রমঃ পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বৈষম্যের শিকার বলে প্রতীয়মান হিজড়া সম্প্রদায়কে সমাজের মূলস্রোত ধারায় নিয়ে আসতে সরকার কাজ করছে। অবহেলিত এ সম্প্রদায়কে সার্বিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ২০১২-১৩

অর্থবছরে প্রথমবারের মত ৭টি জেলায় এ কার্যক্রম চালু করা হয়। বর্তমানে সকল জেলায় এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৪,০০০ হিজড়াকে সহায়তার লক্ষ্যে ৯ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়।

খাদ্য সাহায্য কর্মসূচির আওতায় চলমান বিভিন্ন কর্মসূচির অগ্রগতি

ওএমএস কর্মসূচিঃ নিম্ন আয়ের মানুষের খাদ্য নিরা' নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার খোলা বাজার বিক্রয় (ওএমএস) কর্মসূচি চালু করে। এ কর্মসূচির আওতায় বিশেষ ভর্তুকির মাধ্যমে বাজার মূল্যের চেয়ে কম দামে খাদ্য সামগ্রী বিক্রয় করা হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট ২.২০ কোটি দরিদ্র মানুষকে এ কর্মসূচির আওতাভুক্ত রাখা হয়েছে। এ বছরে ওএমএস খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ১,১৬২.৫০ কোটি টাকা।

কাজের বিনিময় খাদ্য (কাবিখা) ও কাজের বিনিময় টাকা (কাবিটা) কর্মসূচিঃ গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কারের লক্ষ্যে কাজের বিনিময় খাদ্য (কাবিখা) ও কাজের বিনিময় টাকা (কাবিটা) কর্মসূচি দুটি চালু করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্মসূচি দুটি বাস্তবায়ন করছে। এই কর্মসূচির আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৫৬৪.০৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

ভিজিডিঃ এ কর্মসূচির জন্য ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৮৮৯.৯৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। চলতি অর্থবছরে তা বৃদ্ধি করে ১,১৬৮.৫৬ কোটি টাকা করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে দেশব্যাপী ৩.১৫ লক্ষ মেঃটন খাদ্যশস্য বরাদ্দ করা হয়েছে।

ভিজিএফঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করছে। সাধারণত দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে দরিদ্র মানুয়ের জীবিকা পুনর্বহাল না হওয়া পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে এই সহায়তা প্রদান করা হয়। প্রতি পরিবারকে মাসিক ২০-৪০ কেজি করে ২ থেকে ৫ মাস পর্যন্ত এ সহায়তা দেয়া হয়। এছাড়া, মা ইলিশ ও জাটকা আহরণে বিরত থাকা জেলেরাও ভিজিএফ সহায়তা পেয়ে থাকেন। বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে দরিদ্র জনগণও ভিজিএফ সহায়তা পান। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে এ খাতে ৪ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্যের অনুকূলে ১,৪৮৩.৮৮ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

জিআরঃ দুর্যোগকালে দরিদ্র মানুষকে জরুরি খাদ্য সহায়তা হিসেবে জিআর (চাল) সহায়তা প্রদান করা হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জিআর হিসেবে ৮৮,০০০ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ রাখা হয়। টাকার হিসেবে যার মূল্যমান ৩২৬.৪৫ কোটি টাকা।

অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচিঃ অতি দরিদ্র মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন ও দুর্যোগ মোকাবেলার সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বছরের বেকার সময়ে তাঁদের জীবিকা নির্বাহের জন্যে এ কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০০৯-১০ বছর থেকে এটি চালু হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় রর দুটি কর্মহীন সময়ে দুবারে ৪০ দিন করে মোট ৮০ দিন অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থনের ব্যবস্থা করা হয়। চলতি অর্থবছরে ৭,২৭,০০০ জন অতি দরিদ্রকে সহায়তার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছে এবং এ খাতে ১,৬৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি,আর) কর্মসূচি

নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, বাঁধ, সর্বসাধারণের ব্যবহার্য জলাশয়, সরকারি প্রতিষ্ঠান সংস্কার/মেরামত ইত্যাদি প্রয়োজনে দ্রুত প্রকল্প গ্রহণের জন্য টিআর এর মাধ্যমে বরাদ্দ দেয়া হয়। এর আওতায় সাধারণত জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে কাজ করার অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করছে। ইতোপূর্বে টিআর হিসেবে খাদ্যশস্য বরাদ্দ রাখা হলেও বর্তমানে এটিকে খাদ্যভিত্তিক কর্মসূচি থেকে নগদ অর্থভিত্তিক কর্মসূচিতে রূপান্তরের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সে লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ খাতে কোন খাদ্যশস্য বরাদ্দ না রেখে ৬০৯.২২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় চলমান কর্মসূচি/প্রকল্প

দারিদ্র্য বিমোচনে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে নানা ধরনের ভাতা ও খাদ্য সহায়তা কর্মসূচির পাশাপাশি সরকার বিভিন্ন উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দারিদ্র্য বিমোচন তথা সামাজিক ক্ষমতায়ন খাতে মোট ৮৯টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে ৭টি নতুন এবং ৮২টি চলমান প্রকল্প। এসব প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১১,৩৮১.৪৩ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতাভুক্ত কয়েকটি প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

আশ্রয়ণ-২ (দারিদ্র্য বিমোচন ও পুনর্বাসন) প্রকল্প

ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবারগুলোকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে গ্রহণ করা হয় আশ্রয়ণ প্রকল্প। ১৯৯৭-

২০০২ সাল পর্যন্ত ৩০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৭,২১০টি পরিবারকে এ প্রকল্পের আওতায় পুনর্বাসন করা হয়েছে। এছাড়া, ২০০২-২০১০ মেয়াদে আশ্রয়ণ (ফেইজ -২) প্রকল্পের অধীনে ৬০৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫৮,৭০৩টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। আশ্রয়ণ প্রকল্প ও আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) এর সাফল্য ও ধারাবাহিকতায় ২০১০- ২০১৭ (সংশোধিত) মেয়াদে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। আশ্রায়ন-২ প্রকল্পের আওতায় মোট ৫০,০০০ গৃহহীন, ছিন্নমূল পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ৩৩,২৭০টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় পেশাভি প্রশিক্ষণ, ঋণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিক... কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে পুনর্বাসিত পরিবারগুলোকে প্রশিক্ষিত করা হয়। পাশাপাশি তাদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে জাতীয় অর্থনীতির মূল ধারায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এটি একটি সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প।

গৃহায়ন তহবিল

গ্রামীণ দরিদ্র মানুষদের বাসস্থান নিশ্চিতকরণ তথা দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে গৃহায়ন তহবিল গঠন করা হয়। শুরুতে এ তহবিলের বাজেট ছিল ৫০ কোটি টাকা। পরবর্তীতে এ পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ২৯৮ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক গৃহায়ন তহবিলের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কার্যক্রম বাস্তবায়নের সাথে জড়িত এনজিওসমূহকে এবং এনজিওগুলো ১০ বছর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে উপকারভোগীদের ঋণ প্রদান করে থাকে। শুরুতে এনজিও পর্যায়ে সুদের হার ২ শতাংশ এবং গ্রাহক পর্যায়ে এ হার ৬ শতাংশ ছিল। বর্তমানে উভয় ক্ষেত্রেই সুদের হার ০.৫০ শতাংশ কমানো হয়েছে। ৫১৪টি এনজিও কক্সবাজার ব্যতীত অন্য ৬৩টি জেলার ৪০৩টি উপজেলায় গৃহায়ন ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ২০৪.১২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ৬৬,৪৬৯টি গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে এবং মোট ৩,৩২,৩৪৫ জন দরিদ্র মানুষ উপকৃত হয়েছেন।

গৃহ নির্মাণ কার্যক্রম ছাড়াও দেশের হতদরিদ্র মহিলা শ্রমিকদের আবাসনের জন্য গৃহায়ন তহবিল কাজ করছে। এ তহবিলের অর্থায়নে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ২৪.৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে সাভারের আশুলিয়ায় একটি মহিলা হোস্টেল নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। নির্মাণাধীন হোস্টেলে ৭৪৪ জন মহিলা শ্রমিকের আবাসন সুবিধা প্রদান করা যাবে। এছাড়া, ঢাকার নীলক্ষেতে কর্মজীবী মহিলাদের জন্য ১০ তলা বিশিষ্ট মহিলা হোস্টেল এবং সাভারের আশুলিয়ায় শ্রমজীবী মহিলাদের জন্যে ১৪ তলা বিশিষ্ট মহিলা হোস্টেল/ডরমিটরী নির্মাণ প্রকল্প দুটি গৃহায়ন তহবিল স্টিয়ারিং কমিটি নীতিগতভাবে অনুমোদন করেছে।

উল্লিখিত কার্যক্রম ব্যতীত বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক পরিচালিত ‘ঘরে ফেরা’ কর্মসূচিতে গৃহায়ন তহবিল থেকে ২ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে ১ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। শ্রম অধিদপ্তরের অধীনে চট্টগ্রামের কালুরঘাট ও নারায়ণগঞ্জের বন্দর থানায় দুটি শ্রমিক ...স্টেল নির্মাণে গৃহায়ন তহবিল ২৫ কোটি টাকা মঞ্জুর ...হছে।

দারিদ্র্য বিমোচনে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রম

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতি, ২০০১ এর দিক নির্দেশনা অনুযায়ী একটি স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের দারিদ্র্য বিমোচন তথা সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক কয়েকটি প্রকল্পের কার্যক্রম নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

একটি বাড়ি একটি খামার

‘একটি বাড়ি একটি খামার’ একটি স্থায়ী দারিদ্র্য বিমোচন মডেল। প্রতিটি বাড়িকেই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ভূমিহীন অর্থাৎ শূন্য থেকে ৫০ শতক জমির মালিক, চরাঞ্চল/অনগ্রসর এলাকায় এক একর জমির মালিক, সর্বোপরি দরিদ্র বলে সর্বজনস্বীকৃত মানুষই এ প্রকল্পের আওতাভুক্ত হবে।

প্রকল্পটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো নিজস্ব স্থায়ী পুঁজি সৃষ্টি ও তার স্থায়ী ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি করা। ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত দেশের ৪০,২১৩টি গ্রামের প্রতিটিতে একটি করে মোট ৪০,২১৩টি সমিতি গঠন করা হয়েছে। এসব সমিতির মাধ্যমে মোট ২২ লক্ষ পরিবারের ১.২০ কোটি দরিদ্র মানুষকে খামার গড়াসহ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে প্রতিটি সমিতির তহবিলে গড়ে ৯,০০,০০০ -১০,০০,০০০ টাকা মজুদ আছে। সমিতিসমূহের গঠিত মোট তহবিলের পরিমাণ ৩,১৫১ কোটি টাকা। এর মধ্যে সদস্যদের নিজস্ব সঞ্চয় ১,০২৭.৪৮ কোটি টাকা; সরকার বোনাস ও আবর্তক তহবিল হিসাবে প্রদান করেছে ১,৯৫৬.৩০ কোটি টাকা। অবশিষ্ট ১৬৭.২২ কোটি টাকা সুদ ও সার্ভিস চার্জ হিসেবে অর্জিত হয়েছে। সঞ্চিত তহবিল দিয়ে নিজেদের প্রয়োজনের নিরিখে প্রতি গ্রামে হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু পালন, মৎস্য

ও সব্জি চাষ এবং নার্সারির ন্যায় জীবিকায়ন খামার গড়ে উঠেছে। প্রকল্পের অধীনে দেশব্যাপী প্রায় ২৮ লক্ষ খামার গড়ে উঠেছে।

নতুন করে আরও ৩৬.৩১ লক্ষ পরিবার তথা ১.৮২ কোটি দরিদ্র মানুষকে এ প্রকল্পের আওতাভুক্ত করার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। এ কারণে প্রকল্পটি তৃতীয়বারের মত সংশোধন করে এর মেয়াদ জুন, ২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের ফলে ২০২০ সালের মধ্যে এক কোটি পরিবার তথা পাঁচ কোটি মানুষ স্থায়ীভাবে দারিদ্র্যমুক্ত হবে। প্রকল্পটি ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে দারিদ্র্য মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

প্রকল্পের আওতায় গঠিত গ্রাম উন্নয়ন সমিতি ও তার স্থায়ী তহবিল ব্যবস্থাপনার জন্যে সরকার পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছে।

চর জীবিকায়ন কর্মসূচি - ২য় পর্যায়

চরাঞ্চল ও বিভিন্ন পশ্চাৎপদ এলাকায় বসবাসরত নিম্ন আয়ের এবং কর্মহীন মানুষদের দারিদ্র্য দূরীকরণে 'চর জীবিকায়ন কর্মসূচি (সিএলপি)' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। চর এলাকার ৮টি জেলার (টাঙ্গাইল, পাবনা, নীলফামারী, লালমনিরহাট, রংপুর, কুড়িগ্রাম, জামালপুর, গাইবান্ধা) ৩১টি উপজেলার ১২৬টি ইউনিয়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় চরাঞ্চলের ৩.৩৫ লক্ষ হতদরিদ্র মানুষ প্রত্যক্ষভাবে এবং প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধিভুক্ত কয়েকটি সংস্থা, ফাউন্ডেশনের দারিদ্র্য বিমোচন বিষয়ক কার্যক্রম নিচে আলোচনা করা হলোঃ

সমবায় অধিদপ্তর

কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমবায়ের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। বর্তমানে সারাদেশে ১,৭৮,৯৫৬টি নিবন্ধিত সমবায় সমিতি রয়েছে। এর মধ্যে জাতীয়/জাতীয় পর্যায়ের সমিতি ২২টি, কেন্দ্রীয় সমিতি ১,১৬৯টি এবং প্রাথমিক সমিতি ১,৭৭,৭৩৮টি। এ সকল সমবায় সমিতির কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ প্রায় ১৩,৫১৩.৯৭ কোটি টাকা। সমবায় সমিতির সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে বেসরকারি খাতে বীমা ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য 'বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ ইন্স্যুরেন্স লিঃ' প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে সারা দেশে এর অধীনে ৮০৩টি সমিতি রয়েছে। এর মধ্যে ৯টি জাতীয়/জাতীয় পর্যায়ের সমবায় সমিতি, ১২০টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি এবং ৬৭৪টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি। বর্তমানে এ সমিতির শেয়ার মূলধন ৬৩.৭৭ লক্ষ টাকা এবং সংরক্ষিত তহবিল ৯৬.৪৭ লক্ষ টাকা। বাংলাদেশে সমবায় কর্মকাণ্ডকে ফলপ্রসূ ও গতিশীল করার জন্য সমবায় অধিদপ্তরের উদ্যোগে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে 'দুগ্ধ সমবায় সমিতির কার্যক্রম বিস্তৃতকরণের মাধ্যমে বৃহত্তর ফরিদপুর, বরিশাল ও খুলনা জেলার দারিদ্র হ্রাসকরণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

লাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

এ.নাণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিআরডিবির গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। বিআরডিবি এ পর্যন্ত পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকান্ডমূলক ১১৪টি প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। বর্তমানে দারিদ্র্য বিমোচনমূলক ও অন্যান্য কর্মকান্ডভিত্তিক ৬টি প্রকল্প/কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচিগুলো হচ্ছে ক) অংশীদারত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩; খ) উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি; গ) দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প; ঘ) পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়; ঙ) সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি এবং চ) ইনিশিয়েটিভ ফর ডেভেলপমেন্ট, এমপাওয়ারমেন্ট, এওয়ারনেস এন্ড লাইভলীহুড প্রজেক্ট। এছাড়া, বিআরডিবির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, ঋণ কার্যক্রমসহ বেশ কিছু কর্মসূচি চলমান আছে। ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত বিআরডিবি মোট ১৩,৭৪২.৩২ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করেছে। বর্ণিত সময় পর্যন্ত ১২,৫০৯.৩৬ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে। ঋণ আদায়ের হার ৯১ শতাংশ।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা

বার্ড পল্লী অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধি, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা ও উন্নয়ন কর্মীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদানসহ গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করছে। ২০০১ সাল থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত প্রায় ৮২,০০০ অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যাদের প্রায় ৩৫ শতাংশই নারী। বর্তমানে বার্ড জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, পরিবার পরিকল্পনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় মহিলা উদোক্তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়নসহ নানা বিষয়ে গবেষণা করছে। সংস্থাটি ২০০১ সাল থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ১৫৯টি গবেষণা পরিচালনা করেছে।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া

বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় ১৯৭৪ সালে পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়া প্রতিষ্ঠা লাভ করে। একাডেমির মূল কাজ হলো প্রশিক্ষণ প্রদান, গবেষণা, প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা ও পরামর্শ সেবা প্রদান করা। এখানকার প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তর, দক্ষতা বৃদ্ধি ও মানবসম্পদ উন্নয়ন। একাডেমির শুরু থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত মোট ৪,৬৫,৩৩৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আরডিএ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজী এর যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশে প্রথমবারের মত 'পে গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা-ইন-রুরাল ডেভেলপমেন্ট' কোর্স প্রবর্তন করা হয়েছে। আরডিএ ২০১৬ সাল পর্যন্ত মোট ৪০২টি গবেষণা ও ৩৯টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প সম্পন্ন করেছে। বর্তমানে ৫১টি গবেষণা এবং ৮টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প চলমান রয়েছে। আরডিএর আওতায় ২,৫৯,০০০ পরিবারের মাঝে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ করা হয়েছে। তাছাড়া ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালার মাধ্যমে ৩৭,০১৮ একর জমি উন্নত সেচ ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছে।

সুইস ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এসডিসি) ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে আরডিএ মার্কেট ফর চর (M4C) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। এর ফলে চরাঞ্চলের ১০টি জেলায় উন্নত বাজার ও যোগাযোগ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ৬০,০০০ পরিবারের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। সংস্থাটি দেশের নবায়নযোগ্য শক্তির সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে ইতোমধ্যে ১১২টি গ্রামে কমিউনিটি বায়োগ্যাস প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করেছে। একাডেমির সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র ২০০০-০১ অর্থবছর থেকে জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ১০২.১৭ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। একই সময়ে ৯২.২৭ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

পিডিবিএফ দেশের ৫২টি জেলার ৩৫৯টি উপজেলায় তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত পিডিবিএফ ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ হিসেবে ১,০৬৫.৩৫ কোটি টাকা বিতরণ করেছে। এছাড়া, ক্রমপুঞ্জিতভাবে ৯,২০১.৮২ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ করেছে। এর ফলে প্রায় ১২ লক্ষ গ্রামীণ জনগণের বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে।

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

১৯৯৪ সালে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন পরিবারের বিশেষতঃ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনই এ ফাউন্ডেশনের প্রধান লক্ষ্য। ২০০৭ সাল থেকে ফাউন্ডেশনের ঋণ বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয় এবং বর্তমানে ৩৬টি জেলার ১৭৪টি উপজেলায় তা পরিচালিত হচ্ছে। ফাউন্ডেশনের আওতায় ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত গ্রাম পর্যায়ে ৪,৩১৯টি কেন্দ্র গঠনের মাধ্যমে ১,৩৩,৭৩৭ জনকে সদস্যভুক্ত করা হয়। সদস্যদের মাঝে উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্মকর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক ক্রমে মোট ৪৮৬.৭০ কোটি টাকা জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। একই সময় পর্যন্ত সাপ্তাহিক কিস্তির মাধ্যমে মোট ৪৩২.৮৩ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে। এছাড়া, সদস্যরা ঋণ বিনিয়োগের আয় থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে ৩৩.৪১ কোটি টাকা 'নিজস্ব পুঁজি' গঠন করেছেন।

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়ায় বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২০১২ সালে এর নামকরণ করা হয় 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)। একাডেমিটির প্রধান কার্যাবলী হলো প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা, সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান, পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন বিষয়ক কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন। এছাড়া, ক্ষুদ্র, প্রান্তিক চাষি এবং বিত্তহীন ও বেকার জনগোষ্ঠীর দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কৃষি ও অকৃষি খাতের বিভিন্ন উপার্জনমূলক কর্মকাণ্ডে প্রতিষ্ঠানটি প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। শুরু থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ২৮,০৭৫ জন সুফলভোগী এবং সরকারি/বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বেকারদের কর্মসংস্থানে কর্মসংস্থান ব্যাংকের কার্যক্রম

দেশের বেকার জনগোষ্ঠী বিশেষ করে শিক্ষিত বেকার যুব সম্প্রদায়কে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে ১৯৯৮ সালে কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরু থেকেই ব্যাংকটি উৎপাদনমুখী ও আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে যুব সম্প্রদায়কে সম্পৃক্ত করতে ঋণ প্রদান করে আসছে। বর্তমানে সারা দেশে ২১২টি শাখার মাধ্যমে ব্যাংকটির কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

কর্মসংস্থান ব্যাংকের কয়েকটি বিশেষ ঋণ কর্মসূচি

ব্যাংকের নিজস্ব কর্মসূচির আওতায় ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ৪,২৭,৬৪৪ জন উদ্যোক্তার মধ্যে মোট ৩,২৭২.৩১ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। একই সময় পর্যন্ত ৩,০১৮.৮৪ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে। ঋণ আদায়ের হার ৯৪ শতাংশ।

শিল্প কারখানার স্বেচ্ছাঅবসরপ-্রাপ্ত কর্মচ্যুত/শ্রমিক কর্মচারিদের কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা (শিকাশ্র)

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। শিল্প কারখানা/প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছা অবসরপ্রাপ্ত/কর্মচ্যুত শ্রমিক/কর্মচারিদের পুনরায় আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কর্মসূচিটির আওতায় ফেব্রুয়ারি,২০১৭ পর্যন্ত মোট ১৯,০০২জন শ্রমিক/কর্মচারিকে ঋণ প্রদান করা হয়েছে। বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ১০৫,৩১ কোটি টাকা। একই সময়ে ৯০.৯২ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে।

কৃষিভিত্তিক শিল্পে ঋণ সহায়তা কর্মসূচি (কৃভিশি)

অর্থ মন্ত্রণালয়কে সাথে নিয়ে কর্মসংস্থান ব্যাংক কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করছে। কর্মসূচির আওতায় ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত মধ্যে ৬৬.৩৬ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এতে কৃষিভিত্তিক শিল্পে নিয়োজিত ২,৩১৮ জন উদ্যোক্তা সরাসরি উপকৃত হয়েছেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ঋণ সহায়তা কর্মসূচি (বিবিমপ্রাস)

বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ সহায়তায় ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে কর্মসংস্থান ব্যাংক কর্মসূচিটি শুরু করেছে। এর আওতায় ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত মোট ১০১.৮০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় মোট ৪৩,৭৩১ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম (বিবিকৃপ)

কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে জাত উন্নয়নপূর্বক দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ সহায়তায় দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম কর্মসূচিটি চালু হয়েছে। কর্মসূচির আওতায় ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত মোট ১,৮৭৩ জন ঋণ গ্রহিতার মাঝে ১৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচির ফলে ৬,৭৬২ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।

কর্মসংস্থান ব্যাংক কর্তৃক ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ ও আদায় সংশ্লিষ্ট তথ্য সারণি ১৩.৬ এ দেয়া হলোঃ

সারণি ১৩.৬: কর্মসংস্থান ব্যাংকের ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণের তথ্য

(কোটি টাকায়)

	কর্মসূচির নাম	বিতরণ	আদায়যোগ্য	আদায়কৃত	আদায়ের হার (%)	সুবিধাভোগী	কর্মসংস্থান সৃষ্টি
১	**নিজস্ব কর্মসূচি**	৩২৭২.৩১	৩১৯৭.৬৩	৩০১৮.৮৪	৯২	৪২৭৬৪৪	১৫৪৩৭৯৪
২	**বিশেষ কর্মসূচিঃ**						
	ক) শিকাশ্র ঋণ কর্মসূচি	১০৫,৩১	১০৩,৬১	৯২.৯০	৯০	১৯০০২	৬৮৫৯৭
	খ) কৃষি ভিত্তিক শিল্পে ঋণ	৬৬.৩৬	৭৬,৫১	৭৩.১৪	৯৫	২৩১৮	৮৩৬৮
	গ) বিবিমপ্রাস	১০১.৮০	৫৫,০৫	৫৩,৭৫	৯৮	১২১১৪	৪৩৭৩১
	ঘ) বিবিকৃপ	১৫.০০	২.১০	২.০৯	৯৯	১৮৭৩	৬৭৬২
	সর্বমোট	**৩৫৬০.৭৮**	**৩৪৩১.০২**	**৩২৪০.৭২**	**৯৫**	**৪৬২৯৫১**	**১৬৭১২৫২**

সূত্র: কর্মসংস্থান ব্যাংক।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক নিরাপত্তা ও নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করছে। দেশব্যাপী ২৭৬টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে পিকেএসএফের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সহযোগী সংস্থাসমূহের সদস্যদের প্রায় ৯৫ শতাংশই মহিলা। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত পিকেএসএফ মোট ২৬,১৪৮.৪৬ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। অন্যদিকে, একই সময়ে বিতরণকৃত ঋণের মাঝে ২১,৮৭১.১১ কোটি টাকা আদায় করেছে। পিকেএসএফ ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম ছাড়াও সার্বিক দারিদ্র্য বিমোচন তথা মানুষের জীবনমান উন্নয়নে আরও কিছু উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ

নিয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবেলা তহবিল (বিসিসিআরএফ) এর অধীনে কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রোগ্রাম ও ডেভেলপিং ইনক্লুসিভ ইনসিওরেন্স সেক্টর প্রজেক্ট চালু করেছে। এছাড়াও, নিজস্ব অর্থায়নে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঋণ কার্যক্রম এবং দরিদ্রদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে বিশেষ তহবিল (Special Fund) এবং কর্মসূচি সমর্থক তহবিল (Programme Support Fund) গঠন করা হয়েছে। 'কৃষি ইউনিট' এবং 'মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট' নামক দুটি ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। নিজস্ব অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত ইউনিট দুটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদভিত্তিক আয়বর্ধকমূলক কর্মকাণ্ডের ভ্যালু চেইন প্রতিষ্ঠা। এছাড়া, কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক প্রযুক্তি সম্প্রসারণ এবং উৎপাদিত পণ্য ও উপজাত দ্রব্যের বাজারজাতকরণ নিশ্চিত করতে ইউনিট দুটি কাজ করছে। সারণি ১৩.৭ ও ১৩.৮ এ পিকেএসএফ ও এর সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের তথ্য ও উপাত্ত তুলে ধরা হলোঃ

সারণি ১৩.৭: পিকেএসএফ এর ক্ষুদ্র ঋণ পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	অর্থবছর								ক্রমপুঞ্জিভূত (ডিসে: ২০১৬ পর্যন্ত)
	ক্রমপুঞ্জিত ২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭ (ডিসে:২০১৬ পর্যন্ত)	
ঋণ বিতরণ	৯৮২৬.১৫	১৯৩১.২৮	২৩২০.০০	২৪৫০.৬১	২৭০৪.৫০	২৮২৩.৬৮	২৯৮৫.১৫	১৫০৭.১০	২৬১৪৮.৪৬
ঋণ আদায়	৬২৬১.৭৫	১৮৯৪.২৬	২১৩৭.৭২	২৩১৬.৬৬	২৫১৯.০২	২৫৭৮.৭৪	২৭১২.৯৮	১৪৪৯.৯৭	২১৮৭১.১১
ঋণ আদায়ের হার (%)	৯৮.৫৫	৯৮.৬৩	৯৮.৫০	৯৮.৩৪	৯৮.৮৫	৯৯.০৮	৯৯.২৪	৯৯.১৩	৯৯.১৩
সহযোগী সংস্থা	২৬২	২৬৮	২৭১	২৭২	২৭৩	২৭৪	২৭৫	২৭৬	২৭৬
ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা	৮৩৮৬২১৪	৮২২৮৫৩৩	৬৬৫১৩১০	৭৮৬৫৮২২	৮১৩১২৬৯	৮৫৪৭২১৪	৯৩৮৮৯৫৩	৯৫৭৫৫৬৪	৯৫৭৫৫৬৪
মহিলা	৭৭২৩৭১২	৭৫২৭৫৪৬	৬০৮৮২৬০	৭১৬৭৫৩৩	৭৪১৭২৪৯	৭৭৯৮১২৩	৮৫৮৭৫২৮	৮৭৭০৩৯০	৮৭৭০৩৯০
পুরুষ	৬৬২৫০২	৭০০৯৮৭	৫৬৩০৫০	৬৯৮২৮৯	৭১৪০২০	৭৪৯০৯১	৮০১৪২৫	৮০৫১৭৪	৮০৫১৭৪

উৎসঃ পিকেএসএফ

সারণি ১৩.৮: পিকেএসএফ এর সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ক্ষুদ্র ঋণ পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	অর্থ-বছর ২০১৫-১৬		অর্থ-বছর ২০১৬-১৭ (ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত)		৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে ঋণস্থিতি	
	ঋণ বিতরণ	ঋণ আদায়	ঋণ বিতরণ	ঋণ আদায়		
পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে	২৯৮৫.১৫	২৭১২.৯৮	১৫০৭.১০	১৪৪৯.৯৭	সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে	৪২৭৭.৩৬
সহযোগী সংস্থা - ঋণগ্রহিতা পর্যায়ে	২৮২০৮.৫২	২৪৭৬৬.২৪	১৬১১৯.৪৭	১৪৩৯৫.৫৫	ঋণগ্রহিতা পর্যায়ে	১৭৯৮৯.২৩

উৎসঃ পিকেএসএফ

মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ

গ্রামীণ দুঃস্থ ও অসহায় মহিলাদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ২০০৩-০৪ অর্থবছর থেকে এ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। জাতীয় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করছে। দেশের মোট ১০৮টি উপজেলায় জনপ্রতি ৫,০০০ টাকা [illegible] ১৫,০০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হচ্ছে।

এছাড়াও, জাতীয় মহিলা সংস্থার অধীনে (ক্ষুদ্র ঋণ তহবিল ও প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ তহবিল) হতে ৬৪টি জেলা এবং ২৮টি সদর উপজেলা শাখার মাধ্যমে ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। ঋণের পরিমাণ জনপ্রতি ৫,০০০ টাকা থেকে ২০,০০০ টাকা।

রকারি সংস্থাসমূহের (NGO)ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম

ক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ)-এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম মনিটরিং

বাংলাদেশে কর্মরত ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়ন এবং এসব প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ২০০৬ সালে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী

অথরিটি (এমআরএ) প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে এমআরএ অনুমতি প্রদান করে। দেশে কর্মরত সকল সরকারি-বেসরকারি সংস্থার ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের তথ্যাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির অন্যতম প্রধান কাজ। এ কাজকে আধুনিকায়ন করতে ক্ষুদ্র ঋণের ন্যাশনাল ডাটাবেইজ তৈরি করা হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ৭৬৯টি প্রতিষ্ঠানকে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার সনদ দেয়া হয়েছে এবং নানা অনিয়মের অভিযোগে ৮০টি প্রতিষ্ঠানের সনদ বাতিল করা হয়েছে। এছাড়া, আরও ৮১টি প্রতিষ্ঠানকে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার সাময়িক অনুমোদন দেয়া হয়েছে। ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত সনদপ্রাপ্ত ৬৯৪টি প্রতিষ্ঠানের মাঠ পর্যায়ে ঋণস্থিতি পরিমাণ ৫০৯.০৬ বিলিয়ন টাকা এবং সঞ্চয়স্থিতি ১৮৮.৩৯ বিলিয়ন টাকা।

প্রধান প্রধান এনজিওসমূহের সার্বিক কার্যক্রম

ব্র্যাক

বিশ্বের সর্ববৃহৎ এনজিও ব্র্যাক বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখছে। এটি দেশের সবচেয়ে বড় ক্ষুদ্র ঋণ দানকারী সংস্থা। ব্র্যাক বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ঋণদান কর্মসূচি ছাড়াও দারিদ্র্য বিমোচন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নে কাজ করছে। ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ব্র্যাক মোট ১,৪০,৪০২ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করেছে। এর ফলে ৫৯,৫৭,৯৫১ জন উপকারভোগী প্রত্যক্ষভাবে লাভবান হয়েছেন, যাদের ৮৭ শতাংশই মহিলা।

আশা

১৯৭৮ সালে আশা প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৯৯২ সালে বিশেষায়িত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। আশার স্বল্প ব্যয় ও টেকসই ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি মডেল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৭৪ লক্ষ উপকারভোগীর মাঝে ২০,৯০৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের শুরু থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত আশা ক্রমপুঞ্জিভূতভাবে ১,২৭,৩৫৭.৩৯ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

কারিতাস

দেশের পিছিয়ে পড়া দরিদ্র মানুষদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের উন্নয়ন শিক্ষার পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচনে কারিতাস নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে দেশের ২৬টি জেলার ৬২টি উপজেলায় কারিতাসের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত সংস্থাটি ২,৫৬,৪১১ জন উপকারভোগীর মাঝে মোট ৩,০৫২.৩৫ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করেছে।

টিএমএসএস

দারিদ্র্য দূরীকরণ, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নের জন্য টিএমএসএস কাজ করছে। দেশের ৬৩ জেলার ৩১১ উপজেলায় এর কর্মকান্ড চলছে। টিএমএসএস ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ৫২,৬৫,৫২২ জন উপকারভোগীর মাঝে ক্রমপুঞ্জিতভাবে ১,৬৭৭.৯৭ কোটি ঋণ বিতরণ করেছে।

বুরো বাংলাদেশ

১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত বুরো বাংলাদেশে ৪২৪টি উপজেলা জুড়ে দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করছে। ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত মোট ১৬,১৮০.৫৩ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও, অন্যান্য এনজিওসমূহ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রধান প্রধান এনজিও সমূহের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম সারণি ১৩.৯ এ উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৩.৯ঃ প্রধান প্রধান এনজিওসমূহের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির খতিয়ান

(কোটি টাকায়)

	২০১০ ক্রমপুঞ্জিত	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	ক্রমপুঞ্জিত ডিসে: ২০১৬
ব্র্যাক								
বিতরণ	৫০৪৪৬.৬২	৮৬২৬.৭৮	১০৪২২.২	১২১১৪.৮৯	১৫১৯০.৪৯	১৯২৯৮.২৮	২৪৩০২.৭৮	১৪০৪০২.০৪
আদায়	৪৬০৮২.৫৮	৭৭২৭.২৬	৯৬৮৯.৭৪	১০৯৬৬.১২	১৩২৮১.৭২	১৭১১৩৪.৮১	২১৫৬৩.৬৬	১২৬৪৪৫.৮৯
সুবিধাভোগী	-	৬৭৭০৩৩৮	৫৮৩৫৮৬১	৫৬৪০৬৮৪	৫৫১০৯০৫	৫৩৭৭৯৫১	৫৯৫৭৯৫৪	৫৯৫৭৯৫১
মহিলা	-	৬৩০২৯৪৬	৫৩৮০২৬৫	৫০৭৪১৮১	৪৮৭৬৪৪৫	৪৬৭১০০৪	৫১৮৮২০৬	৫১৮৮২০৬
পুরুষ	-	৪৬৭৩৯২	৪৫৫৫৯৬	৫৬৬৫০৩	৬৩৪৪৬০	৭০৬৯৪৭	৭৬৯৭৪৫	৭৬৯৭৪৫
আশা*								
বিতরণ	৪১০১১.২৭	৮৬৭০.২২	৯৫৬৮.৭১	১০৭৩৯.১৫	১১৬০৫.৬	১৭৬৮৩.২৬	১৬৯৭২.৯৯	১২৭৩৫৭.৩৯
আদায়	৩৭২৫৬.৫৮	৭৬৮৩.৫	৯২২১.৫৯	৯৬৭৮.৯২	১০৪২৬.৯১	১২৭৯৩.৩২	১২৮৩৩.২৬	১১১১৮৯.৮০
সুবিধাভোগী	-	৪৯৩৫৬৮৫	৪৭৩৫৫৪৫	৪৮৫৯৫৮৮	৫৩২২৩৫১	৬১১২৯৯২	৭৭৯৭৪৬৩	৭৭৯৭৪৬৩
মহিলা	-	৪২৯৭৮৯৬	৪৫৬৯৩৫৬	৪৬৯৮৭১৬	৪৯০৫১৭৫	৬২৫৭৪০০	৭১৩৪৩২৭	৭১৩৪৩২৭

	২০১০ ক্রমপুঞ্জিত	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	ক্রমপুঞ্জিত ডিসে: ২০১৬
পুরুষ	-	৬৩৭৭৯০	১৬৬১৮৯	১৬০৮৭২	৪১৭১৭৬	৫৮২৫২২	৬৬৩১৩৬	৬৬৩১৩৬
কারিতাস								
বিতরণ	১২৬৭.৯২	২৩৭.০৪	২৬৫.৯৩	২৮৬.৪	২৯৭.৩৫	৩১৭.১৬	৩৮০.৪৫	৩০৫২.৩৫
আদায়	১১৫৬.৩৬	২০৯.০৫	২৫২.২৮	২৭৩.৭৬	২৯১.৬২	৩১০.০৭	৩৪৬.৫৫	২৮৩৯.৬৯
সুবিধাভোগী	-	৪৩৪৫	১৯২৫১	১০৯২৮	৩৭৮৯৭	২৯২১৭	৬৬১৯	২৫৬৪১১
মহিলা	-	৪০৩৪	১১৪৩১	৫৬৪৮	২২৮১৮	১৮৪২১	৭৮৩২	২২০২১৬
পুরুষ	-	৮৩৭৯	৭৮২০	৫২৮০	১৫০৭৯	১০৭৯৬	১২১৩	৩৬১৯৫
টিএমএসএস								
বিতরণ	৩৮৮৮.০৩	৯৯১.৪৬	১২০৮.৮২	১৯৬	১৮৯৪.৪৯	২৯৬.৩৮	২৬১৩.৯৮	১৬৬৭৭.৯৭
আদায়	৩৪৫৭.০৮	৮৭০.৬৫	১০৮৮.৮১		১৬২৩.৯৮	২৫৪.০৪	২৪৬০.৩৫	১৪৮৭১.৩৫
সুবিধাভোগী	-	৫০,১৩৪	৩৬৮,৫৭৯	৪৪৯,১৫৫	৫৬৪১২৭	৫১৯১১৮	৪৫৯৫৫৮	৫২৬৫৫২২
মহিলা	-						-	-
পুরুষ	-						-	-
বুরো বাংলাদেশ								
বিতরণ	৩৯১১.০৮	১১৯১.০১	৭১১.৬৫	২২১১.০৯	২২৩৬.৪৩	২৩৯৪.৫১	৩৫২৪.৭৬	১৬১৮০.৫৩
আদায়	৩৩৫৪.৯৬	১১০৯.০৫	৬৬১.৩৩	১৫৯৯.৫৭	২৩৪২.৩৯	১৯০৭.৮৯	২৯০০.২৯	১৩৮৭৫.৪৮
সুবিধাভোগী	-	১০৪৩৫৪১	১০৮২৭৮৯	১,৭৩২,১২০	১২৫৩৮৩৫	১২৬৯৪১১	৩০৬৭৭৯	
মহিলা	-						-	-
পুরুষ	-						-	-
মোট								
বিতরণ	১০৮৭২৬.৬	২০৯৪৭.৯৩	২৩৭২৬.৯১	২৮৩৮৬.৯৫	৩২৯৬৪.১	৪৪৬৬০.৭৩	৪৭৭৯৪.৯৬	৩০৩৬৭০.২৮
আদায়	৯৯৩১১.৭৭	১৮৭৩৬.০৮	২২৩৫৮.৯	২৫৪৩৬.৮৭	২৯৬৪৬.২৬	৩৬৫৪৫.১৩	৪০১০৪.১১	২৬৯২২২.২৭

উৎসঃ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান।

গ্রামীণ ব্যাংক

১৯৮৩ সালে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংকের যাত্রা শুরু হয়। গ্রামীণ ব্যাংক উদ্ভাবিত ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম দারিদ্র্য বিমোচনের নতুন মডেল হিসেবে স্বীকৃতি পায়, যা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়। ব্যাংকটি মূলত গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করছে। ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ২,৫৬৮টি শাখার মাধ্যমে সারাদেশে ৮১,৩৯৬টি গ্রামে ৮৯ লক্ষ সদস্যের মধ্যে এই কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে। সদস্যদের ৯৭ শতাংশই মহিলা। এই সময় পর্যন্ত মোট ১,৪৫,৪৩৭ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে ১,৩৩,১৫৮ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে। সারণি ১৩.১০ এ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ পরিস্থিতি উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৩.১০: গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি

(কোটি টাকা)

	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭ (জুলাই-ফেব্রুয়ারি)	ক্রমপুঞ্জিত, ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত
বিতরণ	১০২৯৫.৯৮	১১৫৭৭.১৬	১২০৮১.৬৩	১২৯৪১.৪৫	১৩৮৯০.২৪	১৬৯৩৩.১৫	১৩১০১.৬৩	১৪৫৪৩৭.০০
আদায়	৯২৭৬.৭৬	১০৭৬২.০৮	১১৬৭১.৮৪	১২৫৬২.৪৮	১৩৫৩৪.৩৬	১৫১২৩.১৩	১১৭৬১.৪৪	১৩৩১৫৭.৯১
আদায়ের হার	৯৬.৮৯	৯৬.৮৯	৯৭.২৩	৯৭.৫৩	৯৮.৩৩	৯৮.৮২	৯৯.০৮	৯৮.৪৮
শাখার সংখ্যা	১	২	-	-	১	-	-	২৫৬৮
গ্রামের সংখ্যা	১৭	৩	৫	৩	-	২	৪	৮১৩৯৬
সুবিধাভোগী	৮৩৭৪৯১০	৮৩৭৯৪৫২	৮৪২৫১৪৬	৮৬২৪৯৪৮	৮৬৮১৩০২	৮৮৫৩৯৬১	৮৯১২৭৬৮	৮৯১২৭৬৮
মহিলা	৮০৫৭০৩৯	৮০৫৪২৪৯	৮১০৩৯৫২	৮৩০১৫৫৭	৮৩৪৫৬১০	৮৫৪৮০৬০	৮৬০৭৭০৪	৮৬০৭৭০৪
পুরুষ	৩১৭৮৭১	৩২৫২০৩	৩২১১৯৪	৩২৩৩৯১	৩৩৫৬৯২	৩০৫৯০১	৩০৫০৬৪	৩০৫০৬৪

উৎস: গ্রামীণ ব্যাংক

তফসিলি ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম

বিশেষায়িত কিছু সংস্থা ও এনজিও ব্যতীত তফসিলি ব্যাংকগুলোও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সারণি ১৩.১১ এ রাষ্ট্রায়ত্ত ৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ২টি বিশেষায়িত ব্যাংকের প্রদত্ত ক্ষুদ্র ঋণ পরিস্থিতি উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৩.১১: তফসিলি … ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি

(কোটি টাকা)

	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২	…৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	ডিসে ১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত
সোনালী ব্যাংক								
বিতরণ	৬৭৬.২৩	৭২৩.৯৫	৬৬৮.৯৯	১০৬৩.১৫	১০৪১	১১২৭	৮৯৮	১৫৩৬৫
আদায়	৮১২	৮৫১.২৪	৮৬৫.৭২	১১৬৬.৯১	১২৪৪	১১৭৮	৯৯৬	১৭০৮০
আদায়ের হার (%)	১২০.০৮	১১৭.৫৮	১২৯.৪১	১০৯.৭৬	৪৫	৪৬	৮৮	৬৭
সুবিধাভোগী	১৬৪৯০৬	১,৫৯,০৪৫	২৪৫৩৪৪	২৬২১৪৯	২২৯৭৭৩	২০৮৪৩২	১৫০১৩৯	৭৩০৫২১৭
অগ্রণী ব্যাংক								
বিতরণ	৩৩.৬১	৮৪৭.৪১	৭৯৮.১৬	৬০২	২১২০.৫০	১৭৮২.০২	১৩১২.৩১	১২৫৩৫.৭৪
আদায়	৬৬.৬	৮৭৮.৫৪	৮৩০.৩৫	৫২৮	৩০৫১.৮৫	৩০০৭.৮৬	১৪৯৪.৬৯	১০৭২৫.৭৭
আদায়ের হার (%)	১৯৮.১৬	১০৩.৬৭	১০৪.০৩	৮৭.৭১	৭৪	৬৭	৬২	৮৬
সুবিধাভোগী	৫৯৫৪	১,১৮,৬৬৬	১১৭২৩৬	১,৩২,৩১৭	১২৮৮৫০	৯২৬৩৬	৯১১৯৬	৮৪৭৯৪৭
জনতা ব্যাংক								
বিতরণ	৭২২.৩৬	৭২৬.৫২	৭৩৬.৪৮	৭৩৭.৩	৭৫১.৫৭	৭৪৪.৮২	৪৯৫.৫৭	৯১৫১.৭০
আদায়	৫১২.২৩	৫৫৩.২৭	৫২৫.৫৪	৬৪১.৩৫	৬৯৮.৯১	৬৯১.২৩	৪৯০.২৩	৭৪৭০.৬৮
আদায়ের হার (%)	৭০.৯১	৭৬.১৫	৭১.৩৬	৮৬.৯৯	৯৩.০০	৯৩	৯৯	৮১
সুবিধাভোগী	৯৩০৩০	১০৮২৫৪	২৪৫২৮৮	৫৪৮১৩৪	১০৪৫৬৩	৫৫৩৪১৩	৫৫২৩৯২	২৫৮৫১৩১
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক								
বিতরণ	৫৩.৪২	৫৫.২২	৭৩.৭	১০০.৪৯	৯৬.৫৬	৫৭.৬১	৩১.১৫	১৮২০.৬৬
আদায়	৫১.২৫	৫৩.৬৯	৫১.৩৮	১০৯.৩৭	১০৬.৭৭	৫২.০৪	২১.১৩	১৫৭৯.২৪
আদায়ের হার (%)	৯৫.৯৪	৯৭.২৩	৬৯.৭২	১০৮.৮৪	১১১	৫৩.১৭	৬৭.৮৩	৮৬.৭৩
সুবিধাভোগী	৩১৮৪৯	২৮৫৩৫	২৮২৮৪	১৪৯১৯	১৬৫২৯	১৬০৪৪	৭২৫৪	১৯৭২৭০৮
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক								
বিতরণ	২৭.৬৮	২৯.২২	৩৯.০৪	৩৮.২৩	২৪.৮৮	১২.৭৩	১৭.৭২	৪৭৭.১১
আদায়	১৯.২৩	১৯.৯৫	৩৭.০৩	৪০.৭৮	২৯.০৭	১৯.০৯	৭.৮০	৩৮৮.৮৪
আদায়ের হার (%)	৬৯.৪৭	৬৮.২৮	৯৪.৮৫	১০৬.৬৭	১১৭	১৫০	৪৪	৮১
সুবিধাভোগী	১২২৫১	১১৩৩৩	১২৬০২	১০৪৮০	৩৮৩২	৫৫৫২	৪৪৫৫	১০৯০৪৮
রুপালী ব্যাংক								
বিতরণ	২১.৭৮	১৫.৬৭	১৬.৬৩	১২.১৭	১১.৪৪	১৯.১৫	১৭.৪৫	২৪২.১৭
আদায়	২৩.৭৯	১৭.৬৩	১৬.৬৮	১৭.৩৮	১৫.৭১	৩১.৩০	২৫.৬০	২৪৪.৩৪
আদায়ের হার (%)	১০৯.২৩	১১২.৫১	১০০.৩	১৪২.৮১	১৩৭.৩২	১৬৬.০০	১৪৬.৭০	১০০.৮৯
সুবিধাভোগী	৭৫২০	৯১৩৪	১৩৫৫৪	১৫৮৪৯	১৫২৫৫	১৪৮৮৬	১৫১৩০	১৫১৪২০
মোট								
বিতরণ	১৫৩৫.০৮	২৩৯৭.৯৯	২৩৩৩	২৫৫৩.৩৪	৪০৪৫.৯৫	৩৬৯৭.২২	২৭৭২.২০	৩৯৫৯২.৩৮
আদায়	১৪৮৫.১	২৩৭৪.৩২	২৩২৬.৭	২৫০৩.৭৯	৫১৪৬.৩১	৪৯৯৬.৫১	৩০৩৫.৪৫	৩৭৪৮৮.৮৭
আদায়ের হার (%)	৯৬.৭৪	৯৯.০১	৯৯.৭৩	৯৮.০৬	৯৬.২২	৮৪.৪০	১০৯.৪৯	৯৪.৬৮

উৎসঃ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান। **নোট:** আদায়ের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের অনাদায়ী হিসেব অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে আদায়ের হার শতভাগের বেশি হয়েছে।

অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি

তফসিলি ব্যাংকসমূহের পাশাপাশি অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বেসরকারি ব্যাংকসমূহ দারিদ্র্য বিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। সারণি ১৩.১২ এ কয়েকটি বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ কর্মসূচির বিবরণ উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৩.১২ : অন্যান্য বাণিজ্যি য়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্র ঋণের বিবরণ

ব্যাংক	সুবিধাভোগীর সংখ্যা			বিতরণ (ডিসেম্বর, ১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত, কোটি টাকায়)	আদায়ের হার (%)
	মহিলা	পুরুষ	মোট		
আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক	৫,৪৬,৪৮১	৪,৭৫,৭৪৩	১০,২২,২২৪	২০৬৫.৯৪	৯৬.১৫
ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড	২,৬৫৯	৪৭,৪৮৯	৫০,১৪৮	১৭,৩৯৩.২৮	৯৪.৯৮
দি ট্রাষ্ট ব্যাংক লিমিটেড	১,০৬৪	১৯,১৫৫	২০,২০৯	২৯৫.১৪	৯০
বেসিক ব্যাংক লিমিটেড	৩,৯৩,৫১২	৯৮,৩৭৭	৪,৯১,৮৮৯	৬২৪.৭৯	৯৯.৪৮
উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড	৭৮১	১১,২৪৩	১২,০২৪	২১৬০.৭৬	
মোট	৯,৪৪,৪৯৭	৬,৫২,০০৭	১৫,৯৬,৪৯৪	২২৫৩৯.৯১	

উৎসঃ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ।

মন্ত্রণালয়/বিভাগের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি

দারিদ্র্য বিমোচনে সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক নানা ধরনের প্রকল্প/কর্মসূচির পাশাপশি সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করেছে। দারিদ্র্য বিমোচনের এই মডেলকে টেকসই করতে সরকার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করছে। এ লক্ষ্যে অর্থ বিভাগসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসমূহ কাজ করে যাচ্ছে। সারণি ১৩.১৩ তে কয়েকটি মন্ত্রণালয়/ বিভাগের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের বিবরণ তুলে ধরা হলোঃ

সারণি ১৩.১৩: বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ক্ষুদ্র ঋণ পরিস্থিতি

(কোটি টাকা)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা		২০০৯-১০ (ক্রমপুঞ্জিত)	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭ (ডিসেম্বর, ২০১৬)	ডিসেম্বর, ১৬ পর্যন্ত (ক্রমপুঞ্জিত)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	**বিআরডিবি**									
	বিতরণ	৯১৪০.৩	১০০০.	৯৩১.৪	৯৩৫.	৯৭২	৯৮৫.৮	১০৬৫.৭	৭১৮.৮০	১৩৭৪২.৩২
	আদায়	৭৬৬৩.২৪	৭৩৭.৭	৮৭১.৯	৮১৫.০৩	৮৮৪.৫	৯১০.৪	৯৯৭.৪৮	৭০৫.৮৩	১২৫০৯.৩৬
	হার (%)	৯৩	৯১	৯০	৯৪	৯২.৩৪	৯২	৭৩	৬৬	৯১
	বার্ড									
	বিতরণ	৯৫.৪৭	৯.৯৫	৬.৭৭	১৪.৮৬	১৪.৭১	৪.১১	৪.৫৪	-	১৫০.৪১
	আদায়	৯৫.৪৬	৬.৫৯	২.১৬	৮.৬৩	৯.০৩	২.৫৬	৩.০৮	-	১২৭.৫১
	হার (%)	৭৯.৬১	৬৬.২	৩১.৯১	৫৮.০৮	৬১.৩৯	৬২২৯.	৬৮	-	৮৪.৭৭
	আরডিএ									
	বিতরণ	৩২.৩৬	৬.৯১	৬.১৯	৯.৫৪	১৩.৬৮	১৩.৮৬	১৩.৮৬	৬.৫০	১০২.১৭
	আদায়	২৭.৮৮	৬.২৫	৬.৩৬	৮.০১	১২.১২	১২.১২	১১.৪৬	৭.৫৪	৯২.২৭
	হার (%)	৯২.২৬	৯০.৪	১০২.৭	৮৩.৯৬	৮৮.৬	৮৮.৬	৯২.০৫	৮৯.৬২	৯০.৮৬
মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়	**জাতীয় মহিলা সংস্থা**									
	বিতরণ	৩৪.৯১	০.০৪	২.৫৬	২.০০	৯.১৭	৩.০১	১.২৯	১.১৫	৫৪.১৪
	আদায়	৩৫.৪৭	-	৪.৯২	২.১০	৭.৪৫	১.৬৬	৪.৭২	২.৩৩	৫৮.৬৭
	হার (%)	১০১.৬০	-	১৯১.৮	১০৫.০০	৮১.২৪	৫৫.৩৯	৩৬৫.৯	২০১.৭৩	১০৮.৩৬
কৃষি মন্ত্রণালয়	**তুলা উন্নয়ন বোর্ড**									
	বিতরণ	০.৩৩	০.৬৪	০.৭৭	১.১৭	১.২৬	১.৭১	১.২২	১২৭.৯০	১৩৫.০০
	আদায়	০.৩৫	০.৬৭	০.৭৮	১.২২	১.৩২	১.৭৮	১.২৮	-	১৪.৮
	হার (%)	১০৫.১৩	১০৪.১	১০১.৮	১০৫	১০০.৫	১০৩.৯	১০৪.৮৬	-	১১.০০
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	বিতরণ	২৯.৬৫	৩.৯৪	১০.২	৩.৪	৫.৫৬	৭.০০	৭.৯৮	৩.৯৪	৭১.৭১
	আদায়	৯.৬০	২.২৫	৭.৮০	৯.০	৩.২৫	৪.৫২	৮.০৩	০.৪৫	৪৪.৯০
	হার (%)	৩২.৩৭	৫৭.১০	৭৬.২৪	২৬৪.৭০	৫৮.৪৫	৬৪.৫৭	১০০.৬২	১১.০০	৬২.৬১

উৎসঃ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়। **নোট:** আদায়ের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের অনাদায়ী হিসেব অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে আদায়ের হার শতভাগের বেশি হয়েছে।

১৯৯

২০১

চতুর্দশ অধ্যায়

বেসরকারি খাত উন্নয়ন

উৎপাদন, বিনিয়োগ ও রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতিতে বেসরকারি খাত বিরাট ভূমিকা রাখছে। দীর্ঘমেয়াদি টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা তথা এসডিজি অর্জনে অর্থনৈতিক খাত বিশেষতঃ শিল্প ও উৎপাদনশীল প্রকল্পে বিনিয়োগ খুবই প্রয়োজন। উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সার্বিক বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নে সরকার কাজ করছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি অর্থায়নে পৃথকভাবে গৃহীত প্রকল্প ছাড়াও সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বের (Public Private Partnership) ভিত্তিতে সরকার নানা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১,৬৬২টি বেসরকারি প্রকল্পে মোট বিনিয়োগ প্রস্তাবনা ছিল ১,১০,১৬১.৪০ কোটি টাকা। অন্যদিকে, চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত) ১,১৩৭টি বেসরকারি প্রকল্পে এ প্রস্তাবনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১,৪৪,৮১৬.১০ কোটি টাকা। ব্যক্তিখাতে তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার শিল্পের ক্রমঃবিকাশ শিল্প খাতকে শক্তিশালী অবস্থানে দাঁড় করিয়েছে এবং দেশে বিনিয়োগ সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে ভূমিকা রাখছে। ২০২১ সালের মধ্যে দেশের সকল নাগরিককে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগের আওতাভুক্ত করার লক্ষ্য পূরণেও বেসরকারি বিনিয়োগ কাজ করে যাচ্ছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে (জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত) মোট ৩২,৯২৬ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৪৭ শতাংশই উৎপাদিত হয়েছে বেসরকারি খাত থেকে। ২০১৬ পঞ্জিকা বর্ষে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ হয়েছে ২,৩৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ পরপর সপ্তম বারের মত Moody's এবং S&P কর্তৃক স্থিতিশীল অর্থাৎ Ba3 এবং BB- রেটিং অর্জন করেছে। Fitch Rating এ বাংলাদেশ পরপর দুবার BB- রেটিং পেয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে। সমাজের সকল স্তরে ডিজিটাল লিটারেসি বৃদ্ধির মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগে সরকারের পক্ষ থেকে নানা কার্যকর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ই-গভর্নেন্স, ই-কমার্স পদ্ধতি প্রবর্তন করে জ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পে তরুণদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে আধুনিক ও উন্নত বাংলাদেশ গঠনে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও উচ্চ প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় রাখতে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দেশের মোট বিনিয়োগ জিডিপির ৩০.২৭ শতাংশ। এর মধ্যে বেসরকারি খাতের অবদান ২৩.০১ শতাংশ। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী করতে সরকার অবকাঠামো উন্নয়ন, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সঞ্চালন এবং ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে নানাবিধ ফলপ্রসু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মূলতঃ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়নসহ অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। তা সত্ত্বেও বর্তমান প্রতিযোগিতাময় মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চাকা সচল রাখা এবং জনগণের দোরগোড়ায় সকল সেবা পৌঁছানোর লক্ষ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ একান্ত প্রয়োজনীয়। সে লক্ষ্যে, বেসরকারি বিনিয়োগ সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করতে সরকার বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠনসহ ব্যাপক সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। সরকারের প্রণয়নকৃত বিনিয়োগবান্ধব নীতিমালা, আইন ও নানা বিধিগত সংস্কার তথা বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস এবং দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ বাংলাদেশে বেসরকারি বিনিয়োগ সম্ভাবনাকে ক্রমেই বিশ্ব দরবারে উজ্জ্বল করে তুলছে।

বিনিয়োগ পরিবেশ

বিশ্বব্যাংক ও ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি) প্রকাশিত ডুয়িং বিজনেস বিষয়ক প্রতিবেদন মূলতঃ বিশ্বের দেশসমূহের বিনিয়োগ পরিবেশকে প্রতিফলিত করে। এ প্রতিবেদন বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়িক অবস্থান, বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা, ঋণ প্রাপ্তির অবস্থা, ব্যবসা শুরু ও কর প্রদানের ক্ষেত্র সংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরে। ২০১৭ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী এজ অব ডুয়িং বিজনেসঃ বিজনেস গ্লোবাল র‌্যাংকিংয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ১৯০টি দেশের মধ্যে ১৭৬তম। তবে বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ৭০তম। তাছাড়া, ঋণপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ১৫৭তম। এছাড়া, ব্যবসা শুরু ও কর

প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অবস্থান যথাক্রমে ১২২তম ও ১৫১তম।

নতুন প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর থেকে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিআইডিএ) বিনিয়োগকারীদের সেবা দান অব্যাহত রাখতে Online Service Tracking System (BOST) চালু রেখেছে। এছাড়া, আইটি বিষয়ক সেবা ও পরামর্শ প্রদান এবং Online Registration System (ORS) এর মাধ্যমে সেবা প্রদান অব্যাহত আছে। অন এরাইভেল ভিসা, ই-ভিসাসহ বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সকল ভিসা ও কার্য অনুমতি (work permit) অনলাইনে প্রদান করা হয়। তাছাড়া, বৈদেশিক ঋণ প্রাপ্তির প্রক্রিয়াও অনলাইনে করা হয়ে থাকে। আগামী ৫ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১০০ এর নিচে আনার লক্ষ্যে প্রতিটি নির্দেশকের উপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সাথে আলোচনা করে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ থেকে প্রতিটি নির্দেশকের সময়, খরচ ও প্রক্রিয়া কমানোর কাজ শুরু হয়েছে।

সার্বভৌম ঋণমান (Sovereign Credit Rating)

আন্তর্জাতিক ঋণমান নিয়ন্ত্রণকারী দু'টি প্রতিষ্ঠান 'Standard and Poor's (S&P) এবং 'Moody's বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সার্বভৌম ঋণমান অবস্থান প্রকাশ করে। ২০১০ সালে সংস্থা দুটি বাংলাদেশকে প্রথমবারের মত তাদের সার্বভৌম ঋণমান তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে। এ রেটিং তালিকায় ২০১০ সালে Moody's এবং S&P বাংলাদেশকে যথাক্রমে Ba3 এবং BB- মান প্রদান করেছে। দুটি সংস্থাই প্রতি বছর এ ঋণমান পুনর্মূল্যায়ন করে। বাংলাদেশ পরপর সপ্তমবারের মত Moody's এবং S&P কর্তৃক স্থিতিশীল অর্থাৎ Ba3 এবং BB- রেটিং অর্জন করেছে। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান ভারতের পিছনে এবং পাকিস্থান ও শ্রীলংকার উপরে। অপর একটি ঋণমান প্রতিষ্ঠান Fitch Rating এ বাংলাদেশ পরপর দুবার BB- রেটিং পেয়েছে, যা স্থিতিশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং বৈদেশিক খাতের দৃঢ় অবস্থানের প্রতিফলন। এরূপ রেটিং এর ফলে ঋণপত্রের খরচ হ্রাস পাবে এবং এতে আমদানি ব্যয় সাশ্রয় হবে। দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

প্রকৃত বিনিয়োগ (বৈদেশিক ও স্থানীয়)

প্রকৃত প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (Foreign Direct Investment-FDI)

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালিত অর্ধ-বার্ষিক এণ্টারপ্রাইজ জরিপের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রকৃত প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা হয়। ২০১৬ পঞ্জিকা বর্ষে মোট স্থূল (gross) প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ প্রবাহ ছিল ২,৮২৮.৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। তন্মধ্যে অবিনিয়োগকৃত প্রবাহের পরিমাণ ৪৯৬.১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং সরাসরি বিনিয়োগ ২,৩৩২.৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। লেখচিত্র ১৪.১ এ ২০১০ সাল থেকে প্রাপ্ত প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের ধারা উপস্থাপন করা হলোঃ

লেখচিত্র ১৪.১ঃ বাংলাদেশে প্রকৃত বৈদেশিক বিনিয়োগের (FDI) প্রবাহ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক

সারণি ১৪.১ এ বাংলাদেশে প্রকৃত বিদেশি বিনিয়োগের উপাদানভিত্তিক প্রবাহ দেখানো হলো। এ সারণি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে প্রকৃত বিনিয়োগ প্রবাহের প্রধান উপাদান হলো পুনঃবিনিয়োগ। এরপর রয়েছে সমমূলধন ও আন্তঃকোম্পানি ঋণ।

সারণি ১৪.১ঃ বাংলাদেশে প্রকৃত বিদেশি বিনিয়োগের উপাদান ভিত্তিক প্রবাহ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বিনিয়োগ উপাদান	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬
সমমূলধন	৪২৫.৬	৫০৩.৭	৪০১.৬	৮০৯.২৫	২১৮.৫৫	৫১৯.৯৮	৪৩১.৮৫	৪৯৭.৬৩	৫৪১.০৬	২৮০.৩১	৬৯৬.৬৭	৯১১.৩৮
পুনঃবিনিয়োগ	২৪৭.৫	২৬৪.৭	২১৩.২	২৪৫.৭৩	৩৬৪.৯৪	৩৬৪.৬২	৪৮৯.৬৩	৫৮৭.৫৩	৬৯৭.১১	৯৮৮.৭৯	১১৪৪.৭৪	১২১৫.৩৯
আন্তঃ কোম্পানি ঋণ	১৭২.২	২৪.১	৫১.৫	৩১.৩৩	১১৬.৬৭	২৮.৭২	২১৪.৯০	২০৭.৪০	৩৬০.৯৯	২৫৭.৬০	৩৯৩.৯৮	২০৫.৯৫
সর্বমোট	৮৪৫.৩	৭৯২.৫	৬৬৬.৩	১০৮৬.৩১	৭০০.১৬	**৯১৩.৩২**	**১১৩৬.৩৮**	**১২৯২.৫৬**	**১৫৯৯.১৬**	**১৫২৬.৭০**	**২২৩৫.৩৯**	**২৩৩২.৭২**

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রকৃত স্থানীয় বিনিয়োগ

বাংলাদেশ ব্যাংকের মূলধনী যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও কাঁচামাল আমদানির পরিসংখ্যান এবং ‘বিআইডিএ’তে বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠানের বর্ধিতকরণের অর্থের পরিমাণ হতে স্থানীয় বিনিয়োগ প্রস্তাবনার তথ্য পাওয়া যায়। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী দেখা যায় স্থানীয় বিনিয়োগ প্রস্তাবনার মধ্যে ৬৫ শতাংশই বাস্তবায়িত হয়েছে অথবা বাস্তবায়নের পর্যায়ে রয়েছে।

মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি

মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির হারকে শিল্পায়নের গতিধারা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ মাস পর্যন্ত ২,৫৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যমানের মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি করা হয়েছে। বিগত অর্থবছরের একই সময়ে এ আমদানির পরিমাণ ছিল ২,০৮২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। লেখচিত্র ১৪.২ এ ২০১০-১১ অর্থবছর হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ধারা তুলে ধরা হলোঃ

লেখচিত্র ১৪.২: মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ধারা

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

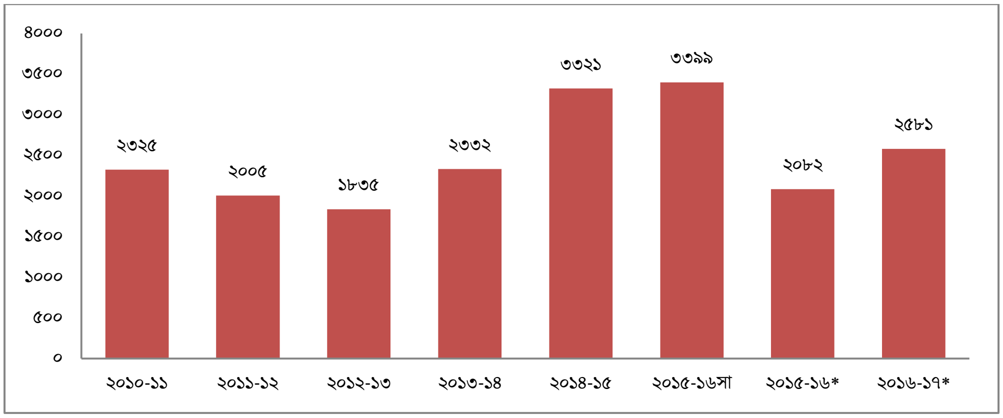

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। সা-সাময়িক, * জুলাই- ফেব্রুয়ারি।

যৌথ বিনিয়োগ নিবন্ধন (স্থানীয় ও বৈদেশিক)

বিনিয়োগ কার্যক্রম শুরুর প্রাথমিক ধাপ হলো বিনিয়োগ নিবন্ধন, যা পরবর্তীকালে প্রকল্প সংক্রান্ত সার্বিক সম্ভাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে বাস্তবায়ন করা হয়। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে মোট ১,৮৮৯টি বেসরকারি প্রকল্পে বিনিয়োগ প্রস্তাবনার পরিমাণ ছিল ৪৩,৩৫৬ কোটি টাকা। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১,১৩৭টি প্রকল্প নিবন্ধিত হয়েছে এবং মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ১,৪৪,৮১৬ কোটি টাকা।

উল্লেখ্য, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ মাস পর্যন্ত নিবন্ধিত প্রকল্পের সংখ্যা ১,০৪৬টি এবং একই সময় পর্যন্ত মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৫৬,৬৪২ কোটি টাকা। ২০০৫-০৬ অর্থবছর হতে বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধিত প্রকল্পসমূহের বছরওয়ারি তথ্য সারণি ১৪.২ এ বর্ণনা করা হলো:

সারণি ১৪.২ঃ বেসরকারি বিনিয়োগ নিবন্ধন

অর্থবছর	স্থানীয় বিনিয়োগ প্রস্তাবনা		বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রস্তাবনা		মোট প্রস্তাবনা		প্রবৃদ্ধি (%)
	প্রকল্প	কোটি টাকা	প্রকল্প	কোটি টাকা	প্রকল্প	কোটি টাকা	
২০০৫-০৬	১৭৫৪	১৮৩৭০	১৩৫	২৪৯৮৬	১৮৮৯	৪৩৩৫৬	+১২৪.৬২
২০০৬-০৭	১৯৩০	১৯৬৫৮	১৯১	১১৯২৫	২১২১	৩১৫৮৩	-২৭.১৫
২০০৭-০৮	১৬১৫	১৯৫৫৩	১৪৩	৫৪৩৩	১৭৫৮	২৪৯৮৬	-২০.৮৯
২০০৮-০৯	১৩৩৬	১৭১১৭	১৩২	১৪৭৪৯	১৪৬৮	৩১৮৬৭	+২৭.৫৪
২০০৯-১০	১৪৭০	২৭৪১৪	১৬০	৬২৬১	১৬৩০	৩৩৬৭৪	+৫.০০
২০১০-১১	১৭৪৬	৫৫৩৬৯	১৯৬	৩৬৫২৪	১৯৪২	৯১৮৯৩	+১৭৩
২০১১-১২	১৭৩৫	৫৩৪৭৬	২২১	৩৪৪১৬	১৯৫৬	৮৭৮৯৩	-১০.০০
২০১২-১৩	১৪৫৭	৪৪৬১৫	২১৯	২২০৭২	১৬৭৬	৬৬৬৮৭	-২৪.০০
২০১৩-১৪	১৩০৮	৪৯৭৫৯	৮৩	১৮৫৩১	১৪৩২	৬৮২৯১	+২.৪০
২০১৪-১৫	১৩০৯	৯১২৭৩	১২০	৮০৬১৯	১৪২৯	৯৯৩৩৪	+৪৫.৪৬
২০১৫-১৬	১৫১১	৯৪৫৮৫	১৫১	১৫৫৭৬	১৬৬২	১১০১৬১	(+) ৯.৮৬
২০১৬-১৭*	১০২৮	৬১৩৫৬	১০৯	৮৩৪৫৯	১১৩৭	১৪৪৮১৬	

উৎসঃ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। * ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

সম্পূর্ণ স্থানীয় বিনিয়োগ নিবন্ধন

২০১০-১১ অর্থবছরে স্থানীয় বিনিয়োগ নিবন্ধনের পরিমাণ ছিল ৫৫,৩৬৯ কোটি টাকা। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিনিয়োগের এ পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৯৪,৫৮৫.৪০ কোটি টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই,২০১৬-ফেব্রুয়ারি,২০১৭) মোট নিবন্ধিত স্থানীয় বিনিয়োগ ৬১,৩৫৬ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। বিনিয়োগের পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৭,৬৭৫.৮১ কোটি টাকা বেশী। স্থানীয় বিনিয়োগে নিবন্ধিত শিল্পের খাতভিত্তিক বিবরণ সারণি ১৪.৩ এ তুলে ধরা হলোঃ

সারণি ১৪.৩ঃ স্থানীয় বিনিয়োগে নিবন্ধিত শিল্পের খাতভিত্তিক বিবরণ

(কোটি টাকা)

বৃহৎ খাতের নাম	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৫-১৬*	২০১৬-১৭*
কৃষিভিত্তিক শিল্প	৫২০০.৬৯	৬১১৯.৬	৫৪৬৫.৪১	৭৫১০.৫৩	১১৩৮২.০২	১০৬৫৭.১১	৬৭২৭.১৫	৪৪২০.৯৮
ফুড এন্ড এলাইড	১৭৪৪.০৪	১০৮২.২	৮৮৩.৭৫	১৮০৮.৩০	৪২৭৯.২২	২৬১৯.৬৪	১২৭০.৯৭	২৪৯৮.৬৬
টেক্সটাইল শিল্প	১৫৪০৩.৬৫	১০৫৫৭.৬	১৭২৮০.৩৬	৮২২৯.৬৫	১৭৬৪৭.৩৩	১৬৯১১.৭০	১৩৩৪৯.৯৭	৮০৯৫.৩২
প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং	২৫৫.৬১	৪১৫.১	৫১৫.৬৯	৪৩০.০৭	৭৯০.৭৮	৭০৪.৯৭	৪২৬.১৮	১৯২৪.৩৪
ট্যানারি এন্ড লেদার শিল্প	২০১.৮৩	১৩৮.৬	২৯০.৭৬	৭১৬.১৬	৫৫৫.১৮	১৫০৫.২৩	৬৮৪.৯০	১০৬৭.৪৭
কেমিক্যালস শিল্প	৬৫০৯.২৩	৯৫৪৯.১	৭৫০৪.৮৯	৭৮৬৮.৫৩	২৩০৮৪.৩৪	৩১৮২৪.০৬	১১৫৬১.৮৩	১৪৯০৫.৯৯
গ্লাস এন্ড সিরামিক শিল্প	২০৭.৬৪	২৪০.০	১৮৫.২৭	৭৭৩.৫৬	১৯২৫.৪৬	৭৬৫.০৪	৫৪২.৭৬	১৯২৫.৯৪
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প	৩৫৮৬.১৬	৪৯৫৮.২	৩১৯০.২৪	৬১২৯.৪২	৮৯৮৯.৭২	১৩৩৮৪.৭১	৮০০৯.৮০	৯৯৪৮.১৫
সার্ভিস শিল্প	২২২৩১.৭০	১৫৫০৬.১	৮৭২৬.৭৯	১৫৮৬৮.৩২	২০৯৬৫.৪২	১০৭৫১.২৭	৮৪৬৫.৫৬	৯৫৭৯.৮২
বিবিধ শিল্প	২৮.৪৯	৪৯১০.১	৫৭১.৬৪	৪২৯.৪০	১৬৫৩.৫৭	৫৪১.৬২	২৬৪১.৭৩	৭০০৮.৯৫
মোট	**৫৫৩৬৯.০৫**	**৫৩৪৭৬.৬**	**৪৪৬১৪.৮৫**	**৪৯৭৫৯.৩২**	**৯১২৭৩.০৪**	**৯৪৫৮৫.৪০**	**৫৩৬৮০.৮৭**	**৬১৩৫৬.৬৮**

উৎসঃ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। * জুলাই- ফেব্রুয়ারি।

খাতভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই, ২০১৬-ফেব্রুয়ারি, ২০১৭) কেমিক্যাল শিল্প খাতে প্রকল্প নিবন্ধনের হার সর্বোচ্চ (২৪.২৯%)। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য খাতগুলো হলো ইঞ্জিনিয়ারিং (১৬.২১%), সার্ভিস (১৫.৬১%) ও বস্ত্র শিল্প (১৩.১৯ %)। লেখচিত্র ১৪.৩ এ স্থানীয় বিনিয়োগ প্রস্তাবনার খাত ভিত্তিক বিবরণ উপস্থাপন করা হলো:

লেখচিত্র ১৪.৩ঃ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) স্থানীয় বিনিয়োগে প্রস্তাবনার খাতভিত্তিক বিবরণ

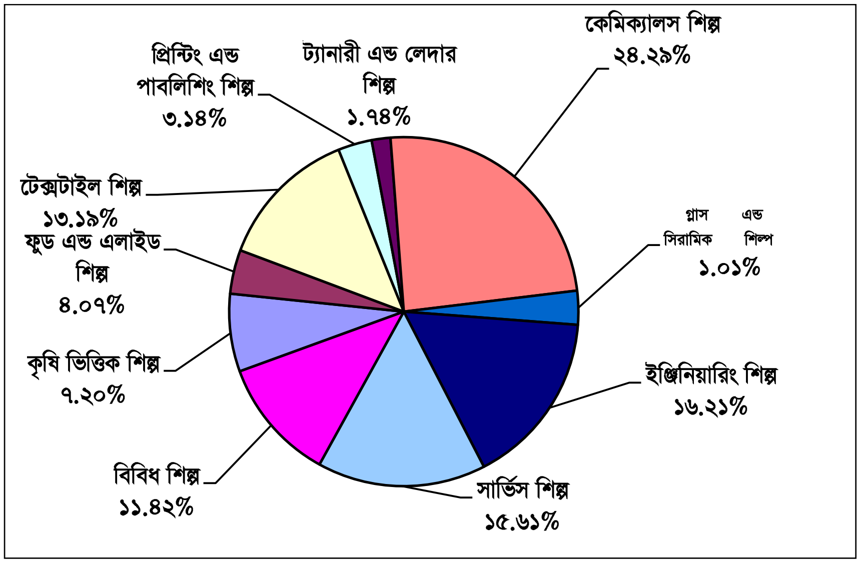

উৎসঃ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

সম্পূর্ণ বিদেশি ও যৌথ মালিকানাধীন বিনিয়োগ নিবন্ধন

২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগে মোট ১০৯টি নতুন প্রকল্প নিবন্ধিত হয়েছে, যাতে প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ ৮৩,৪৫৯.৪০ কোটি টাকা। নিবন্ধিত নতুন বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার প্রধান খাতগুলো হলো সেবা, প্রকৌশল ও কৃষিভিত্তিক শিল্প । সারণি ১৪:৪ এ বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ নিবন্ধন শিল্পের খাতভিত্তিক তথ্য সন্নিবেশিত করা হলো:

সারণি ১৪.৪ঃ বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ নিবন্ধন শিল্পের খাতভিত্তিক তথ্য

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বৃহৎ খাতের নাম	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৫-১৬*	২০১৬-১৭*
কৃষিভিত্তিক শিল্প	১২২.৫১	৯৬.৯০	৯৪.৩৮	৭৫.২৪	২৯.৬৭	৩৮.১৯	২৩.৯৩	৩৩.৫৫
ফুড এন্ড এলাইড শিল্প	১২.৮৩	৯৮.৯১	১৩.১২	৪.৬৯	০.১২	৬.৮০	৫.৫৪	১৪.৪৮
টেক্সটাইল শিল্প	১৬০.১৪	২৪৯.৫০	৫৪.৬৩	৬২.৬৬	৮.৩৫	১৬.১০	১৪.৯৬	০.৪৫
প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং	০.০০	০.৭৫	-	-	-	১.৮৪		
ট্যানারী এন্ড লেদার শিল্প	৫.৯৮	১৭.৫২	৫৭.২৯	৩২.৫৫	১৭.৪৯	১১.৩৫	৯.৭৫	৩.৩৩
কেমিক্যালস শিল্প	৬৯.৫৩	১৬৫.৩০	২৯.৬৬	২০.৫০	৬৩.২৯	৫১.৫১	৮.৯৩	১৬.৭৫
গ্লাস এন্ড সিরামিক শিল্প	২৬.৩৭	৬.৪৪	১.৬৮	০.৭৮	০.১৯	৭.০০	৭.০০	১২.৭৫
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প	১২৮৫.৯৩	৩৫৭৪.১৩	২০.৭৬	২৩৭.৭৩	২৪৪.০৪	২২২.২৩	৬২.৩০	২৫৩৫.২৮
সার্ভিস শিল্প	৩৪৩১.৫২	৮৮.৬৬	২৪৮১.৯৯	১৬৮৭.০০	৫৪.৩৮	১০৭.৯৭	৭৭.৪৭	৭৫১৫.০১
বিবিধ শিল্প	০.৭৩	১৩.৩৫	৪৬.৫৭	৭.১২	৫.১২	৫১.৯৮	১১.২৯	২৪৫.৯৯
মোট	**৫১১৫.৫৮**	**৪৩১১.৫১**	**২৮০০.১১**	**২১২৮.৩২**	**৪২২.৬৯**	**৫১৫.০২**	**২২৩.০৬**	**১০৩৭৭.৬৩**

উৎসঃ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, * জুলাই- ফেব্রুয়ারি।

খাতভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে (জুলাই,২০১৬-ফেব্রুয়ারি,২০১৭) নিবন্ধিত নতুন ১০৯টি বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার মধ্যে সেবা খাতে শিল্প প্রকল্প নিবন্ধনের হার সর্বোচ্চ (৭২.৪২%), প্রকৌশল খাতে

(২৪.৪৩%)। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য খাতগুলো হলো-গ্লাস ও সিরামিক শিল্প (১.০১%)ও কৃষিভিত্তিক শিল্পখাত (০.৩২%)। লেখচিত্র ১৪:৪ এ নিবন্ধিত বিদেশী ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার খাতভিত্তিক বিবরণ তুলে ধরা হলো:

লেখচিত্র ১৪.৪: ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার খাতভিত্তিক বিবরণ

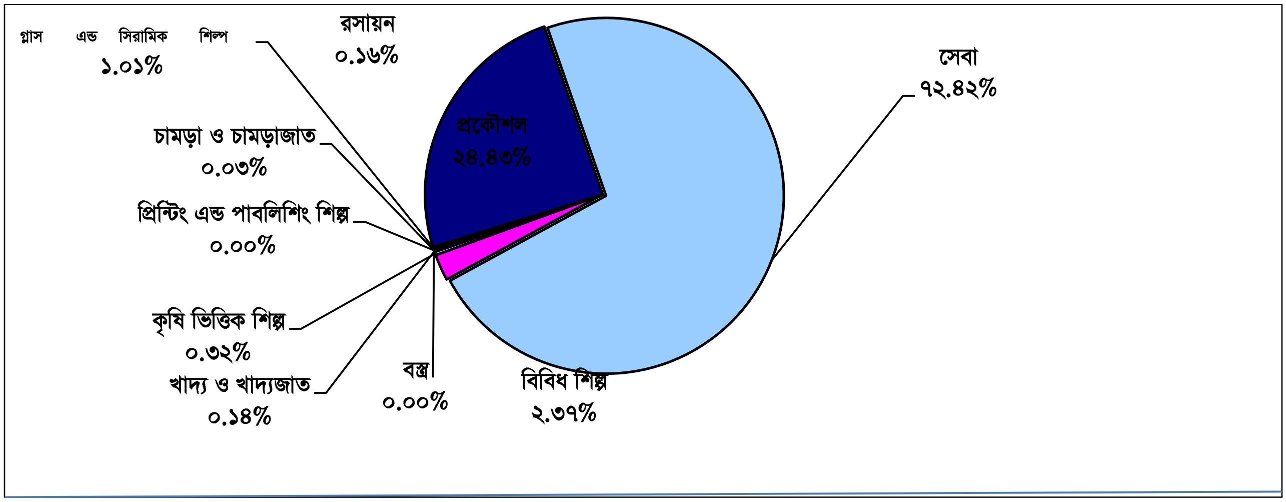

উৎসঃ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার দেশভিত্তিক বিবরণ

২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি,২০১৭ পর্যন্ত নিবন্ধিত নতুন বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রকল্পগুলোর অঞ্চল হিসেবে পূর্ব-এশিয়া দেশসমূহ হতে প্রাপ্ত বিনিয়োগ প্রস্তাবনার পরিমাণ সর্বাধিক। এরপর রয়েছে দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম এশিয়া, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, উত্তর আমেরিকা এবং সিআইএসভুক্ত অঞ্চল। সারণি ১৪.৫ এ দেশভিত্তিক বিদেশি ও যৌথ প্রকল্পগুলোর বিবরণ তুলে ধরা হলোঃ

সারণি ১৪.৫ঃ নিবন্ধিত বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনাগুলোর দেশভিত্তিক বিবরণ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বিদেশি/যৌথ বিনিয়োগের উৎস		২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৫-১৬*	২০১৬-১৭*
১.	সৌদি আরব	৭.০৮	২.৩৬	০	০	০	৫.৫০	৪.২৪	২৪৫০.০৭
২.	আমেরিকা	৮৪৬.৭০	৭.৯১	১১০.৪৯২	৮৫.০০	১২০.৮২	১৭.২৪	১৪.৬৩	১৭৮.০১
৩.	থাইল্যান্ড	৯৭.৫২	২০১.২৮	৮১.৪৪	২৫.৭৫	১৮.৬৭	২৭.৬৭	১৫.৬১	৫৮৪.০৫
৪.	ভারত	৬৮.০০	১৯৭.৪৪	২১২০.৬৭	১৬৯.৬৩	৩৪.০৩	৩৩.৭৩	৩০.০৫	২০৯.৫০
৫.	দক্ষিণ কোরিয়া	৩২৭৭.৭২	২৪৪৭.৯৮	১১.৩৯	৭.৯০	৪.৫১	১৬১.৫৪	৬.৭৬	৯.১৯
৬.	মালয়েশিয়া	১৩৭.১১	১২.৫৬	৭.২৬	২.৩৬	৮.৫৮	৮৮.৩৯	৮৫.৭৫	২৩.৮১
৭.	নেদারল্যান্ডস	১১৩.৩৫	১৩৭.১	৩.৬০	০.৮৪	০.৬০	৪.৭৭	৪.৭০	১৫.০৮
৮.	চীন	৭২.২২	৪৯.২৬৪	১৬৪.৭২	১৬৮৩.৩২	২৫.১০	৭০.৩৯	১৯.৭৭	৬১৫৩.৮৫
৯.	যুক্তরাজ্য	৮.৮৫	৭.৩৪	৬০.৬৭	০	৫৮.১৫	৫.০২	০.৮৮	২.৬২
১০.	পাকিস্তান	১৯.৬০	৩.৯৭	০.৯১	০.৬৪	০	০	০	১.২৯
১১.	জাপান	১৪.৯৮	৮১.৭৯	৩৫.৪২	১৬.৭৭	৭.২২	৫৯.৭৯	৬.৮৪	১২.৩৭
১২.	ডেনমার্ক	০.৬৭	৩.৪১	৩.৯৫	১.০৬	০.৫১	০.০৪	০.০৪	০
১৩.	শ্রীলঙ্কা	১.০১	৯৯.৪৩	৮৯.৯২	০.১৭	০	১.৬১	১.১৬	০.২
১৪.	কানাডা	১.৮৪	৮.৪৪	৪.২৪	১.২৮	৭.১৯	০.৮৯	০.৮৪	০
১৫.	তাইওয়ান	২১.৬৩	৬.৬২	১.৫৩	৩.৬৪	১৬.৫৯	০.৮২	০	০
১৬.	সিঙ্গাপুর	১৩৩.১০	৯২.৩০	১৬.২৯	২৯.৩২	৯.৬০	১.৯৭	১.৮৯	৫৯৬.৯১

বিদেশি/যৌথ বিনিয়োগের উৎস		২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৫-১৬*	২০১৬-১৭*
১৭.	তুরস্ক	২.৬১	৪.৭৬	৪.৪	০	২.২১	০.২৮	০.২৮	১.০২
১৮.	ইতালী	৩.৯০	১.৯০	০.৮৩	২.৩৯	১.১২	০	০	১৬.৩৭
১৯.	হংকং	৪৫.১০	১৬.১৬	২৩.৬৪	৩.৬৪	৮.৩২	২.৮৮	১.০৪	৩৮.০৬
২০.	আফ্রিকা	১.৪১	০	০	০	৩.৬২	০	০	০
২১.	আর্মেনিয়া ও রাশিয়া	৩.৫৯	০	০	০	০	০.২৩	০	৫০.১৩
২২.	বার্মুডা	০.৪২	৩১.৫৭	০	০	০	০	০	
২৩.	ফ্রান্স	১.১১	৯.৪০	২.৩২	০.৮০	০	০	০	৩.১৭
২৪.	ইন্দোনেশিয়া	১.৯০	০	০	০	০	০	০	০
২৫.	লেবানন	২৫.০৯	০	৪৬.৪০	০	১.১৩	০	০	০
২৬.	মরিশাস	১.৩৮	৪.৫৯	০	৫.১২	৫৪.৬৬	৯.৬৩	৯.৬৫	০
২৭.	ফিলিপাইন	৬.৭৪	০	০	০	০	০	০	০
২৮.	সুইডেন	১০১.৭০	১.৪৮	০.০৮	০	১৬.২৬	১.৮৩	০	১.০৬
২৯.	সুইজারল্যান্ড	০.৭০	১১.৬৯	১.৭১	০.৫৮	১৪.৮২	০	০	০
৩০.	ফিনল্যান্ড	১.৪০	০.৭১	০	০	০.৫৬	০	০	০
৩১.	সংযুক্ত আরব আমিরাত	১০.৬৩	১.৯৪	১.০৩	৫২.১০	০.৩০	১.১১	০.৯০	৯.৫০
৩২.	ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড	০.৮৮	৬.৬৮	০	০	০	৮.৯৮	৮.৯৮	০
৩৩.	জার্মানী	৮৩.৮৮	২৬.৭৭	০.৩২	২.২৬	১.৩৪	৬.৫৯	৬.৫৯	০.০৪
৩৪.	অস্ট্রেলিয়া	০.০৯	০.১২	০	৬.১৮	১.০১	১.০৪	১.০৪৭	০
৩৫.	গ্রীস	০.২৬	০	০	০	০	০	০	০
৩৬.	পর্তুগাল	০	০	০	০	০		০	০
৩৭.	স্পেন	০	২.৮৭	০.৯৮	০.০২	১.৬৯	০	০	১২.০১
৩৮.	পোল্যান্ড	০	০	০	০	০.৮৯	০	০	০
৩৯.	বেলজিয়াম	০	১.২৬	০	০	০	০	০	০
৪০.	মিশর	০	০	১.১৫	০	০	০	০	০
৪১.	হাঙ্গেরী	০	০	১.২২	০	০	০	০	০
৪২.	নরওয়ে	০.২৪	২২.৭১	০.১১	০	০	০	০	০
৪৩.	ভিয়েতনাম	০	০	০	০	০	০	০	০
৪৪.	জর্দান	০	০.৬৫	০	০	০	০	০	০
৪৫.	কুয়েত	০	০.৯৮	০	০	০	০	০.৮৮	০
৪৬.	অস্ট্রিয়া	০	০	০	০	০	০.৮৮	০	০
৪৭.	মাল্টা	০	৩.১২	০	০	০	০	০	০
৪৮.	ইউএসই	১.৫০	০	০	০	০	০	০	০
৪৯.	গিনি	০	০	১.১৬	০	০	০	০	০
৫০.	লিবিয়া	০	০	১.১৬	০	০	০	০	০
৫১.	সার্বিয়া	০	০	০.১৯	০	০	০	০	০
৫২.	ইয়েমেন	০	০	০	২৭.২৮	০	০.৩০	০	০
৫৩.	নাইজেরিয়া	০	০	০.৬২	০	০.৬১	০	০	০
৫৪.	লিথুনিয়া	০	০	০	০	০	০	০.৫০	০
৫৫.	ইরান	০	০	০	০	০	১.২৪	০	০
৫৬.	উজবেকিস্তান	০	০	০	০	০	০	০	২.৭১
৫৭.	বেলারুস						০		৫.৮৭৫
	মোট	**৫১১৫.৫৮**	**৩৫০৫.০২**	**২৮০০.১১**	**২১২৮.৩২**	**৪২২.৬৯**	**৫১৫.০২**	**২২৩.০৬**	**১০৩৭৭**

উৎসঃ আইআইএমসি অধিশাখা, বিনিয়োগ বোর্ড। * জুলাই- ফেব্রুয়ারি।

কর্মসংস্থান সম্ভাবনা

নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির অন্যতম মাধ্যম শিল্পায়ন। শিল্পায়নের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলের অন্যতম লক্ষ্য। শিল্পখাতে বিনিয়োগের ফলে ব্যবস্থাপনা, কারিগরি, সুপারভাইজরি এবং দক্ষ-অদক্ষ শ্রমিক পর্যায়ে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম আট মাস (জুলাই, ২০১৬-ফেব্রুয়ারি, ২০১৭) বিলুপ্ত বিনিয়োগ বোর্ড ও বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিবন্ধিত

প্রকল্পসমূহে ১,৯১,৯০৯ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। লেখচিত্র ১৪.৫ এ ২০১০-১১ হতে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলোঃ

লেখচিত্র ১৪.৫ঃ বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধিত প্রকল্পসমূহে কর্মসংস্থানের সুযোগ

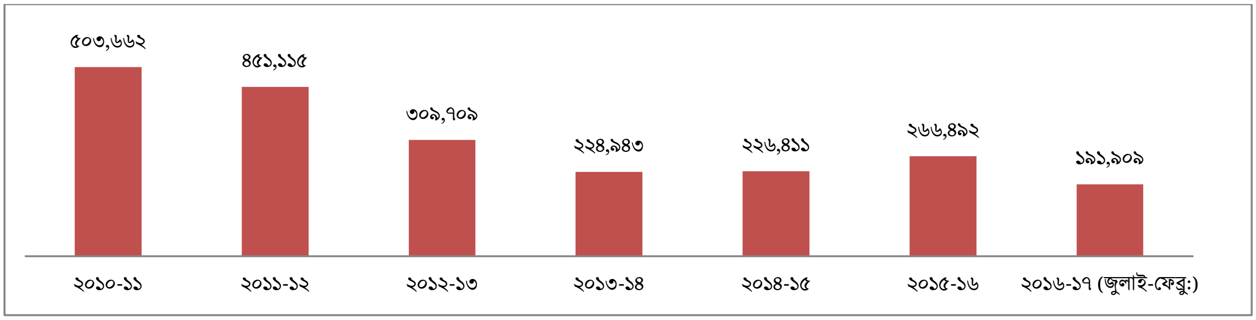

উৎসঃ মাসিক প্রতিবেদন (২০১৬-১৭), পলিসি এ্যাডভোকেসী অধিশাখা, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

বৈদেশিক ঋণ অনুমোদন

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিনিয়োগকারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে বাছাই কমিটি কর্তৃক বৈদেশিক ঋণ প্রস্তাব অনুমোদন করে থাকে। বিলুপ্ত বিনিয়োগ বোর্ড ও বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদিত বৈদেশিক ঋণ প্রস্তাবের তথ্য সারণি ১৪.৬ এ উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৪.৬ঃ অনুমোদিত বৈদেশিক ঋণ প্রস্তাব ও ঋণের পরিমাণ

পঞ্জিকা বছর	অনুমোদিত ঋণ প্রস্তাব (সংখ্যা)	অনুমোদিত ঋণের পরিমাণ (মিঃ মাঃ ডলার)
২০১০	২০	৩০২.৭৭
২০১১	২৪	৯০৯.২৭
২০১২	৬২	১৪৬৬.৭১
২০১৩	১০২	১১৮২.২৯
২০১৪	১২৬	১৮২৭.১৭
২০১৫	১২৯	১৯০০.২৫
২০১৬	১৫২	১৪০৪.৬৬
২০১৭*	৪২	২২৫.৪০
মোট	৬৭৫	৯৬৯৬.৬২

উৎসঃ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। * ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

বাণিজ্যিক অফিস অনুমোদন

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিনিয়োগকারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় বাংলাদেশে বিদেশি কোম্পানির ব্রাঞ্চ, লিয়াজোঁ ও প্রতিনিধি অফিস স্থাপন ও মেয়াদ বৃদ্ধির অনুমতি প্রদান করে থাকে। সারণি ১৪.৭ এ ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে (জুলাই,২০১৬-ফেব্রুয়ারি,২০১৭) অনুমোদিত ব্রাঞ্চ, লিয়াজোঁ ও প্রতিনিধি অফিস (নতুন ও মেয়াদ বৃদ্ধি) স্থাপনের অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরা হলোঃ

সারণি ১৪.৭ঃ অনুমোদিত ব্রাঞ্চ, লিয়াজোঁ ও প্রতিনিধি অফিস এর পরিসংখ্যান

অর্থ বছর	ব্রাঞ্চ অফিস	লিয়াজোঁ	প্রতিনিধি
২০১৩-১৪	৯৬	২১৫	৭
২০১৪-১৫	১২০	২৪৯	১১
২০১৫-১৬	১০৩	২২৪	১৪
২০১৬-১৭ *	৬৭	১২৪	১০
মোটঃ	৩৮৬	৮১২	

উৎসঃ নিবন্ধন ও সহায়তা বৈদেশিক শিল্প অধিশাখা, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। * ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকার (ইপিজেড) বিনিয়োগ পরিস্থিতি

নতুন শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে বেসরকারি খাতকে বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে দেশে ৮টি ইপিজেড রয়েছে। এগুলো হলো চট্টগ্রাম, ঢাকা, মোংলা, কুমিল্লা, ঈশ্বরদী, উত্তরা (নীলফামারী), আদমজী ও কর্ণফুলী। এই আটটি ইপিজেডে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত মোট ৫৮৭টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে শিল্প স্থাপনের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৪৫৯টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বর্তমানে উৎপাদনরত এবং অবশিষ্ট ১২৮টি প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন পর্যায়ে রয়েছে। ফেব্রুয়ারি,২০১৭ পর্যন্ত ইপিজেডসমূহে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ৪,২১৫.৭৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অন্যদিকে

ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ইপিজেডসমূহে ক্রমপুঞ্জিভূত রপ্তানির পরিমাণ ৫৭,০৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি অর্থ বছরের প্রথম আট মাসে ইপিজেডসমূহে মোট রপ্তানি হয়েছে ৪,২২৪.৪৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অথচ, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে একই সময়ে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৩,৭৪৮.৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে মোট ৪,৬৩,৫৪৮ জন বাংলাদেশীর প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে, এর মধ্যে ৬৪ শতাংশই নারী।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেজা)

দেশব্যাপী অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা বর্তমান সরকারের একটি পরিকল্পিত সুদূরপ্রসারী উদ্যোগ। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অধিভুক্ত বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেজা)র মাধ্যমে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও, দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা তথা শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, উৎপাদন এবং রপ্তানি বৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণে উৎসাহ প্রদানে বেজা কাজ করছে। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগ দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ ও সমৃদ্ধি রক্ষার পাশাপাশি নতুন অর্থনৈতিক অঞ্চল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। নতুন নতুন অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার এই উদ্যোগ বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশের স্বীকৃতি পেতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সরকার 'বাংলাদেশ বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল নীতি, ২০১৫' প্রণয়ন করেছে। এ নীতিমালার অধীনে কৃষিভিত্তিক, শিল্প সম্পর্কিত, উৎপাদনমূলক, সেবামূলক, বাণিজ্যিক, প্রযুক্তিগত, পর্যটন, আবাসন, বিনোদন বা বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠায় অনুমোদন প্রদান করা হয়। এছাড়াও, এ সংক্রান্ত যাবতীয় অবকাঠামোগত সুবিধাদির প্রবিধানও 'বাংলাদেশ বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল নীতি, ২০১৫' এ রাখা হয়েছে।

অনুমোদিত অর্থনৈতিক অঞ্চলের তালিকা

সরকার সারাদেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত মোট ৭৬টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৫৬টি সরকারিভাবে এবং অবশিষ্ট ২০টি বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠা করা হবে। সরকারিভাবে অনুমোদিত অঞ্চলগুলো হলোঃ

১. আনোয়ারা অর্থনৈতিক অঞ্চল, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম, ২. আনোয়ারা- ২ অর্থনৈতিক অঞ্চল, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম, ৩. মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল, মীরসরাই, চট্টগ্রাম, ৪. নাফ ট্যুরিজম পার্ক, টেকনাফ, কক্সবাজার, ৫. কক্সবাজার স্পেশাল ইকোনমিক জোন, মহেশখালী, কক্সবাজার, ৬. মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চল-১, মহেশখালী, কক্সবাজার, ৭. মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চল- ২,কালারমারছড়া,মহেশখালী, কক্সবাজার, ৮. মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চল-৩, ধলঘাটা কক্সবাজার, ৯.মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চল, কালারমারছড়া, কক্সবাজার, ১০.সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক, টেকনাফ, কক্সবাজার, ১১. মহেশখালী বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, কক্সবাজার , ১২. ফেনী অর্থনৈতিক অঞ্চল, সোনাগাজী, ফেনী, ১৩. পটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল, পটিয়া, চট্টগ্রাম, ১৪. মহেশখালী বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, মহেশখালী, কক্সবাজার, ১৫. আলুটিলা বিশেষ পর্যটন জোন, খাগড়াছড়ি সদর, খাগড়াছড়ি, ১৬. আশুগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ১৭. মোংলা অর্থনৈতিক অঞ্চল, মোংলা, বাগেরহাট, ১৮. মোংলা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (Indian SEZ), মোংলা, বাগেরহাট, ১৯. সুন্দরবন ট্যুরিজম পার্ক, শরণখোলা, বাগেরহাট, ২০. খুলনা অর্থনৈতিক অঞ্চল-১, বটিয়াঘাটা, খুলনা, ২১. খুলনা অর্থনৈতিক অঞ্চল- ২, তেরখাদা, খুলনা, ২২. রামপাল অর্থনৈতিক অঞ্চল, রামপাল, বাগেরহাট,২৩. ঢাকা অর্থনৈতিক অঞ্চল, দোহার, ঢাকা, ২৪. ঢাকা এসইজেড, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা, ২৫. শ্রীপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল, শ্রীপুর, গাজীপুর, ২৬. নরসিংদী অর্থনৈতিক অঞ্চল, নরসিংদী সদর, নরসিংদী, ২৭. নারায়ণগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল, বন্দর ও সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ, ২৮. নারায়ণগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ, ২৯. আড়াইহাজার অর্থনৈতিক অঞ্চল, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ, ৩০. আড়াইহাজার অর্থনৈতিক অঞ্চল-২, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ, ৩১. গজারিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ, ৩২. মানিকগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল, শিবালয়, মানিকগঞ্জ, ৩৩. ময়মনসিংহ অর্থনৈতিক অঞ্চল, ময়মনসিংহ সদর, ময়মনসিংহ, ৩৪. ময়মনসিংহ অর্থনৈতিক অঞ্চল, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ৩৫. জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল- ২, জামালপুর সদর, জামালপুর, ৩৬. জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল, জামালপুর সদর, জামালপুর, ৩৭. শেরপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল, শেরপুর সদর, শেরপুর, ৩৮. নেত্রকোনা অর্থনৈতিক অঞ্চল- ১, নেত্রকোনা সদর, নেত্রকোনা, ৩৯. শরীয়তপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল, গোসাইরহাট, শরীয়তপুর, ৪০. শরীয়তপুর অর্থনৈতিক

অঞ্চল, জাজিরা, শরীয়তপুর, ৪১. গোপালগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ, ৪২. গোপালগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল- ২, গোপালগঞ্জ সদর, গোপালগঞ্জ, ৪৩. সিলেট বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, গোয়াইনঘাট, সিলেট, ৪৪. শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল, মৌলভীবাজার সদর, মৌলভীবাজার, ৪৫. হবিগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ, ৪৬. নীলফামারী অর্থনৈতিক অঞ্চল, নীলফামারী সদর, নীলফামারী, ৪৭. কুষ্টিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া, ৪৮. কুড়িগ্রাম অর্থনৈতিক অঞ্চল- ১, কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম, ৪৯. রাজশাহী অর্থনৈতিক অঞ্চল, পবা, রাজশাহী, ৫০. নাটোর অর্থনৈতিক অঞ্চল, লালপুর, নাটোর, ৫১. বগুড়া অর্থনৈতিক অঞ্চল- ১, শাজাহানপুর, বগুড়া, ৫২. পঞ্চগড় অর্থনৈতিক অঞ্চল, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়, ৫৩. ভোলা অর্থনৈতিক অঞ্চল, ভোলা সদর, ভোলা, ৫৪. আগৈলঝাড়া অর্থনৈতিক অঞ্চল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল, ৫৫. মাদারীপুর ইকোনমিক জোন, ৫৬. ফরিদপুর ইকোনমিক জোন।

অনুমোদিত বেসরকারি ২০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল

১. এ.কে.খান এন্ড কোম্পানী লি: ইকোনমিক জোন, পলাশ, নরসিংদী, ২. আবদুল মোনেম অর্থনৈতিক অঞ্চল, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ, ৩. বেসরকারি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, "গার্মেন্টস শিল্প পার্ক", গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ, ৪. মেঘনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমিক জোন, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ, ৫. মেঘনা ইকোনমিক জোন, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ, ৬. ফমকম ইকোনমিক জোন, রামপাল, বাগেরহাট, ৭. কুমিল্লা ইকোনমিক জোন, মেঘনা, কুমিল্লা, ৮. আমান ইকোনমিক জোন, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ, ৯. বে ইকোনমিক জোন, কোনাবাড়ী, গাজীপুর, ১০. সিরাজগঞ্জ ইকোনমিক জোন, সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ, ১১. এ্যালায়েন্স ইকোনমিক জোন, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ১২. আরিশা ইকোনমিক জোন, সাভার, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা, ১৩. ইউনাইটেড সিটি আইটি পার্ক লি:, ঢাকা, ১৪. ইস্ট-কোস্ট গ্রুপ ইকোনমিক জোন, বাহুবল, হবিগঞ্জ, ১৫. সোনারগাঁও ইকোনমিক জোন, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ, ১৬. বসুন্ধরা ইকোনমিক জোন, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা, ১৭. ইস্ট-ওয়েস্ট স্পেশাল ইকোনমিক জোন, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা, ১৮. সিটি ইকোনমিক জোন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ১৯. সিটি স্পেশাল ইকোনমিক জোন, ডেমরা, ঢাকা, ২০. আকিজ ইকোনমিক জোন, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার এই কার্যক্রম এখন কেবল অনুমোদন প্রক্রিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বাস্তব কার্যক্রম শুরু হতে চলেছে। ইতোমধ্যে তিনটি অর্থনৈতিক অঞ্চলে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের নিকট জমি বরাদ্দের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এপ্রিল, ২০১৭ পর্যন্ত শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল, শেরপুর, মৌলভীবাজার; মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল, মীরসরাই, চট্টগ্রাম এবং ফেনী অর্থনৈতিক অঞ্চল, সোনাগাজী, ফেনী এই তিনটি অর্থনৈতিক অঞ্চলে জমি বরাদ্দের আহবান জানিয়ে বিবরণপত্র (প্রসপেক্টাস) প্রকাশ করেছে। কারখানা স্থাপনের জন্য বিনিয়োগকারীদের সরাসরি জমি বরাদ্দ দেয়া হবে।

সরকারি বেসরকারি অংশীদারত্ব (Public Private Partnership-PPP)

বর্তমান সময়ে কেবল পৃথকভাবে নেয়া সরকারি ও বেসরকারি অর্থায়নে উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়নের মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক উন্নতি অর্জন সম্ভবপর নয়। তাই, বিশ্বজুড়ে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ যুক্তিযুক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশও উন্নয়নের এই নতুন মডেল নিয়ে কাজ করছে। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বের ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণ বিশেষতঃ ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে উন্নয়ন ধারাকে পরবর্তী উচ্চতর স্তরে উন্নীত করার প্রধান উপাদান হচ্ছে আধুনিক, গতিশীল এবং নিরন্তর সেবা প্রদানে সক্ষম অবকাঠামো গড়ে তোলা। নির্ভরযোগ্য ও টেকসই অবকাঠামো ব্যবস্থা নিশ্চিত করে দেশে বর্ধিত বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে সমুন্নত রাখাই পিপিপি তত্ত্বের মূল লক্ষ্য। ব্যক্তিখাতের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণে উন্নয়নের নতুন এই মডেল কাজ করছে।

বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ‘সরকারি-বেসরকারি অংশীদারি আইন, ২০১৫’ প্রণয়ন করা হয়েছে। অবকাঠামো খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য এ খাতে আর্থিক প্রণোদনা দেয়া হচ্ছে। প্রকল্প প্রণয়ন, ব্যবস্থাপনা ও তদারকিতে বাস্তবায়নকারী সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এসব ব্যবস্থার ফলে দেশের অবকাঠামো নির্মাণে দৃশ্যমান অগ্রগতি সাধিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

বেসরকারি খাতকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইন্যান্স ফান্ড লিমিটেড (BIFFL) নামক ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এর অনুকূলে ২৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দ রাখা হয়েছে। পিপিপি'র মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য ৮টি খাতে বর্তমানে ৪৫টি প্রকল্প নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হয়েছে। অনুমোদিত প্রকল্পসমূহে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ১৪,৮৫৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। তন্মধ্যে ৮টির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইতোমধ্যে অনুমোদিত পিপিপি প্রকল্পসমূহের তালিকা সারণি ১৪.৮ এ উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ১৪.৮ঃ অনুমোদিত পিপিপি প্রকল্প

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	সম্ভাব্য ব্যয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
	পরিবহণ খাত	
১	ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে (চুক্তি স্বাক্ষরিত)	১২০০
২	মংলা বন্দরে ২টি জেটি নির্মাণ	৫০
৩	খান জাহান আলী বিমানবন্দর, বাগেরহাট	৩০০
৪	ঢাকা বাইপাসচার লেনে উন্নীতকরণ	৩৫০
৫	শান্তিনগর-মাওয়া ফ্লাইওভার নির্মাণ	৩০০
৬	হেমায়েতপুর - মানিকগঞ্জ পিপিপি সড়ক নির্মাণ	১০০
৭	ঢাকা-চট্টগ্রাম এ্যাকসেস কনেট্রাল হাইওয়ে	৩৬০০
৮	লালদিয়া বাল্ক টার্মিনাল নির্মাণ	৬০
৯	খানপুরে অভ্যন্তরীণ কনেটনার টার্মিনাল নির্মাণ ও পরিচালনা	৩০
১০	ধীরাশ্রম রেলস্টেশনে নতুন আইসিডি নির্মাণ	২০০
১১	পাটুরিয়া-গোয়লন্দতে ২য় পদ্মাসেতু নির্মাণ	১৫০০
১২	৩য় সমুদ্র বন্দর	১২০০
১৩	হাতিরঝিল- রামপুরা সেতু	২০০
	অর্থনৈতিক জোন	
১	কালিয়াকৈরে হাইটেক পার্ক নির্মাণ	২৩৫
২	মংলায় অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা	৭০
৩	মহাখালিতে আইটি ভিলেজ নির্মাণ	২০
৪	মিরেরসরাইয়ে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা	১০০
৫	শ্রীহট্ট (শেরপুর) অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা	৭০
৬	আনোয়ারা,চট্টগ্রামে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা	৬০০
৭	সিলেটে হাইটেক পার্ক নির্মাণ	৬৫
৮	সিরাজগঞ্জে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা	২০০
৯	জামালপুরে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা	৪০
	পর্যটন খাত	
১	কক্সবাজারে পর্যটন ও বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণ	১০০
২	জাকির হোসেন রোড, চট্টগ্রামে পাঁচতারা হোটেল নির্মাণ	১০০
৩	কক্সবাজারে আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ (মোটেল উপল)	৪৫
৪	সাবরাং এক্সক্লুসিভ ট্যুরিস্ট জোন প্রতিষ্ঠা	২৫০০
৫	সিলেটে পাঁচ তারকা হোটেল নির্মাণ (বিদ্যমান পর্যটন হোটেলে)	৪৫
৬	পাঁচ তারকা হোটেল ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মুজগুন্নি, খুলনা	৩০
৭	তিন তারকা হোটেল, পশুর, মোংলা, বাগেরহাট	১৫
	স্বাস্থ্য খাত	
১	চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কিডনী ডায়ালিসিস সেন্টার নির্মাণ	২
২	ঢাকার কিডনী হাসপাতালে কিডনী ডায়ালিসিস সেন্টার স্থাপন	১
৩	বয়স্ক নাগরিকদের জন্য স্বাস্থ্য ও হসপিটালিটি কমপ্লেক্স নির্মাণঃ অবসর	৬
৪	সৈয়দপুরে মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও রেলওয়ে হাসপাতাল আধুনিকীকরণ	৭৫
৫	পাকশীতে মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও রেলওয়ে হাসপাতাল আধুনিকীকরণ	৭৫
৬	খুলনায় মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও ২৫০ শয্যা হাসপাতাল নির্মাণ	১০০
৭	চট্টগ্রামের সিআরবিতে মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও রেলওয়ে হাসপাতাল আধুনিকায়ন	৩০
	আবাসন খাত	
১	মিরপুরে স্যাটেলাইট টাউন নির্মাণ	৬০
২	চট্টগ্রামে রেলওয়ের জমিতে হোটেল-কাম-গেস্ট হাউস ও শপিং মল নির্মাণ	১০
৩	খুলনায় রেলওয়ের জমিতে হোটেল-কাম-গেস্ট হাউস ও শপিং মল নির্মাণ	৩০
৪	চট্টগ্রামের নাসিরাবাদে বহুতল বাণিজ্যিক ভবন ও আবাসিক এ্যাপাটমেণ্টনির্মাণ	১০০
৫	নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষের জন্য ঢাকায় বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ (ঝিলমিল প্রকল্প)	৯০০
	শক্তি খাত	
১	চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে এলপিজি বটলিং প্লান্ট স্থাপন	৩৫
	শিক্ষা খাত	
১	কমলাপুরে মেডিকেল কলেজ ও নার্সিং ইন্সটিটিউট স্থাপন ও রেলওয়ে হাসপাতাল আধুনিকীকরণ	১০০

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	সম্ভাব্য ব্যয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
	সামাজিক অবকাঠামো খাত	
১	টঙ্গীতে শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্র হাসপাতাল উন্নয়ন ও বাণিজ্যিক ভবননির্মাণ (পিপিপি ভিত্তিতে)	৫
২	চাষাড়া, নারায়নগঞ্জে শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্র হাসপাতাল উন্নয়ন ও বাণিজ্যিক ভবননির্মাণ (পিপিপি ভিত্তিতে)	৫
	সর্বমোট	**১৪,৮৫৯**

উৎসঃ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্ব কর্তৃপক্ষ।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই)

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ তথা দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ শিল্পের মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির অবারিত সুযোগ রয়েছে। ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডকে উৎসাহ প্রদান ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও এ খাতের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। এ সব সম্ভবনাকে প্রাধান্য দিয়ে স্বল্প আয়ের মানুয়ের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে সরকার ঋণ বিতরণ করে আসছে। এ খাতের বিকাশ ও সম্প্রসারণের জন্যে বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রদত্ত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা ২০১৬-১৭ অর্থবছরেও অব্যাহত আছে। তাছাড়া, নতুন উদ্যোক্তাদের স্টার্ট আপ ক্যাপিটাল সরবরাহের জন্যে ‘কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা খাতে নতুন তহবিল’ চালু আছে।

বাংলাদেশে কর্মরত সকল ব্যাংক ও নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান ২০১৬ সালে ৬,৩৪,৫৭৪টি এসএমই উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১,৪১,৯৩৫.৩৯ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। ঋণ বিতরণের এই হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ২২.৪৯ শতাংশ বেশী। একই সময়ে ৪১,৬৭৫টি এসএমই নারী প্রতিষ্ঠানের জন্যে ৫,৩৪৫.৬৬ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৫ সালে এসএমই নারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ছিল ৪,২২৬.৯৯ কোটি টাকা।

টেলিযোগাযোগ খাত

টেলিযোগাযোগ উন্নয়নে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বেসরকারি বিনিয়োগ টেলিযোগাযোগ খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। ২০০৪ সালে দেশে মোবাইল ফোনের গ্রাহক ছিল মাত্র ৪০ লক্ষ; জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত দেশে মোবাইল ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২.৮৩ কোটিতে। তন্মধ্যে ১২.৪৫ কোটি গ্রাহকই বেসরকারি নানা কোম্পানির মোবাইল ফোন সেবা গ্রহণ করছেন। বর্তমানে মোবাইল ফোন খাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ১০ লক্ষাধিক লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। এ খাত থেকে বিপুল পরিমাণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর ও ভ্যাট আদায় হচ্ছে, যা সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। বেসরকারি খাতের বিকাশের ফলে সেলুলার মোবাইল টেলিকম অপারেটরদের মধ্যে সেবা প্রদানে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া, অপারেটরদের ফিক্সড ফোন ও মোবাইল কোম্পানির ট্যারিফ পূর্বের তুলনায় ১৫ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস পেয়েছে। ফলে জনগণের পক্ষে স্বল্প মূল্যে দেশ-বিদেশে টেলিফোনে কথা বলা সম্ভব হচ্ছে। ফিক্সডফোনের ক্ষেত্রেও নানা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। টেলিযোগাযোগ সুবিধা জনগণের নিকট সহজলভ্য এবং সহনীয় মূল্যে পৌঁছানোর বিটিআরসি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশে টেলিফোন বিশেষ করে মোবাইল ফোন গ্রাহকের সংখ্যা ধারণাতীত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অধ্যায় -১১তে টেলিযোগাযোগ খাত বিষয়ক বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ খাত

সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাত, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্ব (পিপিপি), রেন্টাল পাওয়ার প্রডিউসার (আরপিপি) এবং ইনভেস্টমেন্ট পাওয়ার প্রডিউসার (আইপিপি) এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত) সরকারি খাতে ৭,০৫৪ মেগাওয়াট, বেসরকারি খাতে ৫,৫২৫ মেগাওয়াট এবং ভারত হতে ৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানীসহ মোট স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ১৫,৩৭৯ মেগাওয়াটে দাঁড়িয়েছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে (জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত) মোট ৩২,৯৯৬ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। তন্মধ্যে সরকারি খাতে ১৪,৯৮০.৩১ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা এবং বেসরকারি খাতে ১৭,৯৪৫ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপদিত হয়েছে। উৎপাদিত বিদ্যুতের মধ্যে ৪৭ শতাংশই পাওয়া গেছে বেসরকারি খাত থেকে, ৪৫ শতাংশ এসেছে সরকারি খাত থেকে এবং অবশিষ্ট ৮ শতাংশ আমদানি করা হয়েছে।

শিক্ষা খাত

সকল স্তরে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাত ভূমিকা রেখে মানবসম্পদ উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমিত সংখ্যক আসনে উচ্চ শিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মোকাবেলা করা সম্ভবপর নয় বিধায় সরকার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে উৎসাহ প্রদান করছে। তবে বেসরকারি খাতে শিক্ষার গুণগত মান ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে সরকার বদ্ধ পরিকর। এ লক্ষ্যে 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০' প্রণয়ন করা হয়েছে। এ উদ্যোগের ফলে দেশে এ পর্যন্ত ৯২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। ইতোমধ্যে 'জাতীয় শিক্ষা নীতি, ২০১০' এর প্রণয়ন করা হয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণে এবং বিশ্বমানে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে 'এ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল ফর প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ, ২০১২'-এর প্রবিধানমালার খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য খাত

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতাল/ক্লিনিক ও সংস্থাকে রাজস্ব বাজেট হতে অনুদান প্রদান করছে। অত্যন্ত উন্নত প্রযুক্তির কিছু ঔষধ ছাড়া দেশের মোট চাহিদার প্রায় ৯৮ শতাংশ ঔষধই স্থানীয়ভাবে উৎপাদন হচ্ছে। বর্তমানে দেশে বেসরকারি খাতে ৬৮টি মেডিকেল কলেজ, ২৪টি ডেণ্টাল কলেজ, ১০টি স্নাতকোত্তর ইনস্টিটিউশন, ২০০টি মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট স্কুল, ৯৭টি ইনস্টিটিউশন অব হেলথ টেকনোলজি এবং ২৪টি নার্সিং কলেজ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

দেশের ৫৪টি ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান নানা ধরনের ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশসহ বিশ্বের ১২৭টি দেশে রপ্তানি করছে। দেশে সর্বমোট ২৬৭টি এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুতকারী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বছরে ২৬,৯১০ ব্রান্ডের ২,২৪৭.০৫ কোটি টাকার ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল উৎপাদন করছে। এর পাশাপাশি জাতীয় স্বাস্থ্যসেবায় আইনগত স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক ঔষধের অবদানও উল্লেখযোগ্য। ২০১৫ সালে ১,০০৮.০৮ কোটি টাকার এবং ২০১৬ সালে ২,২৪৭.০৫ কোটি টাকার ঔষধ রপ্তানি করা হয়েছে।

বীমা খাত

ব্যবসা ঝুঁকি হ্রাস ও জনগণের ভবিষ্যত আর্থিক নিরাপত্তা প্রদানে বীমা খাত নিরলসভাবে কাজ করছে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন দুটি প্রতিষ্ঠান 'জীবন বীমা কর্পোরেশন' ও 'সাধারণ বীমা কর্পোরেশন' ছাড়াও বর্তমানে দেশে ৭৫টি বেসরকারি বীমা কোম্পানি তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বেসরকারি বীমা কোম্পানিগুলোর মধ্যে ৪৫টি সাধারণ বীমা ও ৩০টি জীবন বীমা ব্যবসায় নিয়োজিত রয়েছে। বর্তমানে বীমা শিল্প প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। ২০১৫ সালে সরকারি ও বেসরকারি সাধারণ বীমা কোম্পানির মোট প্রিমিয়াম আয় ছিল ২,৮৩৯.৩৬ কোটি টাকা, মাত্র এক বছরেই তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২,৯৮৩.১৫ কোটি টাকা। আয় বৃদ্ধির হার ৫.০৬ শতাংশ। সারণি ১৪.৯ তে সরকারি ও বেসরকারি সাধারণ বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়ের চিত্র উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ১৪.৯ঃ সাধারণ বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়

(কোটি টাকা)

সাল	মোট প্রিমিয়াম			সরকারি খাতের অংশ (%)	বেসরকারি খাতের অংশ (%)	প্রবৃদ্ধির হার		
	সরকারি খাতঃসাধারণ বীমা কর্পোরেশন	বেসরকারি খাতের বীমা কোম্পানিসমূহ	মোট			সরকারি খাতঃসাধারণ বীমা কর্পোরেশন (%)	বেসরকারি খাতের বীমা কোম্পানিসমূহ (%)	মোট (%)
২০০৫	১৫৭.৮	৭০৯.৫	৮৬৭.৩	১৮.২	৮১.৮	১৩.৫	১৮.২	১৭.৩
২০০৬	১৮৬.০	৭৯৭.৬	৯৮৩.৬	১৮.৯	৮১.১	১৭.৯	১২.৪	১৩.৪
২০০৭	২২৪.৯	৯৪১.৭	১,১৬৬.৬	১৯.৩	৮০.৭	২০.৯	১৮.১	১৮.৬
২০০৮	২৫৩.৫	১১১৬.৪	১,৩৬৯.৯	১৮.৫	৮১.৫	১২.৭	১৮.৬	১৭.৪
২০০৯	২৮৫.২	১২২৮.৪	১,৫১৩.৬	১৮.৮	৮১.২	১২.৫	১০.০	১০.৫

২০১০	২৯৪.৩	১৪৮৮.৪	১,৭৮২.৭	১৬.৫	৮৩.৫	৩.২	২১.২	১৭.৮
২০১১	৩৪৬.৫	১৭২৭.৪	২,০৭৩.৯	১৬.৭	৮৩.৩	১৭.৭	১৬.১	১৬.৩
২০১২	৩৮৬.৫	২৩৯৪.১	২,৭৮০.৬	১৩.৯	৮৬.১	১১.৫	৩৮.৬	৩৪.১
২০১৩	৩৬৭.৯	১৯০৩.২	২,২৭১.১	১৬.২	৮৩.৮	-৪.৮	-২০.৫	-১৮.৩
২০১৪	৮০০.৮৯	২২২৯.৫২	৩০৩০.৪১	২৬.৪৩	৭৩.৫৭	১১৭.৬৯	১৭.১৫	৩৩.৪৩
২০১৫	৪০৩.৭১	২৪৩৫.৬৫	২৮৩৯.৩৬	১৪.২২	৮৫.৭৮	-৪৯.৬	৯.২৫	-৬.৩০
২০১৬ (অনিরীক্ষিত)	৪৩৩.৬৮	২৫৪৯.৪৭	২৯৮৩.১৫	১৪.৫৪	৮৫.৪৬	৭.৪২	৪.৬৭	৫.০৬

উৎসঃ বীমা অধিদপ্তর

অন্যদিকে, সরকারি ‘জীবন বীমা কর্পোরেশন’ ও ৩০টি বেসরকারি জীবন বীমা কোম্পানি ২০১৬ সালে জীবন বীমা প্রিমিয়াম হিসেবে আয় করেছে ৭,৬১২.১০ কোটি টাকা, যা আগের বছরের তুলনায় ২৮৯.৩২ কোটি টাকা বেশী।

সরকারি ও বেসরকারি জীবন বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়ের পরিসংখ্যান সারণি ১৪.১০ এ বর্ণনা করা হলোঃ

সারণি ১৪.১০ঃ জীবন বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয় (কোটি টাকা)

সাল	মোট প্রিমিয়াম			সরকারি খাতের অংশ (%)	বেসরকারি খাতের অংশ (%)	প্রবৃদ্ধির হার		
	সরকারি জীবন বীমা কর্পোরেশন	বেসরকারি খাতের বীমা কোম্পানিসমূহ	মোট			সরকারি জীবন বীমা কর্পোরেশন (%)	বেসরকারি খাতের বীমা কোম্পানিসমূহ (%)	মোট (%)
২০০৫	২০৩.৭	১৮৪১.০	২০৪৪.৭	১০.০	৯০.০	১৪.৬	৩৭.৮	৩৫.১
২০০৬	২২৩.৪	২৪৫৯.৫	২৬৮২.৯	৮.৩	৯১.৭	৯.৭	৩৩.৬	৩১.২
২০০৭	২৬৫.০	২৯১৬.৫	৩,১৮১.৫	৮.৩	৯১.৭	১৮.৬	১৮.৬	১৮.৬
২০০৮	৩০৭.৮	৩৫৯৭.৫	৩৯০৫.৩	৭.৯	৯২.১	১৬.২	২৩.৩	২২.৮
২০০৯	৩৩৪.৭	৪৫৯৫.৮	৪৯৩০.৫	৬.৮	৯৩.২	৮.৭	২৭.৭	২৬.৩
২০১০	৩৪৬.০	৫৫০৮.৯	৫৮৫৪.৯	৫.৯	৯৪.১	৩.৪	১৯.৯	১৮.৭
২০১১	৩০৭.৯	৫৯৭৩.৫	৬২৮১.৪	৪.৯	৯৫.১	-১১.০	৮.৪	৭.৩
২০১২	৩৪৩.২	৬২৪৩.৯	৬৫৮৭.১	৫.২	৯৪.৮	১১.৫	৪.৫	৪.৯
২০১৩	৩২৬.০	৬,১০২.০	৬৪২৮.০	৫.১	৯৪.৯	-৫.০	-২.৩	-২.৪
২০১৪	৩৮৯.৯৩	৬৬৮৭.৯৮	৭০৭৭.৯১	৫.৫১	৯৪.৪৯	১৯.৬১	৯.৬	৯.১৮
২০১৫	৪০২.৮৬	৬৯১৯.৯২	৭৩২২.৭৮	৫.৫০	৯৪.৫০	৩.৩১	৩.৪৭	৩.৪৬
২০১৬ (অনিরীক্ষিত)	৪০০.২৫	৭২১১.৮৫	৭৬১২.১০	৫.২৬	৯৪.৭৪	-০.৬৫	৪.২২	৩.৯৫

উৎসঃ বীমা অধিদপ্তর

পঞ্চদশ অধ্যায়

পরিবেশ ও উন্নয়ন

জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ বাংলাদেশে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতই পরিবেশগত উন্নয়ন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। পরিবেশগত সমস্যাসমূহ মোকাবেলা করে দূষণমুক্ত সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিতকল্পে ও পরিবেশবান্ধব প্রতিবেশ গড়ে তুলতে বিভিন্ন নীতি এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সরকার 'রূপকল্প- ২০২১' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব থেকে দেশকে মুক্ত রাখা, দূষণমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং দেশের পানি ও প্রাকৃতিক সম্পদের সুরক্ষার লক্ষ্যে পরিবেশ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিকে উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সমন্বিত করার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। ইতোমধ্যে টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (MDGs)এর আওতায় নিরাপদ সুপেয় পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহ সঠিকভাবে যাচাই, চিহ্নিত ও পর্যালোচনাপূর্বক এসডিজি বাস্তবায়নের কর্মকৌশল প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা ও অভিযোজন কর্মসূচি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan, 2009 (BCCSAP 2009) বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। এ উদ্দেশ্যে সরকার নিজস্ব তহবিল হতে বরাদ্দ দিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল গঠন করে এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত উক্ত ফান্ডে ৩১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। অর্থ বিভাগ কর্তৃক 'Inclusive Budgeting and Financing for Climate Resilance (IBFCR' শীর্ষক একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ইউএনডিপি'র আর্থিক সহায়তায় ১,৮৫২.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫ বছর মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড নীতিমালা প্রণয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড আইন, ২০১০ প্রবর্তন করাসহ দাতা দেশ/সংস্থাসমূহের সহায়তায় Bangladesh Climate Change Resilience Fund (BCCRF) গঠন করা হয়েছে। এছাড়া, ওজোনস্তর রক্ষা এবং পরিবেশকে সার্বিকভাবে দূষণমুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা ও বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দেশের মূল্যবান জীবসম্পদ সংরক্ষণে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এর আওতায় বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। জাতীয় জীবনিরাপত্তা কর্মকাঠামো বাস্তবায়ন এবং National Biodiversity Strategy and Action Plan কে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং হালনাগাদ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

বৈচিত্র্যময় ভৌগলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ দেশ। ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি, নগরায়ন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনসহ পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের অবক্ষয়ের ফলে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মত বাংলাদেশের প্রতিবেশও হুমকির সম্মুখীন। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি দেশের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের ক্ষেত্রে বড় ধরণের হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিবেশগত এ সকল সমস্যা হতে উত্তোরণপূর্বক বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দূষণমুক্ত একটি সুস্থ, সুন্দর, টেকসই, পরিবেশবান্ধব বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ, যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো উন্নয়নসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

পরিবেশ সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)-এর আওতায় ডিসেম্বর, ১৯৯৭ সালে সম্পাদিত কিয়োটো প্রটোকলের নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষা সংক্রান্ত প্রথম কোন উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ গৃহীত হয়। ডিসেম্বর ২০০৯ এ কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সম্মেলনে বাংলাদেশ বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি শিল্প বিপ্লব পূর্ব সময়ের তুলনায় ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য উন্নত বিশ্বের প্রতি আহবান জানায়। ক্ষতিকর কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও গ্রীনহাউজ গ্যাস উদগীরণ কমানোর লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত কিয়োটো প্রটোকল বিশ্বের ১৯১টি (ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ) দেশ কর্তৃক অনুসমর্থিত (ratified) হয়েছে। ২০১২ সালে Kyoto Protocol-এর প্রথম Commitment Period শেষ হয়েছে। বর্তমানে গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ বৃদ্ধির ফলে Kyoto Protocol স্বাক্ষরকারী উন্নত দেশসমূহের বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিতে উন্নয়নশীল দেশসমূহের

অবদান মাত্র ২৭ শতাংশ। ইতোমধ্যেই রাশিয়া, জাপান ও কানাডা Kyoto Protocol থেকে বের হয়ে আসার ঘোষণা দেয়। সে প্রেক্ষাপটে Kyoto Protocol এর বৈশ্বিক গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণে অবদান মাত্র ১৫ শতাংশে নেমে আসবে। গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমণকারী বিশ্বের প্রথম ১০টি দেশের তালিকা সারণি ১৫.১ -এ দেয়াহলোঃ

সারণি ১৫.১ঃ বিশ্বের নির্বাচিত দেশসমূহের গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমনের বিবরণ।

ক্র. নং	দেশ	বার্ষিক মোট CO_2 নির্গমণ,২০১২ (মিলিয়ন মেট্রিক টনস)	শতকরা নির্গমণ
১	চীন	৮,১০৬.৪৩	২৫.০৮
২	যুক্তরাষ্ট্র	৫,২৭০.৪২	১৬.৩১
৩	ভারত	১,৮৩০.৯৩	৫.৬৬
৪	রাশিয়া	১,৭৮১.৭১	৫.৫১
৫	জাপান	১,২৫৯.০৫	৩.৮৯
৬	জার্মানী	৭৮৮.৩২	২.৪৩
৭	দক্ষিণকোরিয়া	৬৫৭.০৯	২.০৩
৮	ইরান	৬০৩.৫৮	১.৮৬
৯	সৌদী আরব	৫৮২.৬৭	১.৮০
১০	কানাডা	৫৫০.৮২	১.৭০

উৎসঃEIA (Energy Information Administration),২০১৫।

জলবায়ু সম্মেলন

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশ জাতিসংঘের অধীনে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন নেগোসিয়েশনের সাথে বরাবরই ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় অভিযোজন, প্রশমন, জলবায়ু অর্থায়ন, জলবায়ু প্রযুক্তি আহরণ ও হস্তান্তর, খাদ্য নিরাপত্তা এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর পুণর্বাসন ও স্থানান্তর বিষয়ক বিভিন্ন ফোরামে বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে।

প্যারিসে ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত ২১ তম বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন (COP21) এ গৃহীত প্যারিস জলবায়ু চুক্তি স্বাক্ষর ও অনুসমর্থনকারী প্রথমসারির দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। জাতিসংঘের সদর দপ্তরে ২২ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের প্রথম দিনেই জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন কনভেনশনের ১৯৫টি সদস্য দেশের মধ্যে বাংলাদেশসহ ১৭৫টি দেশ প্যারিস জলবায়ু চুক্তি স্বাক্ষর করে, যা আন্তর্জাতিক কোনো চুক্তি স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব ঘটনা। এ পর্যন্ত (১৪ মার্চ ২০১৭ অনুযায়ী) ১৯৪টি দেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন উক্ত চুক্তিটি স্বাক্ষর করেছে এবং বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ মোট ১৩৪টি সদস্য দেশ (যা ৫ বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণের ৮২ শতাংশ রিপ্রেজেন্ট করে) অনুস্বাক্ষর করেছে। গত ৪ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে প্যারিস জলবায়ু চুক্তিটি কার্যকর হয়েছে। প্যারিস বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন-২০১৫ এর মূল অর্জনসমূহ নিম্নরূপঃ

- আইনি বাধ্যবাধকতামূলক চুক্তি
- তাপমাত্রা সীমিত রাখার লক্ষ্যমাত্রা
- স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য বিশেষ অগ্রাধিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ
- অভিযোজনের জন্য বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা (Global Goal on Adaptation) গৃহীত হয়েছে;
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর অধিকার এবং লস এ্যান্ড ড্যামেজ
- উন্নত দেশসমূহ উন্নয়নশীল দেশসমূহকে প্রশমন এবং অভিযোজনের জন্য public fund এবং অনুদান ভিত্তিক আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কাঠামো (UNFCCC)-র আওতায় গত ৭ নভেম্বর হতে ১৮ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে মরক্কোর মারাকেশ শহরে ২২ তম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বাংলাদেশ বিভিন্ন ইস্যু ভিত্তিক আলোচনায় স্বল্পোন্নত দেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অত্যন্ত বিপন্ন ও ঝুঁকিপূর্ণ দেশসূহের পক্ষে কার্যকর ও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। ২২ তম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন COP 22 এর মূল লক্ষ্য ছিল প্যারিস চুক্তিতে গৃহীত বিভিন্ন বিষয় বা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য নানাবিধ কার্যবিধি, প্রক্রিয়া এবং নির্দেশাবলী (modalities, procedures and guidelines) প্রণয়নের উদ্যোগকে ত্বরান্বিত করা। মারাকেশ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলনে প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত এপেক্স বডি Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement (CMA)-এর ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নানাবিধ কার্যবিধি, প্রক্রিয়া এবং নির্দেশাবলী ২০১৮ সালের মধ্যে প্রণয়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৭ সালে এতদসংক্রান্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে।

১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনেরিও-তে অনুষ্ঠিত ধরিত্রী সম্মেলনে গৃহীত ইউনাইটেড ন্যাশনস কনভেনশন অন বায়োলজিক্যাল ডাইভারসিটি (সিবিডি) এর বাংলাদেশ অনুসমর্থনকারী। এই কনভেশনের মূল লক্ষ্য হল জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ। সিবিডি'র অংশীদার হিসেবে গত ০২-১৭ ডিসেম্বর, ২০১৬ সময়ে মেক্সিকোর কানকুনে অনুষ্ঠিত

সিবিডি’র ১৩ তম কনফারেন্সে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রতিকূল প্রভাবগুলোর কারণে ও সমুদ্র উপকূলীয় দেশ হওয়ায় বাংলাদেশ সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির নাজুক পরিস্থিতির শিকার হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুর গুরুত্ব অনুধাবন করে যথাযথ ও পরিকল্পিত সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণের জন্য জাতীয় পর্যায়ে বেশ কিছু নীতি উদ্যোগ গৃহীত হয়েছেঃ

- National Adaptation Programme of Action (NAPA) (2005 and revised 2009)
- Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP) (2009)
- Nationally Appropriate Mitigation Action (NAMA) প্রণয়ন
- পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে Climate Change Unit প্রতিষ্ঠা

এছাড়া বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও রাজস্ব বাজেটের আওতায় উন্নয়ন কর্মসূচি ছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট তিনটি তহবিল গঠন করা হয়েছেঃ

- **বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (Bangladesh Climate ChangeTrust Fund-BCCTF):** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঘটমান বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রশমন এবং স্থানচ্যুত মানুষের পুনর্বাসনের প্রয়োজন বিবেচনা করে রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২০০৯-১০ অর্থবছরে তহবিল গঠন করা হয় এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৩১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ডিসেম্বর ২০১৬ তে এ তহবিলের কার্যক্রম শেষ হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক ২০১৬-১৭ অর্থ বছর পর্যন্ত মোট ৪৭২টি (সরকারি ৪০৯টি ও বেসরকারি ৬৩টি) প্রকল্পে প্রায় ২,৬৫৯.৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ইতোমধ্যে সরকারি ১৪৯টি প্রকল্প এবং বেসরকারি ৫৭টি সহ মোট ২০৬টি প্রকল্পের কার্যক্রম সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে।

- **বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন সক্ষমতা তহবিল (Bangladesh Climate Change Resilience Fund- BCCRF):** Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP) কে সহায়তা করা ও জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার তহবিল যোগানোর জন্য ৪টি উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নে ১১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তহবিল গঠন করা হয়। এ তহবিলটি মূলত ২০০৮ সালে Multi Donor Trust Fund (MDTF) নামে যাত্রা শুরু করেছিল। পরবর্তীকালে আরও ৩টি উন্নয়ন সহযোগী BCCRF এ ট্রাস্ট ফান্ডে যোগদান করে। বর্তমানে BCCRF-এ অনুদান প্রদানকারী সাতটি উন্নয়ন সহযোগী হলো: ডিএফআইডি, ডেনমার্ক, সুইডেন, ইইউ, সুইজারল্যান্ড, অসএইড এবং ইউএসএইড। BCCRF এর ব্যবস্থাপনা এবং বাস্তবায়ন বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়। বিশ্বব্যাংক অনুদান প্রদানকারী উন্নয়ন সহযোগীদের পক্ষে ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত কারিগরী এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ সরকারকে সহযোগিতা প্রদান করবে। উন্নয়ন সহযোগী হতে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত অনুদানের মোট পরিমাণ ১৮৬.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। BCCRF এর আওতায় অদ্যাবধি ৮ টি প্রকল্পে (পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ২টি, বন অধিদপ্তরের ১টি, এলজিইডি’র ১টি, কৃষি মন্ত্রণালয়ের ১টি, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ১টি, পিকেএসএফ’র ১টি, IDCOL ১টি) মোট ১৫৩.৮ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
- **বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন সক্ষমতার জন্য কৌশলগত কর্মসূচি (Strategic Programme for Climate Resilience (SPCR) Bangladesh):** ২০১০ সালের অক্টোবরে MDB হতে বাংলাদেশের জন্য ১১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের (এর মধ্যে সহজ শর্তে ঋণ ৬০ মিলিয়ন ডলার ও অনুদান ৫০ মিলিয়ন ডলার) তহবিল অনুমোদিত হয়। এর আওতায় পিপিসিআর-এর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি এলাকায় অভিযোজনমূলক (adaptation) পাইলট কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এ তহবিলের বিভিন্ন কম্পোনেন্টের দায়িত্বে রয়েছে বিশ্বব্যাংক

ও আইএফসি এবং তদারকির প্রধান দায়িত্বে রয়েছে এডিবি।

অর্থ বিভাগ কর্তৃক 'Inclusive Budgeting and Financing for Climate Resilance (IBFCR)' শীর্ষক একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি ইউএনডিপি'র আর্থিক সহায়তায় ১,৮৫২.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫ বছর মেয়াদে বাস্তবায়িত হবে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের মেয়াদ ২০১৫ সালে শেষ হওয়ায় নতুন একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডা (The Future We Want) নিয়ে ২০১৪ সালের ১৯ জুলাই জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে একটি টেকসই উন্নয়ন প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। ২৫-২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ সময়ে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে টেকসই উন্নয়ন সম্মেলনে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals, SDGs) চূড়ান্ত হয়, যার দাপ্তরিক নাম হলো Tranforming our World:the 2030 Agenda for Sustainable Development। ‘টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs)’ ‘সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি)’কে প্রতিস্থাপন করবে যা ২০১৫-২০৩০ সালের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) এর ১৭ টি লক্ষ্য এবং ১৬৯টি উদ্দেশ্য রয়েছে। ১৭টি মূল লক্ষ্যের বিষয় হচ্ছে-দারিদ্র্য, খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জেন্ডার ইকুইটি, পানি, শক্তি (জ্বালানি), অর্থনীতি, অবকাঠামো, বৈষম্য (Inequality), বাসস্থান (Habitation), জলবায়ু, ভোগ (Consumption), সামুদ্রিক বাস্তুসংস্থান (Marine-ecosystems), বাস্তুসংস্থান (Ecosystems), প্রতিষ্ঠান ও স্থায়িত্ব (Sustainability)।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ বা Millennium Development Goals (MDGs) এর বাস্তবায়নে সাফল্যের ধারাবাহিকতায় SDGs প্রণয়নের ক্ষেত্রে ও বাংলাদেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। SDGs প্রণয়নের লক্ষ্যে জাতিসংঘ হতে সকল সদস্য রাষ্ট্র এবং বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থার নিকট প্রস্তাব আহবান করা হলে স্বল্পতম সময়ের ব্যবধানে জুন,২০১৩ মাসে বাংলাদেশের প্রস্তাবনা জাতিসংঘে প্রেরণ করা হয়। ১১টি অভীষ্ট লক্ষ্য (Goals), ৫৮টি লক্ষ্যমাত্রা (Targets) ও ২৪১টি সূচক- এর আলোকে প্রণীত প্রস্তাবনাটির মধ্য হতে ১০টি লক্ষ্যই জাতিসংঘের চূড়ান্তকৃত SDG-তে প্রতিফলিত হয়েছে। এসডিজি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১১টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) এর অর্জিত লক্ষ্যসমূহ চিহ্নিত করাসহ টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট লক্ষ্য সমূহ (এসডিজি)-এর প্রায় ৮২ শতাংশ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং তা অর্জনের প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

SDGs এর ১৭টি অভীষ্ট লক্ষ্য এবং অন্তগত ১৬৯টি লক্ষ্য মাত্রার সাথে সমন্বিত করে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংশ্লিষ্ট SDG লক্ষ্যমাত্রাসমূহ (Target) প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যা A handbook ‘Mapping of Ministries by Targets in the implementation of SDGs aligning with a 7th Five Year Plan (2016-20)-আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। এতে দেখা যায় যে, ৪০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ সরাসরি লীড মন্ত্রণালয়/বিভাগ হিসেবে SDG লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নের সাথে জড়িত। ৩৪টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ কোলীড হিসেবে এবং ৫১ মন্ত্রণালয়/বিভাগ এসোসিয়েট হিসেবে কাজ করবে। যথাযথভাবে SDGs মনিটরিং ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে সঠিক তথ্য প্রাপ্তির জন্য ‘Data Gap Analysis for Sustainable Development Goals (SDGs): Bangladesh Perspective’ প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়েছে। এতে দেখা যায় যে, SDGs- এর নির্ধারিত ২৩০টি সূচকের বিপরীতে ৭০টি সূচকের তথ্য বাংলাদেশে বিদ্যমান উপাত্ত/তথ্য সংগ্রহ পদ্বতির মাধ্যমে সংগ্রহ করা সম্ভব হবে এবং ১০৮টি সূচকের ক্ষেত্রে বিদ্যমান উপাত্ত/তথ্য সংগ্রহ পদ্বতিতে পরিবর্তন করার মাধ্যমে সংগ্রহ করা যাবে। অতিরিক্ত ৬৩টি সূচকের ক্ষেত্রে নতুন জরিপ বা শুমারির মাধ্যমে সংগ্রহ করতে হবে। কারণ, এ সকল সূচকের উপাত্ত/তথ্য সংগ্রহ প্রণালী এখনও চূড়ান্ত করা হয়নি। এছাড়া SDG লক্ষ্যমাত্রা সমূহ (Target) সঠিকভাবে যাচাই, চিহ্নিত ও পর্যালোচনা পূবক SDGs বাস্তবায়নের কর্মকৌশল প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

অভিযোজন ও প্রশমন

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সাম্প্রতিক চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় অভিযোজন (adaptation) ও প্রতিকারমূলক (mitigation) কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজন আছে। এখানে উল্লেখ্য যে , অন্যান্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার গৃহীত কার্যক্রমও পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের উপর প্রত্যক্ষ ও

পরোক্ষভাবে প্রভাব ফেলে। ফলে বাংলাদেশের জন্য একটি নিরাপদ ও টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান সকল নীতি, কৌশলপত্র, প্রকল্প ইত্যাদির আলোকে প্রয়োজনীয় ও যথাযথ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করে একটি সমন্বিত বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এর আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন 'স্ট্রেংদেনিং দি এনভায়রনমেন্ট, ফরেস্ট্রি এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ ক্যাপাসিটিজ অব দি মিনিস্ট্রি অব এনভায়রনমেন্ট এন্ড ফরেস্টস এন্ড ইটস এজেন্সিজ' শীর্ষক প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ আউটপুট হিসেবে বাংলাদেশের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে একটি সামগ্রিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা (Country Investment Plan-CIP) প্রণয়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৫টি গ্রুপে (পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন; বনসম্পদ; কৃষি, মৎস্য ও খাদ্য নিরাপত্তা; অর্থনীতি ও অবকাঠামো উন্নয়ন; এবং জেন্ডার) ভাগ করে এ সংক্রান্ত বিদ্যমান সকল নীতি/আইন/কার্যক্রম পর্যালোচনাপূর্বক সক্ষমতা, দ্বৈততা, পরস্পর বিরোধিতা ও দুর্বলতা চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সে মোতাবেক প্রয়োজনীয় প্রকল্প চিহ্নিতকরণের কাজ চলছে। CIP প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদানের জন্য বেশ কয়েকটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। CIP এর প্রাথমিক খসড়া প্রণয়নের পর সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থা, পেশাজীবী, সাধারণ জনগণ সকলের মতামত গ্রহণের লক্ষ্যে আঞ্চলিক পরামর্শক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই জাতীয় পরামর্শক কর্মশালা আয়োজন করা হবে।

বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে গৃহীত কার্যক্রম

ক্রমবর্ধমান নগরায়নের ফলে অবকাঠামো নির্মাণ এবং যানবাহন ও কলকারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এ সকল উৎস থেকে সৃষ্ট বায়ুদূষণও বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে ক্রমাগতভাবে। মানব স্বাস্থ্যের উপর বায়ুদূষণের বিরূপ প্রভাবসহ অন্যান্য ক্ষতিকর প্রভাব নিরসনের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর দেশে উন্নত প্রযুক্তির ইটভাটার প্রচলন, যানবাহন ও কলকারখানা সৃষ্ট ক্ষতিকর ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণে মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনাসহ নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বায়ুদূষণ জনিত পরিবেশগত সমস্যা নিরসনে সরকার নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে:

বায়ু দূষণ মনিটরিং

- বাংলাদেশের বড় শহরগুলোতে বায়ু দূষণ সমস্যা প্রকট। তাই বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় 'নির্মল বায়ু এবং টেকসই পরিবেশ'Clean Air & Sustainable Environment (CASE)- প্রকল্পের আওতায় ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য বিভাগীয় ও শিল্পঘন শহরগুলোতে সার্বক্ষণিক বায়ু মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে । প্রকল্পটি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পের অধীন বায়ু দূষণ মনিটরিং, বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ, গবেষণা এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ের অবকাঠামো উন্নয়নসহ বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরের বায়ুদূষণ মাত্রা পরিমাপ করার নিমিত্ত ঢাকায় ৩টি, চট্টগ্রামে ২টি, রাজশাহী ও খুলনা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, সিলেট ও বরিশাল শহরে ১টি করে সারাদেশে মোট ১১টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ স্টেশন চালু রয়েছে।
- এ সকল স্টেশনের মাধ্যমে উক্ত শহরগুলোতে বায়ুদূষণের উপাদানসমূহের (বস্তুকণা, ওজোন, সালফার ডাই অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড ইত্যাদি) পরিমাণ সার্বক্ষণিকভাবে পরিমাপ করা হচ্ছে। বস্তুকণা পরিমাপের আওতায় এসপিএম, পিএম১০, পিএম ২.৫ পরিবীক্ষণ ও প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বায়ুর মানের অবস্থা নিরূপণ করা সম্ভব হয়।
- ২০১৪ সালে সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ কেন্দ্র হতে প্রাপ্ত উপাত্তসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত সময়ে বস্তুকণা ১০ ও বস্তুকণা ২.৫ এর মান বছরের অন্যান্য সময়ের তুলনায় বেশি থাকে এবং প্রায়শই নির্ধারিত বায়ুর মানমাত্রা অতিক্রম করে। এই অধিক মাত্রার বায়ুদূষণের মূল কারণ হল শুষ্ক মৌসুমে ইটের ভাটা সমূহ চালু হয়, বৃষ্টিপাত কম হয় এবং বাতাসের গতিবেগ কম থাকে এই কারণে রাস্তাঘাটেও বস্তুকণার উপস্থিতি প্রচুর পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বছরের এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে বায়ুতে বস্তুকণার পরিমাণ গ্রহণযোগ্য মাত্রার মধ্যে থাকে।

যানবাহন হতে সৃষ্ট বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ

- যানবাহনের ক্ষতিকর ধোঁয়া সৃষ্টির জন্য বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫

(সংশোধন ২০১০) অনুসারে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে জরিমানা আদায় করা যায়। এছাড়া মটরযান আইন, ১৯৮৩ এর আওতায় পুলিশ প্রশাসন জরিমানা আদায় করতে পারে। ডিজেল চালিত পুরাতন মোটরযান বস্তুকণা নিঃসরণের (Particulate Matter) আরেকটি প্রধান উৎস। যানবাহন সৃষ্ট বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর নিয়মিতভাবে ঢাকা-চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন শহরে গাড়ীর ধোঁয়া পরিবীক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করছে এবং অধিক দূষণ সৃষ্টিকারী গাড়ীর বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

ইট ভাটা সৃষ্ট বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ:

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের সাথে সাথে নির্মাণ শিল্পের ব্যাপকতার কারণে দেশে ইটের চাহিদাও বহুগুণে বেড়েছে । ফলে যততত্র ইটের ভাটা গড়ে উঠেছে ।এ সকল উৎস থেকে সৃষ্ট বায়ুদূষণও বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে ক্রমাগতভাবে।

- **ইটভাটা স্থাপন আইন যুগোপযোগিকরণ:** বায়ু দূষণের অন্যতম প্রধান কারণ হলো ইট ভাটা সৃষ্ট বায়ু দূষণ। ইটভাটা থেকে দূষণ কমানোর লক্ষ্যে পুরাতন পদ্ধতির ইট ভাটার পরিবর্তে জ্বালানি সাশ্রয়ী, বায়ু দূষণরোধে কার্যকরী ও আধুনিক প্রযুক্তির পরিবেশবান্ধব ইটভাটা স্থাপনের লক্ষ্যে 'ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩'১ জুলাই ২০১৪ হতে কার্যকর করা হয়। এ আইন অনুযায়ী পুরাতন পদ্ধতির ইটভাটাসমূহকে পরীক্ষিত উন্নত পরিবেশসম্মত এবং জ্বালানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তিতে রূপান্তর করে ইট পোড়ানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। বাস্তবতার নিরিখে 'ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩'-এর সংশোধনীর প্রস্তাবনাটি চূড়ান্তকরণ পর্যায়ে রয়েছে।

- **আধুনিক প্রযুক্তির ইটভাটায় রুপান্তর:** পুরাতন পদ্ধতির সকল ইটভাটাকে ৩০ জুন, ২০১৪ খ্রিঃ হতে পরিবেশবান্ধব আধুনিক প্রযুক্তিতে রূপান্তরের কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ইতোমধ্যে দেশে ৪,২২৭ টি ইটভাটা আধুনিক প্রযুক্তিতে পরিচালিত হচ্ছে যা দেশে বিদ্যমান ইটভাটার ৬৪ শতাংশ ।

শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণ

পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান বিষয়ক কার্যক্রম:

শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিবেশ দূষণের মাত্রা সহনীয় ও গ্রহণযোগ্য পর্যায়ের মধ্যে রাখার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ও প্রযোজ্য ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয় এবং এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুসরণ করা হয়। দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার ব্যবস্থা (Effluent Treatment Plant-ETP), শব্দ প্রতিবন্ধক ব্যবস্থা (Sound Barrier), বায়ু পরিশোধন ব্যবস্থা (Air Treatment Plant-ATP) স্থাপনসহ সকল প্রকার Mitigation Measures বাস্তবায়ন করার পর এবং নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার শর্ত সাপেক্ষে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বহুতল আবাসিক ভবনসমূহে Rain Water Harvesting ব্যবস্থা ও পয়:বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা (Sewage Treatment Plant -STP) স্থাপনের এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা (Zero Discharge Plan) গ্রহণের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান ও নবায়নের ক্ষেত্রে শর্তারোপ করা হচ্ছে।

শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণ মূলক কার্যক্রম

- **ইটিপি (ETP) স্থাপন:** পানি দূষণ রোধে তরল বর্জ্য নির্গমনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে তরল বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা (ETP – Effluent Treatment Plant) স্থাপনে বাধ্য করতে পরিবেশ অধিদপ্তর অধিকহারে মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ফলে অধিকাংশ পানি দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে ইতোমধ্যে ইটিপি নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ইটিপি আছে এমন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১,৪৩৯টি এবং ইটিপি বিহীন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৪৩০টি।

- **এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম:** বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর অধীন পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবেশ আদালতে মামলা দায়ের, ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা ও ক্ষতিপূরণ আদায়ের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে

আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। পরিবেশ দূষণের সাথে জড়িত থাকার অপরাধে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ২৩৫টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা করে ১০.৪১ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ আরোপপূর্বক ৫.০৮ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে এবং একই সাথে দূষণকারী ১১ টি প্রতিষ্ঠান উচ্ছেদ ও ৩৪ টি প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ/গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।

- **নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগের বিরুদ্ধে অভিযানঃ** নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগ বন্ধে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে সারাদেশে ৮টি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। টাস্কফোর্সসমূহ নিয়মিত নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে যাচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত অভিযানের মাধ্যমে সর্বমোট ১,০৩৯ টি প্রতিষ্ঠানে অভিযান পরিচালনা করে ১১৮.৯৩ টন নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগ জব্দ ও প্রায় ৮৯.০২ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। এছাড়া জনসচেতনা সৃষ্টির পাশাপাশি পলিথিন শপিং ব্যাগ মুক্ত বাজার ঘোষণার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে কয়েকটি বাজারকে পলিথিন শপিং ব্যাগ মুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

- শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বিসিক এর তত্ত্বাবধায়নে রাজধানীর হাজারীবাগে অবস্থিত ট্যানারি শিল্পসমূহকে কেন্দ্রিয় বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপনপূর্বক ঢাকার বাহিরে সাভারের হরিণধারায় স্থানান্তরের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সাভারে স্থানান্তরে বাধ্য করার লক্ষ্যে এপ্রিল ২০১৭ তে সকল ট্যানারী কারখানার বিদ্যুৎ/গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।

- বৃহত্তর ঢাকা জেলায় শিল্প কারখানার সংখ্যা ও দূষণের মাত্রা সঠিকভাবে পরিমাপ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক শব্দ দূষণ রোধ ও শব্দ দূষণ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ‘Survey of Noise Level in Seven Divisional Headquarters Under the Integrated and Participatory Program to Control Noise Pollution’ শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

- **বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমঃ** বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে পরিবেশ অধি[illegible] ঢাকা ও চট্রগ্রাম শহরে বর্জ্য হ্রাস, পুনঃব্যবহার ও পুনঃচক্রায়ন (থ্রি আর) পাইলট উদ্যোগ বাস্তবায়ন (ফেজ-১) প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম ২০১০ সালে শুরু করে। প্রকল্পের অধীন ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং চট্রগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের এলাকায় বর্জ্য হ্রাস, পুনঃব্যবহার ও পুনঃচক্রায়ন (থ্রি আর) পাইলট উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়াও গৃহস্থালী বর্জ্য কর্তৃক দুর্গন্ধ ছড়ানো ও গ্রীনহাউজ গ্যাস (মিথেন) নির্গমন সমস্যা নিরসণ পূর্বক পরিবেশ সম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার লক্ষ্যে শহরের জৈব আবর্জনা ব্যবহার করে ‘প্রোগ্রাম্যাটিক সিডিএম’ শীর্ষক পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের অধীনে নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এবং ময়মনসিংহ পৌরসভায় ইতোমধ্যে ২টি কম্পোস্ট প্লান্ট নির্মিত হয়েছে এবং রংপুর সিটি কর্পোরেশন ও কক্সবাজার পৌরসভায় ২টি কম্পোস্ট প্লান্ট নির্মাণাধীন আছে। প্লান্টে শহরের জৈব আবর্জনা এ্যারোবিক পদ্ধতিতে কম্পোস্ট সারে রূপান্তর করা হয়।

পানি ও পরিবেশ

বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সম্পদের অন্যতম প্রধান নিয়ামক শত শত নদী ও জলাশয় দেশের ইকোসিষ্টেমকে সচল ও উৎপাদনমুখী রেখে অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ নদী ও জলাভূমি বিভিন্ন রকম জলজীবের আবাসস্থল। নদীতে পানির প্রবাহ নির্ভর করে ঋতু, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও উজানের প্রবাহের উপর।

‘বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা-১৯৯৭’ অনুযায়ী দেশের প্রধান প্রধান নদী যেমন পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ধলেশ্বরী, সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর পানির গুণগত মান সারা বছরই গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে আছে। কিন্তু ঢাকার পারিপার্শ্বিক নদীসমূহে যেমন বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ ও বালু নদীর পানির গুণগতমান গ্রহণযোগ্য সীমার বাইরে বিশেষ করে শুষ্ক মৌসুমে যখন নদীতে পানি প্রবাহ খুব কম থাকে তখন কোন কোন স্থানের পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ শূন্য থাকে যা জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণিকূলের বেঁচে থাকার জন্যে মোটেও উপযুক্ত নয়। এ জন্য এ সকল নদীর প্রতিবেশগত অবস্থা পুনরুদ্ধারের জন্য সরকার বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ ও বালু নদীর ‘ফোরশোর’ এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করছে। পরিবেশ অধিদপ্তর ১৯৭৩ সাল থেকে নদীর পানির মান মনিটরিং করে আসছে। ২৭টি নদীর পানি ৬৩টি স্থানে মনিটরিং করা হয়। মনিটরিং প্যারামিটারগুলি [illegible]ঃ pH, Chloride, Turbidity, Total Dissolved

Solid (TDS), Dissolved Oxygen (DO), Biochemical Oxygen Demand (BOD) and Chemical Oxygen Demand (COD)।

উল্লিখিত প্যারামিটার অনুসারে মনিটরিং ফলাফল হতে দেখা যায় যে, ২০১৬ সালে বাংলাদেশের বড় বড় নদী যেমন, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, করতোয়া, ধলেশ্বরী, সুরমা ইত্যাদি নদীর পানির গুণগত মান পরিবেশগত মানমাত্রার মধ্যে ছিল। DO, BOD এবংCOD এর মানের ভিত্তিতে দেখা যায় ঢাকা শহরের চারপাশের বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা এবং তুরাগ নদীগুলো শুষ্ক মৌসুমের চার/পাঁচ মাস খুব দূষিত থাকে। এ সব নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে জানুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত দ্রবীভূত অক্সিজেন প্রায় শূন্য থাকে। ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বুড়িগঙ্গা নদীতে উচ্চ মাত্রার BOD ৪০ মি:গ্রা:/লি: (পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা অনুসারে গ্রহণযোগ্য মান ৬ মি:গ্রা:/লি: বা তার নিম্নে), COD ১২৬ মি:গ্রি:/লি: (UNECE standard অনুসারে গ্রহণযোগ্য মান ৩৫ মি:গ্রা:/লি: বা তার নিম্নে). Chloride ১২৫ মি:গ্রা:/লি: (USEPA standard অনুসারে গ্রহণযোগ্য মান২৫০ মি:গ্রা:/লি:) এবং TDS ৬৪১ মি:গ্রা:/লি: (USEPA standard অনুসারে গ্রহণযোগ্য মান ৫০০ মি:গ্রা:/লি:) পাওয়া যায়।

২০১৬ সালে ময়ূরী, রূপসা, পশুর ও খেকশিয়ালী নদীতে উচ্চ মাত্রায় Chloride, TDS, Turbidity পাওয়া গিয়েছে। পশুর নদীতে সর্বোচ্চ Chloride ১২,৬৯৭ মি:গ্রা:/লি: (USEPA standard অনুসারে গ্রহণযোগ্য মান ২৫০ মি:গ্রা:/লি:) এবং TDS ১৬,৩৭০ মি: গ্রা:/লি: (USEPA standard অনুসারে গ্রহণযোগ্য মান৫০০ মি:গ্রা:/লি:) পাওয়া গিয়েছে। সাধারণত দক্ষিণাঞ্চলে প্রবাহিত নদীতে বেশি Turbidity লক্ষ্য করা যায়। উচ্চ Turbidity-র কারণে পানির স্বচ্ছতা হ্রাস পায় ফলে একদিকে পানিতে ফাইটোপ্লাংকটনের উৎপাদন হ্রাস পায়, অন্যদিকে river bed এ পলি জমে। খেকশিয়ালী নদীতে সর্বোচ্চ Turbidity 136.3 NTU (গ্রহণযোগ্য মান ১০ NTU পর্যন্ত) পাওয়া গিয়েছে।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

ন্যাশনাল বায়োডাইভারসিটি স্ট্রাটেজি অ্যান্ড অ্যাকশন প্লান হালনাগাদ: জীববৈচিত্র্য সনদ বা কনভেনশন অন বায়োলোজিক্যাল ডাইভারসিটি (সিবিডি)-এর অংশীদার হিসেবে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের অঙ্গীকার পরিপূরণে পরিবেশ অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। জাতিসংঘ ঘোষিত জীববৈচিত্র্য কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১১-২০২০ এর আলোকে জাতীয় পর্যায়ে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের লক্ষ্যে National Biodiversity Strategy and Action Plan (NBSAP), 2016-2021 প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও, Biodiversity National Asseessment 2015 প্রণয়ন এবং জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত Clearing House Mechanism (CHM) বা ওয়েব-বেইজড তথ্যভান্ডার তৈরি করা হয়েছে। 'বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন,২০১৭' প্রণয়ন করা হয়েছে।

দেশের মূল্যবান জীবসম্পদ সংরক্ষণে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০২০ এর আওতায় বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। এ কর্মপরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো:

- **প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা সংরক্ষণ** (Ecologically Critical Area-ECA): প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১৬ জারি করা হয়েছে। এ পর্যন্ত দেশের ১৩টি এলাকাকে প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা (ECA) হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমানে খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় উপজেলার বাদনাতলী ইউনিয়ন থেকে উৎপত্তি হয়ে কর্ণফুলী মোহনাতে শেষ হওয়া হালদা নদীকে প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা (ECA) ঘোষণা করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

- **গ্রাম সংরক্ষণ দল গঠনঃ** হাকালুকি হাওর এবং কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্র সৈকত ও সোনাদিয়া দ্বীপ ইসিএ-তে এলাকার জনগণকে সংগঠিত করে সর্বমোট ৭৪টি গ্রাম সংরক্ষণ দল (Village Conservation Group, VCG) গঠন করা হয়েছে, দলগুলোর সদস্যদের মাধ্যমে পরিবেশ-প্রতিবেশ-জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। গ্রাম সংরক্ষণ দলের দপ্তর হিসেবে এবং পরিবেশ-প্রতিবেশ-জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রমসহ এলাকার সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের লক্ষ্যে হাকালুকি হাওরে ৬টি এবং কক্সবাজারে ৪টি সহ মোট ১০টি প্রতিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। কেন্দ্রে সপ্তাহে একটি দিন নির্ধারিত থাকবে এলাকার নারীদের জন্য যেদিন কেবলমাত্র নারীরাই তাদের প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচনার জন্য কেন্দ্রটি ব্যবহার করবেন। প্রতিটি প্রতিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্রে একটি জীববৈচিত্র্য মিউজিয়ামও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

- **ম্যানগ্রোভ বন সৃজন ও সংরক্ষণঃ** কক্সবাজার জেলায় ম্যানগ্রোভ বন (প্যারাবন) সৃজন ও সংরক্ষণ করা হয়েছে। বালিয়াড়ি সংরক্ষণ করা হয়েছে।

- **জলজ বন সৃজন ও সংরক্ষণঃ** হাকালুকি হাওরে ৫০০ হেক্টর জলজ বন সংরক্ষণ এবং ১০ হেক্টর জলজ বন সৃজনের মাধ্যমে হাওরের প্রতিবেশ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হয়েছে। এই বন মাছসহ বিভিন্ন জলজ প্রাণীর নার্সারী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, বর্ষা মৌসুমে জলজ প্রাণীর আবাস্থল ও শুষ্ক মৌসুমে বন্যপ্রাণী এবং স্থানীয় ও পরিযায়ী পাখির নিরাপদ আবাস।
- **বিল-খাল পুনঃখননের মাধ্যমে জলাভূমির অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠাঃ** হাকালুকি হাওরে বিল-খাল পুনঃখননের মাধ্যমে প্রতিবেশ ব্যবস্থা ও মৎস্য সম্পদসহ জলজ সম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ৯টি জলাভূমির অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- **সাবমার্জিবল বাঁধ নির্মাণ ও বাঁধ বরাবর সবুজবেষ্টনী প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গাছের চারা রোপণঃ** প্রবল ঢেউয়ের আঘাত থেকে হাওর এলাকার বসতবাড়ি ও সম্পদ রক্ষার জন্য হাকালুকি হাওরে ১০টি সাবমার্জিবল বাঁধ নির্মাণ ও বাঁধ বরাবর সবুজবেষ্টনী প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জাতিসংঘ জীববৈচিত্র্য সনদের আওতায় গৃহীত কার্টাহেনা প্রোটোকল অন বায়োসেফটি (জীবনিরাপত্তা চুক্তি)-এর অংশীদার। চুক্তির বাধ্যবাধকতা পরিপূরণের লক্ষ্যে জাতীয় জীবনিরাপত্তা কর্মকাঠামো (National Biosafety Framework) বাস্তবায়নে উন্নয়ন কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা বিধিমালা ২০১২ জারি করা হয়েছে।

বনের জীব-বৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণের অংশ হিসাবে ঢাকার অদূরে ‘বঙ্গবন্ধু সাফারী পার্ক, গাজীপুর’ এবং কক্সবাজার এ ‘বঙ্গবন্ধু সাফারী পার্ক, কক্সবাজার’ নামে দুইটি বণ্যপ্রাণী সাফারী পার্ক এবং চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় ‘শেখ রাসেল এভিয়ারী ইকো-পার্ক’ ছাড়াও ১৭টি জাতীয় উদ্যান, ২০ টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তা ছাড়া শকুন সংরক্ষণের জন্য দুইটি শকুন নিরাপদ এলাকা ঘোষনা করা হয়েছে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে সংরক্ষিত প্রাকৃতিক বনাঞ্চলের গাছ আহরণ বন্ধ রাখা ছাড়াও সৃজিত বনায়নের পুরাতন গাছ আহরণ বন্ধ রাখা হয়েছে। সরকারি খাস জমির প্রাকৃতিক গাছ আহরণ নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। বন্যপ্রানী নিধন ও পাচার এবং ক্রয় ও বিক্রয় রোধে পুলিশ,কাষ্টমস, কোস্টগার্ড ও বনবিভাগ সম গঠিত বন্যপ্রাণি ক্রাইম কন্ট্রোল ইউনিট কার্যকরী ভূমি পালন করছে। বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২ এর ধারা ২০(১) এর ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড এলাকায় ১,৭৩৮.০০ বর্গকিলোমিটার এর মেরিন প্রটেকক্টেড এরিয়া হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

সুন্দরবনে জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশ দীর্ঘমেয়াদে টেকসই রাখার মাধ্যমে সুন্দরবনের পর্যটন আকর্ষণ ক্ষমতা যাতে আবহমান কাল রক্ষা করা যায় সেই লক্ষ্যে যথেচ্ছ ভ্রমণের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা আবশ্যক। সুন্দরবনে পর্যটকদের সংখ্যা কোনভাবেই যেন বহন ক্ষমতাকে অতিক্রম করতে না পারে তার জন্য সুন্দরবন ভ্রমণ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ক্যামেরা ট্রাপিং পদ্ধতিতে সুন্দরবনের টাইগার এস্টিমেট করা হয়েছে। কুমির এবং হাতির এস্টিমেটও করা হয়েছে। কুমির ও হাতি সংরক্ষণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট প্রাকৃতিক বনকে আগামী প্রজন্মের জন্য রক্ষা করা এবং বিদ্যমান জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য ২১টি সংরক্ষিত বনাঞ্চল এলাকায়বন ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে বন সংরক্ষণ প্রক্রিয়া অধিক কার্যকর করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে এবং সামাজিক বনায়নের অধিক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা হয়েছে। রক্ষিত এলাকাসমূহের প্রবেশ ফি হতে অর্জিত আয়ের ৫০ শতাংশ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন ও ল্যান্ডস্কেপ উন্নয়নে বরাদ্দ করা হচ্ছে।

ওজোনস্তর সংরক্ষণ

বাংলাদেশ ১৯৯০ সালের ২ আগস্ট মন্ট্রিল প্রটোকল স্বাক্ষর করে এবং প্রটোকলের লন্ডন, কোপেনহেগেন, মন্ট্রিল ও বেইজিং সংশোধনীসমূহ যথাক্রমে ১৯৯৪, ২০০০, ২০০১ ও ২০১০ সালে অনুমোদন করে। প্রটোকলের শর্তানুযায়ী ওজোন ক্ষয়কারী সিএফসি-এর পর্যায়ক্রমিক নিয়ন্ত্রণ ১৯৯৯ সালের ১লা জুলাই থেকে শুরু হয়েছে এবং ২০১০ সালে তা শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনা হয়েছে।বর্তমান প্রটোকল অনুযায়ি এইচসিএফসি ফেইজ আউটের লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। ১৯৯৬ সালে ‘ওজোন সেল’ গঠন করা হয়েছে এবং মন্ট্রিল প্রটোকল মাল্টিলেটারেল ফান্ডের আর্থিক সহায়তায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। সরকার ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের ব্যবহার বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছে।

...ত বছরগুলোতে ওজোনস্তর রক্ষায় গৃহীত কার্যক্রমসমূহঃ

- ওডিএস এর আমদানি ও ব্যবহার এর পর্যায়ক্রমিক হ্রাসের জন্য ‘ওজোনস্তর ক্ষয়কারী

দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০০৪’ জারি করা হয়েছে যা সেপ্টেম্বর, ২০১৫ সময়ে সংশোধিত হয়েছে;

- ওজন স্তর রক্ষায় বর্তমানে পরিবেশ অধিদপ্তরে ‘রিনিউয়াল অব ইনষ্টিটিউশনাল স্ট্রেনদেনিং ফর দি ফেজ আউট অব ওজোন ডিপেস্নটিং সাবস্টেন্সেস (ফেজ-৭)’ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশে মন্ট্রিল প্রটোকল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরে গঠিত ওজোন সেলের কর্মকান্ড অব্যাহত রাখার জন্য এবং কান্ট্রি প্রোগ্রাম-এ বর্ণিত ওজোন ক্ষয়কারী দ্রব্যসামগ্রীর আমদানী ও ব্যবহার পর্যায়ক্রমিক হ্রাস করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে।
- ‘ইমপ্লিমেনটেশন অব এইচসিএফসি ফেজ-আউট ম্যানেজমেট প্লান ইউএনইপি- কম্পোন্যান্ট (স্টেজ-১)’ প্রকল্পের মাধ্যমে মন্ট্রিল প্রটোকল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রিফ্রিজারেশন সেক্টরে কর্মরত টেকনিশিয়ানদের প্রশিক্ষণ প্রদান; সার্ভিসিং সেক্টরে কর্মরত টেকনিশিয়ানদের জন্য Code of Practice প্রণয়ন ও বিতরণ; ওডিএস এর আমদানি-রফতানি নিয়ন্ত্রণ ও চোরাচালান রোধের জন্য কাস্টমস ও সংশ্লিষ্ট আইন বাস্তবায়নকারী সংস্থার কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রয়োজনীয় Identifier সরবরাহ এবং ওজোনস্তর ক্ষয়রোধের লক্ষ্যে আমদানিকারক, ব্যবহারকারী ও জনগণের মধ্যে প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং

পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং মূলত ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান খাতের নীতি নির্ধারণী উদ্যোগ, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান গুলোর পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং কার্যক্রমের তদারকী, বিভিন্ন ধরনের পরিবেশবান্ধব পণ্য/খাতের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পুণঃঅর্থায়ন সুবিধা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলী। বাংলাদেশ ব্যাংক জানুয়ারি ২০১১ এ সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য পরিবেশ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার গাইডলাইন্স জারি করে যা বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং সংক্রান্ত প্রথম নীতি নির্দেশনা। ২০১৬-১৭ অর্থব (ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগু সর্বমোট ২৫৩.১৫ বিলিয়ন টাকা পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন করেছে, তার মধ্যে প্রত্যক্ষ পরিবেশবান্ধব অর্থায়নের পরিমাণ ১৭.৮৮ বিলিয়ন টাকা। উল্লিখিত সময়ে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান গুলো ৩৮,১২৭টি রেটিংকৃত প্রকল্পের মধ্যে ৩৩,০৪৫টি প্রকল্পে মোট ১,০৬৬.০৯ বিলিয়ন টাকা অর্থায়ন করেছে।

২২৪

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে টেকসই ব্যাংকিং এর মাধ্যমে আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং ও সিএসআর কার্যক্রম সমন্বিতভাবে এবং অধিকতর ফলপ্রদ ও দক্ষতার সাথে পরিচালনার লক্ষ্যে সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ইউনিট নামে একটি সমন্বিত ইউনিট গঠন, কর্মপরিধি ও সামগ্রিক সাংগঠনিক কাঠামো সুনির্দিষ্টকরণের লক্ষ্যে নির্দেশনা জারি করা হয়;ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান গুলোর অর্থায়নের সময় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ঋণগ্রহীতা কর্তৃক বাধ্যতামূলকভাবে ইটিপি স্থাপন ও চালু রাখার বিষয়টি আবশ্যিকভাবে নিশ্চিতকরণের জন্য নির্দেশনা জারি করা হয়। সৌর শক্তি, বায়ো-গ্যাস প্লান্ট, এফলুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট এর মতো পরিবেশবান্ধব পণ্য/খাতের অর্থায়নের পথ সুগম করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক নিজস্ব তহবিল হতে ২০০৯ সালে পরিবেশবান্ধব পণ্য/খাতের জন্য ২ বিলিয়ন টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কীম তৈরি করে।

‘নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও পরিবেশবান্ধব অর্থায়নযোগ্য খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম’ এর আওতায় ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থায়নের বিপরীতে মোট ৭টি গ্রিন প্রোডাক্ট/পণ্যে - সোলার হোম সিস্টেম, বায়োগ্যাস, কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধন প্লান্ট (CETP), Hybrid Hoffman Kiln (HHK) প্রযুক্তি সম্পন্ন ইট প্রস্তুত, স্লারি হতে জৈবসার প্রস্তুত, কারখানার কর্মপরিবেশ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং কেঁচো কম্পোস্ট সার উৎপাদনে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

বন সংরক্ষণ

বন সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনা বন অধিদপ্তরের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট বনভূমির আয়তন ১.৬০ মিলিয়ন হেক্টর। এর মধ্যে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট ১.৪০ মিলিয়ন হেক্টর এবং অবশিষ্ট প্রায় ০.২০ মিলিয়ন হেক্টর উপকূলীয় অঞ্চলে কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট। এছাড়াও দেশের সর্বত্র প্রায় ০.৭৭ মিলিয়ন হেক্টর বসতবাড়ি এবং প্রান্তিক পতিত ভূমি বৃক্ষাচ্ছাদনে আবৃত। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর যোগিতায় অংশীদারিত্ব ভিত্তিক বন ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া র্তনের মাধ্যমে বর্তমানে বন ব্যবস্থাপনার প্রভূত উন্নয়ন ঘটেছে। দেশে বৃক্ষাচ্ছাদিত এলাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বন মহাপরিকল্পনা ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০৩৫ সালের মধ্যে দেশের ২০ শতাংশ ভূমি বনাচ্ছদনের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সারণি ১৫.৩ এ সার্ক দেশসমূহের বনভূমির পরিমাণের তুলনামূলক চিত্র দেয়া হলোঃ

সারণি ১৫.২ঃ সার্ক দেশসমূহের বনভূমির পরিমাণের তুলনামূলক চিত্র/পরিসংখ্যান

ক্রঃ নং	দেশের নাম	মোট ভূমির পরিমাণ (বর্গ কিঃমিঃ)	মোট বনভূমির পরিমাণ (বর্গ কিঃমিঃ)	বনভূমি কভারেজ (%)
১.	আফগানিস্তান	৬,৫২,৮৬০	১৩,৫০০	২.০১
২.	বাংলাদেশ	১,৩০,১৭০	১৪,২৯০	১১.০০
৩.	ভুটান	৩৮,১১৭	২৭,৫৫০	৭১.৮০
৪.	ভারত	২৯,৭৩,১৯০	৭,০৬,৮২০	২৩.৭০
৫.	পাকিস্তান	৭,৭০,৮৮০	১৪,৭২০	২.০০
৬.	মালদ্বীপ	৩০০	১০	৩.৩০
৭.	নেপাল	১,৪৩,৩৫০	৩৬,৩৬০	২৫.৪০
৮.	শ্রীলংকা	৬২,৭১০,	২০,৭০০	৩৩.২০

উৎসঃ http://data.worldbank.org/indicator,২০১৫

দেশের বনজ সম্পদের ঘাটতি পূরণ, কাঠভিত্তিক শিল্প কারখানার কাঁচামাল সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, জীববৈচিত্র্য, পরিবেশ ও বন্যপ্রাণি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং জনগণের চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা জোরদার তথা সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বন অধিদপ্তর ইতোমধ্যেই বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন, প্রশিক্ষণ প্রদান ও কৃষি উৎপাদনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১২টি চলতি উন্নয়ন প্রকল্প (৯টি বিনিয়োগ প্রকল্প ও ৩টি কারিগরি প্রকল্প) বন অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন আছে যার অনুকূলে এডিপি বরাদ্দ ২৫৯.২০ কোটি টাকা। এছাড়া বরাদ্দবিহীনভাবে ১২ টি প্রকল্প এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত আছে। অনুমোদিত প্রকল্পসমূ[illegible] অনুকূলে জুলাই, ২০১৬ হতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত [illegible] হয়েছে ১৫১.৯৮ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৫৯ শতা[illegible]।

সামাজিক বনায়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত কার্যক্রম

সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম একটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম যা গ্রামীণ জনপদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সেই সাথে সামাজিক বনায়ন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা,জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত প্রশমন ও অভিযোজনে এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বন অধিদপ্তরের বিভিন্ন বিনিয়োগ প্রকল্পের এবং কর্মসূচির আওতায় ৭,৬৯৪ হেক্টর ব্লক বাগান, ৮৬৯কি.মি. স্ট্রিপ বাগান এবং ৩৩.২২ লক্ষ চারা উত্তোলন করা হয়েছে।

সামাজিক বনায়ন বিধিমালা (২০০৪) সংশোধন করে উপকারভোগীদের লভ্যাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং সরকারি বনে উপকারভোগীদের বিনিয়োগের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সৃজিত সামাজিক বনায়ন হতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ অংশীদারদের মধ্যে বিতরণ অব্যাহত আছে। উল্লেখ্য, সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির সাথে ৫ লক্ষ এর বেশি উপকারভোগীকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে । এ কার্যক্রমটি সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি কর্মসূচিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। মহিলাদেরকে স্বাবলম্বী ও স্বনির্ভর হতে সহায়ক ভূমিকা পালনের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ও নারীর ক্ষমতায়নে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি ব্যাপক অবদান রাখছে।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম দেশের উদ্ভিদ সম্পদের উপর ট্যাক্সোনমিক গবেষণায় নিয়োজিত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য হল ফিল্ড সার্ভের মাধ্যমে কৃষিজ, বনজ, ভেষজ, ক্ষয়িষ্ণু ও বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদসহ সকল প্রকার বৃক্ষলতা প্রজাতির নমুনা সংগ্রহ, সনাক্তকরণ, সংরক্ষণ ও সংগৃহীত উদ্ভিদ সম্পদের ডাটাবেজ প্রস্তুত করা। হারবেরিয়াম কর্তৃক দেশের উদ্ভিদ সম্পদের তথ্য সম্বলিত পুস্তিকা "ফ্লোরা অব বাংলাদেশ" সিরিজ প্রকাশ করা হয়ে থাকে। দেশের ভেষজ সম্পদ, উদ্ভিদবিদ্যার চর্চা এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য বৃক্ষসম্পদের গবেষণা ও উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং দেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে হারবেরিয়াম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সঠিক ও সুষ্ঠু পরিচর্যার মাধ্যমে এসকল উদ্ভিদ নমুনা জাতীয় সম্পদ হিসেবে যুগ যুগ ধরে হারবেরিয়ামে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে।

[illegible]লাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম ২০১৬-১৭ অর্থবছরে [illegible]য়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত সময়ে উদ্ভিদ সমীক্ষা কার্যক্রম (Botanical Survey Activities), উদ্ভিদ সনাক্তকরণ

(Plant Identification), উদ্ভিদ নমুনা সংরক্ষণ (Plant Specimen Preservation), সনাক্তকরণকৃত উদ্ভিদের ডাটাবেজ তৈরিকরণ, Flora of Bangladesh প্রকাশনা কার্যক্রম, উদ্ভিদ প্রজাতিকে বাংলাদেশের জন্য নতুনভাবে নথিভুক্তকরণ (New Record) ইত্যাদি কার্যাবলী বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে “রেড ডাটা বুক অব ভাসকুলার প্লান্টস অব বাংলাদেশ, ভলিউম-৩” প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। ‘সার্ভে অব ভাস্কুলার ফ্লোরা অব চিটাগাং এন্ড দ্য চিটাগাং হিল ট্রাক্টস্’’ শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান আছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

পৃথিবীর দুর্যোগ প্রবণ দেশ সমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। এ দেশের দুর্যোগ সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ১৯৭০, ১৯৯১ এর ঘূর্ণিঝড়, ২০০৭ এর প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় সিডর, ২০০৯ এর ঘূর্ণিঝড় আইলা, ২০১৩ এর মহাসেন এবং ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৪ ও ২০০৭ সালের ভয়াবহ বন্যা । দেশের জনগণের দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস এবং দুর্যোগ উত্তর পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়নে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সরকারের অন্যতম ‘ভিশন’ হচ্ছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সার্বিক সক্ষমতা শক্তিশালী করণের মাধ্যমে জনগণ বিশেষ করে দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি হ্রাস এবং বড় মাত্রার দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষম একটি জরুরি সাড়া প্রদান পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি একটি দুর্যোগ সহনশীল দেশ গড়ে তোলা।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় গৃহীত পদক্ষেপ/ব্যবস্থা

(ক) প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ/ব্যবস্থা

- প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবেলায় ত্রাণ ও পুনর্বাসন নির্ভর পদ্ধতির পরিবর্তে একটি যুগোপযোগী ও সমন্বিত সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার আওতায় ঝুঁকি হ্রাস ও প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

- আইসিটি নির্ভর মাইক্রোজোনেশন ম্যাপ ভূমিকম্পের ঝুঁকিমুক্ত নগরায়নের কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ভুমিকম্পজনিত বিপদাপন্নতা এবং ঝুঁকি বিবেচনা করে দেশের বড় তিনটি শহর যথাঃ ঢাকা, চট্রগ্রাম ও সিলেট এর মাইক্রোজোনেশনম্যাপ তৈরি করা হয়ে দেশের ঝুঁকিপূর্ণ আরো ৬টি শহর যথাঃ ময়মনসিংহ, টাংগাইল, বগুড়া, দিনাজপুর, রাজশাহী এবং রংপুরের মাইক্রোজোনেশন ম্যাপ তৈরিকরা হয়েছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটের সকল বিল্ডিং এর ওপর জরিপ করে একটি ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে।

২২৬

(খ) আইন,নীতি,বিধি ও চুক্তি সংক্রান্ত পদক্ষেপ/ব্যবস্থা

- দুর্যোগের কার্যকর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত এবং দুর্যোগের ঝুঁকি প্রশমনের লক্ষ্যে এর ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি, জাতীয় ও স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়ণ ও বাস্তবায়ন, দুর্যোগ ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর জীবন, সম্পদ ও মৌলিক অধিকার রক্ষার চাহিদা পূরণকল্পে যথাযথ আইনি কাঠামো দেয়ার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে;

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে প্রতিপালন এবং নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা তৈরির উদ্দেশ্যে ১৯৯৭ সালে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী প্রণীত হয়। উক্ত স্থায়ী আদেশাবলীতে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় ভূমিকম্প, সুনামি ও অগ্নিকান্ডের মত আপদগুলো অন্তর্ভূক্ত করে ২০১০ সালে স্ট্যান্ডিং অর্ডাস অন ডিজাস্টার্স (এসওডি) সংশোধন করা হয়। সম্প্রতি বজ্রপাত-কে অন্তভুর্ক্ত করে এসওডি’র সংশোধন করা হচ্ছে;

- উপকূলীয় এলাকায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিভাগ/সংস্থা/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্মিত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রগুলো ব্যবহার উপযোগী রাখা, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের জন্য ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১১ অনুমোদন করা হয়;

- জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ প্রকাশ করা হয়েছে;

- বাংলাদেশ Asian Disaster Reduction Centre (ADRC), Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System (RIMES), Asian Ministerial Conference on Disaster Reduction (AMCDR) এবং INSARAG

(International Search and Rescue Advisory Group) এর সদস্যভুক্ত হয়েছে।

(গ) পরিকল্পনা প্রণয়ন সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপ/ব্যবস্থা

- জাপানের সেনদাইনগরীতে ২০১৫ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সংক্রান্ত বিশ্বসম্মেলনে ১৮৭টি দেশের উপস্থিতিতে "সেনদাই ফ্রেম ওয়ার্ক ফর ডিজাষ্টার রিস্করিডাকশন" গৃহীত হয়। উক্ত ফ্রেম ওয়ার্ক অনুযায়ী বাংলাদেশের জন্য এ্যাকশন প্লান তৈরির কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় SAARC সদস্য রাষ্ট্রগুলোর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি ও পরিকল্পনা সমন্বিতকরণের মাধ্যমে সার্ক প্লান অব এ্যাকশন ফর ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট (SAARC Plan of Action for Disaster Management) তৈরিতে সহায়তা করছে;

- ২০১০ থেকে ২০১৫ সালের জন্য প্রণীত জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার মধ্যবর্তী মূল্যায়নের কাজ শেষ হয়েছে। এর উপর ভিত্তি করে পরবর্তী জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) প্রণয়ন করা হচ্ছে।

- ভূমিকম্পসহ দুর্যোগ পরবর্তী অবস্থা থেকে দ্রুত উত্তরণের জন্য জাতীয় কন্টিনজেন্সী প্লান তৈরি করা হয়েছে। দ্রুত সাড়া প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, আর্মড ফোর্সেস ডিভিশন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি), ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন এবং বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান, বিদ্যুৎ, তিতাস, টিএন্ডটি, ওয়াসা এর কন্টিনজেন্সী প্লান প্রণয়ন করা হয়েছে।

- দেশের দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলের জলোচ্ছ্বাস জনিত বন্যার স্থানভিত্তিক গভীরতার তথ্য নির্ভর ইনআনডেশন ম্যাপ/রিস্ক ম্যাপ ফর স্টর্মসার্জ তৈরি করা হয়েছে। আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণে ঝুঁকি মানচিত্র হতে এ সকল এলাকার ঘর-বাড়ির ভিটা কতটুকু উঁচু করতে হবে এবং রাস্তা বা অন্যান্য অবকাঠামো কতটুকু উঁচু করতে হবে তার ধারণা পাওয়া যাবে।

- কার্যকর দুর্যোগ মোকাবেলার লক্ষ্যে বাংলাদেশে Incident Management System সংক্রান্ত গাইডলাইন প্রণয়নের কাজ চলছে। এছাড়া Debris Management গাইডলাইন প্রয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। এছাড়া ভূমিকম্প পরবর্তী ধ্বংসাবশেষ অপসারণের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট সিটির জন্য পৃথক Debris Management Plan, Debris Management Guidelines ও Dead Body Management Plan এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।

(ঘ) সচেতনতা ও শিক্ষামূলক পদক্ষেপ/ব্যবস্থা

- ছাত্রছাত্রীদের দুর্যোগ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ৩য় শ্রেণি হতে দ্বাদশশ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধ্যায় সংযুক্ত করা হয়েছে;

- দুর্যোগ ব্যবস্থপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে মোট ৪১টি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ কারিকুলামে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এরই মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেসনালস্ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ের উপর অর্নাস ও মাষ্টার্স কোর্স চালু করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ২৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্যোগ বিষয়ক মাস্টার্স/ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হয়েছে।

- সরকারি ও বেসরকারি (NGO) প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সমতা ও সমন্বয় আনয়নের লক্ষ্যে Harmonized Training Module এবং প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হয়েছে।

(ঙ) প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপ/ব্যবস্থা

- দুর্যোগকালীন সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে মূল দায়িত্ব পালনকারী বিভিন্ন সংস্থা যেমন, বাংলাদেশ পুলিশ, আনসার ও ভিডিপি, কারারক্ষী, বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (বিএনসিসি)-এর সদস্যদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

- ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং বিভিন্ন এনজিও (যেমনঃ নারী কনসোর্টিয়াম, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ, এ্যাকশন এইড-র

সহযোগিতায় দেশের বিভিন্ন জেলায় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও)-দের জন্য ১৪-১৬ জানুয়ারি ২০১৬ Solar Photoboltaic System and Application শীর্ষক প্রায়গিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শক্তি ইনস্টিটিউট এই প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে।
- জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তাদের (ডিআরআরও) সম্মেলনে সারাদেশ হতে আগত কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষণ ও মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করে
- ডিআরআরও এবং উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) সহমোট ৭৫ জন প্রশিক্ষণার্থীকে দুই মাস ব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিটি ১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ হতে শুরু হয়েছে। এ প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে।
- **ECRRP-D1** প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬৪টি জেলায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের মোট ৩,২০০ কর্মচারিকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- **ECRRP-D1** প্রকল্পের আওতায় Damage and Need Assessment (DNA) Cellস্থাপন করা হয়েছে এবং দেশের ৬৪টি জেলার জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা এবং উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাদের SoS এবং D-Form Online এ পূরণ করার নিমিত্ত DNA Software এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- **ECRRP-D1** প্রকল্পের আওতায় Multi Hazard Risk and Vulnerability Assessement (MRVA) Cell স্থাপন করা হয়েছে। দেশব্যাপি ৮টি বড় ধরনের আপদের (বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস, ভূমিকম্প, সুনামি, ভূমিধস, খরা, প্রযুক্তিগত ও স্বাস্থ্যগত) বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি ম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে ।

(চ) দুর্যোগ প্রশমন,যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও অবকাঠামো উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপ/ব্যবস্থা

- ভূমিকম্পসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে উ কার্যক্রম পরিচালনায় যন্ত্রপাতি ক্র... ‘Procurement of Equipment for Search & Rescue Operation on Earthquake and Other Disasterss’ প্রকল্পের ২য় ফেজে ১৫৩.৫২ কোটি টাকা ব্যয়ে রেসকিউ ভেহিকেল, পিকআপ, রিচার্জেবল সার্চলাইট, ফোল্ডেবল ষ্ট্রেচার, বডিব্যাগ, ফেস/গ্যাসমাস্ক, রেসকিউ ইক্যুইপমেন্ট ফর ভলান্টিয়ার্স ও সার্চ ক্যামেরা ইত্যাদি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া ECRRP-D1 প্রকল্পের আওতায় উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় জরুরী সাড়া প্রদানের জন্য ১২ টি পিকআপ ভ্যান, সিডর বিধ্বস্ত ১২টি জেলা ও ৩৫টি উপজেলায় ব্যবহারের জন্য মেগাফোন সাইরেন সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া ৬টি ওয়াটার এ্যাম্বুলেন্স, ১২টি স্মল মেরিন রেসকিউ বোট এবং ৪টি Rough Sea Aquatic Search & Rescue Boat ক্রয় করে উপকূলীয় ১২টি জেলা প্রশাসন, কোষ্ট গার্ড ও র‌্যাব-কে দেয়া হয়েছে। ১৩টি স্যাটেলাইট ফোন ক্রয় করা হয়েছে, যা উপকূলীয় ১৩টি জেলা প্রশাসনে হস্তান্তর করা হবে।
- ঢাকা ও সিলেট শহরে আরবান রেজিলিয়েন্ট প্রকল্পের আওতায় ভূমিকম্পজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে ১২০ কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৮১ কোটি টাকা জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং উদ্ধার ও অনুসন্ধান কার্যের সঙ্গে সম্পৃক্তদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যয় করা হবে। অবশিষ্ট অর্থ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ইনষ্টিউট স্থাপন ও NDRCC শক্তিশালী করণ খাতে ব্যয় করা হবে। ইতিমধ্যে এ প্রকল্পের আওতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে স্থাপিত NDRCC শক্তিশালী করণের কাজ চলছে এবং NDMRTI- এর কার্যক্রম শুরু হয়ে গেছে।
- বাংলাদেশের উপকূলীয় খুলনা ও বরিশাল বিভাগের ৬টি জেলার ১৯টি উপজেলায় দুর্যোগকালীণ এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে লবনাক্ত পানির পরিবর্তে নিরাপদ লবনাক্ততামুক্ত খাবার পানি সরবরাহের লক্ষ্যে জাপান সরকারের ১৮৯০৫.৬০ লক্ষ টাকা অনুদানে ‘প্রকিউরমেন্ট অব স্যালাইন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (২ টন মাউন্টেড)’ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় লবনাক্ত পানি পরিশোধনের জন্য ৩০টি স্যালাইন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট সংগৃহীত

হয়েছে, যার প্রতিটি ২ টন ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন ট্রাকের উপরে স্থাপিত।

- **ছোট ছোট ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণঃ** গ্রামীণ রাস্তায় জলাবদ্ধতা দূর করা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠির সম্পদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ৬১টি জেলার ৪৯০টি উপজেলায় ৪,৮০৪টি (৪৭,৫৩০মিঃ) ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। চলমান ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৫,৬৪৬টি সেতু/কালভার্ট নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। জানুয়ারি, ২০১৬ হতে শুরু হয়ে প্রকল্পটি জুন ২০১৯ পর্যন্ত চলবে এবং সর্বমোট ১২,৯৯৩টি সেতু/কালভার্ট নির্মাণ করা হবে। পৃথক প্রকল্পের মাধ্যমে বিগত পাঁচ বছরে পার্বত্য এলাকায় ৫০৭টি ছোট ছোট (১২ মিটার পর্যন্ত) ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১৬ বছরে সমাপ্ত এ প্রকল্পে ৩টি পাবর্ত্য জেলার ২৫টি উপজেলায় ১৯৬টি ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে।

- 'উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (২য়পর্যায়)' প্রকল্পের আওতায় উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় দুর্যোগকালে দরিদ্র ও সহায় সম্বলহীন জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ আশ্রয় প্রদান; গবাদি পশু এবং গৃহস্থলীর মূল্যবান সম্পদ ও অন্যান্য দ্রব্য-সামগ্রী দুর্যোগের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা এবং দুর্যোগকালীন সময় ব্যতীত অন্যান্য সময়ে আশ্রয়কেন্দ্র গুলোতে শিক্ষা কার্যক্রম ও অন্যান্য জনহিতকরণ কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত ১৬টি জেলার ৮৬টি উপজেলায় সর্বমোট ২২০টি আশ্রয়কেন্দ্র ৫৩৩.১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি জুলাই, ২০১৬ হতে শুরু হয়েছে এবং জুন ২০১৯ পর্যন্ত চলবে।

- বন্যা প্রবণ ও নদী ভাঙ্গন এলাকার দরিদ্র ও সহায় সম্বলহীন জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ আশ্রয় প্রদানের নিমিত্ত 'বন্যা প্রবণ ও নদী ভাঙ্গন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)' আওতায় এর ৪৩টি জেলার ১৫৪টি উপজেলায় সর্বমোট ১৫৬টি আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে। ইতোম ৮৪টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ স[illegible]ন হয়েছে। অবশিষ্ট ৭২টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের কাজ গড়ে ৭৫ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। জুন, ২০১৭ এর মধ্যে এগুলো সম্পন্ন হবে।

দুর্যোগ পূর্ববর্তী সতর্কীকরণ সংকেত এবং জরুরি সাড়া প্রদান কার্যক্রমসমূহ

বাংলাদেশ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি প্রবণ দেশ। এরমধ্যে ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা অন্যতম। আগাম সর্তকবার্তা দুর্যোগের ঝুঁকি বা ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে অত্যন্ত সহায়ক। দুর্যোগের আগাম বার্তা প্রদানে ক্রমান্বয়ে অগ্রগতির কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগে অতীতের চেয়ে বর্তমানে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি তুলনামূলক ভাবে অনেক হ্রাস পেয়েছে। এ লক্ষ্যে নিম্নেবর্ণিত তিনটি পদ্ধতিতে দুর্যোগ বার্তা প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

ক) দুর্যোগের আগাম বার্তা ওয়েবসাইট, ই-মেইল এর মাধ্যমে প্রচার করা হয়। এজন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের সাথে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের ওয়েবসাইটের লিংক স্থাপন করা হয়েছে।

(খ) ইন্টারেকটিভ ভয়েস রেসপন্স (IVR)ঃ আবহাওয়া ও দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্য ও আগাম সতর্ক বার্তা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সর্ব সাধারণের মধ্যে পৌঁছে দেয়ার জন্য দেশের সকল মোবাইল অপারেটরের মাধ্যমে Interactive Voice Response (IVR) সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে যেকোন মোবাইল ফোন থেকে ১০৯৪১ কোড ডায়াল করে তারপর ১ ডায়াল করলে সমুদ্রগামী জেলেদের জন্য আবহাওয়া বার্তা; ২ ডায়াল করলে নদীবন্দর সমূহের জন্য সতর্ক বার্তা; ৩ ডায়াল করলে দৈনন্দিন আবহাওয়া বার্তা; ৪ ডায়াল করলে ঘূর্ণিঝড়ের সতর্ক সংকেত এবং ৫ ডায়াল করলে নদ/নদীর পানি হ্রাস ও বৃদ্ধির অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য অবহিত হওয়া যাবে।

(গ) মোবাইল ক্ষুদ্র বার্তা বা Short Message Service (SMS)ঃ মোবাইল ক্ষুদ্র বার্তা মন্ত্রণালয়ের- (১) দুর্যোগের সকল কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত, (২) অভ্যন্তরীণ সতর্কীকরণ বার্তা প্রচার কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং (৩) গণসচেতনতা ও প্রচার মাধ্যমের সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণের মধ্যে সমন্বয় সাধন [illegible]তে সহায়তা করে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে ওয়েবসাইট [illegible]হার করে যে কোন ক্ষুদ্র বার্তা যে কোন মোবাইল ব্যবহারকারীকে খুব অল্প সময়ে পাঠানো সম্ভব। এ লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর হতে জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও সদস্য- সচিবদের নিকট

প্রয়োজনানুযায়ী দুর্যোগকালীন/পরবর্তী সময়ে সচেতনতা মূলক বার্তা (SMS) প্রেরণ করা হয়।

৬৪টি জেলা ও ৪৮৫টি উপজেলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে অত্যাধুনিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্র (ডিএমআইসি) স্থাপন করা হয়েছে।

এখানে ওয়েববেজড এপলিকেশনের মাধ্যমে দুর্যোগ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত তথ্য সেবা পাওয়া যা যেমনঃ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের তথ্য, দুর্যোগের ঝু।ক মানচিত্র, ঘূর্ণিঝড়ের ও জলোচ্ছ্বাসের সম্ভাব্য প্লাবিত

এলাকার মানচিত্র, সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের ডাটাবেজ ও ই-লাইব্রেরি ইত্যাদি তথ্য সেবা অনলাইনে পাওয়ার ব্যবস্থা আছে।

পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১.১: সামষ্টিক অর্থনীতির নির্দেশিকাঃ ২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১ পর্যন্ত

(ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬)

(বিলিয়ন টাকা)

	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১
চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি	৪৮২৩.৪	৫৪৯৮.০	৬২৮৬.৮	৭০৫০.৭	৭৯৭৫.৪	৯১৫৮.৩
স্থিরকৃত মূল্যে জিডিপি	৪৮২৩.৪	৫১৬৩.৮	৫৪৭৪.৪	৫৭৫০.৬	৬০৭১.০	৬৪৬৩.৪
স্থিরকৃত মূল্যে জিডিপির প্রবৃদ্ধি (%)	৬.৬৭	৭.০৬	৬.০১	৫.০৫	৫.৫৭	৬.৪৬
চলতি বাজার মূল্যে মাথাপিছু জিডিপি (টাকা)	৩৪,৫০২	৩৮,৭৭৩	৪৩,৭১৯	৪৮,৩৫৯	৫৩,৯৬১	৬১,১৯৮
জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	১৩৯.৮	১৪১.৮	১৪৩.৮	১৪৫.৮	১৪৭.৮	১৪৯.৭
ভোগ						
মোট	৩,৭৮৯.৪	৪,৩৫৭.৩	৫,০৮০.৪	৫,৬১৭.১	৬,৩১৫.৭	৭,২৬৯.৭
সরকারি	২৬২.৪	২৯৪.৭	৩২৫.৫	৩৫৯.১	৪০৪.৮	৪৬৬.৮
বেসরকারি	৩,৫২৭.০	৪,০৬২.৬	৪,৭৫৪.৯	৫,২৫৮.০	৫,৯১০.৯	৬,৮০২.৮
সঞ্চয়						
দেশজ সঞ্চয়	১,০৩৪.০	১,১৪২.৪	১,২১০.৪	১,৪৩৯.০	১,৬৬৫.১	১,৮৯৭.৬
জাতীয় সঞ্চয়	১,৩৪২.৬	১,৫৩৫.০	১,৭৫১.০	২,০২২.১	২,৩৫৩.৭	২,৬৫৩.৭
বিনিয়োগ						
মোট	১,২৬১.০	১,৪৩৯.৩	১,৬৪৭.৩	১,৮৪৭.৭	২,০৯৩.৩	২,৫১১.৩
সরকারি	২৬৮.৩	২৮০.১	২৮২.৮	৩০৪.৪	৩৭২.৮	৪৮১.৫
বেসরকারি	৯৯২.৭	১,১৫৯.২	১,৩৬৪.৫	১,৫৪৩.৩	১,৭২০.৫	২,০২৯.৮
বাজেট/১						
মোট রাজস্ব	৪৪৮.৭	৪৯৪.৭	৬০৫.৪	৬৯১.৮	৭৯৪.৮	৯৫১.৯
কর রাজস্ব	৩৬১.৬	৩৯২.৫	৪৮০.১	৫৫৫.৩	৬৩৯.৬	৭৯০.৫
এনবিআর কর রাজস্ব	৩৪৪.৬	৩৭৪.৮	৪৫৯.৭	৫৩০.০	৬১০.০	৭৫৬.০
এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব	১৭.২	১৭.৭	২০.৪	২৫.৩	২৯.৬	৩৪.৫
কর বহির্ভূত রাজস্ব	৮৬.৯	১০২.২	১২৫.৩	১৩৬.৫	১৫৫.৩	১৬১.৩
মোট ব্যয়	৬১০.৬	৬৬৮.৪	৯৩৬.১	৯৪১.৪	১১০৫.২	১৩০০.১
অনুন্নয়নমূলক ব্যয়/২	৩৭০.৬	৪৪৪.১	৫৭৪.৩	৬৭১.৩	৭৭১.২	৮৩১.৮
উন্নয়নমূলক ব্যয়/৩	২৩৬.৩	২৩৪.৬	২৪৩.৫	২৫৭.০	৩১৮.২	৩৯৬.১
অন্যান্য ব্যয়/৪	৩.৭	-১০.৩	১১৮.৩	১৩.১	১৫.৮	৭২.২
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য (অনুদান ব্যতীত)	-১৬১.৯	-১৭৩.৬	-৩৩০.৭	-২৪৯.৬	-৩১০.৪	-৩৪৮.২
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য (অনুদান সহ)	-১৩৭.১	-১৫২.১	-২৮৬.৮	-২০০.৩	-২৭৩.০	-৩০৬.০
অর্থায়ন/৫	১৬৩.৯	১৬৬.৯	২৪১.২	২৪৯.৬	৩১০.৪	৩৪৮.২
নিট বৈদেশিক অর্থায়ন	৭২.৫	৭৬.০	১০০.২	১০৭.৬	১৩৭.১	১০০.০
অনুদান	৩৬.৬	৪০.৫	৪৮.২	৪৯.৩	৩৭.৪	৪২.২
ঋণ	৬৮.৬	৭১.৭	৯১.৮	১০২.২	১৪৪.৯	১০৯.২
আসল পরিশোধ	-৩২.৭	-৩৬.২	-৩৯.৮	-৪৩.৮	-৪৫.২	-৫১.৪
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	৯১.৪	৯১.০	১৪১.০	১৪২.০	১৭৩.২	২৪৮.২
ব্যাংক ঋণ	৬০.৪	৪৪.২	১০৯.৬	১০৭.০	৮৬.৬	১৮৩.৮
ব্যাংক বহির্ভূত ঋণ	৩১.০	৪৬.৮	৩১.৪	৩৫.০	৮৬.৬	৬৪.৪
আমদানি/৬	৮৯২.২	১৩৪৫.১	১৩৩৬.৫	১৩৯৬.০	১৪৭৯.৭	২৩১৫.০
রপ্তানি/৭	৬৯৮.৪	৯৬২.৭	৯৭০.৮	১০৭২.০	১১২৩.৩	১৬০৭.৯
বাণিজ্য ভারসাম্য/৮	-১৯৩.৮	-৩৮২.৪	-৩৬৫.৭	-৩২৪.১	-৩৫৬.৪	-৭০৭.১
চলতি হিসাবের ভারসাম্য/৯	৫৫.৩	৬৪.৬	৪৬.৬	১৬৬.২	২৫৭.৬	-১২০.০
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (মি. মা. ডলার)/১০	৩৪৮৪	৫০৭৭	৬১৪৯	৭৪৭১	১০৭৫০	১০৯১২
নিট বৈদেশিক সম্পদ/ ১১	২২০.১	৩২৮.৯	৩৭৮.৫	৪৭৯.৩	৬৭০.৭	৭০৬.২
ব্যাপক অর্থ সরবরাহ /১২	১৮১১.৬	২১১৯.৯	২৪৮৮.০	২৯৬৫.০	৩৬৩০.০	৪৪০৫.২
মূল্যস্ফীতির হার/১৩	--	৯.৩৯	১২.৩	৭.৬	৬.৮২	১০.৯১

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও অর্থ বিভাগ।

নোটঃ জাতীয় আয়ের উপাত্তসমূহ প্রকৃত। এক অর্থবছরের খরচ পরবর্তী অর্থবছরে পরিশোধ (চেক ফ্লোট) ও অন্যান্য ভুল-ভ্রান্তি জনিত কারণে বাজেট ঘাটতি ও অর্থায়নের মধ্যে পার্থক্য থাকে। ১/ বাজেটের উপাত্তসমূহের ক্ষেত্রে উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক । ২/ অনুন্নয়নমূলক ব্যয় বলতে অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয় ও অনুন্নয়ন মূলধন ব্যয়ের সমষ্টি বুঝানো হয়েছে। ৩/ উন্নয়নমূলক ব্যয় বলতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (নিজস্ব অর্থায়ন ব্যতীত), এডিপি বহির্ভূত কাবিখা, এডিপি বহির্ভূত প্রকল্প ও রাজস্ব বাজেটের আওতায় পরিচালিত উন্নয়ন কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত। ৪/ অন্যান্য ব্যয়ের মধ্যে নীট খাদ্য হিসাব, ঋণ ও অগ্রিম হিসাব দেখানো হয়েছে। ৫/ অর্থায়নের ক্ষেত্রে উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক। ৬/ উপাত্তসমূহ ভিত্তিবছর ২০০৫-০৬ এর ভিত্তিতে।

পরিশিষ্ট ১.২: সামষ্টিক অর্থনীতির নির্দেশিকাঃ ২০১১-১২ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত

(ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬)

(বিলিয়ন টাকা)

	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি	১০৫৫২.০	১১৯৮৯.২	১৩৪৩৬.৭	১৫১৫৮.০	১৭৩২৮.৬	১৯৫৬০.৬
স্থিরকৃত মূল্যে জিডিপি	৬৮৮৪.৯	৭২৯৯.০	৭৭৪১.৪	৮২৪৮.৬	৮৮৩৫.৪	৯৪৭৫.৪
স্থিরকৃত মূল্যে জিডিপির প্রবৃদ্ধি (%)	৬.৫২	৬.০১	৬.০৬	৬.৫৫	৭.১১	৭.২৪
চলতি বাজার মূল্যে মাথাপিছু জিডিপি (টাকা)	৬৯,৬১৪	৭৮,০০৯	৮৬,২৬৬	৯৬,০০৪	১০৮৩৭৮	১২০৯৩১
জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	১৫১.৬	১৫৩.৭	১৫৫.৮	১৫৭.৯	১৫৯.৮৯	১৬১.৭৫
ভোগ						
মোট	৮,৩১২.৫	৯,৩৪৭.৩	১০৪৬৮.৬	১১৭৯৯.২	১৩০০০.৩	১৪৪৬৩.৮
সরকারি	৫৩১.৮	৬১৩.৪	৭১৭.২	৮১৯.১	১০২১.১	১২৫০.৭
বেসরকারি	৭,৭৮০.৭	৮,৭৩৩.৯	৯৭৫১.৪	১০৯৮০.১	১১৯৭৯.২	১৩২১৩.১
সঞ্চয়						
দেশজ সঞ্চয়	২,২৩৯.৫	২,৬৪২.০	২৯৬৮.২	৩৩৫৮.৮	৪৩২৮.৩	৫০৯৬.৭
জাতীয় সঞ্চয়	৩,১৫০.৫	৩,৬৬০.০	৩৯২৭.০	৪৩৯৮.৮	৫৩৩২.২	৫৯২৫.৯
বিনিয়োগ						
মোট	২,৯৮২.৩	৩,৪০৩.৭	৩৮৩৯.৯	৪৪৭৮.৭	৫১৩৮.৪	৫৯২০.৭
সরকারি	৬০৮.০	৭৯৬.২	৮৭৯.৯	১০৩৪.০	১১৫৪.৯	১৪২০.০
বেসরকারি	২,৩৭৪.২	২,৬০৭.৫	২৯৬০.০	৩৩৪৪.৭	৩৯৮৩.৫	৪৫০০.৭
বাজেট/১						
মোট রাজস্ব	১১৪৮.৯	১৩৯৬.৭	১৫৬৬.৭	১৬৩৩.৭	১৭৭৪.০০	২৪২৭.৫২
কর রাজস্ব	৯৬২.৯	১১৬৮.২	১৩০১.৮	১৪০৬.৭	১৫৫৪.০০	২১০৪.০২
এনবিআর কর রাজস্ব	৯২৩.৭	১১২২.৬	১২৫০.০	১৩৫০.২	১৫০০.০০	২০৩১.৫২
এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব	৩৯.২	৪৫.৭	৫১.৮	৫৬.৫	৫৪.০	৭২.৫০
কর বহির্ভূত রাজস্ব	১৮৬.০	২২৮.৫	২৬৪.৯	২২৭.০	২২০.০	৩২৩.৫০
মোট ব্যয়	১৬১২.১	১৮৯৩.৩	২১৬২.২	২৩৯৬.৭	২৬৪৫.৬৫	৩৪০৬.০৫
অনুন্নয়নমূলক ব্যয়/২	১০০৯.৯	১১০৬.৩	১৩৪৯.১	১৪৯৪.০	১৬৩৭.৫১	২১৫৭.৪৪
উন্নয়নমূলক ব্যয়/৩	৪৫৬.৫	৫৭৭.৫	৬৫১.৪	৮০৪.৮	৯৫৯.০৮	১১৭০.২৭
অন্যান্য ব্যয়/৪	১৪৫.৮	২০৯.৫	১৬১.৭	৯৭.৯	৪৯.০৬	৭৮.৩৪
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য (অনুদান ব্যতীত)	-৪৬৩.৩	-৪৯৬.৬	-৫৯৫.৫	-৭৬৩.০	- ৮৭১.৬৫	- ৯৭৮.৫৩
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য (অনুদান সহ)	-৪১৮.৭	-৪৪৩.৮	-৫৩৬.০	-৭০৬.২	- ৮২১.৩৮	- ৯২৩.৩৭
অর্থায়ন/৫	৪৬৩.৩	৪৯৬.৬	৫৯৫.৫	৭০৬.২	৮২১.৩৮	৯২৩.৩৭
নিট বৈদেশিক অর্থায়ন	১১৮.৬	১৭১.৯	১৮৫.৭	১৫৯.১	১৯৯.৬৩	৩০৭.৮৯
অনুদান	৪৪.৬	৫২.৮	৫৯.৬	৫৬.৭	৫০.২৭	৫৫.১৬
ঋণ	১৪০.৪	১৯৯.৫	২১০.৬	২৩৮.৭	২৭০.৪৭	৩৮৯.৪৭
আসল পরিশোধ	-৬৬.৪	-৮০.৫	-৮৪.৫	-৭৯.৬	-৭০.৮৪	- ৮১.৫৮
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	৩৪৪.৭	৩২৪.৭	৪০৯.৮	৫৪৭.১	৬২১.৭৫	৬১৫.৪৮
ব্যাংক ঋণ	২৯১.২	২৮৫.০	২৯৯.৮	৩১৭.১	৩১৬.৭৫	৩৮৯.৩৮
ব্যাংক বহির্ভূত ঋণ	৫৩.৫	৩৯.৭	১১০.০	২৩০.০	৩০৫.০০	২২৬.১০
আমদানি/৬	২৬৩৪.৬	২৬৮৩.৮	২৮৪২.৪	২৮৪৬.৪	৩১০৮.১	২২৩১.২
রপ্তানি/৭	১৮৯৭.৪	২১২৩.৫	২৩১৩.৪	২৩৮৯.৭	২৬১৭.১	১৭৫২.৫
বাণিজ্য ভারসাম্য/৮	-৭৩৭.২	-৫৬০.৩	-৫২৯.০	-৪৫৬.৬	-৪৯১.০	-৪৭৮.৭
চলতি হিসাবের ভারসাম্য/৯	-৩৫.৪	১৯০.৯	১২০.২	১২০.৪	৩৪২.৯	২২৮.৬
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (মি. মা. ডলার)/১০	১০৩৬৪	১৫৩১৫	২১৫৫৮	২৫০২৫	২৩৬২	২৫৫২
নিট বৈদেশিক সম্পদ/ ১১	৭৮৮.২	১১৩৩.৮	১৬০০.৬	১৮৯২.৩	২৩৩১.৪	২৫২৫.০
ব্যাপক অর্থ সরবরাহ /১২	৫১৭১.১	৬০৩৫.১	৭০০৬.২	৭৮৭৬.১	৯১৬৩.৮	৯৫৭৮.৯
মূল্যস্ফীতির হার/১৩	৮.৬৯	৬.৭৮	৭.৩৫	৬.৪১	৫.৯২	৫.৩৫

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও অর্থ বিভাগ।

নোটঃ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জাতীয় আয়ের হিসাবসমূহ সাময়িক, অন্যান্য বছরের উপাত্তসমূহ প্রকৃত। এক অর্থবছরের খরচ পরবর্তী অর্থবছরে পরিশোধ (চেক ফ্লোট) ও অন্যান্য ভুল-ভ্রান্তি জনিত কারণে বাজেট ঘাটতি ও অর্থায়নের মধ্যে পার্থক্য থাকে। ১/ বাজেটের উপাত্তসমূহের ক্ষেত্রে ২০১৬-১৭-এর উপাত্ত মূল বাজেট ভিত্তিক এবং অন্যান্য অর্থবছরের উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক । ২/ অনুন্নয়নমূলক ব্যয় বলতে অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয় ও অনুন্নয়ন মূলধন ব্যয়ের সমষ্টি বুঝানো হয়েছে। ৩/ উন্নয়নমূলক ব্যয় বলতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (নিজস্ব অর্থায়ন ব্যতীত), এডিপি বহির্ভূত কাবিখা, এডিপি বহির্ভূত প্রকল্প ও রাজস্ব বাজেটের আওতায় পরিচালিত উন্নয়ন কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত। ৪/ অন্যান্য ব্যয়ের মধ্যে নীট খাদ্য হিসাব, ঋণ ও অগ্রিম হিসাব দেখানো হয়েছে। ৫/ অর্থায়নের ক্ষেত্রে ২০১৬-১৭-এর উপাত্ত মূল বাজেট ভিত্তিক এবং অন্যান্য অর্থবছরের উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক। ৬/, ৭/ , ৮/, ৯/, ১১/ ও ১২/ -এ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের উপাত্ত ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত। ১০/-এ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের উপাত্ত ১৯ এপ্রিল ২০১৭ তারিখের। ১৩/ উপাত্তসমূহ ভিত্তিবছর ২০০৫-০৬ এর ভিত্তিতে এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরের উপাত্ত প্রথম নয় মাসের মূল্যস্ফীতির গড়।

পরিশিষ্ট ১.৩: সামষ্টিক অর্থনীতির নির্দেশিকাঃ ২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১ পর্যন্ত

(জিডিপির শতকরা হারে)

	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১
ভোগ						
মোট	৭৮.৬	৭৯.৩	৮০.৮	৭৯.৭	৭৯.২	৭৯.৪
সরকারি	৫.৪	৫.৪	৫.২	৫.১	৫.১	৫.১
বেসরকারি	৭৩.১	৭৩.৯	৭৫.৬	৭৪.৬	৭৪.১	৭৪.৩
সঞ্চয়						
দেশজ সঞ্চয়	২১.৪	২০.৮	১৯.৩	২০.৪	২০.৯	২০.৭
জাতীয় সঞ্চয়	২৭.৮	২৭.৯	২৭.৯	২৮.৭	২৯.৫	২৯.০
বিনিয়োগ						
মোট	২৬.১	২৬.২	২৬.২	২৬.২	২৬.২	২৭.৪
সরকারি	৫.৬	৫.১	৪.৫	৪.৩	৪.৭	৫.৩
বেসরকারি	২০.৬	২১.১	২১.৭	২১.৯	২১.৬	২২.২
বাজেট						
মোট রাজস্ব	৯.৩	৯.০	৯.৬	৯.৮	১০.০	১০.৪
কর রাজস্ব	৭.৫	৭.১	৭.৬	৭.৯	৮.০	৮.৬
এনবিআর কর রাজস্ব	৭.১	৬.৮	৭.৩	৭.৫	৭.৬	৮.৩
এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব	০.৪	০.৩	০.৩	০.৪	০.৪	০.৪
কর বহির্ভূত রাজস্ব	১.৮	১.৯	২.০	১.৯	১.৯	১.৮
মোট ব্যয়	১২.৭	১২.২	১৪.৯	১৩.৪	১৩.৯	১৪.২
রাজস্ব ব্যয়	৭.৬	৮.৩	৯.১	৯.৫	৮.৬	৮.৪
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৪.৫	৩.৩	৩.৬	৩.৩	৩.৬	৩.৯
অন্যান্য খরচ	০.৬	০.৬	২.২	০.৬	১.৭	১.৯
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য (অনুদান ব্যতীত)	-৩.৪	-৩.২	-৫.৩	-৩.৫	-৩.৯	-৩.৮
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য (অনুদান সহ)	-২.৮	-২.৮	-৪.৬	-২.৮	-৩.৪	-৩.৩
অর্থায়ন	৩.৪	৩.০	৩.৮	৩.৫	৩.৯	৩.৮
নিট বৈদেশিক অর্থায়ন	১.৫	১.৪	১.৬	১.৫	১.৭	১.১
অনুদান	০.৮	০.৭	০.৮	০.৭	০.৫	০.৫
ঋণ	১.৪	১.৩	১.৫	১.৪	১.৮	১.২
আসল পরিশোধ	-০.৭	-০.৭	-০.৬	-০.৬	-০.৬	-০.৬
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	১.৯	১.৭	২.২	২.০	২.২	২.৭
ব্যাংক ঋণ	১.৩	০.৮	১.৭	১.৫	১.১	২.০
ব্যাংক বহির্ভূত ঋণ	০.৬	০.৯	০.৫	০.৫	১.১	০.৭
আমদানি	১৮.৫	২৪.৫	২১.৩	১৯.৮	১৮.৬	২৫.৩
রপ্তানি	১৪.৫	১৭.৫	১৫.৪	১৫.২	১৪.১	১৭.৬
বাণিজ্য ভারসাম্য	-৪.০	-৭.০	-৫.৮	-৪.৬	-৪.৫	-৭.৭
চলতি হিসাবের ভারসাম্য	১.১	১.২	০.৭	২.৪	৩.২	-১.৩
নিট বৈদেশিক সম্পদ	৪.৬	৬.০	৬.০	৬.৮	৮.৪	৭.৭
ব্যাপক অর্থ সরবরাহ	৩৭.৬	৩৮.৬	৩৯.৬	৪২.১	৪৫.৫	৪৮.১

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, অর্থ বিভাগ ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

পরিশিষ্ট ১.৪: সামষ্টিক অর্থনীতির নির্দেশিকাঃ ২০১১-১২ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত

(জিডিপির শতকরা হারে)

	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
ভোগ						
মোট	৭৮.৮	৭৮.০	৭৭.৯	৭৭.৮	৭৫.০	৭৪.০
সরকারি	৫.০	৫.১	৫.৩	৫.৪	৫.৯	৬.৪
বেসরকারি	৭৩.৭	৭২.৮	৭২.৬	৭২.৪	৬৯.১৩	৬৭.৬
সঞ্চয়						
দেশজ সঞ্চয়	২১.২	২২.০	২২.১	২২.২	২৫.০	২৬.১
জাতীয় সঞ্চয়	২৯.৯	৩০.৫	২৯.২	২৯.০	৩০.৮	৩০.৩
বিনিয়োগ						
মোট	২৮.৩	২৮.৪	২৮.৬	২৮.৯	২৯.৭	৩০.৩
সরকারি	৫.৮	৬.৬	৬.৫	৬.৮	৬.৭	৭.৩
বেসরকারি	২২.৫	২১.৭	২২.০	২২.১	২৩.০	২৩.০
বাজেট						
মোট রাজস্ব	১০.৯	১১.৬	১১.৭	১০.৮	১০.২	১২.৪
কর রাজস্ব	৯.১	৯.৭	৯.৭	৯.৯	৯.০	১০.৮
এনবিআর কর রাজস্ব	৮.৮	৯.৪	৯.৩	৮.৯	৮.৭	১০.৪
এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব	০.৪	০.৪	০.৪	০.৪	০.৩	০.৪
কর বহির্ভূত রাজস্ব	১.৮	১.৯	২.০	১.৫	১.৩	১.৭
মোট ব্যয়	১৫.৩	১৫.৮	১৬.১	১৫.৮	১৫.২৭	১৭.৪১
রাজস্ব ব্যয়	৮.৭	৮.৬	১০.০	৯.৯	৯.৪৫	১১.০৩
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৩.৯	৪.৪	৪.৮	৫.৩	৫.৫৩	৫.৯৮
অন্যান্য খরচ	২.৭	২.৮	১.২	০.৭	০.২৮	০.৪০
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য (অনুদান ব্যতীত)	-৪.৪	-৪.১	-৪.৪	-৫.০	-৫.০	-৫.০
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য (অনুদান সহ)	-৪.০	-৩.৭	-৪.০	-৪.৭	-৪.৭	-৪.৭
অর্থায়ন	৪.৪	৪.১	৪.৪	৪.৭	৪.৭	৪.৭
নিট বৈদেশিক অর্থায়ন	১.১	১.৪	১.৪	১.১	১.২	১.৬
অনুদান	০.৪	০.৪	০.৪	০.৪	০.৩	০.৩
ঋণ	১.৩	১.৭	১.৬	১.৬	১.৬	২.০
আসল পরিশোধ	-০.৬	-০.৭	-০.৬	-০.৫	-০.৪	-০.৪
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	৩.৩	২.৭	৩.০	৩.৬	৩.৬	৩.১
ব্যাংক ঋণ	২.৮	২.৪	২.২	২.১	১.৮	২.০
ব্যাংক বহির্ভূত ঋণ	০.৫	০.৩	০.৮	১.৫	১.৮	১.২
আমদানি	২৫.০	২২.৪	২১.২	১৮.৮	১৭.৯	১১.৪
রপ্তানি	১৮.০	১৭.৭	১৭.২	১৫.৮	১৫.১	৯.০
বাণিজ্য ভারসাম্য	-৭.০	-৪.৭	-৩.৯	-৩.০	-২.৮	-২.৪
চলতি হিসাবের ভারসাম্য	-০.৩	১.৭	০.৯	০.৮	২.০	১.২
নিট বৈদেশিক সম্পদ	৭.৫	৯.৫	১১.৯	১২.৫	১৩.৫	১২.৯
ব্যাপক অর্থ সরবরাহ	৪৯.০	৫০.৩	৫২.১	৫২.০	৫২.৯	৪৯.০

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, অর্থ বিভাগ ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

পরিশিষ্ট ২.১: চলতি বাজার মূল্যে স্থুল দেশজ উৎপাদ (জিডিপি)

(ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬)

(কোটি টাকায়)

খাত/উপখাত	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১
১। কৃষি ও বনজ	**৭০১৭১**	**৭৯০১০**	**৮৯৯৮৬**	**৯৭৮০৭**	**১১০৯৯০**	**১২৫৪৬৯**
ক) শস্য ও শাকসব্জি	৫০৭৭৫	৫৭৬২৫	৬৫৭৩০	৭১১৫৮	৮১৪০৫	৯১৯০৩
খ) প্রাণি সম্পদ	১০৮৯১	১২১৯৮	১৪২৯৭	১৫৮৩০	১৭৫২৭	২০১৭১
গ) বনজ সম্পদ	৮৫০৫	৯১৮৭	৯৯৫৯	১০৮১৯	১২০৫৮	১৩৩৯৫
২। মৎস্য সম্পদ	**১৬৮১৪**	**১৮৮৯০**	**২০৬৩৫**	**২২৭৯৩**	**২৪৬০১**	**২৮৪৮২**
৩। খনিজ ও খনন	**৭০০৯**	**৭৮৬৬**	**৯১১০**	**১০৯৬২**	**১২৬৪৫**	**১৪২০৮**
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তৈল	৪৬৮০	৫০১৮	৫৩৮৭	৬১৯৪	৬৮০৩	৬৮৪৬
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন	২৩২৯	২৮৪৮	৩৭২৩	৪৭৬৯	৫৮৪২	৭৩৬৩
৪। শিল্প (ম্যানুঃ)	**৭৩৮৩৪**	**৮৭৬০৫**	**১০১৩৭১**	**১১৬১৯৭**	**১২৮৫৭৩**	**১৪৬৫০৩**
ক) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প	৫৯১১৬	৭০১৩১	৮১০৬৬	৯১৯৯৬	১০১৬১৯	১১৬৪৫৩
খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	১৪৭১৮	১৭৪৭৪	২০৩০৫	২৪২০১	২৬৯৫৪	৩০০৪৯
৫। বিদ্যুৎ, গ্যাস, ও পানি সম্পদ	**৫৫৫৩**	**৫৭২০**	**৬৪৪১**	**৭০১২**	**৮৩৪৬**	**১১৫৮৯**
ক) বিদ্যুৎ	৪৫৩৬	৪৫০০	৪৯৫০	৫২৮২	৬০০৩	৮৬৪৬
খ) গ্যাস	৬৫৯	৮৪২	১০৪৫	১২৪৯	১৮০৯	২৩৩৯
গ) পানি	৩৫৭	৩৭৮	৪৪৫	৪৮১	৫৩৩	৬০৫
৬। নির্মাণ	**২৯৮২৫**	**৩৩৫১৩**	**৩৮৫৩৩**	**৪৪১৮০**	**৪৯৪৭৪**	**৫৭০৭২**
৭। পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য	**৬২৩৫২**	**৭২৯৭১**	**৮৬১৪৯**	**৯৬০৯৪**	**১০৬৬০৬**	**১২১৩৩২**
৮। হোটেল ও রেস্তোরাঁ	**৩৪৬৭**	**৪০৬৯**	**৪৮২৬**	**৫৭৯০**	**৭০২৮**	**৮২২৮**
৯। পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	**৪৬৪৯৭**	**৫৩১৩২**	**৫৯৬২০**	**৬৭১৮৫**	**৮০৪৫৪**	**৯৪৫৭১**
ক) স্থল পথ পরিবহণ	৩২৮২২	৩৭২৯৫	৪১৮৮৮	৪৬৯৯৪	৫৭৫৭৪	৬৮৭১৭
খ) পানি পথ পরিবহণ	৪৭২০	৪৮৯৯	৫১১১	৫৫২৫	৬৩৮৬	৬৯৩৪
গ) আকাশ পথ পরিবহণ	৫৬২	৫৭৫	৫৯৫	৬৮২	৮১১	৯৫৭
ঘ) সহযোগী পরিবহণ সেবা ও সংরক্ষণ	২৪৬২	২৭৭২	৩১৩৭	৩৪২৩	৩৮২৬	৪৪১০
ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ	৫৯৩২	৭৫৯১	৮৮৮৯	১০৫৬১	১১৮৫৮	১৩৫৫৩
১০। আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক সেবা	**১৪২১৬**	**১৬২৬৫**	**১৮৭০২**	**২০০০৩**	**২৩৪৪৮**	**২৭৫৪৫**
ক) ব্যাংক	১২২২৮	১৩৭৩১	১৫৪৩১	১৫৮১৭	১৭৫০৮	২১৫২২
খ) বীমা	১৩৪৬	১৭১৪	২১০৮	২৬২৬	৩৩৫৬	৩৭৮৬
গ) অন্যান্য	৬৪২	৮১৯	১১৬৩	১৫৬০	২৫৮৩	২২৩৭
১১। রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা	**৩৭৯৩৫**	**৪১৩৩৭**	**৪৫১১৮**	**৪৯৪৪৯**	**৫৪৪৩২**	**৬০১১৯**
১২। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	**১৪০৮৯**	**১৭১৩২**	**১৯৬৬৪**	**২২৪৬৪**	**২৫৪২৬**	**৩০২৮২**
১৩। শিক্ষা	**৯৯৬২**	**১১৮৫৩**	**১৪৩৩২**	**১৬২৫০**	**১৮২৫৮**	**২১৩৯২**
১৪। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	**৯২৮৮**	**১০৪৫৩**	**১২১৬৪**	**১৩৩৬৮**	**১৫৩২৬**	**১৭৭৩১**
১৫। কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	**৫৬৬০০**	**৬৩৫৪৪**	**৭২২০০**	**৮৫৩৬৬**	**৯৫৬৯২**	**১০৪৬০৮**
ভর্তুকি ব্যাতিরেকে শুল্ক	**২৪৭২৫**	**২৬৪৩৯**	**২৯৮৩২**	**৩০১৫২**	**৩৬২৪১**	**৪৬৬৯৮**
চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি	**৪৮২৩৩৭**	**৫৪৯৮০০**	**৬২৮৬৮২**	**৭০৫০৭২**	**৭৯৭৫৩৯**	**৯১৫৮২৯**
চলতি বাজার মূল্যে প্রবৃদ্ধি হার	**১২.৯৪**	**১৩.৯৯**	**১৪.৩৫**	**১২.১৫**	**১৩.১১**	**১৪.৮৩**

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, * সাময়িক হিসাব।

পরিশিষ্ট ২.২: চলতি বাজার মূল্যে স্থুল দেশজ উৎপাদ (জিডিপি)

(ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬)

(কোটি টাকায়)

খাত/উপখাত	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭*
১। কৃষি ও বনজ	**১৩৮৮৭৯**	**১৪৮৭৫৮**	**১৬৩৯৬৮**	**১৭৬৪৯৯**	**১৯০৩১৫**	**২০৮৮৩০**
ক) শস্য ও শাকসব্জি	১০০৮৯৯	১০৬৭৯৪	১১৭৯০৩	১২৬১২১	১৩৪৩২২	১৪৩৭০৫
খ) প্রাণি সম্পদ	২২৯৯৯	২৫৩৫৯	২৭৬৬৭	২৯৮৮৫	৩৩১৬৫	৩৫৫৭৬
গ) বনজ সম্পদ	১৪৯৮১	১৬৬০৫	১৮৩৯৮	২০৪৯৪	২২৮২৭	৩৫৫৫০
২। মৎস্য সম্পদ	**৩১৮২৭**	**৩৬৯৯৫**	**৪২৩০৮**	**৪৭৫৮১**	**৫৩০৭৬**	**৫৯৬৪৬**
৩। খনিজ ও খনন	**১৬৬৫০**	**১৯৪৬১**	**২১০৮০**	**২৩৮৭৬**	**২৮৫৭৮**	**৩৪৪২১**
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তৈল	৭৩৬৬	৭৯৫৩	৮১৫৬	৯১৮৮	১০৭০৬	১২৫৬৪
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন	৯২৮৪	১১৫০৮	১২৯২৪	১৪৬৮৮	১৭৮৭২	২১৮৫৭
৪। শিল্প (ম্যানুঃ)	**১৬৭৯২৭**	**১৯৭১২৭**	**২২৩২২১**	**২৫৪৪৮৩**	**২৯৫১১১**	**৩৩৭২৬১**
ক) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প	১৩৪৩৯৭	১৫৮৪৪৮	১৮০৩৮২	২০৫৯৯২	২৪০১৬৪	২৭৪৯২৭
খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	৩৩৫৩০	৩৮৬৭৯	৪২৮৩৯	৪৮৪৯১	৫৪৯৪৭	৬২৩৩৪
৫। বিদ্যুৎ, গ্যাস, ও পানি সম্পদ	**১৪১৮৯**	**১৬৩৮১**	**১৮৪০১**	**১৯৮৬৮**	**২৩৮২৯**	**২৫৬৬৩**
ক) বিদ্যুৎ	১০১৮৯	১২১৬৮	১৩৮৩৪	১৫০৬১	১৮৪৪৭	১৯৯৫১
খ) গ্যাস	৩৩০০	৩৪৪৮	৩৬৭৬	৩৭৮৭	৪২৭৯	৪৪৮৩
গ) পানি	৭০১	৭৬৬	৮৯১	১০২০	১১০৩	১২২৯
৬। নির্মাণ	**৬৮৩০৪**	**৮২৪৩২**	**৯০৮৩৪**	**১০৮৪৮৪**	**১২৬৩৫৩**	**১৪৬৫৫৮**
৭। পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য	**১৩৭৩৯৬**	**১৫৪৫৭৯**	**১৭২৫৭৫**	**১৯২৫৮৫**	**২১৪২৫৭**	**২৩৭৭৫৬**
৮। হোটেল ও রেস্তোরাঁ	**৯৭৫৫**	**১১২৬৩**	**১৩০৩৫**	**১৪৯২৮**	**১৭০৫৮**	**১৯৩৬৮**
৯। পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	**১১২৭০২**	**১২৪২৮১**	**১৩৪৩১৭**	**১৫০০২৫**	**১৬৯১৬৫**	**১৮৬৯৭৭**
ক) স্থল পথ পরিবহণ	৮৩৩৪৫	৯২১৮৩	৯৯৩১১	১১২০৯৬	১২৭৮৯৫	১৪২৮৪৪
খ) পানি পথ পরিবহণ	৭০৮৯	৭৬৪৯	৮০৬৪	৮৯৬৭	১০২০৭	১০৯৯৬
গ) আকাশ পথ পরিবহণ	১০২২	১০৪৭	১১১৬	১২৬৯	১৩৫২	১৩৮৭
ঘ) সহযোগী পরিবহণ সেবা ও সংরক্ষণ	৫৩৯১	৬০০১	৬৬৭২	৭৪২৭	৮০৩১	৮৬৪৮
ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ	১৫৮৫৪	১৭৪০০	১৯১৫৪	২০২৬৭	২১৬৮১	২৩১০২
১০। আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক সেবা	**৩৬৩১৬**	**৪২২৩৭**	**৪৮৫৬৩**	**৫৫৭৬১**	**৬৩৬০১**	**৭২৩৩৪**
ক) ব্যাংক	২৯৩৫১	৩৪৭২৭	৪০৩৯০	৪৬৬৪৪	৫৩৭৯০	৬১৫০৫
খ) বীমা	৪৫৮৪	৪৯২০	৫৩৬৪	৫৯৩৭	৬৩২৭	৬৮২১
গ) অন্যান্য	২৩৮১	২৫৯০	২৮১০	৩১৮০	৩৪৮৫	৪০০৮
১১। রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা	**৬৮৭১৫**	**৭৮৮২০**	**৯১২২৯**	**১০৬০৬০**	**১২৩৭৪০**	**১৪৪৫১৩**
১২। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	**৩৩৪৯৯**	**৩৭৬৭৮**	**৪৪৭২৮**	**৫০৬৭৪**	**৬৬৭১১**	**৮০৭৩৫**
১৩। শিক্ষা	**২৫০৪৮**	**২৮৪২৯**	**৩২৭৬৭**	**৩৭৬২৪**	**৪৬৫১২**	**৫৬৬৪১**
১৪। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	**২০১৩৩**	**২৩৮৬৮**	**২৬৯২৪**	**৩০১৩৫**	**৩৪৭৫৮**	**৩৯১৫১**
১৫। কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	**১১৭২৯৩**	**১৩৮৯৫২**	**১৫৬৫৫২**	**১৭৬৪০২**	**১৯৪২৪৮**	**২১৩৭৭৩**
ভর্তুকি ব্যাতিরেকে শুল্ক	**৫৬৫৬৯**	**৫৭৬৬২**	**৬৩১৭৪**	**৭০৮১৫**	**৮৫৫৫২**	**৯৬৪২৯**
চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি	**১০৫৫২০৪**	**১১৯৮৯২৩**	**১৩৪৩৬৭৪**	**১৫১৫৮০২**	**১৭৩২৮৬৪**	**১৯৫৬০৫৬**
চলতি বাজার মূল্যে প্রবৃদ্ধি হার	**১৫.২২**	**১৩.৬২**	**১২.০৭**	**১২.৮১**	**১৪.৩২**	**১২.৮৮**

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, * সাময়িক হিসাব।

পরিশিষ্ট ৩.১: স্থির মূল্যে স্থুল দেশজ উৎপাদ (জিডিপি)

(ভিত্তি বছরঃ ২০০৫-০৬)

(কোটি টাকায়)

খাত/উপখাত	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১
১। কৃষি ও বনজ	**৭০১৭১**	**৭৪৪১০**	**৭৭২৯২**	**৭৯৬৮১**	**৮৪৯০৪**	**৮৮২০৬**
ক) শস্য ও শাকসব্জি	৫০৭৭৫	৫৪৩২৯	৫৬৪৯৪	৫৮০৯৪	৬২৪৯২	৬৪৯০১
খ) প্রাণি সম্পদ	১০৮৯১	১১১০৮	১১৩৫৩	১১৬২০	১১৯১২	১২২২১
গ) বনজ সম্পদ	৮৫০৫	৮৯৭৩	৯৪৪৫	৯৯৬৮	১০৫০০	১১০৮৪
২। মৎস্য সম্পদ	**১৬৮১৪**	**১৮৩৯৭**	**১৯৬৮৫**	**২০৬৫৭**	**২১৬০৭**	**২৩০৫১**
৩। খনিজ ও খনন	**৭০০৯**	**৭৪৩৩**	**৮০০৩**	**৮৮৪১**	**৯৫৬১**	**৯৯০৭**
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তৈল	৪৬৮০	৪৯৮৮	৫৩১৯	৫৮২৪	৬৩২০	৬৩৬৩
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন	২৩২৯	২৪৪৫	২৬৮৪	৩০১৭	৩২৪১	৩৫৪৪
৪। শিল্প (ম্যানুঃ)	**৭৩৮৩৪**	**৮১৬১৩**	**৮৭৫৯৬**	**৯৩৪৫৯**	**৯৯৬৭১**	**১০৯৬৫১**
ক) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প	৫৯১১৬	৬৫৫০০	৭০৩৩১	৭৪৯৩৪	৭৯৬৩১	৮৮৪৭৫
খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	১৪৭১৮	১৬১১৩	১৭২৬৫	১৮৫২৫	২০০৩৯	২১১৭৬
৫। বিদ্যুৎ, গ্যাস, ও পানি সম্পদ	**৫৫৫৩**	**৫৮৩১**	**৬২৮৪**	**৬৭৪০**	**৭৪১২**	**৮৪০২**
ক) বিদ্যুৎ	৪৫৩৬	৪৭৩৮	৫০৭৯	৫৪৪১	৬০১২	৬৯৬৪
খ) গ্যাস	৬৫৯	৭১৫	৭৭৬	৮৫৬	৯৩১	৯৩১
গ) পানি	৩৫৭	৩৭৯	৪২৯	৪৪৩	৪৬৯	৫০৭
৬। নির্মাণ	**২৯৮২৫**	**৩১৮৩৬**	**৩৩৭৪২**	**৩৫৯৬২**	**৩৮৫৫৪**	**৪১২৩৫**
৭। পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য	**৬২৩৫২**	**৬৭৫৭১**	**৭২৪৮১**	**৭৬৭২৮**	**৮১২১৯**	**৮৬৬৫০**
৮। হোটেল ও রেঁস্তোরা	**৩৪৬৭**	**৩৬৫৮**	**৩৮৬৬**	**৪০৯৩**	**৪৩৩৯**	**৪৬০৮**
৯। পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	**৪৬৪৯৭**	**৫০৮৭৮**	**৫৫০৭৯**	**৫৯৫১৪**	**৬৪০০৬**	**৬৯৪০৯**
ক) স্থল পথ পরিবহন	৩২৮২২	৩৪৯২৭	৩৬৮৬৭	৩৯২৯৬	৪২১৬৯	৪৫১৯৮
খ) পানি পথ পরিবহন	৪৭২০	৪৮৭৪	৫০২৮	৫১৮৪	৫৩৪৯	৫৫০৬
গ) আকাশ পথ পরিবহন	৫৬২	৫৪০	৫৫২	৬৩১	৭৪৬	৮৬০
ঘ) সহযোগী পরিবহন সেবা ও সংরক্ষণ	২৪৬২	২৬১৯	২৯১৫	৩১৪৩	৩৪৬৭	৩৮৮২
ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ	৫৯৩২	৭৯১৮	৯৭১৭	১১২৫৯	১২২৭৫	১৩৯৬৪
১০। আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক সেবা	**১৪২১৬**	**১৫১৩৯**	**১৫৭৩৩**	**১৫৭২৮**	**১৬৭১১**	**১৮৪৫৬**
ক) ব্যাংক	১২২২৮	১২৮০৭	১৩০৯২	১২৫৮২	১২৯৭৮	১৪৬৬৩
খ) বীমা	১৩৪৬	১৫৯৯	১৭৮৯	২০৮৯	২৪৮৮	২৫৮০
গ) অন্যান্য	৬৪২	৭৩৩	৮৫২	১০৫৭	১২৪৫	১২১৩
১১। রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা	**৩৭৯৩৫**	**৩৯৩৮২**	**৪০৮৭৬**	**৪২৪৪২**	**৪৪০৭৮**	**৪৫৭৯০**
১২। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	**১৪০৮৯**	**১৫২৯৩**	**১৬২৮৯**	**১৭৪৪৭**	**১৮৮৮২**	**২০৫৫২**
১৩। শিক্ষা	**৯৯৬২**	**১০৮৩৫**	**১১৬০৯**	**১২২৯৩**	**১২৯৩১**	**১৩৬৫৯**
১৪। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	**৯২৮৮**	**৯৭৪৯**	**১০৩২১**	**১০৬৩৪**	**১১৩৬০**	**১২০৮০**
১৫। কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	**৫৬৬০০**	**৫৮৩৯৯**	**৬০২৬২**	**৬২১৯২**	**৬৪১৯১**	**৬৬২৬৫**
ভর্তুকি ব্যাতিরেকে শুল্ক	**২৪৭২৫**	**২৫৯৫৯**	**২৮৩১৯**	**২৮৬৪৬**	**২৭৬৭২**	**২৮৪২২**
স্থির মূল্যে জিডিপি'র পরিমাণ	**৪৮২৩৩৭**	**৫১৬৩৮৩**	**৫৪৭৪৩৭**	**৫৭৫০৫৬**	**৬০৭০৯৭**	**৬৪৬৩৪২**
প্রবৃদ্ধির হার (%)	**৬.৬৭**	**৭.০৬**	**৬.০১**	**৫.০৫**	**৫.৫৭**	**৬.৪৬**

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, * সাময়িক হিসাব।

পরিশিষ্ট ৩.২: স্থির মূল্যে স্থুল দেশজ উৎপাদ (জিডিপি)

(ভিত্তি বছরঃ ২০০৫-০৬)

(কোটি টাকায়)

খাত/উপখাত	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭*
১। কৃষি ও বনজ	**৯০৩৩২**	**৯১৬৫৬**	**৯৫১৫১**	**৯৭৪৮০**	**৯৯২২৮**	**১০১৭১৬**
ক) শস্য ও শাকসব্জি	৬৬০৩৯	৬৬৪২৭	৬৮৯৩৮	৭০২০০	৭০৮১৪	৭২০৩২
খ) প্রাণি সম্পদ	১২৫৪৯	১২৮৯৩	১৩২৫৮	১৩৬৬৭	১৪১০৩	১৪৫৭০
গ) বনজ সম্পদ	১১৭৪৫	১২৩৩৭	১২৯৫৫	১৩৬১৩	১৪৩১২	১৫১১৩
২। মৎস্য সম্পদ	**২৪২৭৯**	**২৫৭৮০**	**২৭৪১৯**	**২৯১৭০**	**৩০৯৫০**	**৩২৮৮৭**
৩। খনিজ ও খনন	**১০৫৯৩**	**১১৫৮৪**	**১২১২৭**	**১৩২৯০**	**১৪৯৯৭**	**১৬১৯৭**
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তৈল	৬৬০৩	৭১০২	৭২৭৭	৭৯১২	৮৮৪৩	৯১৪৫
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন	৩৯৯০	৪৪৮২	৪৮৫০	৫৩৭৮	৬১৫৪	৭০৫২
৪। শিল্প (ম্যানুঃ)	**১২০৫৬৭**	**১৩২৯৯৪**	**১৪৪৬৫৩**	**১৫৯৫৬৮**	**১৭৮২২৩**	**১৯৭৭৫০**
ক) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প	৯৭৯৯৮	১০৮৪৩৬	১১৮৫৪০	১৩১২২৫	১৪৭৩১৩	১৬৩৯৯৪
খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	২২৫৬৯	২৪৫৫৮	২৬১১৩	২৮৩৪৩	৩০৯০৯	৩৩৭৫৬
৫। বিদ্যুৎ, গ্যাস, ও পানি সম্পদ	**৯২৯১**	**১০১২৬**	**১০৫৮৫**	**১১২৪৪**	**১২৭৪২**	**১৪৩৬৪**
ক) বিদ্যুৎ	৭৭২৮	৮৪৭৭	৮৮৫৪	৯৩৯৩	১০৭২৭	১২২৫৬
খ) গ্যাস	১০০১	১০৬০	১০৭৮	১১৩৪	১২৪৬	১২৮০
গ) পানি	৫৬২	৫৮৯	৬৫৪	৭১৬	৭৬৯	৮২৮
৬। নির্মাণ	**৪৪৭০৯**	**৪৮৩০৫**	**৫২২০৯**	**৫৬৬৯৮**	**৬১৫৫২**	**৬৭২৮৬**
৭। পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য	**৯২৪৫৭**	**৯৮১৭৩**	**১০৪৭৭৬**	**১১১৪২৬**	**১১৮৬৬৫**	**১২৬৮২৭**
৮। হোটেল ও রেঁস্তোরা	**৪৯০২**	**৫২২০**	**৫৫৭০**	**৫৯৫০**	**৬৩৬৬**	**৬৮২০**
৯। পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	**৭৫৭৬১**	**৮০৫১৪**	**৮৫৩৮২**	**৯০৪৭৫**	**৯৫৯৭২**	**১০২৩৮৩**
ক) স্থল পথ পরিবহন	৪৮২৮৩	৫১১৩৬	৫৩৯৮১	৫৭৩১৮	৬০৯১৮	৬৫২৩৯
খ) পানি পথ পরিবহন	৫৬৭৬	৫৮৫৯	৬০৪৩	৬২৬২	৬৪৬২	৬৭২৮
গ) আকাশ পথ পরিবহন	৯০৯	৮৯৪	৯০০	৯৭৮	৯৯৩	১০১০
ঘ) সহযোগী পরিবহন সেবা ও সংরক্ষণ	৪৫৬৫	৪৭১৯	৪৮৪১	৫১০১	৫৩৬৫	৫৬৯৮
ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ	১৬৩২৭	১৭৯০৬	১৯৬১৮	২০৮১৬	২২২৩৩	২৩৭০৮
১০। আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক সেবা	**২১১৮০**	**২৩১১০**	**২৪৭৯০**	**২৬৭১৯**	**২৮৭৮৭**	**৩০৯৯৭**
ক) ব্যাংক	১৭২৪৫	১৯১২০	২০৭১২	২২৪৭০	২৪৪৬০	২৬৪৭৩
খ) বীমা	২৬৯৩	২৭১০	২৭৫২	২৮৬০	২৮৭৬	২৯২৭
গ) অন্যান্য	১২৪১	১২৮০	১৩২৭	১৩৮৯	১৪৫২	১৫৯৭
১১। রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা	**৪৭৫৮৬**	**৪৯৫০৯**	**৫১৬১৫**	**৫৩৮৪৪**	**৫৬২৯৭**	**৫৮৯৮৭**
১২। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	**২২০৯৯**	**২৩৫৪২**	**২৫১৬৫**	**২৭৬৩৬**	**৩০৭৯৬**	**৩৩৮৩০**
১৩। শিক্ষা	**১৪৭১৭**	**১৫৬৪৫**	**১৬৭৮১**	**১৮১২৫**	**২০২৪৮**	**২২৫৭৮**
১৪। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	**১২৫৪০**	**১৩১৩৭**	**১৩৮০২**	**১৪৫১৭**	**১৫৬১২**	**১৬৭৮৪**
১৫। কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	**৬৮৪১৬**	**৭০৬৪৩**	**৭২৯৫৫**	**৭৫৩৫২**	**৭৭৮৩৮**	**৮০৬৫৪**
ভর্তুকি ব্যাতিরেকে শুল্ক	**২৯০৬২**	**২৯৯৬০**	**৩১১৫৬**	**৩৩৩২৪**	**৩৫২৬৬**	**৩৭৪৮২**
স্থির মূল্যে জিডিপি'র পরিমাণ	**৬৮৮৪৯৩**	**৭২৯৮৯৬**	**৭৭৪১৩৬**	**৮২৪৮৬২**	**৮৮৩৫৩৯**	**৯৪৭৫৪২**
প্রবৃদ্ধির হার (%)	**৬.৫২**	**৬.০১**	**৬.০৬**	**৬.৫৫**	**৭.১১**	**৭.২৪**

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, * সাময়িক হিসাব।

পরিশিষ্ট ৪.১: স্থির মূল্যে দেশজ উৎপাদের প্রবৃদ্ধির হার

(ভিত্তি বছরঃ ২০০৫-০৬)

(শতকরা হার)

খাত/উপখাত	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১
১। কৃষি ও বনজ	**৫.৪৪**	**৬.০৪**	**৩.৮৭**	**৩.০৯**	**৬.৫৫**	**৩.৮৯**
ক) শস্য ও শাকসব্জি	৬.১৭	৭.০০	৩.৯৯	২.৮৩	৭.৫৭	৩.৮৫
খ) প্রাণি সম্পদ	২.১৫	১.৯৯	২.২০	২.৩৫	২.৫১	২.৫৯
গ) বনজ সম্পদ	৫.৪৬	৫.৫০	৫.২৬	৫.৫৪	৫.৩৪	৫.৫৬
২। মৎস্য সম্পদ	**৫.৭৫**	**৯.৪১**	**৭.০০**	**৪.৯৪**	**৪.৬০**	**৬.৬৯**
৩। খনিজ ও খনন	**৫.৯১**	**৬.০৫**	**৭.৬৭**	**১০.৪৬**	**৮.১৫**	**৩.৬২**
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তৈল	৪.৮৭	৬.৫৯	৬.৬৩	৯.৪৯	৮.৫২	০.৬৮
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন	৮.০৬	৪.৯৮	৯.৭৯	১২.৩৯	৭.৪৩	৯.৩৪
৪। শিল্প (ম্যানুঃ)	**১০.৮১**	**১০.৫৪**	**৭.৩৩**	**৬.৬৯**	**৬.৬৫**	**১০.০১**
ক) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প	১১.২৪	১০.৮০	৭.৩৮	৬.৫৪	৬.২৭	১১.১১
খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	৯.১৪	৯.৪৮	৭.১৫	৭.৩০	৮.১৭	৫.৬৭
৫। বিদ্যুৎ, গ্যাস, ও পানি সম্পদ	**৭.৫৯**	**৫.০১**	**৭.৭৭**	**৭.২৬**	**৯.৯৭**	**১৩.৩৬**
ক) বিদ্যুৎ	৭.৯২	৪.৪৪	৭.২১	৭.১৩	১০.৫০	১৫.৮২
খ) গ্যাস	৬.৬৩	৮.৪৬	৮.৫৩	১০.৩৩	৮.৭৮	০.০৭
গ) পানি	৫.২৩	৫.৯৭	১৩.২৯	৩.২২	৫.৭৯	৮.২৩
৬। নির্মাণ	**৮.৬৯**	**৬.৭৪**	**৫.৯৯**	**৬.৫৮**	**৭.২১**	**৬.৯৫**
৭। পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য	**৬.২৯**	**৮.৩৭**	**৭.২৭**	**৫.৮৬**	**৫.৮৫**	**৬.৬৯**
৮। হোটেল ও রেস্তোরাঁ	**৫.৩৩**	**৫.৫৩**	**৫.৬৮**	**৫.৮৬**	**৬.০১**	**৬.২০**
৯। পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	**৮.৩৯**	**৯.৪২**	**৮.২৬**	**৮.০৫**	**৭.৫৫**	**৮.৪৪**
ক) স্থল পথ পরিবহণ	৩.৯৫	৬.৪১	৫.৫৬	৬.৫৯	৭.৩১	৭.১৮
খ) পানি পথ পরিবহণ	২.৫৯	৩.২৬	৩.১৫	৩.১১	৩.১৯	২.৯২
গ) আকাশ পথ পরিবহণ	৯.৬৮	-৩.৮৬	২.২০	১৪.৪১	১৮.১৯	১৫.২৩
ঘ) সহযোগী পরিবহণ সেবা ও সংরক্ষণ	১৫.১২	৬.৪১	১১.৩১	৭.৭৯	১০.৩৩	১১.৯৭
ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ	৪৫.৭২	৩৩.৪৮	২২.৭১	১৫.৮৮	৯.০২	১৩.৭৭
১০। আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক সেবা	**২৭.৮০**	**৬.৪৯**	**৩.৯২**	**-০.০৩**	**৬.২৫**	**১০.৪৪**
ক) ব্যাংক	২৯.৩৭	৪.৭৪	২.২৩	-৩.৯০	৩.১৫	১২.৯৮
খ) বীমা	২৫.২২	১৮.৭৮	১১.৮৭	১৬.৮০	১৯.০৮	৩.৬৯
গ) অন্যান্য	৭.৬১	১৪.১৭	১৬.২০	২৪.১৮	১৭.৭১	-২.৫৪
১১। রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা	**৩.৭৭**	**৩.৮২**	**৩.৭৯**	**৩.৮৩**	**৩.৮৫**	**৩.৮৮**
১২। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	**১০.৮৬**	**৮.৫৫**	**৬.৫১**	**৭.১১**	**৮.২৩**	**৮.৮৪**
১৩। শিক্ষা	**৯.৪১**	**৮.৭৬**	**৭.১৪**	**৫.৮৯**	**৫.১৮**	**৫.৬৩**
১৪। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	**৫.১০**	**৪.৯৬**	**৫.৮৬**	**৩.০৪**	**৬.৮৩**	**৬.৩৪**
১৫। কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	**২.০৪**	**৩.১৮**	**৩.১৯**	**৩.২০**	**৩.২১**	**৩.২৩**
স্থির মূল্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার	**৬.৬৭**	**৭.০৬**	**৬.০১**	**৫.০৫**	**৫.৫৭**	**৬.৪৬**

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো * সাময়িক হিসাব।

পরিশিষ্ট ৪.২: স্থির মূল্যে দেশজ উৎপাদের প্রবৃদ্ধির হার

(ভিত্তি বছরঃ ২০০৫-০৬)

(শতকরা হার)

খাত/উপখাত	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭*
১। কৃষি ও বনজ	**২.৪১**	**১.৪৭**	**৩.৮১**	**২.৪৫**	**১.৭৯**	**২.৫১**
ক) শস্য ও শাকসব্জি	১.৭৫	০.৫৯	৩.৭৮	১.৮৩	০.৮৮	১.৭২
খ) প্রাণি সম্পদ	২.৬৮	২.৭৪	২.৮৩	৩.০৮	৩.১৯	৩.৩২
গ) বনজ সম্পদ	৫.৯৬	৫.০৪	৫.০১	৫.০৮	৫.১২	৫.৬০
২। মৎস্য সম্পদ	**৫.৩২**	**৬.১৮**	**৬.৩৬**	**৬.৩৮**	**৬.১১**	**৬.২৬**
৩। খনিজ ও খনন	**৬.৯৩**	**৯.৩৫**	**৪.৬৮**	**৯.৬০**	**১২.৮৪**	**৮.০০**
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তৈল	৩.৭৮	৭.৫৫	২.৪৭	৮.৭৩	১১.৭৭	৩.৪১
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন	১২.৫৮	১২.৩৪	৮.২০	১০.৯০	১৪.৪২	১৪.৬০
৪। শিল্প (ম্যানুঃ)	**৯.৯৬**	**১০.৩১**	**৮.৭৭**	**১০.৩১**	**১১.৬৯**	**১০.৯৬**
ক) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প	১০.৭৬	১০.৬৫	৯.৩২	১০.৭০	১২.২৬	১১.৩২
খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	৬.৫৮	৮.৮১	৬.৩৩	৮.৫৪	৯.০৬	৯.২১
৫। বিদ্যুৎ, গ্যাস, ও পানি সম্পদ	**১০.৫৮**	**৮.৯৯**	**৪.৫৪**	**৬.২২**	**১৩.৩৩**	**১২.৭২**
ক) বিদ্যুৎ	১০.৯৭	৯.৬৯	৪.৪৫	৬.০৯	১৪.২০	১৪.২৫
খ) গ্যাস	৭.৪৫	৫.৯১	১.৬৯	৫.১৬	৯.৯১	২.৭৩
গ) পানি	১০.৯১	৪.৭৫	১০.৯৩	৯.৬২	৭.৪০	৭.৬১
৬। নির্মাণ	**৮.৪২**	**৮.০৪**	**৮.০৮**	**৮.৬০**	**৮.৫৬**	**৯.৩২**
৭। পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য	**৬.৭০**	**৬.১৮**	**৬.৭৩**	**৬.৩৫**	**৬.৫০**	**৬.৮৮**
৮। হোটেল ও রেস্তোরাঁ	**৬.৩৯**	**৬.৪৯**	**৬.৭০**	**৬.৮৩**	**৬.৯৮**	**৭.১৪**
৯। পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	**৯.১৫**	**৬.২৭**	**৬.০৫**	**৫.৯৬**	**৬.০৮**	**৬.৬৮**
ক) স্থল পথ পরিবহণ	৬.৮৩	৫.৯১	৫.৫৬	৬.১৮	৬.২৮	৭.০৯
খ) পানি পথ পরিবহণ	৩.১০	৩.২১	৩.১৫	৩.৬২	৩.২০	৪.১২
গ) আকাশ পথ পরিবহণ	৫.৭৬	-১.৬৪	০.৬১	৮.৭১	১.৪৮	১.৭৬
ঘ) সহযোগী পরিবহণ সেবা ও সংরক্ষণ	১৭.৬০	৩.৩৬	২.৫৯	৫.৩৭	৫.১৯	৬.২০
ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ	১৬.৯২	৯.৬৭	৯.৫৬	৬.১১	৬.৮১	৬.৬৩
১০। আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক সেবা	**১৪.৭৬**	**৯.১১**	**৭.২৭**	**৭.৭৮**	**৭.৭৪**	**৭.৬৭**
ক) ব্যাংক	১৭.৬১	১০.৮৭	৮.৩৩	৮.৪৯	৮.৮৫	৮.২৩
খ) বীমা	৪.৪১	০.৬১	১.৫৫	৩.৯৫	০.৫৪	১.৭৮
গ) অন্যান্য	২.৩৩	৩.১৪	৩.৬৩	৪.৬৮	৪.৫৪	৯.৯৭
১১। রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা	**৩.৯২**	**৪.০৪**	**৪.২৫**	**৪.৪০**	**৪.৪৭**	**৪.৭৮**
১২। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	**৭.৫৩**	**৬.৫৩**	**৬.৮৯**	**৯.৮২**	**১১.৪৩**	**৯.৮৫**
১৩। শিক্ষা	**৭.৭৫**	**৬.৩০**	**৭.২৬**	**৮.০১**	**১১.৭১**	**১১.৫১**
১৪। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	**৩.৮১**	**৪.৭৬**	**৫.০৬**	**৫.১৮**	**৭.৫৪**	**৭.৫০**
১৫। কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	**৩.২৫**	**৩.২৫**	**৩.২৭**	**৩.২৮**	**৩.৩০**	**৩.৬২**
স্থির মূল্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার	**৬.৫২**	**৬.০১**	**৬.০৬**	**৬.৫৫**	**৭.১১**	**৭.২৪**

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো * সাময়িক হিসাব।

পরিশিষ্ট ৫.১: স্থির মূল্যে দেশজ উৎপাদে খাতওয়ারি অবদান

(ভিত্তি বছরঃ ২০০৫-০৬)

(শতকরা হার)

খাত/উপখাত	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১
১। কৃষি ও বনজ	**১৫.৩৩**	**১৫.১৭**	**১৪.৮৯**	**১৪.৫৮**	**১৪.৬৫**	**১৪.২৭**
ক) শস্য ও শাকসব্জি	১১.১০	১১.০৮	১০.৮৮	১০.৬৩	১০.৭৯	১০.৫০
খ) প্রাণি সম্পদ	২.৩৮	২.২৭	২.১৯	২.১৩	২.০৬	১.৯৮
গ) বনজ সম্পদ	১.৮৬	১.৮৩	১.৮২	১.৮২	১.৮১	১.৭৯
২। মৎস্য সম্পদ	**৩.৬৭**	**৩.৭৫**	**৩.৭৯**	**৩.৭৮**	**৩.৭৩**	**৩.৭৩**
৩। খনিজ ও খনন	**১.৫৩**	**১.৫২**	**১.৫৪**	**১.৬২**	**১.৬৫**	**১.৬০**
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তৈল	১.০২	১.০২	১.০২	১.০৭	১.০৯	১.০৩
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন	০.৫১	০.৫০	০.৫২	০.৫৫	০.৫৬	০.৫৭
৪। শিল্প (ম্যানুঃ)	**১৬.১৩**	**১৬.৬৪**	**১৬.৮৭**	**১৭.১০**	**১৭.২০**	**১৭.৭৫**
ক) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প	১২.৯২	১৩.৩৬	১৩.৫৫	১৩.৭১	১৩.৭৪	১৪.৩২
খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	৩.২২	৩.২৯	৩.৩৩	৩.৩৯	৩.৪৬	৩.৪৩
৫। বিদ্যুৎ, গ্যাস, ও পানি সম্পদ	**১.২১**	**১.১৯**	**১.২১**	**১.২৩**	**১.২৮**	**১.৩৬**
ক) বিদ্যুৎ	০.৯৯	০.৯৭	০.৯৮	১.০০	১.০৪	১.১৩
খ) গ্যাস	০.১৪	০.১৫	০.১৫	০.১৬	০.১৬	০.১৫
গ) পানি	০.০৮	০.০৮	০.০৮	০.০৮	০.০৮	০.০৮
৬। নির্মাণ	**৬.৫২**	**৬.৪৯**	**৬.৫০**	**৬.৫৮**	**৬.৬৫**	**৬.৬৭**
৭। পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য	**১৩.৬৩**	**১৩.৭৮**	**১৩.৯৬**	**১৪.০৪**	**১৪.০২**	**১৪.০২**
৮। হোটেল ও রেস্তোরাঁ	**০.৭৬**	**০.৭৫**	**০.৭৪**	**০.৭৫**	**০.৭৫**	**০.৭৫**
৯। পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	**১০.১৬**	**১০.৩৭**	**১০.৬১**	**১০.৮৯**	**১১.০৫**	**১১.২৩**
ক) স্থল পথ পরিবহণ	৭.১৭	৭.১২	৭.১০	৭.১৯	৭.২৮	৭.৩১
খ) পানি পথ পরিবহণ	১.০৩	০.৯৯	০.৯৭	০.৯৫	০.৯২	০.৮৯
গ) আকাশ পথ পরিবহণ	০.১২	০.১১	০.১১	০.১২	০.১৩	০.১৪
ঘ) সহযোগী পরিবহণ সেবা ও সংরক্ষণ	০.৫৪	০.৫৩	০.৫৬	০.৫৮	০.৬০	০.৬৩
ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ	১.৩০	১.৬১	১.৮৭	২.০৬	২.১২	২.২৬
১০। আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক সেবা	**৩.১১**	**৩.০৯**	**৩.০৩**	**২.৮৮**	**২.৮৮**	**২.৯৯**
ক) ব্যাংক	২.৬৭	২.৬১	২.৫২	২.৩০	২.২৪	২.৩৭
খ) বীমা	০.২৯	০.৩৩	০.৩৪	০.৩৮	০.৪৩	০.৪২
গ) অন্যান্য	০.১৪	০.১৫	০.১৬	০.১৯	০.২১	০.২০
১১। রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা	**৮.২৯**	**৮.০৩**	**৭.৮৭**	**৭.৭৭**	**৭.৬১**	**৭.৪১**
১২। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	**৩.০৮**	**৩.১২**	**৩.১৪**	**৩.১৯**	**৩.২৬**	**৩.৩৩**
১৩। শিক্ষা	**২.১৮**	**২.২১**	**২.২৪**	**২.২৫**	**২.২৩**	**২.২১**
১৪। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	**২.০৩**	**১.৯৯**	**১.৯৯**	**১.৯৫**	**১.৯৬**	**১.৯৫**
১৫। কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	**১২.৩৭**	**১১.৯১**	**১১.৬১**	**১১.৩৮**	**১১.০৮**	**১০.৭২**
মোট	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। * সাময়িক হিসাব

পরিশিষ্ট ৫.২: স্থির মূল্যে দেশজ উৎপাদে খাতওয়ারি অবদান

(ভিত্তি বছরঃ ২০০৫-০৬)

(শতকরা হার)

খাত/উপখাত	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭*
১। কৃষি ও বনজ	**১৩.৭০**	**১৩.০৯**	**১২.৮১**	**১২.৩২**	**১১.৭০**	**১১.১৮**
ক) শস্য ও শাকসব্জি	১০.০১	৯.৪৯	৯.২৮	৮.৮৭	৮.৩৫	৭.৯২
খ) প্রাণি সম্পদ	১.৯০	১.৮৪	১.৭৮	১.৭৩	১.৬৬	১.৬০
গ) বনজ সম্পদ	১.৭৮	১.৭৬	১.৭৪	১.৭২	১.৬৯	১.৬৬
২। মৎস্য সম্পদ	**৩.৬৮**	**৩.৬৮**	**৩.৬৯**	**৩.৬৯**	**৩.৬৫**	**৩.৬১**
৩। খনিজ ও খনন	**১.৬১**	**১.৬৫**	**১.৬৩**	**১.৬৮**	**১.৭৭**	**১.৭৮**
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তৈল	১.০০	১.০১	০.৯৮	১.০০	১.০৪	১.০০
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন	০.৬১	০.৬৪	০.৬৫	০.৬৮	০.৭৩	০.৭৭
৪। শিল্প (ম্যানুঃ)	**১৮.২৮**	**১৯.০০**	**১৯.৪৭**	**২০.১৬**	**২১.০১**	**২১.৭৩**
ক) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প	১৪.৮৬	১৫.৪৯	১৫.৯৫	১৬.৫৮	১৭.৩৭	১৮.০২
খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	৩.৪২	৩.৫১	৩.৫১	৩.৫৮	৩.৬৪	৩.৭১
৫। বিদ্যুৎ, গ্যাস, ও পানি সম্পদ	**১.৪১**	**১.৪৫**	**১.৪২**	**১.৪২**	**১.৫০**	**১.৫৮**
ক) বিদ্যুৎ	১.১৭	১.২১	১.১৯	১.১৯	১.২৬	১.৩৫
খ) গ্যাস	০.১৫	০.১৫	০.১৫	০.১৪	০.১৫	০.১৪
গ) পানি	০.০৯	০.০৮	০.০৯	০.০৯	০.০৯	০.০৯
৬। নির্মাণ	**৬.৭৮**	**৬.৯০**	**৭.০৩**	**৭.১৬**	**৭.২৬**	**৭.৩৯**
৭। পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য	**১৪.০২**	**১৪.০৩**	**১৪.১০**	**১৪.০৮**	**১৩.৯৯**	**১৩.৯৪**
৮। হোটেল ও রেস্তোরাঁ	**০.৭৪**	**০.৭৫**	**০.৭৫**	**০.৭৫**	**০.৭৫**	**০.৭৫**
৯। পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	**১১.৪৯**	**১১.৫০**	**১১.৪৯**	**১১.৪৩**	**১১.৩১**	**১১.২৫**
ক) স্থল পথ পরিবহণ	৭.৩২	৭.৩১	৭.২৭	৭.২৪	৭.১৮	৭.১৭
খ) পানি পথ পরিবহণ	০.৮৬	০.৮৪	০.৮১	০.৭৯	০.৭৬	০.৭৪
গ) আকাশ পথ পরিবহণ	০.১৪	০.১৩	০.১২	০.১২	০.১২	০.১১
ঘ) সহযোগী পরিবহণ সেবা ও সংরক্ষণ	০.৬৯	০.৬৭	০.৬৫	০.৬৪	০.৬৩	০.৬৩
ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ	২.৪৮	২.৫৬	২.৬৪	২.৬৩	২.৬২	২.৬১
১০। আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক সেবা	**৩.২১**	**৩.৩০**	**৩.৩৪**	**৩.৩৮**	**৩.৩৯**	**৩.৪১**
ক) ব্যাংক	২.৬২	২.৭৩	২.৭৯	২.৮৪	২.৮৮	২.৯১
খ) বীমা	০.৪১	০.৩৯	০.৩৭	০.৩৬	০.৩৪	০.৩২
গ) অন্যান্য	০.১৯	০.১৮	০.১৮	০.১৮	০.১৭	০.১৮
১১। রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা	**৭.২২**	**৭.০৭**	**৬.৯৫**	**৬.৮১**	**৬.৬৪**	**৬.৪৮**
১২। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	**৩.৩৫**	**৩.৩৬**	**৩.৩৯**	**৩.৪৯**	**৩.৬৩**	**৩.৭৩**
১৩। শিক্ষা	**২.২৩**	**২.২৪**	**২.২৬**	**২.২৯**	**২.৩৯**	**২.৪৮**
১৪। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	**১.৯০**	**১.৮৮**	**১.৮৬**	**১.৮৩**	**১.৮৪**	**১.৮৪**
১৫। কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	**১০.৩৮**	**১০.০৯**	**৯.৮২**	**৯.৫২**	**৯.১৮**	**৮.৮৬**
মোট	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। * সাময়িক হিসাব।

পরিশিষ্ট ৬.১: জাতীয় (National) ভোক্তা মূল্যসূচক ও মূল্যস্ফীতি

(ভিত্তি বছরঃ ১৯৯৫-৯৬ =১০০)

অর্থবছর	ভোক্তা মূল্যসূচক			মূল্যস্ফীতি		
	সাধারণ	খাদ্য	খাদ্য বহির্ভূত	সাধারণ	খাদ্য	খাদ্য বহির্ভূত
২০০০-০১	১২৬.৭২	১৩০.৩০	১২২.২৫	১.৯৪	১.৩৮	৩.০৪
২০০১-০২	১৩০.২৬	১৩২.৪৩	১২৭.৮৯	২.৭৯	১.৬৩	৪.৬১
২০০২-০৩	১৩৫.৯৭	১৩৭.০১	১৩৫.১৩	৪.৩৮	৩.৪৬	৫.৬৬
২০০৩-০৪	১৪৩.৯০	১৪৬.৫০	১৪১.০৩	৫.৮৩	৬.৯৩	৪.৩৭
২০০৪-০৫	১৫৩.২৩	১৫৮.০৮	১৪৭.১৪	৬.৪৮	৭.৯১	৪.৩৩
২০০৫-০৬	১৬৪.২১	১৭০.৩৪	১৫৬.৫৬	৭.১৭	৭.৭৬	৬.৪০
২০০৬-০৭	১৭৬.০৬	১৮৪.১৮	১৬৫.৭৯	৭.২২	৮.১২	৫.৯০
২০০৭-০৮	১৯৩.৫৪	২০৬.৭৯	১৭৬.২৬	৯.৯৩	১২.২৮	৬.৩২
২০০৮-০৯	২০৬.৪৩	২২১.৬৪	১৮৬.৬৭	৬.৬৬	৭.১৮	৫.৯১
২০০৯-১০	২২১.৫৩	২৪০.৫৫	১৯৬.৮৪	৭.৩১	৮.৫৩	৫.৪৫
২০১০-১১	২৪১.০২	২৬৭.৮৪	২০৫.০১	৮.৮০	১১.৩৪	৪.১৫
২০১১-১২	২৬৬.৬১	২৯৫.৮৮	২৭৭.৮৭	১০.৬২	১০.৪৭	১১.১৫

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। নোট: পরবর্তী অর্থবছরের উপাত্তসমূহ ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে পরিশিষ্ট- ৯ তে দেয়া হয়েছে।

পরিশিষ্ট ৬.২: সমগ্র নগর এলাকার (All Urban) ভোক্তা মূল্যসূচক

(ভিত্তি বছরঃ ১৯৯৫-৯৬ =১০০)

অর্থবছর	ভোক্তা মূল্যসূচক			মূল্যস্ফীতি		
	সাধারণ	খাদ্য	খাদ্য বহির্ভূত	সাধারণ	খাদ্য	খাদ্য বহির্ভূত
২০০০-০১	১২৫.৭০	১৩৩.১৫	১১৮.৬১	১.৫২	১.৮৯	১.১৩
২০০১-০২	১২৯.৯২	১৩৫.৯৩	১২৪.১৯	৩.৩৬	২.০৯	৪.৭০
২০০২-০৩	১৩৪.৪৯	১৩৮.৭৭	১৩০.৪০	৩.৫১	২.০৯	৫.০০
২০০৩-০৪	১৪২.৫৪	১৪৯.৬০	১৩৫.৮০	৫.৯৯	৭.৮০	৪.১৪
২০০৪-০৫	১৫১.২৯	১৬১.১৪	১৪১.৯০	৬.১৪	৭.৭১	৪.৪৯
২০০৫-০৬	১৬১.৩৯	১৭৪.১৮	১৪৯.২০	৬.৬৮	৮.০৯	৫.১৪
২০০৬-০৭	১৭২.৭৩	১৮৯.০৬	১৫৭.১৭	৭.০৩	৮.৫৪	৫.৩৪
২০০৭-০৮	১৮৯.৬৫	২১৩.৭৩	১৬৬.৬৯	৯.৮০	১৩.০৫	৬.০৬
২০০৮-০৯	২০১.৪৯	২২৯.৬০	১৭৪.৬৯	৬.২৪	৭.৪৩	৪.৮০
২০০৯-১০	২১৬.৯৮	২৫২.২১	১৮৩.৪০	৭.৬৯	৯.৮৫	৪.৯৯
২০১০-১১	২৩২.৮১	২৭৬.৮২	১৯০.৮৭	৭.৩০	৭.৭৬	৪.০৭
২০১১-১২	২৬০.০১	৩১০.৫৮	২১১.৮২	১১.৬৮	১২.২০	১০.৯৮

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। নোট: পরবর্তী অর্থবছরের উপাত্তসমূহ ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে পরিশিষ্ট-১০ তে দেয়া হয়েছে।

পরিশিষ্ট ৬.৩: সমগ্র গ্রামীণ এলাকার (All Rural) ভোক্তা মূল্যসূচক

(ভিত্তি বছরঃ ১৯৯৫-৯৬ =১০০)

অর্থবছর	ভোক্তা মূল্যসূচক			মূল্যস্ফীতি		
	সাধারণ	খাদ্য	খাদ্য বহির্ভূত	সাধারণ	খাদ্য	খাদ্য বহির্ভূত
২০০১-০২	১৩০.৪০	১৩০.৯৯	১২৯.৪১	২.৫৬	১.৪৪	৪.৫৭
২০০২-০৩	১৩৬.৫৮	১৩৬.২৯	১৩৭.০৬	৪.৭৪	৪.০৫	৫.৯১
২০০৩-০৪	১৪৪.৪৬	১৪৫.২২	১৪৩.১৮	৫.৭৭	৬.৫৫	৪.৪৭
২০০৪-০৫	১৫৪.০৩	১৫৬.৮২	১৪৯.২৯	৬.৬২	৭.৯৯	৪.২৭
২০০৫-০৬	১৬৫.৩৭	১৬৮.৭৭	১৫৯.৫৯	৭.৩৬	৭.৬২	৬.৯০
২০০৬-০৭	১৭৭.৪২	১৮২.১৮	১৬৯.৩৩	৭.৩০	৭.৯৬	৬.১০
২০০৭-০৮	১৯৫.১৪	২০৩.৯৩	১৮০.১৯	৯.৯৯	১১.৯৪	৬.৪১
২০০৮-০৯	২০৮.৪৬	২১৮.৩৮	১৯১.৫৯	৬.৮৩	৭.০৯	৬.৩৩
২০০৯-১০	২২৩.৩৯	২৩৫.৭৬	২০২.৩৬	৭.১৬	৭.৯৬	৫.৬২
২০১০-১১	২৪৪.৩৯	২৬৪.১৫	২১০.৮১	৯.৪০	১২.০৩	৪.১৮
২০১১-১২	২৬৯.৩১	২৮৯.৮২	২৩৪.৪৭	১০.২০	৯.৭৩	১১.২২

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। নোট: পরবর্তী অর্থবছরের উপাত্তসমূহ ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে পরিশিষ্ট-১১ তে দেয়া হয়েছে।

পরিশিষ্ট ৭.১: জাতীয় (National) ভোক্তা মূল্যসূচক ও মূল্যস্ফীতি

(ভিত্তি বছরঃ ২০০৫-০৬ =১০০)

অর্থবছর	ভোক্তা মূল্যসূচক			মূল্যস্ফীতি		
	সাধারণ	খাদ্য	খাদ্য বহির্ভূত	সাধারণ	খাদ্য	খাদ্য বহির্ভূত
২০০৬-০৭	১০৯.৩৯	১১১.৬৩	১০৬.৫১	৯.৩৯	১১.৬৩	৬.৫১
২০০৭-০৮	১২২.৮৪	১৩০.৩০	১১৩.২৭	১২.৩০	১৬.৭২	৬.৩৫
২০০৮-০৯	১৩২.১৭	১৪০.৬১	১২৭.৩৬	৭.৬০	৭.৯১	৭.১৪
২০০৯-১০	১৪১.১৮	১৪৯.৪০	১৩০.৬৬	৬.৮২	৬.২৫	৭.৬৬
২০১০-১১	১৫৬.৫৯	১৭০.৪৮	১৩৮.৭৭	১০.৯১	১৪.১১	৬.২১
২০১১-১২	১৭০.১৯	১৮৩.৬৫	১৫২.৯৪	৮.৬৯	৭.৭২	১০.২১
২০১২-১৩	১৮১.৭৩	১৯৩.২৪	১৬৬.৯৭	৬.৭৮	৫.২২	৯.১৭
২০১৩-১৪	১৯৫.০৮	২০৯.৭৯	১৭৬.২৩	৭.৩৫	৮.৫৬	৫.৫৫
২০১৪-১৫	২০৭.৫৮	২২৩.৮০	১৮৬.৭৯	৬.৪১	৬.৬৮	৫.৯৯
২০১৫-১৬	২১৯.৮৬	২৩৪.৭৭	২০০.৬৬	৫.৯২	৪.৯০	৭.৪৩

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

পরিশিষ্ট ৭.২: সমগ্র নগর এলাকার (All Urban) ভোক্তা মূল্যসূচক

(ভিত্তি বছরঃ ২০০৫-০৬ =১০০)

অর্থবছর	ভোক্তা মূল্যসূচক			মূল্যস্ফীতি		
	সাধারণ	খাদ্য	খাদ্য বহির্ভূত	সাধারণ	খাদ্য	খাদ্য বহির্ভূত
২০০৯-১০	১৩৮.৪৩	১৫১.৬৬	১২৬.৯২	৮.৮৩	৯.৬১	৮.০৩
২০১০-১১	১৫১.৩৬	১৬৯.৬৮	১৩৫.৪৩	৯.৩৪	১১.৮৮	৬.৭০
২০১১-১২	১৬৪.৫২	১৮৩.৭১	১৪৭.৮৪	৮.৭০	৮.২৭	৯.১৬
২০১২-১৩	১৭৭.৭১	১৯৫.৯১	১৬১.৮৮	৮.০২	৬.৬৪	৯.৫০
২০১৩-১৪	১৯১.৭৩	২১৪.৮৫	১৭১.৬১	৭.৮৯	৯.৬৭	৬.০১
২০১৪-১৫	২০৪.৭৬	২৩০.৫৬	১৮২.৩২	৬.৮০	৭.৩১	৬.২৪
২০১৫-১৬	২১৯.৩১	২৪৫.৬৬	১৯৬.৩৯	৭.১১	৬.৫৫	৭.৭২

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

পরিশিষ্ট ৭.৩: সমগ্র গ্রামীণ এলাকার (All Rural) ভোক্তা মূল্যসূচক

(ভিত্তি বছরঃ ২০০৫-০৬ =১০০)

অর্থবছর	ভোক্তা মূল্যসূচক			মূল্যস্ফীতি		
	সাধারণ	খাদ্য	খাদ্য বহির্ভূত	সাধারণ	খাদ্য	খাদ্য বহির্ভূত
২০০৯-১০	১৪২.৬৭	১৪৮.৪৭	১৩৩.৪৬	৫.৭৯	৪.৯০	৭.৪০
২০১০-১১	১৫৯.৪১	১৭০.৮১	১৪১.২৮	১১.৭৩	১৫.০৫	৫.৮৬
২০১১-১২	১৭৩.২৬	১৮৩.৬২	১৫৬.৭৭	৮.৬৯	৭.৫০	১০.৯৬
২০১২-১৩	১৮৩.৯০	১৯৫.৯১	১৭০.৭৯	৬.১৪	৪.৬৪	৮.৯৪
২০১৩-১৪	১৯৬.৯০	২০৭.৭২	১৭৯.৬৯	৭.০৭	৮.১১	৫.২১
২০১৪-১৫	২০৯.১০	২২১.০২	১৯০.১৩	৬.২০	৬.৪০	৫.৮১
২০১৫-১৬	২২০.১০	২৩০.৩১	২০৩.৮৬	৫.২৬	৪.২০	৭.২২

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

পরিশিষ্ট ৮: ঢাকা নগরীর মধ্যবিত্ত পরিবারের ভোক্তা মূল্যসূচক (ভিত্তি বছরঃ ১৯৭৩-৭৪ =১০০)

খাতসমূহ	ভার (%)	৮৩-৮৪	৮৪-৮৫	৮৫-৮৬	৮৬-৮৭	৮৭-৮৮	৮৮-৮৯	৮৯-৯০	৯০-৯১	৯১-৯২	৯২-৯৩	৯৩-৯৪	৯৪-৯৫	৯৫-৯৬	৯৬-৯৭	৯৭-৯৮
সাধারণ	১০০.০০	৩৫৭	৩৯৭	৪৩৬	৪৮১	৫৩৬	৫৭৯	৬৩৩	৬৮৯	৭২৪	৭৩৪	৭৪৭	৭৮৬	৮১৮	৮৫০	৯০৪
খাদ্য	৬৩.০০	৩৫০	৩৮৮	৪২৯	৪৮৩	৫৩৫	৫৬৬	৬০৬	৬৪৮	৬৮৪	৬৭৬	৬৭৯	৭৩২	৭৭৪	৮১২	৮৭১
জ্বালানি ও বিদ্যুৎ	৭.০	৪৬৬	৫০৩	৫৩৯	৫৪২	৫৬২	৬২১	৬৭৪	৯৪৫	১০০৮	১০৫৫	১০৬১	১০১৪	১০৩০	১০৫৬	১০৮২
গৃহায়ন ও গৃহস্থালী সামগ্রী	১২.০	৪১৭	৪৫৪	৫০৭	৫৫১	৬৪৮	৭২৩	৮০৮	৮৬৭	৮৯৩	৯৪৬	১০১৯	১০৪০	১০৪৭	১০৬৭	১১১০
বস্ত্র ও পাদুকা	৬.০	২২৫	২৫৫	২৭৪	২৯৩	৩১৯	৩৪৮	৩৭৪	৩৯৯	৪১০	৪২২	৪৩১	৪৩৯	৪৩৯	৪৭৩	৪৯৩
বিবিধ	১২.০	৩৩৫	৩৯২	৪১৯	৪৬০	৫২৪	৫৯৮	৭০৭	৭২০	৭৫৬	৭৮৮	৮০৫	৮৬০	৮৮৩	৮৯৯	৯৭৬
বৃদ্ধির শতকরা হার																
সাধারণ	-	৯.৭	১০.৯	৯.৯	১০.৪	১১.৪	৮.০	৯.৩	৮.৯	৫.১	১.৪	১.৮	৫.২	৪.১	৩.৯	৬.৪
খাদ্য	-	১১.৮	১০.৯	১০.৬	১২.৬	১০.৮	৫.৮	৭.১	৬.৯	৫.৬	-১.২	০.৪	৭.৮	৭.৭	৪.৯	৭.৩
খাদ্য বহির্ভূত	-	৬.০	১০.৯	৯.১	৮.৬	১২.০	১০.৩	১১.৮	১২.০	৪.৫	৪.৮	৩.৭	১.৯	১.৫	২.৫	৪.৭

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, **নোটঃ** ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরের পর ঢাকা নগরীর মধ্যবিত্ত পরিবারের ভোক্তা মূল্য সূচক (ভিত্তি বছরঃ ১৯৭৩-৭৪=১০০) বিবিএস প্রকাশ করেনি।

পরিশিষ্ট ৯ : কৃষি ও শিল্পজাত পণ্যের পাইকারী মূল্যসূচক

খাতসমূহ	ভার (%)	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-০০	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬
কৃষি পণ্য	৬৭.৯	১৬০৬	১৬১১	১৭০১	১৮৪৮	১৮৪৭	১৮০২	১৮১০	১৯২২	১৯৯৪	২০৬০	২২০৪
খাদ্য	৪১.১	১৫৬৪	১৫১৩	১৬০৪	১৮২১	১৮১৩	১৭২৯	১৭১৭	১৭৮৮	১৯৮০	২০৫০	২২৫৬
কাঁচামাল	২৫.৯	১৬৬৬	১৭৫৪	১৮৪২	১৮৮২	১৮৯০	১৯১৬	১৯৩২	১৯৬৬	২০০৬	২০৬৮	২১২০
জ্বালানি	০.৯	১৭৯৮	১৯৪০	২০৫২	২১০১	২১৪৮	২১৬৪	২২৩৫	২২৫৬	২২৮৯	২৩২৫	২৩৬৫
শিল্পজাত পণ্য	৩২.১	১৪৫৯	১৪৭৮	১৫৩৭	১৫৭৩	১৫২৬	১৫৬৩	১৫৬২	১৬১০	১৬৬৭	১৭২৯	১৯৬৮
খাদ্য	৮.০	১৫৭৪	১৬৭৩	১৭৬৯	১৮৪০	১৮১৩	১৭৬৭	১৭৫১	১৮০২	১৯১৩	১৯৫৪	২১৫৬
কাঁচামাল	৬.৩	১১৬৬	১১৮৬	১২১২	১২৫৩	১২৬৮	১৩০২	১৩০৫	১৩৪৯	১৩৭৬	১৩৮০	১৪৩৫
জ্বালানি ও বিদ্যুৎ	৬.২	১৬১৩	১৬২৮	১৭৮১	১৮৩০	১৮৪০	২০৯৭	২১৬৬	২৩১৮	২৪০৯	২৫৩৯	৩৩০৮
ম্যানুফ্যাকচার	১১.৭	১৪৫৮	১৪২৬	১৪২০	১৪৩০	১৩০৫	১২৮৬	১২৫৩	১২৪৭	১২৬৭	১৩৩৬	১৪১৫
কৃষি ও শিল্প পণ্য	১০০	১৫৫৯	১৫৬৮	১৬৪৮	১৭৬০	১৭৫৩	১৭২৬	১৭৩০	১৮২২	১৮৮৯	১৯৫৪	২১২৮
বৃদ্ধির শতকরা হার	-	৫.৪	০.৬	৫.১	৬.৮	-০.৪	-১.৫	০.২৩	৫.৩২	৩.৬৭	৩.৪৩	৮.৯০

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, **নোটঃ** ২০০৫-০৬ অর্থবছরের পর হতে বিবিএস এ সংক্রান্ত উপাত্ত প্রকাশ করেনি।

পরিশিষ্ট ১০: নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও খুলনার শিল্প শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ব্যয়সূচক (ভিত্তি বছরঃ ১৯৭৩-৭৪=১০০)

বছর	সাধারণ			খাদ্য			বস্ত্র, পাদুকা			বাসস্থান ও গৃহস্থালী		
	নারায়ণগঞ্জ	চট্টগ্রাম	খুলনা	নারায়ণগঞ্জ	চট্টগ্রাম	খুলনা	নারায়ণগঞ্জ	চট্টগ্রাম	খুলনা	নারায়ণগঞ্জ	চট্টগ্রাম	খুলনা
১৯৯০-৯১	১৪৩৪	১৪১৩	১৩১০	১৩৯৯	১৪১৭	১২৯০	১৪৮৪	১৩৬৪	১২৩৬	২০৫৮	১৮৯৪	১৮৪৮
১৯৯১-৯২	১৪৯৬	১৪৭২	১৩৭৪	১৪৫৬	১৪৭৭	১৩৫৮	১৫৪৭	১৩৮৩	১২৫০	২১১৪	১৯৭৫	১৯৪৭
১৯৯২-৯৩	১৫১৫	১৪৪৬	১৩৮৫	১৪৫২	১৪২২	১৩৫৯	১৫৬৪	১৪২৩	১২৪৭	২২২০	১৯৯৮	১৯৭৯
১৯৯৩-৯৪	১৫৪৯	১৫০৫	১৪৬৩	১৪৮৯	১৫৮৪	১৪৫১	১৫৮৭	১৪৭০	১২৭১	২২৫৬	২০৩১	২০২০
১৯৯৪-৯৫	১৬৩৫	১৬৩১	১৫৬৩	১৬০৩	১৬৪৩	১৫৮৮	১৬০৫	১৫২০	১২৭৯	২২৯১	২০৯৬	২০২০
১৯৯৫-৯৬	১৭১০	১৭১৬	১৫৮৩	১৭১১	১৭১৬	১৬১৫	১৬২৬	১৫৪৯	১৩০০	২৩৭০	২৩৩৭	২০৩২
১৯৯৬-৯৭	১৭২৩	১৭১৯	১৫৪৭	১৬৯৪	১৬৮৫	১৫৮৪	১৬৫৭	১৫১৭	১৩৪৫	২৪৩৭	২৫৮৭	১৯৫৬
১৯৯৭-৯৮	১৮৩২	১৭৯৪	১৬১৮	১৮২১	১৭৫৮	১৬৪৪	১৭০১	১৫৮০	১৪৭০	২৫১৭	২৭৫৪	১৯৮২
১৯৯৮-৯৯	১৯৯০	২০০৫	১৭৬৮	২০২৭	২০০৩	১৮৩৫	১৭২৭	১৬২১	১৫৪২	২৫৮৭	৩০৪৯	২০৪৬
১৯৯৯-০০	২০৩২	২০৬৫	১৮২৩	২০৭৬	২০৫৯	১৮৮৪	১৭৪৫	১৬৭৪	১৫৮১	২৬২৪	৩১৩৪	২১৪৯
২০০০-০১	২০৪৮	২০৯২	১৮৫৬	২০৮৮	২০৭৮	১৮৯৬	১৭৬২	১৭০৯	১৬১৬	২৬৫০	৩১৯৮	২৩০৩
২০০১-০২	২০৭৭	২১১৬	১৮৮১	২১১৪	২০৯২	১৯১১	১৭৮৬	১৭৩২	১৬৩৪	২৬৮৯	৩২৭৫	২৩৭৪
২০০২-০৩	২১১৯	২১৬০	১৯২৫	২১৫৯	২১২৬	১৯৪৪	১৮০৭	১৭৫৫	১৬৫৯	২৭৫৮	৩৪০৩	২৪৭৭
২০০৩-০৪	২১৮২	২২২০	১৯৮৫	২২৩৫	২১৭৯	১৯৯৩	১৮২০	১৭৮৮	১৬৮৫	২৮১০	৩৫৩৩	২৬৪১
২০০৪-০৫	২২৮৫	২২৯৭	২০৬৫	২৩৫৯	২২৫৭	২০৬৭	১৮৪০	১৮৩৫	১৭২৩	২৮৮৯	৩৬৬৬	২৭৫৪
২০০৫-০৬	২৪৩৮	২৪২৭	২১৮৭	২৫৪২	৩৩৯৯	২১৮৮	১৮৭৯	১৯০২	১৭৭৪	৩০৬৯	৩৮৭২	২৯৯৫

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।, **নোটঃ** ২০০৫-০৬ অর্থবছরের পর হতে বিবিএস এ সংক্রান্ত উপাত্ত প্রকাশ করেনি।

পরিশিষ্ট ১১.১: প্রধান খাত ভিত্তিক মজুরি হার সূচক (ভিত্তি বছরঃ ১৯৬৯-৭০ =১০০)

	নামিক (Nominal) মজুরি হার সূচক					শিল্প শ্রমিকদের জীবনযাত্রার সাধারণ ব্যয় সূচক	প্রকৃত (Real) মজুরি হার সূচক				
বছর	সাধারণ	শিল্প কারখানা	নির্মাণ	কৃষি	মৎস্য		সাধারণ	শিল্প কারখানা	নির্মাণ	কৃষি	মৎস্য
১৯৯৩-৯৪	১৭০৯	১৮২৮	১৫৯৮	১৫৯৩	১৬৯৯	১৫০৬	১১৪	১২১	১০৬	১০৬	১১৩
১৯৯৪-৯৫	১৭৮৬	১৯৪৭	১৬১৩	১৬৫৩	১৭৭০	১৬১০	১১১	১২১	১০০	১০৩	১১০
১৯৯৫-৯৬	১৯০০	২০৬৪	১৭৫৪	১৭৩৮	১৮৮২	১৬৭৪	১১৪	১২৩	১০৫	১০৪	১১২
১৯৯৬-৯৭	১৯৯০	২১৬১	১৮৪৮	১৮০৪	১৯৭৪	১৬৬৩	১২০	১৩০	১১১	১০৯	১১৯
১৯৯৭-৯৮	২১৪১	২৩৯৫	১৯৯০	১৮৭০	২০৫৩	১৭৪৮	১২২	১৩৭	১১৪	১০৭	১১৭
১৯৯৮-৯৯	২২৫৯	২৫২২	২১৬৩	১৯৫০	২১৩৮	১৯২১	১১৮	১৩১	১১৩	১০২	১১১
১৯৯৯-০০	২৩৯০	২৭০১	২২৮৬	২০৩৭	২২২০	১৯৭৩	১২১	১৩৭	১১৬	১০৩	১১৩
২০০০-০১	২৪৮৯	২৮৩২	২৩৫৬	২১৪১	২২৯২	১৯৯৯	১২৫	১৪২	১১৮	১০৭	১১৫
২০০১-০২	২৬৩৭	৩০৩৫	২৪৪৪	২২৬২	২৪১১	২০২৪	১৩০	১৫০	১২১	১১২	১১৯
২০০২-০৩	২৯২৬	৩৫০১	২৬২৪	২৪৪৩	২৫৬৩	২০৬৮	১৪১	১৬৯	১২৭	১১৮	১২৪
২০০৩-০৪	৩১১১	৩৭৬৫	২৬৬৯	২৫৮২	২৭৭৫	২১২৯	১৪৬	১৭৭	১২৫	১২১	১৩০
২০০৪-০৫	৩২৯৩	৪০১৫	২৭৫৮	২৭১৯	২৯৫৭	২২১৬	১৪৯	১৮১	১২৪	১২৩	১২৪
২০০৫-০৬	৩৫০৭	৪২৯৩	২৮৮৯	২৯২৬	৩১৩৩	২৩৫১	১৪৯	১৮৩	১২৩	১২৪	১৩৩
২০০৬-০৭	৩৭৭৯	৪৬৩৬	৩১৩৫	৩১৫৬	৩৩৩২	-	-	-	-	-	-
২০০৭-০৮	৪২২৭	৫১৯৭	৩৫৪৯	৩৫২৪	৩৬৬৯	-	-	-	-	-	-
২০০৮-০৯	৫০২৬	৬১২৮	৪৩১১	৪২৭৪	৪২৩৬	-	-	-	-	-	-
২০০৯-১০	৫৪৪১	৬৫২০	৪৬৩৩	৪৮০৪	৪৭২৭	-	-	-	-	-	-
২০১০-১১	৫৭৮২	৬৭৭৮	৪৯৮৩	৫৩২৬	৫০৪৩	-	-	-	-	-	-
২০১১-১২	৬৪৬৯	৭২২১	৬৫৮৩	৬১৩৪	৫১৮৭	-	-	-	-	-	-
২০১২-১৩	৭৪২২	৭৯৭৮	৭৬৮৪	৭৪৪৮	৬০২১	-	-	-	-	-	-
২০১৩-১৪	৮০৯৭	৮৭০০	৮২৩৮	৮২৮৩	৬৫৬৬	-	-	-	-	-	-

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

নোটঃ ২০০৫-০৬ অর্থবছরের পর হতে বিবিএস শিল্প শ্রমিকের জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক ও প্রকৃত মজুরি হার সূচক প্রকাশ করেনি

পরিশিষ্ট ১১.২: মজুরি হার সূচক ও প্রবৃদ্ধির হার (ভিত্তি বছরঃ ২০১০-১১=১০০)

বছর	নামিক মজুরি হার সূচক				প্রবৃদ্ধির হার (পয়েন্ট টু পয়েন্ট)			
	সাধারণ	কৃষি	শিল্প	সেবা	সাধারণ	কৃষি	শিল্প	সেবা
২০১০-১১	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	-	-	-	-
২০১১-১২	১০৬.২৪	১০৫.৯৬	১০৬.৯২	১০৬.২৩	৬.২৪	৫.৯৬	৬.৯২	৬.২৩
২০১২-১৩	১১২.৬২	১১২.০৮	১১৩.৪৩	১১৩.৬৩	৬.০১	৫.৭৮	৬.০৮	৬.৯৬
২০১৩-১৪	১১৮.৮২	১১৮.৪৪	১১৯.০৭	১২০.১৬	৫.৫০	৫.৬৮	৪.৯৭	৫.৭৫
২০১৪-১৫	১২৪.৬৯	১২৪.৫১	১২৪.৩৮	১২৬.১৫	৪.৯৪	৫.১২	৪.৪৭	৪.৯৮
২০১৫-১৬	১৩২.৮১	১৩২.৪৮	১৩২.০২	১৩৬.০৩	৬.৫২	৬.৪১	৬.১৬	৭.৮৬

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

পরিশিষ্ট ১২: কতিপয় প্রধান কৃষি ফসলের উৎপাদন ও চাষাধীন ভূমির পরিমাণ

(হাজার একর, হাজার মেট্রিক টন)

বছর	আউশ		আমন		বোরো		গম		বার্লি		তামাক	
	একর	উৎপাদন	একর	উৎপাদন	একর	উৎপাদন	একর	উৎপাদন	একর	উৎপাদন	একর	উৎপাদন
১৯৮৭-৮৮	৬৮৯১	২৯৯৩	১৩৮১৬	৭৬৮৯	৪৮০০	৪৭৩১	১৪৭৫	১০৪৮	৪৪	১১	১১৭	৪২
১৯৮৮-৮৯	৬৩৩৩	২৮৫৬	১২৬০৬	৬৮৫৭	৬০২৬	৫৮৩১	১৩৮৪	১০২২	৪৬	১১	১১৩	৩৯
১৯৮৯-৯০	৫৫৯৩	২৪৮৮	১৪০৯৫	৯২০৯	৬২০৫	৬১৬৭	১৪৬৩	৮৯০	৪৬	১২	১১১	৪১
১৯৯০-৯১	৫২১৬	২৩২৮	১৪২৭৩	৯১৬৭	৬২৯৭	৬৩৫৭	১৪৮০	১০০৪	৪৪	১১	৯৪	৩৪
১৯৯১-৯২	৪৭৩৫	২১৯৯	১৪০৬৭	৯২৬৯	৬৫১২	৬৮০৪	১৪২০	১০৬৫	৪০	১০	৯১	৩৪
১৯৯২-৯৩	৪২৮৮	২০৭৫	১৪৪৪২	৯৬৮০	৬৪২৩	৬৫৮৭	১৫৭৪	১১৭৬	৩০	৮	৮৯	৩৬
১৯৯৩-৯৪	৪০৭৬	১৮৫০	১৪০২৯	৯৪১৯	৬৩৭৮	৬৭৭২	১৫২০	১১৩১	২৫	৬	৯১	৩৮
১৯৯৪-৯৫	৪১১১	১৭৯১	১৩৮২৪	৮৫০৪	৬৫৮২	৬৫৩৮	১৫৮০	১২৪৫	২৩	৬	৮৯	৩৮
১৯৯৫-৯৬	৩৮১০	১৬৭৬	১৩৯৫৩	৮৭৯০	৬৮০৪	৭২২১	১৭৩২	১৩৬৯	২৩	৬	৯০	৩৯
১৯৯৬-৯৭	৩৯৩৫	১৮৭১	১৪৩৯৯	৯৫৫২	৬৮৭৬	৭৪৬০	১৭৪৯	১৪৫৪	২৩	৬	৮৬	৩৮
১৯৯৭-৯৮	৩৮৬৮	১৮৭৫	১৪৩৫৩	৮৮৫০	৭১৩৮	৮১৩৭	১৯৮৮	১৮০৩	২৩	৬	৮১	৩৬
১৯৯৮-৯৯	৩৫১৯	১৬১৭	১২৭৬২	৭৭৩৬	৮৭১৫	১০৫৫২	২১৮০	১৯০৮	২১	৫	৭৮	২৯
১৯৯৯-০০	৩৩৩৯	১৭৩৪	১৪০৯৭	১০৩০৫	৯০২৪	১১০২৭	২০৫৭	১৮৪০	১৭	৫	৭৭	৩৫
২০০০-০১	৩২৭৪	১৯১৬	১৪১১০	১১২৪৯	৯২৯৫	১১৯২০	১৯০৯	১৬৭৩	১৪	৪	৭৪	৩৭
২০০১-০২	৩০৬৯	১৮০৮	১৩৯৫৫	১০৭২৬	৯৩১৯	১১৭৬৬	১৮৩৩	১৬০৬	১০	৩	৭৫	৩৮
২০০২-০৩	৩০৭৩	১৮৫০	১৪০৪১	১১১১৫	৯৫০১	১২২২২	১৭৪৬	১৫০৭	৬	২	৭৬	৩৭
২০০৩-০৪	২৯৭১	১৮৩২	১৪০৩০	১১৫২১	৯৭৪৫	১২৮৩৭	১৫৮৬	১২৫৩	৫	১	৭৫	৩৯
২০০৪-০৫	২৫৩২	১৫০০	১৩০৪৭	৯৮২০	১০০৪২	১৩৮৩৭	১৩৮০	৯৭৬	৩	৪	৭৪	৩৮
২০০৫-০৬	২৫৫৬	১৭৪৫	১৩৪১৬	১০৮১০	১০০৪৭	১৩৯৭৫	১১৮৩	৭৩৫	২	১	৭৮	৪৩
২০০৬-০৭	২২৩৮	১৫১২	১৩৩৮২	১০৮৪১	১০৪৯৬	১৪৯৬৫	৯৮৮	৭৩৭	২	১	৭৬	৩৯
২০০৭-০৮	২২৭০	১৫০৭	১২৪৭৪	৯৬৬২	১১৩৮৫	১৭৭৬২	৯৫৮	৮৪৪	২	১	৭২	৪০
২০০৮-০৯	২৬৩৩	১৮৯৫	১৩৫৮৫	১১৬১৩	১১৬৫৪	১৭৮০৯	৯৭৫	৮৪৯	২	১	৭৪	৪০
২০০৯-১০	২৪৩২	১৭০৯	১৩৯৯৩	১২২০৭	১১৮১১	১৮৩৪১	৯২২	৯৬৯	২	১	৯৫	৫৫
২০১০-১১	২৭৫০	২১৩৩	১৩৯৫১	১২৭৯২	১১৭৮৮	১৮৬১৭	৯২৩	৯৭২	১	১	১২১	৭৯
২০১১-১২	২৮১২	২৩৩২	১৩৭৮৯	১২৭৯৮	১১৮৮৬	১৮৭৫৯	৮৮৫	৯৯৫	১	১	১২৬	৮৫
২০১২-১৩	২৬০২	২১৫৮	১৩৮৬৩	১২৮৯৭	১২৭৬৩	১৮৭৭৮	১০২৯	১২৫৫	১	১	১২০	৭৯
২০১৩-১৪	২৫৯৮	২৩২৬	১৩৬৬৬	১৩০২৩	১১৮৩৭	১৯০০৭	১০৬২	১৩০৩	১	১	১২৪	৮৫
২০১৪-১৫	২৫৮৩	২৩২৮	১৩৬৬৫	১৩১৯০	১১৯৬১	১৯১৯২	১০৭৯	১৩৪৮	১	১	১২৫	৮৫
২০১৫-১৬	২৫১৬	২২৮১	১৩৮১৪	১৩৪৮৩	১১৭৯৪	১৮৯৩৭	১০৯৯	১৩৪৮	-	-	-	-

বছর	ডাল		তৈলবীজ		মশলা		ইক্ষু		পাট		গোল আলু	
	একর	উৎপাদন	একর	উৎপাদন	একর	উৎপাদন	একর	উৎপাদন	একর	উৎপাদন	একর	উৎপাদন
১৯৮৭-৮৮	১৮২২	৫৩৯	১৩৫১	৪৪৯	৩৫২	৩০৪	৪২৮	৭২০৭	১২৬৬	৮৫৩	২০৫	১২৭৬
১৯৮৮-৮৯	১৮১৭	৪৯৬	১৪১৫	৪৩৪	৩৫৪	২৯৫	৪২৫	৬৭০৭	১৩৪৩	৮০৫	২৭৫	১০৮৯
১৯৮৯-৯০	১৮২৩	৫১২	১৪১৮	৪৩৮	৩৬৬	৩২৩	৪৬১	৭৪২৩	১৩৩৯	৮১২	২৮৮	১০৬৬
১৯৯০-৯১	১৭৯৯	৫২৩	১৪০৭	৪৪৮	৩৬৪	৩১৯	৪৭২	৭৬৮২	১৪৪২	৯৬২	৩০৬	১২৩৭
১৯৯১-৯২	১৭৮২	৫১৯	১৩৯৯	৪৬১	৩৫৬	৩২২	৪৬৩	৭৪৪৬	১৪৫৩	৯৫৭	৩১৬	১৩৭৯
১৯৯২-৯৩	১৭৬৩	৫১৭	১৩৯২	৪৭৪	৩৫৫	৩২০	৪৫০	৭৫০৭	১২৩৬	৮৯২	৩১৩	১৩৮৪
১৯৯৩-৯৪	১৭৫২	৫৩০	১৩৮২	৪৭০	৩৫৫	৩২৫	৪৪৭	৭১১১	১১৮২	৮০৮	৩২৪	১৪৩৮
১৯৯৪-৯৫	১৭৫৫	৫৩৪	১৩৮১	৪৮০	৩৫৪	৩১৮	৪৪৫	৭৪৪৬	১৩৮৩	৯৬৬	৩২৫	১৪৬৮
১৯৯৫-৯৬	১৭২৫	৫২৫	১৩৭০	৪৭১	৩৫৩	৩১৮	৪৩১	৭১৬৫	১১৩৩	৭৩৯	৩২৭	১৪৯২
১৯৯৬-৯৭	১৭১৫	৫২৮	১৩৭০	৪৭৮	৩৫৫	৩২০	৪৩৪	৭৫২০	১২৫৩	৮৮৩	৩৩১	১৫০৮
১৯৯৭-৯৮	১৫৯০	৫১৯	১৩৮৬	৪৮৩	৩৫৫	৩১৬	৪৩৩	৭৩৭৯	১৪২৭	১০৫৭	৩৩৭	১৫৫৩
১৯৯৮-৯৯	১৩৫১	৪১৭	১২৬৪	৪৪৮	৬২১	৩৯৫	৪৩০	৬৯৫১	১১৮১	৮১১	৬০৫	২৭৬২
১৯৯৯-০০	১২৩১	৩৮৩	১০৭৯	৪০৬	৬২৩	৪০৬	৪২১	৬৯১০	১০০৮	৭১১	৬০১	২৯৩৩
২০০০-০১	১১৭০	৩৬৬	৯৪৮	২৯২	৫৮৮	৩৯৭	৪১৭	৬৭৪২	১১০৭	৮২১	৬১৫	৩২১৬
২০০১-০২	১১১৬	৩৪২	৯০৯	২৮৫	৬২২	৪১৭	৪০২	৬৫০২	১১২৮	৮৫৯	৫৮৭	২৯৯৪
২০০২-০৩	১১০৮	৩৪৯	৮৯৭	২৭৭	৬২৫	৪২৫	৪১০	৬৮৩৮	১০৭৯	৮০০	৬০৬	৩৩৮৬
২০০৩-০৪	১০৩৯	৩৩৩	৮৫০	২৭০	৬৬৭	৬০৮	৪০৪	৬৮৮৪	১০০৮	৭৯৪	৬৬৯	৩৯০৭
২০০৪-০৫	৯৪৭	৩১৬	৮২৮	৩০৪	৩৬৪	৮১৫	৩৮৮	৬৪২৩	৯৬৫	৭১৭	৮০৬	৪৮৫৫
২০০৫-০৬	৮৩৩	২৭৯	৭৮৪	৩২২	৪৪২	১০২৭	৩৭৭	৫৫১১	৯৯৩	৮৩৬	৭৪৪	৪১৬১
২০০৬-০৭	৭৬৯	২৫৮	৭৮৯	৩২২	৫০৯	১২৫১	৩৭১	৫৭৭০	১০৩৪	৮৮৪	৮৫২	৫১৬৭
২০০৭-০৮	৫৫৮	২০৪	৮৩৪	৩৫৮	৪৯৮	১২৫০	৩১২	৪৯৮৪	১০৮৯	৮৩৭	৯৯৩	৬৬৪৮
২০০৮-০৯	৫৫৯	১৯৬	৮৩৪	৩৩৭	৪৬০	১১০৩	৩১২	৫২৩৩	১০৩৯	৮৪৭	৯৭৮	৫২৬৮
২০০৯-১০	৫৯৩	২২১	৮৭০	৩৭৭	৪৯১	১২৪০	২৯০	৪৪৯১	১০২৯	৯২২	১১২০	৮১৬৮
২০১০-১১	৬২৭	২৩২	৮৯০	৩৯৭	৫৩৫	১৪৭৩	২৮৭	৪৬৭১	১৭৫১	১৫২১	১১৩৭	৮৩২৬
২০১১-১২	৬৬৭	২৪০	৯৪১	৪০৮	৮০২	১৭৫৬	২৬৬	৪৬০৩	১৮৭৮	১৮৭৮	১০৬৩	৮২০৫
২০১২-১৩	৭০১	২৬৫	৯৮০	৪৩৩	৫৫৩	১৭২০	২৬৯	৪৪৬৮	১৬৮৩	১৩৮১	১০৯৮	৮৬০৩
২০১৩-১৪	৮২৪	৩৫২	১০৩৫	৪৯৫	৬৩৪	১৯৩১	২৬৫	৪৫০৮	১৬৪৫	৭৪৩৬	১১৪২	৮৯৫০
২০১৪-১৫	৮৮৫	৩৭৮	১১৩০	৫০২	৭৫১	২০৩৭	২৬৬	৪৫৭৯	১৬৬২	৭৫০১	১১৬৪	৯২৫৪
২০১৫-১৬	-	-	-	-	-	-	-	-	১৬৭৫	৭৫৫৯	১১৭৫	৯৪৭৪

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

পরিশিষ্ট ১৩: সেচকৃত জমির পরিমাণ

(লক্ষ হেক্টর)

সেচ পদ্ধতি	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
১) ভূপরিস্থ পানি দ্বারা সেচঃ												
এল এল পি ও অন্যান্য	৮.৩০	৮.০৩	৯.৬১	১০.৬৬	১০.৯১	১১.০৭	১০.৩৯	১১.৪৫	১১.৯৬	১২.৪৬	১২.৫০	১৩.৪২
২) ভূগর্ভস্থ পানি দ্বারা সেচঃ												
গভীর নলকূপ	৬.৫৪	৭.০০	৭.২৫	৭.৮৫	৭.৯০	৭.৭৩	৭.১৯	৭.৫৯	৯.৩৪	৮.৭৭	৯.৬২	১১.৯৪
অগভীর নলকূপ ও আর্টিশিয়ান	৩১.৫০	৩১.২১	৩১.৯৬	৩১.৯৭	৩২.৪৫	৩৩.৩৬	৩৫.০৫	৩৪.১৮	৩২.৪২	৩২.৭৯	৩২.৩৫	২৯.৫৪
সর্বমোট	**৪৬.৫২**	**৪৬.২৪**	**৪৮.৮২**	**৫০.৪৯**	**৫১.২৬**	**৫২.১৭**	**৫২.৬৩**	**৫৩.২২**	**৫৩.৭২**	**৫৪.০২**	**৫৪.৪৮**	**৫৪.৯০**

উৎসঃ কৃষি মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট ১৪: রাসায়নিক সারের ব্যবহার

(‘০০০ মেট্রিক টন)

ব্যবহৃত সার	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬*
ইউরিয়া	৫২৩.৩৯	২৪৫১.৩৭	২৫১৫.০০	২৭৬২.০০	২৫৩২.৯৬	২৪০৯.০০	২৬৫২.০০	২২৯৬.০০	২২৪৭.০০	২৪৬২.০০	২৬৩৮.০০	২২৯১.০০
টিএসপি	৪২০.০২	৪৩৬.৪৭	৩৪০.০০	৩৯২.০০	১৫৬.০০	৪২০.০০	৫৬৪.০০	৬৭৮.০০	৬৫৪.০০	৬৮৫.০০	৭২২.০০	৭৩০.০০
ডিএপি	১৪০.৭২	১৪৫.০০	১১৫.০০	১২৯.০০	১৮.২৩	১৩৬.০০	৩০৫.০০	৪০৯.০০	৪৩৪.০০	৫৪৩.০০	৫৯৭.০০	৬৫৮.০০
এমওপি	২৬০.৩৮	২৯০.৬৭	২৩০.০০	২৬২.০০	৭৫.০০	২৬৩.০০	৪৮২.০০	৬১৩.০০	৫৭১.০০	৫৭৭.০০	৬৪০.০০	৭২৭.০০
এসএসপি	১৭০.৯৩	১৩০.৩৯	১২২.০০	১১৮.০০	২০.০০	--	--	--	--	--	--	--
এনপিকেএস	৯০.০০	১১০.০০	১২৫.০০	১২০.০০	৪০.০০	৫০.০০	৪০.০০	২০.০০	২৫.০০	২৭.০০	২৭.০০	৩৯.৫৯
এএস	৫.৫৯	৬.৩২	৬.০০	৭.০০	৩.০০	৫.০০	৫.০০	৬.০০	৮.৫০	৩.০০	৬.২২	৯.৯৬
জিংক	৮.০০	৭.৫০	২৬.০০	২০.০০	৫.০০	১০.০০	১২.০০	১২.০০	২৪.০০	৪২.০০	৩৯.০০	৫৩.৪৩
জিপসাম	১৩৫.৭	১০৪.৯৫	৭২.০০	৭৫.০০	১৫.০০	২০.০০	২৫.০০	১৫.০০	৪০.০০	১২৬.০০	১২২.০০	২২৯.৪২
অন্যান্য	--	--	--	--	--	--	--	--	১৯.০০	০.৪০	--	--
মোট	**৩৭৫৪.৭৩**	**৩৬৮২.৬৭**	**৩৫৫১ .০০**	**৩৮৮৫.০০**	**২৮৬৫.১৯**	**৩৩১৩.০০**	**৪০৮৫.০০**	**৪০৪৯.০০**	**৪০২২.৫০**	**৪২৯৯.০৮**	**৪৭৯১.২২**	**৪৭৩৮.৪০**

উৎসঃ কৃষি মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট ১৫: বিদেশ হতে খাদ্যশস্য আমদানির হিসাব

(হাজার মেট্রিক টন)

অর্থবছর	চাল			গম			মোট খাদ্যশস্য		
	খাদ্য সাহায্য	আমদানি	মোট	খাদ্য সাহায্য	আমদানি	মোট	খাদ্য সাহায্য	আমদানি	মোট
১৯৮৫-৮৬	২৭	১০	৩৭	১০৬০	১০৩	১১৬৩	১০৮৭	১১৩	১২০০
১৯৮৬-৮৭	১০৮	১৫০	২৫৮	১৩১৭	১৯২	১৫০৯	১৪২৫	৩৪২	১৭৬৭
১৯৮৭-৮৮	১৯২	৩৯৮	৫৯০	১৫৯৫	৭৩২	২৩২৭	১৭৮৭	১১৩০	২৯১৭
১৯৮৮-৮৯	৪০	২১	৬১	১৩১৬	৭৫৯	২০৭৫	১৩৫৬	৭৮০	২১৩৬
১৯৮৯-৯০	৪১	২৫৮	২৯৯	৯০৮	৩২৬	১২৩৪	৯৪৯	৫৮৪	১৫৩৩
১৯৯০-৯১	১০	--	১০	১৫৩০	৩৭	১৫৬৭	১৫৪০	৩৭	১৫৭৭
১৯৯১-৯২	৩৯	--	--	১৩৭৫	১৫০	১৫২৫	১৪১৪	১৫০	১৫৬৪
১৯৯২-৯৩	১৯	--	১৯	৭১৬	৪৪৮	১১৬৪	৭৩৫	৪৪৮	১১৮৩
১৯৯৩-৯৪	--	৭৪	৭৪	৬৫৪	২৩৮	৮৯২	৬৫৪	৩১২	৯৬৬
১৯৯৪-৯৫	--	৮১৩	৮১৩	৯৩৫	৮২০	১৭৫৫	৯৩৫	১৬৩৩	২৫৬৮
১৯৯৫-৯৬	১	১১৩৭	১১৩৮	৭৩৭	৫৫২	১২৮৯	৭৩৮	১৬৮৯	২৪২৭
১৯৯৬-৯৭	১০	২৪	৩৪	৬০৮	৩২৫	৯৩৩	৬১৮	৩৪৯	৯৬৭
১৯৯৭-৯৮	--	১১০৫	১১০৫	৫৪৯	২৯৭	৮৪৬	৫৪৯	১৪০২	১৯৫১
১৯৯৮-৯৯	৬০	৩০০৭	৩০৬৭	১১৭৫	১২৪৯	২৪২৪	১২৩৫	৪২৫৬	৫৪৯১
১৯৯৯-০০	৫	৪২৮	৪৩৩	৮৬৫	৮০৬	১৬৭১	৮৭০	১২৩৪	২১০৪
২০০০-০১	৩২	৫২৯	৫৬১	৪৫৯	৫৩৪	৯৯৩	৪৯১	১০৬৩	১৫৫৪
২০০১-০২	৮	১১৮	১২৬	৫০১	১১৭১	১৬৭২	৫১১	১২৮৮	১৭৯৯
২০০২-০৩	৪	১৫৫২	১৫৫৬	২৫০	১৪১৪	১৬৬৪	২৫৪	২৯৬৬	৩২২০
২০০৩-০৪	৪	৭৯৬	৮০০	২৮৫	১৭০৩	১৯৭৯	২৮৯	২৪৯৯	২৭৮৮
২০০৪-০৫	২৭	১২৬৮	১২৯৫	২৬৩	১৮১৬	২০৭৯	২৯০	৩০৮৪	৩৩৭৪
২০০৫-০৬	৩৪	৪৯৮	৫৩২	১৬০	১৮৭০	২০৩০	১৯৪	২৩৬৮	২৫৬২
২০০৬-০৭	২৫	৬৯৫	৭২০	৬৫	১৬৩৫	১৭০০	৯০	২৩৩০	২৪২০
২০০৭-০৮	৮০	১৯৬৭	২০৪৭	১৭৫	১২৩৫	১৪১০	২৫৫	৩২০২	৩৪৫৭
২০০৮-০৯	৩০	৫৭৩	৬১৩	৮৬	২৩২৪	২৪১০	১১৬	২৮৯৭	৩০১৩
২০০৯-২০১০	৪	৮৮	৯২	৪	৩৩৫৮	৩৩৬৩	৮	৩৪৪৬	৩৪৫৪
২০১০-২০১১	৬	১৫৫৪	১৫৬০	১৫৭	৩৫৯৬	৩৭৫৩	১৬৩	৫১৫০	৫৩১৩
২০১১-১২	৯	৫১৪	৫২৩	১০৬	১৬৬১	১৭৬৭	১১৫	২২৮১	২২৯০
২০১২-১৩	১	২৬	২৭	১৩০	১৭১৫	১৮৪৫	১৩১	১৭৪১	১৮৭২
২০১৩-১৪	৩	৩৭১	৩৭৪	৭৩	২৬৭৭	২৭৫০	৭৬	৩০৪৮	৩১২৪
২০১৪-১৫	-	১৪৯০	১৪৯০	-	৩৮৪১	৩৮৪১	-	৫৩৩১	৫৩৩১
২০১৫-১৬	১	২৫৬	২৫৭	৮৬	৪২৮০	৪৩৬৬	৮৭	৪৫৩৬	৪৬২৩
২০১৬-১৭*	-	৪২	৪২	৮৫	৪০৬৪	৪১৪৯	৮৫	৪১০৬	৪১৯৯

উৎসঃ খাদ্য অধিদপ্তর, খাদ্য মন্ত্রণালয়। * ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

নোটঃ (১) ১৯৯২-৯৩ সাল হতে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের খাদ্য আমদানি অন্তর্ভুক্ত।

(২) ২০০০-০১ সাল হতে খাদ্য সাহায্য হিসেবে ইউএসএইড (US-AID)-এর গম সাহায্য আমদানি অন্তর্ভুক্ত।

পরিশিষ্ট ১৬: শিল্প ঋণের বছরভিত্তিক বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	বিতরণ			আদায়কৃত ঋণ		
	চলতি মূলধন	মেয়াদি ঋণ	মোট	চলতি মূলধন	মেয়াদি ঋণ	মোট
২০০৫-০৬	২৮,৪৪৮.৫৩	৯৬৫০.০২	৩৮,০৯৮.৫৫	২২,৯৭৫.৯৫	৬৭৫৯.৫২	২৯,৭৩৫.৪৭
২০০৬-০৭	৩১,৬৫১.৩২	১২,৩৯৪.৭৮	৪৪,০৪৬.১০	২৩,৭৯০.৫৪	৯,০৬৮.৪৫	৩২,৮৫৮.৯৯
২০০৭-০৮	৩৯,৯৬৩.৪৯	২০,১৫০.৮২	৬০,১১৪.৩১	২৮,৮৪৯.৬০	১৩,৬২৪.২০	৪২,৪৭৩.৮০
২০০৮-০৯	৪৫,০২৮.২৮	১৯,৯৭২.৬৯	৬৫,০০০.৯৭	৩৬,৫৯৭.৮৯	১৬,৩০২.৪৮	৫২,৯০০.৩৭
২০০৯-১০	৫৯,১৭১.৯৫	২৫,৮৭৫.৬৬	৮৫,০৪৭.৬১	৪৫,২৩১.৭৫	১৮,৯৮২.৭০	৬৪,২১৪.৪৫
২০১০-১১	৭১,৩০০.৩৫	৩২,১৬৩.২০	১০৩,৪৬৩.৫৫	৫৬,৬৯৪.৯৯	২৫,০১৫.৮৯	৮১,৭১০.৮৮
২০১১-১২	৭৬,৬৭৪.৯৮	৩৫,২৭৮.১০	১১১,৯৫৩.০৮	৬৪,৪০০.২৭	৩০,২৩৬.৭৪	৯৪,৬৩৭.০১
২০১২-১৩	১০৩,১৬৫.৫৬	৪২,৫২৮.৩১	১৪৫,৬৯৩.৮৭	৮৫,৪৯৬.১৪	৩৬,৫৪৯.৪১	১২২,০৪৫.৫৫
২০১৩-১৪	১২৬,১০২.৫৯	৪২,৩১১.৩২	১৬৮,৪১৩.৯১	১১৩,২৯১.২৫	৪১,৮০৬.৬৯	১৫৫,০৯৭.৯৪
২০১৪-১৫	১৫৯,৫৪৬.৪২	৫৯,৭৮৩.৭০	২১৯,৩৩০.১২	১২১,৮৫৩.৯৯	৪৭,৫৪০.৮১	১৬৯,৩৯৪.৮০
২০১৫-১৬	১,৯৯,৩৪৯.২১	৬৫,৫৩৮.৬৯	২,৬৪,৮৮৭.৯০	১,৪৯,৭৬২.৭২	৪৮,২২৫.২৯	১,৯৭,৯৮৮.০১
২০১৬-১৭*	১,১১,৯৮৬.৪৮	৩২,৬২০.১৫	১,৪৪,৬০৬.৬৩	৯৪,৯৮৬.৯৫	২৬,১০২.৩১	১,২১,০৮৯.২৬

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। * ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত।

পরিশিষ্ট ১৭: কৃষি ঋণ বিতরণ, আদায় ও স্থিতি

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	বিতরণ	আদায়	স্থিতি
১৯৮২-৮৩	৬৭৮.৬০	৩৪২.৩০	১৩৫১.৫১
১৯৮৩-৮৪	১০০৫.৩০	৫১৭.৫৭	২০৭৭.৩৫
১৯৮৪-৮৫	১১৫২.৮৪	৫৮৩.৯০	৩০৩৪.২৪
১৯৮৫-৮৬	৬৩১.৭২	৬০৭.১৫	৩৫১৪.২৫
১৯৮৬-৮৭	৬৬৭.২৮	১১০৭.৫৬	৩২৯৪.৪১
১৯৮৭-৮৮	৬৫৬.৩১	৫৯৫.৭৮	৩৮৬৩.৪৯
১৯৮৮-৮৯	৮০৭.৬২	৫৭৭.৯৬	৪৭১১.৬৬
১৯৮৯-৯০	৬৮৬.৭৮	৭০১.৯৪	৫৩৮১.২৯
১৯৯০-৯১	৫৯৫.৬০	৬২৫.৩২	৫৭০৩.৪৫
১৯৯১-৯২	৭৯৪.৫৯	৬৬২.১১	৫৩৬৯.৫৬
১৯৯২-৯৩	৮৪১.৮৫	৮৬৯.২৩	৫৬৯২.৮৪
১৯৯৩-৯৪	১১০০.৭৯	৯৭৯.১২	৬২২২.০০
১৯৯৪-৯৫	১৪৯০.৩৮	১১২৪.১১	৭০৪৫.২২
১৯৯৫-৯৬	১৪৮১.৬৩	১২৭৩.০৮	৭৭৬৯.০৭
১৯৯৬-৯৭	১৫১৭.৩০	১৫৯৪.২৭	৮২৫৬.২১
১৯৯৭-৯৮	১৬৪২.৮৪	১৬৯৯.০৭	৮৫১৫.০৪
১৯৯৮-৯৯	৩২৪৫.৩৬	২০৩৯.৬৫	৯৭০২.৫১
১৯৯৯-০০	২৮৫১.২৯	২৯৯৬.২৯	১০৬৪৮.৯০
২০০০-০১	৩০১৯.৬৭	২৮৭৭.৮৭	১১১৩৭.২৬
২০০১-০২	২৯৫৪.৯১	৩২৫৯.৬৬	১১৪৯৮.১৩
২০০২-০৩	৩২৭৮.৩৭	৩৫১৬.৩১	১১৯১৩.৩৫
২০০৩-০৪	৪০৪৮.৪১	৩১৩৫.৩২	১২৭০৫.৯৫
২০০৪-০৫	৪৯৫৬.৭৮	৩১৭১.১৫	১৪০৩৯.৮৪
২০০৫-০৬	৫৪৯৬.২১	৪১৬৪.৩৫	১৫৩৭৬.৭৯
২০০৬-০৭	৫২৯২.৫১	৪৬৭৬.০০	১৪৫৮২.৫৬
২০০৭-০৮	৮৫৮০.৬৬	৬০০৩.৭০	১৭৮২২.৫০
২০০৮-০৯	৯২৮৪.৪৬	৮৩৭৭.৬২	১৯৫৯৮.১৫
২০০৯-১০	১১১১৬.৮৮	১০১১২.৭৫	২২৫৮৮.৫৮
২০১০-১১	১২১৮৪.৩২	১২১৪৮.৬১	২৫৪৯২.১৩
২০১১-১২	১৩১৩২.১৫	১২৩৫৯.০০	২৫৯৭৪.৯৭
২০১২-১৩	১৪৬৬৭.৪৯	১৪৩৬২.২৯	৩১০৫৭.৬৯
২০১৩-১৪	১৬০৩৬.৮১	১৭০৪৬.০২	৩৪৬৩২.৮২
২০১৪-১৫	১৫৯৭৮.৪৬	১৫৪০৬.৯৬	৩২৯৩৬.৮০
২০১৫-১৬	১৭৬৪৬.৩৯	১৭০৫৬.৪৩	৩৪৪৭৭.৩৭
২০১৬-১৭*	১৩৯২৯.৪৫	১২৩১৬.১৯	৩৬৬৫৫.৯৫

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। * জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

পরিশিষ্ট ১৮ : শিল্প জাত দ্রব্যের উৎপাদন সূচক ভিত্তি বছর (২০০৫-০৬=১০০)

পণ্য দ্রব্য	**২০০৬-০৭**	**২০০৭-০৮**	**২০০৮-০৯**	**২০০৯-১০**	**২০১০-১১**	**২০১১-১২**	**২০১২-১৩**	**২০১৩-১৪**	২০১৪-১৫
সাধারণ সূচক	**১০৮.৭৬**	**১১৭.৫০**	**১২৭.৪৭**	**১৩৫.০১**	**১৫৭.৮৯**	**১৭৪.৯২**	**১৯৫.১৯**	**২১৩.২২**	**২৩৬.১১**
১. খাদ্য দ্রব্য	১০৬.৬৪	১০৯.৫২	১১৩.৬৩	১২৯.৩৯	১৩৮.৬৬	১৬১.৩৪	২১৯.১০	২৪১.৫২	৩৩৩.০৭
২. পানীয়	১০৯.২৩	১১৫.৮৪	১২২.৫৬	১৩১.৯১	১৫২.৩৭	১৫২.৪৬	১৮৯.৮১	২৪৩.১৯	২৩০.০৬
৩. তামাকজাত দ্রব্য	১০১.৫১	১০২.৭৪	১০৫.০৭	১১০.৯২	১১২.৩০	১৩৬.৭৯	১৪৪.৬৬	১৪৯.৬৫	১৪৭.৩৭
৪. টেক্সটাইল দ্রব্য	১১১.৫৬	১২৩.৫৭	১২৭.৯৯	১৩২.৮৭	১৩৯.৫১	১৩৯.৪৪	১৪২.৪১	১৩৯.৬৮	১২২.৮১
৫. পরিধেয় বস্ত্র	১১২.১২	১২৫.৯৫	১৪৪.৭৫	১৪৩.০৬	২০০.৮০	২৩৫.৪৪	২৬৫.৮৩	২৯৩.৭০	৩০৪.৭৬
৬. চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য	১০৫.৭৬	১১০.৮৭	১১৫.৪৮	১২০.৯০	১২৯.০২	১৩২.৩২	১৩৯.৭৬	১৪৭.৮৩	১৪০.৪৮
৭. কাঠ ও কাঠজাত দ্রব্য	১১৯.২৭	১৫৮.০৫	১৭০.৮১	১৯৩.৩০	২১৬.৬৬	২৩৫.৯৯	২৩৮.৮১	২৪৩.৩৯	২৬৯.৮৮
৮. কাগজ ও কাগজজাত দ্রব্য	১১১.৮১	১২৭.০৪	১৪৫.৩০	১৫৪.৪৭	১৬৯.৭০	১৭১.৩৪	১৬০.৪৩	১৫১.৯৫	১৭৪.৬৮
৯.প্রিন্টিং ও রেকর্ডিং মিডিয়া	১০৯.৪৬	১১৬.৯৪	১২১.৩৫	১২৩.৮১	১২১.১২	১২৩.২৩	১২৪.৩৬	১২৭.৭৩	১৪০.৯১
১০.পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম দ্রব্য	৯৩.৩৪	৯০.৭৮	৬৪.৭৬	৯৫.৯৫	৯৯.১০	৯০.৮৫	১০১.৫৪	৯২.৭৬	৯৬.৭৯
১১. রাসায়নিক দ্রব্যাদি	৯৯.১১	৮৪.০৭	৭০.২৯	৮৬.০১	৭০.৮০	৮০.৭৭	৮৪.৬২	৮০.৪১	৭৭.৪৯
১২.ফার্মাসিউটিক্যাল ও ঔষধি কেমিক্যাল	১০৫.১৯	১১৬.২০	১২৮.৩৩	১৬৪.৩৩	১৬৪.৯৭	১৬৯.৮২	১৭৮.৭৯	২৩০.৬০	২৯০.৯৮
১৩. রাবার ও প্লাস্টিক দ্রব্যাদি	১০৮.২০	১২০.১৫	১৩৫.২৬	১৬৪.১৫	১৯১.৯৭	২১৭.৫৯	২৪৪.৮৭	২৬৩.৮৪	২৯২.৬৯
১৪. অন্যান্য অধাতব খনিজ দ্রব্য	১০৫.৭৭	১০৯.৯৪	১১৯.১৪	১২৬.৭৯	১৩৪.৬২	১৩৮.২২	১৩৯.৫১	১৪৪.১৮	১৮২.৭৮
১৫. মৌল ধাতু	১১১.৪৮	১২১.৫১	১৩৬.৪৪	১২৮.৭৫	১১১.৫০	১১৪.২৬	১৩৬.৪১	১৫০.২০	১৮৭.১৩
১৬.মেশিনারি ব্যতীত ফেব্রিকেটেড ধাতব দ্রব্য	১১০.৩১	১১২.৫৭	১১৯.৪১	১২৭.৪১	১৩৭.৭১	১৩৮.৮১	১৪৯.০৩	১৬৪.৩৩	১৮২.৩০
১৭. কম্পিউটার, ইলেকট্রনিক ও অপটিক্যাল দ্রব্য	১০৮.২৯	১১৬.৩৭	১২১.৫১	১২৪.৮৯	১২৬.২২	১১৪.৭৭	৯৯.০০	১০৫.৪৬	১৪৮.৩৭
১৮. বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	১০৬.০৮	১০৯.৯৫	১১০.২৭	১১৫.৭৭	১২২.৪৭	১২৫.২২	১২৮.৫৩	১৩২.০৬	১৬৪.৫৬
১৯. মেশিনারি সরঞ্জামাদি	১১১.১৫	১১৮.৬৯	১৩৪.০১	১৬৯.৪২	১৭২.৯৫	১৭৮.২৯	১৫৫.৮৬	১৭২.৬৮	২০৪.৮৯
২০. মোটরযান, ট্রেইলার ও সেমি-ট্রেইলার	৯৩.৯২	১১২.১৭	১৫৫.৯৬	২০০.৭৩	১৬০.১০	২০১.৪৬	১৮৬.৬২	২০৫.৮৪	১৭৮.৮৩
২১. অন্যান্য পরিবহন সরঞ্জামাদি	১০৭.৪৪	১১৬.৬৬	১২৯.২৩	১৪২.৬৮	১৫০.৩১	১৫৮.৩১	১৩৮.২১	১৫২.৮৮	৩৪০.১২
২২. আসবাবপত্র	১০০.৮৬	১০১.৫৬	১০২.২০	১০২.৮২	১০৩.১৯	১০০.৯৮	১০৯.১৪	১০১.১২	১১৬.৩৫

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

পরিশিষ্ট ১৯: প্রধান শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন

পণ্য দ্রব্য	একক	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
চিনি	'০০০' মেট্রিক টন	১৬২৩৯৫	১৬৩৮৪৪	৭৯৯২২	৬২২০৩	১০০৩০৫	৬৯৩০৮	১০৭১২৩	১২৮২৬৭	৭৮৯০৪
কালো ও ব্লেন্ডিং চা	'০০০' মেট্রিক টন	৫৫৪৯৯	৫৬৯৪৭	৫৬১০৬	৫৯৪৪৪	৬০০৭৮	৬০৩২৬	৬৩০৪৪	৬৬৬০৪	৬৩০৩৯
কোমল পানীয়	‘০০০’ ডজন বোতল	৩১৩১৮	৩৩০৩৬	৩৪৮৩৬	৩৭৫৯২	৪৩৮৫৭	৪৫৯০৬	৫৭৬১৪	৭০৭৬৮	৬৪৫২৩
সিগারেট	মিলিয়ন	২৪৫৫৮	২৪১৮০	২৩৬৪১	২৩৬৭৭	২৩৪৪৬	৩১৯০৫	২৬২৭০	২৮৩১৪	২৬৪৮৪
টেক্সটাইল সুতা প্রস্তুত ও স্পিনিং	মেট্রিক টন	১৪৪১৭৪	১৭১৩৫৪	১৭৬৩৮২	১৮১১৮০	১৭৯৩১২	১৭২০৭৭	১৭৪৫০৮	১৭৫২৭৩	১৪০৪৮৫
উইভিং টেক্সটাইল	'০০০' মিটার	৪৩৭৩১	৪৬০৭৯	৫০৫৬৬	৫২৯৭৫	৫৬১৮১	৫৬৫৪৬	৫৬৯৪৯	৫৭৩৮৬	৪৪৬৯২
জুট টেক্সটাইল	মিটার	২৬৩৩৬০	২৯৪৬৩২	২৭৮৭৭৯	৩০৩৮১৫	৩০৭৩৮৫	৩৬৯০২৯	৪২৬৮২০	৩৮৭৬১২	৩০৬৬৭৮
পরিধেয় বস্ত্র	মিলিয়ন টাকা	৩০০৬৪১	৩২১৬৬৭	৩৬৬৭৭৪	৩৬৩৯৯৪	৪৯৯১১৩	৬২৭৮৯২	৭১৯৩১১	৭৯১৪০২	৯৬৬১৪৪
নীটওয়্যার	মিলিয়ন টাকা	২৯৩৯২৭	৩৪৪৪০১	৩৯৮৪২৬	৩৯২৪৩৫	৫৬১২৪৩	৬২০২৪৬	৬৯১১১৫	৭৬৬৫৩২	৯৩৫৭৮২
চামড়ার জুতা	'০০০' জোড়া	১২৭৩৫	১৩৩৩৯	১৩৫০১	১৪০০৯	১৪১৩০	১৫০৯৮	১৬১৩৫	১৬৬৫৫	১৫২৯২
পাল্প, পেপার ও নিউজপ্রিন্ট	মেট্রিক টন	১২৪০০০	১৩২০০০	১৪০০০০	১৪৮০০০	১৫৬০০০	১৫৯০০০	১৪৯২৫৫	১৪৬৮১২	১৬৩২৭০
বিবিধ পেট্রোলিয়াম দ্রব্যাদি	মেট্রিক টন	২৯৬০০০	৩২৭২০০	১৯৭৫৯০	৩৬৮২০০	৩২৪৪২০	৩৬৭৫৫৫	৩৫৯৭৯১	৩৪০৭০০	-
সার	মেট্রিক টন	১৯৯০২৮০	১৫৮১৬৮৩	১৩৪৭৩৬৬	১৬৮৮৯৩৬	১০১৩৫৩৭	১০৪৭২১৪	১০৭৪৭৯১	৯৭৬৬৯১	১০২৮১৫৭
সাবান ও ডিটারজেন্ট	মেট্রিক টন	৫৮৮২০	৬০৫৪৮	৬১৫৬৮	৬২১৫৯	৬৩১৯৪	৬৪৭১৩	৬৭৭৫৭	৬৮৩৭৩	৬১৬২৭
সিমেন্ট	মেট্রিক টন	২৩২৩৩৮৪	২৪২৬৪১৮	২৮৫২৫৮১	২৮৭৭২০৩	২৯৮২১২১	৩১৯৭১১০	৩৪৬০৪৯৫	৩৫৬৯৬০৮	৫৭৭০৫২৭
রি-রোলিং মিলস (এমএস রড)	মেট্রিক টন	২৩৩৪৬৯	২৫১০১৪	২৯০১১৬	২৬৯৬৭৮	২২৬২৬২	২৩২৪৭০	২৮১৭১৫	৩০৬০৫৭	৩৯৩০১৯

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

পরিশিষ্ট ২০.১: রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থার উৎপাদন ও আর্থিক বিবরণ

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২
বিসিআইসিঃ					
১. উৎপাদন					
(ক) ইউরিয়া (লাখ মেঃ টন)	১৪.৭৭	১৩.২০	১০.৫৯	৯.০৮	৯.৩৩
(খ) টিএসপি (লাখ মেঃ টন)	১.০২	০.২৪	০.৭৭	০.৬৩	০.৬৫
(গ) নিউজ প্রিন্ট (লাখ মেঃ টন)	--	--	--	--	--
(ঘ) কাগজ (লাখ মেঃ টন)	০.২৪	০.২৪	০.১৮	০.২০	০.২০
(ঙ) সিমেন্ট (লাখ মেঃ টন)	১.০৮	১.৪০	১.০৫	১.৩৪	০.৯৪
২. বিক্রয় রাজস্ব (কোটি টাকা)	১৫৬৫.৩৭	২২০৭.৩৫	১৬৭২.৪০	১৪৩৬.৯৩	২৩১২.৪২
৩. বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় (কোটি টাকা)	১৮৭০.২৮	১৯২০.৯১	১৮২২.৪০	১,৮০২.৪৫	২০৪৬.৮০
৪. পরিচালন মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা)	(৩০৪.৯০)	২৮৬.৪৪	(১৫০.০০)	(৩৬৫.৫২)	১২৫.১৬
৫. নিট মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা)	(৩৩৫.৪৭)	১২৯.৩৭	(২৬১.০০)	(৪৩৪.৯০)	(৬২.৮৪)
বিটিএমসিঃ					
১. উৎপাদন					
(ক) সুতা (লাখ কেজি)	৫১.৩৪	৫৮.১৭	৯.৪৪	২০.১৯	৯.৩৬
(খ) কাপড় (লাখ মিটার)	--	--	--	--	--
২. বিক্রয় রাজস্ব (কোটি টাকা)	১৯.১০	৮.০৪	৩.২৮	৮.৫৬	৩.২৪
৩. বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় (কোটি টাকা)	২৫.২৬	১৩.০৮	৮.৫০	১৪.০৭	৯.৮৯
৪. পরিচালন মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা)	(৬.১৯)	(৫.০৪)	(৫.২২)	(৫.২২)	(৬.৬৩)
৫. নিট মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা)	(১৬.৪৯)	(১৩.৪৭)	(১৮.২২)	(১৫.৪৩)	(১৭.১৪)
বিএসএফআইসিঃ					
১. উৎপাদন					
(ক) চিনি (লাখ মেঃ টন)	১.৬৪	১.৩৩	০.৬২	১.০৯	০.৬৯
(খ) স্পিরিট (লাখ লিটার)	৪১.৫৬	৪৪.১৫	৪৩.৪৮	৪৭.৫০	৫২.০০
২. বিক্রয় রাজস্ব (কোটি টাকা)	৩৭৬.২৮	৪১৫.৫০	২১৮.২৯	৫৫৭.৩০	৩৬৬.১৫
৩. বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় (কোটি টাকা)	৪৮৬.৩২	৬০৩.১৪	৪৯০.৩৭	৭৩৯.২২	৫৬৭.১১
৪. পরিচালন মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা)	(১১০.০৪)	(১৮৭.৬৪)	(২৭২.০৮)	(১৮১.৯২)	(২০০.৯৬)
৫. নিট মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা)	(১০৯.৪৪)	(১৮২.৬৯)	(১২৬.৩০)	(১৭০.৬২)	(২৯০.০১)
বিজিএমসি					
১. উৎপাদন (পরিমাণ)					
(ক) হেসিয়ান ("০০০' মেঃ টন)	২৪.৬০	১৯.৭৮	২৫.৩০	৩২.২৪	৩৫.০১
(খ) সেকিং ("০০০' মেঃ টন)	৮২.৪৯	৮০.৬০	১০১.৭৩	১১১.৪৭	১১৯.৯২
(গ) সিবিসি ("০০০' মেঃ টন)	৯.৭	৫.৯০	৯.৮৬	১১.৯৭	১০.৩৬
২. বিক্রয় রাজস্ব (কোটি টাকা)	৬০৩.২৮	৫৬৬.৭৫	৯৮৯.৭২	১৩৪২.৮৭	১৩৬৬.৮৭
৩. বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় (কোটি টাকা)	৬৭২.৫১	৭৭৮.৪১	১১১৮.০৯	১৩১৬.৬১	১৪০৬.৮৭
৪. পরিচালন মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা)	(৬৯.২৩)	(২১১.৬৬)	(১২৮.৩৭)	১৬.২৬	(৩৯.৯৯)
৫. নিট মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা)	(১৪৭.১৯)	(২৯৯.৪৫)	(২২০.৩১)	১৭.৫০	(৬৬.৩৯)
বিএসইসি					
১. উৎপাদন (পরিমাণ)					
(ক) বাস, ট্রাক, গাড়ি (নং)	৪৬১	৬৪১	৮৫০	৮০৮.০০	৮৪৪
(খ) মটর সাইকেল (নং)	৩২৬৮৫	৪৫৫৫৪	৫২০৮০	৫২১২৫.০০	৪২১২৪
(গ) ডিজেল ইঞ্জিন (নং)	--	--	--	--	--
২. বিক্রয় রাজস্ব (কোটি টাকা)	৬৮৫.৮৮	৮০৮.৫৮	৯৬৩.৬৩	১১১৮.৪৬	১০৮২.২৯
৩. বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় (কোটি টাকা)	৬৩৮.৯৫	৭৪৪.১৮	৮৭৭.২৮	১০৩০.৫৮	৯৯০.৮০
৪. পরিচালন মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা)	৪৬.৯২	৬৪.৪০	৮৬.৩৫	৮৭.৮৮	৯১.৪৯
৫. নিট মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা)	৩১.৭০	৪১.৯৭	৫৭.২৬	৫৭.৫৩	৫১.১১

উৎসঃ মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ। *২৮ এপ্রিল ২০১৭ পর্যন্ত (সংশোধিত)। নোটঃ বন্ধনীর ভেতরের সংখ্যা লোকসান নির্দেশক ।

পরিশিষ্ট ২০.২: রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থার উৎপাদন ও আর্থিক বিবরণ

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬*	২০১৬-১৭**
বিসিআইসিঃ					
১. উৎপাদন					
(ক) ইউরিয়া (লাখ মেঃ টন)	১০.২৭	৮.৩৯	৮.৭৮	৭.৮৭	৯.২৮
(খ) টিএসপি (লাখ মেঃ টন)	০.৪০	০.৮৬	০.৮৮	০.৯৫	১.০০
(গ) নিউজ প্রিন্ট (লাখ মেঃ টন)	--	--	০.৬৩	১.০১	০.৪০
(ঘ) কাগজ (লাখ মেঃ টন)	০.১৪	০.১৩	০.১৩	০.১১	০.০৮
(ঙ) সিমেন্ট (লাখ মেঃ টন)	০.৮০	০.৬৫	০.৪৮	০.৩৫	০.৫০
২. বিক্রয় রাজস্ব (কোটি টাকা)	২৫০০.৭০	২১৯৬.৬৯	২১২৬.৯৮	২,২৭৯.৪৭	২,২৩৫.৩৪
৩. বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় (কোটি টাকা)	২২৮১.৪৯	২২৩৯.৩৭	২০৮০.৭২	২,৩৯৭.৬৮	২,৭৩৯.৭৩
৪. পরিচালন মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা)	২১৯.২১	(৪২.৬৮)	৪৬.২৬	(১১৮.২১)	(৫০৪.৩৯)
৫. নিট মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা)	৮৮.৯৫	৯৩.৬৮	১০৩.১৪	(৭৪.৩৯)	(৪৫৫.৬৫)
বিটিএমসিঃ					
১. উৎপাদন					
(ক) সুতা (লাখ কেজি)	১৬.৬৮	১৯.৮০	২০.৪৮	২২.৩৭	৩৪.০৮
(খ) কাপড় (লাখ মিটার)	--	--	--	-	-
২. বিক্রয় রাজস্ব (কোটি টাকা)	৬.৯৭	৮.৪৯	৮.৮৫	৯.৬৪	১৫.২১
৩. বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় (কোটি টাকা)	১৪.১০	১৬.৩৬	১৭.৮৬	১৯.৫৫	২৪.৩০
৪. পরিচালন মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা)	(৭.১৩)	(৭.৮৭)	(৯.০১)	(৯.৯১)	(৯.০৯)
৫. নিট মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা)	(১৯.৪৭)	(২০.৮৪)	(২১.৯৮)	(১৬.০৩)	(১৯.৪৫)
বিএসএফআইসিঃ					
১. উৎপাদন					
(ক) চিনি (লাখ মেঃ টন)	১.০৭	১.২৮	০.৭৮	০.৫৮	০.৬০
(খ) স্পিরিট (লাখ লিটার)	৫০.৬৫	৪৬.৮৬	৪৭.১৮	৪২.০৮	৪৮.০০
২. বিক্রয় রাজস্ব (কোটি টাকা)	৪১০.৬০	৩৯১.৫৪	৫৭২.৪২	৭০১.১৬	৬০৯.২৭
৩. বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় (কোটি টাকা)	৫৮২.৩৪	৮১৪.৬১	৯৪৫.৪৪	৯৯৯.৩৪	৮২৭.০৪
৪. পরিচালন মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা)	(১৭১.৭১)	(৪২৩.০৬)	(৩৭৩.০২)	(২৯৮.১৮)	(২১৭.৭৭)
৫. নিট মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা)	(৩১০.৬৪)	(৫৬৪.৯৯)	(৫৩৯.৭০)	(৫১৬.৫২)	(৪৪০.৪২)
বিজিএমসি					
১. উৎপাদন (পরিমাণ)					
(ক) হেসিয়ান ("০০০' মেঃ টন)	৩৪.৬৬	২৭.৭৮	২৩.৬০	*২৫.৮৮*	*৩৩.৩৩*
(খ) সেকিং ("০০০' মেঃ টন)	১৩৩.৬৯	১১৮.৭০	৫২.০৫	*৬২.৯১*	*১০৩.৫৩*
(গ) সিবিসি ("০০০' মেঃ টন)	৬.৯৬	৬.৬৪	৮.১৮	*১০.৬১*	*১২.৬৩*
২. বিক্রয় রাজস্ব (কোটি টাকা)	১৮৩৬.১৭	১০৯২.০০	১১৫৩.০৪	*১,২৪৮.১৮*	*১,৫০৭.৫৯*
৩. বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় (কোটি টাকা)	২১৭৩.২২	১৫২৭.৩৩	১৮০৬.৫৮	*১,৮২৮.৭০*	*১,৯৫৯.৪১*
৪. পরিচালন মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা)	(৩৩৭.০৫)	(৪৩৫.৩২)	(৬৫৩.৫৪)	*(৫৮০.৫২)*	*(৪৫১.৮২)*
৫. নিট মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা)	(৩৮৫.৪৭)	(৪৯৭.১৯)	(৭২৪.১৯)	*(৬৫৬.৮১)*	*(৫৩১.৪৩)*
বিএসইসি					
১. উৎপাদন (পরিমাণ)					
(ক) বাস, ট্রাক, গাড়ি (নং)	৭৩০	৮২০	৯২৯	৮৯৪	৯০০
(খ) মটর সাইকেল (নং)	৩৬৯২০	১৩৩৬৮	৪০৫	২,০০৫	৩,৪৮৫
(গ) ডিজেল ইঞ্জিন (নং)	--	--	--	-	-
২. বিক্রয় রাজস্ব (কোটি টাকা)	১১২৯.১৪	৯৪৩.৬৬	৭২৮.৭১	৬৯৪.৫০	৭৭২.৮৬
৩. বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় (কোটি টাকা)	১০২২.৫২	৮৩৭.৯৬	৬৩০.৬০	৬১১.৮৯	৬৮১.১১
৪. পরিচালন মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা)	১০৬.৬২	১০৫.৭০	৯৮.১১	৮২.৬১	৯১.৭৫
৫. নিট মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা)	৬৫.৬৬	৬৯.৭৬	৫৭.৩৩	৫৯.৭৮	৬৭.২৭

উৎসঃ মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ। ৩০ এপ্রিল ২০১৭ পর্যন্ত (সংশোধিত)। নোটঃ বন্ধনীর ভেতরের সংখ্যা লোকসান নির্দেশক; * সাময়িক; ** সংশোধিত।

পরিশিষ্ট ২১: রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাসমূহের নিট মুনাফা/লোকসানের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

কর্পোরেশনের নাম	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬*	২০১৬-১৭**
শিল্পঃ										
বিটিএমসি	(২১.৬৮)	(১৮.০৬)	(১৮.৪২)	(১৬.৫২)	(১৭.১৪)	(২১.৫০)	(২৩.৫৯)	(২৩.৪৯)	(২৪.২৯)	(৩০.৮৭)
বিএসইসি	২৯.৫৩	৪১.৯৭	৫৭.২৬	৫৭.৭৪	৫১.১১	৬৫.৬৪	৬৯.৬১	৫৭.৩৩	৬০.৩৯	৬৫.০৮
বিএসএফআইসি	(১৫৫.৩১)	(১৮২.৬৯)	(১২৬.৩)	(১৭০.৬২)	(২৯০.০১)	(৩১০.৬৪)	(৫৬৪.৯৯)	(৫৩৯.৭০)	(৫১৬.৫২)	(৪৪০.৪২)
বিসিআইসি	৩৩৫.৭০	১২৯.৩৭	(২৬১.২৪)	(৪৩৪.৯০)	(৬২.৮৪)	৮৮.৯৫	৯৩.৬৮	১০৩.১৪	(৭৪.৩৯)	(৪৫৫.৬৫)
বিএফআইডিসি	২১.৯৩	২১.০৮	৪১.৬৫	৬৩.৯৯	৫৬.৪৭	৬১.৩১	৩৮.২২	২৮.৮৪	৮.১৫	৫৪.৪৬
বিজেএমসি	(১৫১.৮৪)	(২৯৮.৯৪)	(২২০.৩১)	১৪.৫৯	(৬৬.৩৯)	(৩৮৪.৭৫)	(৪৯৬.৭৫)	(৭২৬.০৫)	(৬৫৬.৩০)	(৫৩০.৮৯)
ইউটিলিটিঃ										
বিওজিএমসি	(১০২৬.২১)	১৩৬৪.৯৮	২০৯৫.১৩	৪১৫.৩৫	৩৩৪.৪৫	৮৮২.৩৯	৪৪৯.৬২	১১০৮.৭৩	৬৯৬.২২	৯২৩.৪৪
বিপিডিবি	(৯৯৩.২৪)	(৮২৮.৬১)	(৬৩৫.৭৬)	(৪৫৮৭.০১)	(৬৩৫৯.৮৬)	(৫০২৬.১১)	(৬৮০৬.৫৩)	(৭২৭৬.৬০)	(৩,৮৬৬.৭৬)	(৫১৪১.২৭)
ডেসা	০.০০	১.২২	১২.২১	-	-	-	-	--	--	---
চট্টগ্রাম ওয়াসা	৬.৭৬	৫.২৩	৭.৯২	৯.৯৪	৫.৭৪	৫.২২	৪.০৫	৯.১৪	১.৯৭	১.৯২
ঢাকা ওয়াসা	১২.৭৫	১.৪৭	৯.৫	৮.৫৩	২০.৩০	৯.৮২	১৮১.৫৫	১৬৬.৫৪	১৩৫.৩৭	১৬৩.৬৩
খুলনা ওয়াসা	--	২.৪৬	৩.২২	০.৯৮	০.৯৬	১.৩৫	১.৪৭	১.৭০	১.২৭	১.১১
পরিবহণ ও যোগাযোগঃ										
বিএসসি	৪৪.২০	(১০.৯৬)	১০.৬১	১.৮৯	১.৪৬	১.৬৩	৩.২৩	৫.৩৩	৬.৭২	(২৭.৮৪)
বিআইডব্লিউটিসি	২৮.৪৩	২৬.১৮	২৮.২৭	২২.৬৫	১৩.৯২	৪৭.১৪	৪৪.৯৩	৬১.০৮	৩৫.৫৩	৪.৪৭
বিআরটিসি	(৩৭.৩৩)	(৩০.৮৬)	(২৪.৬০)	(৬২.০৬)	(৭৪.৬৬)	(৫৩.৫৫)	(৬৯.৪৬)	(৬৭.৮৩)	(৭৯.২৯)	(৮৬.৯০)
সিপিএ	৪০৯.৮৮	৪৫৫.৯৭	৩২১.৪৯	৫৪৬.৪৩	৫৫৩.৯৮	৪০২.৯২	৩৭৫.৩২	৫৯৯.৮১	৫৫৬.২৫	৫৩৯.৮৪
সিডিডব্লিউএমবি	০.০০	০.০০	--	--	--	--	--	--	---	---
এমপিএ	(১৬.৪৩)	(৯.৮৫)	(৫.৬৩)	৭.৬৩	১২.৭৩	২৪.৩৬	৪৭.৬৩	৪৫.৮১	৪৮.৫৪	৪৫.৩২
এমডিডব্লিউএমবি	(০.৪৮)	(২.৭০)	(১৬.৬৫)	--	--	--	--	--	---	---
বিটিআরসি	(৩৭.৩৩)	৩১৫৯.৪০	২৩৪৫.৯৭	৩০১৯.১৫	৬৯২৯.৮১	৫৩৪৯.১০	১০০৩৫.৪২	৪১৭৬.৬৩	৪১৩৭.৪৩	৩৮৭০.০৪
স্থল বন্দর	১.৫৪	১.৭৮	৭.২৪	৩৮.৪৪	৪৭.৪৮	১৯.৪১	২৪.৮৯	২৯.৩৭	৩৪.৭৫	২৪.৬০
বিবিএ	১৮৪.৯৭	১৮৩.৫৩	৯৭.৮৬	১১৬.৫১	৬৮.৪০	(৩৯.২০)	১৮২.০২	২৭৯.৫৬	২০৭.৯২	২৯১.৫০
বাণিজ্যিকঃ										
বিপিসি	(৯৫৫৩.৪৫)	৩২২.৬৬	(২০৪৯.৬৫)	(৮৮৪০.৪৬)	(১১৩৭১.৩১)	(৪৮৩২.৩৬)	(২৩২০.৮৯)	৪১২৬.১০	৯০৪০.০৭	৭৩৩৪.১৩
বিজেসি	২.৭০	১.৬১	২.৫৯	২.৬৭	২.১৬	১.৮২	৩.৯৪	৩.৬৩	১.৮৫	(০.৫৯)
টিসিবি	(১.৬০)	৬.৯১	৩.৩১	৫২.৯১	১১.৪৩	(৩৮.৫০)	(২০.৩৩)	৪০.৭০	৫৬.০০	১৬.৯৮
কৃষি ও মৎস্যঃ										
বিএডিসি	(২.২১)	(১.২০)	(২.৬৫)	--	০.২৮	২১.৮১	২.৯৮	৫.৬০	০.০২	(৫.৪৮)
বিএফডিসি (মৎস্য)	(৭১.০১)	(০.১৯)	(১.২১)	৪.২২	২.৪৪	৩.৫৪	৪.২৯	৬.৩৬	৩.৭০	৬.৩৩
নির্মাণঃ										
রাজউক	৫৬.১৯	৮৩.২৮	২০২.০৫	১৩৪.১৬	১৫৬.৮৮	১৫২.৮০	২০৪.১৫	১৯৯.২০	১৭৩.০৭	১৭৯.২৫
সিডিএ	১৩৯.৩৩	১৬৩.২৭	৬৫.০৫	২৬.২০	৪৪.৭১	৬৩.৫০	৬৭.৬৩	৭৪.২৯	৬৭.৩৯	৫৩১.৫১
কেডিএ	৫.৯৫	৯.২৯	১১.৪৮	১০.৫৭	১২.৬২	১৯.১২	৩৮.৭৬	১৫.৫৪	(২.৯৭)	৪৫.৭৭
আরডিএ	(১.৬৪)	২.৮৭	(৪.৫২)	(০.০৪)	৫.০২	১৮.৭০	(৩৭.০৯)	(৩.৬৩)	১০.১৯	(১৭.৪৪)
এনএইচএ	--	২৫.৪৫	৩৫.৬২	৭৬.৩০	৮৩.৪৬	১১৬.৫৬	১২৬.৫৮	৮৫.৯৮	৬৮.৯৪	৬৭.৮২
সার্ভিস ও অন্যান্যঃ										
বিএসটিআই	--	--	--	--	--	--	--	১৪.৯৬	৩৩.০২	৩০.৭৯
বিএফএফডব্লিউটি	(৩.৭৯)	(২.০৪)	(৮.৭৮)	(১০.৬৫)	(৭.৯১)	(৮.৩৫)	(১৩.৪৪)	(৫.৬৯)	(৯.৯০)	(১৬.৪৪)
বিএফডিসি (ফিল্ম)	(০.৯৮)	(২.৭৭)	(২.৯১)	(৪.৫৩)	(৪.২৪)	(৮.৪৬)	(৮.৪৪)	(৭.৪৬)	(১০.৭৩)	(১৮.৪২)
বিপিআরসি	(১.৫৫)	(৩.৮৮)	০.৩৭	১.৬৫	৪.৭৪	৯.৯৫	৪.৯৬	৪.০৫	১.৮০	৩.৫২
সিএএ	১১২.০৯	১৯১.৮৯	২৯১.২২	২৭৯.০৭	৩৯৪.৪৪	৪৪৫.৩৭	৫৯৮.৬০	৭৩৯.৬৭	৬১৯.০৮	৮৫.৬৪
বিআইডব্লিউটিএ	(১৩.৫৯)	৪.৪৭	(৭.৬১)	(১.৫৭)	১৪.৪৪	৬৫.০০	(১৭.৫২)	৩৪.২৫	১৬.৩১	(১৪.৭২)
বিসিআইসি	০.০০	(৩.২১)	(১.৯২)	২.৩৪	৫.১৬	২.৭৪	৭.০৯	৪.৭৬	৬.০৮	১১.০৮
বেপজা	১২৩.৩০	৬৬.৫০	১৩৭.০১	১৮১.২২	১৪৬.০৮	২০৭.৫২	৩২৮.৯৯	২৭৩.৫১	২৩৩.০২	৩১.৯৮
বিডব্লিউডিবি	(১৪৪.৩৭)	(১২০.৮২)	৭.৪৮	৬.২৪	০.৬৫	৩.৬২	৩.০০	৭.২৭	৯.৬৪	৭.২১
আরইবি	৭২২.২৫	(১৪৮৮.৪৪)	৩৪৪.৯৬	(১৮৭.৪২)	(১৭৭.১৮)	(২৩.৩৩)	২২৩.৯৭	৫৮৪.৪৬	(২০২.২০)	(৯৭৫.০৩)
বিটিবি	৩.৮৬	৬.৩৩	৭.৩৫	৯.২৩	৭.১৮	১৫.৫৭	১২.৮৮	১১.৮০	১০.০৩	৬.৩৫
সিপিসি	--	--	--	--	--	০.০৪	০.৬৮	০.৪৯	০.৩২	০.৬৯
বিএসবি	০.০১	০.০০	০.৩১	০.০৯	১.০৪	০.৭৮	০.৬৬	০.৫৫	০.৫১	০.০৯
বিইআরসি	--	--	১০.১৪	১০.১৯	১৫.৫৭	২০.৮৭	১৮.৩০	২৪.১০	২৯.২৭	১৯.৫০
বিএসআরটিআই	--	--	০.০৫	০.০৭	০.৫৭	০.০৬	০.০৪	--	০.০৪	০.০৫
ইপিবি	৫.৪০	৮.৯৩	৭.৩৮	৩.২৬	১১.০৬	১৩.১৫	১৭.৮৩	২৯.৮৪	২১.০২	১৪.৪৭
সর্বমোট	**(৯৯৮২.৮৫)**	**৩২৮৫.৫৮**	**২৭৯৩.১৯**	**(৯১৯১.৪৭)**	**(৯৪১৪.৮০)**	**(২৬০৪.৭৩)**	**২৮৩৭.৯৪**	**৪৩১৬.২৩**	**১০৮৮৮.৫৩**	**৬৬১৬.৬৮**

উৎসঃ মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ। *৩০ এপ্রিল ২০১৭ পর্যন্ত (সংশোধিত)। নোটঃ বন্ধনীর ভেতরের সংখ্যা লোকসান নির্দেশক; * সাময়িক; ** সংশোধিত।

পরিশিষ্ট ২২: রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত সরকারি কোষাগারে লভ্যাংশের বিবরণ

(কোটি টাকা)

কর্পোরেশনের নাম	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২ -১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭*
শিল্পঃ											
বিএসএফআইসি	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---
বিএসইসি	০.৪০	০.৪০	০.৫০	১.০০	২৩.১৯	১.২৫	১.২৫	১.২৫	--	২.৫০	৫২.০০
বিসিআইসি	--	--	--	--	--	--	--	--	১০.০০	১০.০০	১০.০০
বিএফআইডিসি	০.৩০	০.১০	০.৩০	০.৫০	৩.১০	১.০০	১.৫০	১.০০	--	---	১.২০
উপ-মোটঃ	**০.৭০**	**০.৫০**	**০.৮০**	**১.৫০**	**২৬.২৯**	**২.২৫**	**২.৭৫**	**২.২৫**	**১০.০০**	**১২.৫০**	**৬৩.২০**
ইউটিলিটিঃ											
বিওজিএমসি	০.৫০	--	১৭২.০০	১৮৯.৪২	৪০৭.৪৬	৩৩০.০০	৮৮২.২৫	৮৮০.৩৭	১১০০.৯০	৬৭৮.৬০	৯০০.০০
চট্টগ্রাম ওয়াসা	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৬০	০.৮০	০.২০	০.২০	--	--	১.১০
ঢাকা ওয়াসা	০.৪০	--	৫.০০	--	--	--	--	০.৫০	০.৫০	০.৫০	১.৮০
উপ-মোটঃ	**১.৪০**	**০.৫০**	**১৭৭.৫০**	**১৮৯.৯২**	**৪০৮.০৬**	**৩৩০.৮০**	**৮৮২.৪৫**	**৮৮১.০৭**	**১১০১.৪০**	**৬৭৯.১০**	**৯০২.৯০**
পরিবহন ও যোগাযোগ											
বিএসসি	২.০০	৩.০০	২.০০	১.৭৫	--	--	৮.২৭	--	--	---	৭.০৫
সিপিএ	--	--	--	৫০.০০	৫০.০০	৬০.০০	৬৫.০০	৭৫.০০	২০.০০	---	১২৪.০০
এমপিএ	--	--	--	--	০.৭৫	--	০.৫০	০.৫০	০.৭০	০.৭৩	০.৯০
বিআইডব্লিউটিসি	--	২.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	২.০০	২.০০	৩.০০	৩.২০	১.০০
বিআরটিসি	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---
জে এম বি এ	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---
স্থলবন্দর	--	০.৫০	০.৫০	০.৭৫	০.৭৫	১.০০	১.১০	১.২০	১.৩০	১.৪৫	১.৬০
বিবিএ	--	--	--	--	৮.০০	--	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	১২.০০
উপ-মোটঃ	**২.০০**	**৫.৫০**	**৭.৫০**	**৫৭.৫০**	**৬৪.৫০**	**৬৬.০০**	**৭৯.৩৭**	**৮১.২০**	**২৭.৫০**	**৭.৮৮**	**১৪৬.৫৫**
বাণিজ্যিকঃ											
বিপিসি	--	--	--	--	--	--	--	--	--	১০০০.০০	১২০০.০০
টিসিবি	--	--	--	--	০.৫০	--	--	--	--	--	---
উপ-মোটঃ	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.৫০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**১০০০.০০**	**১২০০.০০**
কৃষি ও মৎস্যঃ											
বিএফডিসি (মৎস্য)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---
উপ-মোটঃ	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**
নির্মাণ											
রাজউক	০.৫০	১.০০	১.০০	১.৫০	১.৫০	২.০০	২.০০	২.০০	২.০০	৩.০০	৮.৬২
সিডিএ	০.৭৫	৩.২০	১.০৯	১.০০	০.৫০	১.৭৫	৩.৩০	১.৮২	৩.০০	৩.০০	৪.৮০
কেডিএ	০.৩০	০.৩০	০.৪০	০.৫০	০.৬০	১.০০	১.১০	১.২০	১.৫০	১.৫৬	২.০০
আরডিএ	০.১০	০.১৫	০.১৫	০.১৮	০.১৮	০.২১	০.২৫	০.২৫	০.২৭	০.২৯	০.৩৫
এনএইচএ	--	--	--	২.৫০	২.৫০	৫.০০	৬.০০	৭.০০	৮.০০	৮.৩২	১০.০০
উপ-মোটঃ	**১.৬৫**	**৪.৬৫**	**২.৬৪**	**৫.৬৮**	**৫.২৮**	**৯.৯৬**	**১২.৬৫**	**১২.২৭**	**১৪.৭৭**	**১৬.১৭**	**২৫.৭৭**
সার্ভিস ও অন্যান্য											
বিএফডিসি (ফিল্ম)	০.২০	০.০৫	০.০৫	--	--	--	০.০০	--	--	---	০.১১
বিপিআরসি	০.১৯	--	০.১০	০.০৫	--	০.১৫	০.২০	০.৩০	০.৩৫	০.৪০	০.৫০
সিএএ	৫০.০০	২৫.০০	২.৫০	৩০.০০	৩০.০০	৩৫.০০	৪২.০০	৫০.০০	৫৫.০০	১১৫.০০	১২০.০০
বেপজা	৬.০০	৮.০৮	৭.০০	১০.০০	১০.০০	১৫.০০	২০.০০	২৫.০০	২৫.০০	২০.০০	৩৩.০০
বিটিবি	০.২০	০.১০	০.২০	০.২০	০.৩০	০.৫০	০.৮০	১.০০	১.২০	---	১.৪৫
আরইবি		--	--	--	--	--	০.০০	--	--	---	১০.০০
উপ-মোটঃ	৫৬.৫৯	৩৩.২৩	৯.৮৫	৪০.২৫	৪০.৩০	৫০.৬৫	৬৩.০০	৭৬.৩০	৮১.৫৫	১৩৫.৪০	১৬৫.০৬
সর্বমোটঃ	**৬২.৩৪**	**৪৪.৩৮**	**১৯৮.২৯**	**২৯৪.৮৫**	**৫৪৪.৯৩**	**৪৫৯.৬৬**	**১০৪০.২২**	**১০৫৩.০৯**	**১২৩৫.২২**	**১৮৫১.৫০**	**২৫০৩.৪৮**

উৎসঃ মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ। *৪ মে ২০১৭ পর্যন্ত (সংশোধিত)।

পরিশিষ্ট ২৩: ১১২ টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা/আধা স্বায়ত্তশাসিত/ স্থানীয় সরকার (স্ব-শাসিত) সংস্থার নিকট থেকে সরকারের ডিএসএল বকেয়ার পরিমাণ (৩০ জুন, ২০১৬ তারিখে সাময়িক হিসাব)

লাখ টাকায়

নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	মেয়াদ অনুত্তীর্ণ	মোট প্রদেয় আসল (মেয়াদোত্তীর্ণ সহ)	মোট প্রদেয় সুদ (মেয়াদোত্তীর্ণ সহ)	মোট প্রদেয় সুদাসল	মোট বকেয়া
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	বিদ্যুৎ বিভাগ					
১	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি)	৪,৪৯৪,১৫৫.২২	১,৪৬২,৮৬৮.৫৯	২,৮২২,৩২৩.৩৭	৪,২৮৫,১৯১.৯৬	৮,৭৭৯,৩৪৭.১৯
২	পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি)	৭১৫,০৭০.০৬	৮০,৬৬৫.৫১	৯০,৮৪১.৫৮	১৭১,৫০৭.১০	৮৮৬,৫৭৭.১৬
৩	ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ডিপিডিসি)	২২৪,০৯২.৭১	৭০,৮৬৯.৪৫	১৬৭,৭৮১.৩৪	২৩৮,৬৫০.৭৮	৪৬২,৭৪৩.৪৯
৪	রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিঃ(আরপিসিএল)	০.০০	৬,০৬৪.১৩	৫,৪৩৩.৫০	১১,৪৯৭.৬৩	১১,৪৯৭.৬৩
৫	পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ (পিজিসিবি)	১,৭০৬,৪৭১.৫৪	১৪৫,৭৬৫.৫০	২৪০,৩১৫.৮৪	৩৮৬,০৮১.৩৪	২,০৯২,৫৫২.৮৮
৬	ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি লিঃ (ডেসকো)	১০,৯২৫.১২	১১,০০০.৭৫	২২,১২৬.৯৭	৩৩,১২৭.৭২	৪৪,০৫২.৮৪
৭	ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ (ইজিসিবি)	২৫৭,০৬৭.৭৫	২৩,১৩৯.৯৫	২০,৮২৯.৭৬	৪৩,৯৬৯.৭১	৩০১,০৩৭.৪৫
৮	আশুগঞ্জ পাওয়ার সাপ্লাই কোঃ লিঃ (এপিএসসিএল)	৩৬৪,৮০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩৬৪,৮০০.০০
৯	নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোঃ লিঃ (এনডব্লিউপিজিসিএল)	৭৭৬,০৯৬.৫৪	১৮,৪৩৬.৭৮	৫০,০৫৯.৭৭	৬৮,৪৯৬.৫৫	৮৪৪,৫৯৩.০৯
	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ					
১০	বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রো বাংলা)	২৪,১৩৪.৭৮	৩৪৭,৯৮৭.৩৭	৫৪৯,৯৮০.৬৭	৮৯৭,৯৬৮.০৫	৯২২,১০২.৮৩
১১	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)	২,০৪১,৬৮১.০০	৬৯,২৬১.৭৭	২৬৫,৭২৬.৪৭	৩৩৪,৯৮৮.২৪	২,৩৭৬,৬৬৯.২৪
১২	তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ	৪৬,১৪০.৯৭	৭৭৮.৪১	৯৬৬.২৫	১,৭৪৪.৬৫	৪৭,৮৮৫.৬২
১৩	সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিঃ	২১,৫৫৮.৬৭	৫,৬৭৩.৩৩	৭,০৪২.৩৮	১২,৭১৫.৭২	৩৪,২৭৪.৩৮
১৪	গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিঃ	১৩৭,৯৯৭.২৭	১৭,৩৫৮.৩৩	২১,৫৪৭.১৩	৩৮,৯০৫.৪৬	১৭৬,৯০২.৭৩
১৫	বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ড কোম্পানি লিঃ	৫৭,২৯৭.৬৭	১৫,০৭৮.৩৩	১৮,৫৭৮.৫১	৩৩,৬৫৬.৮৪	৯০,৯৫৪.৫১
১৬	কর্ণফূলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি:	৯,২৫১.৩২	০.০০	০.০০	০.০০	৯,২৫১.৩২
	শিল্প মন্ত্রণালয়					
১৭	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)	৪১,৯৫৮.০২	৩১৫,৪১৮.৯৬	৪৫৬,১৯৩.২০	৭৭১,৬১২.১৬	৮১৩,৫৭০.১৮
১৮	বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি)	১,২৫০.৯৬	৭৬,৭৭৩.২২	১০৮,৩৪৭.৬৮	১৮৫,১২০.৮৯	১৮৬,৩৭১.৮৫
১৯	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)	২,১৭৫.০২	৪৩৫.২১	১২২.৩৩	৫৫৭.৫৪	২,৭৩২.৫৫
২০	বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি)	৮,৮৪৭.৬৯	১১,১৮৯.১৫	২২,৪৬৭.২৫	৩৩,৬৫৬.৪০	৪২,৫০৪.০৯
	নৌ পরিবহণ মন্ত্রণালয়					
২১	বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি)	৬৭৫.১২	৫,৫৬২.৫৭	৪,২৬৭.৩৫	৯,৮২৯.৯২	১০,৫০৫.০৪
২২	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি)	২,৭১০.৪৬	২৫,৩১৬.৪৬	৪৮,৮২০.৯৮	৭৪,১৩৭.৪৪	৭৬,৮৪৭.৯০
২৩	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)	৯,৫৭১.২৪	৫২,৬১৭.১৭	১৪৩,৭০৫.১৭	১৯৬,৩২২.৩৫	২০৫,৮৯৩.৫৯
২৪	মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ	১,৩১৬.৯৫	৫৯৮.৬১	৬৪৫.৪৫	১,২৪৪.০৬	২,৫৬১.০১
২৫	চিটাগাং পোর্ট ট্রেড ফেসিলিটেশন প্রকল্প	১০,৫১২.০০	১,১৬৮.০০	৫,৯২১.০৩	৭,০৮৯.০৩	১৭,৬০১.০৩
২৬	বাংলাদেশ ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি	১০,৬৩৯.৮০	০.০০	০.০০	০.০০	১০,৬৩৯.৮০
	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়					
২৭	বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস কর্পোরেশন (বিটিএমসি)	৬৩০.৮২	১৩,৫৬৯.৫১	৩৩,১০৯.২৭	৪৬,৬৭৮.৭৮	৪৭,৩০৯.৬০
২৮	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড (বিএইচবি)	১,৮৪৯.১০	৫,১১৮.৫০	৩,৫৯৪.৪৩	৮,৭১২.৯৩	১০,৫৬২.০২
২৯	পুঁজি প্রত্যাহারকৃত বস্ত্র শিল্প (লিকুইডেশন সেল)	০.০০	১,৫৬৪.৩৬	২৮৫.৪১	১,৮৪৯.৭৬	১,৮৪৯.৭৬
৩০	বাংলাদেশ রেশম বোর্ড (বিএসবি)	৪০৮.৯১	১,৩১৪.৫৫	২,৩৯৭.৪৭	৩,৭১২.০২	৪,১২০.৯৩
৩১	বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন (বিজেএমসি)	৩৬৯,০৫৪.৭২	৫১,০৭২.৮১	৩২,১১৭.৮৫	৮৩,১৯০.৬৬	৪৫২,২৪৫.৩৭
	মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়					
৩২	বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি)	২৫৮.৭৫	১৭,০০৭.৫৮	৩৩,৭২১.০৬	৫০,৭২৮.৬৪	৫০,৯৮৭.৩৯
	সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়					
৩৩	বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)	৩,৫৩৪.৫৫	২৬,৭৬৭.৩৭	৩৭,৪৪০.৭৬	৬৪,২০৮.১৩	৬৭,৭৪২.৬৮
৩৪	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (বিবিএ)	১৭৮,৩৮২.৫০	৬৮,২৩৫.৩৯	২৫,২৫৫.৫০	৯৩,৪৯০.৯০	২৭১,৮৭৩.৪০

৩৫	ঢাকা ম্যাস রেপিড ট্রানজিট কোম্পানি লিঃ (ডিএমটিসিএল)	৪৭,৩৯৭.৯৫	০.০০	১,৪২৪.৫৪	১,৪২৪.৫৪	৪৮,৮২২.৪৮
	অর্থ বিভাগ					
৩৬	বাংলাদেশ ডেভেলপম্যান্ট ব্যাংক লিঃ (বিডিবিএল)	৫৮.৪০	২৯৫.০৬	১০৭.৩৬	৪০২.৪২	৪৬০.৮২
৩৭	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (বিকেবি)	২,২৩৯.০২	৩,৩৫৮.৮৩	১,৭৩৪.২০	৫,০৯৩.০২	৭,৩৩২.০৫
৩৮	গ্রামীণ ব্যাংক	৮,১৫৮.৪৭	২,৭৯২.৬১	১,১৬৮.৮২	৩,৯৬১.৪৩	১২,১১৯.৯০
৩৯	ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)	১৪০.০০	৩৫০.০০	৫০৮.৫৮	৮৫৮.৫৮	৯৯৮.৫৮
৪০	বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (বিএইচবিএফসি)	২৭,৫০০.২৯	০.০০	২,০১৩.৭১	২,০১৩.৭১	২৯,৫১৩.৯৯
৪১	বাংলাদেশ ব্যাংক	৪৮,৪৪২.১১	৪,২৫৪.২৯	১,৩৩৭.৮২	৫,৫৯২.১১	৫৪,০৩৪.২২
৪২	বেসিক ব্যাংক লিঃ	৩,৭৪৭.৮৭	৬,৯১৪.২৮	২,৮৩৪.৩৩	৯,৭৪৮.৬১	১৩,৪৯৬.৪৮
৪৩	ইস্টার্ণ ব্যাংক লিঃ	৪,৯৯৭.১৫	৬,২০১.২৮	৩,৮৭৪.৮৮	১০,০৭৬.১৬	১৫,০৭৩.৩১
৪৪	ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিঃ (ইডকল)	৪৪৯,৯৯৮.২৩	০.০০	০.০০	০.০০	৪৪৯,৯৯৮.২৩
৪৫	বাংলাদেশ মিউনিসিপ্যাল ডেভেলপম্যান্ট ফান্ড (বিএমডিএফ)	৩১,৩২৬.৮৭	১,৪৫২.৪৯	৩৩০.২৯	১,৭৮২.৭৭	৩৩,১০৯.৬৫
৪৬	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪৭	বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্ক ভিটা)	১,৭৯৩.৯৪	১,৭২০.৩৭	৩,৩৮৪.৩৫	৫,১০৪.৭৩	৬,৮৯৮.৬৬
৪৮	বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ	০.০০	১২,০৭৭.৯৮	১৯,৯৬২.১৩	৩২,০৪০.১১	৩২,০৪০.১১
৪৯	বাংলাদেশ সমবায় মহাবিদ্যালয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫০	বাংলাদেশ সমবায় শিল্প সংস্থা	০.০০	০.০০	৭.৮১	৭.৮১	৭.৮১
	বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়					
৫১	হোটেল ইন্টারন্যাশনাল লিঃ (সোনারগাঁ)	০.০০	০.০০	১,৫৭৬.৫৯	১,৫৭৬.৫৯	১,৫৭৬.৫৯
৫২	বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন	৬১৬.৬১	৪৬২.৭৬	১,১১২.০১	১,৫৭৪.৭৭	২,১৯১.৩৮
৫৩	বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ	১১,৭১১.৫২	২১,৬৪৪.৯১	১,৪৬৭.৩৬	২৩,১১২.২৭	৩৪,৮২৩.৭৯
	তথ্য মন্ত্রণালয়					
৫৪	বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি)	২৭১.৪৭	১,৭৮৪.০১	৩,৯৪১.৪১	৫,৭২৫.৪২	৫,৯৯৬.৮৯
	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়					
৫৫	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট	৭,৭৬৫.১৫	১,২১২.৯৮	৭২৭.৬০	১,৯৪০.৫৮	৯,৭০৫.৭৩
	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়					
৫৬	বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফআইডিসি)	৩০৬.৬০	-৩১০.২৮	৫,৭৩৪.৩০	৫,৪২৪.০২	৫,৭৩০.৬২
	স্থানীয় সরকার বিভাগ					
৫৭	ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (ডিসিসি)	২,৭১৭.৩৪	১৭,৪৪২.৮৭	২৩,০৬৯.০৪	৪০,৫১১.৯১	৪৩,২২৯.২৫
৫৮	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন (সিসিসি)	০.০০	৫,২৫৪.৪৬	৫,৪১৭.৫১	১০,৬৭১.৯৭	১০,৬৭১.৯৭
৫৯	খুলনা সিটি কর্পোরেশন (কেসিসি)	০.০০	১৬,২৩৪.৩৮	১৫,৯৫৮.৯৯	৩২,১৯৩.৩৭	৩২,১৯৩.৩৭
৬০	রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন (আরসিসি)	০.০০	১১,৯১১.৭৮	৯,৫৪৩.১২	২১,৪৫৪.৯০	২১,৪৫৪.৯০
৬১	ঢাকা ওয়াসা	৩০২,৪৬৪.০১	৭৬,১২৪.৬৩	১০৩,০৫৪.৪৭	১৭৯,১৭৯.১০	৪৮১,৬৪৩.১০
৬২	চট্টগ্রাম ওয়াসা	৪৯৭,২১৭.৬৩	৩,৯৮৯.৮৪	৭,৮৩২.৭৯	১১,৮২২.৬৩	৫০৯,০৪০.২৬
৬৩	খুলনা ওয়াসা	১৯৫,৫২৭.০৫	০.০০	০.০০	০.০০	১৯৫,৫২৭.০৫
৬৪	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া পৌরসভা	১৫৪.৯৩	৩৮.৭৩	১০৮.৫২	১৪৭.২৬	৩০২.১৯
৬৫	চৌমুহনি পৌরসভা	৮৪.০২	১৫.৬৩	৪৩.৮০	৫৯.৪৩	১৪৩.৪৫
৬৬	যশোর পৌরসভা	৩৮২.৭৭	৯৫.৬৯	২৬৮.১২	৩৬৩.৮১	৭৪৬.৫৮
৬৭	ঝিনাইদহ পৌরসভা	১৬৩.৬৬	২৬.০৬	৭৩.০০	৯৯.০৬	২৬২.৭২
৬৮	জয়পুরহাট পৌরসভা	১০৫.৩০	২৬.৩৩	৭৩.৭৬	১০০.০৯	২০৫.৩৯
৬৯	কিশোরগঞ্জ পৌরসভা	৭৯.৯০	১৯.৯৮	৫৫.৯৭	৭৫.৯৪	১৫৫.৮৫
৭০	লক্ষীপুর পৌরসভা	৭৬.০৪	১৮.৪৫	৫২.৪৮	৭০.৯৩	১৪৬.৯৭
৭১	মাদারীপুর পৌরসভা	১৫৬.৯৫	৩৯.২৪	১০৯.৯৪	১৪৯.১৮	৩০৬.১২
৭২	মৌলভীবাজার পৌরসভা	৬১.৪৪	১৫.৩৬	৪৩.০৪	৫৮.৪০	১১৯.৮৪
৭৩	ময়মনসিংহ পৌরসভা	৪৮৭.০৬	৬৯.৮৫	১৯৫.৭০	২৬৫.৫৫	৭৫২.৬১
৭৪	নরসিংদী পৌরসভা	১২০.২০	৩০.০৫	৮৪.২০	১১৪.২৪	২৩৪.৪৪
৭৫	নাটোর পৌরসভা	১২২.০৯	৩০.৫২	৮৫.৫২	১১৬.০৫	২৩৮.১৪
৭৬	নেত্রকোনা পৌরসভা	১৮২.৩৬	২৫.৪৭	৯৯.৫৭	১২৫.০৪	৩০৭.৪০
৭৭	পিরোজপুর পৌরসভা	২২২.১৩	২৭.৯৪	৭৮.২৮	১০৬.২২	৩২৮.৩৫
৭৮	শেরপুর পৌরসভা	৯৭.৫৩	২৪.৩৮	৬৮.৩২	৯২.৭০	১৯০.২২

৭৯	সিরাজগঞ্জ পৌরসভা	৪৯২.৮৪	৩১.২৬	৮৭.৫৯	১১৮.৮৫	৬১১.৭০
৮০	ভৈরব পৌরসভা	১২৫.২২	৮.৯৪	৫৬.৪০	৬৫.৩৫	১৯০.৫৭
৮১	চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা	১৪১.৮৪	১০.১৩	৬৩.৮৯	৭৪.০২	২১৫.৮৬
৮২	গাজীপুর পৌরসভা	৫১১.০৫	৩৬.৫০	২৩০.১৮	২৬৬.৬৯	৭৭৭.৭৩
৮৩	গোপালপুর পৌরসভা	২৫.০৫	১.৭৯	১১.২৮	১৩.০৭	৩৮.১২
৮৪	ঈশ্বরদী পৌরসভা	১০.৯৯	০.৭৮	৪.৯৫	৫.৭৩	১৬.৭২
৮৫	লাকসাম পৌরসভা	২৮.২৭	২.০২	১২.৭৩	১৪.৭৫	৪৩.০২
৮৬	লালমনিরহাট পৌরসভা	২৩.৫৫	১.৬৮	১০.৬১	১২.২৯	৩৫.৮৩
৮৭	নারায়ণগঞ্জ পৌরসভা	৩০.৮৫	২.২০	১৩.৮৯	১৬.১০	৪৬.৯৫
৮৮	নওয়াপাড়া পৌরসভা	২০.৮৩	১.৪৯	৯.৩৮	১০.৮৭	৩১.৭০
৮৯	পঞ্চগড় পৌরসভা	১০৭.০৬	৭.৬৫	৪৮.২২	৫৫.৮৭	১৬২.৯২
৯০	রাজবাড়ী পৌরসভা	৮২.৬০	৫.৯০	৩৭.২১	৪৩.১১	১২৫.৭১
৯১	শরীয়তপুর পৌরসভা	১১৩.৬২	৮.১২	৫১.১৮	৫৯.২৯	১৭২.৯১
৯২	সিংড়া পৌরসভা	১৬৬.২২	১১.৮৭	৭৪.৮৭	৮৬.৭৪	২৫২.৯৬
৯৩	টঙ্গী পৌরসভা	১২৪.৬৯	৮.৯১	৫৬.১৬	৬৫.০৭	১৮৯.৭৬
৯৪	নোয়াখালী পৌরসভা	৪২.৫৭	০.০০	০.০০	০.০০	৪২.৫৭
৯৫	সাতক্ষীরা পৌরসভা	৫.১৮	০.০০	০.০০	০.০০	৫.১৮
৯৬	সুনামগঞ্জ পৌরসভা	১৫৭.৮৩	০.০০	০.০০	০.০০	১৫৭.৮৩
৯৭	ঝালকাঠি পৌরসভা	৪৩.২১	০.০০	০.০০	০.০০	৪৩.২১
৯৮	কুড়িগ্রাম পৌরসভা	২২.৫৮	০.০০	০.০০	০.০০	২২.৫৮
৯৯	দিনাজপুর পৌরসভা	২৪.৩৯	০.০০	০.০০	০.০০	২৪.৩৯
১০০	গাইবান্ধা পৌরসভা	৩৭.১১	০.০০	০.০০	০.০০	৩৭.১১
১০১	শ্রীপুর পৌরসভা	৫.৪০	০.০০	০.০০	০.০০	৫.৪০
১০২	চাঁদপুর পৌরসভা	১২১.৯২	০.০০	০.০০	০.০০	১২১.৯২
১০৩	মুন্সিগঞ্জ পৌরসভা	৯.০৩	০.০০	০.০০	০.০০	৯.০৩
১০৪	ভাঙ্গা পৌরসভা	২১.৩৩	০.০০	০.০০	০.০০	২১.৩৩
১০৫	ঠাকুরগাঁও পৌরসভা	৯২.৯৩	০.০০	০.০০	০.০০	৯২.৯৩
১০৬	জামালপুর পৌরসভা	১১১.৩৪	০.০০	০.০০	০.০০	১১১.৩৪
১০৭	শ্রীমঙ্গল পৌরসভা	৯৪.৩০	০.০০	০.০০	০.০০	৯৪.৩০
১০৮	ঘোড়াশাল পৌরসভা	১৩.৬২	০.০০	০.০০	০.০০	১৩.৬২
১০৯	মঠবাড়িয়া পৌরসভা	১,০৩৭.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	১,০৩৭.৫০
১১০	গলাচিপা পৌরসভা	৩১৩.৭৪	০.০০	০.০০	০.০০	৩১৩.৭৪
১১১	আমতলী পৌরসভা	২,৭১৭.৩৪	১৭,৪৪২.৮৭	২৩,০৬৯.০৪	৪০,৫১১.৯১	৪৩,২২৯.২৫
	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়					
১১২	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বিডব্লিউডিবি)	০.০০	০.১২	০.১৫	০.২৭	০.২৭
	প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়					
১১৩	বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা)	৩৯,৩৪৩.৩৬	৫,৬৫৪.৫২	০.০০	৫,৬৫৪.৫২	৪৪,৯৯৭.৮৮
১১৪	বাংলাদেশ এক্সপোর্ট জোন অথরিটি (বেজা)	৩,৬২৩.৮৭	১৯৪.৪৫	৩০৪.১৭	৪৯৮.৬২	৪,১২২.৪৯
১১৫	পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)	৬১,৮১০.৫৫	৬৫,৪৩৪.৯৮	৮,৪৯৫.৭৯	৭৩,৯৩০.৭৭	১৩৫,৭৪১.৩২
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়					
১১৬	এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লিঃ (ইডিসিএল)	৮.৭৬	৪২.০২	৮.৩০	৫০.৩২	৫৯.০৮
	সর্বমোটঃ	**১৩,২৮৬,৭০১.২৭**	**৩,২১৫,৮১৬.১৭**	**৫,৪৭১,১০৬.৯০**	**৮,৬৮৬,৯২৩.০৮**	**২১,৯৭৩,৬২৪.৩৫**

উৎসঃ ডিএসএল অধিশাখা, অর্থ বিভাগ।

পরিশিষ্ট ২৪: ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহের বকেয়া ও শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ

(কোটি টাকায়)

কর্পোরেশনের নাম	বকেয়া ঋণ	শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ
শিল্পঃ		
বিটিএমসি	২৬.৪৭	২৬.৩৪
বিএসইসি	২১১.৩৭	০.৪
বিএসএফআইসি	৪৪১৬.৫৯	৩.৬২
বিসিআইসি	২৬০৩.২৭	১২৭.১২
বিএফআইডিসি	০.০০	০.০০
বিজেএমসি	৮০০.১	১১.৬৭
উপ-মোট	**৮০৫৭.৮**	**১৬৯.১৫**
ইউটিলিটিঃ		
বিওজিএমসি	৫৭৭.৩	০.০০
বিপিডিবি	১১৪৮৬.৭২	০.০০
ডেসা	০.০০	০.০০
চট্টগ্রাম ওয়াসা	০.০০	০.০০
ঢাকা ওয়াসা	৩৭৭.১১	০.০০
উপ-মোট	**১২৪৪১.১৩**	**০.০০**
পরিবহন ও যোগাযোগঃ		
বিএসসি	৪.১	০.০০
বিআইডব্লিউটিসি	০.০০	০.০০
বিবিসি	৪৫১.০৯	০.০০
বিআরটিসি	০.৬২	০.৬১
সিপিএ	৯.৯৯	০.০০
এমপিএ	০.০০	০.০০
উপ-মোট	**৪৬৫.৮**	**০.৬১**
বাণিজ্যিকঃ		
বিপিসি	৪১০৩.৩৪	০.১৪
বিজেসি	০.০০	০.০০
টিসিবি	২৪.৯১	১১.০৩
উপ-মোট	**৪১২৮.২৫**	**১১.১৭**
কৃষি ও মৎস্যঃ		
বিএডিসি	১৮০৮.০৩	২১.২৭
বিএফডিসি (মৎস্য)	০.০০	০.০০
উপ-মোট	**১৮০৮.০৩**	**২১.২৭**
সার্ভিস ও অন্যান্যঃ		
বিএফএফডব্লিউটি	০.০০	০.০০
বিডব্লিউডিবি	৬২৮.৭	০.০০
বিটিবি	৫১.৭৩	১০.৫২
বিপিআরসি	০.০০	০.০০
বিএফডিসি (ফিল্ম)	৫.৯৭	০.০০
বিএসবি	০.০০	০.০০
বিএসসিআইসি	০.০০	০.০০
আরইবি	৩৪০.৬৬	০.০০
উপ-মোট	**১০২৭.০৬**	**১০.৫২**
সর্বমোট	**২৭৯২৮.০৭**	**২১২.৭২**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

পরিশিষ্ট ২৫: স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা এবং সর্বোচ্চ উৎপাদন

অর্থবছর	স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	সর্বোচ্চ উৎপাদন (মেগাওয়াট)
১৯৯৫-৯৬	২৯০৮	২০৮৭
১৯৯৬-৯৭	২৯০৮	২১১৪
১৯৯৭-৯৮	৩০৯১	২১৩৬
১৯৯৮-৯৯	৩৬০৩	২৪৪৯
১৯৯৯-০০	৩৭১১	২৬৬৫
২০০০-০১	৪০০৫	৩০৩৩
২০০১-০২	৪২৩০	৩২১৮
২০০২-০৩	৪৬৮০	৩৪২৮
২০০৩-০৪	৪৬৮০	৩৫৯২
২০০৪-০৫	৪৯৯৫	৩৭২১
২০০৫-০৬	৫২৪৫	৩৭৮২
২০০৬-০৭	৫২০২	৩৭১৮
২০০৭-০৮	৫২০১	৪১৩০
২০০৮-০৯	৫৭১৯	৪১৬২
২০০৯-১০	৫৮২৩	৪৬০৬
২০১০-১১	৭২৬৪	৪৮৯০
২০১১-১২	৮৭১৬	৬০৬৬
২০১২-১৩	৯১৫১	৬৪৩৪
২০১৩-১৪	১০৪১৬	৭৩৫৬
২০১৪-১৫	১১৫৩৪	৭৮১৭
২০১৫-১৬	১২৩৬৫	৯০৩৬

উৎসঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি), বিদ্যুৎ বিভাগ।

পরিশিষ্ট ২৬: খাতওয়ারি প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার

(বিলিয়ন ঘনফুট)

খাত/বছর	উৎপাদন	বিদ্যুৎ	ক্যাপটিভ	সার	শিল্প	চা-বাগান	ইটখোলা	বাণিজ্যিক	গৃহস্থালী	সিএনজি	মোট ব্যবহার
১৯৯০-৯১	১৭২.৮	৮২.৬		৫৪.২	১৩.২	০.৭	০	২.৯	১০.৫	০	১৬৪.১
১৯৯১-৯২	১৮৮.৪	৮৮.১		৬১.৬	১৩.৪	০.৭	০.২	২.৯	১১.৬	০	১৭৮.৫
১৯৯২-৯৩	২১০.৯	৯৩.৩		৬৯.২	১৫.২	০.৭	০.২	২.৪	১৩.৫	০	১৯৪.৫
১৯৯৩-৯৪	২২৩.৭	৯৭.৩		৭৪.৫	২০.২৬	০.৭	১.১	২.৮৭	১৫.৪	০	২১২.১৩
১৯৯৪-৯৫	২৪৭.৩	১০৭.৪		৮০.৫	২৪.২৪	০.৬	১.১	২.৮৮	১৮.৮৬	০	২৩৫.৫৮
১৯৯৫-৯৬	৩৬৫.৫	১১০.৯		৯০.৯৮	২৭.৩১	০.৭২	০.৯৯	৩	২০.৭১	০	২৫৪.৬১
১৯৯৬-৯৭	২৬০.৯	১১০.৮২		৭৭.৮৩	২৮.৬২	০.৭১	০.৪৮	৪.৪৯	২২.৮৪	০	২৪৫.৭৯
১৯৯৭-৯৮	২৮২.০	১২৩.৫৫		৮০.০৭	৩২.৩২	০.৭৪	০.৩৯	৪.৬১	২৪.৮৯	০	২৬৬.৫৭
১৯৯৮-৯৯	৩০৭.৪	১৪০.৮২		৮২.৭১	৩৫.৭৯	০.৭১	০.৩৫	৪.৭১	২৭.০২	০	২৯২.১১
১৯৯৯-০০	৩৩২.৩	১৪৭.৬২		৮৩.৩১	৪১.৫২	০.৬৪	০.৩৫	৩.৮৫	২৯.৫৬	০	৩০৬.৮৫
২০০০-০১	৩৭২.১	১৭৫.২৭		৮৮.৪৩	৪৭.৯৯	০.৬৫	০.৪৪	৪.০৬	৩১.৮৫	০	৩৪৮.৬৯
২০০০-০২	৩৯১.৫	১৯০.০৩		৭৮.৭৮	৫৩.৫৬	০.৭২	০.৫৩	৪.২৫	৩৬.৭৪	০	৩৬৪.৬১
২০০২-০৩	৪২১.১	১৯০.৫৪		৯৫.৮৯	৬৩.৭৬	০.৭৪	০.৫২	৪.৫৬	৪৪.৮	০.২৩	৪০১.০৪
২০০৩-০৪	৪৫৪.৫	১৯৯.৪	৩২.০৩	৯২.৮	৪৬.৪৯	০.৮২	০.১২	৪.৮৩	৪৯.২২	১.৯৪	৪২৭.৬৫
২০০৪-০৫	৪৮৬.৭	২১১.০২	৩৭.৮৭	৯৩.৯৭	৫১.৬৮	০.৮	০	৪.৮৫	৫২.৪৯	৩.৬২	৪৫৬.৩
২০০৫-০৬	৫২৬.৭	২২২.৭২	৪৯.০২	৮৮.৫৮	৬৩.৪৪	০.৭৬	০	৫.২৪	৫৭.১৩	৬.৭১	৪৯৩.৬
২০০৬-০৭	৫৬২.২	২২১.১	৯৩.৪৭	৬২.৫১	৭৭.৪৮	০.৭৫	০	৫.৬৬	৬৩.২৫	১১.৯৯	৫৩৬.২১
২০০৭-০৮	৬০০.৮	২৩৪.২৮	৮০.২৩	৭৮.৬৭	৯২.১৯	০.৮	০	৬.৬	৬৯.০২	২২.৮২	৫৮৪.৬১
২০০৮-০৯	৬৫৩.৭	২৫৬.৩১	৯৪.৭	৭৪.৮৫	১০৪.৩৯	০.৬৫	০	৭.৪৬	৭৩.৭৮	৩১.০২	৬৪৩.১৬
২০০৯-১০	৭০৩.৬	২৮৩.১৫	১১২.৬১	৬৪.৭২	১১৮.৮১	০.৮	০	৮.১২	৮২.৬৯	৩৯.৩৩	৭১০.২৩
২০১০-১১	৭০৮.৯	২৭৩.৮	১২১.২	৬২.৮	১২১.৫	০.৮	০	৮.৫	৮৭.৪	৩৮.৫	৭১৪.৫
২০১১-১২	৭৪৩.৫	৩০৪.৩	১২৩.৫৬	৫৮.৩৯	১২৮.৪	০.৭৬	০	৮.৫৫	৮৯.১৫	৩৮.৫৫	৭৫১.৭১
২০১২-১৩	৮০০.৬	৩২৮.৮	১৩৪.১	৬০.০	১৩৫.৭	০.৮		৮.৮	৮৯.৭	৩৭.৮	৭৯৫.৭
২০১৩-১৪	৮২০.০	৩৩৭.০	১৪৩.৮	৫৩.৮	১৪১.৯	০.৮	০	৮.৯	১০১.৫	৪০.১	৮২৭.৮
২০১৪-১৫	৮৯২.২	৩৫৪.৮	১৫০.০	৫৩.৮	১৪৭.৭	০.৮	০	১১৮.২	৪২.৯	০.০	৮৭৭.৩
২০১৫-১৬	৯৭৩.২	৩৯৯.৬	১৬০.৮	৫২.৬	১৫৬.০	০.৯	০	৯.০	১৪১.৫	৪৬.৫	৯৬৬.৯
২০১৬-১৭*	৪৮২.২	১৮৬.৭	৬৯.৪	১৯.৮	৯০.২	০.৯	০	৫.০	৮৭.০	২৬.৯	৪৮৬.০

উৎসঃ পেট্রোবাংলা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ। *ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত।

পরিশিষ্ট ২৭: বাংলাদেশ রেলওয়ের কিলোমিটারে গমন পথ, রেল ইঞ্জিন এবং গাড়ির সংখ্যা

বছর	কিলোমিটারে গমন পথ				ইঞ্জিন			গাড়ির সংখ্যা		
	ব্রডগেজ	ডুয়েল গেজ	মিটার গেজ	মোট	বাষ্প	ডিজেল	মোট	যাত্রী	অন্যান্য কোচ	ওয়াগন
১৯৭৩-৭৪	৫৯৯	-	১১৮৭	১৭৮৬	৩৩৮	১৭৮	৫১৬	১২৪৭	৪৫৩	১৬০৮১
১৯৭৪-৭৫	৫৯৯	-	১১৮৭	১৭৮৬	৩১৮	১৭৩	৪৯১	১২০৭	৪০৮	১৫৬২৬
১৯৭৫-৭৬	৫৯৯	-	১১৮৭	১৭৮৬	২৭৭	১৭৩	৪৫০	১১৬৮	৩৬৩	১৬৮০২
১৯৭৬-৭৭	৫৯৯	-	১১৮৭	১৭৮৬	২৭২	১৭৩	৪৪৫	১১৯২	৩৫৮	১৬৯২৫
১৯৭৭-৭৮	৫৯৯	-	১১৮৭	১৭৮৬	২৫৩	১৬৭	৪২০	১১৬৮	৩৪৪	১৬৬৫৬
১৯৭৮-৭৯	৫৯৯	-	১১৮৭	১৭৮৬	২৩০	১৮০	৪১০	১২৯৩	৩৩৮	১৬৫২৯
১৯৭৯-৮০	৬০৫	-	১১৮৭	১৭৯২	১৯৭	১৯২	৩৮৯	১৩৭০	৩৪৩	১৬৩৫৭
১৯৮০-৮১	৬০৫	-	১১৮৭	১৭৯২	১৭০	২৪০	৪১০	১৩৩৯	৩৪৩	১৬৭১৭
১৯৮১-৮২	৯৭৪	-	১৯১০	২৮৮৪	১৬৪	২৫৩	৪১৭	১৩৬৮	৩৪৩	১৬০০৭
১৯৮২-৮৩	৯৭৪	-	১৮৯২	২৮৬৬	১০৮	৩০২	৪১০	১৩৯৫	৩৩৭	১৬৯৭৬
১৯৮৩-৮৪	৯৭৯	-	১৮৯২	২৮৭১	৮৭	২৯৯	৩৮৬	১৩৮৩	৩১৮	১৬৬৮৩
১৯৮৪-৮৫	৯৭৯	-	১৮৯২	২৮৭১	-	২৮৮	২৮৮	১৩৩২	৩০৫	১৬৫১৪
১৯৮৫-৮৬	৯৭৯	-	১৮৩৮	২৮১৮	-	২৯০	২৯০	১৩৭১	২৯৩	১৬৪৩০
১৯৮৬-৮৭	৯৭০	-	১৮২২	২৭৯২	-	২৯১	২৯১	১৪৪৮	২৯৬	১৬৩৫৬
১৯৮৭-৮৮	৯২৪	-	১৮২২	২৭৪৬	-	২৯১	২৯১	১৫০২	২৯২	১৬২৪৭
১৯৮৮-৮৯	৯২৪	-	১৮২২	২৭৪৬	-	৩০৭	৩০৭	১৫০০	২৮৭	১৫৯৪২
১৯৮৯-৯০	৯২৪	-	১৮২২	২৭৪৬	-	৩০৭	৩০৭	১৪৯০	২০৩	১৫৫৩৬
১৯৯০-৯১	৯২৪	-	১৮২২	২৭৪৬	-	৩০৭	৩০৭	১৪৩৬	১৯১	১৫২৯৬
১৯৯১-৯২	৯২৪	-	১৮২২	২৭৪৬	-	৩০৭	৩০৭	১৪৩০	১৮৪	১৫১৬২
১৯৯২-৯৩	৮৮৪	-	১৮২২	২৭০৬	-	২৮৭	২৮৭	১৩৭২	১৭২	১৪৭০৬
১৯৯৩-৯৪	৮৮৪	-	১৮২২	২৭০৬	-	২৭৫	২৭৫	১৩৫৯	১৫২	১৪৫৪৪
১৯৯৪-৯৫	৮৮৪	-	১৮২২	২৭০৬	-	২৭৯	২৭৯	১৩২৩	১৫৫	১৪৩৬৭
১৯৯৫-৯৬	৮৮৪	-	১৮২২	২৭০৬	-	২৭২	২৭২	১২৭৭	১৫৩	১৩৮১৭
১৯৯৬-৯৭	৮৮৪	-	১৮২২	২৭০৬	-	২৮৪	২৮৪	১২৪৫	১৫২	১২৭৭৩
১৯৯৭-৯৮	৯০১	-	১৮৩২	২৭৩৪	-	২৭৫	২৭৫	১২৬৪	১৪৬	১১৯৪৩
১৯৯৮-৯৯	৯০১	-	১৮৩২	২৭৩৪	-	২৭৯	২৭৯	১২৮৭	১৩৯	১১১৫২
১৯৯৯-০০	৯৩৬	-	১৮৩২	২৭৬৮	-	২৬৮	২৬৮	১২৮২	১৩৭	১০৯২৯
২০০০-০১	৯৩৬	-	১৮৩২	২৭৬৮	-	২৭৭	২৭৭	১২৭৫	১৩৬	১০৭৭৮
২০০১-০২	৯৩৬	-	১৮৫৫	২৭৯১	-	২৭৭	২৭৭	১২৭২	১৩৫	১০৬৩১
২০০২-০৩	৬৬০	৩৬৫	১৮৫৫	২৮৮০	-	২৭৫	২৭৫	১২৭৩	১৩৭	১০৬০৫
২০০৩-০৪	৬৬০	৩৬৫	১৮৩০	২৮৫৫	-	২৭৩	২৭৩	১৩৪৭	৬৪	১০৩২৮
২০০৪-০৫	৬৬০	৩৬৫	১৮৩০	২৮৫৫	-	২৮৬	২৮৬	১৩৪৪	৬২	১০২৩৬
২০০৫-০৬	৬৫৯	৩৬৫	১৮৩০	২৮৫৫	-	২৮৫	২৮৫	১৩৪১	৬২	১০২৪৬
২০০৬-০৭	৬৫৯	৩৭৫	১৮০১	২৮৩৫	-	২৮৫	২৮৫	১৩৮৫	৩১	৯৪৩৭
২০০৭-০৮	৬৫৯	৩৭৫	১৮০১	২৮৩৫	-	২৮৫	২৮৫	১৩৮৫	৩১	৯৪০৯
২০০৮-০৯	৬৫৯	৩৭৫	১৮০১	২৮৩৫	-	২৭৯	২৭৯	১৪৫১	৩৫	৮৯৯৮
২০০৯-১০	৬৫৯	৩৭৫	১৮০১	২৮৩৫	-	২৮৬	২৮৬	১৪৭২	৩৩	৯৯৭০
২০১০-১১	৬৫৯	৩৭৫	১৭৫৭	২৭৯১	-	২৫৯	২৫৯	১২৪২	১৭	৮৮৬০
২০১১-১২	৬৫৯	৩৭৫	১৮৪৩	২৮৭৭	-	২৬৪	২৬৪	১৪৫৫	৩৩	৯৯৭৪
২০১২-১৩	৬৫৯	৩৭৫	১৮৪৩	২৮৭৭	-	২৫৮	২৫৮	১৪৭২	৩৩	৯৮৭৯
২০১৩-১৪	৬৫৯	৪১০	১৮০৮	২৮৭৭	-	২৯৩	২৯৩	১৪৭৬	৩৩	৯৭০১
২০১৪-১৫	৬৫৯	৪১০	১৮০৮	২৮৭৭	-	২৮২	২৮২	১৪৭৪	৩৩	৯৬০১
২০১৫-১৬*	৬৫৯	৪১০	১৮০৮	২৮৭৭		২৯৬	২৯৬	১২১৩	৩১	৯৩০৩

উৎসঃ বাংলাদেশ রেলওয়ে। * সাময়িক।

পরিশিষ্ট ২৮: রেলওয়ে পরিবাহিত যাত্রী ও মালামাল

(হাজার)

বছর	মোট টন পরিবহন	টন কিলোমিটার	যাত্রী বহন	যাত্রী কিলোমিটার
১৯৭২-৭৩	২৮৩০	৪০৮১০৫	৬৩৬৫৫	১৭৩৯৭০১
১৯৭৩-৭৪	২৭৬৮	৩৬৮৬০৩	৭২৯৩৬	২০৭০২০৫
১৯৭৪-৭৫	২৮৯৪	৩৮১১৫২	৮২৬৩৪	২৫২৩৮১৩
১৯৭৫-৭৬	৩৩৩৩	৪৫৬৮৫১	৯৩৮১৯	২৭৭২৪৪৫
১৯৭৬-৭৭	৩১১০	৪৩৫৬৯২	৯৪৪৪৯	২৮৭৯৩৩০
১৯৭৭-৭৮	৩৫১০	৪৮০৭৪২	৯৬২০৭	৩১১০৪২৯
১৯৭৮-৭৯	৩১৮৪	৫১২২৭৫	৮৯৭৫৫	৩০০৩৩০৮
১৯৭৯-৮০	৩১৩১	৫২২৭১১	৮৮৫৪৫	৩১৮০৭১৬
১৯৮০-৮১	২৯৩৭	৪৮১০৮০	৮৯২৯৭	৩২২৯৫৫৭
১৯৮১-৮২	৩১৭৯	৫১৬৪৪৮	৯০৩৫৩	৩৩৩৪০২৫
১৯৮২-৮৩	২৯৯৮	৮১৩৮৭০	১০৫৬৩৯	৬৪২৭১২৮
১৯৮৩-৮৪	২৯৩৯	৭৭৮৬২৭	৯৮৮৭২	৬২৮৩৫০৮
১৯৮৪-৮৫	৩০০৯	৮১২৮৯৭	৯০৩২৩	৬০৩১৩৫২
১৯৮৫-৮৬	২৩৪১	৬১২২২৫	৮২০০২	৬০০৫২৬৩
১৯৮৬-৮৭	১৯০০	৫৮১৮২৮	৭২৩১১৭	৬০২৪২০৬
১৯৮৭-৮৮	২৫১৮	৬৭৮২৬৭	৫৩০০৩	৫০৫২১৮২
১৯৮৮-৮৯	২৪৯৫	৬৬৫৯৩৯	৫০৭৯৭	৪৩৩৮৩১৩
১৯৮৯-৯০	২৪১০	৬৬৩৪৭৮	৫৫৩৮১	৫০৬৯৫৬৭
১৯৯০-৯১	২৫১৭	৬৫০৯৯৩	৪৮৩৮৭	৪৫৮৬৮৫৫
১৯৯১-৯২	২৫০৬	৭১৮৩৮৮	৫২২৯৫	৫৩৪৭৭৭৫
১৯৯২-৯৩	২৩৯৫	৬৪১৪৪১	৫০২৭৮	৫১১১৮৮২
১৯৯৩-৯৪	২৪৬৯	৬৪০৮১০	৪৪৫১৫	৪৫৭০০৭৬
১৯৯৪-৯৫	২৭২৯	৭৫৯৭৭৮	৩৯৬৪৫	৪০৩৭২০৮
১৯৯৫-৯৬	২৫৫১	৬৮৯০২৩	৩২৭১০	৩৩৩৩২৪৫
১৯৯৬-৯৭	২৯৩৬	৭৮২৪২৯	৩৭৪৯৪	৩৭৫৩৬১৪
১৯৯৭-৯৮	৩০৩৮	৮০৩৮৪৯	৩৮৩০০	৩৮৫৫৪৯৯
১৯৯৮-৯৯	৩৪১৮	৮৯৬৩৯৭	৩৭২৩৯	৩৬৭৮২৬২
১৯৯৯-০০	২৮৮৯	৭৭৭১৬১	৩৮৬৩৪	৩৯৪০৬৮৮
২০০০-০১	৩৪৬৫	৯৩৭৮৭৭	৪১২১২	৪২০৯১৮৬
২০০১-০২	৩৬৬৭	৯৫১৮২১	৩৮৭১৬	৩৯৭১৮৪২
২০০২-০৩	৩৬৬৬	৯৫১৯৮৭	৩৯১৬২	৪০২৪২০৬
২০০৩-০৪	৩৪৭৩	৮৯৫৫০০	৪৩৪৩৫	৪৩৪১৪৭০
২০০৪-০৫	৩২০৬	৮১৬৮১৮	৪২২৫৪	৬১৬৪১৩৩
২০০৫-০৬	৩০৫৭	৮২০৪৮৬	৪৪৫২০	৪৩৮৭৪৪৭
২০০৬-০৭	২৯৬৭	৭৭৫৫৭৫	৪৫৭৫৮	৪৫৮৬০৩৯
২০০৭-০৮	৩২৮২	৮৬৯৫৯১	৫৩৮১৬	৫৬০৯২৪৩
২০০৮-০৯	৩০১০	৮০০১৫৯	৬৫০২৯	৬৮০০৭৩৩
২০০৯-১০	২৭১৪	৭৭০০৬৪	৬৫৬২৭	৭৩০৫০০০
২০১০-১১	২৫৫৪	৬৯২৬৪০	৬৩৫৩৬	৮০৫১৯২০
২০১১-১২	২১৯২	৫৮২১০৭	৬৬১৩৯	৮৭৮৭২৩৪
২০১২-১৩	২০১০	৫২৫৩৭৩	৬২৫৯৭	৮২৫৩৪২০
২০১৩-১৪	২৫২৪	৬৭৭৩৫৯	৬৪৯৫৮	৮১৩৪৬৯৬
২০১৪-১৫	২৫৫৫	৬৯৩৮৩৬	৬৭৩৪২	৮৭১১৩৬৩
২০১৫-১৬*	২১৪৪	৪৫৪৬০২	৭০৮৩১	৯১৬৭১৮০

উৎসঃ বাংলাদেশ রেলওয়ে। * সাময়িক।

পরিশিষ্ট ২৯: সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন শ্রেণির সড়ক পথ

(কিলোমিটারে)

বছর	জাতীয় মহাসড়ক	আঞ্চলিক মহাসড়ক	ফিডার/জেলা সড়ক	উপজেলা সড়ক	মোট সড়ক
১৯৭২	২৪৫০	১১৫৯	৫৬৬	-	৪১৭৫
১৯৭৩	২৫০০	১১৯৬	৫৭০	-	৪২৬৬
১৯৭৪	২৫৪০	১২৩০	৫৭৫	-	৪৩৪৫
১৯৭৫	২৫৭০	১২৩০	৫৮২	-	৪৩৮২
১৯৭৬	২৬০০	১২৫০	৫৮৫	-	৪৪৩৫
১৯৭৭	২৬৩০	১৩৫২	৫৮৯	-	৪৫৭১
১৯৭৮	২৬৬৫	১৪১১	৫৯৫	-	৪৬৭১
১৯৭৯	২৭০০	১৮১৮	৬৩৪	-	৫১৫২
১৯৮০	২৭৩২	১১৮৮	২১১৪	-	৬০৩৪
১৯৮১	২৭৬০	১২০৫	২৩৭৬	-	৬৩৪১
১৯৮২	২৭৬০	১২১৫	২৫৮১	-	৬৫৫৬
১৯৮৩	২৭৭৩	১২১৫	১৮২৫	৩৫২২	৯৩৩৫
১৯৮৪	২৭৮০	১২১৭	২৮৩৩	৩৬২২	১০৪৫২
১৯৮৫	২৮১৯	১২২৯	২৮৪৭	৪০১১	১০৯০৬
১৯৮৬	২৮২৬	১৩২৫	২৮৩৮	৪১৯৬	১১১৮৫
১৯৮৭	২৮৩৪	১৩৩১	২৯০৭	৪৭৪৪	১১৮১৬
১৯৮৮	২৮৭০	১৩৬৫	৩০৫৩	৫০৩৩	১২৩২১
১৯৮৯	২৯০৫	১৪৯৫	৩১৫৯	৫৪০১	১২৯৬০
১৯৯০	২৯২৯	১৫৫৩	৩২৪৫	৫৯০২	১৩৬২৯
১৯৯১	২৯২০	১৬৩১	৯৫৫৩	-	১৪১০৪
১৯৯২	২৯০৮	১৬৫০	১০০৯৮	-	১৪৬৫৬
১৯৯৩	২৯২০	১৬৬৭	১০৬৬৩	-	১৫২৫০
১৯৯৪	২৯২০	১৬৮৭	১১০৬৩	-	১৫৬৭০
১৯৯৫	২৯২০	১৭০০	১১৪৫০	-	১৬০৭০
১৯৯৬	২৯২০	১৭০০	১২৯৩৪	-	১৭৫৫৪
১৯৯৭	২৯২০	১৭০০	১৫৬৬৫	-	২০২৮৫
১৯৯৮	৩১৪৪	১৭৪৬	১৫৯৬৪	-	২০৮৫৪
১৯৯৯	৩০৯০	১৭৫২	১৬১১৬	-	২০৯৫৮
২০০০	৩০৮৬	১৭৫১	১৫৯৬২	-	২০৭৯৯
২০০১	৩০৮৬	১৭৫১	১৫৯৬২	-	২০৭৯৯
২০০২	৩০৮৬	১৭৫১	১৫৯৬২	-	২০৭৯৯
২০০৩	৩০৮৬	১৭৫১	১৫৯৬২	-	২০৭৯৯
২০০৪	৩৭২৩	৪৮৩২	১৩৮২৩	-	২২৩৭৮
২০০৫	৩৫৭০	৪৩২৩	১৩৬৭৮	-	২১৫৭১
২০০৬	৩৫৭০	৪৩২৩	১৩৬৭৮	-	২১৫৭১
২০০৭	৩৫৭০	৪৩২৩	১৩৬৭৮	-	২১৫৭১
২০০৮	৩৫৭০	৪৩২৩	১৩৬৭৮	-	২১৫৭১
২০০৯	৩৪৭৭	৪১৬৫	১৩২৪৮	-	২০৮৯০
২০১০	৩৪৭৮	৪২২২	১৩২৪৮	-	২০৯৪৮
২০১১	৩৪৯২	৪২৬৮	১৩২৮০	-	২১০৪০
২০১২	৩৫৩৮	৪২৭৬	১৩৪৫৮	-	২১২৭২
২০১৩	৩৫৩৮	৪২৭৮	১৩৬৩৮	-	২১৪৫৪
২০১৪	৩৫৩৮	৪২৭৮	১৩৬৩৮	-	২১৪৫৪
২০১৫	৩৫৪৪	৪২৭৮	১৩৬৫৯	-	২১৪৮১
২০১৬	৩৮১৩	৪২৪৭	১৩২৪২	-	২১৩০২
২০১৭	৩৮১৩	৪২৪৭	১৩২৪২	-	২১৩০২

উৎসঃ ক) ২০০৫ সাল পর্যন্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের রোড নেটওয়ার্ক ডাটাবেস বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী।

খ) ২০০৪ সালের তথ্য 'বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১১, ২০০৪ অনুযায়ী।

গ) ২০০৫ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত সওজ ডাটাবেজ অনুযায়ী।

ঘ) Maintenance and Rehabilitation Needs Report of ২০১২-২০১৩ for RHD Paved Roads, HDM Circle, RHD.

পরিশিষ্ট ৩০.১: প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা, ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি সংখ্যা এবং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা (২০০৫-২০১০)

	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০
১. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা						
ক) মোট	৮০৩৯৭	৮২০২০	৮১৪৩৪	৮২২১৮	৮১৫০৮	৭৮৬৮৫
খ) সরকারি	৩৭৬৭২	৩৭৬৭২	৩৭৬৭২	৩৭৬৭২	৩৭৬৭২	৩৭৬৭২
গ) বেসরকারি	৪২৭২৫	৪৪৩৪৮	৪৩৭৬২	৪৪৫৪৬	৪৩৮৩৬	৪১০১৩
১) নিবন্ধনকৃত*	২২৭০৫	২৩১৯১	২৩২৯৩	২৩৩৪৬	২০০৬১	২০০৬১
২) নিবন্ধনকৃত নয়	৯৪৬	১১৪০	৯৭৩	৯৬৬	৮১৯	৬৬৬
৩) অন্যান্য**	১৯০৭৪	২০০১৭	১৯৪৯৬	২০২৩৪	২২৯৫৬	২০২৮৬
২. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি সংখ্যা						
ক) মোট	১৬২২৫৬৫৮	১৬৩৮৫৮৪৭	১৬৩১২৯০৭	১৬০০১৬০৫	১৬৫৩৯৩৬৩	১৬৯৫৭৮৯৪
খ) বালক	৮০৯১২২১	৮১২৯৩১৪	৮০৩৫৩৫৩	৭৯১৯৮৩৭	৮২৪১০২৬	৮৩৯৪৭৬১
গ) বালিকা	৮১৩৪৪৩৭	৮২৫৬৫৩৩	৮২৭৭৫৫৪	৮০৮১৭৬৮	৮২৯৮৩৩৭	৮৫৬৩১৩৩
৩. সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকের সংখ্যা						
ক) মোট	১৬২০৮৪	১৬২২২৭	১৮২৩৭৪	১৮২৮৯৯	১৮২৮০৩	২১২৬৫৩
খ) পুরুষ	৯০৩৪৪	৮৬৮০০	৯০৮৫৩	৮৬৪৪৬	৮৩১৮৮	৮৮৫০৩
গ) মহিলা	৭১৭৪০	৭৫৪২৭	৯১৫২১	৯৬৪৫৩	৯৯৬১৫	১২৪১৫০

উৎসঃ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

* কমিউনিটি বিদ্যালয়সহ ** অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসাবে এবতেদায়ি মাদ্রাসা, কিন্ডারগার্টেন, এনজিও পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। (ব্র্যাক সেন্টার, আরওএসসি, শিশু কল্যাণ ২০১১ সালে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।) । ২০১৫ সালের উপাত্ত সাময়িক এবং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হিসাবে নতুন জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয় ও পরীক্ষণ বিদ্যালয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট ৩০.২: প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা, ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি সংখ্যা এবং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা (২০১১-২০১৬)

	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬
১. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা						
ক) মোট	৮৯৭১২	১০৪০১৭	১০৬৮৫৯	১০৮৫৩৭	১২২১৭৬	১২৬৬১৫
খ) সরকারি	৩৭৬৭২	৩৭৬৭২	৩৭৭০০	৬৩০৯৬	৬৩৬০১	৬৪১৭৭
গ) বেসরকারি	৫২০৪০	৬৬৩৪৫	৬৯১৫৯	৪৫৪৪১	৫৮৫৭৫	৬২৪৩৮
১) নিবন্ধনকৃত*	২০১৬৮	২২১০১	২৩৮৭৬	১৯৩	২১৮	২৪৭
২) নিবন্ধনকৃত নয়	১৪৮৫	১৯৪৯	২৭৯৯	১৭৪৪	১৯২৬	২২৯৪
৩) অন্যান্য**	৩০৩৮৭	৪২২৯৫	৪২৪৮৪	৪৩৫০৪	৫৬৪৩১	৫৯৮৯৭
২. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি সংখ্যা						
ক) মোট	১৮৪৩২৪৯৯	১৯০০৩২১০	১৯৫৮৪৯৭২	১৯৫৫২৯৭৯	১৯০৬৭৭৬১	১৮৬০২৯৮৮
খ) বালক	৯১৩৯১৮০	৯৪৬৩১০৮	৯৭৮০৯৫২	৯৬৩৯০৯৫	৯৩৬৯০৭৯	৯২২৭৫৮০
গ) বালিকা	৯২৯৩৩১৯	৯৫৪০১০২	৯৮০৪০২০	৯৯১৩৮৮৪	৯৬৯৮৬৮২	৯৩৭৫৪০৮
৩. সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকের সংখ্যা						
ক) মোট	২০১৯০০	২১৪৬৫৮	২১৩৭৯১	৩১৯৩৯৪	৩২২৭৬৬	৩৪৩৩৪৯
খ) পুরুষ	৭৭২৭৫	৭৯৩৩৯	৭৬৪৫৭	১২৭৩১৮	১২৩২২৫	১২৮১০২
গ) মহিলা	১২৪৬২৫	১৩৫৩১৯	১৩৭৩৩৪	১৯২০৭৬	১৯৯৫৪১	২১৫২৪৭০

উৎসঃ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

* কমিউনিটি বিদ্যালয়সহ ** অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসাবে এবতেদায়ি মাদ্রাসা, কিন্ডারগার্টেন, এনজিও পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন প্র্াথমিক বিদ্যালয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। (ব্র্যাক সেন্টার, আরওএসসি, শিশু কল্যাণ ২০১১ সালে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।) । ২০১৫ সালের উপাত্ত সাময়িক এবং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হিসাবে নতুন জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয় ও পরীক্ষণ বিদ্যালয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট ৩১.১: মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	**বছর ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা**											
	২০০৫	**২০০৬**	**২০০৭**	**২০০৮**	**২০০৯**	**২০১০**	**২০১১**	**২০১২**	**২০১৩**	**২০১৪**	**২০১৫**	**২০১৬**
নিম্ন মাধ্যমিক	৪৩২২		৩৩৭৮	৩৪৫৮	৩৪৯৪	৩০৫৬	২৯৮৯	২৮৬৯	২৮৬৯	২৪১২	২৩৯৪	২৩২৪
মাধ্যমিক	১৪১৭৮	১৫৪৪৯	১৫৩৪২	১৫২৯৮	১৫৫৮৯	১৫৯৮৪	১৬০৮১	১৬৩৩৯	১৬৩৩৯	১৭২৭২	১৭৪৩২	১৭৫২৩
উচ্চ মাধ্যমিক	১৮১৩	১৮৬১	১৮৪২	১৮২৩	১৯৩২	১৮৩৪	১৯২৮	১৯৩৬	১৯৩৬	২২৫৪	২৩৫৪	২৪১৯
পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট	১৩৪	১৪০	১৪৭	১৫৪	১৭১	১৭১	১৭১	২১৮	২১৮	৩০০	৩৩৭	৪৩৯
সার্ভে ইন্সটিটিউট	--	--	--	২	২	২	২	৪	৪	৪	৪	৪
টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার	--	--	--	৩৫	৪০	৪৩	৪৩	৮১	৮১	৮১	১৩৪	১৬৪
টেক্সটাইল ইন্সস্টিটিটিউট	--	--	--	২৯	২৯	২৯	২৯	৩৩	৩৩	৩৩	৩৩	৩৩
টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সস্টিটিটিউট	--	--	--	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০
এগ্রিকালচার ট্রেনিং ইন্সস্টিটিটিউট	--	--	--	১০৪	১০৯	১০৯	১০৯	১০৯	১০৯	১০৯	১০৯	১৮৩
মেরিন টেকেনোলজি	--	--	--	১	১	১	১	১	১	১	১	১
গ্লাস এন্ড সিরামিক ইন্স	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
গ্রাফিক আর্টস ইন্স	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ	৬৪	৬৪	৬৪	৮০	৯০	৯০	৯০	১৬৭	১৭০	১৭০	১৭২	১৭২
পিটিআই	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪	৫৯
এসএসসি-ভোকেশনাল (স্বতন্ত্র)	--	--	--	১৩৫	১৩৮	১৩৮	১৩৮	১৬৯	১৬৯	১৬৯	১৬৯	১৬৯
এইচএসসি-বিএম (স্বতন্ত্র)	--	--	--	৪৯৭	৫৩৭	৫৩৭	৫৮০	৫৭৬	৫৭৬	৫৭৬	৬৭৫	৬৭৫
দাখিল	৬৬৮৫	৬৭৯৮	৬৯৬৮	৬৭৭৯	৬৭৭১	৬৬৬০	৬৬৬৯	৬৭৪৫	৬৭৪৫	৬৫৮২	৬৭৬৫	৬৫৫৮
আলিম	১৩১৫	১৩৪৫	১৩৭৯	১৪০১	১৪৮৭	১৪৮৬	১৪০১	১৪৪২	১৪৫০	১৪৮২	১৪৮০	১৪৭৮
ফাজিল	১০৩৯	১০৪০	১০৬৬	১০১৩	১০২২	১০২১	১০৫৬	১০৪৯	১০৫৬	১০৫৫	১০৫৩	১০৫৪
কামিল	১৭৫	১৭৮	১৮২	১৯১	১৯৫	১৯৪	২০৪	২০৫	২০৫	২২২	২২১	২২৪
পালি এন্ড টোল কলেজ	১২৪	১২৪	৯৫	৯৩	৯৩	৯৩	৯৩	৯৩	৯৩	৯৩	৯৩	৯৩
সংস্কৃত টোল এন্ড কলেজ	১৪৮	১৪৮	১৩২	১২৬	১২৬	১২৬	১২৬	১২৬	১২৬	১২৬	১২৬	১২৮

উৎসঃ ব্যানবেইস, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট ৩১.২: মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	বছর ভিত্তিক শিক্ষক সংখ্যা											
	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬
নিম্ন মাধ্যমিক	৩৬১২২	২৩৬৯৩	২৩৯৪৭	২৪৬০৮	২৫১৮৫	২২১৩১	২২২৩৫	২০৭৩৩	২১২৬১	১৮৬১৮	১৯৩৪২	১৯০২০
মাধ্যমিক	২০২০৩৬	২১৫৭৩৮	১৮৪২৩৬	১৮৪৮৮৮	১৮৮২৯৭	১৯৫৮৮০	২০১৩২০	২০০৩১০	২০৪৯৮৮	২১৪৩৭৬	২২৩৭৭৫	২২৪৫৩৩
উচ্চ মাধ্যমিক	৩৫৪০৮	৩৫০৪২	৩৩৪৭৪	৩১৯০৬	৩৩৮৩৯	৩৩৪৪৭	৩৫৮৮১	৩৩৮৪৩	৩৪৯০০	৩৭২৩৫	৩৯৭৭৭	৪১৩৩৫
পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট	১৬৫৪	১৮৬৮	২৩৩৮	২৮০৯	২৮৬০	২৮৭৭	৩৩৯৫	৪৪৫২	৪৪৬২	৪৪৬৫	৫৭৫৭	৬২৫১
সার্ভে ইন্সটিটিউট	--	--	--	১৫	১৫	৩৫	৩৫	৫৪	৫৪	৫৫	৫৮	৫৯
টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার	--	--	--	৭৮৮	৮২২	৮৫৮	৮৬১	১২৯২	১২৯২	১২৯৫	১৩০৪	১৩০৯
টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট	--	--	--	২৮৩	২৮৪	২৯০	২৯৭	৫১৩	৫১৩	৫১৪	৫২৩	৫২৩
টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট	--	--	--	৩৫৬	৩৫৬	৩৬২	৩৬৬	৩৪০	৩৫৫	৩৫৬	৩৪৬	৩৪৮
এগ্রিকালচার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট	--	--	--	৮৪৭	৮৬২	৮৬৯	৮৭০	৯৫৩	৯৫৩	৯৫৫	৯৬২	৯৬৫
মেরিন টেকেনোলজি	--	--	--	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫২	৫২
গ্লাস এন্ড সিরামিক ইন্সটিটিউট	১০	১২	১৩	১৫	১৪	১৮	১৮	২১	২১	২১	১৩	১৫
গ্রাফিক আর্টস ইন্সটিটিউট	১৬	১৪	১১	১১	১০	১৪	১৪	১৪	১৬	১৬	১৭	১৭
টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ	৭৯২	৭৯২	১০৭২	১৩৫৪	১৩৭০	১৩৭৭	১৩৭৬	২৮১৩	২৮১৩	২৮১৫	২৩১০	২৩১২
পিটিআই	৫১৭	৫২৪	৫৩০	৫৩২	৫৩৮	৫৩৮	৬২৯	৬৩২	৬৩২	৬৩৩	৬৩৩	৭০৩
এসএসসি-ভোকেশনাল (স্বতন্ত্র)	--	--	--	২০৩৮	২০৪১	২০৭৪	২০৭৯	১৯৭৬	২০১২	২০১৫	১৯৭৮	১৯৮৬
এইচএসসি-বিএম (স্বতন্ত্র)	--	--	--	৪৩৯৮	৫০৭৭	৫০৮০	৫০৮৯	৫২৯৫	৫২৯৮	৫৩১৫	৫৯৬৩	৫৯৬৬
দাখিল	৯৮১২৩	৯৮২১৪	৯৪৯২২	৯১৬৩১	৬৪২৮২	৬৪৭৯১	৬৪৪৭১	৬৪০৩৫	৬৪০৬২	৮৭৫৯১	৬৬৮০১	৬৬৩৭৬
আলিম	২৫৬৩৪	২৫৯৪৪	২৫৬৪৫	২৫৩৪৭	২১১২৪	২১৬৩৬	২০৮৯৫	২০৭৭২	২০৭৮৫	২৭২৩০	২২৮৮৪	২২৭৫২
ফাজিল	২৩৩৩৬	২৩৪৫৬	২২০৭২	২০৬৮৭	১৬৯১৮	১৭২২৪	১৭৪৩২	১৮৬৭৭	১৮৬৯৭	২২৩৩৬	১৯৩৭৬	১৯২৩৪
কামিল	৪৮৭৪	৫০৬০	৫০২৮	৪৯৯৬	৪১৩৩	৪১৯৬	৪৩৭৯	৪২৪৪	৪২৯২	৫৫৯২	৪৯৭২	৫০০৬
পালি এন্ড টোল কলেজ	৪৬০	৪৬৫	৩৫০	৩৫০	৩৫০	৩৫২	৩৫৩	৩৫৫	৩৫৭	৩৫৭	৩৫৭	৩৫৮
সংস্কৃত টোল এন্ড কলেজ	৪৮৭	৪৯২	৪৩০	৪৩০	৪৩০	৪৪২	৪৪৬	৪৯৩	৪৯৯	৪৯৯	৪৯৯	৫০১

উৎসঃ ব্যানবেইস, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট ৩১.৩ : মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীর সংখ্যা (২০০৬-২০১১)

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	বছর ভিত্তিক শিক্ষার্থী সংখ্যা					
	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১
নিম্ন মাধ্যমিক	৫৭৭৩৬৬	৫৩৬৫৫০	৪৯৫৭৩৫	৫৩৬৭৫৪	৪৩৪৯০৭	৪৪৪৭৫১
মাধ্যমিক	৬৮৪১৮১৩	৬৩৯০৫৬	৬৩২৪০১৩	৬৮২০০৩৯	৭০৩০৮৬৭	৭০৬৫৪৬৭
উচ্চ মাধ্যমিক	২৬৫৬৮৯	৩২৫০৭৬	৩৪৯৮২১	৩৫১২৪৫	৪৬৮৭৪৫	৫২৫৪৪৩
পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট	২৯৪৯০	৫২৮৪৬	৭৬২০২	৭৬৫৪০	৮৩৯৪০	১০২৭৭৮
সার্ভে ইন্সটিটিউট	--	--	৭১৪	৭১৪	৮৪০	৮২২
টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার	--	--	৬৬৭৬	৬৯৮৬	৯১৩৯	৯৭৪৬
টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট	--	--	৯৬৮৩	৯৭৫২	৯৯৪৮	১০০০৫
টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট	--	--	৫৫৮৮	৫৫৮৮	৫৭৫৬	৫৮৪৮
এগ্রিকালচার ট্রেনিং ইন্সটিটিউট	--	--	১৯৯৮৫	২০১৭৬	২৪২২১	২৭৩২৬
মেরিন টেকেনোলজি	--	--	৭৩০	৭৩০	৬৬৬	৬৬৬
গ্লাস এন্ড সিরামিক ইন্সটিটিউট	৮২৮	৮৫৮	৮৮৮	৯১৬	৮৮৪	১০১১
গ্রাফিক আর্টস ইন্সটিটিউট	৪৫০	৪৮৭	৫৪৪	৫৭২	৫৭৫	৫৫০
টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ	১৩৫৫৮	১৮৫৬৮	২৯৩৬৯	২৯৩৭০	৩৭৯০৪	৩৮৪৩৬
পিআই,টি,	১৩১২৬	১৩১৭৬	১৩২৬৬	১৪০৩৬	১১৩৪৪	১৩২৬৬
এসএসসি-ভোকে:(স্বতন্ত্র)	--	--	১৯২০৬	২২৩৬৮	২১৯৯১	২২০০৭
এইচএসসি- বিএম (স্বতন্ত্র)	--	--	৫৭৬৭০	৭৫২২৫	৭৫৯৮৭	৯৭৭২৯
দাখিল	২২৫২০৯১	২২৩২৫২১	২২৩৭০১০	২৩৮৬১১৩	২৪৪৪৫৬৮	২৩৮২৪৩৩
আলিম	৫৫৪৬৫৩	৫৫০০৫১	৬১১৬৫৪	৬৮৫০৯২	৭১৯৩৩২	৬৭৫৭৯২
ফাজিল	৫২৯৪৯৭	৫২৭৬৫১	৫৪৮২৯০	৫৮১৮৩৯	৬০৪৪৭১	৬১৭৭২৩
কামিল	১৩৫৮৪৩	১৩৬৫৫১	১৬২৫২৪	১৬৪৭৫৩	১৭২৪৭০	১৭৭৯৭৫
পালি এন্ড টোল কলেজ	৭০৮৩	৭১০৭	৭১৭৯	৭০৪১	৭১০৭	৭০৩৭
সংস্কৃত টোল এন্ড কলেজ	৪৩১৩	৪৩৫৯	৪৬৫৮	৪৬৫৮	৪৬৬৪	৪৬৬৬

উৎসঃ ব্যানবেইস, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট ৩১.৪ : মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীর সংখ্যা (২০১২-২০১৬)

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	**বছর ভিত্তিক শিক্ষার্থী সংখ্যা**				
	২০১২	**২০১৩**	**২০১৪**	**২০১৫**	**২০১৬**
নিম্ন মাধ্যমিক	৪২৮৬৯৭	৪২৯০২২	৩৬৭৫১০	৩৯৫২১৬	৩৮৪৯৮৬
মাধ্যমিক	৭৫০৮৫৩৮	৭৫১৯৭১২	৮৭৯২৮৫৫	৯২৯৪৯৪৯	৯৭২০৯৪২
উচ্চ মাধ্যমিক	৫৫০৫৭৯	৫৫২৯২৯	৫৯০৯৪৮	৬২৭১৬৭	৬৪১২৩৪
পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট	১৩৬৯৬২	১৩৬৯৭৫	১৩৮১৫০	১৯১৭০৪	২০৩৮১০
সার্ভে ইন্সটিটিউট	১২৪১	১২৫৫	১২৬০	১২৫৩	১২৫৮
টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার	২৫৯৬০	২৫৯৬০	২৫৯৬৫	৩৩৮৭৯	৩৩৮৯০
টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট	১০০১০	১০০১০	১০০২২	১০১৩৪	১০১৩৮
টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট	৫৫১০	৫৬২২	৫৬২৫	৫৫২৪	৫৫২৭
এগ্রিকালচার ট্রেনিং ইন্সটিটিউট	২৮৮৯০	২৯১১০	২৯১১৮	২৯৫০০	৩০১১০
মেরিন টেকেনোলজি	৬৭০	৬৭০	৬৭০	৯১৬	৯১৬
গ্লাস এন্ড সিরামিক ইন্সটিটিউট	১০১৮	১০৫১	১০৫২	১০৪৮	১০৫৮
গ্রাফিক আর্টস ইন্সটিটিউট	৬৮২	৭১০	৭১২	৬৯৫	১০৫৭
টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ	৬৪২৩৬	৪২৬৯৪	৪২৭১২	৬৪৯৩৪	৬৪৯৪০
পিআই,টি,	১৩২৬৬	১৩২৮৭	১৩২৮৭	১৩৮৭	৭৬০০
এসএসসি-ভোকে:(স্বতন্ত্র)	২৪৪২৬	২৪৬৫৪	২৪৬৬২	২৪৪৩৩	২৪৪৪৬
এইচএসসি- বিএম (স্বতন্ত্র)	১০৫৩০৩	১০৫৭৭৮	১০৫৭৮৪	১২৪২৬৬	১৩৪২৭৪
দাখিল	২৩২০১৪৫	২৩২৪৪৯১	২২৭৫৯৪৪	২২৫৭৩৬৯	২২৫১১৯৩
আলিম	৬৭৯০৯৭	৬৭৯৮৯৭	৬৯১৭৬২	৬৯৪২৯৬	৬৯৮৬৮৪
ফাজিল	৬২৭৯৮৯	৬২৮৬২৩	৬২৬৭৭০	৬৩৭৬১৯	৬৪২১০১
কামিল	২১০২৯৭	২১২২৮০	২২০৮০৪	২৩৯৬১৩	২৪০৩১৫
পালি এন্ড টোল কলেজ	৭০৭৩	৭১৩৮	৭১৩৮	৭১৩৮	৭১৪৬
সংস্কৃত টোল এন্ড কলেজ	৪৬৭৩	৪৬৮৫	৪৬৮৫	৪৬৮৫	৪৬৯২

উৎসঃ ব্যানবেইস, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট ৩২.১ : উচ্চশিক্ষা স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	বছর ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা											
	২০০৫	**২০০৬**	**২০০৭**	**২০০৮**	**২০০৯**	**২০১০**	**২০১১**	**২০১২**	**২০১৩**	**২০১৪**	**২০১৫**	**২০১৬**
সাধারন কলেজ (সরকারি)	২৪১	২৪১	২৪০	২৩৮	২৪১	২৪৩	২৪০	২৫০	২৫০	২৬০	২৬৫	২৮১
সাধারন কলেজ (বেসরকারি)	১০৬১	১০৯৫	১১৫৬	১২১৬	১২২০	১৩০৪	১২৬৪	১৩৬১	১৩৬১	১৪৭১	১৪৯৪	১৫৩৮
সাধারন বিশ্ববিদ্যালয় (সরকারি)	৯	১০	১০	১১	১১	১১	১১	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (সরকারি)	৩	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৫
প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (সরকারি)	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৬	৬	৭	৭	৭
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (বেসরকারিসহ)	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৪	৪	৪	৪
চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
ভেটেনারী এন্ড এ্যানিমেল সায়েন্স ইউনিভার্সিটি		১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (সরকারি)	৫	৫	৫	৬	৮	৮	৮	৮	৯	৯	৯	৯
সাধারন বিশ্ববিদ্যালয় (বেসরকারি)	৫৪	৫১	৫৪	৫৬	৫৯	৫১	৫৪	৫৮	৬৭	৭৬	৮৩	৯০
শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ	৯৯	১০১	১১০	১১০	১১২	১১২	১১৮	১১৮	১১৮	১১৮	১১৮	১১৮
চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়	৪২	৪২	৪২	৪৫	৪৮	৪৮	৬৩	৭১	৭৫	৭৫	৯৩	১০৪
ডেন্টাল মহাবিদ্যালয়	৯	৯	৯	১১	১১	১১	১৩	১৩	১৫	১৫	৩২	৩৪
আইন মহাবিদ্যালয়	৭০	৭১	৭১	৭১	৭১	৭১	৭১	৭১	৭১	৭১	৭১	৭১
হোমিওপেথিক মহাবিদ্যালয়	৩০	৩০	৩০	৩০	৩৮	৩৮	৩৮	৪৫	৪৫	৪৫	৫২	৫২
শারীরিক শিক্ষা কলেজ	২৭	২৯	২৯	৩২	৩২	৩২	৩২	৩২	৩২	৩২	৩২	৩২
লেদার টেকনোলজি	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
মিউজিক কলেজ	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২
টেক্সটাইল কলেজ	১	১	১	৪	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	১১
উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫

উৎসঃ ব্যানবেইস, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট ৩২.২: উচ্চশিক্ষা স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	বছর ভিত্তিক শিক্ষক সংখ্যা										
	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬
সাধারন কলেজ (সরকারি)	১০৬৪২	১০৩৭৯	১০১১৬	১০৬৪২	১০২২৬	৯৮৪৭	১১৫১২	১১৫২০	১২৫১১	১২৫৯২	১৩৩৪২
সাধারন কলেজ (বেসরকারি)	৪৩৪৩৯	৪৪৫৬৬	৪৫৬৯৩	৫০৩৫৯	৪৯৫১৩	৬৬২৭৪	৫০২১৮	৫৫৮৮২	৫৫৮৮৫	৫৯২৪৩	৬২৬৬০
সাধারন বিশ্ববিদ্যালয় (সরকারি)	৪৭৪২	৪৭৪২	৪৭৫২	৫১২৮	৫৩৬৩	৫৪৮০	৫১২১	৫২৮৬	৫২৮৬	৭১৩৬	৭৩২৯
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (সরকারি)	৭৮২	৭৯২	৮০২	৮২২	৮৮২	৯১৭	১৫৯৬	১৬০৫	১৬০৫	১১৫৮	১২১০
প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (সরকারি)	৯৬৮	১০২৯	১০৯১	১১৯০	১৩০৯	১৩৪৮	১০০৩	১৩৭৬	১৩৭৬	১৫৭৮	১৬৮০
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (বেসরকারিসহ)	৫৫৪	৫৬২	৫৭০	৮৪০	৮৪২	৬৬১	৭৭০	৭৯৬	৭৯৬	৮৮০	৮৮৭
চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়	২৯০	৩৪২	৩৫০	৩৫০	৩৮৮	৪২১	৪৩৪	৪৪২	৪৪২	৪৫০	৪৫৮
ভেটেনারী এন্ড এ্যানিমেল সায়েন্স ইউনিভার্সিটি	৪৮	৫০	৬০	৬০	৬০	৮৩	৫৩	৬২	৬২	৯৮	১০৮
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (সরকারি)	৬১৮	৬২৬	৬৩৫	৮২১	১০৪০	১০১৭	৮৪৫	১০৩৪	১০৩৪	১৬৩৫	১৬০৪
সাধারন বিশ্ববিদ্যালয় (বেসরকারি)	৫৭৫৯	৪০০৯	৪৭০৬	৪৭০৬	৫৩৩৪	৫৮৮৫	৮০৬৩	৮৪৮৫	৮৪৮৫	১৩৩৮৪	১৩১৩০
শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ	১২৪৮	১৪৫৮	১৪৬০	১৩৪৯	১৪৭২	১৫৯৪	১৫৯৪	১৫৯৪	১৫৯৪	১৬০১	১৬০৪
চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়	২২৬০	২২৫৫	২২৫৫	২৫১৪	২৫৫৪	২৭৩৮	২৭৯৪	২৮৫৬	২৮৫৬	৪৯১৯	৪৯৫০
ডেন্টাল মহাবিদ্যালয়	২৬৯	২৬৯	৩০৩	৩২১	৩৪০	২৫৪	২৬০	২৬৫	২৬৫	২৮৬	২৯০
আইন মহাবিদ্যালয়	৬২৪	৬২৪	৬৭০	৬৭৫	৬৯০	৬৩৪	৬৩৮	৬৪২	৬৪২	৬৪০	৬৪০
হোমিওপেথিক মহাবিদ্যালয়	৪৬৯	৪৬৯	৪৭০	৪৭২	৪৬৫	৪৬৫	৪৭০	৪৭৪	৪৭৪	৫১১	৫১২
শারীরিক শিক্ষা কলেজ	২৭৭	২৭৭	২৮৩	৩১৯	৩৪২	২৮১	২৮১	২৮৫	২৮৫	২৮৫	২৮৫
লেদার টেকনোলজি	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৬	১৬	১৬	১৭	১৭
মিউজিক কলেজ	২০	২৪	২৯	৩০	৩০	২০	২০	২০	২০	২০	২০
টেক্সটাইল কলেজ	৩০	২৯	৩১	৩১	৩২	৫৭	৮৯	৯০	৯০	৯৭	৯৭
উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট	৬৬	৬৬	৬৬	৬৬	৬৬	৬৬	৬৬	৬৯	৬৯	৪৩	৪৩

উৎসঃ ব্যানবেইস, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট ৩২.৩: উচ্চশিক্ষা স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীর সংখ্যা

প্রতিষ্ঠানের ধরন	বছর ভিত্তিক শিক্ষার্থী সংখ্যা										
	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬
সাধারন কলেজ (সরকারি)	৫০৩৫৪০	৬০৯৪৮০	৭১৫৪২০	৮০৫০৩৩	৮৫৫৫৫৯	৯০৬০৮৪	১১৬৫৩৮৯	১১৭৫৩৮০	১৩১৬৮৬৬	১৩৩৬১৩২	১৩৮৮৯০১
সাধারন কলেজ (বেসরকারি)	৫৯৯৪২৮	৬৯৪৯১০	৭৯০৩৯২	৮৫৫৭০০	৯৫৩৩৪৬	১০৫০৯৯২	১৩২৮৩৫২	১৩৩০২২০	১৫৯৮৫৬৯	১৭১৫৫৭০	১৭৩৭৬৪৯
সাধারন বিশ্ববিদ্যালয় (সরকারি)	১১১৭৪১	১১৪২৫৪	১১৬৭৭০	১১৩৩২৬	১১৮৯০৭	১২২৫১৪	৩৪১৭০১	৩৪৫৬২৪	৩৪৫৬২৪	৪০৮৩০৯	৪৩৯৭৯৯
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (সরকারি)	৬৫৭২	৬৭৩২	৬৮৯১	৭৭২১	৭৭২৫	৯১৬৫	১৯৮২৬	২০২২৬	২০২২৬	১২০৯৫	১৩১৫৭
প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (সরকারি)	১৪৭১৪	১৪৮২৭	১৪৯৪০	১৫৭১০	১৮০১৩	১৬৪৪৮	২০৪৩৪	২০৫৮৬	২০৫৮৬	২৫৭৭৫	২৫৫০১
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (বেসরকারিসহ)	১৩৭৪১	১৮৭৭৬	২৩৮১৩	২৬৩৬৩	২৬৯৯৪	২১৮৫১	২৮৩০৮	২৮৫২৩	২৮৫২৩	২৯২৭২	২৯৪৬৯
চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়	১০২৫	১২৩৫	১৪৪৫	১৪৫২	১৬১৬	১৭০৬	১১৪৫	১২৬৬	১২৬৬	১৯২৮	৩০১৭
ভেটেনারী এন্ড এ্যানিমেল সায়েন্স ইউনিভার্সিটি	৩৩৬	৩২৫	৩১৫	৩৭৪	৩৭৫	৬২০	৭৯৯	৮০৪	৮০৪	৮৯১	১২০০
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (সরকারী)	৮৩৫৫	৯৫৬২	১২৩০১	১৫০৯৮	১৭৬২৬	২০৩৩১	১৯৭৭৩	২১০৯১	২১০৯১	৩১৮৮২	৩৫০১৩
সাধারন বিশ্ববিদ্যালয় (বেসরকারি)	১২৪২৬৭	১৬৮৭৭৫	১৬৯৬০০	১৮৫০০১	২১২৩১৫	২৪৬৫৩২	২৯৭০৫৫	২৯৮২০২	২৯৮২০২	৩৬২৭৩৯	৩৫৩৭৭১
শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ	১৯২৪৮	২০১৪২	২১০৩৬	২১০৩৬	২২৪৩১	১৯২৪৮	১৯৩০৮	১৯৪৩৬	১৯৪৩৬	১৯৩১৪	১৯৩৩০
চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়	১৮৬৮৫	২০৭৫৭	২১৮৩২	২২৫১৮	২৩২৭৫	২৬৮৮০	২৯৭২৬	২৯৮৪৪	২৯৮৪৪	৩৩৭৮৪	৩৬৭৫৬
ডেন্টাল মহাবিদ্যালয়	১২১৬	১১৯৬	১২৬০	১৩৯০	১৩৯৬	১২২৬	১২৪৮	১২৬২	১২৬২	৮০৪৪	৮১৮০
আইন মহাবিদ্যালয়	১৮৪৫২	১৮০৬২	১৭৬৭৫	১৭৮৮১	১৭৯৩৯	১৭৬৭৫	১৮২৪২	১৮৪০২	১৮৪০২	১৮২৭২	২১৭৫
হোমিওপেথিক মহাবিদ্যালয়	১৫১৭০	১৫১৭০	১৫১৭০	১৫১৭০	১৪৭৫৭	১৫৯৬৬	১৮০২৮	১৮১২৪	১৮১২৪	১৮৮৪১	১৮৮৪৯
শারিরীক শিক্ষা কলেজ	৩৫০২	৩৫২২	৩৫৩০	৩৬২৬	৪২১৮	৩৫০৮	৩৫১৩	৩৫৭২	৩৫৭২	৩৫২৪	৩৫৪৮
লেদার টেকনোলজি	৪৩৫	৪৩৫	৪৩৫	৪৫২	৪৬৬	৪৩৫	৪৩৬	৪৩৮	৪৩৮	৪৩৮	৪৪০
মিউজিক কলেজ	১২০	১৭৬	২৩৩	৩৪০	৩৪২	২৩৩	৩১৪	৪১৪	৪১৪	৪১৪	৪১৪
টেক্সটাইল কলেজ	৭৮১	৭০৫	৬২৮	৬৭৬	৭১৩	৭৮০	৮৬০	৮৭১	৮৭১	৮৬৬	৮৭২
উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট	৫৪২	৫৪২	৫৪২	৫৪২	৫৪২	৫৪২	৫৪৪	৫৫২	৫৫২	২২৪৭	২২৪৮

উৎসঃ ব্যানবেইস, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট ৩৩: সরকারি হাসপাতাল, ডিসপেনসারি, ডাক্তার, নার্স ও শয্যা সংখ্যা

বছর	ডিসপেনসারি	হাসপাতাল ও ডিসপেনসারিতে শয্যা	রেজিস্টার্ড ডাক্তার	রেজিস্টার্ড নার্স	রেজিস্টার্ড ধাত্রী	যক্ষ্মা ক্লিনিক	থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্র
১৯৮০-৮১	১৩৯৯	১৫৮৪৫	১০০৮১	৩০১৪	১৩৫৩	৪৪	৩০৬
১৯৮১-৮২	১৩৯১	১৬১৭১	১২৩০৬	৩৭৩৪	২২০১	৪৪	৩১৬
১৯৮২-৮৩	১২৭৫	১৬২৭৭	১২৭৩৬	৪৫০০	২৯৩৪	৪৪	৩৩২
১৯৮৩-৮৪	১২৭৫	১৭৪০৮	১৩৯৪৪	৫১৬৪	৩৬৮৮	৪৪	৩৩৭
১৯৮৪-৮৫	১২৭৫	২০১২৬	১৪৯৪৪	৫৩০৩	৪০৩১	৪৪	৩৪৩
১৯৮৫-৮৬	১২৭৫	২০৯২৬	১৫৯৪৪	৫৯০৫	৫৫৫৮	৪৪	৩৪৪
১৯৮৬-৮৭	১২৭৫	২১১২৬	১৬০২৬	৬৭১৬	৫১৪১	৪৪	৩৪৪
১৯৮৭-৮৮	১২৭৫	২১৯২৬	১৬৭৯৩	৭৩৮৫	৫৭৯৯	৪৪	৩৪৪
১৯৮৮-৮৯	১২৭৫	২২০৪৬	১৯৩৪০	৮০৫৬	৬৫৫৬	৪৪	৩৪৫
১৯৮৯-৯০	১২৭৫	২২০৯০	১৯৩৪০	৯২৭৪	৭০৩৫	৪৪	৩৫১
১৯৯০-৯১	১২৭৫	২৩৮৭০	২০৩৯৬	৯২৭৪	৭৪৮৫	৪৪	৩৫১
১৯৯১-৯২	১২৭৫	২৩৮৭০	২০৩৯৬	৯২৭৪	৭৪৮৫	৪৪	৩৫১
১৯৯২-৯৩	১৩৬২	২৭১১১	২১৪৫৫	১১০৬১	৯৩৬৩	৪৪	৩৪৭
১৯৯৩-৯৪	১৩৬২	২৭৪০১	২১৭৪৯	১২০২৫	১০১০৪	৪৪	৩৫৪
১৯৯৪-৯৫	১৩৬২	২৭৫৪৪	২৩৮০৫	১৩০০০	১১০০০	৪৪	৩৬৫
১৯৯৫-৯৬	১৩৬২	২৮২০৪	২৪৩৩৮	১৩৮০০	১১২০০	৪৪	৩৭২
১৯৯৬-৯৭	১৩৬২	২৯১০৬	২৬৫৩৫	১৩৮০০	১৩৫০০	৪৪	৩৯৭
১৯৯৭-৯৮	১৩৬২	২৯৮৫০	২৭৫৪৬	১৫৪০৮	১৩৫০০	৪৪	৪০২
১৯৯৮-৯৯	১৩৬২	৩০৬২৯	২৮৩১২	১৬৯৭২	১৪৯১৫	৪৪	৪০২
১৯৯৯-০০	১৩৬২	৩১৮৭২	৩০৮৬৪	১৭৪৪৬	১৫২৩৫	৪৪	৪০২
২০০০-০১	১৩৬২	৩১৯৭২	৩১৯৫২	১৭৯২২	১৫৬৫২	৪৪	৪০২
২০০১-০২	১৩৬২	৩২০২২	৩২৪৯৮	১৮১৩৫	১৫৭৯৪	৪৪	৪০২
২০০২-০৩	১৩৬২	৩২৪৫৯	৩৪৫০২	১৯০৬৬	১৬৫৫৩	৪৪	৪০২
২০০৩-০৪	১৩৬২	৩৪৬৯৩	৩৬৫৭৬	১৯৫০০	১৭৬২২	৪৪	৪০৩
২০০৪-০৫	১৩৬২	৩৫৫৭৯	৪০২১০	২০০০৯	১৮০৩৭	৪৪	৪০৬
২০০৫-০৬	১৩৬২	৩৭৬৬১	৪২০১০	২০১০০	১৮৯৫৮	৪৪	৪১৩
২০০৬-০৭	১৩৬২	৩৮২১১	৪৪৬৩২	২০১২৯	১৯৯১১	৪৪	৪১৯
২০০৭-০৮	১৩৬২	৪১১০৭	৪৯৬০৮	২৩২৬৬	২১৯৩৬	৪৪	৪২১
২০০৮-০৯	১৩৬২	৪১১০৭	৫১৯৯৩	২৪১৫১	২২৬৫৩	৪৪	৪২২
২০০৯-১০	১৩৬২	৪৩৯৯৬	৫২৮৮৪	২৫৬০৪	২৪০৩৪	৪৪	৪২৪
২০১০-১১	১৩৬২	৩৯৬৩৯	৫৩০৬৩	২৫০১৮	২৩৪৭২	৪৪	৪৬৩
২০১১-১২	১৩৬২	৪১৬৫৫	৫৮৯৭৭	২৮৭৯৩	--	৪৪	৪৬৩
২০১২-১৩	১৩৬২	৪৫৬২১	৬৪৪৩৪	৩০৫১৬	--	৪৪	৪৬৩
২০১৩-১৪	১১৮৪	(বেসরকারিসহ) ৯৪৩১৮	৭১৯১৮	৩৩১৮৩	২৭০০০	৪৪	৪২৪
২০১৪-১৫	সরকারি: ১৯৬২	(বেসরকারিসহ)১২৩১৭৭	৭৪০৯৯	৩৯০৪১	২৭০০০	৪৪	৪২৪

উৎসঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট ৩৪: জনমিতিক পরিসংখ্যান

পঞ্জিকা বছর	মোট জনসংখ্যা (মিলিয়ন, ১ জানুয়ারি)	জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার (%)	স্থুল জন্মহার (হাজারে)	স্থুল মৃত্যুহার (হাজারে)	শিশু মৃত্যুহার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে)	মোট উর্বরতা হার (মহিলা প্রতি)	প্রত্যাশিত গড় আয়ুস্কাল
১৯৮১	৮৯.৯	২.২৮	৩৪.৬	১১.৫	১১১	৫.০৪	৫৪.৮
১৯৮২	৯১.৪	২.২৫	৩৪.৮	১২.২	১২২	৫.২১	৫৪.৫
১৯৮৩	৯৩.৩	২.২৫	৩৫.০	১২.৩	১১৭	৫.০৭	৫৪.৯
১৯৮৪	৯৫.৩	২.২৩	৩৪.৮	১২.৩	১১৯	৪.৮৩	৫৪.৮
১৯৮৫	৯৭.৪	২.২৫	৩৪.৬	১২.০	১১২	৪.৭১	৫৫.১
১৯৮৬	৯৯.৫	২.২৬	৩৪.৪	১২.১	১১৬	৪.৭০	৫৫.২
১৯৮৭	১০১.৭	২.১৮	৩৩.৩	১১.৫	১১৩	৪.৪২	৫৬.৪
১৯৮৮	১০৩.৯	২.১৯	৩৩.২	১১.৩	১১০	৪.৪৫	৫৬.০
১৯৮৯	১০৬.২	২.১৮	৩৩.০	১১.৩	১০২	৪.৩৫	৫৬.০
১৯৯০	১০৮.৬	২.২৩	৩২.৮	১১.৪	৯৪	৪.৩৩	৫৬.১
১৯৯১	১১১.৫	২.১৮	৩১.৬	১১.২	৯২	৪.২৪	৫৬.১
১৯৯২	১১৩.৩	২.০৩	৩০.৮	১১.০	৮৮	৪.১৮	৫৬.৩
১৯৯৩	১১৫.৫	১.৯৩	২৮.৮	১০.০	৮৪	৩.৮৪	৫৭.৯
১৯৯৪	১১৭.৫	১.৮৭	২৭.০	৯.৩	৭৭	৩.৫৮	৫৮.০
১৯৯৫	১১৯.৩	১.৮১	২৬.৫	৮.৭	৭১	৩.৪৫	৫৮.৭
১৯৯৬	১২১.২	১.৭৬	২৫.৬	৮.২	৬৭	৩.৪১	৫৮.৯
১৯৯৭	১২৩.০	১.৬৪	২১.০	৫.৫	৬০	৩.১০	৬০.১
১৯৯৮	১২৪.৮	১.৫৬	১৯.৯	৫.১	৫৭	২.৯৮	৬১.৫
১৯৯৯	১২৬.৬	১.৪৮	১৯.২	৫.১	৫৯	২.৬৪	৬২.৭
২০০০	১২৮.৪	১.৪০	১৯.০	৪.৯	৫৮	২.৫৯	৬৩.৬
২০০১	১৩০.৫	১.৪০	১৮.৯	৪.৮	৫৬	২.৫৬	৬৪.২
২০০২	১৩২.০	১.৫০	২০.১	৫.১	৫৩	২.৫৫	৬৪.৯
২০০৩	১৩৩.৯	১.৫০	২০.৯	৫.৯	৫৩	২.৫৭	৬৪.৯
২০০৪	১৩৫.৯	১.৫০	২০.৮	৫.৮	৫২	২.৫১	৬৫.১
২০০৫	১৩৭.৮	১.৪৯	২০.৭	৫.৮	৫০	২.৪৬	৬৫.২
২০০৬	১৩৯.৮	১.৪৯	২০.৬	৫.৬	৪৫	২.৪১	৬৬.৫
২০০৭	১৪১.৮	১.৪৮	২০.৯	৬.২	৪৩	২.৩৯	৬৬.৬
২০০৮	১৪৩.৮	১.৪৫	২০.৫	৬.০	৪১	২.৩০	৬৬.৮
২০০৯	১৪৫.৮	১.৩৬	১৯.৪	৫.৮	৩৯	২.১৫	৬৭.২
২০১০	১৪৭.৭	১.৩৬	১৯.২	৫.৬	৩৬	২.১২	৬৭.৭
২০১১	১৪৮.৭	১.৩৭	১৯.২	৫.৫	৩৫	২.১১	৬৯.০
২০১২	১৫১.৭	১.৩৬	১৮.৯	৫.৩	৩৩	২.১২	৬৯.৪
২০১৩	১৫৪.৭	১.৩৭	১৯.০	৫.৩	৩১	২.১১	৭০.৪
২০১৪	১৫৬.৮	১.৩৭	১৮.৯	৫.২	৩০	২.১১	৭০.৭
২০১৫	১৫৮.৯	১.৩৭	১৮.৮	৫.১	২৯	২.১০	৭০.৯

উৎসঃ এসভিআরএস ২০১৪, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

পরিশিষ্ট ৩৫.১: রাজস্ব আয় (১৯৮৭-৮৮ থেকে ১৯৯৬-৯৭)

(কোটি টাকায়)

রাজস্ব আয়	১৯৮৭-৮৮	১৯৮৮-৮৯	১৯৮৯-৯০	১৯৯০-৯১	১৯৯১-৯২	১৯৯২-৯৩	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭
(ক) কর আয়										
১। বহিঃ শুল্ক	১৬১৮	১৮২০	২১৬৬	২৩২৮	২৮২০	২৮৩৫	৩০৭০	৩৬৭০	৩৯০০	৪২৫২
২। আবগারী শুল্ক	১১৭২	১৪০০	১৭০০	১৭১৩	১৩৬০	৩২০	১৭৫	১৮০	১৮০	২০৭
৩। আয় কর	৬৬৪	৭৫০	৮৭৫	১০৭১	১৩০০	১৭২০	১৭৩৫	১৫৬০	১৫১০	১৭৩৫
৪। বিক্রয় কর	৫২৫	৫৪০	৫৩১	৮২৩	--	--	--	--	--	--
৫। মূল্য সংযোজন কর	--	--	--	--	১৬৭৫	২৫০০	২৭৭৫	৩২৭৫	৩৭৪২	৪৪৪০
৬। ভূমি রাজস্ব	৮৯	৮৫	১১৪	৬০	৮৫	১০০	১২০	১৫০	১৭০	১৮৫
৭। সম্পূরক শুল্ক	--	--	--	--	২০	৯৪৫	১২৯০	১৪৫০	১৭০০	২১৭৩
৮। নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প	১৭০	১৭০	১৭৭	১৮৭	২৫১	৩১২	৩৫৫	৪২০	৪৭৭	৫২৭
৯। যানবাহন আয়	২০	২০	৩৫	৩৫	৪০	৫০	৬০	৮৫	১১০	১৩০
১০। রেজিষ্ট্রেশন	৬০	৬৩	৭০	৭০	৮০	৯৬	১২০	১৩০	১৫০	১৬৫
১১। মাদক শুল্ক	--	--	--	২০	২৫	২২	২৫	২৫	২৬	২৭
১২। অন্যান্য কর ও শুল্ক	৪৯	৪৮	১১৩	৭৬	৮৫	১৩০	১৫৫	১৬৫	২৬৮	২৩৩
মোট কর হতে আয় (ক):	**৪৩৬৭**	**৪৮৯৬**	**৫৭৮১**	**৬৩৮৩**	**৭৭৪১**	**৯০৩০**	**৯৮৮০**	**১১১১০**	**১২২৩৩**	**১৪০৭৪**
(খ) কর বহির্ভূত আয়										
১৩। সরকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ ও মুনাফা	১৩৫	১৮৫	১২৮	১৬৩	৩২০	৪২৯	৪১৮	৬৫৪	৫২৬	৫২৫
১৪। সরকারী অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ ও মুনাফা	৮০	৭০	৫০	২৭৬	৩৮১	৩৬০	৪১৫	২২৭	২১৯	২১৬
১৫। সুদ হইতে প্রাপ্ত আয়	২২৫	২২০	৩৪৫	৩০০	৩০০	৩৫০	৩৫০	৪৬৫	৪৫০	৫৩০
১৬। অর্থনৈতিক সেবা	৫২	৯২	১২০	১৩৩	১৩২	১৪০	১৬৩	৩০০	৩১১	৩১৬
১৭। সাধারণ প্রশাসন ও সেবা	১২২	১০৪	১০৯	১২৫	১৫৪	১৮১	২২০	২৪২	৩১০	৪১৪
১৮। যমুনা সেতু সারচার্জ ও লেভি	৫৮	৬০	৬৫	৭০	৮০	৪৫	৫৮	--	২	--
১৯। টি এন্ড টি বিভাগ (নিট)	৬৫	১১০	৮০	২৪৪	২৮৩	৩২৫	৪৫৯	৬৩৫	৬৫৯	৬৩০
২০। ডাক বিভাগ (নিট)	-২৮	-৩২	-২৭০	-২৪	-২৯	-৩০	-২৮	-২৮	-৩৬	-২৬
২১। রেলওয়ে (নিট)	-১৪৯	-১৫০	-১৩৯	-১৪৯	-১২৬	-১০০	-৯৫	-৯০	-১৫৯	-৮৯
২২। কৃষি ও তৎসম্পর্কীয় সেবা	৬১	৭৮	৩৩	৪০	৪৯	৬৪	৬৯	৭৮	৯২	১০৩
২৩। সামাজিক ও গোষ্ঠী সেবা	৩৭	৪৪	৪৭	৫৫	৫৫	৭৮	৯৩	১০৮	১৪৩	১৫৮
২৪। যোগাযোগ ও পরিবহণ (অন্যান্য)	২৩	৪২	৪২	৪৮	৩৫	৪২	৪৩	৪৬	৬৮	৮৯
২৫। অন্যান্য কর বহির্ভূত রাজস্ব	৬৫	৮৯	১২৭	১৩১	১৩৩	১৪৩	১৮৫	৪০০	৬৪৪	১২৭
২৬। মূলধন উদ্ভূত রাজস্ব	৩১	১৩	১৭	২৪	৯	৩	৫০	৫৩	৫০	৭৮
২৭। সেচ, পানি সম্পদ, পরিবহণ ইত্যাদি	২	১	--	৩	--	--	--	--	--	--
মোট কর বহির্ভূত আয় (খ):	৭৭৯	৯২৬	৯৯৭	১৪৩৯	১৭৭৬	২০৩০	২৪০০	৩১০০	৩২৭৯	৩০৭১
মোট রাজস্ব (ক+খ)	**৫১৪৬**	**৫৮২২**	**৬৭৭৮**	**৭৮২২**	**৯৫১৭**	**১১০৬০**	**১২২৮০**	**১৪২১০**	**১৫৫১২**	**১৭১৪৫**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট ৩৫.২: রাজস্ব আয় (১৯৯৭-৯৮ হতে ২০০৪-০৫)

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-০০	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫
(ক) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত করসমূহ হইতে প্রাপ্তি								
১। আয় ও মুনাফার উপর কর	২১০০	২৩৩৫	২৯৮০	৩৬০০	৪১০০	৪৭৮৮	৫২৭০	৫৮৫০
২। সম্পত্তি কর ও সম্পদ হস্তান্তর কর	১১	১০	২	০	০	১	-	-
৩। মূল্য সংযোজন কর	৪৬৯২	৪৮০০	৫৪০৫	৬১৩২	৬৯৬০	৮০৭১	৮৫৭৫	১০৬০৫
৪। আমদানি শুল্ক	৪৪৬০	৪৭৫৫	৪৫৩৬	৪৭৭০	৫৩৫০	৫৮৭৫	৭৩০০	৮০০০
৫। আবগারী শুল্ক	২১৪	২০৫	২৪০	২৭৫	৩০০	৩১০	১৭০	১৫০
৬। সম্পূরক শুল্ক	২৩৮৪	২৫৪০	২৬৬৪	৩৩৬৩	৩৮৫০	৪৩৯০	৫৪৩০	৫৬০০
৭। অন্যান্য কর ও শুল্ক	২৩৯	২০৫	১৭৩	১৬০	১৭০	৩১৫	৩০৫	২৯৫
উপ মোট (ক):	**১৪১০০**	**১৪৮৫০**	**১৬০০০**	**১৮৩০০**	**২০৭৩০**	**২৩৭৫০**	**২৭০৫০**	**৩০৫০০**
(খ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত করসমূহ হইতে প্রাপ্তি								
৮। মাদক শুল্ক	২৮	৪০	২৭	৪০	৩০	৩৫	৪০	৪৫
৯। যানবাহন কর	১১৫	১২৫	১১১	১৪৪	১৪৫	২২৫	২৪১	২৬৭
১০। ভূমি রাজস্ব	১৯৭	২১৫	২৬৬	২১৪	২১৪	২০৬	২৫৯	৩২৬
১১। স্ট্যাম্প বিক্রয় (নন-জুডিশিয়াল)	৫৬১	৬২৫	৬৯২	৭৯২	৮১১	৭৩৪	৭১০	৮১২
উপ মোট (খ):	**৯০১**	**১০০৫**	**১০৯৬**	**১১৯০**	**১২০০**	**১২০০**	**১২৫০**	**১৪৫০**
মোট করসমূহ হতে প্রাপ্তি (ক+খ):	**১৫০০১**	**১৫৮৫৫**	**১৭০৯৬**	**১৯৪৯০**	**২১৯৩০**	**২৪৯৫০**	**২৮৩০০**	**৩১৯৫০**
(গ) কর ব্যতীত প্রাপ্তি								
১২। লভ্যাংশ ও মুনাফা	৮১৫	১০১৭	১০৬৪	৭৭৪	১১৬২	৮৩২	১০৫৪	১১৬৫
১৩। সুদ	৫৭০	৫২৫	৫৪৭	৫৫০	৪৪৯	৭২৫	৭৫০	৬৩৬
১৪। রয়্যালটি এবং সম্পত্তি হইতে আয়	--	--	১	১	২	৭	--	--
১৫। প্রশাসনিক ফি	৮৮৯	৯০০	৮৮৭	১০২২	৮৭২	৭৭৯	৯৬৪	৯৮৮
১৬। জরিমানা দন্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ	২৩	২৪	১১	১১	১১	৪১	৬২	৬৭
১৭। সেবা বাবদ প্রাপ্তি	১৪৩	১৫৮	২০০	২৫৬	২৭৪	৪৭২	৪৮২	৪৩৩
১৮। ভাড়া ও ইজারা	৫০	৬৬	৭৬	১২১	১২৫	১০৪	৭৮	৯২
১৯। টোল ও লেভি	৪৮	৫২	৪৩	৪৬	৫৭	৮৯	১৩৯	১৫১
২০। অ-বাণিজ্যিক বিক্রয়	১৪৩	১৩৯	১৬৫	২১৩	২৫২	২৯৬	৩১০	২৬৪
২১। প্রতিরক্ষা বাবদ প্রাপ্তি	৯০	৯০	৭৩	১১১	১১৪	১২৬	১৩৩	২২৮
২২। কর ব্যতীত অন্যান্য রাজস্ব ও প্রাপ্তি	২৪১	১৩৮	২০৩	২৫২	২৩৮	৪৮১	৭১৫	৮৮২
২৩। রেলপথ	-৮১	-৭৫	-৭৬	-১৩৪	৩৯০	৪১৫	৪৫৩	৪৭৯
২৪। ডাক বিভাগ	-৪০	-৫১	-৩৮	-৭৫	১৩২	১৩৩	১৪৭	১৫০
২৫। তার ও টেলিফোন বোর্ড	৭৬৫	৭৬৭	১০১৮	১২৬০	১৬০৩	১৬০০	১৭০২	১৬৫০
২৬। মূলধন রাজস্ব	১২০	৯৫	৭৫	২৭৫	৫৯	৭০	১১১	৬৫
উপ মোট (গ):	**৩৭৭৬**	**৩৮৪৫**	**৪২৪৯**	**৪৬৮৩**	**৫৭৪০**	**৬১৭০**	**৭১০০**	**৭২৫০**
সর্বমোট রাজস্ব প্রাপ্তি (ক+খ+গ):	**১৮৭৭৭**	**১৯৭০০**	**২১৩৪৫**	**২৪১৭৩**	**২৭৬৭০**	**৩১১২০**	**৩৫৪০০**	**৩৯২০০**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট ৩৫.৩: রাজস্ব আয় (২০০৫-০৬ হতে ২০১০-১১)

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১
(ক) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত করসমূহ হইতে প্রাপ্তি						
১। আয় ও মুনাফার উপর কর	৬৯৬০	৮৯২৪	১১০০৫	১৩৫৩৮	১৬৫৬০	২২১০৫
২। মূল্য সংযোজন কর	১২৩৯৮	১৩৬৮৩	১৭০১৩	২০১১৬	২২৭৯৫	২৮২৭৪
৩। আমদানি শুল্ক	৮২৩৫	৮২৭৯	৯৩০০	৯৫৭০	১০৪৩০	১০৮৮৮
৪। রপ্তানি শুল্ক	--	--	--	--	--	২৭
৫। আবগারী শুল্ক	১৬৩	১৮৫	২১৩	২৩৭	২৬১	২৭৫
৬। সম্পূরক শুল্ক	৬৩৯৪	৬০৯৫	৭৯৭০	৯১২১	১০৪৮৫	১৩৫৫৪
৭। অন্যান্য কর ও শুল্ক	৩০৬	৩১৩	৪৬৯	৪১৮	৪৬৯	৪৭৭
উপ মোট (ক):	**৩৪৪৫৬**	**৩৭৪৭৯**	**৪৫৯৭০**	**৫৩০০০**	**৬১০০০**	**৭৫৬০০**
(খ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত করসমূহ হইতে প্রাপ্তি						
৮। মাদক শুল্ক	৪৫	৫০	৫০	৫২	৬০	৬০
৯। যানবাহন কর	৩৩১	৩৬৭	৪৯৫	৫৫০	৬৭৫	৯০৫
১০। ভূমি রাজস্ব	৩৮৪	৪০২	৩৬৪	৪০৯	৩৯২	৫২৫
১১। স্ট্যাম্প বিক্রয় (নন-জুডিশিয়াল)	৯৫৯	৯৪৯	১১৩৩	১৫১৫	১৮২৯	১৯৬২
উপ মোট (খ):	**১৭১৯**	**১৭৬৮**	**২০৪২**	**২৫২৬**	**২৯৫৬**	**৩৪৫২**
মোট করসমূহ হতে প্রাপ্তি (ক+খ):	**৩৬১৭৫**	**৩৯২৪৭**	**৪৮০১২**	**৫৫৫২৬**	**৬৩৯৫৬**	**৭৯০৫২**
(গ) কর ব্যতীত প্রাপ্তি						
১২। লভ্যাংশ ও মুনাফা	১২৭১	১৯৯৫	২৪৭৬	৩০৫৮	২৫৪৫	১৩৮২
১৩। সুদ	৭৩২	১০৪৩	১১১০	৯৩৪	১৫৫১	২১৭৩
১৪। প্রশাসনিক ফি	১১০৩	১১৯৫	১৪১৩	১৭৬৬	১৯৬০	২৫৬০
১৫। জরিমানা দন্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ	৭২	৮৪	১০৭	১৩২	১৭৬	২৮০
১৬। সেবা বাবদ প্রাপ্তি	৪৬৬	৪৫৮	৪৯২	৬৫২	৭৬৯	৮৪৪
১৭। ভাড়া ও ইজারা	৯৮	১০৩	৯৬	১০৮	৮৬	১২৯
১৮। টোল ও লেভি	১৫১	১৬৫	১৯০	৩৬০	৩২২	৩৭৫
১৯। অ-বাণিজ্যিক বিক্রয়	২৮৪	৩০৭	২৪৬	২৭৩	২৪৮	৩৩৮
২০। প্রতিরক্ষা বাবদ প্রাপ্তি	৬৯৩	৭১৭	৬২৯	১৬৬৮	১৯৪২	২০২৮
২১। কর ব্যতীত অন্যান্য রাজস্ব ও প্রাপ্তি	১৩০৯	১৫৭৫	৩০৭২	৩৮০৭	৫০৯১	৫১০৬
২২। রেলপথ	৫২১	৫১৫	৫৬৩	৫৮০	৫৬৫	৬২৮
২৩। ডাক বিভাগ	১৫৮	১৮৯	১৯৯	২২০	২২০	২৩৭
২৪। তার ও টেলিফোন বোর্ড	১৭৭২	১৮২২	১৮৮২	০	০	০
২৫। মূলধন রাজস্ব	৬৩	৫৭	৫২	৯৬	৫৩	৫৫
উপ মোট (গ):	**৮৬৯৩**	**১০২২৫**	**১২৫২৭**	**১৩৬৫৪**	**১৫৫২৮**	**১৬১৩৫**
সর্বমোট রাজস্ব প্রাপ্তি (ক+খ+গ):	**৪৪৮৬৮**	**৪৯৪৭২**	**৬০৫৩৯**	**৬৯১৮০**	**৭৯৪৮৪**	**৯৫১৮৭**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। নোটঃ উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেট ভিত্তিক

পরিশিষ্ট ৩৫.৪: রাজস্ব আয় (২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
(ক) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত করসমূহ হইতে প্রাপ্তি						
১। আয় ও মুনাফার উপর কর	২৮০৬১	৩৫৩০০	৪৪৩৭০	৪৮৬১৪	৫১৭৯৬	৭১৯৪০
২। মূল্য সংযোজন কর	৩৪৩০৪	৪০৪৬৬	৪৫৮৭৭	৪৯৫৭৩	৫৩৯১৩	৭২৭৬৪
৩। আমদানি শুল্ক	১২৬৩৪	১৪৫২৮	১৩৪৩৩	১৫১০৩	১৭১১৯	২২৪৫০
৪। রপ্তানি শুল্ক	৩০	৪০	৪১	৩১	৩৪	৪৪
৫। আবগারী শুল্ক	৪৫০	৯৯৭	১২০৩	৯৩৫	১০৩৩	৪৪৪৯
৬। সম্পূরক শুল্ক	১৬২২০	১৯৯৬৯	১৯১৫৭	১৯৮৫২	২৫০৬৪	৩০০৭৫
৭। অন্যান্য কর ও শুল্ক	৬৭১	৯৫৯	৯১৯	৯২০	১০৪০	১৪২৮
উপ মোট (ক):	**৯২৩৭০**	**১১২২৫৯**	**১২৫০০০**	**১৩৫০২৮**	**১৫০০০০**	**২০৩১৫২**
(খ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত করসমূহ হইতে প্রাপ্তি						
৮। মাদক শুল্ক	৬৫	৭০	৭২	৯৫	৯৮	১৫০
৯। যানবাহন কর	৯০০	১১০০	১১৫৫	১২৪৮	১৩৫১	১৭৭০
১০। ভূমি রাজস্ব	৫৫০	৫৭৪	৬৮৭	৭৯৭	৮২৯	১০৫৯
১১। স্ট্যাম্প বিক্রয় (নন-জুডিশিয়াল)	২৪০০	২৮২১	৩২৬৪	৩৫০৯	৩১২১	৪২৬৯
উপ মোট (খ):	**৩৯১৫**	**৪৫৬৫**	**৫১৭৮**	**৫৬৪৯**	**৫৪০০**	**৭২৫০**
মোট করসমূহ হতে প্রাপ্তি (ক+খ):	**৯৬২৮৫**	**১১৬৮২৪**	**১৩০১৭৮**	**১৪০৬৭৭**	**১৫৫৪০০**	**২১০৪০২**
(গ) কর ব্যতীত প্রাপ্তি						
১২। লভ্যাংশ ও মুনাফা	২৫১৭	৩৯২৮	৫০০৯	৩১০৪	৪৫৪৪	৭৯২২
১৩। সুদ	৬৯৬	৮৭৮	১০২৫	৭৩৩	৭৫৫	৮০০
১৪। প্রশাসনিক ফি	২৭৮২	৪০০০	৪৪৩৯	৪৬৩৫	৪৭১৯	৪৮৩৮
১৫। জরিমানা দন্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ	২৮৮	৪৮১	৪৫৮	২৪৪	২৪১	৩৫৬
১৬। সেবা বাবদ প্রাপ্তি	৯৩৯	৯৮৬	৪৯০	৪৮১	৫৮৪	৬০২
১৭। ভাড়া ও ইজারা	১২৫	১৪৮	১৫৯	১৬২	১৪৫	১২৯
১৮। টোল ও লেভি	৩৫০	৪৩২	৪৭৫	৪৯৫	৫৪৯	৭৫৮
১৯। অ-বাণিজ্যিক বিক্রয়	৩৪০	৩৭৯	৪১৩	৫০৭	৫০৩	৫৪৪
২০। প্রতিরক্ষা বাবদ প্রাপ্তি	১৮৮৪	২৫৪২	২৫২৯	২৪৫৩	২১৫৪	২৩৪৪
২১। কর ব্যতীত অন্যান্য রাজস্ব ও প্রাপ্তি	৭৯০৪	৭৬৫৮	১০০৮৬	৮৩৭৩	৬২৭২	১২৩৩১
২২। রেলপথ	৫১৮	১০৭০	১০০০	১১০০	১২০৪	১৩৫০
২৩। ডাক বিভাগ	২২৩	২৫০	২৯৪	২৯৪	২৭৪	৩০৬
২৪। তার ও টেলিফোন বোর্ড	০	০	০	২৭৪	০	০
২৫। মূলধন রাজস্ব	৩৪	৫১	১১৬	৪৪	৫১	৬৪
উপ মোট (গ):	**১৮৬০০**	**২২৮৪৬**	**২৬৪৯৩**	**২২৯৬৪**	**২২০০০**	**৩২৩৫০**
সর্বমোট রাজস্ব প্রাপ্তি (ক+খ+গ):	**১১৪৮৮৫**	**১৩৯৬৭০**	**১৫৬৬৭১**	**১৬৩৩৭১**	**১৭৭৪০০**	**২৪২৭৫২**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। নোটঃ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের উপাত্তসমূহ মূল বাজেট ভিত্তিক এবং অন্যান্য অর্থবছরের উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেট ভিত্তিক

পরিশিষ্ট ৩৫.৫: রাজস্ব ব্যয় (১৯৮৭-৮৮ হতে ১৯৯৬-৯৭)

(কোটি টাকায়)

রাজস্ব ব্যয়	১৯৮৭-৮৮	১৯৮৮-৮৯	১৯৮৯-৯০	১৯৯০-৯১	১৯৯১-৯২	১৯৯২-৯৩	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭
১। সরকারের বিভাগসমূহ	৪৩	৩২	৫২	৫৮	৭৯	৫৭	৬৯	৬৪	১৫১	৮৭
২। প্রশাসন ও আইন	২৯	৩০	৩৪	৩৩	৪০	৫০	৪৭	৫১	৫২	৫৩
৩। নিরীক্ষা	২৭	২৮	৩৪	৩৫	৩৯	৪৮	৫৭	৬১	৬২	৬৩
৪। রাজস্ব সেবা	১২৮	১৩১	১৭৫	১৭৭	২৪৫	২৬৮	২৭৩	২৯৩	২৯২	৩৫০
৫। সচিবালয়	৪৪	৪৬	৫২	৫৩	৫৬	৭১	৮১	৮৯	৯৩	৯৩
৬। বৈদেশিক বিষয়	৯১	৬৭	৭৩	৯৩	১০৫	১০৩	১০৬	১১৭	১১০	১১৩
৭। প্রশাসন (পুলিশ, বিডিআর বাদে)	১৭৫	১৮৯	২১০	১৯৯	২১৯	২৪৫	২৫৩	২৯৪	৩২৪	৩৩৩
৮। পুলিশ	২৩০	২৪৫	৩০৪	৩০৫	৩৫০	৪১৯	৪৪৯	৪৯০	৫১৯	৫৭৯
৯। বাংলাদেশ রাইফেলস্	১০২	১২৪	১৩০	১৪০	১৭১	২০৫	২০৯	১৩৬	২৪৯	২৫৫
১০। সাধারণ সেবা	১৫০	১৬১	১৭৪	১৮৮	২০৮	২৩৮	২৪১	২৪৮	২৫৩	২৭৯
১১। প্রতিরক্ষা	৮৩২	১০১৫	১১৪৯	১১৮০	১৩০১	১৪৯৪	১৬৩৪	১৮৮৭	২০৬৯	২২৬৫
১২। শিক্ষা	৮২০	৯৪৮	১০৯৪	১১৮২	১৩৮২	১৬৭৪	১৭৫৬	২০০৮	২১৪৮	২২৯৬
১৩। স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ	৩০৫	৩২১	৩৬৭	৩৮৭	৪৩১	৫১৭	৬০৭	৬৮৫	৭৩০	৭৬৯
১৪। পেনশন ও অবসর ভাতা	১২৩	১৪৪	১৬৯	২২৪	২৫০	৩০০	৩৭০	৬৫০	৫০৮	৫৬৫
১৫। সামাজিক ও গোষ্ঠী সেবা	৫২৫	৭২০	৫৬৩	৭০৯	৬২১	৬৮৯	৭২৭	৮০৫	৯৯০	১০৩৯
১৬। সাধারণ অর্থনৈতিক সেবা	৫৩	৫৬	৬৩	৬৬	৭৪	৮৬	৯৮	১০৪	১২০	১২২
১৭। কৃষি ও তৎসম্পর্কীয় সেবা ও পানি সম্পদ	১৪৯	১৫৬	১৮৮	২০৩	২১২	৩৪৬	৩৯৩	৪৫১	৫৭০	৫২৮
১৮। শিল্প, খনি ও জ্বালানি	২২	২৩	২৮	২৬	২৯	৩৩	৩৬	৪৩	৪০	৪১
১৯। পানি, বিদ্যুৎ ও শক্তি	৪৭	৭৮	৬৮	৭৯	৮৭	--	--	--	--	--
২০। যোগাযোগ (রেল, টি এন্ড টি ও পোস্ট অফিস ব্যতীত)	৮৬	৯৮	১১৩	১১৮	১৬৭	২০৯	২৪২	২৪৫	২৯৬	২৭৭
২১। বিশেষ ব্যয়	--	-	--	৬৬	৫	--	--	--	--	--
২২। ভর্তুকি	৬৫	৭০৬	৯৪১	৭৭১	৫৮৯	২৮৭	২৪২	২৯৬	২৮৫	৪৮৩
২৩। গ্রান্টস ইন এইড কন্ট্রিবিউশন	৮৪	১১৯	৯৬	১০১	১০৯	১২৪	১৩৫	১৫৯	১৭৩	১৬২
২৪। অভ্যন্তরীণ দায়ের সুদ	২৪০	২৫০	২৮৫	৪১৭	৫৬৫	৫৫০	৫১৯	৬০৬	১০৪০	১০৮০
২৫। বৈদেশিক দায়ের সুদ	৩৫০	৪৮৩	৩৭৭	৪৩৮	৪৭৩	৪৭৫	৫৪৯	৬০০	৭০০	৬৭৬
২৬। অপ্রত্যাশিত ব্যয়	১০	-	১	৬৩	২৩	২২	৫৭	১৮	৪০	২৭
মোট রাজস্ব ব্যয়	**৪৭৩০**	**৬১৭০**	**৬৭৪০**	**৭৩১০**	**৭৯০০**	**৮৫১০**	**৯১৫০**	**১০৩০০**	**১১৮১৪**	**১২৫৩৫**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট ৩৫.৬: মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও খাতভিত্তিক অনুন্নয়ন ব্যয় (১৯৯৭-৯৮ হতে ২০০৩-০৪)

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-০০	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪
১। রাষ্ট্রপতির কার্যালয়	৩	৩	৩	৩	৩	৪	৩
২। জাতীয় সংসদ	২৬	২৬	৩৫	৩৩	৩১	৩২	৪৪
৩। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	৪৬	৪০	৪৮	৫৩	৫৭	৫৭	৭৭
৪। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	৮	৭	১৩	১৪	১০	১৫	১১
৫। নির্বাচন কমিশন	৫৬	২২	৫১	৮৮	১০৩	৭৮	২৭
৬। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	২০৮	২১০	২৩৫	২৪৮	২৬০	৩০৯	৩০৩
৭। সরকারী কর্ম কমিশন	৪	৪	৫	৫	৫	৬	৭
৮। অর্থ বিভাগ - (ঋণ ও অগ্রিম, অভ্যন্তরীণ ঋণ পরিশোধ ও বিনিয়োগ ব্যতীত)	১২৭৪	১৩৩০	১৩৬৩	১৫১৪	১৭৬০	২৭৩১	৩২৬৩
৯। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	৩৩৮	৪৬২	৬৯৭	১০৬৩	১০২৯	৫৬৭	৫৬৮
১০। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	২৯	১৮	২০	২১	২৪	২২	২৩
১১। পরিকল্পনা বিভাগ	৩৭	৪১	৪৫	৪৭	৪৮	৫১	৫৪
১২। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	২	২	৩	৩	৩	৩	৩
১৩। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১৩৪	১৫৬	১৬৮	১৭৪	১৭৪	১৮৪	১৯৪
১৪। স্থানীয় সরকার বিভাগ	২৭৭	২৯১	৩১৪	৩৪৮	৩৭৭	৪৪৯	৫০৬
১৫। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	৬৯	৭৪	৮১	৮৩	৮৩	৮৬	২২৭
১৬। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১০৬	৬৯	৮৫	৯১	৯৯	৯৮	৭৮
১৭। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	২৬৪৪	২৯৪০	৩২১৭	৩৩৯২	৩৩৯১	৩৪০৬	৩৭৭৮
১৮। আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়	৮৮	১০০	১১৬	১২৮	১৩৩	১৪৪	১৬০
১৯। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১১৮১	১২৯৯	১৫২০	১৫৮৭	১৬০৫	১৮০৩	২০৩৪
২০। দূর্নীতি দমন কমিশন	-	-	-	-	-	-	-
২১। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	১১৪৫	১১৯৯	১৩১২	১৩৭৮	১৪২৮	১৪৬৯	১৬৩০
২২। শিক্ষা মন্ত্রণালয়	১৫৪৪	১৭৬৯	১৯৪৫	২২০৯	২৩১১	২৪৯৪	২৮৪৪
২৩। বিজ্ঞান,তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	৬৫	৬৯	৬৯	৮৬	৭৩	৭৮	৮৮
২৪। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৮১৩	৮৮৭	৯৭২	১০৯৯	১২৮৬	১৩৩৪	১৪৯৭
২৫। সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৮৬	১২৬	১৩৬	১৮১	২০২	২৫৫	৩১৮
২৬। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১৩	১৫	৪১	২২	২৭	২৮	১৩৭
২৭। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৪৯০	১০৫০	৬৮৮	৭৭২	৬৬১	৬১১	৭৮৪
২৮। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	-	-	-	৯	৪৭	৭৫
২৯। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	২২৮	২৩৩	২৫৯	২৮৫	২৯৯	৩৬৯	৪৭২
৩০। তথ্য মন্ত্রণালয়	১১৭	১১৮	১২৬	১৪৪	১৩৭	১৮৬	১৮৪
৩১। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়	২৮	২৯	৩১	৩১	৩২	৩৫	৩৮
৩২। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১৭	২০	২২	২৭	৩০	৪৫	৬৬
৩৩। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	৩৬	২৬	৪২	৩৬	৩৯	৪৯	১০২
৩৪। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	-	-	-	-	৬	৭	৭
৩৫। বিদ্যুৎ বিভাগ	৬	৭	৭	৮	২	২	২
৩৬। কৃষি মন্ত্রণালয়	২০৫	২৭৩	২৮৪	৩০৭	৩০৮	৩৩১	৪১৬
৩৭। মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়	১১৭	১২১	১৩২	১৪৭	১৫৬	১৮৪	২২৭
৩৮। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	৪৪	৪৭	৫২	৫৭	৫৯	৭২	১০২
৩৯। ভূমি মন্ত্রণালয়	১২২	১৪১	১৪৮	১৬০	১৬৫	১৭৩	১৮২
৪০। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	১৩২	১৪৬	১৩৮	১৭৭	১৬৫	২০২	৩৪৪
৪১। খাদ্য মন্ত্রণালয়	৩	২	২	২	২	৫	৩
৪২। শিল্প মন্ত্রণালয়	২৩	২৩	২৬	২৮	৩০	৩৬	৪০
৪৩। পাট মন্ত্রণালয়	৮	৭	৮	৮	৮	৮	১১
৪৪। বস্ত্র মন্ত্রণালয়	১০	১১	১২	১৪	১৬	১৯	১৯
৪৫। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	৩৫	৩২	২৫	২৪	২৪	২৭	৩৩
৪৬। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	২৭	২৮	৩১	৩৫	২৫	১৩	১৩
৪৭। প্রবাসী কল্যান ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	-	-	-	-	১১	২৯	২৮
৪৮। যোগাযোগ মন্ত্রণালয় (রেলওয়ে ব্যতীত)	৩১৩	৩২১	৩৩৭	৩৭৪	৯১৬	১০২৬	১২৫৭
৪৯। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	২২	২৩	২৪	২৭	২৯	৩১	৩৫
৫০। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	১	১	১	২	১	২	২
৫১। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় (ডাক, টি এন্ড টি ব্যতীত)	১	১	১	১	৫২০	৫২১	৬২৫
৫২। অভ্যন্তরীণ (সুদ)	১৫৯৪	২২২১	২৭৬৯	৩৩০৬	৩৫৮৫	৪৬১৭	৪৮৪১
৫৩। বৈদেশিক (সুদ)	৭২৫	৭২৫	৭৮৫	৮২০	৯৩৫	৯৫৭	১০০১
মোট	**১৪৫০০**	**১৬৭৬৫**	**১৮৪৪৪**	**২০৬৬২**	**২২৬৯২**	**২৫৩০৭**	**২৮৩৯০**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট ৩৫.৭: মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও খাত ভিত্তিক অনুন্নয়ন ব্যয় (২০০৪-০৫ হতে ২০১০-১১)

(কোটি টাকা)

	বিবরণ	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১
১।	রাষ্ট্রপতির কার্যালয়	৪	৪	৫	৬	৭	৯	১১
২।	জাতীয় সংসদ	৪২	৪৬	৩২	২০	৪৫	৭৩	১০৫
৩।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	৬২	৬৩	৭৯	১০০	৯৫	১৫১	১৮১
৪।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	১৬	২১	১৬	১৫	১৬	৩১	৪৮
৫।	নির্বাচন কমিশন	৩০	৯৪	১১০	১০৩	৪৬১	৩৩৯	৩১১
৬।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	৩৩৫	৩৭৯	৫৫৫	৬২০	৬৯৫	৭৪০	৯৩০
৭।	সরকারী কর্ম কমিশন	৭	৭	৯	১১	১৩	১৭	১৯
৮।	অর্থ বিভাগ- ঋণ ও অগ্রিম, অভ্যন্তরীণ ঋণ পরিশাধ ও বিনিয়োগ ব্যতীত	৩৭৪৬	৩১৭৫	৩১৫৫	৫২৭৪	৫৭৫৫	৯৬২১	৫২৮৭
৯।	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	৫৮১	৬২১	৬৮২	৭৪০	৮৭৮	৮৬২	৯১৯
১০।	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	-	-	-	-	-	২৮	৪০
১১।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	১৯	২৩	৫৩	৭৮	৮৭	১২৮	১৩১
১২।	পরিকল্পনা বিভাগ	৬২	৬৭	৮৬	৯০	১০৪	১৩৪	৩৯
১৩।	বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	৫	৫	৫	৭	৮	১০	১১
১৪।	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	-	-	-	-	-	-	৮৬
১৫।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২৪২	২৫৭	২৫৩	২৯৪	৩৪২	৫৭১	৫৯৬
১৬।	কর ন্যায়পালের কার্যালয়	-	-	-	০	১	১	১
১৭।	স্থনীয় সরকার বিভাগ	৭৬৩	৭৭৮	১১৩৭	১০৩৪	১১৯০	১২৫৩	১৫০২
১৮।	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	২২৮	২২৪	১৫২	১৫২	১৮৫	১৮৯	২১৬
১৯।	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১১৪	১২৮	১৪৫	২১৩	২৩০	১৯০	২৩৮
২০।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় (প্রতিরক্ষার অন্যান্য সার্ভিস ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগসহ)	৪০৬৭	৪৪১১	৫২৮১	৫৭৭৬	৬৮৪৬	৭৬১২	৯১৩১
২১।	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	-	-	-	-	-	-	-
২২।	আইন ও বিচার বিভাগ	১৭৭	২০০	২০৬	২৭৯	২৯২	৩৭৮	৪৩৮
২৩।	সুপ্রিম কোর্ট	-	-	-	২৮	৩৭	৫৫	৭৬
২৪।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২৬৬১	২৯৯২	৩৮৮২	৪৪২২	৫২২৮	৫৭২৯	৬৩৫২
২৫।	দূর্নীতি দমন কমিশন	২	৫	৯	২৬	২৭	২৪	৩০
২৬।	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	-	-	-	-	-	৫	৮
২৭।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	১৮০৪	২১২৪	৩২০১	৩৩৮৬	৩৪৬৪	৪০১৯	৪৯৩৬
২৮।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	৩২৬৮	৪২২৩	৪৭০৬	৫১৬১	৫৭৩২	৭৫২০	৮৪৩১
২৯।	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	৯৯	১১১	১১৩	১১১	১৩১	২৫৭	৩০৯
৩০।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	-	-	-	-	-	-	-
৩১।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	১৮০৩	২০৬৫	২৬৮২	২৮৯৮	৩৫৮১	৪০০৪	৪৮৮১
৩২।	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৪২২	৫৫২	৬৬৬	৭৪৯	৯২১	১২০৩	১৬৭৪
৩৩।	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৪৭৩	৫১৫	৫৮৪	১০২৯	১০৯৯	১০৫৮	৯৮৮
৩৪।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৫৮	৭৯	৮৪	১০৬	১৬১	৩০৭	৪৯১
৩৫।	খাদ্য বিভাগ	-	-	-	-	-	৩২৯	৯৭২
৩৬।	দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ	৮৬৪	৭৭৯	১০৮৬	১৬৭৩	৩৭৮৯	৩৫৬৫	৪৩১২
৩৭।	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	৫৪৪	৫৬৬	৫৪৫	৬২০	৬৪৯	৭১৩	৮২৮
৩৮।	তথ্য মন্ত্রণালয়	১৯০	১৯৫	২৩৫	৩১৭	৪৫৮	৩১১	৩৬৬
৩৯।	সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়	৪১	৫৯	৬৭	৬১	৬৪	৮২	১৫৮
৪০।	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৭৪	৫০	৬৫	৫৯	৬৩	৭৬	১০২
৪১।	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	৯৯	১২৫	১৩৮	১২৪	১৪৬	২৫৫	৩৭৪
৪২।	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	৮	২১	২৪	২৬	২৮	৩২	২১৪
৪৩।	বিদ্যুৎ বিভাগ	২	২	৩	৩	৪	৪	৫
৪৪।	কৃষি মন্ত্রণালয়	১৮৭৭	১৭৬৭	২৩৯১	৫৩৫২	৬৮৬৮	৫৭৫২	৭৩৯৩
৪৫।	মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়	২৫৯	২৭৬	৩৩৬	৩৫৪	৪০৭	৪৭৩	৪৯২
৪৬।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	১০৭	১১৫	১৪৮	১৭৯	১৭৯	৭৬৯	৯৪২
৪৭।	ভূমি মন্ত্রণালয়	১৮৯	২৩০	৩০৩	৩১৩	৩৫১	৪১৬	৪৭৭
৪৮।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৩৭৭	৩৮৪	৪১৯	৫১৩	৫৬৫	৬৯৮	৬৮৯
৪৯।	শিল্প মন্ত্রণালয়	৪২	৪৩	৫৫	১৬২	১৬৪	৭৮	৯৫
৫০।	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	৩৪	১৫৫	৪৩	৫০	৫৫	৬৩	১৪৭
৫১।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	৩৭	৪৩	৪৫	৫১	৮০	৮২	৭৫
৫২।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	১৬	১৬	২৩	২৩	২৪	৩৫	৫০
৫৩।	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	২৯	৩০	৩৫	৪৭	৫৮	১৩৮	১৪১
৫৪।	সড়ক বিভাগ	১৫৮২	১৭০১	১৫৫৮	২২৬৭	২২৬২	২৪৪৩	২৭৬০
৫৫।	রেলপথ মন্ত্রণালয়	-	-	-	-	-	-	-
৫৬।	নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়	৪৪	৬৪	৬৬	৫৬	১০১	১৪২	১৯৬
৫৭।	বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	২	২	৬	৬	৬	৮	১৮
৫৮।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়	৬৫৪	৭৩৩	৭৪২	৯৬৮	৩৩২	৩৭৭	৩৮৬
৫৯।	সেতু বিভাগ	-	-	-	-	-	-	২
৬০।	অভ্যন্তরীণ (সুদ)	৫৩০৩	৬২৪৬	৭৮৫৪	১০৬২১	১২০০৩	১৩২৫৫	১৩১৫৬
৬১।	বৈদেশিক (সুদ)	১২০০	১২৯৯	১৩০০	১৩৪৬	১৩১১	১৩৯১	১৪২২
	মোট	**৩৪৬৬৪**	**৩৮০৭০**	**৪৫৪১২**	**৫৭৯২২**	**৬৭৬০৩**	**৭৮১৩৬**	**৮৪১৮৮**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। নোটঃ উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেট ভিত্তিক।

পরিশিষ্ট ৩৫.৮: মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও খাত ভিত্তিক অনুন্নয়ন ব্যয় (২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)

(কোটি টাকা)

বিবরণ		২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
৬২।	রাষ্ট্রপতির কার্যালয়	১৩	১৩	১৩	১৫	২০	২০
৬৩।	জাতীয় সংসদ	১৩৫	১৩৬	১৬৩	২০০	২৩৮	২৯৪
৬৪।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	২০৯	২০৯	২৫৫	৩২৫	৩৫৯	৪১১
৬৫।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	৩০	৩০	৩৪	৩৫	৪৬	৫৬
৬৬।	নির্বাচন কমিশন	২১৩	২১৩	১১৪৬	২৪৯	৮৪৯	৩৬২
৬৭।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	৯৮৭	৯৮৭	১০৫৩	১২২৪	১৬৪৯	১৮৯৩
৬৮।	সরকারী কর্ম কমিশন	১৯	২৭	৩২	৩১	৩৯	৪৭
৬৯।	অর্থ বিভাগ- ঋণ ও অগ্রিম, অভ্যন্তরীণ ঋণ পরিশাধ ও বিনিয়োগ ব্যতীত	১২৫৩২	১২৬৮১৪	১৯৭৩৫	২২৮৪৭	১৩৩৬৯	৩৫৫১৩
৭০।	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	১১৫৮	১১৫৮	১৩০৫	১১৭৭	১৪৬৫	১৮৭৯
৭১।	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	১০৫৩	১০৫৩	৩৬৮	৭০	১৩১	১৬১
৭২।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	৯৭৮৭	৯৭৮৭	১১৬	১৪৭	২০৩	২১২
৭৩।	পরিকল্পনা বিভাগ	৪২	৪২	৪৫	৫২	৬৬	৭৮
৭৪।	বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	১৪	১৪	১৪	১৬	২৮	৪০
৭৫।	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	১৩০	১৩০	১৫৫	১৬৯	১৯৭	১৯৮
৭৬।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৬৮৩	৬৮৩	৬৯৬	৭৮৯	৮৩৭	৯৪১
৭৭।	কর ন্যায়পালের কার্যালয়	-	-	-	-	-	-
৭৮।	স্থনীয় সরকার বিভাগ	১৯৫০	১৯৫০	১৯১৭	২১৪০	২৪৮১	২৭৭৪
৭৯।	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	২৫৮	২৫৮	৩১৬	৩৩৪	৪২৬	৪৬৩
৮০।	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২৫৭	২৫৭	২৭০	২৬১	২৭১	২৯৫
৮১।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় (প্রতিরক্ষার অন্যান্য সার্ভিস ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগসহ)	১৩৩৭৫	১৩৩৭৫	১৪৯৩৫	১৭৪৬৩	২০২৪১	২১২৪৮
৮২।	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	-	১৩	১৩	২৩	২৬	২৯
৮৩।	আইন ও বিচার বিভাগ	৫৪৩	৫৪৩	৬২৯	৬৮৮	৮৮৩	১০৪৩
৮৪।	সুপ্রিম কোর্ট	৯২	৮২	১০৩	১১১	১৩৫	১৫৫
৮৫।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৮৩১০	৮৩১০	১০১৫৩	১১৬৩৮	১৪৮৫৫	১৭৭৭৬
৮৬।	দূর্নীতি দমন কমিশন	৩৭	৩৭	৪৬	৬৩	৭৪	৭৯
৮৭।	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	৯	৯	১২	১৩	২০	২১
৮৮।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৫৫৪১	৫৫৪১	৭৪৩৫	৮০৮৪	১১৬০০	১৪৪৫২
৮৯।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	৯৩০৬	৯৩০৬	১১২১৫	১২০৫৫	১৬০০১	২০৬৮১
৯০।	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	২০১	২০১	২১১	২৩২	৩৫১	৩৭২
৯১।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	৭৩	৭৩	১০১	১৩০	১১৫	২২৯
৯২।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৫৫২৯	৫৫২৯	৬১৩৯	৬৯৭৬	৯৬৯০	১১২৫২
৯৩।	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	১৮২৮	১৮২৮	২০৩১	২৬৯২	৩১৩৭	৪১০৪
৯৪।	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১১৩৪	১১৩৪	১১৭৪	১৪০৬	১৬২৫	১৯৮২
৯৫।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৫৫৪	৫৫৪	৯৪৫	১৪২৯	২২৩১	৫৪৫
৯৬।	খাদ্য বিভাগ	৮৯৫৪	৮৯৫৪	৯০১	৭৯১	১১৮৯	২০০৩
৯৭।	দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ	৪২০২	৪২০২	৪৬৫০	৪৭৪০	৫১৩৫	৫৪০৭
৯৮।	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	৯১০	৯০২	৯৫২	১১১৪	১২৭১	১২৭৩
৯৯।	তথ্য মন্ত্রণালয়	৪২২	৪২২	৪৫৮	৪৮২	৫৮১	৬৬৩
১০০।	সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়	১৫২	১৫২	১৮৭	২২০	২৭৬	২৪১
১০১।	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১৪৭	১৪৭	১৪৯	১৬৮	১৯৬	২০৪
১০২।	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	৫৫২	৫৫২	৫১৬	৫০১	৫৫৬	৬৩৪
১০৩।	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	৪০	৪০	৩৫	৩৩	৫১	৬২
১০৪।	বিদ্যুৎ বিভাগ	৬	৬	৭	১১	১৮	২৩
১০৫।	কৃষি মন্ত্রণালয়	১৩৭৩২	১৩৭৩২	১০৯৪৭	১০৮৪৬	৯৩২৭	১১৮৩৫
১০৬।	মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৫৪২	৫৪২	৬০৬	৬৬০	৮৪৬	৯৯১
১০৭।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	৬৫২	৬৫২	৪৯১	৫১৫	৫৬১	৬১৮
১০৮।	ভূমি মন্ত্রণালয়	৫৬০	৫৬০	৬১৭	৬৮১	৮৮৩	১০৭২
১০৯।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৭৩২	৭৩২	৭৪৫	৭৮৮	৯৩০	৯৪৫
১১০।	শিল্প মন্ত্রণালয়	২৮১	২৮১	১২৬	২৫৩	২৩৫	২৪১
১১১।	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	১৪০	১৪০	৮১	৮৯	১২৫	১৪৫
১১২।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১২০	১২১	১৮৬	১৩৭	১৫০	১৭৩
১১৩।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৫৪	৫৪	৪৯	৭১	১০০	১০৫
১১৪।	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	১০৯	১০৯	১৫৮	১৭৫	২৩৪	২৭৩
১১৫।	সড়ক বিভাগ	১৮৩	১৮৩১	২০৯৮	২২৬৪	২৪৬৭	২৭৪৯
১১৬।	রেলপথ মন্ত্রণালয়	১৬৮১	১৬৮১	১৭০৯	১৮৭৮	২৬৩২	২৮৩৫
১১৭।	নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়	২৫২	২৫২	২৩৭	২৪৮	৪২০	৫২৪
১১৮।	বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	৩০	৩০	৪৩	৪২	৪৪	৬০
১১৯।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়	৪২১	৪২১	৫৩৪	৫২৯	৭৫০	৯৭৯
১২০।	সেতু বিভাগ	২৫	০	০	১	৩২	৩১
১২১।	অভ্যন্তরীণ (সুদ)	১৮১৪৫	২১৬০৪	২৪৮৫৪	২৮১৮৭	৩০০৪৪	৩৮২৪০
১২২।	বৈদেশিক (সুদ)	১৬৫১	১৭৪৩	১৬৮৬	১৬৭৮	১৬২৫	১৭১১
	মোট	**১০২১৩০**	**১১১৪২৮**	**১৩৫৮০০**	**১৫০১৮৬**	**১৬৪৩৩৫**	**২১৬০৯৮**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। নোটঃ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের উপাত্তসমূহ মূল বাজেট ভিত্তিক এবং অন্যান্য অর্থবছরের উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেট ভিত্তিক

পরিশিষ্ট ৩৬: সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (বরাদ্দ ও ব্যয়)

(কোটি টাকায়)

বছর	বরাদ্দ			ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
১৯৭৬-৭৭	১০০৬	৭৫৬	২৫০	৯৯৯ (৯৯%)	৮১০ (১০৭%)	১৮৯ (৭৬%)
১৯৭৭-৭৮	১২০৩	৮১৬	৩৮৭	১২৫৭ (১০৪%)	৮৮৯ (১০৯%)	৩৬৮ (৯৫%)
১৯৭৮-৭৯	১৬০৩	১০৭৯	৫২৪	১৪৮৩ (৯৩%)	১০৭৭ (১০০%)	৪০৬ (৭৭%)
১৯৭৯-৮০	২৩৩০	১৫৬৮	৭৬২	২০৮২ (৮৯%)	১৪৯২ (৯৫%)	৫৯০ (৭৭%)
১৯৮০-৮১	২৩৬৯	১৫৬৯	৮০০	২৩৬৪ (১০০%)	১৬৩৩ (১০৪%)	৭৩১ (৯১%)
১৯৮১-৮২	২৭১৫	১৭১৫	১০০০	২৩৯১ (৮৮%)	১৬১৪ (৯৪%)	৭৭৭ (৭৮%)
১৯৮২-৮৩	৩১২৬	১৮১২	১৩১৪	২৬৮৮ (৮৬%)	১৬৫৭ (৯১%)	১০৩১ (৭৮%)
১৯৮৩-৮৪	৩৫৮৫	১৯৩২	১৬৫৩	৩০০৬ (৮৪%)	১৯০৫ (৯৯%)	১১০১ (৬৭%)
১৯৮৪-৮৫	৩৪৯৮	১৯৩৩	১৫৬৫	৩১৬৭ (৯১%)	১৮৭৫ (৯৭%)	১২৯২ (৮৩%)
১৯৮৫-৮৬	৪০৯৬	১৯১২	২১৮৪	৩৬২৮ (৮৯%)	১৮৮২ (৯৮%)	১৭৪৬ (৮০%)
১৯৮৬-৮৭	৪৫১৩	২০২৫	২৪৮৮	৪৪৩৯ (৯৮%	১৯৯৮ (৯৯%)	২৪৪১ (৯৮%)
১৯৮৭-৮৮	৪৬৫১	২০০৭	২৬৪৪	৪১৫০ (৮৯%)	২০১৫ (১০০%)	২১৩৫ (৮১%)
১৯৮৮-৮৯	৪৫৯৬	১৯৬০	২৬৩৬	৪৬২২ (১০১%)	১৯৮৫ (১০১%)	২৬৩৭ (১০০%)
১৯৮৯-৯০	৫১০৩	১৮৫৩	৩২৫০	৫৭১৭ (১১২%)	২৬৫৩ (১৪৩%)	৩০৬৪ (৯৪%)
১৯৯০-৯১	৬১২৬	২৪৫১	৩৬৭৫	৫২৬৯ (৮৬%)	২২৯৭ (৯৪%)	২৯৭২ (৮১%)
১৯৯১-৯২	৭১৫০	৩১০০	৪০৫০	৬০২৪ (৮৪%)	২৬৩২ (৮৫%)	৩৩৯২ (৮৪%)
১৯৯২-৯৩	৮১২১	৩৮৯২	৪২২৯	৬৫৫০ (৮১%)	৩১৬৩ (৮১%)	৩৩৮৭ (৮০%)
১৯৯৩-৯৪	৯৬০০	৫২৪০	৪৩৬০	৮৯৮৩ (৯৪%)	৪৮৮৬ (৯৩%)	৪০৯৭ (৯৪%)
১৯৯৪-৯৫	১১১৫০	৬৫১০	৪৬৪০	১০৩০৩ (৯২%)	৫৯৯৩ (৯২%)	৪৩১০ (৯৩%)
১৯৯৫-৯৬	১০৪৪৭	৫৯৮৭	৪৪৬০	১০০১৬ (৯৬%)	৬০৬০ (১০১%)	৩৯৫৬ (৮৯%)
১৯৯৬-৯৭	১১৭০০	৬৭৭৬	৪৯২৪	১১০৪১ (৯৪%)	৬৮০৮ (১০০%)	৪২৩৩ (৮৬%)
১৯৯৭-৯৮	১২২০০	৭০৮৬	৫১১৪	১১০৩৭ (৯০%)	৬৮২৩ (৯৬%)	৪২১৪ (৮২%)
১৯৯৮-৯৯	১৪০০০	৮২২৬	৫৭৭৪	১২৫০৯ (৮৯%)	৭৪৪৪ (৯০%)	৫০৬৫ (৮৮%)
১৯৯৯-০০	১৬৫০০	৯৭৫০	৬৭৫০	১৫৪৭১ (৯৪%)	৯৭৩০ (১০০%)	৫৭৪১ (৮৫%)
২০০০-০১	১৮২০০	১০৭২৬	৭৪৭৪	১৬১৫১ (৮৯%)	১০৩২৯ (৯৬%)	৫৮২২ (৭৮%)
২০০১-০২	১৬০০০	৯১৮০	৬৮২০	১৪০৯০ (৮৮%)	৮৫৮৯ (৯৪%)	৫৫০১ (৮১%)
২০০২-০৩	১৭১০০	১০৭৪১	৬৩৫৯	১৫৪৩৪ (৯০%)	১০২৮৬ (৯৬%)	৫১৪৮ (৮১%)
২০০৩-০৪	১৯০০০	১২০০০	৭০০০	১৬৮১৭ (৮৯%)	১১২৬৬ (৯৪%)	৫৫৫১ (৭৯%)
২০০৪-০৫	২০৫০০	১৪৪৭৫	৬০২৫	১৮৭৭১ (৯২%)	১৩১৬২ (৯১%)	৫৬০৯ (৯৩%)
২০০৫-০৬	২১৫০০	১৪৩৭৫	৭১২৫	১৯৪৭৩ (৯১%)	১৩২১৯ (৯২%)	৬২৫৪ (৮৮%)
২০০৬-০৭	২১৬০০	১৩৬৫০	৭৯৫০	১৭৯১৬ (৮৩%)	১১৭০৮ (৮৬%)	৬২০৮(৭৮%)
২০০৭-০৮	২২৫০০	১৩৫৫০	৮৯৫০	১৮৪৫৫ (৮২%)	১১৪৮০ (৮৫%)	৬৯৭৫ (৭৮%)
২০০৮-০৯	২৩০০০	১২৮০০	১০২০০	১৯৬৬৮ (৮৬%)	১১৭৫৫ (৯২%)	৭৯১৩ (৭৮%)
২০০৯-১০	২৮৫০০	১৭২০০	১১৩০০	২৫৯১৭ (৯১%)	১৬৪০৫ (৯৫%)	৯৫১২ (৮৪%)
২০১০-১১	৩৫৮৮০	২৩৯৫০	১১৯৩০	৩৩০০৭ (৯২%)	২৩৩১৫ (৯৭%)	৯৬৯২ (৮১%)
২০১১-১২	৪১০৮০	২৬০৮০	১৫০০০	৩৮০২০ (৯৩%)	২৫৪৪৫ (৯৮%)	১২২৭৫ (৮৪%)
২০১২-১৩	৫২৩৬৬	৩৩৮৬৬	১৮৫০০	৫০০৩৫ (৯৬%)	৩৩৬২৮(৯৯%)	১৬৪০৭ (৮৯%)
২০১৩-১৪	৬০০০০	৩৮৮০০	২১২০০	৫৬৯১৩ (৯৫%)	৩৮১১৬ (৯৮%)	১৮৭৯৭ (৮৯%)
২০১৪-১৫	৭৭৮৩৬	৫২৯৩৬	২৪৯০০	৭১১৩৭ (৯১%)	৪৮৬৯৪ (৯২%)	২২৪৪৩ (৯০%)
২০১৫-১৬	৯৩৯০৫	৬৪৭৪৫	২৯১৬০	৮৭০৬৭ (৯২.৭২%)	৬১৮৪৩ (৯৫.৫২%)	২৫২২৪ (৮৬.৫০%)
২০১৬-১৭*	১২৩৩৪৬	৮৩৩৪৬	৪০০০০	৪৫৫৩২ (৩৬.৯১%)	৩৩৩৬২ (৪০.০২%)	১২১৭০ (৩০.৪২%)

উৎসঃ আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। * ফেব্রুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত নিজস্ব অর্থায়ন ব্যতীত। নোটঃ বন্ধনীর ভেতরে বরাদ্দের শতকরা হারে ব্যয় দেখানো হয়েছে।

পরিশিষ্ট ৩৭.১: খাতভিত্তিক সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ (১৯৯৮-৯৯ থেকে ২০০১-০২)

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	**১৯৯৮-৯৯**	**১৯৯৯-০০**	**২০০০-০১**	**২০০১-০২**
সেক্টর				
১. কৃষি	৬৬৪.৯২	৮১৪.৩০	৮৩৭.৯০	৭৭৩.৪৬
২. পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান	১৪১২.৪৮	২০৭৯.৭২	২২১৯.৪০	১৭০৯.১২
৩. পানি সম্পদ	১১৪৯.২২	১৩১১.৪২	১২২৪.৪৭	৯৫৮.২৭
৪. শিল্প	১০৯.৬৫	৩০৮.৮৩	৬০১.০৫	২৪৯.০৪
৫. বিদ্যুৎ	১৪২৩.৪২	২০০৫.২৮	২১১৮.৬০	১৯০৯.৮৪
৬. তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ	৬০৯.৬৫	৬৮৪.২৭	৪৪০.৩৬	৪৮১.৭৭
৭. পরিবহণ	২৬২৬.০১	২৭৯৬.৩৯	৩৭২২.২৪	৩২৩০.০৫
৮. যোগাযোগ	৪৭১.৯২	৪৫৬.৭০	৫৪৯.১৪	৭০৭.৩২
৯. ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ	৭৮২.৯২	১১২৩.৪৮	১২০১.০০	১১৭৬.৫৯
১০. শিক্ষা ও ধর্ম	১৭৭৬.২	২০০৪.৫০	২২৭৪.৩৮	২১৭১.৩৮
১১. ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	৫২.৪৫	৮৫.৯০	১১২.৫২	৭৮.৮৪
১২. স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবারকল্যাণ	১২৫৬.২৭	১৪৫২.২৩	১৬১৬.৪৯	১৪৪২.৫৩
১৩. গণসংযোগ	৪৮.৫৭	৩১.৬৮	৩৫.০২	২৬.০৫
১৪. সমাজকল্যাণ, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন	১৬৮.৭৬	১৭৯.৯৯	১৮৮.৯৮	১৭৩.৩৭
১৫. জন প্রশাসন	১৪৯.২০	১৬৩.৮৬	১৬৪.১৩	১৩৫.৯০
১৬. বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	২২.৬৬	৭৭.০০	১০০.০১	৬৯.৭০
১৭. শ্রম ও কর্মসংস্থান	৯.২০	১৩.০০	১৮.০৮	১৭.৬০
থোক/বরাদ্দ	**১২৬৬.৫০**	**৯১১.৪৫**	**৭৬৬.১৯**	**৬৮৯.১৬**
সর্বমোট বরাদ্দ	**১৪০০০.০০**	**১৬৫০০.০০**	**১৮২০০.০০**	**১৬০০০.০০**

উৎস: কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।। **নোট:** উপাত্তসমূহ সংশোধিত এডিপি ভিত্তিক।

পরিশিষ্ট ৩৭.২: খাতভিত্তিক সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ (২০০২-০৩ থেকে ২০০৯-১০)

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	**২০০২-০৩**	**২০০৩-০৪**	**২০০৪-০৫**	**২০০৫-০৬**	**২০০৬-০৭**	**২০০৭-০৮**	**২০০৮-০৯**	**২০০৯-১০**
সেক্টর								
১. কৃষি	৭৪৭.৭৫	৭৭৪.৩৫	৬৪৪.০১	১০৯২.৮১	১৩০০.১৯	১৩৫০.৩৬	১৪০১.১০	১৭৬৬.২৮
২. পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান	১৮৭০.৮২	২৩২৩.৭৪	২৭৯৬.৭৯	৩৩৯৪.৮৪	৩৪২৭.৪৩	৩১৭৭.৯২	৩৫৮৪.০৬	৪০১৭.৯০
৩. পানি সম্পদ	৮৩৩.২৭	৭২৩.৫৭	৯৯০.৮৪	৬৬৭.৩৮	৫৮২.৫৪	৮৮৮.৭৩	৮৬২.৫৫	১১৯২.৯৮
৪. শিল্প	২৩৭.৭৮	৪৭০.৯৩	৫২৬.৯১	৩৪৫.২১	২৮৯.১৭	২৯৭.১৪	৪৫০.৮৭	৪৮১.০৭
৫. বিদ্যুৎ	২৩৩৯.৪৪	৩০৯২.১৮	৩৩০৭.৬৩	৩৩৯৭.১২	২৮৬৩.৪৩	৩০৯৭.৩২	২৬৭৬.৫৭	২৬৪৪.২৬
৬. তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ	৬৭৩.৪২	৮৭৭.২৪	৯৫৪.৬৮	৩৪৯.৯৬	১৪৪.২৬	৪৫৯.০২	১৯৯.৭০	১০৯১.৮৩
৭. পরিবহণ	৩২৪৬.৮৩	৩৩৮৮.১৫	৩৩৬৬.৮৯	২৯৯৫.২৮	৩১৯১.৯৩	২৫৯০.২৪	২৫২৬.১৮	৩৭৮৪.৯৬
৮. যোগাযোগ	৬৫৪.৫৩	৪৬৪.৩৯	১১৭৬.৮৮	৭৪৯.৫৬	৫৬৯.৭১	৪১২.৬৮	২৩০.৫৪	৩২৬.১৬
৯. ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ	১১১৫.৮৩	১০৯৫.৭৬	১৪৪৬.০৩	১৫৬২.০৭	১৫৫৯.১০	১৬১১.১৭	২৪৭৭.৩১	২৯৭৭.০৬
১০. শিক্ষা ও ধর্ম	২৫৯১.৪০	২৪২৯.৪৯	২১১০.২৯	২৮৬৪.৭৩	২৯২৯.৭২	৩০৬০.৪৭	৩২৪৯.৪৪	৪৪৮১.২৯
১১. ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	৯০.৭৩	১১৬.৭১	১১০.২৬	১৬৬.৮৮	৯৫.৯৭	৯৭.২৫	১০৩.১৭	১৭১.৯০
১২. স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবারকল্যাণ	১৫৪১.৫৮	১৯৭২.৭৫	১৪৬৮.২৭	২১৫১.০৫	২৪০২.৮৫	২৪৯২.০৩	২৭৪২.৫৮	৩০২২.৭০
১৩. গণসংযোগ	২৭.৮৭	৩৬.৫৭	৪৪.৩৯	২০.৮৯	২৮.৫৩	৬০.১৩	৩৯.০৯	৮২.৪০
১৪. সমাজকল্যাণ, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন	২১৯.৯৫	১৮৭.৫১	১৮৫.৯৮	১৯৫.৭৬	১৬০.৩৭	১৪৮.৩০	২২৯.৮৩	২৭১.২৪
১৫. জন প্রশাসন	১৩৫.৯৮	১৮৭.৪৭	২৫৬.৪২	৪০৮.৫৯	৫৫০.৩৪	৯৪৯.৮৪	৬৮২.৪৯	৮৩৬.২১
১৬. বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৮৪.৩০	৯৩.৮১	৯৪.৮৮	৯৭.৮২	১২৯.৫৯	১৪৭.৩৬	১৪০.৪৩	১৫৪.০৭
১৭. শ্রম ও কর্মসংস্থান	২৬.৮০	৪২.৩৮	৭২.১২	৮৮.৩১	৭০.৩০	১০৪.৮৭	১১৬.৬০	৩৪.৩৮
থোক/বরাদ্দ	**৬৬১.৭৪**	**৬৩১.০০**	**৯৪৬.৭৩**	৯৫১.৭৪	১৩০৪.৫৮	১৫৫৫.১৮	১২৮৭.০৪	১১৬৮.৩২
সর্বমোট বরাদ্দ	**১৭১০০.০০**	**১৯০০০.০০**	**২০৫০০.০০**	**২১৫০০.০০**	**২১৬০০.০০**	**২২৫০০.০০**	**২৩০০০.০০**	**২৮৫০০.০০**

উৎস: কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।। **নোট:** উপাত্তসমূহ সংশোধিত এডিপি ভিত্তিক।

পরিশিষ্ট ৩৭.৩: খাতভিত্তিক সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ (২০১০-১১ থেকে ২০১৬-১৭)

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
সেক্টর							
১. কৃষি	২৩১৭.৫৪	২৫৪১.৩৪	২৯০৫.৭৬	৩৫২৭.৫৩	৪১৬৮.১৯	৪১৬৮.১৯	৫৭৫৭.২০
২. পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান	৪৫৫০.২৩	৫০৫৭.৬১	৬৭১২.৪৭	৬৯৭৭.১৫	৭৮৪০.০৯	৭৮৪০.০৯	১০৭৬১.৪৩
৩. পানি সম্পদ	১২৩২.৮২	১৪২০.৪৬	১৫৯৩.২৫	১৮৮৯.৩৮	২০৩৫.৯২	২০৩৫.৯২	৩৩৪২.১১
৪. শিল্প	৪৩১.১০	৯৬৯.০৫	১৯২৪.১৮	৩১৪৪.৮২	২১৭৮.৩২	২১৭৮.৩২	১২৩৯.৯০
৫. বিদ্যুৎ	৫০১৭.০৮	৭২০৮.১০	৮৫৬৯.০৪	৮০৬৬.১১	৮২২৩.৭১	৮২২৩.৭১	১৭৯৩৩.৫০
৬. তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ	১০৭১.৫০	৭৩৮.৮২	৩৩৯১.৯৩	৩৭৭৫.০৭	২২০৯.৩৩	২২০৯.৩৩	২৩৯৫.৯৯
৭. পরিবহণ	৫২৪২.২৭	৬২৪৩.২৪	৮৮৭৮.৩২	১০৭৫৭.২৮	১৭৬৩২.৩০	১৭৬৩২.৩০	২৭৬৭৭.৩৬
৮. যোগাযোগ	২৭৯.৯৩	৮৭৭.৯৬	৯৩৭.৬০	৮০৮.৭৬	১০২৩.১৬	১০২৩.১৬	১৯৩৫.১১
৯. ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ	৩৩৪৬.১৪	৪১৯৬.০৯	৭০০৪.২২	৬২১৮.৭১	৮৩৪৭.৫৭	৮৩৪৭.৫৭	১৬৫৩৮.৫৯
১০. শিক্ষা ও ধর্ম	৫০৫৩.৮৪	৪৮২৯.০৬	৬৬২৮.৬৫	৮০৬৪.৯৯	৯০৯১.৪০	৯০৯১.৪০	১২৮৪৫.৯৭
১১. ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	৩৮১.৭৫	১৫২.৪২	১৭৭.৫২	২৬৫.৯২	১৬৬.৯২	১৬৬.৯২	৩১৪.১৯
১২. স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবারকল্যাণ	৩১৬৪.৬৮	৩৩৮৫.১৫	৪০২৭.৩১	৪২১৯.৭৯	৫০৪১.৬১	৫০৪১.৬১	৫৬৫৫.৩৩
১৩. গণসংযোগ	৯২.৬০	৮৬.২৫	৫২.০৪	১১১.৯	১০৯.৯৫	১০৯.৯৫	১৭৬
১৪. সমাজকল্যাণ, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন	৩৩২.৬৬	৩২৫.০৭	৪০৯.১১	৪৫১.৩১	৪০৯.০৪	৪০৯.০৪	৩৪৭.১৯
১৫. জন প্রশাসন	১০৯৫.২৮	৯৮২.৪৪	১০৩৭.২০	১৩৯০.৭৯	১৭১৮.৪৫	১৭১৮.৪৫	২৩৬১.১৫
১৬. বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	১৫১.৯৬	১৩৯.৭৪	২৯৯.২০	১৫৫৯.০৩	৪৬২৮.৮২	৪৬২৮.৮২	৫৪৭২.০৪
১৭. শ্রম ও কর্মসংস্থান	৪৬.৩৮	১৩০.৯৭	২৮২.৭৫	৩৫৪.৪	৫১১.১০	৫১১.১০	৪৫০.৭৭
থোক/বরাদ্দ	**১৩২২.২৪**	**১৭৯৬.২৩**	**২২৮৯.৪৫**	**২১২২.২৯**	**২৬৫০.৪৩**	**২৬৫০.৪৩**	**৪০৯২.০৭**
সর্বমোট বরাদ্দ	**৩৫১৩০.০০**	**৪১০৮০.০০**	**৫৭১২০.০০**	**৬৩৭০৫.২৩**	**৭৭৮৪১.৬৯**	**৭৭৮৪১.৬৯**	**১১৯২৯৫.৯৭**

উৎস: কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।। **নোট:** উপাত্তসমূহ সংশোধিত এডিপি ভিত্তিক।

পরিশিষ্ট ৩৮.১: খাতভিত্তিক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যয় (১৯৯৮-৯৯ থেকে ২০০১-০২)

(কোটি টাকায়)

অর্থনৈতিক খাত	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-০০	২০০০-০১	২০০১-০২
কৃষি	৬০৮.২৭	৭২৪.৮০	৭৩১.৩৮	৬২২.৯১
পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান (কাবিটা সহ)	১২৬৮.০০	১৮৮৫.০৪	১৯৬৭.৯০	১৫৬২.৯৬
পানি সম্পদ	৮৭৬.৭৩	১০৬৬.৪৯	৯৮৩.৪৮	৭৫৯.৫০
শিল্প	৯৮.৩৮	২৫৫.৭৬	৫৪১.০৫	২৬৬.০৯
বিদ্যুৎ	১৪৯৭.৪৮	১৯৯৪.৮২	১৯৭২.৩	১৭০০.৩৭
তেল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ	৫৮৩.৬২	৬৫৮.৩৪	৩৯৯.৬৫	৪৩০.৫৭
পরিবহণ	২২৪৫.০৮	২৬৯০.৪৬	৩২৯৮.৭৯	২৭৯৯.৬০
যোগাযোগ	৩৪৪.০৭	৪৭৮.৬৯	৪৫৭.৮১	৮৫৮.৯০
ভৌত অবকাঠামো, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ	৬৭০.১১	১০৮৩.৮৩	১২১১.৫০	৯৩১.১৭
শিক্ষা ও ধর্ম	১৬৯৩.৪৭	১৯৭৯.৬২	২১৪৭.৯৬	২০০১.৪৮
ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	৪৬.২৭	৮৩.৯১	১০৯.৫৬	৭৪.৭৯
স্বাস্থ্য,পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যান	১০২০.৮৭	১২৪৬.৩২	১১৭৮.২৮	১১১০.৪২
গণসংযোগ	৪৭.৪৫	৩১.২৪	৩৪.৪৪	১৮.৩০
সমাজকল্যান, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন	১৬৫.৮৩	১৭৩.০৪	১৮২.৩৭	১৫৫.২২
জনপ্রশাসন	১২৫.১৩	১২৭.৮০	১১৩.৫৪	৮৮.৮৪
বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	২১.৬৪	৭৫.০০	৮৩.১৬	৪৯.১৩
শ্রম ও কর্মসংস্থান	৮.৬০	১২.১২	১৬.২৩	১৫.৮৩
থোক/অন্যান্য	১১৬৭.৬৬	৯০৩.৪০	৮১০.৫৯	৬৪৪.০৯
মোট	**১২৫০৮.৮৬**	**১৫৪৭০.৬৫**	**১৬২৪০.১৭**	**১৪০৯০.১৭**

উৎসঃ আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট ৩৮.২: খাতভিত্তিক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যয় (২০০২-০৩ থেকে ২০০৯-১০)

(কোটি টাকায়)

অর্থনৈতিক খাত	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০
কৃষি	৬৩৯.৮২	৬৭৮.৭৯	৫৮৭.০৪	১০১১.৬৯	১০৫০.০৪	১২২৭.২৪	১২৩৫.২০	১৬২৭.৭৪
পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান (কাবিটা সহ)	১৭২৫.৭৮	২৩২৬.৪১	২৫০৫.৫৯	৩০৮১.৭৪	৩০৭১.৬০	২৭৮০.৩৭	৩২৭৬.৪৫	৩৬৪০.৯৪
পানি সম্পদ	৭৩২.৮৮	৬৭৮.৬৯	৯১২.৬০	৬২৬.৩৪	৪১০.৫৩	৬৮৮.৬১	৮০৫.৭২	১০৭৭.৮৯
শিল্প	১৯৪.৫৮	৪৬১.৪৬	৫১০.৫২	৩১৯.০০	২২২.২৯	২৪৭.৩১	৪১২.৫৩	৪৫২.৩৯
বিদ্যুৎ	২৩৫২.০১	২৯০৩.১৪	৩১৮৭.৮২	৩১৫৯.৪৩	২৪৮৫.২১	২৪৪৯.৪৬	২২৯৮.৭৩	২০২৪.৫৪
তেল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ	৬৮৫.৪২	৮৫৯.২৯	৮৪৪.৬২	৩১৫.২০	১৩২.৩৫	২৫৯.৭৭	২১০.৮৮	১৩৬৭.৬৪
পরিবহণ	২৯১২.৩৮	৩০৩৪.১২	৩০৩০.৯৬	২৭৮৪.৫৪	২৫৮০.৫৫	২০১১.৪৬	১৯৯৭.০৬	৩২৪২.২৬
যোগাযোগ	৬২০.৮১	৩৭৪.৪৮	১০৪৯.৭০	৫৪৯.২৭	৪৮৬.৫৯	২৯২.৬১	১৮৩.৯৫	১৪৩.৭৭
ভৌত অবকাঠামো, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ	৯৫৯.৭৮	৯৭৩.৫৫	১৩৫৯.৫৬	১৪৭২.৩৬	১২২৯.৭৪	১৩১২.৮৩	২২৬৩.৬৫	২৯২৩.৭২
শিক্ষা ও ধর্ম	২৩৭৩.৯৭	২০৬৫.১৩	১৯৭৫.৫৯	২৬৯২.৫৪	২৭৭৪.১৭	২৮৭২.১৯	৩১৫০.০৫	৪৩০৫.৩০
ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	৮২.৫৪	৯৬.২১	১০৫.৬৯	১৫৬.২৯	৬৯.৪৪	৭১.৯৭	৭০.৫৯	১৫৫.১৮
স্বাস্থ্য,পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যান	১১৪৯.০১	১৩৯১.৪৮	১৩৮৯.৩৮	১৮৬৬.৮৮	১৭৮৬.৩২	২০৯৪.৫৩	২১১০.৭৬	২৫৯০.৮৭
গণসংযোগ	২৫.৩৮	২৪.৮৬	১৫.৬২	১১.৩২	১৮.০০	৪৭.৬৭	৯.৯৯	৮০.৪০
সমাজকল্যান, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন	১৯৫.৫৪	১৬৫.৭৬	১৬০.২১	১৭৯.৪৮	১৩৫.২০	১৩৩.৩৭	১৮৮.৬৮	২৫১.৪৫
জনপ্রশাসন	৬৮.০৮	১১১.৪০	১৭৫.১২	২৪৬.৫০	৩০৯.২৮	৫৯৫.১১	৪৭৩.২৫	৬৩৯.৩২
বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৭৫.৪৮	৬৭.৬৯	৬৮.৩৩	৮৩.৫২	৮৫.৩৯	১১৯.০৪	১২৩.৭৭	২৯২৩
শ্রম ও কর্মসংস্থান	২৩.৮৩	৩৯.৮৯	৬৯.৫৫	৮৫.৩৬	৫৭.১৫	৭১.৬৬	৯৩.৬৫	৩০.৪০
থোক/অন্যান্য	৬১৭.০২	৫৪৩.৮৯	৮২২.৪২	৮৩১.৪৫	১০১১.৪০	১১৭৯.৮৭	৭৯৫.৮৩	১০৯১.৯০
মোট	**১৫৪৩৪.৩১**	**১৬৮১৭.৩৮**	**১৮৭৭০.৩৩**	**১৯৪৭২.৯০**	**১৭৯১৬.২৬**	**১৮৪৫৫.০৮**	**১৯৭০০.৭৬**	**২৫৯১৭.৩৫**

উৎসঃ আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট ৩৮.৩: খাতভিত্তিক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যয় (২০১০-১১ থেকে ২০১৫-১৬)

(কোটি টাকায়)

অর্থনৈতিক খাত	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
কৃষি	২০৯৩.৩৬	২৪২৩.৩৭	২৬৯৬.১৭	৩৪২০.০৫	৪৮৬৭.৫১	৪৮৬৭.৫১
পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান (কাবিটা সহ)	৪৩৯৮.১৬	৪৯০৫.৫৮	৬৭৭১.৩৮	৭১৩৮.৭৭	৮৯২৪.৬০	৮৯২৪.৬০
পানি সম্পদ	১১৫৫.২৬	১২৬৮.৪০	১৫৯৩.৪২	১৮৩৩.৬২	২৪৮২.৪৫	২৪৮২.৪৫
শিল্প	৩৪৪.৭৮	৯৩২.৯৫	১৭১৩.৭১	২৩৭৪.৬৬	১৩৫৬.৫৮	১৩৫৬.৫৮
বিদ্যুৎ	৬১৮৯.৯২	৭১৭৯.৬৫	৮৮৬৮.০১	৭৮৪৩.৯৯	১৫৫৫৮.৪৬	১৫৫৮৮.৪৬
তেল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ	৯৯০.০২	৭৪৬.০২	১৬২৯.৮২	১৮৩২.৩৮	২০০৮.৩৪	২০০৮.৩৪
পরিবহণ	৩৮৪৭.১০	৫৩৬৪.০৩	৮২০৮.১০	১০১৯৭.৬১	১৬৬৬০.২৩	১৬৬৬০.২৩
যোগাযোগ	২৬১.৮০	৮৩৯.৬৫	৬৮৫.৮১	৬৩১.৬২	১৭৬৪.১৩	১৭৬৪.১৩
ভৌত অবকাঠামো, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ	৩০৬২.৪১	৪০০০.৮২	৪৩২৫.৩৭	৫০৮৫.৪৭	১২৫৬৪.৪৪	১২৫৬৪.৪৪
শিক্ষা ও ধর্ম	৪৮৭৯.২২	৪৬৬০.৭৪	৬৪৬১.৭২	৭৯৫৪.৪৫	৯৯৫৭.৮৮	৯৯৫৭.৮৮
ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	৩৪২.৬৯	১৩২.৮৭	১৭২.৭৯	২৬২.৫১	২৫২.৮৭	২৫২.৮৭
স্বাস্থ্য,পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যান	২৮৬৫.২০	২৯৬৬.৩৩	৩৫০৮.৮৪	৩৭১৭.৫২	৪৪৩৮.২৯	৪৪৩৮.২২
গণসংযোগ	৮৮.৫৯	৫৬.৮৪	৫৩.৯৬	১০৬.২৩	১১৯.৭৮	১১৯.৭৮
সমাজকল্যান, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন	২৭৭.৭৪	২৯২.১৩	৩৯১.২১	৪০৮.৬২	৩৮২.১১	৩৮২.১১
জনপ্রশাসন	৮২০.৫৯	৭১৬.৫৯	৮৮০.৮০	৮৯৫.৬২	১১৯৫.০৭	১১৯৫.০৭
বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	১৩৭.৯১	১২৪.৮৩	২৬০.৫১	১৪১৩.৬৬	১৯৫৯.৮২	১৯৫৯.৮২
শ্রম ও কর্মসংস্থান	৩৪.৪৯	১০৪.৪৪	২৯৫.৮১	৩৩৬.০১	৩৫৫.০৩	৩৫৫.০৩
থোক/অন্যান্য	১২১৮.২০	১৩০৪.৬৩	১৫১৮.৫৩	১৪৬০.৭৬	২২১৯.৭৫	২২১৯.৭৫
মোট	**৩৩০০৭.৪৩**	**৩৮০১৯.৮৫**	**৫০০৩৫.২৭**	**৫৬৯১৩.৪৫**	**৮৭০৬৭.৩৪**	**৮৭০৬৭.৩৪**

উৎসঃ আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট ৩৯.১: রাজস্ব ব্যয়ের অর্থনৈতিক শ্রেণিবিন্যাস
(১৯৮৯-৯০ হতে ১৯৯৬-৯৭ পর্যন্ত)

(কোটি টাকায়)

	৮৯-৯০	৯০-৯১	৯১-৯২	৯২-৯৩	৯৩-৯৪	৯৪-৯৫	৯৫-৯৬	৯৬-৯৭
১। পণ্য ও সেবা খাতে ব্যয়	**৪০৩৮.২**	**৪২৯৪.৬**	**৪৭৭৪.৮**	**৫৪৫৯.২**	**৫৯৯১.১**	**৬৭৩৫.৭**	**৭৩২৩.৫**	**৭৫৯৭.৪**
১.১ বেতন ও ভাতা	২২৫১.৩	২৩০৭.৪	২৮১০.৭	৩৩৯.৫	৩৫৯৮.২	৩৯৫৮.২	৪২০৭.৬	৪৩৯১.৫
১.২ পরিচালনা ও সংরক্ষণ	২৭৭.৬	৩১৯.১	৪৩৪.৮	৫৪৮.৩	৬৬৩.৭	৭৮০.৭	৮২৮.০	৮৩৭.১
১.৩ পূর্ত	২৪০.২	২৫০.৮	২৩৫.৬	২৫২.০	১৮৩.৩	১৮৫.০	২০০.০	২১০.০
১.৪ অন্যান্য-বিবিধ	১২৬৯.১	১৪১৭.৩	১২৯৩.৭	১৩১৯.৪	১৫৪৫.৯	১৮১১.৮	২০৮৭.৯	২১৫৮.৮
২। সুদ বাবদ ব্যয়	**৬৬২.১**	**৮৫৪.৬**	**১১০৭.৬**	**১০২৫.০**	**১০৬৭.৮**	**১২০৬.১**	**১৭৩৯.৭**	**১৭৫৫.৫**
২.১ অভ্যন্তরীণ	২৮৫.১	৪১৭.১	৬৩৪.৪	৫৫০.০	৫১৯.০	৬০৬.১	১০৩৯.৭	১০৮০.০
২.২ বৈদেশিক	৩৭৭.০	৪৩৭.৫	৪৭৩.২	৪৭৫.০	৫৪৮.৮	৬০০.০	৭০০.০	৬৭৫.৫
৩। ভর্তুকি ও অন্যান্য চলতি হস্তান্তর	**২২৯৬.৪**	**২৩৯১.৮**	**২২৪৮.১**	**২২৩১.০**	**২৩৩১.২**	**২৭২৭.৭**	**৩১৭৭.৬**	**৩৪৮০.১**
৩.১ খাদ্যশস্য বাবদ ভর্তুকি	৬৩১.৪	৩৭২.৭	৩৪৩.৬	১৫৩.৪	১৪৯.০	২৪৮.০	২৭৩.০	২৯৪.০
৩.২ অন্যান্য ভর্তুকি	৩০৯.৪	৩৯৭.৩	২৪৫.৮	১৩৩.৮	৯২.৬	৪৭.৬	১১.৬	১৮৮.৬
৩.৩ ভিজিডি ও টেস্ট রিলিফ	২৮২.২	৩৮৭.০	২৭৭.৫	২৯৫.০	২৬১.৫	৩২৫.০	৪১৫.০	৪৭১.০
৩.৪ বিভাগীয় এন্টারপ্রাইজসমূহের পরিচালন ঘাটতি	১৬৬.১	১৭৩.০	১৫৫.০	১২৯.৭	১২২.৬	১১৮.০	১৯৪.৮	১১৪.৯
রেলওয়ে	(১৩৯.৪)	(১৪৯.১)	(১২৫.৮)	(৯৯.৫)	(৯৫.০)	(৯০.০)	(১৫৮.৮)	(৮৯.৩)
পোষ্ট অফিস	(২৬.৭)	(২৩.৯)	(২৯.২)	(৩০.২)	(২৭.৬)	(২৮.০)	(৩৬.০)	(২৫.৬)
৩.৫ স্থানীয় সরকারে হস্তান্তর	৫০.০	৫৩.৯	৫৪.৫	৫৫.৪	৫৬.৩	৭৩.০	৭০.৯	৭১.৩
৩.৬ গ্রান্টস ইন এইড ও অন্যান্য হস্তান্তর ব্যয়	৬৮৪.৯	৭৮৩.৭	৮৩১.৬	১০৫৭.৬	১১৭৯.২	১৩৫৬.১	১৫৬৩.৯	১৬৩০.১
৩.৭ পেনসন ও অবসর ভাতা	১৬৯.৪	২২৪.১	৩৪০.০	৪০৫.২	৪৭০.০	৫৬০.০	৬৪৮.৪	৭১০.০
৪। অ-বরাদ্দকৃত ব্যয়	**০.৭**	**৬৩.২**	**২৩.২**	**২২.২**	**৪৫.৮**	**১৮.১**	**৩৭.৩**	**২৭.০**
মোট	**৬৯৯৭.৪**	**৭৬০৪.২**	**৮১৫৩.৬**	**৮৭৩৬.৬**	**৯৪৪৬.৯**	**১০৬৮৭.৬**	**১২২৭৮.১**	**১২৮৬০.০**
৫। বাদঃ								
৫.১ আদায়	৯১.০	১২০.৯	৯৮.৬	৯৬.৯	১৭৪.২	২৬৯.৬	২৬৯.৪	২১০.০
৫.২ বিভাগীয় এন্টারপ্রাইজসমূহে ঘাটতি (প্রাপ্তি)	১৬৬.০	১৭৩.১	১৫৫.০	১২৯.৭	১২২৬.৬	১১৮.০	১৯৪.৮	১১৪.৯
নিট প্রাপ্তিঃ	**৬৭৪০.০**	**৭৩১০.২**	**৭৯০০.০**	**৮৫১০.০**	**৯১৫০.১**	**১০৩০০.০**	**১১৮১৩.৯**	**১২৫৩৪.৯**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট ৩৯.২: রাজস্ব ব্যয়ের অর্থনৈতিক শ্রেণিবিন্যাস
(১৯৯৭-৯৮ হতে ২০০৪-০৫ পর্যন্ত)

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-০০	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫
বেতন ও ভাতা	**৪৬৮৫**	**৫১০০**	**৫৭১৫**	**৫৯৪৯**	**৬৮০১**	**৭২৮২**	**৭৯১৩**	**৮৭৬২**
অফিসারদের বেতন	৫২৭	৫৫১	৫৮৬	৬১২	৬৩৭	৭০২	৭৬৩	৮৬০
কর্মচারিদের বেতন	২২৩০	২৪৩৪	২৫২৯	২৬৪৪	২৯৯৬	৩১২২	৩২১৭	৩৬৩৭
ভাতাদি	১৮৮৮	২১১৫	২৬০০	২৬৯৩	৩১৬৮	৩৪৫৮	৩৯৩৩	৪২৬৫
পণ্য ও সেবা	**২০৪৫**	**২২৫৬**	**২৪৫৬**	**২৮৩৯**	**৩৪৫২**	**৪২৬৫**	**৪৮৮০**	**৫৭৯৪**
সরবরাহ ও সেবা	১৪২৫	১৪৪০	১৬৪১	১৯৭৪	২৪২১	৩০৫২	৩৩১০	৩৫৪৪
মেরামত ও সংরক্ষণ	৬২০	৮১৬	৮১৫	৮৬৫	১০৩১	১২১৩	১৫৭০	২২৫০
সুদ পরিশোধ	**২৩১৯**	**২৯৪৬**	**৩৫৫৪**	**৪১২৬**	**৪৫২০**	**৫৫৭৪**	**৫৮৪২**	**৬৫০৩**
অভ্যন্তরীণ	১৫৯৪	২২২১	২৭৬৯	৩৩০৬	৩৫৮৫	৪৬১৭	৪৮৪১	৫৩০৩
বৈদেশিক	৭২৫	৭২৫	৭৮৫	৮২০	৯৩৫	৯৫৭	১০০১	১২০০
ভর্তুকি ও চলতি স্থানান্তর	**৩৮২৯**	**৪৮৫০**	**৪৮৪৬**	**৫৫৭৮**	**৫৯১৫**	**৭০৮৪**	**৮১৮৬**	**১০৪৩৭**
ভর্তুকি	৫৫৩	৪৩৩	৫৯৪	৫৪৪	৬৮১	১৪৬৩	১৩৪৮	২১৫৭
সাহায্য মঞ্জুরি	২৪৬৭	৩৩২২	৩১২৬	৩৬১৫	৩৬৪৮	৩৯৩১	৪৮৯৭	৬১৪৮
আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে চাঁদা	২৭	১৭	১৮	২০	২২	২৩	২৪	২৫
ঋণ ও অগ্রিম মওকুফ	--	--	--	--	--	০	০	১
পেনসন ও গ্রাচ্যুইটি	৭৮২	১০৭৮	১১০৮	১৩৯৯	১৫৬৪	১৬৬৭	১৯১৭	২১০৬
থোক	**৭৭৯**	**৬৪৩**	**৯১৪**	**১২৩৮**	**১২৩১**	**৫৬৬**	**৪৪১**	**৬৩৪**
অপ্রত্যাশিত	--	--	১০০	৯০	৮১	১০০	২০০	১৭১
অন্যান্য	--	--	৮১৪	১১৪৮	১১৫০	৪৬৬	২৪১	৪৬৩
কর্তন-আদায়	**৭৩**	**৫৪**	**৫৫**	**৯১**	**৩৩৩**	**৫১৭**	**৪৫৫**	**৫৪০**
সম্পদ সংগ্রহ ও পূর্ত কার্য	**১১৬২**	**১০২৪**	**১০১৪**	**১০২৩**	**১১০৬**	**১০৫৩**	**১৫৮৩**	**১৭৩৩**
সম্পদ সংগ্রহ	৯২২	৭৮৬	৭০৯	৭৫৮	৮৩১	৮০১	১২৩৮	১৩৪৩
ভূমি ক্রয়	১১	১৫	৪৪	৫	৩৮	১৫	৮	৪৮
নির্মাণ ও পূর্ত	২২৯	২৪২	২৬১	২৬০	২৩৭	২৩৭	৩৩৭	৩৪২
শেয়ার ও ইক্যুইটিতে বিনিয়োগ	-	-	-	-	-	-	**১৮৩**	**৩৪৭**
শেয়ার মূলধন	-	-	-	-	-	-	৭	২৭
ইকুইটি	-	-	-	-	-	-	৬৬	১৬৬
মূলধন পূনর্গঠনে বিনিয়োগ	-	-	-	-	-	-	১১০	৪৯
অন্যান্য	-	-	-	-	-	-	০	১০৫
রাজস্ব বাজেট হতে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচি	-	-	-	-	-	-	**২১০**	**৯৯৪**
বিস্তারিত বরাদ্দ	-	-	-	-	-	-	২০৩	৪১১
থোক	-	-	-	-	-	-	৭	৫৮৩
মোট অনুন্নয়ন ব্যয়	**১৪৭৭৯**	**১৬৮১৯**	**১৮৪৯৯**	**২০৭৫৩**	**২৩০২৫**	**২৫৮২৪**	**২৮৭৮৩**	**৩৪৬৬৪**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট ৩৯.৩: অনুন্নয়ন ব্যয়ের অর্থনৈতিক শ্রেণিবিন্যাস (ঋণ ও অগ্রিম, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ, খাদ্য হিসাব ও কাঠামোগত সমন্বয় ব্যয় ব্যতীত) (২০০৬-০৭ হতে ২০১১-১২ পর্যন্ত)

(কোটি টাকা)

বিবরণ	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২
বেতন ও ভাতা	**১০১২২**	**১২৮৮৩**	**১৩৬৬০**	**১৫১০৬**	**১৭০৪৭**	**২০৪৭৯**	**২১৫২২**
অফিসারদের বেতন	১০৫০	১১৫৩	১১৮৬	১২৪৯	১৮৩৯	২০৭২	২১৬১
কর্মচারিদের বেতন	৪৯৫২	৫৫০৮	৫৮১৫	৫৭৭২	৮৩৩১	৮৬৩৬	৯২৩১
ভাতাদি	৪১২০	৬২২২	৬৬৫৯	৮০৮৫	৬৮৭৭	৯৭৭১	১০১৩০
পণ্য ও সেবা	**৬২০৩**	**৬২৯১**	**৮০২৪**	**৯১৬৪**	**৯৬৯৩**	**১০৯৪৩**	**১১৬৫৩**
সরবরাহ ও সেবা	৩৮৩২	৪৩১৪	৫৩২৭	৬৬০১	৬৯২৬	৭৮৯১	৮৫৬০
মেরামত ও সংরক্ষণ	২৩৭১	১৯৭৭	২৬৯৭	২৫৬৩	২৭৬৭	৩০৫২	৩০৯৩
সুদ পরিশোধ	**৭৫৪৫**	**৯১৫৪**	**১১৯৬৭**	**১৩৩১৪**	**১৪৬৪৬**	**১৪৫৭৮**	**১৯৭৯৬**
অভ্যন্তরীণ	৬২৪৬	৭৮৫৪	১০৬২১	১২০০৩	১৩২৫৫	১৩১৫৬	১৮১৪৫
বৈদেশিক	১২৯৯	১৩০০	১৩৪৬	১৩১১	১৩৯১	১৪২২	১৬৫১
ভর্তুকি ও চলতি স্থানান্তর	**১১০৭৩**	**১৪২৭৪**	**১৯৫২৪**	**২৫৮৪৮**	**২৭৯৩২**	**৩২২৬০**	**৩৭৬৫৩**
ভর্তুকি	১৭৩০	৩১৭২	৫৯২৯	৮৩৭৩	৭৬৪৩	৯৪১১	১২২৬৩
সাহায্য মঞ্জুরি	৭১০৪	৮১৩৮	১০১৩২	১৩৮১২	১৬৪৩৭	১৮৭৫৩	২০২১৮
আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে চাঁদা	২৮	৩৪	৩৭	৪৩	৮৬	৮৮	১১৩
ঋণ ও অগ্রিম মওকুফ	১	২	৩	৩	৩	৩	৪
পেনসন ও গ্রাচ্যুইটি	২২১০	২৯২৮	৩৪২৩	৩৬১৭	৩৭৬৩	৪০০৫	৫০৪২
অন্যান্য	-	-	-	-	-	-	১৩
থোক	**৬২১**	**৫২১**	**৪৪৭**	**৪৬১**	**৫৯৮**	**৬৪১**	**১১৯৯**
অপ্রত্যাশিত	৫০	১৩৯	৬৪	২২৪	৩২৩	৩১৫	৮৭১
অন্যান্য	৫৭১	৩৮২	৩৮৩	২৩৭	২৭৫	৩২৬	৩২৮
কর্তন-আদায়	**৭৫৯**	**১০৫৯**	**১৩৭০**	**১২১৮**	**১২০৫**	**১৭৯৮**	**০**
সম্পদ সংগ্রহ ও পূর্ত কার্য	**১৮১৩**	**১৬৭৬**	**১৯৮১**	**২৩৭৫**	**২৮৫১**	**৩৮১৭**	**৪৩৪৩**
সম্পদ সংগ্রহ	১৪৪০	১৩৮০	১৬২২	১৮০৪	২৪১৬	৩৩৭২	৩৭৬৮
ভূমি ক্রয়	২৬	৫৩	৭৮	২৭৯	৯৩	৫০	৭২
নির্মাণ ও পূর্ত	৩৪৭	২৪৩	২৮১	২৯২	৩৪২	৩৯৫	৫০৩
শেয়ার ও ইক্যুইটিতে বিনিয়োগ	**৪৩৯**	**৬৭২**	**৩১৯২**	**২০৭৪**	**৫৫৬৬**	**২২৫৭**	**৪৮২০**
শেয়ার মূলধন	৪	১৭৬	২৪৩৯	৩৪৯	২৬৪৬	২০৭	৮৯৬
ইকুইটি	১২৫	৭৫	৯৫	২১৫	১৯০০	৩০০	৮০০
মূলধন পূনর্গঠনে বিনিয়োগ	২৭৩	৪২১	১৯৮	১৫০০	১০০০	১০৫০	৭০০
অন্যান্য	৩৭	০	৪৬০	১০	২০	৭০০	২৪২৪
রাজস্ব বাজেট হতে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচি	**১০১৩**	**১০০০**	**৪৯৭**	**৪৭৮**	**১০০৯**	**১০১১**	**১১৪৪**
বিস্তারিত বরাদ্দ	৩৮৮	১৬৮	২৩৭	২৩১	৭৬৪	৭৯০	৫৩৯
থোক	৬২৫	৮৩২	২৬০	২৪৭	২৪৫	২২১	৬০৫
মোট অনুন্নয়ন ব্যয়	**৩৮০৭০**	**৪৫৪১২**	**৫৭৯২২**	**৬৭৬০২**	**৭৮১৩৭**	**৮৪১৮৮**	**১০২১৩০**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। নোটঃ উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক।

পরিশিষ্ট ৩৯.৪: অনুন্নয়ন ব্যয়ের অর্থনৈতিক শ্রেণিবিন্যাস (ঋণ ও অগ্রিম, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ, খাদ্য হিসাব ও কাঠামোগত সমন্বয় ব্যয় ব্যতীত) (২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত)

(কোটি টাকা)

বিবরণ	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
বেতন ও ভাতা	**২২৫৩০**	**২৭৫০৭**	**২৮৭০৯**	**২৯৩৫০**	**৫০৭৭৫**
অফিসারদের বেতন	২৪৬০	২৮৬৪	৩০১৭	৬২১৪	৬৫৪৮
কর্মচারিদের বেতন	৯২৪৩	৯৮৭৯	১০৩৪৬	২০২৯০	২১২৬৩
ভাতাদি	১০৮২৭	১৪৭৬৪	১৫৩৪৬	১৫৯৮৫	২২৯৬৪
পণ্য ও সেবা	**১৩৮৪৭**	**১৬৩২৪**	**১৬৩৭০**	**১৯২৮৩**	**২০৬৪৮**
সরবরাহ ও সেবা	৯৯৮৪	১২১৪১	১১৯১৯	১৪১৪১	১৫২৮৩
মেরামত ও সংরক্ষণ	৩৮৬৩	৪১৮৩	৪৪৫১	৫১৪২	৩৬৫
সুদ পরিশোধ	**২৩৩৪৭**	**২৬৫৪০**	**৩১০৪৩**	**৩১৬৬৯**	**৩৯৯৫১**
অভ্যন্তরীণ	২১৬০৪	২৪৮৫৪	২৯৩০৫	৩০০৪৪	৩৮২৪০
বৈদেশিক	১৭৪৩	১৬৮৬	১৭৩৮	১৬২৫	১৭১১
ভর্তুকি ও চলতি স্থানান্তর	**৪২৭৪৬**	**৪৫১৬৮**	**৫০২২৫**	**৫৬৬৫৯**	**৭৫৩০৬**
ভর্তুকি	১৬৮০৮	১৫৪৬৫	১৬৬৫৩	১২৮৮৫	১৭৭২৯
সাহায্য মঞ্জুরি	২০২৭৬	২২৭৬৫	২৪৯৬৫	৩২৫৪২	৪০৫৮৫
আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে চাঁদা	১১৮	১১১	১১২	৭৬	৬৬
ঋণ ও অগ্রিম মওকুফ	৪	৪	৪	৪	৪
পেনসন ও গ্রাচ্যুইটি	৫৫৩৩	৬৮১৬	৮৪৮৩	১১১৪৫	১৬৯১৫
অন্যান্য	৭	৭	৮	৭	৭
থোক	**৪২৩**	**৪৫৭**	**১৮৮৫**	**২৮৯**	**২২৮৬**
অপ্রত্যাশিত	১৭৯	১৭৯	১৫০০	২৯	২০০০
অন্যান্য	২৪৪	২৭৮	৩৮৫	২৫০	২৮৬
কর্তন-আদায়	**০**	**২**	**০**	**০**	০
সম্পদ সংগ্রহ ও পূর্ত কার্য	**৫০১৮**	**৬৪৪৬**	**৭০২৫**	**৮৬২৩**	**৯৮৩২**
সম্পদ সংগ্রহ	৪০৮৫	৪৮২৯	৫৭৬৩	৬৩৮১	৭১৯২
ভূমি ক্রয়	৪৮	৪৬১	১৪৪	২৯৫	৬৩৭
নির্মাণ ও পূর্ত	৮৮৫	১১৫৬	১১১৮	১৯৪৭	২০০৩
শেয়ার ও ইক্যুইটিতে বিনিয়োগ	**২৭১৭**	**১২৪৬৩**	**১৮৯৮৫**	**৩২৪৮**	**১৬৯৪৬**
শেয়ার মূলধন	১৭৫১	৭০২০	১১১৬০	১০২৩	১৩১২১
ইকুইটি	৪০০	৩৫০	২৮০০	৪০০	১৮০০
মূলধন পুনর্গঠনে বিনিয়োগ	৫৪১	৫০৬৮	৫০০০	১৮০০	২০০০
অন্যান্য	২৫	২৫	২৫	**২৫**	২৫
রাজস্ব বাজেট হতে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচি	**৮০১**	**৮৯৩**	**১০৬৮**	**৫৮৫**	**৩৫৪**
বিস্তারিত বরাদ্দ	৫৫০	৭৩১	৩০৭	৫০৭	২১৭
থোক	২৫১	১৬২	৭৬১	৭৮	১৩৭
মোট অনুন্নয়ন ব্যয়	**১১১৪২৯**	**১৩৫৮০০**	**১৫৫৩১০**	**১৬৪৩৩৫**	**২১৬০৯৮**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। নোটঃ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের উপাত্তসমূহ মূল বাজেটভিত্তিক এবং অন্যান্য অর্থবছরের উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক ।

পরিশিষ্ট ৪০: অর্থ সরবরাহ এবং এর বিভিন্ন অংশ

(কোটি টাকায়)

বছর (জুন স্থিতি)	ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা	তলবি আমানত	সংকীর্ণ অর্থ সরবরাহ (এম-১) (২+৩)	মেয়াদি আমানত	ব্যাপক অর্থ সরবরাহ (এম-২) (৪+৫)	অর্থ সরবরাহে ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রার শতকরা হার	অর্থ সরবরাহে তলবি আমানতের শতকরা হার	অর্থ সরবরাহে মেয়াদি আমানতের শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১৯৭৩-৭৪	৩৩১	৪১৪	৭৪৫	৪৯৯	১২৪৪	২৬.৬১	৩৩.২৮	৪০.১১
১৯৭৪-৭৫	২৯০	৫০৯	৭৯৯	৪৬০	১২৫৯	২৩.০৩	৪০.৪৩	৩৬.৫৪
১৯৭৫-৭৬	৩৩০	৫৫২	৮৮২	৫১৫	১৩৯৭	২৩.৬২	৩৯.৫১	৩৬.৮৬
১৯৭৬-৭৭	৩৫৬	৬১৬	৯৭২	৭৬৭	১৭৩৯	২০.৪৭	৩৫.৪২	৪৪.১১
১৯৭৭-৭৮	৫০৪	৭২০	১২২৪	৯১৭	২১৪১	২৩.৫৪	৩৩.৬৩	৪২.৮৩
১৯৭৮-৭৯	৬১৩	৯১১	১৫২৪	১২৩৫	২৭৫৯	২২.২২	৩৩.০২	৪৪.৭৬
১৯৭৯-৮০	৬৯৩	১০৩৮	১৭৩১	১৫১৩	৩২৪৪	২১.৩৬	৩২.০০	৪৬.৬৪
১৯৮০-৮১	৯১৫	১০৭১	১৯৮৬	২১৫০	৪১৩৬	২২.১২	২৫.৮৯	৫১.৯৮
১৯৮১-৮২	৮৭৮	১১৩৫	২০১৩	২৫৩৭	৪৫৫০	১৯.৩০	২৪.৯৫	৫৫.৭৬
১৯৮২-৮৩	১১৩৯	১৪৯৫	২৬৩৪	৩২৬৪	৫৮৯৮	১৯.৩১	২৫.৩৫	৫৫.৩৪
১৯৮৩-৮৪	১৫৫৬	১৯৯৪	৩৫৫০	৪৮৩৬	৮৩৮৬	১৮.৫৫	২৩.৭৮	৫৭.৬৭
১৯৮৪-৮৫	১৭২৩	২৫০৯	৪২৩২	৬৩০২	১০৫৩৪	১৬.৩৬	২৩.৮২	৫৯.৮৩
১৯৮৫-৮৬	১৯৫৩	২৯৭৫	৪৯২৮	৭৪১০	১২৩৩৮	১৫.৮৩	২৪.১১	৬০.০৬
১৯৮৬-৮৭	২০৭৫	৩১৮৮	৫২৬৩	৯০৯০	১৪৩৫৩	১৪.৪৬	২২.২১	৬৩.৩৩
১৯৮৭-৮৮	২৪১৫	২৬৩৩	৫০৪৮	১১৩৬০	১৬৪০৮	১৪.৭২	১৬.০৫	৬৯.২৩
১৯৮৮-৮৯	২৬১৬	২৮৪৫	৫৪৬১	১৩৬১৭	১৯০৭৮	১৩.৭১	১৪.৯১	৭১.৩৮
১৯৮৯-৯০	৩১৮৮	৩১৮১	৬৩৬৯	১৫৯২৯	২২২৯৮	১৪.৩০	১৪.২৭	৭১.৪৪
১৯৯০-৯১	৩৬১২	৩৫৯২	৭২০৪	১৭৮০১	২৫০০৫	১৪.৪৫	১৪.৩৭	৭১.১৯
১৯৯১-৯২	৪০৭৩	৪১৮৫	৮২৫৮	২০২৬৯	২৮৫২৭	১৪.২৮	১৪.৬৭	৭১.০৫
১৯৯২-৯৩	৪৪৮০	৪৫৮৩	৯০৬৩	২২৪৭৩	৩১৫৩৬	১৪.২১	১৪.৫৩	৭১.২৬
১৯৯৩-৯৪	৫৪১৬	৫৭৫১	১১১৬৭	২৫২৩৬	৩৬৪০৩	১৪.৮৮	১৫.৮০	৬৯.৩২
১৯৯৪-৯৫	৬৫৬৫	৬৬১৪	১৩১৭৯	২৯০৩৩	৪২২১২	১৫.৫৫	১৫.৬৭	৬৮.৭৮
১৯৯৫-৯৬	৭১২৩	৭৩৩৬	১৪৪৫৯	৩১২৩১	৪৫৬৯১	১৫.৫৯	১৬.০৬	৬৮.৩৫
১৯৯৬-৯৭	৭৫৭৫	৭৫৯২	১৫১৬৭	৩৫৪৬১	৫০৬২৮	১৪.৯৬	১৫.০০	৭০.০৪
১৯৯৭-৯৮	৮১৫৩	৭৭৩৫	১৫৮৮৯	৩৯৯৮১	৫৫৮৬৯	১৪.৫৯	১৩.৮৫	৭১.৫৬
১৯৯৮-৯৯	৮৬৮৭	৮৫৬৩	১৭২৪৯	৪৫৭৭৭	৬৩০২৭	১৩.৭৮	১৩.৫৯	৭২.৬৩
১৯৯৯-০০	১০১৭৬	৯৭০৫	১৯৮৮১	৫৪৮৮১	৭৪৭৬২	১৩.৬১	১২.৯৮	৭৩.৪১
২০০০-০১	১১৪৭৮	১০৮৬৯	২২৩৪৭	৬৪৮২৭	৮৭১৭৪	১৩.১৭	১২.৪৭	৭৪.৩৬
২০০১-০২	১২৫৩১	১১৬৩০	২৪১৬১	৭৪৪৫৫	৯৮৬১৬	১২.৭১	১১.৭৯	৭৫.৫০
২০০২-০৩	১৩৯০২	১২৮৪২	২৬৭৪৩	৮৭২৫১	১১৩৯৯৫	১২.২০	১১.২৭	৭৬.৫৪
২০০৩-০৪	১৫৮১১	১৪৬৮৯	৩০৫০০	৯৯২৭৪	১২৯৭৭৪	১২.১৮	১১.৩২	৭৬.৫০
২০০৪-০৫	১৮৫১৮	১৭০২৮	৩৫৫৪৬	১১৬০৪২	১৫১৫৮৮	১২.২২	১১.২৩	৭৬.৫৫
২০০৫-০৬	২২৮৬২	২০২৭২	৪৩১৩৪	১৩৮০২২	১৮১১৫৬	১২.৬২	১১.১৯	৭৬.১৯
২০০৬-০৭	২৬৬৪৪	২৪০০৬	৫০৬৫০	১৬১৩৩৬	২১১৯৮৬	১২.৫৭	১১.৩২	৭৬.১১
২০০৭-০৮	৩২৬৯০	২৬৬২৫	৫৯৩১৫	১৮৯৪৮০	২৪৮৭৯৫	১৩.১৪	১০.৭০	৭৬.১৬
২০০৮-০৯	৩৬০৪৯	৩০৩৭৮	৬৬৪২৭	২৩০০৭৩	২৯৬৫০০	১২.১৬	১০.২৫	৭৭.৬০
২০০৯-১০	৪৬১৫৭	৪১৮৩১	৮৭৯৮৮	২৭৫০৪৩	৩৬৩০৩১	১২.৭১	১১.৫২	৭৫.৭৬
২০১০-১১	৫৪৭৯৫	৪৮৩০৬	১০৩১০১	৩৩৭৪১৯	৪৪০৫২০	১২.৪৪	১০.৯৭	৭৬.৬০
২০১১-১২	৫৮৪১৭	৫১৩০৪	১০৯৭২১	৪০৭৩৮৮	৫১৭১১০	১১.৩০	৯.৯২	৭৮.৭৮
২০১২-১৩	৬৭৫৫৩	৫৬০৫০	১২৩৬০৩	৪৭৯৯০২	৬০৩৫০৫	১১.১৯	৯.২৯	৭৯.৫২
২০১৩-১৪	৭৬৯০৮	৬৪৭৩৭	১৪১৬৪৫	৫৫৮৯৭৮	৭০০৬২৩	১০.৯৮	৯.২৪	৭৯.৭৮
২০১৪-১৫	৮৭৯৪১	৭২৮৭৩	১৬০৮১৪	৬২৬৮০০	৭৮৭৬১৪	১১.১৭	৯.২৫	৭৯.৫৮
২০১৫-১৬	১২২০৭৫	৯০৩৫৬	২১২৪৩১	৭০৩৯৪৭	৯১৬৩৭৮	১৩.৩২	৯.২১	৭৬.৮২
২০১৬-১৭*	১১২৫০০	৮৮২১২	২০০৭১২	৭৫৭১৭৫	৯৫৭৮৮৭	১১.৭৮	৯.২১	৭৯.০৫

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। *ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

পরিশিষ্ট ৪১.১: অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রকারভেদে আগামসমূহ (জুন’০৫ থেকে জুন’১১ পর্যন্ত)

(কোটি টাকায়)

অর্থনৈতিক খাত	জুন'০৫	জুন'০৬	জুন'০৭	জুন'০৮	জুন'০৯	জুন’১০	জুন’১১
ক) কৃষি, বন ও মৎস্য	১০৬৭৫	১১৩৫৩	১০৯০৩	১২২২৩	১৩৭৫৪	১৫৫৬৯	১৯৬৫৫
খ) শিল্প কারখানা	১৯৯৫২	২৪৪৭৬	৩০১০৮	৩৬৮৬৩	৪৫১২৬	৫৪২৬৫	৭৩৪৬৪
গ) শিল্প কারখানায় চালু মূলধনে অর্থ যোগান	২২০৬৯	২৫৭৯৯	২৮৫১০	৩২৮৩৩	৩৫৬৬৯	৩৮৫১৬	৪৭০৬০
ঘ) নির্মাণ	৭৪৫৬	৮৬৬৮	১০৫১৩	১১৬৭৫	১৪৩৯২	১৮১৯২	২৪৩০৬
ঙ) ওয়াটার ওয়ার্কস ও স্যানিটারী সার্ভিস	৬	৩	১৫	৫	২৪	৬২	৩৬৭৫
চ) পরিবহণ ও যোগাযোগ	৯৩৮৪	১৯৬০	২৮৭০	৩৯৫৫	৩৫৭৯	৩৫২৪	১১৮৩৮৪
ছ) মজুদ (গুদামজাত)	৭৭৯	৯১৯	৬৭৫	৫১৮	৬২৬	৬৩৮	১৭৮৬১
জ) ব্যবসা	৩৯৪৯৩	৪৩৭৬০	৪৮৬২১	৬৪০৪৮	৭৪০৮৫	৯৭১৭০	১৬৮৭৯
ঝ) বিবিধ	৯৯৯৮	১২২২৭	১৪৩৫৮	১৯৪২৯	২১৮৩৩	২৯৫০৭	
মোট	**১১১৭৩২**	**১২৯১৬৫**	**১৪৬৫৭৩**	**১৮১৫৪৯**	**২০৯০৪৯**	**২৫৭৪৪৩**	**৩২১২৮৫**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, নোটঃ পরবর্তী উপাত্তসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের "Guidelines to fill in the Banking statistics Retures SBS-১, SBS-২ & SBS-৩ এর ৫ম সংস্করণ অনুযায়ী ২২ (খ) তে দেয়া হয়েছে।

পরিশিষ্ট ৪১.২: অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রকারভেদে আগামসমূহ (জুন’১২ থেকে ডিসেম্বর’১৬ পর্যন্ত)

(কোটি টাকায়)

অর্থনৈতিক খাত	জুন’১২	জুন'১৩	জুন'১৪	জুন'১৫	জুন'১৬	ডিসেম্বর’১৬*
ক) কৃষি, বন ও মৎস্য	২০৯৩০	২২৯৭১	২৫৯৫২	২৯৪৫০	৩৪৩৬১	৩৪২৮৭
খ) শিল্প কারখানা	৮৫৭৯৮	৯৬১৩৭	৭৯৩৯৩	৯৫৫১০	১০৫২৩০	১১৪৪৬০
গ) চালু মূলধনে অর্থ যোগান	৫০০০৭	৫৭০৪৮	৮৫৯৭৩	৯৮৮২৫	১২৮৬৯৫	১৩৩৪০২
ঘ) নির্মাণ	৩২১৮৯	৩৮৭০৫	৪০৭২৯	৪৪০৩০	৫৪১৯৬	৬৩৩৪৬
ঙ) পরিবহণ ও যোগাযোগ	৪৯৫৪	৫৮৫৩	৫৩১২	৪০৫৮	৪৭৬২	৫২১০
চ) ব্যবসা	১৪৫৮৫৬	১৫৬৩৩৭	১৮৪৯২২	১৯৫৬৬৬	২২২৫৯৩	২৪২৫৯১
ছ) ভোক্তা অর্থায়ন	২০৯৭৬	২৮০২২	২৮৭৩১	৫২২৫৯	৫৩২০২	৫৫২০৬
ঝ) বিবিধ	২৫২২২	১৯৭৩২	১৮৫৭২	১৬৩৫০	১৮৫১৮	২০৩৬১
মোট	**৩৮৫৯৩৩**	**৪২৬১৬৬**	**৪৬৯৫৮৩**	**৫৩৬১৪৮**	**৬২১৫৫৭**	**৬৬৮৮৬৩**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, * সাময়িক। নোটঃ সারণিটি বাংলাদেশ ব্যাংকের “Guidelines to fill in the Banking statistics Retures SBS-১, SBS-২ & SBS-৩ এর ৫ম সংস্করণ অনুযায়ী দেয়া হয়েছে।

পরিশিষ্ট ৪২.১: অর্থনৈতিক খাতের প্রকারভেদে আগামসমূহ (জুন’০৫ থেকে জুন’১০ পর্যন্ত)

(কোটি টাকায়)

সেক্টর	জুন'০৫	জুন'০৬	জুন'০৭	জুন'০৮	জুন'০৯	জুন'১০
১. **পাবলিক সেক্টরঃ**	**৬৮৮৬**	**৭৪৬৩**	৬৬৮৭	**৬৪৭৯**	**৮৪৬৭**	**৯৮৭৯**
ক) সরকারি	৩২৪	৩৩৯	৩৭০	৪০০	৪৯৯	২১৭
খ) স্বায়ত্বশাসিত ও আধা-স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ	২১৪	৭৬	৪৯০	৭৯	১৭০৩	২১২৪
গ) আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (ডিপোজিট মানি ব্যাংক ব্যতীত)	৪	২	১৭	০	১৭	০
ঘ) অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ	৬২৯৮	৭০১৪	৫৭৯২	৫৯৮৪	৬২৩৫	৭৫২৭
ঙ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ	৪৬	৩২	১৮	১৬	১৩	১০
২. **প্রাইভেট সেক্টরঃ**	**১০৪৮৪৬**	**১২১৭০২**	**১৩৯৮৮৬**	**১৭৫০৭৩**	**২০০৫৮২**	**২৪৭৫৬৫**
ক) কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবী	১০৩০৯	১১৭৮১	১১৪১৬	১২৮৭৫	১৩৮২৭	১৫৯৩২
খ) উৎপাদনশীল কোম্পানি	৪১৬৭৮	৫০৩৬৮	৬০৩৬৮	৭৫০৩০	৮৮৬৯৬	১০৪৬৫৪
গ) ব্যবসা-বাণিজ্য	৩২০৬৪	৩৫২৬৮	৩৯৪৯৬	৫০৪৬৭	৫৬৪৬৭	৭৪৮২৯
ঘ) পরিবহণ কোম্পানি	১১৫৬	৯৪৫০	১৪৮০	১৫০৫	১৮৬৪	২৫৪৯
ঙ) নির্মাণ কোম্পানি	২৪০৪	২৯৪৭	৩৪৩০	৩৮৩৪	৪৭১৭	৬১২৮
চ) গুদামজাতকরণ কোম্পানি	৭৪৪	৪১৬	২৫৭	১৬০	১২১	৯৮
ছ) ট্রাস্ট ফান্ড ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠানসমূহ	৩১	৭৭	৭৬	১	৯১	৯৫
জ) প্রাইভেট আর্থিক প্রতিষ্ঠান (ডিপোজিট মানি ব্যাংক ব্যতীত)	২৩৫৩	১১৩৬	২৮১২	৩৭২৮	৩৬৪৭	৬২৩৭
ঝ) ব্যক্তিগত (পেশাজীবী ও চাকুরিজীবী)	৭৫৯০	৯৮৮৫	১০৬৮৪	১২০৩০	১৪৩৬৩	১৮৩২৭
ঞ) অন্যান্য	৬৫১৭	৮৩৭৪	৯৮৬৭	১৫৪৪৩	১৬৭৮৯	১৮৭১৬
মোটঃ	**১১১৭৩২**	**১২৯১৬৫**	**১৪৬৫৭৩**	**১৮১৫৫২**	**২০৯০৪৯**	**২৫৭৪৪৩**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, নোটঃ পরবর্তী উপাত্তসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের “Guidelines to fill in the Banking statistics Retures SBS-১, SBS-২ & SBS-৩ এর ৫ম সংস্করণ অনুযায়ী ২৩ (খ) তে দেয়া হয়েছে।

পরিশিষ্ট ৪২.২: অর্থনৈতিক খাতের প্রকারভেদে আগামসমূহ (জুন’১১ থেকে ডিসেম্বর’১৬ পর্যন্ত)

(কোটি টাকায়)

সেক্টর	জুন'১১	জুন'১২	জুন'১৩	জুন'১৪	জুন'১৫	ডিসেম্বর’১৫	জুন’১৬	ডিসেম্বর’১৬*
১. **পাবলিক সেক্টরঃ**	**১১৯২২**	**১০২৭০**	**১১২৩২**	**৮৩৮১**	**৯৮৮২**	**৭১১৬**	**৮০৭৩**	**৯২৯৪**
ক) সরকারি	৩৩৬	৩১৭	২৬৯	৫২৭	৪৫৪	১৮৪	৪২৯	৪০৫
খ) স্বায়ত্তবশাসিত	১১১৩	২০৯৭	২৬২৩	১১৪২	১৪৭৯	৯১৮	১২৩২	২৩৫২
গ) আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (ডিপোজিট মানি ব্যাংক ব্যতীত)	০	০	০	১০	০	৯৩	৬৫	৫২
ঘ) অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ	১০৪৬৬	৭৮৫১	৮৩৩৯	৬৬৯৮	৭৯৪৫	৫৯২১	৬৩৪৭	৬৪৮৫
ঙ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ	৭	৫	০	৪	৪	০	০	০
২. **প্রাইভেট সেক্টরঃ**	**৩০৯৩৬৩**	**৩৭৫৬৬৩**	**৪১৩৫৭৩**	**৪৬১২০২**	**৫২৬২৬৬**	**৫৭২৭৪৩**	**৬১৩৪৮৪**	**৬৫৯৫৬৯**
ক) কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবী	২০৫৪৮	২১৭৯১	২২০০১	৮৮১৭	১৫৩৫৪	১২১৪১	১৯৪৫৭	১৮১৩৩
খ) উৎপাদনশীল কোম্পানি	১০৪৪১৭	১২২৫৪৪	১৩৪৯৫৭	১৫৯৮৪০	১৭০৫৩৪	১৮১৮৯৬	১৯৭৮৫৯	২২২৩৭২
গ) গ্যাস/বিদ্যুৎ/শক্তি উৎপাদনকারী কোঃ	৫১২৩	৬৭১২	৬৮২৭	৮০৪৩	৭৮৭৭	৮৭৭৩	৮২৭৪	৮৯৭৮
ঘ) সেবা শিল্প	২৮১৬৫	৩৯১১৯	৪৬৭৮৯	৫৫৪৯৪	৬১৩৫২	৬৯০৮৮	৭৯২৩৬	৮১৬১৩
ঙ) কৃষি ভিত্তিক এবং কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ	১৬০১০	১৮৭২০	২২১৯১	১৮৬১৬	২৫৬৩০	৩১৯৩৬	৩৭৫৭৭	৪০৪০৪
চ) ব্যবসা-বাণিজ্য	৯৩৬৫৬	১০৮৯৫২	১১৮৩০৪	১২৬৫৯২	১৪৩১৬৯	১৬৩১২২	১৬১৯৪৬	১৭১৯৩৯
ছ) ট্রাস্ট ফান্ড ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠানসমূহ	১১১	১৩৯	১৯৫	১৬৭	৫৫১	৪১৭	৫৬৩	৩৭৪
জ) প্রাইভেট আর্থিক প্রতিষ্ঠান	৮৯১৭	১০৯২২	১১৭২৬	১৪৪৮৬	১৫৫০৮	১৭৩৯৫	২০৭২০	২০৭৬০
ঝ) ব্যক্তিগত (পেশাজীবী ও চাকুরিজীবী)	৩০৬৭৬	৩৯৪০৭	৪৭০১৮	৬২৫৭৭	৮৩৪১৮	৮৫৩৯২	৮৫০৯৬	৯১৬২৩
ঞ) অন্যান্য	১৪৪১	৭৩৫৬	২৮৫৬	৬৫৭০	২৮৭৩	২৫৮৩	২৭৫৬	৩৩৭৩
মোটঃ	**৩২১২৮৫**	**৩৮৫৯৩৩**	**৪২৪৮০৪**	**৪৬৯৫৮৩**	**৫৩৬১৪৮**	**৫৭৯৮৫৯**	**৬২১৫৫৭**	**৬৬৮৮৬৩**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, * সাময়িক। নোটঃ সারণিটি বাংলাদেশ ব্যাংকের “Guidelines to fill in the Banking statistics Retures SBS-১, SBS-২ & SBS-৩ এর ৫ম সংস্করণ অনুযায়ী দেয়া হয়েছে।

পরিশিষ্ট ৪৩: ব্যাংক ব্যবস্থার অধীনে অভ্যন্তরীণ ঋণ

(কোটি টাকা)

বছর (জুন স্থিতি)	সরকারের নিকট ঋণ (নিট)	সরকারি খাতে স্থুল ঋণ	সরকারি খাতে ঋণ (২+৩)	বেসরকারি খাতে স্থুল ঋণ	মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ (৪+৫)
১	২	৩	৪	৫	৬
১৯৭৪-৭৫	৬২৭	৫৮৮	১২১৫	২৮৯	১৫০৪
১৯৭৫-৭৬	৭২১	৬৮৯	১৪১০	৩৪৬	১৭৫৬
১৯৭৬-৭৭	৭৩১	৭৩৬	১৪৬৭	৫১৬	১৯৮৩
১৯৭৭-৭৮	৮২৪	৯২৫	১৭৪৯	৭২৩	২৪৭২
১৯৭৮-৭৯	৮৫৬	১২৩৬	২০৯২	৯২৬	৩০১৮
১৯৭৯-৮০	১০৪২	১৫১১	২৫৫৩	১৩৯৬	৩৯৪৯
১৯৮০-৮১	১৬৬৩	১৮৪৭	৩৫১০	১৭৬৩	৫২৭৩
১৯৮১-৮২	১৬৬২	২৪৩৫	৪০৯৭	২৩৬৫	৬৪৬২
১৯৮২-৮৩	১৬০৬	২৪৬৩	৪০৬৯	৩০৯৮	৭১৬৭
১৯৮৩-৮৪	২০৬৯	২৫৫২	৪৬২১	৪৯১৪	৯৫৩৫
১৯৮৪-৮৫	১৯৮৮	৩২৩০	৫২১৮	৬৮৯০	১২১০৮
১৯৮৫-৮৬	১৮৫৩	৩৯৭৩	৫৮২৬	৮৩৫৬	১৪১৮২
১৯৮৬-৮৭	১৯৭৯	৪৩৫৫	৬৩৩৪	৮৯৭৪	১৫৩০৮
১৯৮৭-৮৮	১৮২০	৪৩৬০	৬১৮০	১০৮৯৬	১৭০৭৬
১৯৮৮-৮৯	১৩৭৩	৪৬৩৪	৬০০৭	১৩৩৫৯	১৯৩৬৬
১৯৮৯-৯০	২০১৭	৫০১১	৭০২৮	১৬০০৫	২৩০৩৩
১৯৯০-৯১	২১৮৮	৫৩৫৭	৭৫৪৫	১৭৮২৩	২৫৩৬৮
১৯৯১-৯২	৩৬২৬	৫৬৪৩	৯২৬৯	১৭৯৩৯	২৭২০৮
১৯৯২-৯৩	৩৯২২	৬০৩৪	৯৯৫৬	১৯৩১৮	২৯২৭৪
১৯৯৩-৯৪	৩৮০৮	৫৬১৯	৯৪২৭	২০৯৭৩	৩০৪০০
১৯৯৪-৯৫	৪৫০৯	৫৭৯৬	১০৩০৫	৩০০২৩	৪০৩২৮
১৯৯৫-৯৬	৬৩১০	৫৬৮৯	১১৯৯৯	৩৪৮৭০	৪৬৮৬৯
১৯৯৬-৯৭	৮০১৭	৬১২২	১৪১৩৯	৩৮৯৪৮	৫৩০৮৭
১৯৯৭-৯৮	৯২৭২	৬৪৯২	১৫৭৬৪	৪৪২০৬	৫৯৯৭০
১৯৯৮-৯৯	১১২৬৪	৬৩১০	১৭৫৭৪	৫১১২৫	৬৮৬৯৮
১৯৯৯-০০	১৪৭৯০	৬৫০৯	২১২৯৯	৫৬৫২১	৭৭৮১৯
২০০০-০১	১৭৬৯৪	৭৬৯৪	২৫৩৮৮	৬৫৬৫৯	৯১০৪৬
২০০১-০২	২০২৬২	৭৫৮০	২৭৮৪৩	৭৪৫৫৪	১০২৩৯৭
২০০২-০৩	১৯০২৮	৭৫৯৪	২৬৬২১	৮৪০২৮	১১০৬৪৯
২০০৩-০৪	২১৮৯৯	৯০১৮	৩০৯১৭	৯৫৮৬৯	১২৬৭৮৬
২০০৪-০৫	২৫৫৮৩	১১২৩৯	৩৬৮২২	১১২০১৬	১৪৮৮৩৮
২০০৫-০৬	৩০৯০৩	১৪৫৬১	৪৫৪৬৩	১৩২৩১৮	১৭৭৭৮১
২০০৬-০৭	৩৫২৮৪	১৬০৪৬	৫১৩২৯	১৫২১৭৭	২০৩৫০৬
২০০৭-০৮	৪৫১৯৩	১০১৬২	৫৫৩৫৫	১৯০১৩৬	২৪৫৪৯১
২০০৮-০৯	৫৬৭৯৪	১০৯২০	৬৭৭১৪	২১৭৯২৭	২৮৫৬৪১
২০০৯-১০	৫২৭১৬	১২৮১৪	৬৫৫৩০	২৭০৭৬১	৩৩৬২৯১
২০১০-১১	৭৩২২৮	১৬৯৫২	৯০১৮০	৩৪০৭১৩	৪৩০৮৯৩
২০১১-১২	৯১৭২৯	১৫৩৪২	১০৭০৭১	৪০৭৯০২	৫১৪৯৭৩
২০১২-১৩	১১০১০৭	৯৪৫৫	১১৯৫৮০	৪৫২১৫৭	৫৭১৭৩৭
২০১৩-১৪	১১৭৫২৯	১২৭৩৭	১৩০২৬৬	৫০৭৬৪০	৬৩৭৯০৬
২০১৪-১৫	১১০২৫৭	১৬৬৭০	১২৬৯২৭	৫৭৪৫৯৯	৭০১৫২৬
২০১৫-১৬	১১৪২২০	১৬০৫১	১৩০২৭১	৬৭১০০৯	৮০১২৮০
২০১৬-১৭*	৯৩৫২৬	১৫৬৫৪	১০৯১৮০	৭২৭৭০১	৮৩৬৮৮১

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক । * ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

পরিশিষ্ট ৪৪: ব্যাংক আমানতের পরিমাণ

(কোটি টাকায়)

ব্যাংক আমানতের প্রকার	জুন'০৭	জুন'০৮	জুন'০৯	জুন'১০	জুন'১১	জুন'১২	জুন'১৩	জুন'১৪	জুন'১৫	ডিসেম্বর'১৫	জুন'১৬	ডিসেম্বর'১৬*
১) স্থায়ী আমানত	৭৬৯৬৮	৯৪৮৯৭	১২৪৬৭৮	১৩৯০২২	১৮৫৬৬৪	২৪০২৮০	২৯৮০৬২	৩৪৯৪৭৪	৩৮২৫৩৬	৪০৪৩৭৯	৪১০৭৬২	৪১৪৩৮১
ক. ৩ হতে ৬ মাস সময়ের জন্য	১৬৬৪৯	২০৯১৬	৩১৪৯১	৩৭৮৭৮	৬১৪০৯	৯১২৩৩	১২৮৯৬৩	১৪১০০২	১৫২২৯৫	১৬২৮০৪	১৬৭৮৫১	১৭৫৬৬৯
খ. ৬ হতে এক বৎসর সময়ের জন্য	৯৬৯৮	১২৭৫৯	১৪৪৫৩	১৪৮৯৯	২০০২১	২৪০৫৭	২৫৩২৭	৩৩৬৭৮	৪১৬৬৫	৪০৭৩০	৪১৩৫৫	৪২৮৯৮
গ. ১ বৎসর হতে দুই বৎসর সময়ের জন্য	৩৪৬৪৫	৪০২৮৮	৫০১৪৮	৫৪১৯২	৬৩১৯৮	৭৩৬৩৩	৮০৬২৭	১০৫৬৯৭	১১৬২১২	১২২০৮৩	১২৩৪৬৪	১২১৪২৭
ঘ. ২ বৎসর হতে তিন বৎসর সময়ের জন্য	৭১৬৪	৮৪১১	১১৬১৯	১৬৪৮০	১৬৪০৫	১২৮৬৬	১৩৮১৩	১২৫৪৩	৯৫৫৬	৯৬৭৭	১০৫১৪	৮৯২০
ঙ. ৩ বৎসর হতে অধিক সময়ের জন্য	৮৮১২	১২৫২২	১৬৯৬৭	১৫৫৭৪	২৪৬৩১	৩৮৪৯১	৪৯৩৩২	৫৬৫৫৪	৬২৮০৮	৬৯০৮৬	৬৭৫৮০	৬৫৪৬৭
২) চলতি আমানত	১৯৪৭৯	২২৬৫৩	২৫১১০	৩৩০১২	৪১৫০১	৪২৩৭৯	৪৫৪৬৮	৫০৪১৮	৫৯৯৩৬	৬১২৬৩	৮৭৮৩৫	৬৯৮৭১
৩) উত্তোলনযোগ্য দৃশ্যমান আমানত	৩০৪১	৩৮৫০	৪৩৮৬	৮২১১	৬৬৩৩	৭৮৮১	৭৯৮৫	১০১১৪	১২৩৯১	৯৭০৭	১৫০০৮	১৬৮৭৪
৪) সঞ্চয়ী আমানত	৪৮৯৫৭	৫৪৯৪৮	৬১০৮০	৭৬০৮১	৮৬০৩০	৯৩০১৭	৯৯৩১৬	১০৮২০৪	১৩৫২৯০	১৪৭৬০৫	১৬৪৬৯৮	১৭৪২৯৮
৫) বিদেশিদের টাকা বিনিময় হিসাব	-	৫৪২	৯১৪	৭০৬	৭৩০	১৪৯৬	১২৪৩	১৩২৫	১৬৪৪	১৮৫৭	১৩৮৭	১৭৫৫
৬) বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	-	৯৭৬	১৬৭৯	২৫৯১	২৬৩৮	৩৭২৯	৩০৯১	২৫৬৮	২৪১০	২৮৮২	৩৭৯৬	৩৮৫৬
৭) ওয়েজ আর্নাসদের আমানত	-	১৭০১	১৭১৫	১৪৩৮	২১৫৯	১৭০৮	১৩৫৬	১৮৭০	১৭৮৮	১৮২১	২২৮৪	২৬২৫
৮) আবাসিকদের বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	-	২৩৬২	১৮১২	১৯৪৫	২১৯৪	৩২৫৫	৫৬৫১	৪৯৮৮	৬৮৫৯	৫৯৬৯	৬৪৯৫	৮২৮৪
৯) স্বল্প মেয়াদি আমানত	২৪৮৮৮	২০৭২০	২৫৪৪৭	৩৬৫১৩	৩৭৮৫৭	৪০১০৬	৪৫৭৯৭	৫১১৫৭	৫৭৪৭৮	৬৫৬২৫	৭৩৮৫৩	৮২৪১৮
১০) পেনসন স্কীমে আমানত	১৬৬৯২	১৮৫৭১	২১২৬৮	২৪৩৭৫	২৮৩৭৯	৩০৩২৫	৪০৯৪২	৪২৭১৫	৫৬০৪৫	৬২৩৬৬	৬৬৫৭৩	৭০৪৯৭
১১) মারজিন ডিপোজিটস	-	২৯২৯	৩১৫৫	৪৬৫২	৬১৪৮	৭১২৫	৭০৭২	৬৭৩০	৭৮৭৩	৭৭৮৩	৮৫৬৪	৮০৬৪
১২) স্পেশাল পারপাস ডিপোজিটস	-	৬১৮০	৬৬২৬	৮০৩৭	৯৯৭৮	১৩৩৬৩	১৪৪১৩	১৮১৮১	১৯৫৫১	২০৯৩৪	২৪১৫৮	২৩২৩২
১৩) নেগোসিয়েবল সার্টিফিকেট আমানত	১১৩৭	১২৫০	১৪৯৭	১৩২৩	১৬৬৫	১৭০৯	১৬৭০	১৬৬২	১৭৮৪	১৭৬৮	১৮০৬	১৭৭৪
১৪) রেসট্রিকটেড/ব্লকড ডিপোজিটস	-	২৬	২৩	১৪	১০	৩৪	৪০	৩৪	২২	২৩	৩৫	৩৮
১৫) অনাবাসিকদের বৈদেশিক মূল্য হিসাব	৩৬৮১	-	--	--	-	-	-	-	-	-	-	-
১৬) অনাবাসিকদের টাকা বিনিময় হিসাব	৯২	-	--	--	-	-	-	-	-	-	-	-
মোট আমানতঃ	**১৯৫২০৫**	**২৩১৬০৫**	**২৭৯৩৯১**	**৩৩৭৯২০**	**৪১১৫৮৬**	**৪৮৬৪০৭**	**৫৭২১০৮**	**৬৪৯৪৪০**	**৭৪৫৬০৬**	**৭৯৩৯৮২**	**৮৪৭৪৫৪**	**৮৭৭৯৬৭**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, * সাময়িক। নোটঃ সারণিটি বাংলাদেশ ব্যাংকের “Guidelines to fill in the Banking statistics Retures SBS-১, SBS-২ & SBS-৩ এর ৫ম সংস্করণ অনুযায়ী দেয়া হয়েছে।

পরিশিষ্ট ৪৫: মনিটারি সার্ভে

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	পরিসম্পৎ						দায়				
	নিট বৈদেশিক সম্পদ	নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	সরকারের নিকট দাবী	অন্যান্য সরকারি খাতের নিকট দাবী	বেসরকারি খাতের নিকট দাবী	অন্যান্য উপাদান (নিট)	ব্যাপক অর্থ সরবরাহ (এম-২)	সংকীর্ণ অর্থ সরবরাহ (এম-১)	ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা	তলবী আমানত	বৈদেশিক মুদ্রার আমানতসহ মেয়াদি আমানত
১৯৭৫-৭৬	-১৪.৯	১৪১১.৮	৭২১.২	৬৮৯.১	৩৪৬.৩	-৩৪৪.৮	১৩৯৬.৮	৮৮২.১	৩২৯.৯	৫৫২.২	৫১৪.৭
১৯৭৬-৭৭	১১২.৭	১৬২৭.২	৭৩১.৩	৭৩৬.১	৫১৫.৯	-৩৫৬.১	১৭৩৯.৭	৯৭২.৭	৩৫৬.৩	৬১৬.৪	৭৬৭.০
১৯৭৭-৭৮	২৯.১	২১১১.৯	৮২৪.৩	৯২৫.১	৭২৩.২	-৩৬০.৭	২১৪০.৭	১২২৩.৮	৫০৪.৩	৭১৯.৫	৯১৬.৯
১৯৭৮-৭৯	২১৬.৩	২৫৪৩.৭	৮৫৬.২	১২৩৫.৬	৯২৫.৮	-৪৭৩.৯	২৭৫৯.৯	১৫২৪.৭	৬১৩.৩	৯১১.৪	১২৩৫.২
১৯৭৯-৮০	-৪০.৮	৩২৮৫.৭	১০৪২.৩	১৫১১.৩	১৩৯৬.৩	-৬৬৪.২	৩২৪৪.৮	১৭৩১.৬	৬৯৩.৪	১০৩৮.২	১৫১৩.২
১৯৮০-৮১	-৩৬১.১	৪৪৯৭.১	১৬৬২.৮	১৮৪৭.৪	১৭৬৩.০	-৭৭৬.১	৪১৩৫.৮	১৯৮৬.১	৯১৪.৮	১০৭১.৩	২১৪৯.৭
১৯৮১-৮২	-১১২৯.৮	৫৬৭৮.৫	১৬৬২.৪	২৪৩৫.২	২৩৬৪.৬	-৭৮৩.৭	৪৫৪৮.৬	২০১২.০	৮৭৭.৫	১১৩৪.৫	২৫৩৬.৬
১৯৮২-৮৩	-৪৫৭.৩	৬৩৫৪.৯	১৬০৬.৪	২৪৬২.৬	৩০৯৭.৫	-৮১১.৬	৫৮৯৭.৬	২৬৩৩.৬	১১৩৮.৬	১৪৯৫.০	৩২৬৪.০
১৯৮৩-৮৪	১৪৭.২	৮২৩৮.৬	২০৬৯.০	২৫৫২.০	৪৯১৪.৫	-১২৯৬.৯	৮৩৮৫.৮	৩৫৪৯.৯	১৫৫৬.৩	১৯৯৩.৬	৪৮৩৫.৯
১৯৮৪-৮৫	-২.৫	১০৫৩৬.৮	১৯৮৮.৩	৩২২৯.৫	৬৮৯০.৬	-১৫৭১.৬	১০৫৩৪.২	৪২৩১.৮	১৭২২.৯	২৫০৮.৯	৬৩০২.৪
১৯৮৫-৮৬	৭৩.৯	১২২৬৪.২	১৮৫৩.২	৩৯৭২.৮	৮৩৫৬.২	-১৯১৮.০	১২৩৩৮.১	৪৯২৭.৯	১৯৫৩.১	২৯৭৪.৮	৭৪১০.২
১৯৮৬-৮৭	৩৮৮.৫	১৩৯৬৪.৬	১৯৭৮.৭	৪৩৫৫.৬	৮৯৭৪.০	-১৩৪৩.৭	১৪৩৫৩.১	৫২৬২.৮	২০৭৪.৯	৩১৮৭.৯	৯০৯০.৩
১৯৮৭-৮৮	৫৯৯.৮	১৫৮০৮.২	১৭১৭.৫	৪৩৫৯.৭	১০৮৯৬.৩	-১১৬৫.৩	১৬৪০৮.০	৫০৪৭.৭	২৪১৫.০	২৬৩২.৭	১১৩৬০.৩
১৯৮৮-৮৯	৭৭৭.৩	১৮৩০০.৮	১২৭০.৪	৪৬৩৩.৭	১৩৩৫৯.৭	-৯৬৩.০	১৯০৭৮.১	৫৪৬০.৭	২৬১৫.৬	২৮৪৫.১	১৩৬১৭.৪
১৯৮৯-৯০	৪২৭.৫	২১৮৭০.১	২০১৪.৭	৫০১১.৬	১৬০০৪.৫	-১১৬০.৭	২২২৯৭.৭	৬৩৬৮.৭	৩১৮৮.৩	৩১৮০.৪	১৫৯২৯.০
১৯৯০-৯১	১৭৫১.৭	২৩২৫২.৬	২১৮৭.৮	৫৩৫৭.৭	১৭৮২২.৮	-২১১৫.৭	২৫০০৪.৪	৭২০৩.৭	৩৬১১.৮	৩৫৯১.৯	১৭৮০০.৭
১৯৯১-৯২	৪০২৪.৯	২৪৫০১.১	৩৬২৫.৬	৫৬৪৩.৫	১৭৯৩৯.২	-২৭০৭.২	২৮৫২৬.০	৮২৫৭.২	৪০৭২.৬	৪১৮৪.৬	২০২৬৮.৮
১৯৯২-৯৩	৫৯৬০.৮	২৫৫৭৪.৮	৩৯২২.১	৬০৩৪.৩	১৯৩১৭.৪	-৩৬৯৯.০	৩১৫৩৫.৬	৯০৬২.৬	৪৪৮০.১	৪৫৮২.৫	২২৪৭৩.০
১৯৯৩-৯৪	৯০৬১.১	২৭৩৪১.৫	৩৮০৮.০	৫৬১৯.০	২০৯৭২.৫	-৩০৫৮.০	৩৬৪০৩.০	১১১৬৭.১	৫৪১৬.০	৫৭৫১.১	২৫২৩৫.৯
১৯৯৪-৯৫	১০৩৭২.০	৩১৮৪০.৩	৪৫০৯.০	৫৭৯৬.০	৩০০২৩.০	-৮৪৮৭.৮	৪২২১২.৩	১৩১৭৯.৪	৬৫৬৫.১	৬৬১৪.৩	২৯০৩২.৯
১৯৯৫-৯৬	৬৬৪৪.২	৩৯০৪৬.৩	৬৩১০.০	৫৬৮৯.০	৩৪৮৬৯.৭	-৭৮২২.৪	৪৫৬৯০.৫	১৪৪৫৯.৪	৭১২৩.৩	৭৩৩৬.১	৩১২৩১.১
১৯৯৬-৯৭	৬৪৫২.৯	৪৪১৭৪.৬	৮০১৭.২	৬১২১.৭	৩৮৯৪৭.৬	-৮৯১১.৯	৫০৬২৭.৫	১৫১৬৭.০	৭৫৭৪.৬	৭৫৯২.৪	৩৫৪৬০.৫
১৯৯৭-৯৮	৬৭০১.৮	৪৯১৬৭.৩	৯২৭২.০	৬৪৯২.২	৪৪২০৫.৮	-১০৮০২.৭	৫৫৮৬৯.১	১৫৮৮৮.৫	৮১৫৩.৩	৭৭৩৫.২	৩৯৯৮০.৬
১৯৯৮-৯৯	৬৩১০.৬	৫৬৭১৬.৫	১১২৬৩.৯	৬৩০৯.৬	৫১১২৪.৬	-১১৯৮২.০	৬৩০২৬.৭	১৭২৪৯.৪	৮৬৮৬.৬	৮৫৬২.৮	৪৫৭৭৭.৩
১৯৯৯-০০	৮২৬৮.৮	৬৬৪৯৩.৬	১৪৭৮৯.৫	৬৫০৯.০	৫৬৫২০.৫	-১১৩২৫.৪	৭৪৭৬২.৪	১৯৮৮১.৩	১০১৭৬.০	৯৭০৫.৩	৫৪৮৮১.১
২০০০-০১	৭১৫৩.৭	৮০০২০.৫	১৭৬৯৩.৮	৭৬৯৩.৭	৬৫৬৫৮.৭	-১১০২৫.৭	৮৭১৭৪.২	২২৩৪৭.৪	১১৪৭৮.৩	১০৮৬৯.১	৬৪৮২৬.৮
২০০১-০২	৯২৩৩.৯	৮৯৩৮২.১	২০২৬২.২	৭৫৮০.৩	৭৪৫৫৪.২	-১৩০১৪.৬	৯৮৬১৬.০	২৪১৬১.১	১২৫৩১.৪	১১৬২৯.৭	৭৪৪৫৪.৯
২০০২-০৩	১৩৫৯১.৩	১০০৪০৩.২	১৯০২৭.৯	৭৫৯৩.৫	৮৪০২৭.৬	-১০২৪৫.৮	১১৩৯৯৪.৬	২৬৭৪৩.৪	১৩৯০১.৮	১২৮৪১.৬	৮৭২৫১.২
২০০৩-০৪	১৫৯১৩.১	১১৩৮০৮.১	২১৮৯৮.৮	৯০১৭.৭	৯৫৮৬৯.৪	-১২৯৭৭.৮	১২৯৭৭৩.৮	৩০৪৪৮.০	১৫৮১১.০	১৪৬৮৯.২	৯৯২৭৩.৬
২০০৪-০৫	১৮২২৯.৩	১৩৩২১৭.২	২৫৫৮২.৭	১১২৩৯.১	১১২০১৫.৫	-১৫৬০৮.৩	১৫১৫৪৪.৪	৩৫৪০৪.১	১৮৫১৪.১	১৭০২৪.০	১১৬০৪২.৩
২০০৫-০৬	২১৫২৫.২	১৫৯১৪৯.০	৩১৫৩৪.২	১৪৫৬০.৬	১৩২৩১৭.৫	-১৯২৪৯.০	১৮১১৫৬.১	৪২৬৫২.৩	২২৮৬২.১	২০২৭২.১	১৩৮০২১.৯
২০০৬-০৭	৩২৩৯৭.১	১৭৯১০৭.২	৩৫৯৩৮.৮	১৬০৪৫.৫	১৫২১৭৭.১	-২৫০৩৮.২	২১১৯৮৬.৩	৫০১৬৮.০	২৬৬৪৩.৮	২৪০০৬.২	১৬১৩৩৬.৩
২০০৭-০৮	৩৭৩১৭.৯	২১১৪৭৭.০	৪৬৭৫১.০	১০১৬২.৪	১৯০১৩৫.৭	-৩৫৫৫০.২	২৪৮৭৯৪.৯	৫৯৩১৪.৫	৩২৬৮৯.৯	২৬৬২৪.৫	১৮৯৪৮০.৫
২০০৮-০৯	৪৭৪৫৯.৪	২৪৯০৪০.৪	৫৮০০৭.৬	১০৯১৯.৭	২১৭৯২৭.৫	-৩৭৭৯৭.০	২৯৬৪৯৯.৮	৬৬৪২৬.৯	৩৬০৪৯.২	৩০৩৭৭.৭	২৩০০৭২.৯
২০০৯-১০	৬৭০৭৩.৭	২৯৫৯৫৭.৫	৫৪২৫২.৯	১২৮১৩.৯	২৭০৭৬০.৬	-৪১৮৪৬.০	৩৬৩০৩১.২	৮৭৯৪৪.৪	৬৪১৫৭.১	৪১৮৩১.৩	২৭৫০৪২.৮
২০১০-১১	৭০৬২০.০	৩৬৯৯০০.০	৭৩২২৭.৯	১৬৯৫২.৪	৩৪০৭১২.৭	-৬০৯৪৬.৪	৪৪০৫২০.০	১০৩১০১.১	৫৪৭৯৫.১	৪৮৩০৬	৩৩৭৪১৮.৯
২০১১-১২	৭৮৮১৪.৭	৪৩৮২৯০.৮	৯১৭২৮.৯	১৫৩৪২.১	৪০৭৯০১.৬	-৭৬৬৮১.৭	৫১৭১০৯.৫	১০৯৭২১.৪	৫৮৪১৭.১	৫১৩০৪.৩	৪০৭৩৮৮.১
২০১২-১৩	১১৩২৫০.১	৪৯০২৫৫.৩	১১০১২৪.৬	৯৪৫৫.৩	৪৫২১৫৭.২	-৮১৪৮১.৭	৬০৩৫০৫.৪	১২৩৬০৩.১	৬৭৫৫২.৯	৫৬০৫০.২	৪৭৯৯০২.৩
২০১৩-১৪	১৬০০৫৬.৬	৫৪০৫৬৬.৯	১১৭৫২৯.৪	১২৭৩৬.৯	৫০৭৬৩৯.৯	-৯৭৩৩৯.৩	৭০০৬২৩.৫	১৪১৬৪৫.১	৭৬৯০৮.৪	৬৪৭৩৬.৭	৫৫৮৯৭৮.৪
২০১৪-১৫	১৮৯২২৮.৮	৫৯৮৩৮৫.৩	১১০২৫৭.২	১৬৬৬৯.৮	৫৭৪৫৯৯.৪	-১০৩১৪১.২	৭৮৭৬১৪.১	১৬০৮১৪.২	৮৭৯৪০.৮	৭২৮৭৩.৪	৬২৬৮০০.০
২০১৫-১৬	২৩৩১৩৬	৬৮৩২৪২	১১৪২২০	১৬০৫১	৬৭১০০৯	-১১৮০৩৮	৯১৬৩৭৮	২১২৪৩১	১২২০৭৫	৯০৩৫৬	৭০৩৯৪৭
২০১৬-১৭*	২৫২৪৯৮	৭০৫৩৮৮	৯৩৫২৬	১৫৬৫৩	৭২৭৭০১	-১৩১৪৯২	৯৫৭৮৮৭	২০০৭১২	১১২৫০০	৮৮২১২	৭৫৭১৭৫

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। * ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

পরিশিষ্ট ৪৬: বাণিজ্য শর্ত

অর্থবছর	রপ্তানি মূল্য সূচক	আমদানি মূল্য সূচক	বাণিজ্য শর্ত
ভিত্তি বছরঃ ১৯৭৯-৮০=১০০			
১৯৮৫-৮৬	৭৮.৯	৯৮.৫	৮০.১
১৯৮৬-৮৭	৮১.৮	৮৯.৯	৯১.০
১৯৮৭-৮৮	৯৫.৭	৯১.৪	১০৪.৭
১৯৮৮-৮৯	৯২.৬	৯৭.২	৯৫.৩
১৯৮৯-৯০	৯৫.৬	১০৩.০	৯২.৮
১৯৯০-৯১	১০১.৯	১০৭.৪	৯৪.৯
১৯৯১-৯২	১০০.৪	১০৪.৪	৯৬.২
১৯৯২-৯৩	১০৭.৩	১০৭.৮	৯৯.৬
১৯৯৩-৯৪	১১৩.৩	১১০.৮	১০২.৩
১৯৯৪-৯৫	১২০.৮	১২০.৭	১০০.১
ভিত্তি বছরঃ ১৯৮৮-৮৯=১০০			
১৯৯৫-৯৬	১৪৯.০	১৪৯.১	৯৯.৯
১৯৯৬-৯৭	১৫৩.২	১৫১.৫	১০১.১
১৯৯৭-৯৮	১৬৮.০	১৬৩.০	১০৩.১
ভিত্তি বছরঃ ১৯৯৫-৯৬=১০০			
১৯৯৮-৯৯	১১৭.৫৪	১২৫.৫৪	৯৩.৬৩
১৯৯৯-০০	১১৭.৪৯	১২৬.৬৪	৯২.৭৭
২০০০-০১	১২০.৩১	১৩৬.১৭	৮৮.৩৫
২০০১-০২	১২৩.১৫	১৪৬.৪১	৮৪.১১
২০০২-০৩	১২৬.২৩	১৫৭.৭৬	৮০.০১
২০০৩-০৪	১৩৫.১৯	১৬৪.১৫	৮২.৩৬
২০০৪-০৫	১৩৯.৬০	১৬৯.৯৬	৮২.১৪
২০০৫-০৬	১৪২.৩৮	১৭৬.৬৬	৮০.৬০
ভিত্তি বছরঃ ২০০৫-০৬=১০০			
২০০৬-০৭	১০৪.৮৫	১০৩.৬৪	১০১.১৭
২০০৭-০৮	১১৬.৩৪	১৩১.৪২	৮৮.৫৩
২০০৮-০৯	১২৫.১৩	১৪০.৩৫	৮৯.১৬
২০০৯-১০	১৩২.৬৪	১৪৮.৩২	৮৯.৪৩
২০১০-১১	১৪৬.৪১	১৬৬.৫১	৮৭.৯৫
২০১১-১২	১৫১.৭১	১৭৬.৪৪	৮৫.৯৮
২০১২-১৩	১৬৩.০৪	১৮৯.৬২	৮৫.৯৮
২০১৩-১৪	১৭২.০৯	২০০.৩৭	৮৫.৮৯
২০১৪-১৫	১৮২.৩৪	২১১.৯০	৮৬.০৫

উৎসঃ ১৯৯৪-৯৫ অর্থবছর পর্যন্ত পরিকল্পনা কমিশন, ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছর হতে উপাত্তসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সংগৃহীত।

পরিশিষ্ট ৪৭: বৈদেশিক মুদ্রার গড় বিনিময় হার

অর্থ বছর	বিনিময় হার (১ ডলারের সমান)
১৯৭১-৭২	৭.৩০০০
১৯৭২-৭৩	৭.৮৭৬৩
১৯৭৩-৭৪	৭.৯৬৬৪
১৯৭৪-৭৫	৮.৮৭৫২
১৯৭৫-৭৬	১৫.০৫৪১
১৯৭৬-৭৭	১৫.৪২৬০
১৯৭৭-৭৮	১৫.১১৬৮
১৯৭৮-৭৯	১৫.২২৩১
১৯৭৯-৮০	১৫.৪৯০০
১৯৮০-৮১	১৬.২৫৮৬
১৯৮১-৮২	২০.০৬৫২
১৯৮২-৮৩	২৩.৭৯৫৩
১৯৮৩-৮৪	২৪.৯৪৩৭
১৯৮৪-৮৫	২৫.৯৬৩৪
১৯৮৫-৮৬	২৯.৮৮৬১
১৯৮৬-৮৭	৩০.৬২৯৪
১৯৮৭-৮৮	৩১.২৪২২
১৯৮৮-৮৯	৩২.১৩৯৯
১৯৮৯-৯০	৩২.৯২১৪
১৯৯০-৯১	৩৫.৬৭৫২
১৯৯১-৯২	৩৮.১৪৫৩
১৯৯২-৯৩	৩৯.১৩৯৫
১৯৯৩-৯৪	৪০.০০০৯
১৯৯৪-৯৫	৪০.২০০৫
১৯৯৫-৯৬	৪০.৮৩৬৫
১৯৯৬-৯৭	৪২.৭০০৮
১৯৯৭-৯৮	৪৫.৪৫৬৩
১৯৯৮-৯৯	৪৮.০৬৪৪
১৯৯৯-০০	৫০.৩১১২
২০০০-০১	৫৩.৯৫৯২
২০০১-০২	৫৭.৪৩৪৭
২০০২-০৩	৫৭.৯০০০
২০০৩-০৪	৫৮.৯৩৫৩
২০০৪-০৫	৬১.৩৯৩৯
২০০৫-০৬	৬৭.০৭৯৭
২০০৬-০৭	৬৯.০৩১৮
২০০৭-০৮	৬৮.৬০১৯
২০০৮-০৯	৬৮.৮০১২
২০০৯-১০	৬৯.১৮৪৮
২০১০-১১	৭১.১৭১৯
২০১১-১২	৭৯.০৯৬৩
২০১২-১৩	৭৯.৯৩২৬
২০১৩-১৪	৭৭.৭২১৮
২০১৪-১৫	৭৭.৬৭৪৬
২০১৫-১৬	৭৮.২৬৩৭
২০১৬-১৭*	৭৮.৬২৩৭

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। **ফেব্রুয়ারি, ২০১৭** পর্যন্ত।

পরিশিষ্ট ৪৮.১ : প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (Real Effective Exchange Rate-REER) সূচক, ১৯৯৪-৯৫=১০০
(১১ টি দেশের মুদ্রাঝুড়ি)

অর্থবছর	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-০০	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮
REER সূচক	১০৯.৬০	১১১.৬৪	১০৮.০৬	১০২.০৪	১০১.৪৮	৯৬.৯৮	৯৩.৪২	৯১.৭৪	৮৬.৯০	৮৯.৬৫	৯০.৯৭

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

পরিশিষ্ট ৪৮.২: প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (Real Effective Exchange Rate-REER) সূচক, ২০১০-১১=১০০
(৮ টি দেশের মুদ্রাঝুড়ি)

অর্থবছর	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪
REER সূচক	৮৩.৮৬	৮৬.৫৫	৮৬.০২	৯১.৩০	৯৭.৭৪	৮৯.৪২	৯১.৩৭	১০১.৪৯	১০৭.২০

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

পরিশিষ্ট ৪৮.৩: প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (Real Effective Exchange Rate-REER) সূচক, ২০১০-১১=১০০
(১০ টি দেশের মুদ্রাঝুড়ি)

অর্থবছর	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭ (ফেব্রুয়ারি'১৭)
REER সূচক	১০০	১০০.৬	১১০.০৫	১১৪.৩৯	১৩০.৬২	১৩৮.২২	১৪৯.৯৯

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

পরিশিষ্ট ৪৯.১: পণ্য রপ্তানি আয় (২০০৪-০৫ থেকে ২০০৮-০৯)

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

দ্রব্যসমূহ	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯
ক) প্রাথমিক পণ্যসমূহঃ					
১। কাঁচা পাট	৯৬	১৪৮	১৪৭	১৬৫	১৪৮
২। চা	১৬	১২	৭	১৫	১২
৩। হিমায়িত খাদ্য	৪২১	৪৫৯	৫১৫	৫৩৪	৪৫৫
৪। কৃষিজ পণ্য	৮২	১০৫	৮৮	১২০	১৪৭
৫। অন্যান্য প্রাথমিক দ্রব্যসমূহ	৩৩	৪৯	৭৫	১৫৪	১০৮
মোট প্রাথমিক পণ্যসমূহ (১-৫)	**৬৪৮**	**৭৭৩**	**৮৩২**	**৯৮৮**	**৮৭০**
খ) শিল্পজাত পণ্যঃ					
৬। পাটজাত পণ্যসমূহ	৩০৭	৩৬১	৩২১	৩১৮	২৬৯
৭। চামড়া	২২১	২৫৭	২৬৬	২৮৪	১৭৭
৮। পেট্রোলিয়াম পণ্য	৩৫	৮৮	৮৪	১৮৫	১৪২
৯। তৈরি পোষাক	৩৫৯৮	৪০৮৪	৪৬৫৮	৫১৬৭	৫৯১৯
১০। নিটওয়্যার	২৮১৯	৩৮১৭	৪৫৫৪	৫৫৩৩	৬৪২৯
১১। রাসায়নিক দ্রব্য	১৯৭	২০৬	২১৫	২১৬	২৮০
১২। জুতা	৮৮	৯৫	১৩৬	১৭০	১৮৭
১৩। হস্তশিল্পজাত দ্রব্য	৫	৪	৮	৫	৬
১৪। ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য	৮৫	১১১	২৩৭	২২০	১৮৯
১৫। অন্যান্য শিল্প পণ্য	৬৫২	৭৩০	৮৬৭	১০২৫	১০৯৬
মোট শিল্পজাত পণ্য (৬-১৫)	**৮০০৬**	**৯৭৫৩**	**১১৩৪৬**	**১৩১২৩**	**১৪৬৯৫**
সর্বমোট (ক+খ)	**৮৬৫৪**	**১০৫২৬**	**১২১৭৮**	**১৪১১১**	**১৫৫৬৫**
বার্ষিক শতকরা পরিবর্তন (%)	**১৩.৮৩**	**২১.৬৩**	**১৫.৬৯**	**১৫.৮৭**	**১০.৩১**

উৎসঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো। * ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত। নোটঃ শতকরা পরিবর্তন পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায়।

পরিশিষ্ট ৪৯.২: পণ্য রপ্তানি আয় (২০০৯-১০ থেকে ২০১৬-১৭)

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

দ্রব্যসমূহ	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭*
ক) প্রাথমিক পণ্যসমূহঃ	--	--	--	--	--	--	--	--
১। কাঁচা পাট	১৯৬	৩৫৭	২৬৬	২৩০	১২৬	১১২	১৭৩	১৩১
২। চা	৬	৩	৩	২	৪	৩	২	৩
৩। হিমায়িত খাদ্য	৪৪৫	৬২৫	৫৯৮	৫৪৪	৬৩৮	৫৬৮	৫৩৬	৩৫৮
৪। কৃষিজ পণ্য	১৮৯	২৬২	৩০৪	৩৫১	৪০২	৩৩৯	৩০৯	১৭২
৫। অন্যান্য প্রাথমিক দ্রব্যসমূহ	৪৮	৬৯	৯৬	১৮৩	২০৯	২৪৪	২৮৫	১৭৮
মোট প্রাথমিক পণ্যসমূহ (১-৫)	**৮৮৪**	**১৩১৬**	**১২৬৭**	**১৩১০**	**১৩৮০**	**১২৬৬**	**১৩০৫**	**৮৪২**
খ) শিল্পজাত পণ্যঃ								
৬। পাটজাত পণ্যসমূহ	৫৪০	৭৫৮	৭০১	৮০১	৬৯৯	৭৫৭	৭৪৭	৫১৬
৭। চামড়া	২২৬	২৯৮	৩৩০	৪০০	৫০৬	৩৯৮	২৭৮	১৮৪
৮। পেট্রোলিয়াম পণ্য	৩০১	২৬১	২৭৫	৩১৪	১৬২	৭৮	২৯৭	১৫৮
৯। তৈরি পোষাক	৬০১৩	৮৪৩২	৯৬০৩	১১০৪০	১২৪৪২	১৩০৬৫	১৪৭৩৯	৯৫৬৩
১০। নিটওয়্যার	৬৪৮৩	৯৪৮২	৯৪৮৬	১০৪৭৬	১২০৫০	১২৪২৭	১৩৩৫৫	৯০৭৬
১১। রাসায়নিক দ্রব্য	১০৩	১০৫	১০৩	৯৩	৯৩	১১২	১২৪	৯৩
১২। জুতা	২০৪	২৯৮	৩৩৬	৪১৯	৫৫০	১৯০	২১৯	১৫৮
১৩। হস্তশিল্পজাত দ্রব্য	৪	৪	৫	৬	৬	৯	১০	১০
১৪। ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য	৩১১	৩১০	৩৭৬	৩৬৮	৩৬৭	৪৪৭	৫১০	৩৩০
১৫। অন্যান্য শিল্প পণ্য	১১৩৫	১৬৬৪	১৮২০	১৮০০	১৯২৩	২৪৬১	২৬৭৩	১৯০৬
মোট শিল্পজাত পণ্য (৬-১৫)	**১৫৩২১**	**২১৬১২**	**২৩০৩৫**	**২৫৭১৭**	**২৮৭৯৮**	**২৯৯৪৩**	**৩২৯৫২**	**২১৯৯৪**
সর্বমোট (ক+খ)	**১৬২০৫**	**২২৯২৮**	**২৪৩০২**	**২৭০২৭**	**৩০১৭৭**	**৩১২০৯**	**৩৪২৫৭**	**২২৮৩৬**
বার্ষিক শতকরা পরিবর্তন (%)	**৪.১১**	**৪১.৪৯**	**৫.৯৯**	**১১.২১**	**১১.৬৬**	**৩.৩৯**	**৯.৭৭**	**৩.২২**

উৎসঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো। * ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত। নোটঃ শতকরা পরিবর্তন পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায়।

পরিশিষ্ট ৫০: দেশওয়ারি রপ্তানি আয়

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	যুক্তরাষ্ট্র	যুক্তরাজ্য	জার্মানি	ফ্রান্স	বেলজিয়াম	ইতালি	নেদারল্যান্ড	কানাডা	জাপান	অন্যান্য	মোট
১৯৭৩-৭৪	৬০.০৪	২৫.১৬	৫.১৪	৮.০৫	১৫.৮৩	১১.০৫	৮.৯০	৬.২৯	১৪.২৫	২১৭.০৫	৩৭১.৭৬
১৯৭৪-৭৫	৫৬.৯১	২৩.৫৫	৭.১০	৪.৮৪	১১.৬৩	১২.৪০	৯.০৬	৬.২৭	৫.৭৪	২৪৫.১৮	৩৮২.৬৮
১৯৭৫-৭৬	৬১.৯২	২৯.৪৮	৭.৩৭	৮.৮৯	১৭.২৫	২৩.২৪	৮.১৬	৬.০৮	৯.২২	২০৮.৮৬	৩৮০.৪৭
১৯৭৬-৭৭	৫৩.৪৪	৪০.৬৯	৯.৩১	৯.৪২	১৫.৯৮	২৩.৬০	৯.০৩	৬.৩০	১০.৬৫	২৩৮.৫৯	৪১৭.০১
১৯৭৭-৭৮	৬৪.৯২	৪০.৯৮	৮.৫৪	৬.২২	১৫.৯৫	১৮.৫৮	৮.৯৭	৫.৮৪	১৫.১৩	৩০৮.৬১	৪৯৩.৭৪
১৯৭৮-৭৯	৮৩.২২	৪৫.৭১	১৩.৮২	৬.১০	১৮.৪৬	৪৩.৪১	৯.৬৪	৬.৬৫	৩৩.২৫	৩৫৮.৫৬	৬১৮.৮২
১৯৭৯-৮০	৮৭.৫১	৪৮.৮০	১৬.৩৫	৭.৬৫	২৬.০২	৩১.৫৯	১৫.৩৫	৯.০৪	৩৪.২৫	৪৭২.৮৬	৭৪৯.৪৪
১৯৮০-৮১	৮৩.৫২	২৪.৭৫	৯.৬৫	৫.৪৩	১৪.৩০	২৭.৩৬	১১.৪২	৬.০৬	১৯.৩৪	৫০৮.০২	৭০৯.৮৫
১৯৮১-৮২	৫০.৪৩	২৮.৩৬	১.২২	৭.২৬	১৫.৮৯	৩১.৪০	১৩.৩০	৩.৬৬	২৭.৬৪	৪৪৬.৭৩	৬২৫.৮৯
১৯৮২-৮৩	৭৮.৮৬	৩০.৯৬	১৩.৭৫	৭.২৬	৩০.২৯	৩২.১৪	১২.৭৯	৬.৬৮	৪৫.০১	৪২৮.৮৬	৬৮৬.৬০
১৯৮৩-৮৪	১১১.১৪	৪২.৬২	১৩.৩০	১০.৯৩	৪৭.০২	৬৯.১৩	১৬.৯৬	৭.৩৭	৪৩.১৪	৪৪৯.৩৮	৮১০.৯৯
১৯৮৪-৮৫	১৬৫.৯৭	৪৩.৭৫	১৮.১৫	১১.৫৬	৭২.৬৬	৫১.৭৯	১৬.৪৫	১২.০৫	৬৫.২৭	৪৭৬.৭৮	৯৩৪.৪৩
১৯৮৫-৮৬	১৭৩.২২	৪৬.১৩	২১.৪৪	৬.৯৬	৩৪.৩৯	৩৬.২৮	১৫.৪১	১৫.০৮	৬১.১৮	৪০৯.১২	৮১৯.২১
১৯৮৬-৮৭	৩২১.৪৩	৫৯.৯৯	৩৭.৬৭	১০.০১	৪১.৮৭	৯৯.৬৭	২১.৮৩	১৬.৩৩	৬৬.৩০	৩৯৮.৬৭	১০৭৩.৭৭
১৯৮৭-৮৮	৩৫৬.৪৬	৭৩.০৩	৬১.৪০	২৬.৫৩	৪২.০৬	১১৫.৯৫	২৭.৪২	২৪.৪১	৫৭.০৯	৪৪৬.৮৫	১২৩১.২০
১৯৮৮-৮৯	৩৪৬.০৮	৭৫.৭০	৬৯.৮৫	৩৫.০৪	৫৩.১৭	১০৫.৬৭	২৯.১৭	১৬.৬৬	৫৫.০২	৫০৫.২০	১২৯১.৫৬
১৯৮৯-৯০	৪৪৪.৫৮	৯৭.১৪	৮৩.৫৬	৬২.৩৭	৬২.৬৪	১৩১.৩৭	৩৮.১২	২২.২৪	৫৫.৬০	৫২৬.০৯	১৫২৩.৭১
১৯৯০-৯১	৫০৭.২৯	১৩৬.৯০	১৬৪.৯১	৮৬.৪০	৮৩.৫৫	১১৫.৯৪	৬১.৮৬	৩০.২৫	৪১.২৬	৪৮৯.১৯	১৭১৭.৫৫
১৯৯১-৯২	৬৭৩.৮১	১৩০.৪০	১৮০.৩৪	১১৬.১০	৮২.০৮	১৪৭.২৯	৮১.৩৩	২৭.৬৪	৪০.৬০	৫১৪.৩৩	১৯৯৩.৯২
১৯৯২-৯৩	৮২২.৫১	১৮৩.৪২	২১৬.২১	১২৭.৩৬	৮৩.১৪	১৩৭.৪০	৮৫.৮০	৪৪.৩৮	৫৩.৩১	৬২৯.৩৬	২৩৮২.৮৯
১৯৯৩-৯৪	৭৩৪.৮২	২৫৯.২৬	২৭৫.২১	১৫৭.৭২	৯৮.৪১	১৭০.৬১	১০৪.৯০	৫৭.২৩	৬১.০২	৬১৪.৭২	২৫৩৩.৯০
১৯৯৪-৯৫	১১৮৪.২৮	৩১৮.৩১	৩০০.২৬	১৯২.৯৩	১২৮.৫৮	২১১.২৬	১৩৬.৬৬	৬৯.৩৮	৯৯.৬৫	৮৩১.২৬	৩৪৭২.৫৭
১৯৯৫-৯৬	১১৯৭.৫৪	৪১৭.৭০	৩৬৯.১৮	২৭২.৮৮	১৮৬.৯৩	২০৭.১০	১৮৩.২২	৬৯.০৯	১২০.৮০	৮৫৭.৯৮	৩৮৮২.৪২
১৯৯৬-৯৭	১৪৩২.১৫	৪৩৭.৬৯	৪২৮.২৯	৩১২.৬৫	২১০.৫৭	২০৩.৬২	২০৮.৫৯	৬৯.১২	১১৪.০৫	১০০১.৫৫	৪৪১৮.২৮
১৯৯৭-৯৮	১৯২৯.২১	৪৪০.০০	৫১০.৯৩	৩৬৯.০৭	২১০.০৭	২৭০.৪৭	২৩৬.০৮	১০৬.৮৪	১১২.০০	৯৭৬.৫৩	৫১৬১.২০
১৯৯৮-৯৯	১৯৬৮.৪৬	৪৯১.৩৪	৬২৫.১৩	৩৪৫.৩৬	২২৭.৬২	২৭০.০১	২৫১.৬১	১০৪.৯১	৯২.৭৬	৯৩৫.৬৬	৫৩১২.৮৬
১৯৯৯-০০	২২৭৩.৭৬	৪৯৯.৯৯	৬৫৮.৭১	৩৬৭.৩৭	২২৫.৮৯	২৪৮.২৮	২৮২.৭৭	১১০.৬৩	৯৭.৬৪	৯৮৭.১৬	৫৭৫২.২০
২০০০-০১	২৫০০.৪২	৫৯৪.১৮	৭৮৯.৮৮	৩৬৫.৯৯	২৫৩.৯১	২৯৫.৭৩	৩২৭.৯৬	১২৫.৬৬	১০৭.৫৮	১১০১.৬৯	৬৪৬৭.০০
২০০১-০২	২২১৮.৭৯	৬৪৭.৯৬	৬৮১.৪৪	৪১৩.৬৯	২১১.৩৯	২৬২.৩১	২৮৩.৩৬	১০৯.৮৫	৯৬.১৩	১০৬১.১৭	৫৯৮৬.০৯
২০০২-০৩	২১৫৫.৪৫	৭৭৮.২৫	৮২০.৭২	৪১৮.৫১	২৮৯.৪৮	২৫৮.৯৯	২৭৭.৯৫	১৭০.২৬	১০৮.০৩	১২৭০.৮০	৬৫৪৮.৪৪
২০০৩-০৪	১৯৬৬.৫৮	৮৯৮.২১	১২৯৮.৫৪	৫৫২.৯৬	৩২৬.৯৫	৩১৫.৯৩	২৯০.৪৪	২৮৪.৩৩	১১৮.১৬	১৫৫০.৮৯	৭৬০২.৯৯
২০০৪-০৫	২৪১৮.৬৭	৯৪৪.১৮	১৩৫১.০৬	৬২৫.৫১	৩২৭.৮০	৩৬৯.৭৮	২৯০.৯২	৩৩৫.২৫	১২২.৫৩	১৮৬৮.৮২	৮৬৫৪.৫২
২০০৫-০৬	৩০৩৯.৭৭	১০৫৩.৭৪	১৭৬৩.৩৮	৬৭৮.৯৪	৩৫৯.৩৩	৪২৭.৮৯	৩২৭.২০	৪০৬.৯৭	১৩৮.৪৫	২৩৩০.৪৯	১০৫২৬.১৬
২০০৬-০৭	৩৪৪১.০২	১১৭৩.৯৫	১৯৫৫.৩৮	৭৩১.৭৬	৪৩৫.৮২	৫১৫.৬৬	৪৫৯.০১	৪৫৭.২১	১৪৭.৪৭	২৮৬০.৫৮	১২১৭৭.৮৬
২০০৭-০৮	৩৫৯০.৫৬	১৩৭৪.০৩	২১৭৪.৮১	৯৫৩.১৩	৪৮৮.৩৯	৫৭৯.২৩	৬৫৩.৮৮	৫৩২.৯০	১৭২.৫৬	৩৫৯১.৩১	১৪১১০.৮০
২০০৮-০৯	৪০৫২.০০	১৫০১.২০	২২৬৯.৭০	১০৩১.০৫	৪০৯.৮০	৬১৫.৫১	৯৭০.৮০	৬৬৩.২০	২০২.৬০	৩৮৪৯.৩৩	১৫৫৬৫.১৯
২০০৯-১০	৩৯৫০.৪৭	১৫০৮.৫৪	২১৮৭.৩৫	১০২৫.৮৮	৩৯০.৫৪	৬২৩.৯২	১০১৬.৮৮	৬৬৬.৮৩	৩৩০.৫৬	৪৫০৩.৬৮	১৬২০৪.৬৫
২০১০-১১	৫১০৭.৫২	২০৬৫.৩৮	৩৪৩৮.৭০	১৫৩৭.৯৮	৬৬৬.২৪	৮৬৬.৪২	১১০৭.১৩	৯৪৪.৬৭	৪৩৪.১২	৬৭৬০.০৬	২২৯২৮.২২
২০১১-১২	৫১০০.৯১	২৪৪৪.৫৭	৩৬৮৮.৯৮	১৩৮০.৩৭	৭৪১.৯৬	৯৭৭.৪১	৬৯১.৩০	৯৯৩.৬৭	৬০০.৫৩	৭৬৮২.২০	২৪৩০১.৯০
২০১২-১৩	৫৪১৯.৬০	২৭৬৪.৯০	৩৯৬২.৬০	১৫১৩.৮৯	৭৩০.৮১	১০৩৬.৬০	৭১২.৪৭	১০৯০.০২	৭৫০.২৬	৯০৪৬.২১	২৭০২৭.৩৬
২০১৩-১৪	৫৫৮৩.৬২	২৯১৭.৭৩	৪৭২০.৪৯	১৬৭৭.৬৭	৯৭০.৫৩	১৩৩২.৩৮	৮৫৮.১৩	১০৯৯.৬৩	৮৬২.০৭	১০১৫৪.৫৫	৩০১৭৬.৮০
২০১৪-১৫	৫৭৮৩.৪৩	৩২০৫.৪৫	৪৭০৫.৩৬	১৭৪৩.৫৪	৯৭৫.১৩	১৩৮২.৩৫	৮৪০.৩৪	১০২৯.১৩	৯১৫.২২	১০৬২৮.৯৯	৩১২০৮.৯৪
২০১৫-১৬	৬২২০.৬৫	৩৮০৯.৭০	৪৯৮৮.০৭	১৮৫২.১৬	১০১৫.৩৩	১৩৮৫.৬৮	৮৪৫.৯৩	১১১২.৮৮	১০৭৯.৫৫	১১৯৪৭.২৩	৩৪২৫৭.১৮
২০১৬-১৭*	৩৮৪০.৮৬	২২৯৩.১৫	৩৭৮৪.৪২	১২৩৫.২৭	৬১৪.৭৬	৯৫৭.৮১	৬৬১.৩০	৬৭৮.৬১	৭০৩.২৭	৮০৬৬.৮১	২২৮৩৬.২৬

উৎসঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো।   *ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

পরিশিষ্ট ৫১.১: পণ্য আমদানি ব্যয় (২০০৫-০৬ থেকে ২০০৮-০৯)

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

দ্রব্যসমূহ	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯
ক। প্রধান প্রাথমিক পণ্যসমূহঃ	**১৮৫৪**	**২০৬৯**	**৩৪৫৫**	**২৯১৬**
চাল	১১৭	১৮০	৮৭৪	২৩৯
গম	৩০১	৪০১	৫৩৭	৬৪৩
তৈলবীজ	৯০	১০৬	১৩৬	১৫৯
অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	৬০৪	৫২৪	৬৯৫	৫৮৪
কাঁচা তুলা	৭৪২	৮৫৮	১২১৩	১২৯১
খ। প্রধান শিল্পজাতঃ	**৩০০২**	**৩৫৬৮**	**৪৮৪৪**	**৫০৩৫**
ভোজ্য তৈল	৪৭৩	৫৮৩	১০০৬	৮৬৫
পেট্রোলিয়াম সামগ্রী	১৪০০	১৭০৯	২০৫৮	১৯৯৭
সার	৩৪২	৩৫৭	৬৩২	৯৫৫
ক্লিংকার	২১০	২৪০	৩৪৭	৩১৪
স্টেপল ফাইবার	৭৬	৯৭	১১০	১১২
সুতা	৫০১	৫৮২	৬৯১	৭৯২
গ। মূলধনী যন্ত্রপাতি	**১৫৩৯**	**১৯২৯**	**১৬৬৪**	**১৪২০**
ঘ। অন্যান্য পণ্য (ইপিজেডসহ)	**৮৩৫১**	**৯৫৯১**	**১১৬৬৬**	**১৩১৩৬**
মোট আমদানি ব্যয় (ক+খ+গ+ঘ)	**১৪৭৪৬**	**১৭১৫৭**	**২১৬২৯**	**২২৫০৭**
বার্ষিক শতকরা পরিবর্তন(%)	**১২.২**	**১৬.৪**	**২৬.১**	**৪.১**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। নোটঃ শতকরা পরিবর্তন পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায়।

পরিশিষ্ট ৫১.২: পণ্য আমদানি ব্যয় (২০০৯-১০ থেকে ২০১৬-১৭)

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

দ্রব্যসমূহ	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭*
ক। প্রধান প্রাথমিক পণ্যসমূহঃ	**২৯৪০**	**৫৬২৬**	**৪১৪৯**	**৪০৭৫**	**৫৩২৭**	**৪৫৩৭**	**৩৯৩২**	**২৭৬৬**
চাল	৭৫	৮৩০	২৮৮	৩০	৩৪৭	৫০৮	**১১২**	**৩১**
গম	৭৬১	১০৮১	৬১৩	৬৯৬	১১১৮	৯৮৩	**৯৪৫**	**৮১০**
তৈলবীজ	১৩০	১০৩	১৭৭	২৪২	৫০৮	৪৩৪	**৫৩২**	**১৭৭**
অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	৫৩৫	৯২৩	৯৮৭	১১০২	৯২৯	৩১৬	**৩৮৪**	**৩১৬**
কাঁচা তুলা	১৪৩৯	২৬৮৯	২০৮৪	২০০৫	২৪২৫	২২৯৬	**১৯৫৯**	**১৪৩২**
খ। প্রধান শিল্পজাতঃ	**৪৯৫৭**	**৭৫১১**	**৯২৬৩**	**৮৫২৯**	**৯৪৭৫**	**৭৯০৬**	**৮৫৬**	**৫৭৭০**
ভোজ্য তৈল	১০৫০	১০৬৭	১৬৪৪	১৪০২	১৭৬১	৯২৪	**১৪৩৬**	**১০২৯**
পেট্রোলিয়াম সামগ্রী	২০২১	৩১৮৬	৩৯২২	৩৬৪২	৪০৭০	২০৭৬	**২২৫৬**	**১৮৭৮**
সার	৭১৭	১২৪১	১৩৮১	১১৮৮	১০২৬	১৩৩৯	**১১১২**	**৫৮৮**
ক্লিংকার	৩৩৩	৪৪৬	৫০৪	৪৮৭	৬১৯	৬৩৮	**৫৭১**	**৩৮৪**
স্টেপল ফাইবার	১১৮	১৮০	৪২৮	৪৫৪	৪৯৩	১০৭৮	**১১৭২**	**৬৬৬**
সুতা	৭১৮	১৩৯১	১৩৮৪	১৩৫৬	১৫০৬	১৮৫১	**১৯৫৯**	**১২২৫**
গ। মূলধনী যন্ত্রপাতি	**১৫৯৫**	**২৩২৫**	**২০০৫**	**১৮৩৫**	**২৩৩২**	**৩৩২১**	**৩৩৯৯**	**২৫৮১**
ঘ। অন্যান্য পণ্য (ইপিজেডসহ)	**১৪২৪৬**	**১৮১৯৬**	**২০০৯৯**	**১৯৬৪৫**	**২৩৫৯৮**	**২৪৯৪০**	**২৭০৮৪**	**১৯৫৫৫**
মোট আমদানি ব্যয় (ক+খ+গ+ঘ)	**২৩৭৩৮**	**৩৩৬৫৮**	**৩৫৫১৬**	**৩৪০৮৪**	**৪০৭৩২**	**৪০৭০৪**	**৪২৯২১**	**৩০৬৭২**
বার্ষিক শতকরা পরিবর্তন(%)	**৫.৫**	**৪১.৮**	**৫.৫**	**-৪.০**	**১৯.৫**	**-০.১**	**৫.৪**	**১০.২**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। * ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত । নোটঃ শতকরা পরিবর্তন পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায়।

পরিশিষ্ট ৫২: দেশওয়ারি পণ্য আমদানি ব্যয়

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	ভারত	চীন	সিংগাপুর	জাপান	হংকং	তাইওয়ান	দঃ কোরিয়া	যুক্তরাষ্ট্র	মালয়েশিয়া	অন্যান্য	মোট
১৯৮৮-৮৯	১০৪	১১০	১৮৬	৪৪৫	১১৬	-	১০৩	৩২৫	৫০	১৯৩৬	৩৩৭৫
১৯৮৯-৯০	১৪৫	১৩২	৩২৩	৪৭৫	১৫৭	-	১২৬	২০৮	৪১	২১৫২	৩৭৫৯
১৯৯০-৯১	১৮১	১৩৩	৩৩৪	৩৩৬	১৮৪	-	১৬৫	১৮১	৩২	১৯৬৪	৩৫১০
১৯৯১-৯২	২৩১	১৪৯	২৭৫	২৮৬	২৪৭	-	১৮১	২৩০	৪২	১৮৮৫	৩৫২৬
১৯৯২-৯৩	৩৪২	২৪৮	২১১	৩৬৫	২৯৯	-	২৫৮	২০৭	৫৩	২০৮৮	৪০৭১
১৯৯৩-৯৪	৪১৪	২২৩	২০০	৪৯৮	৩৩১	-	২৮৪	২০২	৫৭	১৯৮২	৪১৯১
১৯৯৪-৯৫	৬৮৯	৪২০	২৭৫	৫৮৭	৩৯৯	১১৮	৩৪০	২৭৪	৪১	২৬৯১	৫৮৩৪
১৯৯৫-৯৬	১১০০	৭০৭	৩৪৩	৬৯৫	৩৯০	২১৬	৩৬৬	৩৩০	৬৯	২৭১৫	৬৯৩১
১৯৯৬-৯৭	৯২২	৫৭৫	২৯৭	৬৪৭	৪০৯	৩০০	৩৬০	৩০২	১৯৭	৩১৪৩	৭১৫২
১৯৯৭-৯৮	৯৩৪	৫৯৩	৩২১	৪৮৩	৪৪৩	৩৫৩	৩৮১	৩১১	১৭২	৩৫২৯	৭৫২০
১৯৯৮-৯৯	১২৩৫	৫৬০	৫৫৩	৪৯৪	৪৫২	৩৬১	২৮৭	৩০১	১৩১	৩৬৩২	৮০০৬
১৯৯৯-০০	৮৩৩	৫৬৮	৭০১	৬৮৫	৪৫৫	৩৮৬	৩১৯	৩২৫	১০৮	৩৯৯৪	৮৩৭৪
২০০০-০১	১১৮৪	৭০৯	৮২৪	৮৪৬	৪৭৮	৪১২	৪১১	২৪৮	১৪৮	৪০৭৫	৯৩৩৫
২০০০-০২	১০১৯	৮৭৮	৮৭১	৬৫৫	৪৪১	৩১২	৩৪৬	২৬১	১৪৫	৩৬১২	৮৫৪০
২০০২-০৩	১৩৫৮	৯৩৮	১০০০	৬০৫	৪৩৩	৩২৮	৩৩৩	২২৩	১৬৯	৪২৭১	৯৬৫৮
২০০৩-০৪	১৬০২	১১৯৮	৯১১	৫৫২	৪৩৩	৩৭৭	৪২০	২২৬	২৫৫	৪৯২৯	১০৯০৩
২০০৪-০৫	২০৩০	১৬৪২	৮৮৮	৫৫৯	৫৬৫	৪৩৯	৪২৬	৩২৯	২৭৬	৫৯৯৩	১৩১৪৭
২০০৫-০৬	১৮৬৮	২০৭৯	৮৪৯	৬৫১	৬২৬	৪৭৩	৪৮৯	৩৪৫	৩৩২	৭০৩৪	১৪৭৪৬
২০০৬-০৭	২২৬৮	২৫৭১	১০৩৫	৬৯০	৭৪৭	৪৭৩	৫৫৩	৩৮০	৩৩৪	৮১০৬	১৭১৫৭
২০০৭-০৮	৩৩৯৩	৩১৩৭	১২৭৩	৮৩২	৮২১	৪৭৮	৬২০	৪৯০	৪৫১	১০১৩৪	২১৬২৯
২০০৮-০৯	২৮৬৪	৩৪৫২	১৭৬৮	১০১৫	৮৫১	৪৯৮	৮৬৪	৪৬১	৭০৩	১০০৩১	২২৫০৭
২০০৯-১০	৩২১৪	৩৮১৯	১৫৫০	১০৪৬	৭৮৮	৫৪২	৮৩৯	৪৬৯	১২৩২	১০২৩৯	২৩৭৩৮
২০১০-১১	৪৫৬৯	৫৯১৮	১২৯৪	১৩০৮	৭৭৭	৭৩১	১১২৪	৬৭৭	১৭৬০	১৫৫০০	৩৩৬৫৮
২০১১-১২	৪৭৪৩	৬৪৪০	১৭১০	১৪৫৫	৭০৩	৭৯২	১৫৪৪	৭০৯	১৪০৬	১৬০১৪	৩৫৫১৬
২০১২-১৩	৪৭৭৭	৬৩২৮	১৪২২	১১৮০	৬১২	৭৩৩	১২৯৬	৫৩৮	১৯০৩	১৫২৯৮	৩৪০৮৪
২০১৩-১৪	৬০৩৬	৭৫৪১	২২৯০	১২৮৪	৭৫৯	৯১৯	১১৯৯	৮৩৬	২০৪২	১৭৮২৬	৪০৭৩২
২০১৪-১৫	৫৫৮৮	১১২৬৮	২৮৯৪	১৮১৬	৮৮১	১০৬০	১৪১৭	৮৮০	১৩৬১	১৩৫৩৯	৪০৭০৪
২০১৫-১৬	৫৭২২	১২৫৮২	১২০৩	২০৭৫	৮২৭	১০০৪	১৪১৭	১১৩৪	১১৮৪	১৫৭৭৩	৪২৯২১
২০১৬-১৭*	৩৯৩৫	৮৯৬৭	১৩৯৮	১৩৫১	৮৮৩	৬৫১	৯৮৮	৭৩৬	৬৮৮	১১৪৭৫	৩০৬৭২

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। * ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

পরিশিষ্ট ৫৩: বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশিদের সংখ্যা এবং তাঁদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ

অর্থবছর	প্রবাসীদের সংখ্যা ('০০০)	শ্রমজীবীদের প্রেরিত অর্থ	
		মিলিয়ন মার্কিন ডলারে	কোটি টাকায়
১৯৭৫-৭৬	-	১০	১৫
১৯৭৬-৭৭	১৪	৪৯	৭৫
১৯৭৭-৭৮	১৮	১০১	১৫৪
১৯৭৮-৭৯	২৫	১২২	১৮৯
১৯৭৯-৮০	২৭	২৩৭	৩৭৮
১৯৮০-৮১	৩৮	৩১০	৫৬৪
১৯৮১-৮২	৬৬	৩৬১	৮০৬
১৯৮২-৮৩	৬৪	৬১১	১৪৯৮
১৯৮৩-৮৪	৫২	৫৮৯	১৪৭৭
১৯৮৪-৮৫	৬৯	৪৪১	১১৫১
১৯৮৫-৮৬	৭৮	৫৫৫	১৬৬১
১৯৮৬-৮৭	৬১	৬৯৬	২১৩৬
১৯৮৭-৮৮	৭৪	৭৩৭	২৩০৪
১৯৮৮-৮৯	৮৭	৭৭১	২৪৭৭
১৯৮৯-৯০	১১০	৭৬১	২৪৯৬
১৯৯০-৯১	৯৭	৭৬৪	২৭২৬
১৯৯১-৯২	১৮৫	৮৪৮	৩২৪২
১৯৯২-৯৩	২৩৮	৯৪৭	৩৭১০
১৯৯৩-৯৪	১৯২	১০৮৯	৪৩৫৫
১৯৯৪-৯৫	২০০	১১৯৮	৪৮১৪
১৯৯৫-৯৬	১৮১	১২১৭	৪৯৭০
১৯৯৬-৯৭	২২৮	১৪৭৫	৬৩০০
১৯৯৭-৯৮	২৪৩	১৫২৫	৬৯৩৪
১৯৯৮-৯৯	২৭০	১৭০৬	৮১৯৮
১৯৯৯-০০	২৪৮	১৯৪৯	৯৮০৭
২০০০-০১	২১৩	১৮৮২	১০১৭০
২০০১-০২	১৯৫	২৫০৩	১৪৩৭৭
২০০২-০৩	২৫১	৩০৬০	১৭৭২৯
২০০৩-০৪	২৭৭	৩৩৭২	১৯৮৭০
২০০৪-০৫	২৫০	৩৮৪৮	২৩৬৪৭
২০০৫-০৬	২৯১	৪৮০২	৩২২৭৫
২০০৬-০৭	৫৬৪	৫৯৭৯	৪১২৯৯
২০০৭-০৮	৯৮১	৭৯১৫	৫৪২৯৫
২০০৮-০৯	৬৫০	৯৬৮৯	৬৬৬৭৬
২০০৯-১০	৪২৭	১০৯৮৭	৭৬০১৪
২০১০-১১	৪৩৯	১১৬৫০	৮২৯৯৩
২০১১-১২	৬৯১	১২৮৪৩	১০১৮৮৩
২০১২-১৩	৪৪১	১৪৪৬১	১১৫৬৪৬
২০১৩-১৪	৪০৯	১৪২২৮	১১০৫৮২
২০১৪-১৫	৪৬১	১৫৩১৭	১১৮৯৯৩
২০১৫-১৬	৬৮৫	১৪৯৩১	১১৬৮৫৭
২০১৬-১৭*	৫৫০	৮১১৩	৬৩৭৭৮

উৎসঃ জনশক্তি, কর্মসংস্থান এবং প্রশিক্ষন ব্যুরো এবং বাংলাদেশ ব্যাংক। * ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

পরিশিষ্ট ৫৪: দেশওয়ারি প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

দেশ	সৌদি আরব	সংযুক্ত আরব আমিরাত	কাতার	ওমান	কুয়েত	যুক্তরাষ্ট্র	যুক্তরাজ্য	মালয়েশিয়া	সিংগাপুর	অন্যান্য	মোট
১৯৮০-৮১	৮৩.৮৮	৬৫.৫৯	১৩.৬৭	৫.৯১	১৯.০৯	৩২.৯৯	১০৪.৯০	-	-	৫৩.৮৯	৩৮১.১৮
১৯৮১-৮২	১২০.৯১	৫৫.৪৯	১৫.৯৮	১০.৩৬	২২.৯৭	৩১.৮৬	৬৯.২৭	-	-	৮৯.১৫	৪১৮.৪৭
১৯৮২-৮৩	১৯৯.৭২	৭৮.৬৮	২৮.৯৯	১২.৬৫	৪৪.৯৪	৩৯.৫২	৮৪.৫৫	-	৪.০৪	১২২.৭১	৬১৯.৪৮
১৯৮৩-৮৪	২১৫.১০	৫৯.৮০	৩০.২০	২৪.১০	৫০.৫০	৩৬.৮০	৭০.৬০	-	৬.৬০	৮৮.৮০	৫৯০.৬০
১৯৮৪-৮৫	১৫৩.৭০	৪২.১০	২২.১০	২৭.৫০	৩৭.৬০	৩২.৪০	৫০.৯০	-	৩.৪০	৬৫.১০	৪৪১.৬০
১৯৮৫-৮৬	১৮০.৪০	৫৪.০০	২২.৩০	৫৪.১০	৬২.৩০	৩৮.৭০	৭৭.৬০	-	২.৪০	১৪৭.৪১	৬৪৮.৬১
১৯৮৬-৮৭	২১৬.৩০	৬০.৯০	৩৮.৪০	৫৩.৪০	১০১.৩০	৪৩.২০	৯২.৮০	-	২.৬০	৭৭.২৫	৬৯৭.৪৫
১৯৮৬-৮৭	২১৬.৬৬	৬৩.০৩	৩৮.৪৩	৫৩.৩৩	১০১.৩৮	৪৩.২৭	৯৩.০১	-	-	৮৮.৩৪	৬৯৭.৪৫
১৯৮৭-৮৮	২২৬.৪৬	৬২.৩৬	৪৫.৭০	৫১.৯২	৯৬.৩৭	৬১.৪৪	৮৮.৩৯	-	২.১১	৯০.২৯	৭৩৭.৪৩
১৯৮৮-৮৯	২১৯.৩৯	৬১.২৩	৪৪.৮৪	৪৫.৩১	৯৬.৪১	৮৩.৯৬	৬৭.৩৯	-	২.০৯	১৩৬.৯৬	৭৭০.৮২
১৯৮৯-৯০	২২৬.১৯	৫৫.১৬	৪০.২৭	৪০.৫৫	৮৯.২২	৮২.৩৮	৫৮.৪০	-	২.২৮	১৪৯.৪৫	৭৫৮.২০
১৯৯০-৯১	২৬৪.৯০	৭৮.১৩	৫৯.৫০	৪৯.৬৯	৯.০১	৬০.১৫	৬৮.৮৩	-	২.১৬	১৫৫.১৮	৭৬৪.০৪
১৯৯১-৯২	৩১৫.৬৮	৭৯.৫৬	৪৮.০৭	৬০.৫৫	৬৬.৯০	৫৫.৪৩	৫৭.১৫	-	১.৫২	১৪২.৯১	৮৪৭.৯৭
১৯৯২-৯৩	৩৯৮.৪২	৮০.২২	৫৩.৮৩	৬০.০৮	১২৪.০৯	৬৮.০৬	৪৮.৪৪	৪.২২	২.৫৩	৮১.৭৫	৯৪৪.০০
১৯৯৩-৯৪	৪৪১.১৪	৮৮.১০	৫৬.১৬	৭৩.০৩	১৮৫.১৭	৭৮.৬৮	৪৮.৪৯	১০.১৯	২.৩২	৭৮.২১	১০৮৮.৭৯
১৯৯৪-৯৫	৪৭৬.৮৭	৮১.৩৪	৭২.১৮	৮১.২৭	১৭৪.৭২	১০২.২৩	৪৭.০২	৫০.০২	৩.০৩	৭৫.২৪	১১৯৭.৬৩
১৯৯৫-৯৬	৪৯৮.২০	৮৩.৭০	৫৩.২৮	৮১.৭১	১৭৪.২৭	১১৫.৩৬	৪১.২৮	৭৪.৪৩	৩.৯৯	৬০.৭৬	১২১৭.০৬
১৯৯৬-৯৭	৫৮৭.১৫	৮৯.৬৪	৫৩.১৬	৯৪.৪৫	২১১.৪৯	১৫৭.৩৯	৫৬.২০	৯৪.৫১	৬.৬৬	৯৩.২৩	১৪৭৫.৪০
১৯৯৭-৯৮	৫৮৯.২৯	১০৬.৮৬	৫৭.৮১	৮৭.৬১	২১৩.১৫	২০৩.১৩	৬৫.৮০	৭৮.০৯	৭.৬৯	৮৩.৫৭	১৫২৫.৪২
১৯৯৮-৯৯	৬৮৫.৪৯	১২৫.৩৪	৬৩.৯৪	৯১.৯৩	২৩০.২২	২৩৯.৪৩	৫৪.০৪	৬৭.৫২	১৩.০৭	৯৫.৮২	১৭০৫.৭৪
১৯৯৯-০০	৯১৬.০১	১২৯.৮৬	৬৩.৭৩	৯৩.০১	২৪৫.০১	২৪১.৩০	৭১.৭৯	৫৪.০৪	১১.৬৩	৮১.১৪	১৯৪৯.৩২
২০০০-০১	৯১৯.৬১	১৪৪.২৮	৬৩.৪৪	৮৩.৬৬	২৪৭.৩৯	২২৫.৬২	৫৫.৭০	৩০.৬০	৭.৮৪	৫৯.৯১	১৮৮২.১০
২০০১-০২	১১৪৭.৯৫	২৩৩.৪৯	৯০.৬০	১০৩.২৭	২৮৫.৭৫	৩৫৬.২৪	১০৩.৩১	৪৬.৮৫	১৪.২৬	৬৫.২৯	২৫০১.১৩
২০০২-০৩	১২৫৪.৩১	৩২৭.৪০	১১৩.৫৫	১১৪.০৬	৩৩৮.৫৯	৪৫৮.০৫	২২০.২২	৪১.৪০	৩১.০৬	৯৯.৬১	৩০৬১.৯৭
২০০৩-০৪	১৩৮৬.০৩	৩৭৩.৪৬	১১৩.৯৪	১১৮.৫৩	৩৬১.২৪	৪৬৭.৮১	২৯৭.৫৪	৩৭.০৬	৩২.৩৭	১২৩.১৮	৩৩৭১.৯৭
২০০৪-০৫	১৫১০.৪৫	৪৪২.২৪	১৩৬.৪১	১৩১.৩২	৪০৬.৮০	৫৫৭.৩১	৩৭৫.৭৭	২৫.৫১	৪৭.৬৯	১৪৭.৬০	৩৮৪৮.২৯
২০০৫-০৬	১৬৯৬.৯৬	৫৬১.৪৪	১৭৫.৬৪	১৬৫.২৫	৪৯৪.৩৯	৭৬০.৬৯	৫৫৫.৭১	২০.৮২	৬৪.৮৪	২৩৮.৮১	৪৮০১.৮৮
২০০৬-০৭	১৭৩৪.৭০	৮০৪.৮৪	২৩৩.১৭	১৯৬.৪৭	৬৮০.৭০	৯৩০.৩৩	৮৮৬.৯০	১১.৮৪	৮০.২৪	৩৩৯.৩২	৫৯৭৮.৪৭
২০০৭-০৮	২৩২৪.২০	১১৩৫.১০	২৮৯.৮০	২২০.৬০	৮৬৩.৭০	১৩৮০.১০	৮৯৬.১০	৯২.৪৪	১৩০.১০	৪৪৪.৫০	৭৯১৪.৮০
২০০৮-০৯	২৮৫৯.০৯	১৭৫৪.৯২	৩৪৩.৩৬	২৯০.০৬	৯৭০.৭৫	১৫৭৫.২২	৭৮৯.৬৫	২৮২.২০	১৬৫.১৩	৫০১.৩৩	৯৬৮৯.১৬
২০০৯-১০	৩৪২৭.১	১৮৯০.৩	৩৬০.৯	৩৪৯.১	১০১৯.২	১৪৫১.৯	৮২৭.৫	৫৮৭.১	১৯৩.৫	৭১০.৭	১০৯৮৭.৪
২০১০-১১	৩২৯০.০	২০০২.৬	৩১৯.৪	৩৩৪.৩	১০৭৫.৮	১৮৪৮.৫	৮৮৯.৬	৭০৩.৭	২০২.৩	৭৯৮.২	১১৬৫০.৩
২০১১-১২	৩৬৮৪.৪	২৪০৪.৭	৩৩৫.৩	৪০০.৯	১১৯০.১	১৪৯৮.৫	৯৮৭.৫	৮৪৭.৫	৩১১.৫	৮৮৪.৫	১২৮৪৩.৪
২০১২-১৩	৩৮২৯.৫	২৮২৯.৪	২৮৬.৯	৬১০.১	১১৮৬.৯	১৮৫৯.৮	৯৯১.৬	৯৯৭.৪	৪৯৮.৮	১০০৬.৭	১৪৪৬১.২
২০১৩-১৪	৩১১৯.৬	২৬৮৪.৯	২৫৭.৫	৭০১.১	১১০৬.৯	২৩২৩.৩	৯০১.২	১০৬৪.৭	৪২৯.১	১১৮০.৩	১৪২২৮.০
২০১৪-১৫	৩৩৪৫.২৩	২৮২৩.৭৭	৩১০.১৫	৯১৫.২৬	১০৭৭.৭৮	২৩৮০.১৯	৮১২.৩৪	১৩৮১.৫৩	৪৪৩.৪৪	১৮২৭.২১	১৫৩১৬.৯০
২০১৫-১৬	২৯৫৫.৬০	২৭১১.৭০	৪৩৫.৬০	৯০৯.৭০	১০৪০.০০	২৪২৪.৩০	৮৬৩.৩০	১৩৩৭.১০	৩৮৭.২০	১৩৭৬.৭০	১৪৯৩১.২০
২০১৬-১৭*	১৪৭৮.৪০	১৩২৮.৭০	৩৫৯.৭০	৫৬৮.২০	৬৬৪.৩০	১০৬১.১০	৪৭২.০০	৭৪৪.৫০	২০৪.৬০	৯৭৫.৪০	৮১১২.৫০

উৎসঃ জনশক্তি, কর্মসংস্থান এবং প্রশিক্ষন ব্যুরো এবং বাংলাদেশ ব্যাংক। * ফেব্রুয়ারি'১৭ পর্যন্ত।

পরিশিষ্ট ৫৫.১ : বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য (২০০২-০৩ থেকে ২০০৯-১০ পর্যন্ত)

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

খাতসমূহ	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০
বাণিজ্য ভারসাম্য	**-২২১৫**	**-২৩১৯**	**-৩২৯৭**	**-২৮৮৯**	**-৩৪৫৮**	**-৫৩৩০**	**-৪৭১০**	**-৫১৫২**
রপ্তানি, এফওবি (ইপিজেডসহ) ১/	৬৪৯২	৭৫২১	৮৫৭৩	১০৪১২	১২০৫৩	১৪১৫১	১৫৫৮১	১৬২৩৬
আমদানি, এফওবি (ইপিজেডসহ)	-৮৭০৭	-৯৮৪০	-১১৮৭০	-১৩৩০১	-১৫৫১১	-১৯৪৮১	-২০২৯১	-২১৩৮৮
সেবা	**-৬৯১**	**-৮৭৪**	**-৮৭০**	**-১০২৩**	**-১২৬১**	**-১৫২৫**	**-১৬১৬**	**-১২৪০**
গ্রহণ	৮৮৭	৯২৪	১১৭৭	১৩৪০	১৪৮৪	১৮৯১	১৮৩২	২৪৭১
প্রদান	-১৫৭৮	-১৭৯৮	-২০৪৭	-২৩৬৩	-২৭৪৫	-৩৪১৬	-৩৪৪৮	-৩৭১১
আয়	**-৩৫৮**	**-৩৭৪**	**-৬৮০**	**-৭০২**	**-৮৮৩**	**-৯৯৪**	**-১৪৮৪**	**-১৪৮৪**
গ্রহণ	৬৪	৬৩	১১৬	১৩৬	২৪৫	২১৭	৯৫	৫২
প্রদান	-৪২২	-৪৩৭	-৭৯৬	-৮৩৮	-১১২৮	-১২১১	-১৫৭৯	-১৫৩৬
তন্মধ্যে সরকারের সুদ পরিশোধ	-১৬৭	-১৭৫	-২০৩	-২০৪	-২১২	-২৩৪	-২৩৮	-২১৫
চলতি হস্তান্তর	**৩৪৪০**	**৩৭৪৩**	**৪২৯০**	**৫৪৩৮**	**৬৫৫৪**	**৮৫২৯**	**১০২২৬**	**১১৬১৩**
সরকারি	৮২	৬১	৩৭	১২৫	৯৭	১২৭	৭২	১২৫
বেসরকারি	৩৩৫৮	৩৬৮২	৪২৫৩	৫৩১৩	৬৪৫৭	৮৪০২	১০১৫৪	১১৪৮৮
তন্মধ্যেঃ বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশিদের প্রেরিত অর্থ	৩০৬২	৩৩৭২	৩৮৪৮	৪৮০২	৫৯৭৯	৭৯১৫	৯৬৮৯	১০৯৮৭
চলতি হিসাবের ভারসাম্য	**১৭৬**	**১৭৬**	**-৫৫৭**	**৮২৪**	**৯৫২**	**৬৮০**	**২৪১৬**	**৩৭২৪**
মূলধনী হিসাব	**৪২৮**	**১৯৬**	**১৬৩**	**৩৭৫**	**৪৯০**	**৫৭৬**	**৪৫১**	**৪৮৮**
মূলধনী হস্তান্তর	৪২৮	১৯৬	১৬৩	৩৭৫	৪৯০	৫৭৬	৪৫১	৪৮৮
আর্থিক হিসাব	**৪১৩**	**৭৮**	**৭৬০**	**-১৪১**	**৭২১**	**-৪৫৭**	**-৮২৫**	**-৬৩৮**
(১)সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (নীট)	৩৭৬	৩৮৫	৭৭৬	৭৪৩	৭৬০	৭৪৮	৯৬১	৯১৩
(২)পোর্টফোলিও বিনিয়োগ	২	৬	০	৩২	১০৬	৪৭	-১৫৯	-১১৭
(৩)অন্যান্য বিনিয়োগ	৩৫	-৩১৩	-১৬	-৯১৬	-১৪৫	-১২৫২	-১৬২৭	-১৪৩৪
মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ (এমএলটি)২/	৯১৮	৫৪৪	৯৪০	১১২৪	১০৩৭	১৩৩৮	১২০৪	১৬০৪
এমএলটি এমোরটাইজেশন পেমেন্ট	-৪৫২	-৩৯৭	-৪৪৯	-৪৮৮	-৫২৫	-৫৮০	-৬৪১	-৬৮৭
অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি ঋণ (নীট)	-২০	-৪১	-৪৬	-৩৭	-২৯	-৬	-৭০	-১৫৬
অন্যান্য স্বল্পমেয়াদি ঋণ (নীট)	১৪২	১৩	২৪১	-২৫৬	৪৯৩	-১৬০	-১৬৯	৬৭
অন্যান্য পরিসম্পৎ	-১২৫	-১২৫	-১৮২	-৪৯৫	-৫২৪	-৬০৩	-৬৫০	-৯০২
বাণিজ্য ঋণ (নীট)	-৪৯৯	-৩২১	-৩২০	-৮৯৮	-৪৭০	-১১১০৮	-১২৭৭	-১০৪৫
বাণিজ্যিক ব্যাংক	৭১	১৪	-২০০	২৩৫	-১২৭	-১৩৩	-২৪	-৩১৫
পরিসম্পৎ	২১৭	৮৬	-৯১	৩১	-৯৮	-১৪৬	-১২৯	-৪১০
দায়	-১৪৬	-৭২	-১০৯	২০৪	-২৯	১৩	১০৫	৯৫
ভুল -ভ্রান্তি	**-২০২**	**-২৭৯**	**-২৯৯**	**-৭২০**	**-৬৭০**	**-৪৬৮**	**১৬**	**-৭২২**
সার্বিক ভারসাম্য	**৮১৫**	**১৭১**	**৬৭**	**৩৩৮**	**১৪৯৩**	**৩৩১**	**২০৫৮**	**২৮৬৫**
সংরক্ষিত পরিসম্পদ	**-৮১৫**	**-১৭১**	**-৬৭**	**-৩৩৮**	**-১৪৯৩**	**-৩৩১**	**-২০৫৮**	**-২৮৬৫**
বাংলাদেশ ব্যাংক	-৮১৫	-১৭১	-৬৭	-৩৩৮	-১৪৯৩	-৩৩১	-২০৫৮	-২৮৬৫
পরিসম্পদ	৮৮৭	-২৩৫	-২২৫	-৫৫৪	-১৫৯৩	-৭৯৯	-১৮৮৩	-৩৬১৬
দায়	৭২	৬৪	১৫৮	২১৬	১০০	৪৬৮	-১৭৫	৭৫১

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। নোটঃ পরবর্তী অর্থবছরের উপাত্তসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের BPM-৬ manual অনুযায়ী ৫৫(খ) তে দেয়া হয়েছে।

পরিশিষ্ট ৫৫.২ : বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য (২০১০-১১ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত)

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

খাতসমূহ	**২০১০-১১**	**২০১১-১২**	**২০১২-১৩**	**২০১৩-১৪**	**২০১৪-১৫**	**২০১৫-১৬**	**২০১৬-১৭***
বাণিজ্য ভারসাম্য	**-৯৯৩৫**	**-৯৩২০**	**-৭০০৯**	**-৬৮৯৪**	**-৫৮৭৯**	**-৬২৭৪**	-৬০৮৯
রপ্তানি, এফওবি (ইপিজেডসহ)	২২৫৯২	২৩৯৮৯	২৬৫৬৭	২৯৭৬৫	৩০৭৬৮	৩৩৪৪১	২২২৯১
আমদানি, এফওবি (ইপিজেডসহ)	-৩২৫২৭	-৩৩৩০৯	-৩৩৫৭৬	-৩৬৫৭১	-৩৬৬৪৭	-৩৯৭১৫	২৮৩৮০
সেবা	**-২৬১২**	**-৩০০১**	**-৩১৬২**	**-৪০৯৬**	**-৫৪৭০**	**-২৭৯৩**	-২১৮৯
ক্রেডিট	২৫৭৩	২৬৯৪	২৮৩০	৩১১৫	৩০১৭	৩৫৩০	২৩৬১
ডেবিট	৫১৮৫	৫৬৯৫	৫৯৯২	৭২১১	৮৪৮৭	-৬৩২৩	-৪৫৮০
প্রাথমিক আয়	**-১৪৫৪**	**-১৫৪৯**	**-২৩৬৯**	**-২৬৩৫**	**-২৯৯৫**	**-১৯০৬**	-১৩১৯
ক্রেডিট	১২৪	১৯৩	১২০	১৩১	৭৪	**১০৩**	৪৫
ডেবিট	১৫৭৮	১৭৪২	২৪৮৯	২৭৬৬	৩০৬৯	**২০০৯**	-১৩৬৪
তন্মধ্যে সরকারের সুদ পরিশোধ	৩৪৫	৩৭৩	৪৭৬	৪২৭	৪০৪	**৪০২**	২৫৫
মাধ্যমিক আয়	**১২৩১৫**	**১৩৪২৩**	**১৪৯২৮**	**১৪৯৩৪**	**১৫৮৯৪**	**১৫৩৫৫**	৮৪৭৯
সরকারি	১০৩	১০৬	৯৭	৮৩	৭৪	৬৮	২৮
বেসরকারি	১২২১২	১৩৩১৭	১৪৮৩১	১৪৮৫১	১৫৮২০	১৫২৮৭	৮৪৫১
তন্মধ্যেঃ বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশিদের প্রেরিত অর্থ	১১৫১৩	১২৭৩৫	১৪৩৩৮	১৪১১৬	১৫১৭০	১৪৭১৭	৭০৭১
চলতি হিসাবের ভারসাম্য	**-১৬৮৬**	**-৪৪৭**	**২৩৮৮**	**১৪০৯**	**১৫৫০**	**৪৩৮২**	-১১১৮
মূলধনী হিসাব	**৬৪২**	**৪৮২**	**৬২৯**	**৫৯৮**	**৪৮৩**	**৪৭৮**	১৯৬
মূলধনী হস্তান্তর	৬৪২	৪৮২	৬২৯	৫৯৮	৪৮৩	৪৭৮	১৯৬
আর্থিক হিসাব	**৬৫১**	**১৪৩৬**	**২৮৬৩**	**২৮৫৫**	**২৯৩৪**	৮৯৪	২৯০৭
সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (নিট)	৭৭৫	১১৯১	১৭২৬	১৪৭৪	১৮৩০	১২৮৫	১১৭০
পোর্টফোলিও বিনিয়োগ	১০৯	২৪০	৩৬৮	৯৩৭	৬১৮	১২৪	২৪৩
অন্যান্য বিনিয়োগ	-২৩৩	৫	৭৬৯	৪৪৪	৪৮৬	-৫১৫	১৪৯৪
মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ (এমএলটি)	১০৩২	১৫৩৯	২০৮৫	২৪০৪	২৪৭২	২৯০৪	১৭২৮
এমএলটি এমোরটাইজেশন পেমেন্ট	৭৩৯	৭৮৯	৯০৬	১০১৮	৯১০	-৮৪৯	৫৭২
অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি ঋণ (নিট)	-১০১	৭৯	-১৫০	৪৭৭	-৩৩	-৭	-১০৫
অন্যান্য স্বল্পমেয়াদি ঋণ (নিট)	৫৩১	২৪২	-১০০	-৮৩৮	-১৬১	-৪৩৫	৭৯১
অন্যান্য পরিসম্পদ	-৬৬১	০	০	-১০৪৫	০	০	০
বাণিজ্য ঋণ (নিট)	-১৩৫	-১১১৮	-২৫০	-৩৪০	-১৬৮৪	-২১১০	-৪৫০
বাণিজ্যিক ব্যাংক	-১৬০	৫২	৯০	-২৪১	৮০২	-১৮	১০২
পরিসম্পদ	৪৫২	৪৪৩	৩৯৬	৮৩৮	৮৬	৩৪৭	-৩২৫
দায়	২৯২	৪৯৫	৪৮৬	৬৫৭	৮৮৮	৩২৯	-২২৩
ভুল -ভ্রান্তি	**-২৬৩**	**-৯৭৭**	**-৭৫২**	**৬২১**	**-৫৯৪**	-৭১৮	৪৬৪
সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য	**-৬৫৬**	**৪৯৪**	**৫১২৮**	**৫৪৮৩**	**-৪৩৭৩**	**৫০৩৬**	২৪৪৯
সংরক্ষিত পরিসম্পদ	**৬৫৬**	**-৪৯৪**	**-৫১২৮**	**-৫৪৮৩**	**-৪৩৭৩**	**-৫০৩৬**	-২৪৪৯
বাংলাদেশ ব্যাংক	৬৫৬	-৪৯৪	-৫১২৮	-৫৪৮৩	-৪৩৭৩	-৫০৩৬	-২৪৪৯
পরিসম্পদ	-৪৮১	২৯৩	৫১৯৬	৫৯৩৩	৪২৪৯	৫৩২২	২৫৬০
দায়	১৭৫	-২০১	৬৮	৪৫০	-১২৪	২৮৬	১১১

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। **নোটঃ** এই শ্রেণীবিভাগ BPM-৬ manual অনুযায়ী এবং রপ্তানি ও আমদানি উভয় ক্ষেত্রে শিপমেন্টভিত্তিক তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে। * ফেব্রুয়ারি'১৭ পর্যন্ত।

পরিশিষ্ট ৫৬: বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

বছর (জুন স্থিতি)	মিলিয়ন মার্কিন ডলার
১৯৮১-৮২	১২১
১৯৮২-৮৩	৩৫৮
১৯৮৩-৮৪	৫৪০
১৯৮৪-৮৫	৩৯৫
১৯৮৫-৮৬	৪৭৬
১৯৮৬-৮৭	৭১৫
১৯৮৭-৮৮	৮৫৬
১৯৮৮-৮৯	৯১৩
১৯৮৯-৯০	৫২০
১৯৯০-৯১	৮৮০
১৯৯১-৯২	১৬০৮
১৯৯২-৯৩	২১২১
১৯৯৩-৯৪	২৭৬৫
১৯৯৪-৯৫	৩০৭০
১৯৯৫-৯৬	২০৩৯
১৯৯৬-৯৭	১৭১৯
১৯৯৭-৯৮	১৭৩৯
১৯৯৮-৯৯	১৫২৩
১৯৯৯-০০	১৬০২
২০০০-০১	১৩০৭
২০০১-০২	১৫৮৩
২০০২-০৩	২৪৭০
২০০৩-০৪	২৭০৫
২০০৪-০৫	২৯৩০
২০০৫-০৬	৩৪৮৪
২০০৬-০৭	৫০৭৭
২০০৭-০৮	৬১৪৯
২০০৮-০৯	৭৪৭১
২০০৯-১০	১০৭৫০
২০১০-১১	১০৯১২
২০১১-১২	১০৩৬৪
২০১২-১৩	১৫৩১৫
২০১৩-১৪	২১৫৫৮
২০১৪-১৫	২৫০২৫
২০১৫-১৬	৩০১৭৬
২০১৬-১৭*	৩২৫৫৭

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। * ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখে।

পরিশিষ্ট ৫৭: বৈদেশিক অর্থনৈতিক সাহায্যের অঙ্গীকার ও অবমুক্তি

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বছর	অঙ্গীকার			ব্যয়ন		
	অনুদান	ঋণ	মোট	অনুদান	ঋণ	মোট
১৯৭৩-৭৪	১০৭	৪৪৮	৫৫৫	২১৮	২৪৩	৪৬১
১৯৭৪-৭৫	৩৪৫	৯২১	১২৬৬	৩৭৫	৫২৬	৯০১
১৯৭৫-৭৬	৩৮০	৫৭৮	৯৫৮	২৩৪	৫৬৭	৮০১
১৯৭৬-৭৭	৪০০	৩২৬	৭২৬	২৫৬	২৭৯	৫৩৫
১৯৭৭-৭৮	৪৩৩	৭১৪	১১৪৭	৩৯৩	৪৪১	৮৩৪
১৯৭৮-৭৯	৯৩৬	৮২৪	১৭৬০	৫০২	৫২৮	১০৩০
১৯৭৯-৮০	৪৮৫	৬৬৮	১১৫৩	৬৫০	৫৭৩	১২২৩
১৯৮০-৮১	৫৫০	১০০৯	১৫৫৯	৫৯৩	৫৫৩	১১৪৬
১৯৮১-৮২	৮০৫	১১১৭	১৯২২	৬৫৪	৫৮৬	১২৪০
১৯৮২-৮৩	৮৩৭	৬৮৫	১৫২২	৫৮৭	৫৯০	১১৭৭
১৯৮৩-৮৪	৮৫৯	৮৩৬	১৬৯৫	৭৩৩	৫৩৫	১২৬৮
১৯৮৪-৮৫	৮৭৫	১১০৫	১৯৮০	৭০৩	৫৬৬	১২৬৯
১৯৮৫-৮৬	৮৭৪	৭৮৭	১৬৬১	৫৪৬	৭৬০	১৩০৬
১৯৮৬-৮৭	৮৯৪	৭০৯	১৬০৩	৬৬১	৯৩৪	১৫৯৫
১৯৮৭-৮৮	৮৮১	৬৪৮	১৫২৯	৮২৩	৮১৭	১৬৪০
১৯৮৮-৮৯	৬৬১	১২১২	১৮৭৩	৬৭৩	৯৯৫	১৬৬৮
১৯৮৯-৯০	৮৮৫	১২৯০	২১৭৫	৭৬৬	১০৪৪	১৮১০
১৯৯০-৯১	৪৮৫	৮৮৫	১৩৭০	৮৩১	৯০১	১৭৩২
১৯৯১-৯২	১১৪০	৭৭৫	১৯১৫	৮১৭	৭৯৪	১৬১১
১৯৯২-৯৩	৭৩৪	৫৪০	১২৭৪	৮১৮	৮৫৭	১৬৭৫
১৯৯৩-৯৪	৪৬৪	১৯৪৬	২৪১০	৭১০	৮৪৯	১৫৫৯
১৯৯৪-৯৫	৮৬১	৭৫১	১৬১২	৮৯০	৮৪৯	১৭৩৯
১৯৯৫-৯৬	৮৬৪	৪১৬	১২৮০	৬৭৭	৭৬৬	১৪৪৩
১৯৯৬-৯৭	৮৪২	৮১৯	১৬৬১	৭৩৬	৭৪৫	১৪৮১
১৯৯৭-৯৮	৫৮৫	১২০৬	১৭৯১	৫০৩	৭৪৮	১২৫১
১৯৯৮-৯৯	৮৬২	১৭৮৭	২৬৪৯	৬৬৯	৮৬৭	১৫৩৬
১৯৯৯-০০	৬১৯	৮৫৬	১৪৭৫	৭২৬	৮৬২	১৫৮৮
২০০০-০১	৯৩৮	১১১৫	২০৫৩	৫০৪	৮৬৫	১৩৬৯
২০০১-০২	৪০২	৪৭৭	৮৭৯	৪৭৯	৯৬৩	১৪৪২
২০০২-০৩	৮৭০	১৩০৯	২১৭৯	৫১০	১০৭৫	১৫৮৫
২০০৩-০৪	৮৮৭	১০৩৬	১৯২৩	৩৩৮	৬৯৫	১০৩৩
২০০৪-০৫	৩৪৫	১২০৭	১৫৫২	২৩৪	১২৫৭	১৪৯১
২০০৫-০৬	৬২৮.৩৮	১১৫৮.৯৮	১৭৮৭.৩৬	৫০০.৫৪	১০৬৭.০৯	১৫৬৭.৬৪
২০০৬-০৭	৭২৮.৫০	১৫২৭.৬৩	২২৫৬.১৩	৫৯০.১৭	১০৪০.৪০	১৬৩০.৫৭
২০০৭-০৮	৯৬১.৮৮	১৮৮০.৫৬	২৮৪২.৪৪	৬৫৮.১১	১৪০৩.৪০	২০৬১.৫১
২০০৮-০৯	৪২৩.২৬	২০২১.০৬	২৪৪৪.৩২	৬৫৭.৮১	১১৮৯.৫০	১৮৪৭.৩১
২০০৯-১০	৫৫৫.১৫	২৪২৮.৫৩	২৯৮৩.৬৮	৬৩৯.১৭	১৫৮৮.৬০	২২২৭.৭৭
২০১০-১১	৬৩০.৪৬	৫৩৩৮.১৭	৫৯৬৮.৬৩	৭৪৫.১০	১০৩১.৬৪	১৭৭৬.৭৪
২০১১-১২	১৪৪১.৩৭	৩৩২৩.১৫	৪৭৬৪.৫২	৫৮৭.৯৯	১৫৩৮.৪৮	২১২৬.৪৭
২০১২-১৩	৫৫৪.৫৩	৫৩০০.০৭	৫৮৫৪.৬০	৭২৬.২৭	২০৮৪.৭২	২৮১১.০০
২০১৩-১৪	৪৯৭.৮২	৫৩৪৬.৪০	৫৮৪৪.২২	৬৮০.৭৩	২৪০৩.৬৬	৩০৮৪.৩৯
২০১৪-১৫	৪৯৩.৬৬	৪৭৬৪.৮১	৫২৫৮.৪৭	৫৭০.৮২	২৪৭২.২৫	৩০৪৩.০৭
২০১৫-১৬	৫৪৪.৯২	৬৫০৩.১৬	৭০৪৮.০৮	৫৩০.৫৬	৩০৩৩.০৩	৩৫৬৩.৫৯
২০১৬-১৭*	৩১৮.৮২	১৪৪৭৬.২৯	১৪৭৯৫.১১	২২৪.২৯	১৭২৩.৫৮	১৯৪৭.৮৭

উৎসঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় *জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

পরিশিষ্ট ৫৮: মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি বৈদেশিক দায় পরিশোধ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি দায় পরিশোধ			রপ্তানি	মোট বৈদেশিক মুদ্রা আয়**	রপ্তানি আয়ের শতকরা অংশ হিসেবে মোট দায় পরিশোধ	মোট বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের শতকরা অংশ হিসেবে মোট দায় পরিশোধ
	সুদ	আসল	মোট দায় পরিশোধ				
১৯৭৫-৭৬	২০	৩৬	৫৬	৩৮১	৪৭৪	১৪.৬	১১.৭
১৯৭৬-৭৭	২৮	২২	৫০	৪১৭	৫৪৮	১১.২	৯.১
১৯৭৭-৭৮	৩১	৩৪	৬৫	৪৯৪	৭০৪	১৩.২	৯.২
১৯৭৮-৭৯	৩৯	৫০	৮৯	৬১৯	৮৯৮	১৪.৪	৯.৯
১৯৭৯-৮০	৪২	৬৬	১০৮	৭২৬	১২২৮	১৪.৯	৮.৮
১৯৮০-৮১	৪১	৪৪	৮৫	৭১০	১৩৬৪	১২.০	৬.৩
১৯৮১-৮২	৪৭	৪৫	৯২	৬২৬	১২৮৫	১৪.৬	৭.১
১৯৮২-৮৩	৫১	৮৫	১৩৬	৬৮৭	১৫৩৩	১৯.৮	৮.৯
১৯৮৩-৮৪	৫৮	৭১	১২৯	৮১১	১৬৮৬	১৫.৮	৭.৬
১৯৮৪-৮৫	৬৪	১০৬	১৭০	৯৩৪	১৬৬১	১৮.২	১০.২
১৯৮৫-৮৬	৭৩	১১১	১৮৪	৮১৯	১৬৩৪	২২.৪	১১.২
১৯৮৬-৮৭	৮১	১৫২	২৩৩	১০৭৪	২০৩২	২১.৭	১১.৩
১৯৮৭-৮৮	১২৩	১৬৬	২৮৯	১২৩১	২২৭৮	২৪.৪	১২.৬
১৯৮৮-৮৯	১২৩	১৭০	২৯৩	১২৯২	২৪৫৩	২২.৮	১১.৭
১৯৮৯-৯০	১১৬	১৮৬	৩০২	১৫২৪	২৭৩১	১৯.৮	১০.৯
১৯৯০-৯১	১২০	১৯৭	৩১৭	১৭১৮	২৯৪২	১৯.৪	১১.০
১৯৯১-৯২	১২৭	২১০	৩৩৭	১৯৯৪	৩৪০৬	১৬.৯	৯.৮
১৯৯২-৯৩	১৩৫	২৩৯	৩৭৪	২৩৮৩	৩৯৪৪	১৫.৭	৯.৫
১৯৯৩-৯৪	১৩৯	২৬৩	৪০৫	২৫৩৪	৪২৯৩	১৭.২	১০.৪
১৯৯৪-৯৫	১৫৪	৩১৪	৪৬৮	৩৪৭৩	৫৪৯০	১৩.৫	৮.৫
১৯৯৫-৯৬	১৫২	৩১৬	৪৬৮	৩৮৮২	৫৯০৮	১২.১	৭.৯
১৯৯৬-৯৭	১৪৭	৩১৬	৪৬৩	৪৪২৭	৬৬৪৭	১০.৫	৭.০
১৯৯৭-৯৮	১৩৭	৩০৭	৪৪৪	৫১৭২	৭৪৯৫	৮.৬	৫.৯
১৯৯৮-৯৯	১৬৬	৩৭৩	৫৩৯	৫৩২৪	৭৭৩৭	১০.১	৭.০
১৯৯৯-০০	১৭২	৪৪৭	৬১৯	৫৭৬২	৮৫৬০	১০.৭	৭.২
২০০০-০১	১৫৯	৪৩৮	৫৯৭	৬৪৭৬	৯১১৭	৯.২	৬.৫
২০০১-০২	১৫১	৪৩৫	৫৮৬	৫৯৮৬	৯২৯৫	৯.৮	৬.৩
২০০২-০৩	১৫৬	৪৫২	৬০৮	৬৫৪৮	১০৪৯৭	৯.২৮	৫.৮
২০০৩-০৪	১৬৫	৪২৩	৫৮৮	৭৬০৩	১১৮৯৯	৭.৭৩	৪.৯৪
২০০৪-০৫	১৮৫	৪৩৪	৬১৯	৮৬৫৫	১৩৬৮০	৭.২	৪.৫
২০০৫-০৬	১৭৬	৫০২	৬৭৮	১০৫২৬	১৬৬২৪	৬.৪	৪.১
২০০৬-০৭	১৮২	৫৪০	৭২২	১২১৭৮	১৯৬৪১	৫.৯	৩.৭
২০০৭-০৮	১৮৫	৫৮৬	৭৭০	১৪১১১	২১৪০৪	৫.৫	৩.৬
২০০৮-০৯	২০০	৬৫৬	৮৫৫	১৫৫৬৫	২৭০৮৬	৫.৫	৩.২
২০০৯-১০	১৯০	৬৮৬	৮৭৬	১৬২০৫	২৯৬৭০	৫.৪	৩.০
২০১০-১১	২০০	৭২৯	৯২৯	২২৯২৮	৩৭১৪৪	৪.১	২.৫
২০১১-১২	১৯৭	৭৭০	৯৬৭	২৪২৮৮	৩৯৮১৫	৪.০	২.৪
২০১২-১৩	১৯৬	৮৯৫	১০৯১	২৭০১৮	৪৪১৮৬	৪.০	২.৫
২০১৩-১৪	২০৬	১০৮৮	১২৯৪	২৯৭৬৫	৪৬৯৪৫	৪.২৮	২.৭৫
২০১৪-১৫	১৮৮	৯০৯	১০৯৭	৩০৭৬৮	৪৯১০২	৩.৫১	২.২৪
২০১৫-১৬	২০২	৮৪৮	১০৫০	-	-	-	-
২০১৬-১৭*	১৪৩	৫৬৫	৭০৮	-	-	-	-

উৎসঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। * ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ।

** মোট বৈদেশিক মুদ্রা আয়=পণ্য রপ্তানি+বিদেশে কর্মরতদের প্রেরিত অর্থ + অদৃশ্য আয়।

পরিশিষ্ট ৫৯: বৈদেশিক দায়ের স্থিতি

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	ব্যয়ন**	দায় পরিশোধ ***			প্রতি আর্থিক বৎসর শেষে দায়ের স্থিতি
		আসল	সুদ	মোট	
১৯৭৩-৭৪	২৪৩	৯	৯	১৮	৫০১
১৯৭৪-৭৫	৫২৬	৫৮	১৩	৭১	৯৭৪
১৯৭৫-৭৬	৫৬৭	৩৬	২০	৫৬	১৫৭৭
১৯৭৬-৭৭	২৭৯	২২	২৮	৫০	১৮২৮
১৯৭৭-৭৮	৪৪২	৩৪	৩১	৬৫	২৭৮৩
১৯৭৮-৭৯	৫২৮	৫০	৩৯	৮৯	৩১৯৩
১৯৭৯-৮০	৫৭৩	৬৬	৪২	১০৮	৩৪০০
১৯৮০-৮১	৫৫৪	৪৪	৪১	৮৫	৪৩৮৩
১৯৮১-৮২	৫৮৬	৪৫	৪৭	৯২	৪৯৫৯
১৯৮২-৮৩	৫৯০	৮৫	৫১	১৩৬	৫৪৫২
১৯৮৩-৮৪	৫৩৫	৭১	৫৮	১২৯	৫৯৪১
১৯৮৪-৮৫	৫৬৯	১০৬	৬৪	১৭০	৬২৮১
১৯৮৫-৮৬	৭৬০	১১১	৭৩	১৮৪	৭৪৩৮
১৯৮৬-৮৭	৯৩৪	১৫২	৮১	২৩৩	৮৩৬৪
১৯৮৭-৮৮	৮১৭	১৬৬	১২৩	২৮৯	৯৪৭৩
১৯৮৮-৮৯	৯৯৬	১৭০	১২৪	২৯৪	৯৮৭৯
১৯৮৯-৯০	১০৪৪	১৮৬	১১৬	৩০২	১০৬০৯
১৯৯০-৯১	৯০১	১৯৭	১২০	৩১৭	১২৭১৪
১৯৯১-৯২	৭৯৪	২১০	১২৭	৩৩৭	১৩৩৩০
১৯৯২-৯৩	৮৫৭	২৩৯	১৩৫	৩৭৪	১৩৬১৫
১৯৯৩-৯৪	৮৪৯	২৬৩	১৩৯	৪০২	১৫৩৭৩
১৯৯৪-৯৫	৮৪৯	৩১৪	১৫৪	৪৬৮	১৬৭৬৭
১৯৯৫-৯৬	৭৬৬	৩১৬	১৫৩	৪৬৯	১৫১৬৬
১৯৯৬-৯৭	৭৪৫	৩১৬	১৪৭	৪৬৩	১৫০২৫
১৯৯৭-৯৮	৭৪৮	৩০৭	১৩৭	৪৪৪	১৪০৩৩
১৯৯৮-৯৯	৮৬৭	৩৭৩	১৬৬	৫৩৯	১৪৮৪৩
১৯৯৯-০০	৮৬২	৪৪৭	১৭২	৬১৯	১৬২১১
২০০০-০১	৮৬৫	৪৩৮	১৫৯	৫৯৭	১৫০৭৪
২০০১-০২	৯৬৩	৪৩৫	১৫১	৫৮৬	১৬২৭৬
২০০২-০৩	১০৭৫	৪৫২	১৫৬	৬০৮	১৭৪১১
২০০৩-০৪	৬৯৫	৪২৩	১৬৫	৫৮৮	১৮৫১১
২০০৪-০৫	১২৫৭	৪৩৪	১৮৫	৬১৯	১৮৭৭৭
২০০৫-০৬	১০৬৭	৫০২	১৭৬	৬৭৮	১৯৪২০
২০০৬-০৭	১০৪০	৫৪০	১৮২	৭২২	২০৭১৩
২০০৭-০৮	১৪০৩	৫৮৬	১৮৪	৭৭০	২০২৬৫
২০০৮-০৯	১১৮৯	৬৫৫	১৯৯	৮৫৫	২০৮৫৮
২০০৯-১০	১৫৮৯	৬৮৬	১৯০	৮৭৬	২০৩৩৬
২০১০-১১	১০৩২	৭২৯	২০০	৯২৯	২২০৮৬
২০১১-১২	১৫৩৮	৭৭০	১৯৭	৯৬৭	২২০৯৫
২০১২-১৩	২০৮৫	৮৯৫	১৯৬	১০৯১	২২৩৮১
২০১৩-১৪	২৪০৪	১০৮৯	২০৬	১২৯৪	২৪৩৮৮
২০১৪-১৫	২৪৭২	৯০৯	১৮৮	১০৯৭	২৩৯০১
২০১৫-১৬	৩০৩৩.০৩	৮৪৮	২০২	১০৫০	২৬৩০৬
২০১৬-১৭*	১৭২৩.৫৮	৫৬৫	১৪৩	৭০৮	-

উৎসঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। * ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত। **শুধুমাত্র ঋণ।
*** খাদ্য, বিমান, জ্বালানি তৈল আমদানি এবং আই.এম. এফ. হতে সংগৃহীত স্বল্প মেয়াদি ঋণ ব্যতীত।

পরিশিষ্ট ৬০.১ : উৎসভিত্তিক বৈদেশিক সাহায্য (২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১)

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

দেশ/সংস্থা	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১
আইডিএ	৬৩৫.৩৩	৬৮০.১০	৭৯৫.৮৪	৫০৭.৫২	৩৯৭.৪৮	৫৫৩.১৪
জাপান	৩১.০৫	৩১.৬২	৮৮.৭৪	১০৩.০৪	৭৮.৯৬	২১.৩৪
এডিবি	২৬৪.৫৬	৩৪২.৪৬	৪৪৮.৩২	৬১৮.৫৬	১০৮৬.৭৫	৪৮৬.৮৫
যুক্তরাষ্ট্র	৩.৯৫	৬১.৯১	১৪.৫৭	০.০০	০.০০	০০.০০
জাতিসংঘ সংস্থাসমূহ*	১১১.১৫	৭৬.১৫	১৭৭.৯৪	১৪.৩৮	২১১.৭৪	১৬৫.৭৪
কানাডা	৬২.০৪	১৭.৭	৪১.৭৫	১৯.২৫	১৩.৬৬	৩১.১৪
জার্মানি	১৫.২৯	১৯.৭১	২৯.৭৯	৬৩.৬২	৭০.৩৯	৪৬.২৩
যুক্তরাজ্য	১৫৬.৮০	৬৯.৩৭	১২৭.৬২	১৩২.১৫	১২৪.৩৩	১০২.৮১
ইইউ	৭২.৬৫	৬৬.৩৮	৭০.২০	৩২.৬০	৮৩.০১	১৮.৪০
নেদারল্যান্ড	১২.৬১	২৩.৮৮	৫.৪১	১১.০১	১.২১	০.০০
সৌদি আরব	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২.৩৩
সুইডেন	১.৭৯	৫৭.৪২	৪২.৪৪	২৪.৭৭	৯.৩০	১১.৭১
নরওয়ে	১০.৭৯	৪৬.৪৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ডেনমার্ক	১৪.২৮	৫০.০০	৩২.৮০	২১.৮৯	৩০.১১	৩৩.০৬
ফ্রান্স	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০০.০০
ইউনিসেফ	১৮.০৯	২৯.৭৮	৫২.০১	৭৮.০০	০.০০	৫৪.৩১
ভারত	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০০.০০
অষ্ট্রেলিয়া	১০.৫৬	০.০০	৬.৪৫	০.০০	০.০০	০০.০০
আইডিবি	২৫.০৮	২২.৬৪	১০.৭৬	২১.২১	২৫.৭৬	১৭.১৯
ইফাদ	--	--	--	১২.০৯৯	২০.৩৯	২১.৫৫
কুয়েত	--	--	--	৩২.৩৭৮	১২.৩৫	১০.২২
ওপেক	--	--	--	২.২৯১	৫.২২২	১০.৮৬
দঃ কোরিয়া	--	--	--	৪.৫৩	২০.০৭	৭৪.৬০
এনডিএফ	--	--	--	০০.০০	৩.১০	৯.৫৬
চীন	--	--	--	০.০০	০.০০	০.০০
রাশিয়া	--	--	--	--	--	--
অন্যান্য	১২১.৬২	৩৫.০১	১১৬.৯১	১২.৪৫৩	০০.০০	০০.০০
মোট	**১৫৬৭.৬৪**	**১৬৩০.৫৮**	**২০৬১.৫১**	**১৮৪৭.৩১**	**২২২৭.৭৭**	**১৭৭৭.১৬**

উৎসঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট ৬০.২ : উৎসভিত্তিক বৈদেশিক সাহায্য (২০১১-১২ থেকে ২০১৬-১৭)

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

দেশ/সংস্থা	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭*
আইডিএ	৬২০.৮৪	৭৬৯.৬৩	৯৩৬.০৫	৯৭৭.৮৯	১১৫৭.৯০	৬৬৫.৯৭
জাপান	২৪৭.৫৯	৩৪৮.৫৮	৪৫০.৭৮	৩৬৬.৪৬	৫৫৩.০৬	২৬৩.৬৩
এডিবি	৪৬০.৭৮	৭৫২.০৫	৪৬৪.৬৮	৭১৫.৭৬	৮১৩.৭৬	৫১৪.১০
যুক্তরাষ্ট্র	০.০০	০.০০	০.৪৬	১.৫৩	--	--
জাতিসংঘ সংস্থাসমূহ**	১৪২.১১	১৭১.৪৯	২৬.৬৩	১৪৪.৭৬	১২৮.৯৫	৬৪.৫৬
কানাডা	৪.৬৮	৩.৫২	১৬.২৮	১৩.২৮	২০.৫১	--
জার্মানি	৪৩.০২	৬৮.৭১	৩৫.৩৪	৩০.০৮	৬০.৮২	১১.৩১
যুক্তরাজ্য	১০৬.৭৭	১০৮.৯৫	১১৬.০২	৭৯.৩০	৬৫.৪৪	১৫.৩৩
ইইউ	১৫.৯৬	৫১.৭৩	৫১.১২	২৯.৭৪	৩.৭৪	২১.০৬
নেদারল্যান্ড	০.০০	৪.৬০	৬.৯৬	০.৯৩	২.৭১	--
সৌদি আরব	০.৩৫	৩.৪২	৬.৪২	৯.৭৬	২৮.৭৬	১৬.৮২
সুইডেন	৩৩.৭৭	১১.২৬	২৩.৯৭	১০.১৫	০.০০৭	--
নরওয়ে	০.০০	০.০০	৪.৬	২.৮৪	০.০০	--
ডেনমার্ক	৪৫.৪৪	৪১.৪২	৬২.৬৭	২৯.৫৩	২৪.১৬	৬.৩০
ফ্রান্স	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩.৩৪	৯.২৮
ইউনিসেফ	৫৯.০৪	৬৬.৬৬	১৬.৮৮	৩৯.১৬	৩৮.৯৫	২৮.৪১
ভারত	১২.৯১	১৭৫.৩২	১২৩.৩৭	৯৪.০০	৮৪.৭৯	৬৩.২৬
অষ্ট্রেলিয়া	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	--	--
আইডিবি	১৭.১৮	২২.৮২	৭৬.৯৪	১৩২.৯২	১০০.৪৯	১২.১৯
ইফাদ	৪৩.৫০	১৭.০৯	১৪.২৮	৪২.২৯	৫১.৮৯	৩২.১৭
কুয়েত	১৩.২৩	১০.৬৫	৯.৩৫	৭.২২	১৬.৬২	২৫.৭২
ওপেক	২৩.০৫	৬.৩১	৬.৬৫	১০.৬১	২৫.৯০	১৭.১৭
দঃ কোরিয়া	৬০.১৩	৩৭.৮৪	৩৫.৫৪	৫৫.৭৩	৩৩.২৩	১৬.০৮
এনডিএফ	০.০০	০.০০	৪.৬	২.৮৪	০.৭০	--
চীন	০.০০	৭৭.০৪	৪৭২.৭১	১২১.২৩	১১৫.৭৩	১৩.৩২
রাশিয়া	--	--	--	১১৩.৯১	২০২.৬৯	৭৪.০১
অন্যান্য	১৭৬.১২	৬১.৮৪	১২৬.৬৯	১৩.৮৩	২৯.৪৪	৭৭.১৮
মোট	**২১২৬.৪৭**	**২৮১১.০০**	**৩০৮৪.৩৯**	**৩০৪৩.০৭**	**৩৫৬৩.৫৯**	**১৯৪৭.৮৭**

উৎসঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। * ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত; ** ইউনিসেফ ব্যতিত।

পরিশিষ্ট ৬১ : অর্থনৈতিক খাত ভিত্তিক বৈদেশিক সাহায্যের ব্যয়

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

খাত	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
কৃষি	৫২.৩	৬৯.৪	৩৫.৮	৩০.১	৮৩.৫	৬৫.২	৪৯.৬	৭৩.৩	১২২.৭	২১৫.০০	২২৭.২৭
পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান	৪৭.১	৩৮.৪	৫৭.৪	৫৭.০	৯৩.৪	৪২.০	৪১.৫	৫৮.৮	৪৯.১	৪৯.৯০	৬৫.৮৪
পানি সম্পদ	৮৯.১	৭১.৯	৬৭.৮	৭৪.১	৫২.৪	৫৭.৫	৬৩.৫	৭৩.২	৯৬.৬	৯০.০০	১২১.৩৫
শিল্প	৬১.৬	১৪.৮	৮.২	১৯.১	১.৯	২৩.৪	৮১.৬	১২৮.৭	৩২১.৩	৮২.০০	২৭.৭৯
বিদ্যুৎ	১৬২.৪	২৩৩.৪	৩৫৫.৯	২৩৪.২	১৯১.৮	২৭৫.৭	৩৯৮.৫	৫৫৬.১	৪৯৮.৯	৬২৯.০০	৯৭৩.০৯
তেল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ	১৪.৫	৩২.৯	১৭.৫	১৯.১	১০১.৯	২০.৯	২৭.৩	৫৪.৩	৬৯.৮	১৮.১০	৩৮.৪৪
পরিবহন	৭৬.০	৮৩.৭	১১৯.৬	১৫০.৭	১০৩.৯	১০৩.৩	১১৪.৩	২৩৮.৭	৪৩১.২	২৮২.১০	৪১০.১৪
যোগাযোগ	০.০	০.০	৮.৪	৪.৪	১১.১	১৩.৫	৮৬.৪	৫৭.০	১১৩.৩	৯৬.১০	৭১.০২
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ	১১৮.২	৯৫.৬	৮১.৩	৯৮.০	১১৬.৭	৯৭.০	২৪৫.৪	১৪১.৪	১৮৭.০	৩০১.১০	৩৩৮.১০
শিক্ষা ও ধর্ম	৩১৬.৭	৩৬৪.৬	২১৭.০	২২০.৬	২৫৪.৩	২৪৩.৭	২৭৯.৮	৪১৭.২	৩৫২.৯	৩৭৫.১০	৪৭৪.৯২
যুব, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	--
স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ	১৭৩.৯	২৪৯.৫	১৯৩.৯	১৭২.৯	১৭৬.২	২২৪.৫	২৭৪.১	২২৪.০	২৪২.৭	১৭৭.৪০	২০৬.১৫
গণসংযোগ	০.৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	--
সমাজ কল্যাণ, মহিলা ও যুব উন্নয়ন	১৩.১	৩.৮	২০.৫	৭.১	২০.৭	১৫.০	৫০.৮	৬০.৯	৯২.৪	৬৬.৬০	১৪৪.৩৪
জনপ্রশাসন	৩৪৪.৪	৩১২.৫	৭৬৭.৩	৭০৭.৫	৯২৬.৬	৫৪০.২	৩৪৪.৫	৬৭৬.৩	৪৬৮.৭	৬২২.৫০	৩৯৮.৮২
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৯.০৫
শ্রম ও জনশক্তি	০.৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.৬	৫.৪১
মোট	**১৪৭০.৪**	**১৫৭০.৭**	**১৯৫০.৭**	**১৭৯৪.৯**	**২১৩৪.৪**	**১৭২১.৮**	**২০৫৭.২**	**২৭৬০.৮**	**৩০৪৬.৮**	**৩০০৫.৫০**	**৩৫৩১.৭২**

উৎসঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট ৬২: বিগত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহের আকার, প্রকৃত ব্যয় এবং জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার
(স্ব স্ব ভিত্তি বছরের মূল্যে)

(মিলিয়ন টাকা)

পরিকল্পনা	পরিকল্পনার আকার			প্রাক্কলিত প্রকৃত ব্যয় (পরিকল্পনার আকারের %)			প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা (%)	অর্জিত প্রবৃদ্ধি (%)
	মোট	গণখাত	ব্যক্তিখাত	মোট	গণখাত	ব্যক্তিখাত		
প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	৪৪,৫৫০	৩৯,৫২০	৫,০৩০	২০,৭৪০	১৬,৩৫০	৪,৩৯০	৫.৫০	৪.০০
				(৪৬.৫৫)	(৪১.৩৭)	(৮৭.২৮)		
দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা	৩৮,৬৮০	৩২,৬১০	৬,০০০	৩৩,৫৯০	২৪,০২০	৯,৫৭০	৫.৬০	৩.৫০
				(৮৭.০০)	(৭৩.৬৬)	(১৫৯.৫০)		
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	১৭২,০০০	১১১,০০০	৬১,০০০	১৫২,৯৭০	১০৩,২৮০	৪৯,৬৯০	৫.৪০	৩.৮০
				(৮৮.৯৪)	(৯৩.০৫)	(৮১.৪৬)		
তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	৩৮৬,০০০	২৫০,০০০	১৩৬,০০০	২৭০,১১০	১৭১,২৯০	৯৮,৮০২	৫.৪০	৩.৮০
				(৬৯.৯৮)	(৬৮.৫২)	(৭২.৬৬)		
চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	৬২০,০০০	৩৪৭,০০০	২৭৩,০০০	৫৯৮,৪৮০	২৭৪,০৮৩	৩২৪,৩৯৭	৫.০০	৪.১৫
				(৯৬.৫৩)	(৭৮.৯৯)	(১১৮.৮৩)		
পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	১৯৫৯,৫২১	৮৫৮,৯৩৯	১১০০,৫৮২	১৩৭৩,৬৩৯	৬৩৫,৩৬৮	৩৭৮,২৭১	৭.০০	৫.২১
				(৭০.১০)	(৭৩.৯৭)	(৬৭.০৮)		
ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	১৭৬৩৩৬৫৭	৩৮৭৪৬১৬	১৩৭৫৯০৪০	১৭১১৫৮২৯	৩৭৯৯৫৭৬	১৩৩১৬২৫৩	৭.৩০	৬.৩৫
				(৯৭.০৬)	(৯৮.০৬)	(৯৬.৭৮)		
সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	৩১৯০২৮০০	৭২৫২৩০০	২৪৬৫০৫০০	-	-	-	৭.৪০	৭.১১*

উৎসঃ সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন। * ২০১৫-১৬ অর্থবছরের গড় প্রবৃদ্ধির হার ।

সমীক্ষা প্রণয়নে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণের তালিকা

নাম	পদবি
জনাব মোঃ সাইফুল আলম হামিদী	অর্থনৈতিক উপদেষ্টা
জনাব মোঃ ফজলুল হক	উপ-অর্থনৈতিক উপদেষ্টা (উপসচিব)
জনাব আবুল মনসুর	উপ-অর্থনৈতিক উপদেষ্টা
জনাব নীলুফা আক্তার	সিনিয়র সহকারী প্রধান
জনাব শ্রীনিবাস দেবনাথ	সিনিয়র সহকারী প্রধান
জনাব মোঃ মাকসুদ আলম	সহকারী প্রধান
জনাব মোঃ মিনহাজুল ইসলাম	সহকারী প্রধান
জনাব সামিয়া শারমিন	সহকারী প্রধান
জনাব শাকেরা আহমেদ	সহকারী প্রধান
জনাব সুলতানা সালেহা সুমী	সহকারী প্রধান

সব ধরনের ই-বুক ডাউনলোডের জন্য

MyMahbub.Com